বৃহৎ শিব-পুরাণ।

ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

যশোহর-মল্লীকপুর-নিবাসী

সন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

পদ্যে অনুবাদিত।

"ইদং পাপহরং পুণ্যং যশস্যং সর্ব্ববর্দ্ধকং।
পঠেত্তা শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
ব্যাসবাক্য।

(কলিকাতা, ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট দাক্ষায়ণী পুস্তকালয় হইতে)

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

১ নং নিয়ুগোস্বামীর লেন, দাক্ষায়ণী যন্ত্রে

শ্রীমাখনলাল ... দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

ভগবান্ বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ আমাদিগের পরম আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই ; বস্তুতঃ পুরাণ যে আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আর্য্যজাতির নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া, সন্ধ্যাবন্দনা, তর্পণ, হোম, যাগ-যজ্ঞ, উৎসব, দেব-দেবী-পূজা, সদাচার, যে কোন বিষয়ই হউক্ না কেন, তৎসমস্তই এই পুরাণ-প্রদর্শিত পথাবলম্বনে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পুরাণে যাহা না আছে, পুরাণে যাহা দৃষ্ট না হয়, তাহা আর কুত্রাপি কোন গ্রন্থেই অঙ্কিত হইবার নহে। রাজনীতি, সমাজনীতি, সৃষ্টি-বিসৃষ্টি, বিশ্বোৎপাদন, ব্রহ্মতত্ত্ব সমস্তই পুরাণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। দুরাচার যবনদিগের অধিকারকালে আমাদিগের ঈদৃশ মহোপকারী হিতপ্রদ গ্রন্থসমূহ বিলুপ্ত, ছিন্ন ভিন্ন, খণ্ডিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। সেই কারণেই সকল পুরাণের সম্পূর্ণ খণ্ড প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; যাহাও পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। যতগুলি পুরাণ ও উপপুরাণ আছে, তন্মধ্যে শিবপুরাণ সকলের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থে শিব-মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সদাচার, দেবপূজা, দেবমাহাত্ম্য, বিবিধমন্ত্র, অসংখ্য অসংখ্য উপাখ্যান এবং বিবিধ পূজাপ্রণালীর বিষয় বর্ণিত আছে। যে ভাবে যে প্রণালীতে ইহা বর্ণিত, তদনুসারে কার্য্যসাধন করিলে যে, আশু চতুর্ব্বর্গ লাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমরা এই ধর্ম্মগর্ভ পুরাণখানির সারবত্তা দেখিয়া নেপাল, তৈলঙ্গ ও দ্রাবিড় হইতে কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ আনয়ন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই সকল গ্রন্থ এরূপ জটিল অক্ষরে ও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ যে, সহজে বোধগম্য করা একান্ত দুরূহ। অধিকন্তু একখানির সহিত অপর খানির স্থানে স্থানে প্রায় কিছুমাত্র ঐক্য নাই, আবার মধ্যে মধ্যে অনেক স্থলে ঐক্য ও দৃষ্ট হয়। আমরা যে কয় খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করি, তন্মধ্যে দুই খানিতে গ্রন্থের নাম বৃহৎ শিবপুরাণ বলিয়া উল্লেখ আছে ; এতদ্ভিন্ন একখানি শিবপুরাণ এবং অবশিষ্ট দুই খানি শিবপুরাণ সংহিতা নামে বর্ণিত। ফল কথা, যবনাধিকারের পরে অস্মদ্দেশীয় অল্পবিদ্য লেখকদিগের দোষে যে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

আমরা কতিপয় সুবিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের মতানুসারে বৃহৎ শিবপুরাণখানিকেই প্রধান অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক অনুবাদিত করিলাম। শিবপুরাণ ও শিবপুরাণ সংহিতা নামক গ্রন্থের সহিত বৃহৎ শিবপুরাণের যে যে অংশের ঐক্য আছে, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইল। অল্পবিদ্য সাধারণ লোকে সহজে এই বৃহৎ শিবপুরাণের তত্ত্ব অবগত হইয়া যাহাতে ধর্ম্মে মতি প্রবর্ত্তিত করে, সেই উদ্দেশ্যেই আমরা সরল পদ্যে ইহার অনুবাদ করিলাম, এক্ষণ সহৃদয় সাধুগণ সাদরে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থম্মন্য হইব কিমধিকমিতি।

এই পুস্তকে আমার নাম ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্ব রহিল না, প্রকাশকই ইহার সত্ত্বাধিকারী রহিলেন। সন ১২৯৯ সাল তারিখ ৫ ভাদ্র।

মল্লীকপুর, }
যশোহর }

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

সূচীপত্র।

পূর্ব্বখণ্ড।

সূচীপত্র।

উত্তর খণ্ড।

—*—

এ সব জিজ্ঞাসা করি যত ঋষিগণ। উচিত আসনে সবে বসে তখন॥
তপস্যা বরং আমি বিবেচনা করি। বসিল সকলে উক্ত নীচাসনোপরি॥
সুখেতে আবেশে বসি ব্রহ্মার কুমার। কথা আরম্ভিল সুখে গুণের আধার॥
শ্রীশিবপুরাণ কথা অতি সুধাময়। বিরচিয়া দ্বিজ কালী সানন্দ হৃদয়॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিবপুরাণের মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কথন॥

ঋষয় উচুঃ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাম মহাপুণ্যং সনাতনং।
শিবং পুরাণং দেবস্য যদুক্তং তদ্ব্রবীহি নঃ।
নহি কিঞ্চিদবিদিতং ত্রৈলোক্যজ্ঞানবানসি।
স এবমুক্তস্তৈর্বিপ্রৈর্ব্রহ্মপুত্রোঽব্রবীত্তদা।

সূর্য্যসম মহাতেজা যত ঋষিগণ। বসিলেন চারিদিকে করিয়া বেষ্টন॥
বেষ্টিত হইয়া দেব বিধির তনয়। শোভিত হলেন কিবা বর্ণিবার নয়॥
অনন্তর ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিকরে। বিনয়ে জিজ্ঞাসা করে বিধির কুমারে॥
শুনিতে বাসনা করি ওগো ভগবান। মহাপুণ্য সনাতন শ্রীশিবপুরান॥
ত্রিভুবনে মহাজ্ঞানী তুমি মহোদয়। জগতে অজ্ঞাত তব কিছু মাত্র নয়॥
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির নন্দন। সম্বোধিয়া কহে সবে মধুর বচন॥
শুন শুন ঋষিগণ অপূর্ব্ব আখ্যান। বর্ণন করিব আমি শ্রীশিব পুরাণ॥
দেবগুহ্য সনাতন পুরাণ প্রবর। শুনিলে বিনাশ পায় পাতক বিস্তর॥
যেই জন ভক্তিভাবে করয়ে শ্রবণ। সেই জন হয় শিবচিন্তা-পরায়ণ॥
ভাবিতাত্মা কৃতকৃত্য সেই জন হয়। যশস্কর আয়ুস্কর পুরাণ নিশ্চয়॥
স্বর্গলাভ নীরোগিতা কামনা পূরণ। ইহার প্রসাদে হয় শাস্ত্রের বচন॥
শ্রীশিবকীর্ত্তন করে যেই গুণাধার। ইহলোকে পরলোকে মঙ্গল তাহার॥
এ হেন পবিত্র কথা করিব কীর্ত্তন। শিবোক্ত পুরাণ এই অতি পুণ্যতম॥
দেবতুল্য মহামতি ব্যাসের গোচরে। শুনেছি পূর্ব্বেতে ইহা একান্ত অন্তরে॥
যেরূপ শুনেছি আমি ওহে ঋষিগণ। বলিব সংক্ষেপে তাহা সবার সদন॥
বর্ণিতে নারিব কভু করিয়া বিস্তার। শতবর্ষে বর্ণিবারে আছে সাধ্য কার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু যেইরূপে লভেছে জনম। যেইরূপে পৃথিব্যাদি হয়েছে সৃজন॥

ব্রহ্মাবিষ্ণু—বিবরণ বর্ষের নির্ণয়। সপ্তদ্বীপ-উপাখ্যান ওহে ঋষিচয় ॥
চন্দ্র-সূর্য্য আদি করি গ্রহ-বিবরণ। বিভীষণ উপাখ্যান লিঙ্গের পূজন ॥
লিঙ্গসমুৎপত্তি আর লিঙ্গের প্রলয়। লিঙ্গার্চ্চনবিধি আদি ওহে ঋষিচয় ॥
কিরূপে করিবে পূজা দেবদেব হরে। প্রসাদ মহাত্ম্য আদি বলিব সবারে ॥
আবর্ত্তিকবিধি আদি করিব বর্ণন। পুনরাবর্ত্তিক বিধি ওহে ঋষিচয় ॥
শিবতত্ত্ব মূর্ত্তিভেদ বলিব সবারে। লিঙ্গ উৎপত্তি কথা কহিব সাদরে ॥
পুষ্পদানে যেই ফল করিব কীর্ত্তন। কিরূপে করিতে হয় লিঙ্গ সংস্থাপন ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বিমোহন অপূর্ব্ব আখ্যান। আসনের বিধি আর ধূপের বিধান ॥
অনশনবিধি পরে করিব কীর্ত্তন। অনুত্তম দানবিধি ওহে ঋষিগণ ॥
চতুর্দ্দশীবিধি আর অষ্টমীর বিধি। নামাষ্টমী বিধি আর শিবের বিভূতি ॥
লক্ষণ-অষ্টমীবিধি করিব কীর্ত্তন। লিঙ্গার্চ্চন ফলকথা অতি মনোরম ॥
শৌচাচার বীরাচার যোগের বিধান। নন্দ্যাভিষেচন আদি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥
জপ্যেশ্বর অবিমুক্ত মাহাত্ম্য সবার। তীর্থের বর্ণনা আদি করিব প্রচার ॥
যেরূপে ত্রিপুর দেব লভিল জনম। নীলকণ্ঠ-সমুদ্ভব করিব কীর্ত্তন ॥
বাসুদেব বিধি আর তাঁহার মহিমা। সর্ব্বধর্ম্মরহস্যাদি করিব বর্ণনা ॥
জ্ঞান প্রশংসন আর মুক্তির বর্ণন। ইত্যাদি বিবিধ কথা করিব কীর্ত্তন ॥
এসব বিস্তারে আর কিবা ফল আছে। সংক্ষেপে বলিব সব তোমাদের কাছে ॥

পূর্ব্বেতে আছিল বিশ্ব ঘোর তমোময়। অপ্রজ্ঞান অলক্ষণ ওহে ঋষিচয় ॥
একমাত্র ছিল রুদ্র পরম-কারণ। আপনি শেষেতে প্রভু করিয়া চিন্তন ॥
জ্ঞানের সৃজন অগ্রে করিয়া হরিষে। অহঙ্কার সৃষ্টি প্রভু করিলেন শেষে ॥
অহঙ্কার হতে মন লভিল জনম। পঞ্চ মহাভূত পরে হইল সৃজন।
অষ্ট প্রকৃতির সৃষ্টি ষোড়শ বিকার। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আদি আর ।
প্রাণ অপানাদি ক্রমে হইল সৃজন। সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ জনম।
গুণ হতে ব্রহ্মা বিষ্ণু জন্মিলেন পরে। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে মোহিবার তরে।
অশরীরী মহাদেব লভিল জনম। মহাতেজে মুগ্ধ করি এ তিন ভুবন ॥
শিব হতে শ্রেষ্ঠতর কিছুমাত্র নাই। শ্রীশিব সবার শ্রেষ্ঠ জানিবে সবাই ॥
কল্পে কল্পে ব্রহ্মা বিষ্ণু লভেন জনম। কল্পে কল্পে হয় সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন।
এরূপে সবার সৃষ্টি করি মহেশ্বর। সংহার করেন পুনঃ দেবদেব হর ॥
একাত্তর যুগ গত যত দিনে হয়। মন্বন্তর নাম তার শাস্ত্রে হেন কয় ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর গত হলে পরে। এক কল্প কহে তারে শাস্ত্রের বিচারে ॥

এইরূপ এক কল্প যত দিনে হয়। বিধাতার এক দিন তাহারেই কয়॥
এইরূপ এক কল্প গত হলে পরে। এক নিশা হয় তাঁর শাস্ত্রের বিচারে॥
এইরূপে মাস আর বর্ষ নিরূপণ। তাহার শতেক বর্ষ বিধির জীবন॥
বিধাতার পরমায়ু এইরূপ হয়। শিবের নিমেষ তাহে জানিবে নিশ্চয়॥
চন্দ্র আদি গ্রহ সহ বিশ্ব চরাচর। নিমেষ জীবিত রহে জানিবে সকল॥
সর্ব্ববিশ্বে সপ্তলোক আছে বিদ্যমান। ভূর্লোক ও ভুবর্লোক ইত্যাদি আখ্যান॥
সুতল বিতল আদি পাতাল নির্ণয়। সকলি হরের লীলা জানিবে নিশ্চয়॥
সংহার করেন পুনঃ অখিল সংসারে। তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে॥
অপূর্ব্ব পুরাণ কথা করহ শ্রবণ। শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন॥
নিয়ত সবার মন থাকুক ধরমে। ধর্ম্ম বিনা নাহি গতি জানিবে ভুবনে॥
সংসার মাঝারে যারা হয় সাধুজন। একান্ত যতনে ধর্ম্ম করিবে পালন॥
অধর্ম্মেতে মন যেন কভু নাহি যায়। অধর্ম্মিরা পদে পদে মহা বিঘ্ন পায়॥
কেবা পিতা কেবা মাতা কেহ কিছু নয়। ধর্ম্মই সকল মাত্র জানিবে নিশ্চয়॥
গুরুর পরম গুরু ধর্ম্মেরে জানিবে। সুগতির হেতু ধর্ম্ম জানিবে এ ভবে॥
জগতে ধর্ম্মের তুল্য বন্ধু আর নাই। কহিনু নিশ্চয় তত্ত্ব তোমাদের ঠাঁই॥
তীর্থের প্রধান ধর্ম্ম জানিবে সকলে। সাধুজন রক্ষা পায় ধর্ম্মের কৌশলে॥
যত কিছু ধন ভবে কর দরশন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন ধর্ম্ম শাস্ত্রের বচন॥
মানব জনম ধরি এ ভব সংসারে। ধর্ম্মের আশ্রয় নাহি লয় যেই নরে॥
বিফল জনম তার বিফল জীবন। মহাপাপে ডুবে সেই শাস্ত্রের বচন॥
সতত ধর্ম্মেতে মতি রাখে যেই নর। বিঘ্নরাশি তারে ছাড়ি পলায় অন্তর॥
মঙ্গল নিয়ত তারে করিবে আশ্রয়। শাস্ত্রের বিধান এই বেদের নির্ণয়॥
অধর্ম্মেতে নিরন্তর অন্তর যাহার। সকল বিনাশে তার সকলি অসার॥
পদে পদে বিপদেতে পড়ি যেই জন। ধর্ম্মের আশ্রয় কভু না করে বর্জ্জন॥
সুধীর তাহারে বলে শাস্ত্রের বিচারে। মঙ্গল তাহার হয় জানিবে অন্তরে॥
করিবেক দার গ্রহ ধর্ম্মের কারণ। ধর্ম্ম হেতু নারীগর্ভে জন্মাবে নন্দন॥
গৃহেতে করিবে বাস সত্য বটে মানি। ধর্ম্ম হেতু কিন্তু তাহা শুন যত মুনি॥
ধন উপার্জ্জন মাত্র ধর্ম্মের কারণ। ধর্ম্মের কারণে মাত্র শরীর রক্ষণ॥
ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতা ধরা জানিবে অন্তরে। ধর্ম্মার্থে তপন তাপ দেন শূন্যভরে॥
অমর নগরে ইন্দ্র করিছেন বাস। ধর্ম্মের কারণ মাত্র জানিবে নির্ব্বাস॥
বহিছেন ধর্ম্ম হেতু সতত পবন। জ্বলিছে সতত অগ্নি ধর্ম্মের কারণ॥
ধর্ম্মের লাগিয়া মাত্র হয়েছে পুরাণ। অখিল সংসারে আছে ধার্ম্মিকের মান॥

অধর্ম্ম পথেতে সেই রহে নিরন্তর। সহসা তাহার মুখ দেখে যদি নর॥ অমনি সূর্য্যের প্রতি করিবে দর্শন। নহিলে পাতকে সেই হবে নিমগন॥ সূর্য্য দরশনে হবে পাপের সংহার। শাস্ত্রের বিধান এই বেদের বিচার॥ ধার্ম্মিকেরা নিবসতি করে যেই খানে। তীর্থরাজ সেই স্থান শাস্ত্রের বিধানে॥ যতো ধর্ম্মস্ততো জয় বেদের বচন। বিঘ্নরাশি ধার্ম্মিকেরে না ঘেরে কখন॥ চারি পাদে সুশোভিত ধর্ম্ম মহাশয়। ধরম পালিছে পৃথ্বী জানিবে নিশ্চয়॥ সেই ধর্ম্মপদে নতি করি ভক্তিভরে। মানস না বান্ধে যেন অধর্ম্মের ডোরে॥ শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন। চারিপাদে পরিপূর্ণ হতেছে ধরম॥ সত্যযুগে চারিপাদে সুশোভিত রয়। ত্রেতাতে তাহার হয় একপাদ ক্ষয়॥ দ্বাপরেতে দুই পাদ বিনাশে তাহার। একপাদ কলিযুগে অবশিষ্ট তার॥ কলি-অন্তে চারি পাদ নষ্টহয়ে যায়। অধর্ম্ম সাগরে জীব ডুবিয়া বেড়ায়॥ এই হেতু বলিতেছি শুন সর্ব্বজন। সদত ধর্ম্মের প্রতি রাখিবে নয়ন॥ কণিকা ধর্ম্মের বল কে বলিতে পারে। মহাভয়ে নিরন্তর জীবে রক্ষা করে॥ কণিকা অধর্ম্ম কিন্তু অতি বিভীষণ। মহাভয় করে দান জানিবে সুজন॥ সত্য দয়া শান্তি আর অহিংসা এ চারি। ধর্ম্মের চারিটী পাদ জানিবে বিচারি॥ ধর্ম্মপথে যেই জন রহে সর্ব্বক্ষণ। শমন তাহার কাছে সদত দমন॥ সেই জন ইহকালে থাকিয়া হরিষে। অন্তিমে চলিয়া যায় অমর সকাশে॥ ধর্ম্মের চারিটী পাদ করিনু বর্ণন। তাহার বিশেষ বলি করহ শ্রবণ॥ পিতৃ মাতৃভক্তি আর গুরুর অর্চ্চন। প্রিয় বাক্য সত্যবাক্য ব্রতাদি সাধন॥ শুচিত্ব আস্তিক্য আর স্বীকার রক্ষণ। সাধুসঙ্গ এই সব সত্যের লক্ষণ॥ ধর্ম্মের প্রথম পাদ ইহারেই কয়। দয়ার লক্ষণ এবে শুন ঋষিচয়॥ পর উপকার দান স্মিত-আলাপন। নম্রতা সুধীর বুদ্ধি সুনৃতা-গ্রহণ॥ ইহারেই দয়া কহে শাস্ত্রের নিয়ম। শান্তির লক্ষণ বলি শুন ঋষিগণ॥ অসূয়া-হীনতা আর ইন্দ্রিয় দমন। দেবার্চ্চনা মৌনব্রত রমণী-বর্জ্জন॥ স্থিরচিত্ত নির্ভীকতা গম্ভীরতা আর। নির্ব্বাসনা সর্ব্বদ্রব্যে রুক্ষ-পরিহার॥ মান অপমান সবে সমভাব হেরে। পরের প্রশংসা সদা নিজমুখে করে॥ তীর্থ সেবা জপ হোম অতিথি পূজন। ক্ষমা ধৃতি অমাৎসর্য্য অকার্য্য বর্জ্জন॥ শান্তির লক্ষণ এই জানিবে অন্তরে। অহিংসার বিবরণ শুন অতঃপরে॥ পরেরে ক্লেশ নাহি অর্পিবে কখন। ইন্দ্রিয় দমন সদা রাখিবে সুজন॥ একান্ত যতনে সদা অতিথি পূজিবে। পরেরে আপন মত সদত ভাবিবে॥ দেখাইবে শান্তভাব সবার গোচর। অহিংসালক্ষণ এই শাস্ত্রের বিচারে॥ ধর্ম্মের চারিটী পাদ করিনু

বর্ণন। ধর্ম্মপথে সদা সবে রাখিবেক মন॥ অধর্ম্মের ফলে দুঃখ নানামতে পায়। অধর্ম্ম জীবের সদা বিপদ ঘটায়॥ অধর্ম্মের ফলে জীব নরকেতে পড়ে। দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

এতেক বচন শুনি যত ঋষিচয়। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ ওহে মহাশয়॥ কত খা নরক আছে শমন-সদনে। কিরূপ যাতনা পায় পড়ি সেই স্থানে॥ কি পাপে কিরূপ শাস্তি পায় জীবগণ। মহাপাপ কারে বলে ওহে মহাজন॥ এই সব বিস্তারিয়া বল কৃপা করি। শুনিয়া পুণ্যের কথা মহাপাপে তরি॥ এতেক বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন যত ঋষিচয়॥ নরক দুর্ব্বার অতি অতি বিভীষণ। তাহাতে যাতনা পায় পড়ি পাপীগণ॥ যতেক পুরাণ আছে ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে। নরক বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে॥ সংক্ষেপে কোথাও আছে কোথা বিস্তারিয়ে। বলিতেছি আমি তাহা শুন মন দিয়ে॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তেতে আছে বিস্তার আখ্যান। কতক করেছে ব্যক্ত ধরম পুরাণ॥ কত যে নরক আছে শমন সদন। গণিতে না পারে কেহ ওহে ঋষিগণ॥ বহ্নিকুণ্ড তপ্তকুণ্ড ক্ষারকুণ্ড আর। বিষ্ঠাকুণ্ড মূত্রকুণ্ড অতীব দুর্ব্বার॥ অশ্রুকুণ্ড মজ্জাকুণ্ড মাংসকুণ্ড আদি। বিষকুণ্ড ঘর্ম্ম-কুণ্ড নাহিক অবধি॥ অসংখ্য নরক আছে কে গণিতে পারে। চুরাশী প্রধান তাহে জানিহে অন্তরে॥ পাপীগণ ইহলোকে ত্যজিয়া জীবন। দুস্তর নরক-মাঝে করয়ে গমন॥ যেই দুষ্ট হিংসা করে পরের উপরে। সেই জন পড়ে বহ্নিকুণ্ডের ভিতরে॥ তাহার দেহেতে থাকে যত রোমচয়। তত বর্ষ নর-কেতে মহাকষ্ট সয়॥ তার পর পশুযোনি লভে তিনবার। শাস্ত্রেতে আছয়ে বিধি কহিলাম সার॥ তৃষার্ত্ত ব্রাহ্মণ কেহ অতিথি হইয়ে। জলপান হেতু যদি আইসে আলয়ে॥ তাহারে সলিল দান যেই নাহি করে। তপ্তকুণ্ডে পড়ে সেই জানিবে অন্তরে॥ তার পর শত জন্ম বিহঙ্গিনী হয়। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু নিশ্চয়॥ শ্রাদ্ধদিনে যেই জন সানন্দ অন্তরে। ক্ষারেতে আপনি বস্ত্র সুরঞ্জিত করে॥ যত দিনে এক ইন্দ্র বিনিপাত হয়। ততদিন ক্ষারকুণ্ডে সেই জন রয়॥ রজকী জঠরে শেষে লভয়ে জনম। সাতবার এইরূপ শাস্ত্রের বচন॥ দান করি পুন তাহা যেই জন হরে। পরধানে লোভ হয় যাহার অন্তরে॥ ব্রহ্মস্ব লইতে বাঞ্ছা করে যেই জন। দেবধন কোনরূপে যে করে হরণ॥ অযুত বরষ সেই বিষ্ঠাকুণ্ডে রয়। বিষ্ঠাভোগ তার ভাগ্যে জানিবে নিশ্চয়॥ পরের তড়াগ যেই করিয়া হরণ। তথায় তড়াগ নিজ করয়ে খনন। মূত্রকুণ্ডে সেই জন মহাকষ্ট পায়। মূত্রাহার করি সেই জীবন কাটায়॥ তার পর সপ্ত

জন্ম গোধিকারূপেতে। মহাকষ্ট পায় আসি অবনীধামেতে ॥ একাকী নির্জ্জনে বসি যেই অভাজন। নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য করয়ে ভোজন ॥ শ্লেষ্মা-কুণ্ডে সেই জন শতবর্ষ রয়। কত কষ্ট দেয় তারে যমদূতচয় ॥ অবশেষে প্রেত-যোনি ধারণ করিয়ে। অবনীমাঝারে আসে বিকল হৃদয়ে ॥ অতিথি আগত হেরি যেই অভাজন। ফিরায় আপন মুখ ফিরায় নয়ন ॥ ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত সেই জন হয়। তাহার যতেক কষ্ট বর্ণিবার নয় ॥ তার দত্ত পিণ্ড নাহি লয় পিতৃগণ। দুষিকানরকে পড়ে সেই দুরজন ॥ শত বর্ষ তথা থাকি মহা-কষ্ট পায়। দরিদ্র হইয়া শেষে ধরাধামে যায় ॥ সপ্তজন্ম এইরূপ দরিদ্র হইয়ে। মহাকষ্ট পায় আসি মানব আলয়ে ॥ বিপ্রকরে ধনরত্ন করিয়া অর্পণ। পুনরায় যেই জন করয়ে হরণ ॥ যক্ষ্মাকুণ্ডে সেই জন বহুকষ্ট পেয়ে। সাতবার জন্ম লয় কৃকলাস হয়ে ॥ পরনারী প্রতি যেই করে অত্যাচার। কামেতে মাতিয়া তারে করে বলাৎকার ॥ সুদারুণ অশ্রুকুণ্ডে সেই জন পড়ে। শত বর্ষ রহে সেই নরক ভিতরে ॥ ইষ্টদেবে অস্ত্রাঘাত করে যেই জন। অথবা বিপ্রের দেহ করয়ে ছেদন ॥ অথবা গোদেহে করে অস্ত্রের প্রহার। সেই জন পড়ে অসৃক্‌কুণ্ডের মাঝার ॥ তার পর সাতবার নিষাদী জঠরে। জনম লভয়ে আসি অবনীমাঝারে ॥ ব্যাধরূপে বনে বনে করিয়া ভ্রমণ। কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন ॥ যেই খানে হরিগুণ সংকীর্ত্তন হয়। গদ্গদভাবেতে যত ভক্তগণ রয় ॥ সে ভাব হেরিয়া যেই পরিহাস করে। অশ্রুকুণ্ডে পড়ে সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ নরক ভিতরে সদা করি অবস্থান। হাহাকার করে কত কে করে বাখান ॥ শত বর্ষ এইরূপে থাকিয়া তথায়। চণ্ডাল যোনিতে শেষে ধরাতলে যায় ॥ তিনবার এইরূপে চণ্ডালী উদরে। জনম লভিয়া কষ্টে দিবাপাত করে ॥ অপরেরে হিংসা করে যেই অভাজন। গাত্রমলকুণ্ডে পড়ে সেই মূঢ়জন ॥ শতবর্ষ সেই স্থানে করি অবস্থান। সঘনে ঈশ্বরে ডাকে "কর পরিত্রাণ ॥" অবশেষে খররূপে মর্ত্ত্য-ধামে যায়। বনে বনে বিচরিয়া মহাকষ্ট পায় ॥ তিন জন্ম এইরূপে গর্দ্দভ আকারে। জনম লভয়ে আসি মানব আগারে ॥ বধিরেরে দরশন করি যেই জন। উপহাস করি ঘৃণা করে সর্ব্বক্ষণ ॥ কর্ণমল কুণ্ডে পড়ি সেই দুরাচার। ত্রাহি ত্রাহি বলি সদা করে হাহাকার ॥ বধির হইয়া শেষে ধরা-তলে আসি। মহাকষ্ট পেয়ে পাপী কাটে দিবানিশি ॥ এইরূপে সপ্ত জন্ম করিয়া ধারণ। মহাকষ্ট পেয়ে কাল কাটায় দুর্জ্জন ॥ তার পরে সাত জন্ম দরিদ্র হইয়ে। মানব আলয়ে আসে ব্যথিত হৃদয়ে ॥ তবে ত তাহার পাপ হইবে

মোচন। শিবের বচন ইহা শাস্ত্রের বচন ॥লোভ- বশীভূত হয়ে যেই দুরজন।
জীবের অমূল্য প্রাণ করয়ে হনন ॥ লক্ষবর্ষ মজ্জাকুণ্ডে সেই জন রয়।
তাহার দুর্গতি যত বর্ণিবার নয় ॥ শশক হইয়া শেষে লভয়ে জনম।
সাত বার এইরূপ শাস্ত্রের নিয়ম ॥ তার পর সাত জন্ম মৎস্যরূপ ধরে। মহা
ক্লেশ পেয়ে থাকে জলের ভিতরে ॥ আপন কন্যারে প্যালি অতীব যতনে।
অর্থলোভে বিক্রী করে অপরের স্থানে ॥ ধর্ম্মভাব মনে মনে না করে
চিন্তন। অর্থলোভে বশীভূত হয় যার মন ॥ মাংসকুণ্ড নরকেতে পড়ে দুরা-
চার। তথায় পড়িয়া করে সঘনে চীৎকার ॥তাহার শরীরে থাকে যত রোম-
চয়। তত কাল সেই কুণ্ডে মহাকষ্ট সয় ॥ যমের কিঙ্কর তারে করয়ে পীড়ন।
মাংসভার সর্ব্বক্ষণ করয়ে বহন ॥ তার পর তিন জন্ম শূকর আকারে।
জনম লভয়ে আসি মানব-আগারে ॥ তার পর সপ্ত জন্ম কুক্কুর হইয়ে।
জনম ধরয়ে আসি ব্যাকুল হৃদয়ে ॥ তার পর সপ্তজন্ম ভেকরূপ হয়।
জলৌকা হইয়া পরে সাত জন্ম রয় ॥ তার পর সাত জন্ম নররূপ ধরে।
বোবা হয়ে রহে কিন্তু অবনী মাঝারে ॥ তবে ত তাহার পাপ হবে বিমো-
চন। শাস্ত্রের প্রমাণ এই শিবের বচন ॥ শ্রাদ্ধদিনে ক্ষৌর কর্ম্ম যদি কেহ
করে। শত বর্ষ রহে নখকুণ্ডের ভিতরে ॥ যমদুত তারে সদা করয়ে
পীড়ন। ত্রাহি ত্রাহি বলি শব্দ করে উচ্চারণ ॥ কেশ সহ শিবলিঙ্গ যদি
কেহ পূজে। অভাজন সেই জন মহাপাপে মজে ॥ কেশকুণ্ডে সেই জন
করয়ে গমন। মহাকষ্ট পায় তথা শিবের বচন ॥ শিবের শাপেতে
শেষে যবন হইয়ে। জনম লভয়ে আসি মানব আলয়ে ॥ ভারতে
পরম ক্ষেত্র গয়ানাম ধাম। পিতৃপিণ্ড দিবে তথা আছয়ে বিধান ॥
হেন স্থানে যেই জন করিয়া গমন। বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান না করে কখন ॥
সেই জন পড়ে অস্থিকুণ্ডের ভিতর। বহুকষ্ট পায় তথা থাকি সেই নর ॥
তার পর অঙ্গহীন হয়ে দুরাচার। জনম লভয়ে আসি মানব আগার ॥
সগর্ভা রমণী সহ করিলে রমণ। তাম্রকুণ্ডে সেই জন করয়ে গমন ॥
শত বর্ষ সেই স্থানে করি অবস্থিতি। কত কষ্ট পায় তার নাহিক অবধি ॥
অশুদ্রার অন্ন যেই করয়ে ভোজন। লৌহকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন ॥
শত বর্ষ সেই স্থানে করি অবস্থিতি। কত যে যাতনা পায় নাহিক অবধি ॥
তার পর শত জন্ম রজকী উদরে। জনম লভয়ে আসি অবনীমাঝারে ॥
দরিদ্র হইয়া কষ্ট পায় অনিবার। সঘনে ঈশ্বরে ডাকে রক্ষ এইবার ॥
ধর্ম্মহস্তে দেবদ্রব্য করিলে স্পর্শন। ধর্ম্মকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন ॥

শত বর্ষ সেই স্থানে করি অবস্থান। কত কষ্ট পায় তার কে করে সন্ধান॥
দ্বিজ হয়ে শূদ্র অন্ন করিলে ভোজন। শত বর্ষ সুরাকুণ্ডে রহে সেই জন॥
নিবেদন নাহি করি ভোজন করিলে। কৃমিকুণ্ডে পড়ে সেই সেই পাপফলে॥
কৃমিভক্ষী হয়ে তথা সেই দুষ্ট রয়। তাহার যাতনা হেরি বিদরে হৃদয়॥
শূদ্রেশব যেই জন করয়ে দাহন। পূয়কুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন॥
যমদূত ঘন ঘন প্রহারে তাহারে। তাহার যাতনা হেরি হৃদয় বিদরে॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণে করিলে হনন। দংশকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন॥
যমদূত তথা তারে রাখি অনাহারে। হস্ত পদ আদি বান্ধি সদত প্রহারে॥
মধুলোভে মধুকরে করিয়া হনন। মধুচক্র ভাঙ্গি মধু করয়ে গ্রহণ॥
গরলকুণ্ডেতে পড়ে সেই দুরাচার। গরল ভোজন করি করে হাহাকার॥
দারুণ যাতনা দেয় যমদূতচয়। তাহার যতেক দুঃখ বর্ণিবার নয়॥
বিপ্রপরে দণ্ডাঘাত করে যেই জন। বজ্রদংষ্ট্র কুণ্ডে সেই করয়ে গমন॥
অর্থলোভে প্রজাগণে করিলে পীড়ন। বৃশ্চিককুণ্ডেতে করে সে নৃপ গমন॥
কত কষ্ট পায় তথা বর্ণিবার নয়। নীচকুলে জন্মে শেষে মানব-আলয়॥
ধর্মকর্ম বিসর্জ্জিয়া যেই দ্বিজবর। অস্ত্র ধরি আরোহিয়া অশ্বের উপর॥
অধর্ম্ম পথেতে সদা করে বিচরণ। বসাকুণ্ডে সেই জন হয় নিমগন॥
তাহার কেশেতে ধরি যমদূতচয়। কত যে প্রহার করে বলিবার নয়॥
বিনা দোষে কোন জনে যেই বন্দী করে। আবদ্ধ করিয়া রাখে অন্ধকার ঘরে॥
গোলকুণ্ড নরকেতে সে করে গমন। তাহার যাতনা যত না হয় বর্ণন॥
পরনারী-বক্ষোপরি কুচ মনোহর। হেরিয়া যে জন হয় কামুক-অন্তর॥
কামভাবে ঘন ঘন কটাক্ষ প্রহারে। সেই জন পড়ে কাককুণ্ডের ভিতরে॥
কাকেতে উপাড়ি লয় নয়ন যুগল। যেমন করম তার সমুচিত ফল॥
লোভ বশে স্বর্ণ চুরি করে যেই জন। সন্ধান কুণ্ডেতে সেই হয় নিমগন॥
তাহার শরীরে রহে যত রোমচয়। তত কাল সেই কুণ্ডে মহাকষ্ট সয়॥
বিষ্ঠা ভোগ করি তথা রহে কষ্ট সয়ে। দরিদ্র হইয়া জন্মে ভূমেতে আসিয়ে॥
সুগন্ধ বাসিত দ্রব্য যে করে হরণ। কিম্বা তৈল চুরি করে যেই অভাজন॥
দগ্ধ কুণ্ডে সেই জন অন্তিমেতে পড়ে। শাস্ত্রের বিধান ইহা কহিনু সবারে।
বল করি ভূমি হরি লয় যেই জন। হিংসা করি কিম্বা করে যে কিছু হরণ॥
তৈলকুণ্ডে সেই জন নিমগন হয়। তৈলেতে তাহার দেহ হয়ে যায় ক্ষয়॥
সুতপ্ত তৈলেতে পড়ি করে হাহাকার। কে শুনে তাহার বাক্য সকল অসার॥
বহু জন্ম সেই স্থানে করয়ে ভোজন। সপ্ত মন্বন্তর তথা থাকে নিমগন॥

যমদূত ঘন ঘন প্রহারে তাহারে।তাহার যাতনা হেরি হৃদয় বিদরে॥ অস্ত্রাঘাত করি যেই কাহার উপরে। অমূল্য জীবন ধন নির্দ্দয়েতে হরে॥ অসিপত্র নরকেতে তাহার গমন। যতকাল রহে তাহা করহ শ্রবণ॥ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যত দিনে হয়। তত কাল নরকেতে সেই জন রয়॥ এই রূপে বিপ্রদেহে করিলে হনন। শতমন্বন্তর রহে শাস্ত্রের বচন॥যমদূত ঘন ঘন করয়ে প্রহার। চীৎকার করিয়া কহে রক্ষ এইবার॥ শূকর হইয়া শেষে আসে বহুবারে। কত কষ্ট পায় পড়ি কানন ভিতরে॥ অগ্নি দিয়া গৃহ দগ্ধ করে যেই জন। ক্ষুরধার কুণ্ডে হয় তাহার মগন॥ বহুকাল সেই স্থানে করি অবস্থিতি। কত যে যাতনা পায় নাহিক অবধি॥ তার পর প্রেত-যোনি করিয়া ধারণ। সাত জন্ম মল ভোগ করে অনুক্ষণ॥ তার পর নর জন্ম ধরে দুরাচার। শূল রোগে বক্ষ তার হয় ছারখার॥ তার পর কুষ্ঠ রোগী সাত জন্ম হয়। তবে ত পাপের মুক্তি জানিবে নিশ্চয়॥দ্বিজের উপরে ঘৃণা করে যেই জন। দেবতা উপরে ভক্তি না রাখে কখন॥ পরনিন্দা সদা করে আপন বদনে। সূচি কুণ্ডে পড়ে সেই শাস্ত্রের বিধানে॥ তিন যুগ সেই স্থানে করে অবস্থান। অবশেষে ধরাধামে করয়ে প্রয়াণ॥ সপ্ত জন্ম সর্প হয়ে লভয়ে জনম। বজ্র কীট হয় পুনঃ সপত জনম॥ ভস্ম কীট সাত জন্ম হয় তার পরে। শত জন্ম বিছা হয় শাস্ত্রের বিচারে॥ দিবানিশি কত কষ্ট পায় সেই জন। তাহার যতেক দুঃখ না হয় বর্ণন॥ লোভবশে বাস ভগ্ন যেই জন করে। কিম্বা গৃহ কাড়ি লয় অতি বল করে॥ দারুণ নরক ভোগ করে সেই জন। ছাগ মেষ হযে শেষে লভয়ে জনম॥ প্রতি জন্মে ভাগ্যে তার এইত নির্ণয়॥ দারুণ যাতনা দেয় যমদূতচয়॥ তার পর গোপ গৃহে লভয়ে জনম। ব্যাধি গ্রস্ত হয়ে কষ্ট পায় অনুক্ষণ॥ লঘু দ্রব্য চুরি করে যেই অভাজন। নখমুখ নরকেতে তাহার গমন॥ এক যুগ সেই স্থানে থাকিয়া বিষাদে। নরজন্ম ধরে শেষে আসিয়া ধরাতলে॥ অশ্ব চুরি গজ চুরি করে যেই জন। বজ্রদংশকুণ্ডে হয় তাহার পতন॥ যমদূত গজ দণ্ড ধরিয়া সঘনে। সবলে প্রহার করে তাহার বদনে॥ এইরূপে বহু কষ্ট পেয়ে সেই জন। তিন জন্ম গজরূপ করয়ে ধারণ॥ তার পর তিন জন্ম ম্লেচ্ছরূপী হয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কেহ জলপান তরে। ব্যাকুলিত হয়ে যায় জলাশয় তীরে॥ তারে জলপানে বাধা দেয় যেই জন। মহাপাপে ডুবে সেই অধম দুর্জ্জন॥ গোমুখ নরকে পড়ে সেই দুরাচার। এক মন্বন্তর তথা করে হাহাকার।

তার পর যোগ্নী হয়ে যমাধামে যায়। তাহার যাতনা হেরি বক্ষ ফেটে যায়॥
ব্রহ্মহত্যা গরুহত্যা যেই জন করে। অগম্যাগমন করে কামার্ত্ত অন্তরে॥
যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা বিবর্জ্জিত হয়। দেবল হইয়া দান নানা মতে লয়॥
শূদ্র গৃহে পাক করে ব্রাহ্মণ হইয়ে। বৃষলীর হয় স্বামী সানন্দ হৃদয়ে॥
ভিক্ষুকেরে হিংসা করে যেই দুরাচার। ভ্রুণহত্যা করে যেই অবনী মাঝার॥
মহাপাপী বলি খ্যাত এই সব জন। দারুণ নরকে সবে হয় নিমগন॥
যমদূতে কত কষ্ট দেয় সবাকারে। কখন ফেলিয়া দেয় কণ্টক উপরে॥
তপ্ত তৈলে ফেলি কভু মারে ঘন ঘন। উষ্ণ জলে ফেলে কভু যমদূতগণ॥
কখন ফেলিয়া দেয় পাষাণ উপরে। কখন ফেলিয়া দেয় অনল ভিতরে॥
এই মত শাস্তি কত বলা যাহি যায়। তাদের যাতনা হেরি বক্ষ ফেটে যায়॥
তার পর ঘুঘু জন্ম সাত বার ধরে। সাত বার জন্মে শেষে শূকর আকারে॥
কৃষ্ণ সর্প হয় পরে সপত জনম। তার পর মলকুণ্ডে পড়ে সেই জন॥
ষাইট হাজার বর্ষ সেই কুণ্ডে রয়। দীন হয়ে জন্মে শেষে মানব আলয়॥
কুষ্ঠরোগী হয়ে কষ্ট পায় অনুক্ষণ। যক্ষ্মা রোগী হয় সেই নারকী দুর্জ্জন॥
বংশহীন হয়ে রহে সেই দুরাচার। ভার্য্যাহীন হয়ে সদা করে হাহাকার॥
এত শুনি ঋষিগণ আনন্দেতে কয়। শুনিনু অপূর্ব্ব কথা ওগো মহাশয়॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন। ব্রহ্মহত্যা কারে বলে ওহে মহাজন॥
অগম্যাগমন বল কাহারে বা বলে। সন্ধ্যাহীন কোন জন এই ভূমণ্ডলে॥
পূজারি ব্রাহ্মণ বল হয় কোন জন। শূদ্র অন্নপাককারী কোন বা ব্রাহ্মণ॥
বৃষলীর পতি কারে বলে মহাশয়। এই সব শুনিবারে কৌতুকী হৃদয়॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন যত ঋষিগণ॥
পঞ্চ তন্ত্র সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে। শাক্ত শৈব গাণপত্য সৌর আদি করে॥
পঞ্চম যে বিষ্ণু তন্ত্র ওহে ঋষিগণ। এই পঞ্চ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জানে সর্ব্ব জন॥
শিব শিবা নারায়ণ সূর্য্য গণপতি। ইহাদের ভেদ ভাবে যেই দুরমতি॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেই জন। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা শিবের বচন॥
বেদ মাতা বিমাতাদী গুরুর তনয়। ইহাদের ভেদ ভাবে যেই দুরাশয়॥
অন্য দেব ভক্ত সহ শিবের ভকতে। যেই জন সম ভাবে আপনার চিতে॥
বেদ ম্লেচ্ছ দুই জনে সমজ্ঞান যার। তাহার অদৃষ্টে আছে নরক দুর্ব্বার॥
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেই জন। শাস্ত্রের বিধান ইহা বেদের বচন॥
দেবতা পূজন নাহি করে যেই জন। পিতৃ গণে পিণ্ড নাহি করয়ে অর্পণ॥
বিষ্ণু উপাসকে আর শিব উপাসকে। নিন্দা করে যেই দুষ্ট অতীব কৌতুকে॥

ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেই জন। অন্তিমে সেজন হয় নরকে পতন॥
দুর্গানিন্দা যদি করে কোন দুরাচার। ব্রহ্মহত্যা আক্রমিবে শরীরে তাহার॥
শিবরাত্রি ব্রত নাহি করে যেই জন। ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই হইবে মগন॥
একাদশী রবিবার জনম অষ্টমী। এই কয় দিন আর শ্রীরাম নবমী॥
এই সব পর্ব্বে ব্রত যেই নাহি করে। ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি ঘেরিবে তাহারে॥
অম্বুবাচীদিনে পৃথ্বী করিলে খনন। ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেই জন॥
শিব লিঙ্গ যেই জন কভু নাহি পূজে। ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই অবশ্যই মজে॥
গোগণ যখন যায় আহার কারণ। তখন তাহারে বাধা দেয় যেই জন॥
গোহত্যা পাতকে মগ্ন সেই জন হয়। শিবের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
গরুকে উচ্ছিষ্ট সেই করয়ে অর্পণ। বৃষভবাহক হয় যেই বিপ্রজন॥
শত গরুহত্যা পাপ ইহাদের হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিচয়॥
অগ্নিদেবে পদাঘাত করে যেই জন। গোদেহে চরণাঘাত করয়ে অর্পণ॥
স্নান অন্তে পদ ধৌত কভু নাহি করে। ক্রতপদে যায় যেই ঘরের ভিতরে॥
পদ ধৌত নাহি করি করয়ে আহার। বিপ্র হয়ে দিবাভাগে খায় দুই বার॥
অনূঢ়া কন্যার অন্ন খায় যেই জন। ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত হয় হইয়া ব্রাহ্মণ॥
যথাকালে পিতৃপিণ্ড না করে অর্পণ। বিধানে দেবতা নাহি করয়ে পূজন॥
গোহত্যা পাপেতে মগ্ন যেই জন হয়। শিবের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
অগ্নি জল জীবগণে লঙ্ঘি যেবা যায়। অন্ন পুষ্প নৈবেদ্যাদি লঙ্ঘিয়া বেড়ায়॥
মিথ্যাকথা নিরন্তর বলে যেই জন। প্রতারণা করি করে সকলি হরণ॥
গোহত্যা পাতকে মজে এই সব জন দুর্ব্বার নরকে শেষে হয় নিমগন॥
প্রণাম করিলে শূদ্র যেই বিপ্র জন। আশীর্ব্বাদ নাহি করে বিধানে তখন॥
গোহত্যা পাতকে মজে সেই দুরাচার। তাহার অদৃষ্টে শেষে সকলি দুর্ব্বার॥
বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদান যেই নাহি করে। গোহত্যা পাতক তার ঘেরিবে শরীরে॥ শূদ্র হয়ে বিপ্রপত্নী করিলে হরণ॥ বিপ্র হয়ে শূদ্রাণীতে করিলে গমন॥ অগম্যাগমন বলে শাস্ত্রের বিচারে। ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি ঘেরিবে॥ তাহারে॥বৃষলীর সেবা করে হইয়া ব্রাহ্মণ।একাদশী উপবাস না করে যেজন॥
কুম্ভীপাক নরকেতে সেই জন যায়। দারুণ যাতনা পেয়ে করে হায় হায়॥
জননী বিমাতা আর গুরুর পত্নিনী। পুত্রবধূ নিজ কন্যা শ্বশুর-রমণী॥
ভ্রাতৃবধূ নিজ ভগ্নী আর পিতৃস্বসা। মাতুলানী পিতামহী আর মাতৃস্বসা॥
ভ্রাতার দুহিতা আর মাতার জননী। শিষ্যা শিষ্যপত্নী আর পুত্রের রমণী॥
রত যেই জন। ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই হয় নিমগন॥

কুম্ভীপাক নরকেতে সেই জন যায়। দারুণ যাতনা পায় থাকিয়া তথায়॥
গঙ্গাসিন্ধুতীরেতে আর নারায়ণ স্থানে। কুরুক্ষেত্রে হরিপদে বদরিকাশ্রমে॥
বারাণসী হরিদ্বার সাগর সঙ্গম। প্রভাস শ্রীরাসপঞ্চ আর বৃন্দাবন॥
সরস্বতীতীরে আর নৈমিষকাননে। ত্রিবেণী কৌশিকী আর হিমালয় স্থানে॥
ইত্যাদি তীর্থেতে দান যেই জন লয়। তীর্থগ্রাহি বলি সেই মহাপাপী হয়॥
কুম্ভীপাক নরকেতে তাহার পতন। শাস্ত্রের বিধান ইহা শিবের বচন॥
সগুশূদ্র অতিরিক্ত যাজক যে হয়। গ্রামযাজী বিপ্র সেই শাস্ত্রে হেন কয়॥
শূদ্র অন্ন পাক করে হইয়া ব্রাহ্মণ। শূদ্রসূপকারী সেই শাস্ত্রের বচন॥
কুলটা নারীর অন্ন করিলে আহার। মহাপাপে মগ্ন হয় সেই দুরাচার॥
বেশ্যা সহ রতি করে যেই দুরজন। শিমুলের বৃক্ষ হয়ে লভয়ে জনম॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণেতে যেই দুরজন। সুখেতে পায়স অন্ন করয়ে ভোজন॥
[illegible]ক মাঝারে যায় সেই দুরাচার। দারুণ যাতনা পেয়ে করে হাহাকার॥
[illegible]ক বরে কথা দিয়া অন্য বরে বরে। সেই কন্যা মহাপাপী জানিবে অন্তরে॥
[illegible] নামা নরকেতে সেই কন্যা যায়। তথায় যাতনা লভি করে হায় হায়॥
[illegible]ন করি পুনঃ তাহা করিলে হরণ। পাংশুভোজী নরকেতে যায় সেই জন॥
যমদূত পাশে বদ্ধ করিয়া তাহারে। সঘনে লোহার কাঁটা অসংখ্য প্রহারে॥
শিবলিঙ্গে অবহেলা করে যেই জনা বিধানে তাহার পূজা না করে কখন॥
[illegible]বের ক্রোধেতে পড়ে সেই দুরাচার। প্রেতকুণ্ড তার ভাগ্যে অতীব দুর্ব্বার॥
[illegible]তি প্রতি ক্রোধ করে যদ্যপি যুবতী। তাহার পাপের শাস্তি নাহিক অবধি॥
[illegible]কামুখ নরকেতে তাহার পতন। কিছুকাল রহে তথা কে করে গণন॥
[illegible]হার শরীরে থাকে যত রোমচয়। তত দিন সেই কুণ্ডে সেই নারী রয়॥
[illegible] জন্ম তার পর বিধবা হইয়ে। দারুণ যাতনা পায় মানব আলয়ে॥
[illegible]প্রাণী হইয়া করে শূদ্র অভিলাষ। শূদ্রের রমণে বিপ্রা পূরায় যে আশ॥
[illegible]কুণ্ড নরকেতে সেই নারী যায়। চৌদ্দ ইন্দ্রপাতাবধি রহিবে তথায়॥
[illegible]প্র হয়ে অন্য বিপ্রা করিলে হরণ। ক্ষত্রাণীতে অন্য ক্ষত্র করিলে গমন॥
[illegible]শ্য হয়ে অন্য বৈশ্যা সহ রতি করে। শূদ্র হয়ে অন্য শূদ্রা সহিত বিহরে॥
[illegible]গ্রাহ নরকে পড়ে এই সব জন। দ্বাদশ বরষ তথা করয়ে যাপন॥
[illegible] রূপে পাপীগণ মহা কষ্ট পায়। নরক কত যে আছে বলা নাহি যায়॥
[illegible]পের যতেক শাস্তি কে বলিতে পারে। অনন্ত অনন্তমুখে বর্ণিবারে নারে॥
[illegible]ই বলি মন দিয়া শুন ঋষিগণ। সতত ধরম পথে রাখিবেক মন॥
[illegible]ভক্তি পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি আর। এই সবে মহাপুণ্য শাস্ত্রের বিচার॥

নারীগণ রত হবে স্বামীর উপরে। তবেত পুণ্যের বৃদ্ধি তাহার শরীরে॥
এতেক বচন শুনি ঋষিগণ কয়। শুনিতেছি পুণ্যকথা ওহে মহাশয়॥
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি আর। স্বামীভক্তি আদি করি ওহে গুণাধার॥
বিশেষ করিয়া সব করহ কীর্ত্তন। শুনিয়া পুণ্যের বৃদ্ধি করি সর্ব্বজন॥
সনত- কুমার কহে শুন ঋষিগণ। গুরুই পরম গতি গুরুই জীবন॥
গুরু বিনা ভবধামে গতি নাহি আর। গুরু গতি গুরু মুক্তি গুরুপদ সার॥
যত জীব ধরাধামে লভয়ে জনম। মানব তাহার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বচন॥
এহেন মানবজন্ম ধারণ করিয়ে। গুরুমন্ত্র নাহি পশে যাহার হৃদয়ে॥
গুরুমহামন্ত্রে দীক্ষা নাহি হয় যার। নরাধম হয় সেই বিশ্বের মাঝার॥
গুরু অনুগ্রহে হয় ব্রহ্মদরশন। সে ধনে বঞ্চিত হয় যেই নরাধম॥
তাহার জীবনে বল কিবা ফল আর। নরাধম সেই জন অবনী মাঝার॥
সেই জন যেই দ্রব্য করয়ে ভোজন। বিষ্ঠা সম সেই দ্রব্য শাস্ত্রের বচন॥
অজ্ঞানে আবৃত থাকে মনুষ্য হৃদয়। গুরুমন্ত্রে হয় তাহে জ্ঞানের উদয়॥
গুরুর সদৃশ নাহি ভুবন মাঝারে। সদত পূজিবে তাঁরে একান্ত অন্তরে॥
গুরু বিনা হেন সাধ্য ধরে কোন জন। অজ্ঞান জনেরে করে জ্ঞান সমর্পণ॥
গুরু অনুগ্রহে হয় কৃতান্ত বিজয়। গুরুর প্রসাদে নাহি রহে যমভয়॥
গুরু আরাধিতে যেই করয়ে যতন। ভববন্ধ ঘুচে তার শাস্ত্রের বচন॥
গুরুদেবে মহেশ্বরে কিছু ভেদ নাই। গুরুরূপে মহেশ্বর আছে সর্ব্ব ঠাঁই॥
সরল স্বভাব যার ধর্ম্মে আছে মতি। শাস্ত্রবেত্তা দয়াবান্ সুশান্ত প্রকৃতি॥
গৃহবাসী এইরূপ যেই জন হয়। গুরুযোগ্য সেই জন জানিবে নিশ্চয়॥
শঠতা নাহিক কভু যাহার অন্তরে। সদা হাস্য শোভে যার বদন বিবরে॥
ধরম পথেতে সদা রহে যার মন। সুখভোগে অভিলাষ নাহিক কখন॥
গুরুপদে উপযুক্ত সেই জন হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
গুরুর তনয় কিম্বা পৌত্র আদি করে। সবারে গুরুর সম ভাবিবে অন্তরে॥
ভেদভাব ভাবে যদি পাপেতে মজিবে। গুরুজনে ভেদজ্ঞান কভু না করিবে॥
গুরুকুলে যেইজন লভয়ে জনম। মূর্খ যদি হয় কভু সেই অভাজন॥
তথাপি তাহার পূজা করিবে সাদরে। নতুবা নিশ্চয় যাবে নরক মাঝারে॥
গুরুদেব বহুমূর্ত্তি করিয়া ধারণ। পুত্র পৌত্র আদিরূপে করে বিচরণ॥
গুরুদেবে দেবতাতে ভেদ না চিন্তিবে। চিন্তিলে নিরয় মাঝে নিশ্চয় পড়িবে॥
দাঁড়ায়ে রহিবে সদা গুরুর সকাশ। বসিবে যদ্যপি হয় অনুজ্ঞা প্রকাশ॥
গলায় বসন দিয়ে রবে অনুক্ষণ। ভীতচিত্তে রবে সদা গুরুর সদন॥

দাঁড়ালে শ্রীগুরুদেব অমনি দাঁড়াবে। বসিলে অনুজ্ঞা লয়ে পরেতে বসিবে॥ শয়ন করিলে তাঁর সেবিবে চরণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি শুহে ঋষিগণ॥ গমন করিলে গুরু অনুগামী হবে। তাঁহার নিকটে নাহি চাঞ্চল্য দেখাবে॥ সংগীত তাঁহার পাশে করিবে বর্জ্জন। অহঙ্কার তাঁরে নাহি দেখাবে কখন॥ বিনা জিজ্ঞাসাতে কভু কথা না কহিবে। জিজ্ঞাসিলে ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তর দিবে॥ গুরু-আচরণ যাহা করিবে দর্শন। তাহাতে নিষেধ নাহি করিবে কখন॥ শ্রীগুরু-চরণোদক লইয়া সাদরে। রাখিবেক ভক্তিভরে নিজশিরোপরে॥ গুরুর চরণধুলি লইয়া নিয়ত। ভোজন করিবে হয়ে সদা ভক্তিযুত॥ গুরুর চরণে সদা রাখিবেক মন। গুরুর প্রসাদ সুখে করিবে ভোজন॥ গুরুদেব সাক্ষাতেতে যতদিন রবে। তাঁহার চরণ পূজা ভক্তিতে করিবে॥ পৃথক্ পূজা না করিবে সেকালে কখন। করিলে বিফল সব শাস্ত্রের বচন॥ এইরূপে ভক্তিমান্ যেই জন হয়। সুরপুরে তার গতি জানিবে নিশ্চয়॥ যেই জন রাখে ভক্তি পিতৃ মাতৃপরে। সুশীল সুশান্ত সেই অবনীমাঝারে॥ শিবের উপরে, সদা রাখয়ে ভকতি। শিবপূজা হেতু সদা ব্যাকুলিতমতি॥ বুঝিতে যে জন পারে শিষ্যের হৃদয়। গুরু উপযুক্ত সেই শাস্ত্রের নির্ণয়॥ চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজজাতি হয়। বিপ্রজাতি নারীগুরু জানিবে নিশ্চয়॥ জ্ঞানে মহাজ্ঞানী যদি হয় দ্বিজজন। বয়সে কনিষ্ঠ হলে করিবে অর্চ্চন গুরুমন্ত্র যতনেতে গোপনে রাখিবে। প্রকাশেতে মহাবিঘ্ন নিশ্চয় জানিবে॥ গুরু সহ দেবতারে ভিন্ন ভাবে যেই। দারুণ নরক মধ্যে পড়িবেক সেই॥ গুরুতে দেবেতে সদা ভাবিবে সমান। যেই গুরু সেই হন দেবতা ঈশান॥ ঈশান ভাবেতে সদা গুরুরে পূজিবে। তাঁহা হতে ভিন্ন ভাব কভু না ভাবিবে॥ শ্রীগুরু যেমন শ্রেষ্ঠ অবনী মাঝারে। নারীর তেমন পতি জানিবে অন্তরে॥

।গুরু এক পতিমাত্র হয়। পতি গতি পতি মুক্তি জানিবে নিশ্চয়॥ পতির সদৃশ নাহি সংসার মাঝারে। পতি বিনা প্রাণে বল কিবা ফল করে॥ হৃদয়ে পতির পদ করিবে চিন্তন। পতির সমান নাহি এ তিন ভুবন॥ পতি সম রমণীর কেহ নাহি আর। ভাবিবেক পতিধনে হৃদে অনিবার॥ যদ্যপি পতিত হয় পতি মহোদয়। তথাপি গুরুর সম জানিবে নিশ্চয়॥ কিবা তপ কিবা জপ কিবা যজ্ঞ দান। কিছুই কিছুই নহে পতির সমান॥ পতির চরণ পূজা করিলে সাদরে। ভববন্ধ ঘুচে আর সেই পুণ্যফলে॥ পতির বিহনে ভুমে সকলি অসার। পতি বিনা রমণীর কিছু নাহি আর॥ পতিরতা অবধানে যেই নারী হয়। ভবসিন্ধুপারে সেই যাইবে নিশ্চয়॥

[illegible] সেই নারীজন। ভক্তিভরে পতিপদ [illegible]॥
পতি বিনা অন্য নরে কভু নাহি হেরে। সদা চিত্তে পতিপদ [illegible]॥
ইহলোকে মহাসুখে থাকে সেই নারী। অন্তকালে যায় চলি [illegible]॥
যমদূত তার পাশে কভু নাহি যায়। তাহার তেজেতে দূত ভয়েতে পলায়॥
পূত মনে শিবপদ পূজিবে যেমন। সেইরূপ নারীজনে পতির পূজন॥
পতি আরাধনা সদা করিবে অন্তরে। তবেত তরিবে সেই দুস্তর সাগরে॥
পতিপরায়ণা সদা যেই নারী রয়। পাতক না করে কভু তাহারে আশ্রয়॥
সতত নির্ম্মল রহে তাহার অন্তর। তার দরশনে হয় পুণ্যবান নর॥
পরম ভূষণ লজ্জা রমণীর হয়। নিরন্তর লজ্জাশীলা থাকিবে নিশ্চয়॥ লোভ
পরিত্যাগ নারী সদত করিবে। লোভেতে কমলা তারে নিশ্চয় ছাড়িবে॥
শয়ন করিবে যবে পতিধন সনে। তখন নির্লজ্জ হবে শাস্ত্রের বচনে॥
সহাস্য বদনে সদা করিবে গমন। পতিপাশে মনোব্যাথা না কবে কখন॥
পতিপাশে সদা প্রেম করাবে দর্শন॥ তবে ত তাহার যশ রটিবে ভুবন॥
সন্তান জন্মিলে পরে একান্ত যতনে। রক্ষণ করিবে সদা নয়নে নয়নে॥
পরের তনয়ে সদা পুত্রের সমান। দেখিবে রমণী এই শাস্ত্রের বিধান॥
পতিসুখে সুখী হবে যত নারী জাতি। পতিদুঃখে দুঃখী নারী রবে নিরবধি॥
পতি যদি করে কভু বিদেশে গমন। সুখভোগ সব নারী দিবে বিসর্জ্জন॥
গৃহদ্রব্য সাবধানে সদত রাখিবে। সযত্নে সকল জনে ভোজন করাবে॥
পতিভক্তি যেই নারী না জানে কখন। খাইলে তাহার অন্ন পাতকী সে জন॥
একান্ত অন্তরে যেই পতি ধনে ভজে। পতিব্রতা তারে বলে জগত সমাজে॥
কামবশে দুই পতি করে যেই নারী। কুলটা তাহারে কহে শাস্ত্রের বিচারি॥
যদি ভজে তিন পতি ধর্ষিণী সে হয়। চারি পতি হলে পরে পুংশ্চলী নিশ্চয়॥
পঞ্চপতি যেই নারী করে কামবশে। বেশ্যা বলি সেই দুষ্টা ধরাধামে
ঘোষে॥ তাহার অধিক পতি যদি কভু করে। মহাবেশ্যা বলি সেই খ্যাত
চরাচরে॥ একরূপ রমণী সহ করিলে রমণ। দুস্তর নিরয়ে পড়ে সেই অভাজন॥
বহু বহু বর্ষ থাকে নরকে পড়িয়া। তির্য্যক-যোনি ধরে শেষে ধরাধামে গিয়া॥
যেই কোন কারণেতে রমণী সুন্দরী। যদি চাহে পতি প্রতি রোষনেত্রে করি॥
উষ্ণামুখ নরকেতে সে করে গমন। মহাকষ্ট দেয় তারে যমদূতগণ॥
সেই নারী [illegible] রোমচয়। ততকাল নরকেতে নিপতিত রয়॥
[illegible] পতিকে। হয় সেই নারী। মহাকষ্ট পায় দুখে দিবস শর্ব্বরী॥
[illegible] সেই পতিকে ছাড়িয়া। অপর [illegible] বিহরে মাতিয়া॥

[illegible]জল নামে আছে নরক দুর্ব্বার। তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় অনিবার ॥
ক্ষত্রিয়ের নারী কিম্বা বৈশ্যের রমণী। অথবা শূদ্রের গৃহে হইয়া শূদ্রাণী ॥
নিজ নিজ পতি ছাড়ি স্বজাতি অপরে। লইয়া সানন্দ মনে কার্যেতে বিহরে ॥
অন্তিমে তাহার গতি নরক মাঝার। নরকে পড়িয়া কষ্ট পায় অনিবার ॥
পতিব্রতা যেই নারী জগত মাঝারে। বিধানে গৃহের কাজ যেই নারী করে ॥
ভক্তিভরে সদা ধর্ম্ম যে করে পালন। পতি বিনা অন্য জনে নাহি যার মন ॥
জগতে তাহার পূজা করে সর্ব্বলোকে। ইহকালে বাস কার সেই নারী সুখে ॥
ধরাধামে সেই নারী দেবতারূপিণী। তাহে প্রতিষ্ঠিতা রহে নিখিল অবনী ॥
তনয় বিহনে গৃহ শোভা নাহি পায়। পণ্ডিত সভার ভূষা বিদিত সবায় ॥
সুবুদ্ধি নরের ভুষা জানিবে নিশ্চিত। রমণীর ভুষা লজ্জা আছয়ে বিহিত ॥
মূর্খ বিপ্র মৃত সম জানিবে সুজন। সভাতলে মৃত সম বুদ্ধিহীন জন ॥
নির্লজ্জা রমণী হয় মৃতার সমান। অদক্ষিণ যজ্ঞ মৃত জানিবে ধীমান ॥
সলিলবিহীনা নদী যেমন বৃথায়। কৃষ্ণহীনা বুদ্ধি যথা শোভা নাহি পায় ॥
রাজাহীন রাজ্য যথা দুঃখের কারণ। পতিহীনা নারীজাতি জানিবে তেমন ॥
বিবিধ ভুষণ কিম্বা নবীন যৌবন। চারুবর কেশপাশ সুবেণী ধারণ ॥
যাহা কিছু মধুরতা নারীজাতি ধরে। কিছু নাহি পায় শোভা বিধবা-শরীরে ॥
শ্রীশিবপুরাণ কথা অতি মধুময়। শুনিলে পাতক নাশ দ্বিজ কালী কয় ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রকৃতি বর্ণন।

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনত কুমারে। সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসেন সুমধুর স্বরে ॥ [illegible] প্রকৃতি লক্ষণ এবে শুনিতে বাসনা। প্রকাশ করিয়া তাহা পূরাও কামনা ॥ [illegible] সনৎকুমার কহে শুন ঋষিগণ। কার সাধ্য বর্ণিবারে প্রকৃতি লক্ষণ ॥ [illegible] পতি সতা কারো নাহিক ধরায়। প্রকৃতির গুণাগুণ যেই জন গায় ॥ যাহা জানি [illegible] বলি করহ শ্রবণ। প্রকৃতি করেন সদা ত্রিগুণ ধারণ ॥ ত্রিগুণে সুভুষিত সর্ব্ব শকতি-ধারিণী। সৃষ্টি কারণেতে হয় প্রধানা কামিনী ॥ দ্বিভাগে বিভাগ আত্মা পুরুষ করিল। দক্ষিণে পুরুষ বামে রমণী জন্মিল ॥ যেমন জগত পিতা ব্রহ্ম সনাতন। নিশ্চয় জানিও সবে প্রকৃতি তেমন ॥ ধর্ম্মময় সৃষ্টি তাঁর সব ধর্ম্মময়। ইচ্ছাময়ী সে প্রকৃতি তিনি ইচ্ছাময় ॥ মহাদেবপ্রণয়িনী গণেশ [illegible]। [illegible] ॥ [illegible]

গণ। সে দেবীর রাঙ্গাপদ করেন পূজন॥ দয়া ধর্ম্ম সত্যপ্রদা পাপবিনাশিনী। ছায়া তন্দ্রা ক্ষান্তি কীর্ত্তি মঙ্গলদায়িনী॥ সুখ মোক্ষ হর্ষদাত্রী তুষ্টি পুষ্টি শান্তি। মায়া লজ্জা ধৃতি ক্ষমা সিদ্ধিদাত্রী কান্তি॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ তাঁহার না আছে। শুন মহালক্ষ্মীকথা কহি সবা কাছে॥ মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেতে আনন্দিতমনে। অনুদিন পতিসেবা করেন যতনে॥ স্বর্গেতে স্বর্গলক্ষ্মী আছেন নিয়ত। রাজঘরে রাজলক্ষ্মী রাজভোগে রত॥ গৃহলক্ষ্মী আছে গৃহীগণের ভবনে। ভগবান্ প্রেমাধীনী সাধ্বী সুলোচনে॥ ভক্তময়ী তিনি অতি ভক্তজনধন। পাপীর গৃহেতে তিনি না যান কখন॥ যেই জনে তিনি কৃপা না করেন দান। এ ভব ভবন তার শ্মশান সমান॥ সর্ব্বসম্পদের তিনি হন অধিকারী। তাঁহার মহিমা আমি কি বলিতে পারি॥ শুন সবে এবে সরস্বতীর কথন। সকলের পূজ্য তিনি সর্ব্বজনধন॥ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান আদি বাক্যবিধায়িনী। সুবুদ্ধি কবিতা সর্ব্ব বিধানকারিণী॥ নানাবিধ তাল গান বাদ্যবিধায়িনী। স্বরগীতে নিরুপমা জগতমোহিনী॥ ইন্দুমুখী বসি সদা কমল আসনে। একমনে ভাবে সদা সাধনের ধনে॥ তাঁহার না হলে কৃপা বাক্য মনোহর। নাহি স্ফুরে কি মানব কি যতি অমর॥ কোন জনে যদি দয়া না করেন দান। না থাকে তাহার গুণ নাহি থাকে জ্ঞান॥ সাবিত্রীকথন এবে করহ শ্রবণ। দেবের জননী তিনি ওহে ঋষিগণ॥ অতি তেজোময়ী তিনি ব্রহ্মার ভামিনী। তপে জপে বিশারদ হন তপস্বিনী॥ সর্ব্ব তীর্থ শুদ্ধ তাঁরে করিলে স্পর্শন। স্পর্শিলে সে পদরজ মুক্ত তীর্থগণ॥ রাধার লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ। হরিপ্রাণপ্রণয়িনী প্রকৃতিজীবন॥ গোপীবেশ ধরি দেবী গোলোক নিবাসে। আনন্দে করেন বাস মনের উল্লাসে॥ অহঙ্কার-হীনা দেবী শান্তি-বিধায়িনী। তাঁর শ্রীচরণ হয় পবিত্র কারিণী॥ সতত শ্রীহরি সেই সুদতী রতনে। আপনার বক্ষোপরি রাখেন যতনে॥ ঘন মেঘে শোভা পায় চপলা যেমন। হৃষীকেশ-হৃদে শোভে শ্রীমতী তেমন॥ সহস্র বৎসর বিধি তপশ্চর্য্যা করি। যাঁহার চরণ হৃদে অবিরত স্মরি॥ পেয়েছিল একবার চরণ দর্শন। তাহাতে সন্তুষ্ট বিধি হেরি সে চরণ॥ যোগীগণ যেই ধনে স্বপনে না পায়। একমনে যাঁরে সদা বৈষ্ণবে ধেয়ায়॥ হেন দেবী দেবীমূর্ত্তি করি পরিহার। ভ্রমেন শ্রীবৃন্দাবনে সুখে অনিবার॥ শুন ঋষিগণ এই তাঁদের লক্ষণ। অংশরূপা এই পঞ্চ প্রকৃতি জনন॥ তাঁহাদের অংশে আর কলায় জনন। ত্রিভুবনে যত নারী করেন গ্রহণ॥ প্রধান রমণী যত তার বিবরণ বলিতেছি ঋষিগণ করহ শ্রবণ॥ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সবার প্রধান

বিষ্ণুর প্রেয়সী তাঁর গঙ্গা অভিধান ॥ পাপীদের সর্ব্বপাপ করিতে [illegible] অবনীতে অবতীর্ণা জাহ্নবী এখন ॥ যদি কেহ স্নান করে জাহ্নবী সলিলে । শরীর নিষ্পাপ হবে গঙ্গা পরশিলে ॥ যাইবারে সকলেতে গোলোক ভবনে । সোপানের সম গঙ্গা হয়েছে ভুবনে ॥ পুণ্যতোয়া রথী বহুদিন হতে । শিবের জটায় তিনি ছিলেন পৃষ্ঠেতে ॥ বিষ্ণুমন-বিমোহিনী তুলসী নামিনী । বিষ্ণুর হৃদয় ধন বিষ্ণুর রমণী ॥ সকল পুষ্পের সার সে ফুল রতন । দেখিলে স্পর্শিলে হয় পাপ বিনাশন ॥ কোন কার্য্য নাহি হয় তাঁহার বিহনে । পাপের অনল সম তিনি এ ভুবনে ॥ তাঁহার পবিত্র দেহ করিয়া ধারণ । পবিত্র হইল ধরা করিয়া স্পর্শন ॥ সকল তীর্থের ইচ্ছা স্পর্শ করে তাঁরে । ধন্য ধন্য সে তুলসী এ ভবমাঝারে ॥ কশ্যপ-নন্দিনী দেবী মনসা যে হয় । নাগের ঈশ্বরী নাগপূজ্যা অতিশয় ॥ নাগরাজ অনন্তের তিনি যে ভগিনী । নাগের ভূষণ তাঁর ভুজঙ্গবাহিনী ॥ অতি পতিব্রতা সতী আস্তিকজননী । জরৎকারু মুনিপত্নী নাগেন্দ্রবন্দিনী ॥ সর্পমন্ত্র-অধিষ্ঠাত্রী সুসিদ্ধ যোগিনী । অকলঙ্ক চারুমুখী বিষ্ণু পরায়ণা ॥ এই হল মনসার কথা সমাপন । শুন ঋষিগণ দেবসেনা বিবরণ ॥ সর্ব্বসুখদার শিশু-পালনকারিণী । ষষ্ঠীরূপা দেবী ষড়াননের কামিনী ॥ সূতিকাগৃহেতে সবে করিয়া যতন । ষষ্ঠদিনে তাঁর পূজা করে জনগণ ॥ একবিংশ দিনে পূজা করে সর্ব্বজন । পুত্র পৌত্র বৃদ্ধি হয় করিলে পূজন ॥ অতি ভক্তিভরে যেই পূজা করে তাঁর । সর্ব্বদা রাখেন শিশু যতনে তাহার ॥ মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী শুন ঋষিগণ । মঙ্গলে অঙ্গনা তাঁরে করেন পূজন ॥ সর্ব্বভক্তিতে যেই করে দেবীর পূজন । পুত্র পৌত্র বাড়ে তার বাড়ে যশোধন ॥ যদ্যপি সন্তুষ্টা হন তাহার পূজনে । বরদান দেন তারে প্রফুল্লিতমনে ॥ কিন্তু যদি সে পূজনে অসন্তুষ্টা হয় । তা হলে তাহার সর্ব্ব সংহার করয় ॥ সবার প্রধানা কালী হরবিলাসিনী । মহেশমহিষী ভালে জন্মে ত্রিনয়না ॥ শুম্ভ নিশুম্ভের রণ বাজিল যখন । কালিকা দুর্গার ভালে জন্মিল তখন ॥ সার শক্তি নাম তাঁর শ্রেষ্ঠা বলবতী । কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা অতি গুণবতী ॥ অতি ভক্তিভরে তাঁর যে করে পূজন । চতুর্ব্বর্গ ফল দেন করিয়া যতন ॥ কিন্তু যদি প্রতিযোধ কেহ হয় তাঁর । নিশ্বাসে করিতে পারে সকল সংহার ॥ সকলপ্রধান দেবী বসুন্ধরা সতী । রত্নের আধার সর্ব্ব শস্যের প্রসূতি ॥ তাঁহার কৃপায় মিলে সকল আহার । তিনি না থাকি[illegible] হাহাকার ॥ [illegible] কামিনী এবে শুন ঋষিগণ । অনলের [illegible] ॥

[illegible] যে সকলে জানিবে। তাহা বিনা সর্ব্ব কর্ম্ম বিফল হইবে ॥
ধর্ম্মপত্নী স্বধা দেবী শুন ঋষিগণ। তাঁহা বিনা মিথ্যা হয় ধর্ম্মের সেবন ॥
তিনি সবাকার পূজ্য সবে পূজে তাঁয়। নহিলে তাঁহার কৃপা ধর্ম্ম নাহি পায় ॥
শক্তি দেবী পবনের প্রিয় পত্নী হয়। আদান প্রদান তিনি বিনা নাহি হয় ॥
সিদ্ধিদাতা গণেশের ভার্য্যা পুষ্টি হয়। নারী নর তা বিহনে হীনবল হয় ॥
[illegible]গরাজ-পত্নী তুষ্টি ত্রিলোকপূজন। অসন্তুষ্ট সবে যার বিনা দরশন ॥
মহেশমোহিনী দুর্গা জেন ঋষিগণ। দেব নরে পূজে যাঁরে করিয়া যতন ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক আদি কিবা ধনী আর। নাহি কিছু অগোচর নিকটে তাঁহার ॥
কপিল মুনির পত্নী ধৃতি ঋষিগণ। সর্ব্বলোক অধৈর্য্য না হেরি সে চরণ ॥
সুরূপা সুশীলা ক্ষমা যমের ঘরণী। সর্ব্বলোকে রুষ্ট হয় বিনা সে রমণী ॥
রতি সতী অনঙ্গের হৃদয়-হারিণী। ক্রীড়া-অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামবিমোহিনী ॥
সুরূপা সুশীলা রতি নাহিক যথায়। শৃঙ্গার কৌতুক রস নাহিক তথায় ॥
সত্যের গৃহিণী মুক্তি জেন ঋষিগণ। যাঁহার মায়ায় বদ্ধ সর্ব্ব জীবগণ ॥
মোহপত্নী দয়া দেবী পূজ্য এ ভুবনে। করে সবে নিষ্ঠুরতা তাঁহার বিহনে ॥
প্রতিষ্ঠা পুণ্যের ভার্য্যা ভুবনে পূজন। জীবনে মরণ তাহা বিনা সর্ব্বজন ॥
কীর্ত্তি নামে আর এক পুণ্যের রমণী। যশোবিধায়িনী দেবী যশের জননী ॥
উদ্যোগ নামেতে আর আছে একজন। ক্রিয়া নামে ভার্য্যা তাঁর রমনী রতন ॥
এই দেবী প্রতি ভক্তি না আছে যাহার। সত্বরে উচ্ছন্ন যান বিহনে তাঁহার ॥
অধর্ম্মদেবের পত্নী মিথ্যা নাম হয়। বিধাতা নির্ম্মিল তার শুন পরিচয় ॥
সত্যযুগে দেহ তার হয় অদর্শন। বেদেতে কথিত ইহা শুন ঋষিগণ ॥
ত্রেতাযুগে সূক্ষ্মদেহ অর্দ্ধ দ্বাপরেতে। কলিযুগে পূর্ণ দেহ ধরে বেদমতে ॥
কপট তাহার ভ্রাতা শুন পরিচয়। শান্তি লজ্জা দুই পত্নী তাহার যে হয় ॥
[illegible]নের তৃতীয় ভার্য্যা শুন ঋষিগণ। বুদ্ধি মেধা স্মৃতি নাম বেদের বচন ॥
তাহাদের কৃপা বিনা হয় মূঢ়মতি। কদাচার ক্রূরমন মহাপাপী অতি ॥
ধর্ম্মের সুন্দরী পত্নী মূর্ত্তি নাম তার। কদাচার হয় নর বিহনে যাহার ॥
রুদ্রের ঘরণী নিদ্রা সতী-শিরোমণি। সর্ব্বস্থানে আছে নিদ্রা ঘোর মায়াবিনী ॥
কাল পুরুষের তিন প্রেয়সী রতন। দিবা ও যামিনী সন্ধ্যা এই তিন জন ॥
লোভের রমণী ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই জন। যাঁর তরে ক্ষোভযুক্ত সদা জনগণ ॥
বৈরাগ্য নামেতে আর আছে একজন। শ্রদ্ধা ভক্তি নামে দুই প্রেয়সী রতন ॥
এ দুই দেবীরে যেই নাহি করে ভক্তি। বিধাতা বঞ্চিত সেই নাহি পায়
মুক্তি ॥ অদিতি হয়েন দেবগণের জননী। সুরভি গোগণমাতা বিশ্ববিমোহিনী ॥

কশ্যপ ঋষির মন প্রাণবিমোহিনী। দিতি কদ্রু বিনতাদি তাঁহার কামিনী॥
প্রকৃতি অংশে এই নারীগণ হয়। অন্যান্য রমণী শক্তি-অংশে জন্ম লয়॥
শশাঙ্কের প্রিয়তমা হয় যে রোহিণী। সংজ্ঞা হন দিবাকর-মনবিমোহিনী॥
মেনকা গিরির পত্নী দুর্গার জননী। বৃন্দাবলী লোপামুদ্রা বরুণা কামিনী॥
কালিন্দী রেবতী মিত্রা কুন্তি জাম্বুবতী। রুক্মিণী লক্ষণা সীতা এ সব যুবতী॥
তার মধ্যে সীতা আর লক্ষণা রুক্মিণী। এ তিন রমণী হয় লক্ষ্মীস্বরূপিণী॥
প্রকৃতি অংশেতে জন্ম যে করে গ্রহণ। কহি তাহাদের নাম শুন ঋষিগণ॥
চিত্ররেখা সত্যবতী যেই ব্যাসমাতা। প্রভাবতী রোহিণী যে বলভদ্রমাতা॥
শ্রীকৃষ্ণভগিনী ভদ্রা দেবী জাম্বুমতী। রেণুকা ভৃগুর মাতা অবলা যুবতী॥
প্রকৃতি অংশেতে জন্ম এসব নারীর। বেদের বচন জেন যত সব ধীর॥
প্রকৃতি অংশেতে জন্মে গ্রাম্যদেবী যত। ব্রহ্মাণ্ডে রমণী হয় তাঁর অংশ মত॥
এ হেন নারীরে যদি নিন্দে কোন জনে।তা হলে প্রকৃতি নিন্দা হয় সেইক্ষণে॥
চারু অলঙ্কার আর সুচারু অম্বরে। বাসিত চন্দন দিয়া অতি ভক্তিভরে॥
পতিপুত্রবতী নারী যে করে পূজন। সুশীল সুজন সাধু হয় সেই জন॥
যতনে করিলে পূজা ব্রাহ্মণনারীর। তা হলে হবে পূজা দেবী ভবানীর॥
শুন সবে রমণীরা তিন জাতি হয়। কহি আমি এবে তাহাদের পরিচয়॥
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম লক্ষ্য করি যেই জন। একমনে সেবা করে পতির চরণ॥
এ ভবভবনে হয় সে উত্তমা নারী। পতিব্রতা সত্বগুণে হয় অধিকারী॥
মধ্যমা রমণী শুদ্ধ ভোগের কারণ। অনুদিন করে থাকে পতির সেবন॥
ভোগ আশে সেবে পতি করিয়া যতন।রজোগুণ অধিকারী সে নারী রতন॥
যে নারী সর্ব্বদা সুখ বাঞ্ছে অনুক্ষণ। অধর্ম্মী দুর্ব্বার নীচ কার্য্যে বিচক্ষণ॥
কুলটা দুর্ম্মুখা অতি কুবংশে জনম। তমোগুণ অধিকারী নারী সেই জন॥
[illegible]ধরী এক দেববিলাসিনী। জনম লভিল সেই আসিয়া মেদিনী॥
তার অংশে যত সব নারী জনমিল। সেই হেতু তারা সব কুলটা হইল॥
সর্ব্ব প্রকৃতির কথা শুনিলে ধীমান। সকল উপরে হয় প্রকৃতি প্রধান॥
প্রথমে পূজিল দুর্গা সুরথ রাজন। দ্বিতীয়ে পূজিল রাম রাবণ কারণ॥
ত্রিলোক নিবাসীগণ করিয়া যতন। তার পরে পূজিলেন তাঁহার চরণ॥
পরে দেবী সে জনম করি পরিহার। প্রসূতির গর্ভে জন্মিলেন পুনর্ব্বার॥
অসুর দানবগণে নিধন করিয়ে। দক্ষালয়ে পতিনিন্দা স্বকর্ণে শুনিয়ে॥
পরিহরি সে জনম মেনকা-উদরে। পুন জন্মিলেন আসি হিমাদ্রির ঘরে॥
বহুদিন একমনে সেবি পশুপতি। পশুপতি পতিরূপে পাইলেন সতী॥

রুদ্রের অংশেতে জন্ম নিল গজানন। বিষ্ণুর অংশেতে জন্মিলেন ষড়ানন॥
গণেশ কার্ত্তিক নাম উভয়ের হয়। জগতবন্দিনী মাতা দুর্গার তনয়॥
প্রথমে কমলা পূজে মঙ্গল রাজন। পরেতে ত্রিলোকবাসী করিল পূজন॥
প্রথমে সাবিত্রী পূজা করে সৃষ্টিকর। ত্রিলোকনিবাসী তাঁরে পূজে তার পর॥
কালীরে প্রথমে ব্রহ্মা করিল পূজন। পরেতে পূজিল দেবাসুর মুনিগণ॥
গোলোকেতে রাধানাথ করিয়া যতন। প্রথমেতে শ্রীমতীর করিল পূজন॥
কার্ত্তিকপূর্ণিমা দিনে আনন্দিতমনে। শ্রীহরি পূজিল গোপ গোপিকার সনে॥
তৎপরে করিল পূজা ব্রহ্মা দেবগণ। পরেতে করিল তাঁর পূজা সর্ব্বজন॥
এই ত প্রকৃতি কথা অতি মধুময়। বিরচিয়া পুলকিত দ্বিজ কালী কয়॥

চতুর্থ অধ্যায়।

-*-

প্রকৃতি-মাহাত্ম্য ও শিবের দর্পচূর্ণ।

সম্বোধিয়া ঋষিগণ সনত-কুমারে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সুমধুর স্বরে॥
অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা করিনু শ্রবণ। এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন॥
প্রকৃতি-রূপিণী দেবী শুভা হৈমবতী। তাঁহার হৃদয়-ধন দেব পশুপতি॥
কেবা শ্রেষ্ঠ ইহাঁদের উভয়-মাঝারে। প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ সবারে॥
এতেক বচন শুনি সনত কুমার। কহিলেন শুন শুন করিব বিস্তার॥
প্রকৃতিতে মহেশেতে কিছু ভেদ নাই। এক দেহ দুই ভাগ জানিবে সবাই॥
তথাপি প্রকৃতি-বশ দেব পঞ্চানন। প্রকৃতি-মহিমা বল কে করে বর্ণন॥
সত্ত্ব আদি তিন গুণ ধরিয়া প্রকৃতি। শিব-অনুগতা সদা আছেন যুবতী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি অমর-নিকর। প্রভুত্ব নাহিক কারো প্রকৃতি উপর॥
প্রকৃতি উপরে দর্প যদি কেহ করে। প্রকৃতি অমনি তার গরব সংহারে॥
তাহার প্রমাণ বলি করহ শ্রবণ। একদিন দেবদেব শিব পঞ্চানন॥ বসিয়া
আছেন সুখে কৈলাস নগরে। নিকটে প্রকৃতি স্বর্ণ-সিংহাসনোপরে॥
নানাবিধ প্রিয়ালাপ করিয়া তখন। মৌনভাবে উভয়েতে রহে কতক্ষণ॥
মনে মনে চিন্তা করে দেব মহেশ্বর। সবার প্রধান আমি বিশ্বের উপর॥
নিমেষে করিতে পারি সকলি সংহার। কে আছে আমার সম জগত-মাঝার॥
দেব দৈত্য সবে করে মম উপাসনা। ভক্তের পূরাই আমি যতেক কামনা॥
করি অমরনিকরে। ভক্তিভরে করে পূজা সতত আমারে॥

[illegible]নরে পাত্রন করে যত দেবতায়। সদা সেবা করে কিন্তু তাহারা আমার॥ আশুতোষ মম নাম জানে সর্ব্বজন। পুরাই সবার আশা যে চাহে যেমন। পঞ্চমুখ ধরি আমি কভু একমুখ। আমা হতে জগতের যত সুখ দুখ॥ সত্য বটে ভিক্ষুবেশে বেড়াই শ্মশানে। কুবের ভাণ্ডারী কিন্তু মম বিদ্যমানে। যতেক ঐশ্বর্য্য আছে অবনী মাঝার। আমা বিনা কেবা আর অধিকারী তার॥ কত মুর্ত্তি ধরি আমি কে বুঝিতে পারে। বিষ ভক্ষি রাখিলাম জগত সংসারে॥ এইরূপে আত্মগর্ব্ব করি পঞ্চানন। মৌনভাবে কৈলাসেতে করেন চিন্তন॥

এদিকে আপন মনে জানিল শিবানী। গর্ব্বিত হয়েছে এবে দেব শূলপাণি॥ শিবের গরব আমি করিব ভঞ্জন। এত ভাবি নখে ভুমি করে বিলিখন॥ নখেতে মৃত্তিকা দেবী লিখন করিয়ে। লৈলেন বটিকা সম গুটিকা তুলিয়ে॥ শিবের হস্তেতে তাহা করেন অর্পণ। দেখি বিমোহিত হন দেব পঞ্চানন॥ অপূর্ব্ব গুটিকা সেই কি বর্ণিতে পারি। তাহার তেজেতে মণি যায় বলিহারি॥ এ হেন গুটীর সৃষ্টি বিধি নাহি পারে। হাতে করি পঞ্চানন বিশেষে নেহারে॥ দেখিলেন এক পার্শ্বে দ্বার মনোহর। দেখিতে দেখিতে বাড়ে উত্তর-উত্তর॥ স্বর্ণের কবাট আহা বিচিত্র নির্ম্মাণ। মণি মুক্তা ঠাঁই ঠাঁই অতি শোভমান॥ দেখিতে দেখিতে দ্বার উন্মুক্ত হইল। পঞ্চানন অবিলম্বে প্রবেশ করিল॥ বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভুমি অতি ভয়ঙ্কর। নবদুর্ব্বা শোভে কিবা অতি মনোহর॥ চারিধারে বৃক্ষ শ্রেণী কিবা শোভা পায়। এ হেন তরুর শোভা নাহিক ধরায়॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যত তরু আছে। হেন বৃক্ষ তার মাঝে কে কোথা দেখেছে॥ মাঝে মাঝে সরোবর অতি মনোহর। সারস সারসী আদি ভ্রমে জলচর॥ নীলপদ্ম স্বর্ণপদ্ম পীত পদ্ম আর। ফুটিয়া রয়েছে কত শোভার আধার॥ এরূপে প্রান্তর ক্রমে করিয়া লঙ্ঘন। অপর দ্বারের কাছে যান পঞ্চানন॥ দ্বারেতে বসিয়া এক দেব মহেশ্বর। দশমুখ ধরে সেই অতি ভয়ঙ্কর। ভুজঙ্গ ভূষণ দেহে কিবা শোভা পায়। চন্দ্রকলা ভালোপরি মরি কিবা তায়॥ [illegible]বাদ্য গালবাদ্য ঘন ঘন করে। প্রকৃতির জয় মুখে নিয়ত উচ্চারে॥ যখন দ্বারেতে আসিলেন পঞ্চানন। বারেক কটাক্ষমাত্র করিল তখন॥ কিছুমাত্র বাধা নাহি দিলেন তাঁহারে। বিস্ময়ে প্রবেশে শিব পুরীর ভিতরে॥ পুরীর অপূর্ব্ব শোভা করি দরশন। বিমোহিত হয়ে শিব রহে কতক্ষণ॥ চারিদিকে নেত্রপাত করি পশুপতি। কত যে দেবতা হেরে নাহিক অবধি॥ কত ইন্দ্র কত বহ্নি কত মরুদ্গণ। কত বায়ু কত সূর্য্য চন্দ্র অগণন॥ কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কে গণিতে পারে। রয়েছে অসংখ্য যম কালদণ্ড করে॥

এক মুখ দুই মুখ তিন মুখ কার। চতুর্মুখ পঞ্চমুখ বিবিধ আকার ॥
দশমুখ শতমুখ সহস্র মুখ করি। কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু গণিবারে নারি ॥
একমুখ পঞ্চমুখ কত পঞ্চানন। সামান্য দেবের মত আছে অগণন ॥
দেখিতে দেখিতে শিব চলিতে লাগিল। সম্মুখে অপূর্ব্ব গৃহ দেখিতে পাইল ॥
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে আছে দেব অগণন। ধীরে ধীরে যান তথা দেব পঞ্চানন ॥
গৃহেতে প্রবেশ করি দেখে পশুপতি। স্বর্ণসিংহাসনে শোভে প্রকৃতি-মূরতি ॥
চারিদিকে অগণন যত দেবগণ। সম্মুখেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর পঞ্চানন ॥
দশমুখ শতমুখ সহস্রমুখ কার। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সব অদ্ভুত আকার ॥
যেই দেব যেই কার্য্যে আছে নিয়োজিত। কার্য্যের হিসাব সবে দিতেছে ত্বরিত ॥
সিদ্ধ সাধ্য যতি ঋষি কত অগণন। করযোড়ে করিতেছে দেবীর স্তবন ॥
এই সব নিরখিয়া দেব মহেশ্বর। ধিক্কার করেন কত আত্মার উপর ॥
অবশেষে নেত্র মুদি দেব পঞ্চানন। বেদবাক্যে করে কত প্রকৃতি-স্তবন ॥
স্তব শেষ করি চক্ষু যেমন মেলিল। কিছুই নাহিক তথা বিস্ময় জন্মিল ॥
পূর্ব্ববত আছে বসি কৈলাস নগরে। সম্মুখে শিবানী সতী-ভুলিখন করে ॥
তাহা দেখি গর্ব্বত্যাগ করি পঞ্চানন। অধোমুখে লজ্জাভরে রহেন তখন ॥
পুরাণে সুধার কথা অতি মনোহর। বিরচিয়া দ্বিজ কালী সানন্দ অন্তর ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শিবপ্রিয় পুষ্পনির্ণয়, ভুজবল নাম তস্করের উপাখ্যান ও বিল্বোৎপত্তি।

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনত কুমারে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সুমধুর স্বরে ॥
শিবের পরম তত্ত্ব শুনিতে বাসনা। যত শুনি তত বাড়ে মনের কামনা ॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা ওহে মহোদয়। প্রকাশ করিয়া তাহা করহ নির্ণয় ॥
কোন্ পুষ্পে অতিতুষ্ট হন পঞ্চানন। প্রকাশ করিয়া তাহা করহ বর্ণন ॥
এতেক বচন শুনি বিধির কুমার। বলিলেন শুন বলি করিয়া বিস্তার ॥
বিবিধ ভূষণে ধেনু করিয়া ভূষিত। বিপ্রকরে যদি দেয় বৎসের সহিত ॥
তাহে যেই পুণ্য হয় ওহে ঋষিগণ। করবীর পুষ্পে যদি পূজে পঞ্চানন ॥
সেই পুণ্য লাভ হয় নাহিক সংশয়। শ্বেত করবীরে কিন্তু ওহে ঋষিচয় ॥
শ্বেত করবীরে হয় যে পুণ্য সঞ্চার। লোহিতে দ্বিগুণ পুণ্য শাস্ত্রের বিচার ॥
শিবে যদি করয়ে অর্পণ। তাহে যেই পুণ্যলাভ করে জনগণ ॥

সেই ফল লাভ হয় শেফালী কুসুমে। ভক্তিভরে পূজে যদি দেব পঞ্চাননে॥
তাহা হতে শতগুণ কুন্দ পুষ্পে হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা শুহে ঋষিচয়॥
...কা পুষ্পেতে যদি পূজে মহেশ্বরে। কুন্দ হতে শতগুণ ফল পায় নরে॥
মুক্তা দিয়া শিবলিঙ্গ করিয়া নির্ম্মাণ। মুক্তা দিয়া যদি করে পূজার বিধান॥
তাহে ... পুণ্য পায় পুণ্যবান্ নর। দ্রোণ পুষ্পে সেই পুণ্য যদি পূজে হর॥
সুবর্ণে ...য়া লিঙ্গ করিলে পূজন। তাহে যেই পুণ্য পায় পুণ্যবান্ জন॥
চম্পক ফুলেতে যদি পূজে মহেশ্বরে। সেই পুণ্য পায় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
বৈশাখে পবিত্র মাসে যেই সাধুজন। শুভ্রবর্ণ চামরেতে করয়ে ব্যজন॥
তাহে যেই ফল দেন দেবদেব হর। শিরীষ ফুলেতে সেই পুণ্য পায় নর॥
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে যেই পুণ্য হয়। কোটি গঙ্গাস্নানে হয় যেই ফলোদয়॥
নাগকেশরেতে যদি পূজে মহেশ্বরে। সেই পুণ্য হয় লাভ কহিনু সবারে॥
মুচুকুন্দ ফুল শিবে করিলে অর্পণ। গয়াশ্রাদ্ধ ফল পায় সেই সাধুজন॥
তুলসী অর্পণে পায় সেই পুণ্য নর। চান্দ্রায়ণ ফল পায অর্পিলে তগর॥
কাশীধামে উপবাস যদি কেহ করে। তাহে যেই পুণ্য পায় পুণ্যবান্ নরে॥
বজ্রপুষ্পে যদি শিবে করয়ে পূজন। সেই পুণ্য পায় তাহে সেই পুণ্যজন॥
পরমাত্মা শিবে যদি কোন সাধু নরে। ধুস্তূর কুসুম দিয়া পূজে ভক্তিভরে॥
একাদশী উপবাসে যেই পুণ্য হয়। সেই পুণ্য পায় সেই নাহিক সংশয়॥
কেতকী পুষ্পেতে শিবে কভু না পূজিবে। পূজিলে বিফল পূজা অন্তরে জানিবে॥
শিবপ্রিয় পুষ্প যাহা করিনু বর্ণন। এই সব ফুলে পূজা করিলে সুজন॥
যেই পুণ্য উপার্জ্জন সেই জন করে। পদ্মপুষ্পে সেই পুণ্য শাস্ত্রের বিচারে॥
পদ্ম পুষ্প হতে শ্রেষ্ঠ নাহি পুষ্প আর। পরম সন্তুষ্ট ইথে শিব দয়াধার॥
কিছুমাত্র পুষ্প যদি কভু নাহি মিলে। পূজিবে শঙ্করদেবে শুদ্ধ বিল্বদলে॥
বিল্বপত্রে মহাতুষ্ট দেব পঞ্চানন। ইহার সমান নাহি এ তিন ভুবন॥
ভক্তিভরে বিল্বপত্রে যদি পূজে হরে। অভক্তিতে কিম্বা দেয শিবের উপরে॥
তাহারি নিকটে হয় শমন দমন। অন্তিমে সে জন যায় কৈলাস ভুবন॥
তাহার প্রমাণ বলি শুনহ সকলে। শুনিলে পাতক মুক্তি শাস্ত্রে হেন বলে॥
পূর্ব্বেতে আছিল এক দারুণ তস্কর। চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি কাজেতে তৎপর॥
পরদ্রব্য সদা সেই করিত লুণ্ঠন। চক্ষের নিমেষে সব করিত হরণ॥
উত্যক্ত হইয়া সবে তাহার পীড়নে। সদত করিত চেষ্টা দুষ্টের দমনে॥
প্রতিবাসী সবে ঐক্য হইয়া তখন। রাজদ্বারে তারে ধরি করিল অর্পণ॥
গুরুবল নাম ধরে দারুণ তস্কর। ধৃত করি তারে দিল রাজার গোচর॥

বিশেষ প্রমাণ পেয়ে সেই নরপতি। নির্ব্বাসনে সেই দুষ্টে দিল অনুমতি ॥
রাজার আদেশ পেয়ে কিঙ্কর সকলে। দূরীকৃত করি দিল দুষ্ট ভুজবলে ॥
সে দেশ ছাড়িয়া দুষ্ট করিল গমন। ক্রমে উপনীত আসি অবন্তীভবন ॥
রাজ্য-প্রান্তভাগে গিয়া কুটীর নির্ম্মিল। সেই স্থানে ভুজবল বসতি করিল ॥
স্বভাব যাহার যাহা কভু নাহি যায়। চৌর্য্য হেতু দুষ্ট সদা ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
গোপনে উদ্যানে পশি ফলমূল লয়ে। বিক্রয় করয়ে দুষ্ট বাজারেতে গিয়ে ॥
জীবিকা নির্ব্বাহ দুষ্ট এইরূপে করে। উত্যক্ত হইয়া লোক চিন্তয়ে অন্তরে ॥
এইরূপে দ্রব্য যত করয়ে হরণ। কিন্তু কেহ নাহি জানে চোর কোন্ জন ॥
একদা উদ্যানে এক প্রবেশ করিয়ে। বিল্ববৃক্ষে উঠে দুষ্ট ফলার্থী হইয়ে ॥
নিশীথ রজনী ঘোর অন্ধকারময়। অল্প অল্প বৃষ্টি তাহে দেখি লাগে ভয় ॥
সোমবার সেই দিন চতুর্দ্দশী তিথি। বিল্বমূলে ছিল লিঙ্গ দেব পশুপতি ॥
তস্কর বৃক্ষেতে ক্রমে করি আরোহণ। অসংখ্য শ্রীফল পাড়ি করিল গ্রহণ ॥
তাহাতে পত্রের জল লিঙ্গোপরি পড়ে। বিল্বপত্র পড়ে কত শিবের উপরে ॥
সজল বিল্বের দল পেয়ে মহেশর। পরম সন্তুষ্ট হন তস্কর উপর ॥
এইরূপে বিল্বফল লয়ে দুষ্টমতি। ধীরে ধীরে চলি গেল আপন বসতি ॥
কালক্রমে সেই দুষ্ট ত্যজিল জীবন। যমদূত তার পাশে করিল গমন ॥
হেনকালে শিবদূত আগত হইল। দুই দূতে বাক্যযুদ্ধ ক্রমেতে বাধিল ॥
যমদূত কহে শুন শিবঅনুচর। যত দিন বেঁচেছিল দারুণ তস্কর ॥
ধর্ম্ম বোধ নাহি হৃদে আছিল কখন। চৌর্য্যবৃত্তি করি কাল করিল যাপন ॥
সেই পাপে লয়ে যাব শমন গোচরে। চিরদিন রবে দুষ্ট নরক ভিতরে ॥
এত শুনি শিবদূত রক্তনেত্র করি। চপেট আঘাত করে যমদূতোপরি ॥
সভয়ে যমের দূত করে পলায়ন। শমননিকটে গিয়া করে নিবেদন ॥
দ্রুতপদে যমরাজ আপনি আসিল। শিবদূত নিকটেতে দেখিতে পাইল ॥
শিবদূতে জিজ্ঞাসিল ইহার কারণ। শিবদূত কহে শুন শমন রাজন ॥
শিবের পরম ভক্ত এই দুষ্টমতি। চতুর্দ্দশী দিনে পূজে দেব পশুপতি ॥
সজল শ্রীফলপত্রে করিল পূজন। তাহে পরিতুষ্ট হন দেব পঞ্চানন ॥
শিবের আজ্ঞায় আমি লইতে ইহারে। আসিয়াছি দণ্ডধর কহিনু তোমারে ॥
কৈলাস নগরে লয়ে করিব গমন। শিবের কিঙ্কর তথা হবে এই জন ॥
দূতমুখে এই কথা শুনি দণ্ডধর। উদ্দেশে প্রণাম করে শিবের উপর ॥
তস্করে ছাড়িয়া গেল শমন রাজন। শিবদূত গেল পরে কৈলাস ভবন ॥
শিবের প্রসাদে সেই দারুণ তস্কর। কৈলাসপুরীতে রহে হয়ে অনুচর ॥

বিল্বমাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন। ইহার প্রসাদে তরে দুষ্ট দুরজন॥
বিল্বপত্রে যদি পূজে দেবদেব হরে। অবহেলে তরে সেই ভবপারাবারে॥
ভবডোর তারে কভু না করে বন্ধন। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন॥
এত শুনি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে। জিজ্ঞাসা করেন পুন বিধির কুমারে॥
শ্রীফল বৃক্ষের জন্ম কহ কীর্ত্তন। শুনিয়া পবিত্র হৌক পাতকী শ্রবণ॥
এত শুনি বিধিসুত কহে পুনরায়। শুন শুন সেই কথা বলিব সবায়॥
ত কাহিনী সেই অতি মনোহর। শুনিলে পবিত্র দেহ পবিত্র অন্তর॥
পূর্ব্বকালে কোন দিন বৈকুণ্ঠ নগরে। বসিয়া আছেন হরি সিংহাসনোপরে॥
বামেতে কমলা বসি পুলকিতমন। জিজ্ঞাসা করেন নাথে ওহে প্রাণধন॥
আমাপেক্ষা কেবা তব প্রিয় এ সংসারে। কহ তাহা বিবরিয়া অধীনী গোচরে॥
এত শুনি মিষ্ট ভাষে কহে জনার্দ্দন। তুমি মম প্রাণধন জীবন-জীবন॥
কিন্তু এক কথা বলি কমল-আলয়ে। ভক্তিভাবে যেই ডাকে আমারে হৃদয়ে॥
সর্ব্বাপেক্ষা সেই প্রিয় জানিবে আমার। সতত বসতি মম নিকটে তাহার॥
হেন ভক্ত একমাত্র দেব পঞ্চানন। শিবাপেক্ষা প্রিয় নাহি এ তিন ভুবন॥
শিবের অর্চ্চনা করে যেই সাধুমতি। শিব হতে প্রিয় সেই শুনহ যুবতি॥
শিবপূজা নাহি করে যেই দুরজন। তাহার উপরে রুষ্ট আমি সর্ব্বক্ষণ॥
জপ তপ পূজা আদি যাহা কিছু করে। সকলি বিফল তার জানিবে অন্তরে॥
শিবেরে পূজিলে হয় সকল মঙ্গল। নৈলে পদে পদে তার ঘটে অমঙ্গল॥
অকারণ প্রিয় মম শিব পশুপতি। যেই জন তাঁরে পূজে করিয়া ভকতি॥
সফল জনম তার সার্থক জীবন। অন্তিমে সে জন পায় আমার চরণ॥
এত শুনি লক্ষ্মী দেবী মলিন-বদনে। ধীরে ধীরে কহে নাথ নিবেদি চরণে॥
অভাগিনী আমি অতি নাহিক সংশয়। জীবন জনম মম বিফল নিশ্চয়॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ এই পাপীনীরে। বঞ্চিত করেছে বিধি হায়রে আমারে॥
শিবের পূজন আমি না করি কখন। জনম বিফল মম বিফল জীবন॥
কি ফল মম ওহে গদাধর। না পূজিনু কভু আমি দেবদেব হর॥
ধিক্কার করে বিষ্ণু-প্রণয়িণী। সান্ত্বনা করিয়া কহে হরি গুণমণি॥
শুন প্রাণপ্রিয়ে না কর রোদন। ইথে তব দোষ নাহি জানিবে কখন॥
বের মাহাত্ম্য আমি তোমার গোচরে। কীর্ত্তন করেছি নাহি কখন সাদরে॥
রূপে জানিবে তুমি ইহাঁর মহিমা। ইথে তব নাহি দোষ শুন সুলোচনা॥
আমার বাক্য করহ শ্রবণ। অদ্য হতে শিবপূজা কর আচরণ॥
প্রতিদিন পূজহ সাদরে। অবশ্য হবেন তুষ্ট শিব তবোপরে॥

পদ্মপুষ্প সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহিনু তোমায়। অদ্য হতে রত হও শিবের পূজায়॥
বিধানে সংকল্প করি অতি ভক্তিভরে। শতপদ্মে প্রতিদিন পূজ মহেশ্বরে॥
ইথে পরিতুষ্ট হবে দেব পঞ্চানন। পরম সন্তুষ্ট হব আমি জনার্দ্দন॥
শিবের তুষ্টিতে তুষ্ট অমরনিকর। সর্ব্বপূজাফল পায় পূজে যেই নর॥
শিবের পূজনে হয় সবার অর্চ্চনা। পূরণ করেন শিব মনের বাসনা॥
এত শুনি লক্ষ্মী দেবী বিমল অন্তরে। পূজিতে প্রবৃত্ত হন দেব মহেশ্বরে॥
সংকল্প করিয়া শিবে করেন পূজন। শত পদ্ম প্রতিদিন করেন অর্পণ॥
নিজহস্তে পুষ্প দেবী চয়ন করিয়ে। গণনা করেন নিজে একান্ত হৃদয়ে॥
তার পর গঙ্গাজলে করিয়া ক্ষালন। পুনশ্চ গণেন দেবী হয়ে একমন॥
তার পর পূজাকালে পুনশ্চ গণিযে। পূজায় প্রবৃত্ত হন একান্ত হৃদয়ে॥
এইরূপে প্রতিদিন করেন পূজন। বর্ষাবধি হবে পূজা এরূপ মনন॥
বৎসর অতীত ক্রমে এরূপে হইল। শেষ দিন বৎসরের আসি দেখা দিল॥
সেই দিনে পূর্ব্বমত করিয়া চয়ন। পূর্ব্বমত গঙ্গাজলে করিযা ক্ষালন॥
ত্রিবার গণনা করি একান্ত অন্তরে। পূজায বসিল দেবী অতি ভক্তিভরে॥
এদিকে পরীক্ষা হেতু দেব পঞ্চানন। দুই পদ্ম তাহা হতে করেন হরণ॥
এদিকে কমলা দেবী এক এক করি। শত পুষ্প ক্রমে দেন শিবলিঙ্গোপরি॥
ক্রমেতে দেখেন দুই পুষ্প ন্যূন হয়। তাহা হেরি পদ্মালয়া বিস্মিত-হৃদয়॥
মনে মনে পদ্মালয়া করেন চিন্তন। হায় হায় কে করিল কুসুম হরণ॥
ভ্রমেতে হয়ত আমি ক্ষালন করিয়ে। গণি নাই পুন তাহা মনেতে ভুলিযে॥
প্রত্যহ সাদরে আমি গণি তিনবার। ভ্রমে আজি গণিয়াছি শুদ্ধ দুইবার॥
ভক্তির শৈথিল্য মম হয়েছে নিশ্চয়। বিফল সকলি মম নাহিক সংশয়॥
দ্বিপদ্ম হয়েছে ন্যূন কোথায় পাইব। কিরূপে অপর দ্বারা কুসুম আনাব॥
নিজহস্তে প্রতিদিন করেছি চয়ন। পরহস্তে আনয়ন অযোগ্য এখন॥
নিজেও উঠিতে নারি আসন হইতে। উপায কি হয় এবে ভাবিতেছি চিতে॥
এইরূপ চিন্তা করি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী। মৌন হয়ে রহে নেত্র নিমীলিত করি॥
ক্ষণকাল চিন্তা করি কহেন তখন। স্মৃতিপটে দিব্যকথা হয়েছে স্মরণ॥
একদিন জনার্দ্দন শুয়ে শয্যাতলে। বলেছিল প্রিয়ভাষে মোরে করে কোলে॥
তুমি মম প্রিয়তমে ফুল্ল সরোবর। তব কুচদ্বয় ইথে পদ্ম মনোহর॥
হরির বচন মিথ্যা না হয় কখন। মম স্তনদ্বয় পদ্ম হরির বচন॥
স্তনপদ্মে শিবে আমি পূজিব সাদরে। ইথে তুষ্ট হবে হরি আমার উপরে॥
মনে মনে এত চিন্তা করিয়া তখন। আপন করেতে ছুরী করেন গ্রহণ॥

তাহা দেখি স্তনদ্বয় বলিতে লাগিল। জননি তোমার অঙ্গে জনম সকল॥ আমা দোঁহা দিয়া তুমি পূজিবে শিবেরে। ধন্য ধন্য মোরা দোঁহা জগত সংসারে॥
এতেক বচন শুনি কমলা তখন। মিষ্টভাষে স্তনদ্বয়ে কহেন বচন।
আমার মস্তক যথা দেবদেব হরে। সদত করয়ে পূজা অতি ভক্তিভরে॥
সেরূপ তোমরা দোঁহে হয়ে একান্তর। শিবের পূজনে অদ্য হও তৎপর॥
শিবেতে হরিতে ভেদ নাহিক যেমন। পদ্ম সহ তোমা দোঁহে জানিবে তেমন॥
হস্ত পদ মুখ শির নখ আদি করে। যেমন জন্মেছে সবে আমার শরীরে॥
সেরূপ তোমরা অঙ্গে লভেছ জনম। এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ॥
দ্বিপদ্ম হয়েছে ন্যূন শিবের পূজনে। তাহার পূরক হও তোমরা দুজনে॥
এত বলি বামস্তন বামকরে ধরি। দক্ষিণ হাতেতে ছুরী নিলেন ঈশ্বরী॥
অকাতরে হাস্যমুখে করিয়া ছেদন। শিবের উপরে তাহা করেন অর্পণ॥
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দেবী স্মরণ করিয়ে। শিবের শিরেতে দেন একান্ত হৃদয়ে॥
যেই স্তন হরি পূর্ব্বে করিত মর্দ্দন। অবহেলে সেই স্তন করিল ছেদন॥
যাতনা কিছুই বোধ না করি অন্তরে। হাসিতে হাসিতে দেন শিবশিরোপরে॥
এইরূপে বাম স্তন করিয়া ছেদন। কৃতার্থ করেন জ্ঞান কমলা তখন॥
তদন্তরে অন্য স্তন ছেদিবার তরে। উদ্যত হলেন দেবী একান্ত অন্তরে॥
বাম স্তন এইরূপে করিতে কর্ত্তন। দেখিয়া দুঃখিত হন দেব পঞ্চানন॥
অন্য স্তন ছেদিবারে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী। যেমন উদ্যত হন শিবনাম স্মরি॥
অমনি মহেশ দেব-দেব পঞ্চানন। স্বর্ণলিঙ্গোপরি আসি দিলেন দর্শন॥
শুভ্রবর্ণ শ্বেতকায় অতি মনোহর। ভস্মমাখা নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন হর।
জটাজূট শোভে শিরে লোহিত বরণ। কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম অতি সুশোভন॥
নাগযজ্ঞ উপবীত দোলে গলদেশে। আবির্ভূত দেব-দেব মনোহর বেশে॥
হস্ত তুলি কমলারে করেন বারণ। না কর না কর মাতঃ এ স্তন ছেদন॥
জানিয়াছি তব ভক্তি আপন অন্তরে। পূর্ণ তব মনোরথ কহিনু তোমারে॥
যেই স্তন তুমি মাতঃ করেছ ছেদন। পুনশ্চ হইবে তাহা পূর্ব্বের মতন॥
অর্পিয়াছ ছিন্ন স্তন মম লিঙ্গোপরে। বৃথা নাহি হবে তাহা জানিবে অন্তরে॥
অই স্তন বৃক্ষরূপে লভিবে জনম। শ্রীফল হইবে নাম শুনহ বচন॥
ধরাতলে চন্দ্র সূর্য্য যতদিন রবে। ততকাল তব কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে॥
আমার পরম প্রিয় হবে তরুবর। সেই পত্রে মম পূজা করিবেক নর॥
একমাত্র বিল্বপত্রে করিলে পূজন। পরম সন্তুষ্ট হব আমি পঞ্চানন॥
স্বর্ণেতে আমার লিঙ্গ করিয়া নির্ম্মাণ। স্বর্ণ দ্বারা যদি করে পূজার বিধান॥

অথবা প্রবাল মুক্তা ইত্যাদি অর্পিয়ে। যদ্যপি অর্চ্চনা করে একান্ত হৃদয়ে ॥
তথাপি তেমন তুষ্ট না হব কখন। বিল্বপত্রে পরিতুষ্টি লভিব যেমন ॥
বিল্বদলে গঙ্গাজল মিশ্রিত করিয়ে। মম লিঙ্গোপরি দিলে ভক্তি যুত হয়ে ॥
তাহারে করি যে আমি কৈবল্য অর্পণ। আমাতে তাহাতে ভেদ না রহে কখন ॥
ক্ষান্ত হও এবে দেবি সাগরনন্দিনি। জননী স্বরূপা তুমি হরি বিমোহিনী ॥
মনোরথ পরিপূর্ণ হইল তোমার। তোমার অন্তর শুদ্ধ ভক্তির আধার ॥
কমলা এতেক শুনি সানন্দ অন্তরে। ভক্তিভরে স্তব করে দেব মহেশ্বরে ॥
নমো নম দেবদেব শশাঙ্ক শেখর। ত্রিকারণ-হেতু তুমি ওহে দিগম্বর ॥
মন প্রাণ আত্মা আমি করিনু অর্পণ। সদা যেন ভাবি হৃদে তোমার চরণ ॥
শশধর সম তব মূর্ত্তি মনোহর। শিরে শোভে চন্দ্রকলা অতীব সুন্দর ॥
পাপকোটি-নাশী তুমি ওহে ত্রিপুরারি। মৃদু হাস্য আস্য পাশে যাই বলি হারি ॥
ত্রিলোচন কিবা শোভে মনোবিমোহন। ধবল বৃষভোপরি কর আরোহণ ॥
প্রসীদ প্রসীদ দেব নমামি তোমারে। করুণা কটাক্ষ কর আমার উপরে ॥
তুমি সত্ত্ব রজ তম গুণত্রয়ময়। ডিণ্ডিম বাজাও সদা তুমি মহোদয় ॥
সুখসাগরেতে তুমি কর সন্তরণ। জয় জয় জয় দেব ওহে পঞ্চানন ॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা তুমি গুণাধার। কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার ॥
ত্রিনয়ন হেরি তব ললাট উপরে। সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি সম কিবা শোভা ধরে ॥
ইচ্ছাবশে কর তুমি বিশ্বের সৃজন। ইচ্ছাবশে করিতেছ জগত পালন ॥
ইচ্ছাবশে কর তুমি পুনশ্চ সংহার। কে বুঝিবে তব লীলা ওহে গুণাধার ॥
শ্মশানে শ্মশানে তুমি কর বিচরণ। প্রেতধূলি তব অঙ্গে অতি সুশোভন ॥
ভূতনাথ তব নাম ভূত অনুচর। কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম তুমি দিগম্বর ॥
বিরাজ করহ তুমি সাধুর অন্তরে। প্রেতভূমিপ্রিয় তুমি নমামি তোমারে ॥
মহেশ ত্রিপুরহর তুমি ত্রিনয়ন। নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন ভস্মবিভূষণ ॥
দুঃখ হর ওহে হর করি নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥
এই রূপে স্তব করে কমলা বধুতী। পরম সন্তুষ্ট হয়ে কহে পশুপতি ॥
সন্তোষ লভিনু মাতঃ স্তবেতে তোমার। বর মাগ ওগো দেবী বচনে আমার ॥
এত শুনি লক্ষ্মী দেবী কহে পুনরায়। নমস্কার নমস্কার প্রণমি তোমায় ॥
বিষ্ণুর গৃহিণী আমি সাগর-নন্দিনী। ভক্তিবশে হেরিতেছি তোমা শূলপাণি ॥
ভাগ্যবশে লভিলাম তোমার দর্শন। ইহাপেক্ষা কিবা বর ওহে পঞ্চানন ॥
এইমাত্র মাগি আমি ওহে মহেশ্বর। তবোপরে থাকে যেন সতত অন্তর ॥
এত শুনি দেব দেবদেব পঞ্চানন। অন্তর্হিত হয়ে যান কৈলাস ভুবন ॥

অনন্তর বৈশাখের শুক্ল পক্ষ দিনে। কমলপারূপ জন্মে কমল-লোচনে ।
তৃতীয়া তিথিতে হয় শ্রীফল জনম। অপূর্ব্ব পবিত্র বৃক্ষ অতি বিমোহন ।।
আগত হইল তথা অমর-নিকর। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি আর মহেশ্বর ।।
দেবপত্নীগণ সবে করে আগমন। দেখিলেন মনোহর তরু বিমোহন ।।
মুকুল ত্রিপত্র শোভে অতি মনোহর। স্বীয়তেজে দীপ্তিমান অতীব সুন্দর ।।
দেবগণ তরুবর করি দরশন। ভক্তিভরে প্রণমিল সকলে তখন ।।
সবারে সম্বোধি পরে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর। কহিলেন শুন শুন অমর নিকর ।।
মনোহর বিল্ব বৃক্ষ করিছ দর্শন। ইহার যতেক নাম করহ শ্রবণ ।।
মালূর শ্রীফল বিল্ব শিব তীর্থপদ। শাণ্ডিল্য শৈলুষ পুণ্য ও কোমলচ্ছদ ।।
ধূম্রাক্ষ পাপঘ্ন বিষ্ণু দেবাবাস জয়। ত্রিনয়ন শুক্লবর্ণ সংযমী বিজয় ।।
শিবপ্রিয় শ্রাদ্ধদেব বর তার পর। একবিংশ নামধারী এই তরুবর ।।
একবিংশ নামে তরু প্রসিদ্ধ হইবে। পরম পবিত্র বৃক্ষ ধরায় জানিবে ।।
মূল হতে শত ধনু পরিমিত স্থান। পরম পবিত্র ক্ষেত্র শাস্ত্রের বিধান ।।
মূল হতে ভুমিতলে অই পরিমাণে। পরম পবিত্র ক্ষেত্র জান সর্ব্বজনে ।।
ত্রিপত্র শোভিছে যাহা করিছ দর্শন। দেবত্রয়রূপী উহা ওহে দেবগণ ।।
ঊর্দ্ধপত্র স্বয়ং শিব বামপত্র বিধি। দক্ষপত্রে আমি বিষ্ণু আদি নিরবধি ॥
ছায়া পত্র কভূ নাহি করিবে লঙ্ঘন। কভু নাহি তাঁহারি অর্পিবে চরণ ॥
লঙ্ঘিলে অথবা স্পর্শ করিলে চরণে। আয়ুঃশেষ হয় তার শাস্ত্রের বিধানে ॥
লক্ষ্মীহীন সেই জন হইবে নিশ্চয়। আমার বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥
পদ্ম পুষ্প সহস্রেতে করিলে পূজন। যেই ফল সাধু নর করে উপার্জ্জন ।।
পূজিলে শ্রীফলপত্রে সেই ফল হয়। পরম সন্তুষ্ট ইথে শিব গুণময় ॥
শাখা ভাঙ্গি কভু নাহি করিবে পূজন। আরোহণ না করিবে বুদ্ধিমান জন ।।
নিম্ন হতে পত্র যদি পাড়িবারে নারে তা হলে উঠিবে বৃক্ষে অতি ধীরে ধীরে ।।
সাবধানে উঠি পত্র করিবে চয়ন। কদাপি না হয় যেন শাখার ভঞ্জন ।।
বিল্বপত্র যদি হয় কদাচ খণ্ডিত। অথবা প্রকৃত থাকে যেন অখণ্ডিত ।।
সকলেতে তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন। সকল পত্রেতে হয় তাঁহার পূজন ।।
ছয় মাস পরে পত্র পর্য্যুষিত হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা কভু মিথ্যা নয় ।।
সর্ব্বদেবে বিল্বপত্রে করিবে পূজন। কভু না পূজিবে কিন্তু দেব গজানন ।।
সূর্য্যদেবে কভু নাহি বিল্বপত্র দিবে। শাস্ত্রের বিধান ইহা সকলে জানিবে ।।
যথায় বিরাজ করে বিল্বের কানন। বারাণসী সম তাহা ওহে ঋষিগণ ।।
পঞ্চসংখ্য বিল্ববৃক্ষ থাকে যেই স্থানে। তথা শিব সদা রহে আনন্দিত মনে ।।

সপ্ত সংখ্যা বিল্ববৃক্ষ বিরাজে যথায়। হর গৌরী উভয়েতে রহেন তথায় ॥
যথায় বিরাজে একমাত্র তরুবর। উমা সহ শিব তথা রহে নিরন্তর ॥
বাটীর ঈশান কোণে অতীব যতনে। রোপিবেক বিল্বতরু পুলকিত মনে ॥
তথায় বিপদপাত কভু নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥
বাটীর পূরব দিকে যদ্যপি জনমে। সুখভাগী হয় গৃহী শাস্ত্রের বচনে ॥
বাটীর দক্ষিণে যদি জন্মে তরুবর। নাহি রহে যমভয় বেদের গোচর ॥
বাটীর পশ্চিমে বৃক্ষ যদ্যপি জনমে। পুত্রবান হয়ে গৃহী থাকে ফুল্লমনে ॥
শ্মশানে তটিনী-তটে প্রান্তরে বা বনে। বিল্ব বৃক্ষ জন্মে যদি এই সব স্থানে ॥
সিদ্ধপীঠ সেই স্থান নাহিক সংশয়। যোগলাভ সিদ্ধিলাভ সেই স্থানে হয় ॥
প্রাঙ্গন মাঝেতে বিল্ব না রোবে কখন। দৈবে যদি স্বত হতে লভয়ে জনম ॥
কদাপি তাহারে নাহি তুলিয়া ফেলিবে শিবজ্ঞানে সেই বৃক্ষে সদত পূজিবে ॥
চৈত্র হতে চারি মাস করিয়া যতন। বিল্বপত্রে যদি পূজে দেব পঞ্চানন ॥
লক্ষধেনু দানফল সেই জন পায়। অন্তকালে কৈলাসেতে সেই সাধু যায় ॥
মধ্যাহ্নকালেতে যদি অতি ভক্তিভরে। সংযত হইয়া বিল্ব প্রদক্ষিণ করে ॥
সুমেরু প্রদক্ষিণের ফল তার হয়। ইহাতে নাহিক কভু জানিবে সংশয় ॥
বিল্ববৃক্ষ কভু নাহি করিবে ছেদন। বিল্বকাষ্ঠ কভু নাহি করিবে দাহন ॥
বিল্ববৃক্ষ কভু নাহি করিবে বিক্রয়। করিলে পাতকভাগী সে জন নিশ্চয় ॥
যজ্ঞার্থ বিক্রয়মাত্র করিবারে পরে। তাহে না হইবে পাপ শাস্ত্রের বিচারে ॥
বিল্বের চন্দন যদি করয়ে ধারণ। সদত তাহার পাশে শমন দমন ॥
বিল্বফল ধরাতলে পতিত হইলে। নিজে শিব ধরে তাহা আপনার শিরে ॥
চৈত্র হতে চারি মাস যতন করিয়ে। বিল্বমূলে দিবে জল ভক্তিযুক্ত হয়ে ॥
এইরূপ আচরণ করে যেই জন। পিতৃকুল হয় তার পরিতৃপ্ত মন ॥
নেত্রপথে বিল্ববৃক্ষ নিপতিত হলে। বিধানে পড়িবে মন্ত্র শাস্ত্রে হেন বলে ॥
চয়নকালেতে মন্ত্র পড়িতে হইবে। স্পর্শনে বিহিত মন্ত্র যতনে পড়িবে ॥
মন্ত্র পড়ি বিল্বতল করিবে মার্জ্জন। যেমন লিখিত আছে শাস্ত্রের বচন ॥
অন্যান্য পুরাণে আছে মন্ত্রের বাখান। সেইরূপ উচ্চারিবে এইত বিধান ॥

এইরূপে দেবগণে সম্বোধন করি। বলিলেন বিল্বকথা দেবদেব হরি ॥
তদন্তরে ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ। বিল্বপত্রে পূজিলেন দেব পঞ্চানন ॥
যথাবিধি পূজাশেষ করিয়া সকলে। আপন আপন স্থানে যান কুতূহলে ॥
এইরূপে 'বিল্ববৃক্ষ' লভিল জনম। পরম পবিত্র বৃক্ষ বিদিত ভুবন ॥
শিবের পরম প্রিয় বিল্বদল হয়। বিল্বে তুষ্ট আশুতোষ নাহিক সংশয় ॥

শিবের প্রসাদে মুক্তি লভে সাধুনর। ইহার সমান নাহি ত্রিলোক ভিতর॥
শিবের পরম তত্ত্ব শ্রীশিব পুরাণে। বিরচিল দ্বিজ কালী আনন্দিত মনে॥
ভবডোর কাটিবারে যদি চাহ মন। একান্ত অন্তরে লহ শিবের শরণ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিবের নীলকণ্ঠ নাম ধারণ ও শিবের মাহাত্ম্য।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনত-কুমারে। নমস্কার বিধিসুত জিজ্ঞাসি তোমারে॥
শিবের পরম তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ। সফল হইল এবে মোদের জীবন॥
বিস্তার করিয়া বল তাঁহার মহিমা। শুনিয়া পুরাই সবে মনের কামনা॥
নীলকণ্ঠ নাম শিব ধরে কি কারণ। বিস্তারিয়া কহ তাহা বিধির নন্দন॥
এত শুনি বিধিসুত কহে পুনরায়। শুন শুন সেই কথা কহিব সবায়॥
পূর্ব্বকালে সুরাসুর মিলিয়া যতনে। সাগর মন্থন করে অমৃত কারণে॥
মন্থনের দণ্ড তাহে মন্দর ভূধর। বাসুকি হলেন রজ্জু খ্যাত চরাচর॥
দুই দলে দুই দিক করিয়া ধারণ। আরম্ভ করিল যত্নে সাগর মন্থন॥
বাসুকির মুখদেশ অসুর ধরিল। পুচ্ছদেশ দেবগণ ধরিয়া রহিল॥
মন্থনের বেগে পৃথ্বী কাঁপে ঘন ঘন। সুরাসুর দুই দলে করিছে যতন॥
ক্রমে ক্রমে নানা দ্রব্য উঠিতে লাগিল। সকলে বাসনা মত গ্রহণ করিল॥
সাগর মন্থনে উঠে দেব শশধর। রহিলেন তিনি গিয়া আকাশ উপর॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠে সাগর হইতে। দেবেন্দ্র নিলেন তাহা পুলকিতচিতে॥
ঐরাবত গজ ক্রমে মন্থনে উঠিল। ইন্দ্রদেব সেই গজ গ্রহণ করিল।
ক্রমেতে উত্থিত হন কমল-আলয়া। বৈকুণ্ঠে হলেন তিনি শ্রীহরির প্রিয়া॥
এইরূপে কত রত্ন কত বিভূষণ। সাগর হইতে ক্রমে উঠিল তখন॥
একে একে সবে তাহা গ্রহণ করিল। হলাহল বিষ পরে উত্থিত হইল॥
তাহা হেরি ভয়াকুল সুরাসুরগণ। উপায় কি হবে ভাবি ব্যাকুলিতমন॥
কালকূট মহাবিষ অতি ভয়ঙ্কর। তাহা হেরি সুরাসুর চিন্তিত অন্তর॥
বিষের তেজেতে ধরা বিনাশিত হয়। বিশ্বসৃষ্টি লোপ পায় নাহিক সংশয়॥
উপায় কি হবে ভাবি চিন্তিয়া সকলে। উপনীত ধীরে ধীরে শিবের গোচরে॥
শিবেরে প্রণমি সবে কহেন তখন। বিশ্বসৃষ্টি লোপ হয় ওহে পঞ্চানন॥
কালকূট বিষ উঠে সাগর মন্থনে। কি হবে উপায় এবে কহ সবা স্থানে॥

বিষের তেজেতে দহে এ তিন ভুবন। উপায় করহ এবে ওহে পঞ্চানন॥
নমস্কার নমস্কার ওহে আশুতোষ। ইহার উপায় করি করহ সন্তোষ॥
তোমার মহিমা দেব কে বুঝিতে পারে। কৃপাময় হও তুমি যাহার উপরে॥
তাহার ভাবনা কিবা ওহে মহেশ্বর। ইহকালে মহাসুখী হয় সেই নর॥
অন্তিমে মুকতি পায় নাহিক সংশয়। এখন মোদের প্রতি হও হে সদয়॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। জগত রক্ষিতে প্রভু করিয়া মনন॥
গণ্ডূষে সে কালকূট করিলেন পান। অদ্ভুত শিবের তত্ত্ব কে পায় সন্ধান॥
যাহার তেজেতে দহে এ তিন ভুবন। সেই বিষ করে পান দেব পঞ্চানন॥
বিষপান হেতু শিব নীলকণ্ঠ নামে। হইলেন সুবিখ্যাত এ তিন ভুবনে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। শিব সম নাহি কেহ এ তিন ভুবন॥
সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ ধরি। বিরাজ করেন সদা দেব ত্রিপুরারি॥
সত্ত্বগুণে হরিরূপে দেব পঞ্চানন। করিছেন নিরন্তর জগত পালন॥
রজগুণ ধরি তিনি ব্রহ্মার আকারে। সৃজন করেন সদা জগত-সংসারে॥
শিবরূপে অন্তকালে করেন সংহার। কে বুঝিবে শিবতত্ত্ব ভুবন মাঝার॥
বায়ুরূপে বিশ্বরক্ষা করিছেন হর। শশাঙ্করূপেতে আছে আকাশ উপর॥
ভাস্কররূপেতে তাপ দেন শূলপাণি। কালরূপে সংহারেন সকলি আপনি॥
আত্মারূপে জীবহৃদে আছে পঞ্চানন। সর্ব্বসাক্ষী সেই শিব ওহে ঋষিগণ॥
ভক্তিভাবে সদা তাঁরে করিলে অর্চ্চনা। পূরণ করেন তিনি মনের কামনা॥
তাঁহার মহিমা কত কে বুঝিতে পারে। তাহার প্রমাণ দেখ বলি সবাকারে॥
রামরূপে অবতীর্ণ হলে নারায়ণ। সহায় হলেন তাহে দেব পঞ্চানন॥
বানররূপেতে শিব গিয়া ধরাতলে। প্রকাশিল মহাশক্তি বিদিত সকলে॥
নৈলে কিবা শক্তি ধরে রঘুর নন্দন। জানকী উদ্ধার করে নাশি দশানন॥
অতএব ভক্তিভাবে পূজহ শিবেরে। লভিবে পরম পদ কহি সবাকারে॥
শিবের সন্তোষে তুষ্ট যত দেবগণ। শিবের পূজনে হয় সবার পূজন॥
সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব পশুপতি। তাঁহার উপরে সদা রাখিবে ভকতি॥
তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ় মন। একান্ত অন্তরে ভাব সাধনের ধন॥

সপ্তম অধ্যায়।

সংক্ষেপে রামায়ণ বর্ণনপ্রসঙ্গে লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রামের বনগমন, সূর্পনখার নাসাচ্ছেদ ও সীতাহরণ।

সানন্দ অন্তরে পুনঃ যত ঋষিগণ। জিজ্ঞাসা করিল পুনঃ ওহে মহাত্মন্ ॥
বানররূপেতে জন্মে কেন পশুপতি। কেন বা কাননবাসী হন রঘুপতি ॥
কিরূপে জানকী দেবী হইল হরণ। কিবা অদভুত কার্য্য করে পঞ্চানন ॥
এই সব বিবরিয়া কহ মহামতি। শুনিতে সবার হৃদি কুতূহলী অতি ॥
এত শুনি মিষ্টভাষে বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥
রাক্ষসের রাজা ছিল দশানন নামে। বসতি করিত দুষ্ট সদা লঙ্কাধামে ॥
তাহার পীড়নে সদা হইয়া পীড়িত। হইলেন দেবগণ অতি ব্যাকুলিত ॥
ত্রিভুবন সশঙ্কিত তাহার পীড়নে। বসুমতী নাহি পারে সে ভার সহনে ॥
তখন ব্যাকুল হয়ে যত দেবগণ। ব্রহ্মার নিকটে সবে করিল গমন ॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে বহুস্তব করি। কহিলেন শুন শুন ওহে সৃষ্টিকারী ॥
তোমার প্রসাদে বর পেয়ে দশানন। নিরন্তর করিতেছে সবার পীড়ন ॥
তাহার দুঃসহ ভার সহিবারে নারি। কাঁপিতেছে বসুমতী ওহে সৃষ্টিকারী ॥
তোমার সৃজিত বিশ্ব হয় বিনাশন। কৃপা করি রক্ষ এবে ওহে ভগবন্ ॥
এতেক বচন শুনি সৃষ্টি-অধিকারী। রহিলেন ক্ষণকাল মৌনভাব ধরি ॥
ক্ষণকাল চিন্তা করি দেবগণে লয়ে। উপনীত হন আসি বৈকুণ্ঠ আলয়ে ॥
কমলা সহিতে হরি আছেন তথায়। ধীরে ধীরে উপনীত দেবতা সবায় ॥
প্রণাম করিয়া পরে বহু স্তব করি। রহিলেন দেবগণ মৌনভাব ধরি ॥
সবার বচনে হরি কহেন তখন। বুঝিয়াছি তোমাদের আসার কারণ ॥
রক্ষভয়ে প্রপীড়িত হইয়া সকলে। আসিয়াছ মম পাশে ব্যাকুল অন্তরে ॥
ব্রহ্মার বরেতে দুষ্ট রক্ষ দশানন। করিতেছে নিরন্তর জগত-পীড়ন ॥
সবা হতে অবধ্যত্ব বর লাভ করি। গর্ব্বিত হয়েছে দুষ্ট মহাপাপাচারী ॥
মানুষ তাহার ভক্ষ্য করিয়া চিন্তন। তাহা হতে অবধ্যত্ব না করে গ্রহণ ॥
অতএব নররূপে যাইয়া ভূতলে। বিনাশ করিব সেই দুষ্ট দুরাচারে ॥
কিন্তু এক কথা আছে শুন দেবগণ। শিবের পরম ভক্ত দুষ্ট দশানন ॥
শিবভক্তে নাশে হেন সাধ্য আছে কার। শিব বিনা নাহি হবে এ কাজ উদ্ধার ॥

শিব-শিবা পূজা করে সেই দুষ্টমতি। দোঁহার প্রসাদে গর্ব্বী হইয়াছে অতি॥
অতএব শিবপাশে করিব গমন। শিবের সাহায্য আমি করিব গ্রহণ॥
তোমরা সকলে যাও নিজ নিজ স্থানে। জনম ধরহ সবে মানব-ভবনে॥
বানরী-উদরে সবে লভহ জনম। ভল্লুকী উদরে জন্ম ধর কোন জন॥
অযোধ্যাতে দশরথ প্রবল নৃপতি। নাহিক তাঁহার কিছু সন্তান সন্ততি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিবরে করি আনয়ন। পুত্র হেতু যজ্ঞ রাজা করিছে এখন॥
তাঁহার গৃহেতে আমি জনম লভিযে। বিনাশিব রক্ষকুল বানর সহায়ে॥
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। আপন আপন ধামে করিয়া গমন॥
অংশে অংশে মর্ত্ত্যলোকে জন্মিতে লাগিল। বানরী-ভল্লুকী-গর্ভে জনম ধরিল॥
এদিকেতে নারায়ণ ব্রহ্মার সহিতে। উপনীত হন আসি কৈলাস পুরেতে॥
দেবীর সহিতে বসি দেব পঞ্চানন। করিছেন মহাসুখে মিষ্ট আলাপন॥
নারায়ণে নিরখিয়া দেব পশুপতি। পুলকে পূরিত তনু আনন্দিতমতি॥
ব্যস্তভাবে দুই জনে করে আলিঙ্গন। দুই জনে নমস্কার করেন তখন॥
যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া বিধিরে। বসিলেন তিন জন সিংহাসনোপরে॥
জিজ্ঞাসা করেন শিব আসার কারণ। বলিলেন মিষ্টভাষে দেব নারায়ণ॥
তোমার পরম ভক্ত রক্ষ অধিপতি। পীড়ন করিছে লোক ওহে পশুপতি॥
তাহার পীড়ন সহ্য করিবারে নারি। কাঁপিতেছে বসুমতী ওহে ত্রিপুরারি॥
বিধাতা দিয়াছে বর জানহ শঙ্কর। তাহাতে গর্ব্বিত সেই অধম পামর॥
অবধ্য সবার সেই ওহে পঞ্চানন। নরবানরের হাতে হইবে নিধন॥
এহেতু জন্মিয়া আমি অবনীমণ্ডলে। বিনাশ করিব সেই দুষ্ট দুরাচারে॥
আমার সাহায্য হেতু যত দেবগণ। বানর-ভল্লুকরূপে লভেছে জনম॥
কিন্তু এক কথা বলি ওহে পশুপতি। তব ভক্তে বিনাশিতে কাহার শকতি॥
শিব শিবা পূজা করে সেই দশানন। কিরূপে তাহারে আমি করিব নিধন॥
শিবভক্তে শিবাভক্তে আমার ভকতে। বিভিন্ন নাহিক কিছু ভাবিবেক চিতে॥
এত শুনি হৈমবতী কহেন বচন। শুন শুন মম বাক্য ওহে নারায়ণ॥
গর্ব্বিত হয়েছে বটে সেই দুষ্টমতি। উচিত বিনাশ তার ওহে মহামতি॥
কিন্তু আমি অধিষ্ঠাত্রী সে পুরী লঙ্কার। আমি বিদ্যমানে নাশে হেন সাধ্য কার॥
অতএব যাহা বলি করহ শ্রবণ। ধরাতলে লক্ষ্মী দেবী লভুন জনম॥
সীতারূপে জনমিবে মিথিলা নগরে। তুমি হরি লভ জন্ম দশরথঘরে॥
চারিভাগে জন্ম ধরু তুমি নারায়ণ। তোমার করেতে সীতা হইবে অর্পণ॥
সীতারে হরিয়া লবে সেই দুষ্টমতি। তখন ত্যজিব আমি লঙ্কার বসতি॥

লঙ্কাপুরী যবে আমি করিব বর্জ্জন। অনায়াসে হবে তবে রাক্ষস নিধন॥
এত শুনি পশুপতি কহে ধীরে ধীরে। কি আর বলিবে হরি তুমি হে আমারে॥
আমাতে তোমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাই। এখন শুনহ যাহা বলি তব ঠাঁই॥
বানরী-গর্ভেতে আমি লভিব জনম। সহায় হইব তব ওহে নারায়ণ॥
দুষ্কর অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়ে। অনুগত রব তব সানন্দ হৃদয়ে॥
আমা হতে তব কার্য্য হইবে উদ্ধার। অবিলম্বে যাহ তুমি অবনী মাঝার॥
এত বলি তিন জনে বিদায় হইয়ে। আপন আপন স্থানে গেলেন চলিয়ে॥
অঞ্জনা-বানরি-গর্ভে দেব পঞ্চানন। হনুমানরূপে আসি লভিল জনম।
ভল্লুকী-উদরে বিধি জনম ধরিল। জাম্বুবান নাম তার প্রসিদ্ধ হইল॥
কমলা জন্মিল আসি মিথিলা নগরে। এইরূপে দেবগণ সবে জন্ম ধরে॥
এদিকে শ্রীহরি দেব বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়ে। জনম লভেন আসি মানব আলয়ে॥
কৌশল্যা-উদরে রাম লভেন জনম। ভরত কৈকেয়ী গর্ভে জানে সর্ব্বজন॥
সুমিত্রাগর্ভেতে জন্মে যমজ সন্তান। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন এই দু-জনের নাম॥
ক্রমে ক্রমে চারি শিশু বাড়িতে লাগিল। রাজার নয়ন মন পরিতৃপ্ত হৈল॥
বিদ্যাশিক্ষা দেন রাজা চারিটী কুমারে। দিন দিন শিশুগণ জনমন হরে॥
লক্ষ্মণ শৈশব হতে রাম-অনুগত। শত্রুঘ্ন ভরত দোঁহে জানিবে তেমত॥
সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ রাম লোক-অভিরাম। জগতে নাহিক কেহ তাঁহার সমান॥
তাঁহারে হেরিয়া লোক পুলকে মগন। সদত করেন তিনি লোকের রঞ্জন॥
ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে চারিটী কুমার। মহাযোদ্ধা হৈল সবে অবনী মাঝার॥
একদিন বিশ্বামিত্র আসিয়া নগরে। রামেরে চাহেন ভিক্ষা রাজার গোচরে॥
যজ্ঞবিঘ্ন করে সদা রাক্ষসের গণ। তাদের নাশিতে হবে এই সে কারণ॥
নৃপবর বহু চিন্তা করিয়া অন্তরে। রামেরে অর্পণ করে বিশ্বামিত্রকরে॥
বিশ্বামিত্র সহ রাম করেন গমন। অনুগামী হন তাহে অনুজ লক্ষ্মণ॥
পথিমাঝে সুবাহুকে করিয়া সংহার। মারীচেরে এক বাণ করেন প্রহার॥
বাণাঘাতে দুরাচার ঘূরিতে ঘূরিতে। নিপতিত হৈল বহু যোজন দূরেতে॥
তার পর যজ্ঞস্থলে করিয়া গমন। তাড়কা রাক্ষসী রাম করেন নিধন॥
এইরূপে যজ্ঞ রক্ষা করিয়া যতনে। বিশ্বামিত্র সহ যান মিথিলা ভবনে॥
হরধনু ভাঙ্গি তথা রাম রঘুবর। জানকীরে লাভ করি হরিষ অন্তর॥
সহ পুত্র দশরথে করি আনয়ন। চারি কন্যা দেন সুখে মিথিলা-রাজন॥
সীতারে রামের করে করিলেন দান। লক্ষ্মণে উর্ম্মিলা দেন সুন্দর সুঠাম॥
মাণ্ডবী নামেতে কন্যা দেন ভরতেরে। শ্রুতকীর্ত্তি কন্যা দেন শত্রুঘ্নের করে॥

এইরূপে চারি কন্যা করিয়া অর্পণ। যৌতুক দিলেন কত মিথিলা-রাজন॥ নারী লাভ করি সবে আনন্দিতমনে। চলিলেন অযোধ্যায় রঘু আদি সনে॥ পথেতে ভার্গব সহ হয় দরশন। রাম সহ তাঁর দ্বন্দ্ব হইল ঘটন॥ তাঁহার হাতের ধনু লয়ে রঘুবর। যোজনা করেন তাহে একমাত্র শর॥ সেই শরে দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহার। স্বর্গপথ রুদ্ধ করে রাম দয়াধার॥ এইরূপে দর্পচূর্ণ করিয়া তখন। অযোধ্যানগরে রাম করেন গমন॥ ভরত তাহার পর মাতুল সহিতে। মাতামহগৃহে যান পুলকিত চিতে॥ কিছু দিন পরে দশরথ নরপতি। রামেরে করিতে রাজা করিলেন মতি॥ প্রজাগণ তাহা শুনি পুলকিত মন। কৈকেয়ী দাসীর মুখে করেন শ্রবণ॥ বর্ষাবশে নদী যথা কলুষিত হয়। দাসীবাক্যে হৈল তথা কৈকেয়ী-হৃদয়॥ দাসীর বচনে তিনি বিমুগ্ধ অন্তরে। উপনীত হন গিয়া রাজার গোচরে॥ পূর্ব্ব অঙ্গীকার তাঁরে করায়ে স্মরণ। ভরতেরে রাজ্য দিতে বলেন তখন॥ চৌদ্দ বর্ষ তরে রাম যাবেন কাননে। মাগিলেন এই বর দশরথ স্থানে॥ দেবীর বচনে রাজা হইয়া কাতর। বিনয়-বচন তারে কহেন বিস্তর॥ কিছুতেই ক্ষান্ত নাহি মহিষী হইল। রামেরে কাননবাসে প্রেরণ করিল॥ রাজ্যপ্রতিনিধি এবে হইল কানন। জটাচীর ধরি রাম চলিলেন বন॥ অনুজ লক্ষ্মণ গেল সহিতে তাঁহার। চলিলেন সীতা দেবী নন্দিনী রাজার॥ তিন জনে বনবাসে করেন গমন। শোকাকুল নরপতি বিষাদিত মন॥ কৌশল্যা কাঁদেন কত বর্ণিবারে নারি। সৌমিত্রি জানকী রাম রথোপরি চড়ি॥ সুমন্ত্র সহিতে যান ছাড়িয়া নগর। পুরবাসী সবে সঙ্গে বিষণ্ণ অন্তর॥ পথিমাঝে রঘুবর পুলক অন্তরে। রহিলেন একনিশা গুহকের ঘরে॥ তার পর সকলেরে করিয়া বিদায়। বনমাঝে যান রাম লইয়া সীতায়॥ সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারী অনুজ লক্ষ্মণ। ভৃত্যের সমান অনুগামী সর্ব্বক্ষণ॥ ভরদ্বাজ মহামুনি রহেন যথায়। উপস্থিত রঘুবর সানন্দে তথায়॥ ভরদ্বাজ-অনুমতি লয়ে তার পর। চিত্রকূট গিরিবরে যান রঘুবর॥ পাতার কুটীর তথা করিয়া নির্ম্মাণ। তিন জনে পুলকেতে করে অবস্থান॥ ধনুর্ব্বাণ ধরি সদা রহেন লক্ষ্মণ। অবহেলে করে সদা জানকী রক্ষণ॥ রামশোকে দশরথ কান্দিয়া কান্দিয়া। চলিলেন স্বর্গবাসে জীবন ত্যজিয়া॥ অরাজক হৈল রাজ্য রাজার বিহনে। তাহা দেখি বশিষ্ঠাদি যত মন্ত্রীগণে॥ মাতামহগৃহ হতে ভরতে আনিল। ভরত পিতার যত সৎকার করিল॥ তার পর জননীরে করি তিরস্কার। রামেরে আনিতে যান কানন মাঝার॥

বশিষ্ঠাদি সবে গেল তাহার সহিতে। মাতৃগণ যান সবে ব্যাকুলিত চিতে॥
ভরদ্বাজ-আশ্রমেতে করিয়া গমন। তাঁহার চরণ বন্দি ভরত সুজন॥
চলিলেন সবা সহ চিত্রকূট গিরে। উপনীত ক্রমে সবে রামের গোচরে॥
ভরত রামেরে গিয়া করেন প্রণাম। আলিঙ্গন দেন রাম যেমত বিধান॥
মাতৃগণে প্রণমিল রাম রঘুবর। বশিষ্ঠাদি সবাকারে বন্দে তার পর॥
ভরত রামেরে কত কহেন বচন। অনুরোধ করে কত আসিতে ভবন॥
প্রবোধ বচনে রাম করিয়া বিদায়। নিজের পাদুকা ন্যাস দিলেন তাঁহায়॥
পাদুকা লইয়া পরে ভরত আসিল। নন্দীগ্রামে জটাধারী হইয়া রহিল॥
রামের পাদুকা রাখি সিংহাসনোরি। ভরত করেন রাজ্য রামনাম স্মরি॥
এদিকেতে চিত্রকূট ত্যজি রঘুবর। ক্রমেতে পশেন গিয়া দণ্ডক ভিতর॥
কুটীর করিয়া সেই গহন কাননে। রহিলেন সীতা সহ লইয়া লক্ষ্মণে॥
সে বনে রাক্ষসী রহে সূর্পনখা নাম। তাহার হৃদয়ে পশে মদনের বাণ॥
রামের পরম রূপ করি দরশন। কামবশে সূর্পনখা ব্যাকুলিতমন॥
ভক্ষণ করিয়া সেই জানকী দেবীরে। বাসনা করিল পতি লভিতে রামেরে॥
তাহা হেরি মহারোষে সৌমিত্রি লক্ষ্মণ। পাপিষ্ঠার নাসাকর্ণ করেন ছেদন॥
কান্দিতে কান্দিতে দুষ্টা গিয়া নিজঘরে। খরদূষণাদি সবে নিবেদন করে॥
ক্রোধভরে রাক্ষসেরা লয়ে সৈন্যগণ। রাম সহ যুঝিবারে করিল গমন॥
রামের হাতেতে সব হইল সংহার। সহস্র সহস্র রক্ষ সবে দুরাচার॥
যতেক রাক্ষস ছিল দণ্ডক কাননে। রামকরে মরি গেল স্বরগ ভবনে॥
সূর্পনখা এই সব করি দরশন। লঙ্কাধামে দ্রুতগতি করিল গমন॥
রাবণ-সদনে সব কহিল বিবরি। মহারোষে জ্বলি উঠে অমরের অরি॥
সীতার পরম রূপ করিয়া শ্রবণ। বাসনা করিল দুষ্ট করিতে হরণ॥
মারীচেরে সম্বোধিয়া কহে দুষ্টমতি। আমার সহায় হও তুমি মহামতি॥
এতেক বচন শুনি মারীচ তখন। বিনয় করিয়া কহে নিষেধ বচন॥
সে কথা রাবণ নাহি শুনিল শ্রবণে। আসন্ন কালেতে হিত কেবা কোথা শোনে॥
রাবণের ভয়ে পরে মারীচ তখন। রামহাতে শ্রেয়স্কর ভাবিল মরণ॥
সুবর্ণ মৃগের রূপ ধারণ করিয়ে। দণ্ডক কাননে যায় হেলিয়ে
সীতার সম্মুখে মৃগ করি আগমন। রঙ্গ ভঙ্গ করে কত অতি বিমোহন॥
তাহা হেরি সীতা দেবী বিমুগ্ধ হইল। মিষ্ট ভাবে রঘুবরে কহিতে লাগিল॥
সোণার হরিণী ধরি দেহ রঘুবর। হেন মৃগ কভু নাহি নয়নগোচর॥
হরিণী [illegible] নাহি লভিবারে পারি। জীবন ত্যজিব নাথ স্মরিয়া শ্রীহরি॥

হেরে হেরে বনমাঝে করে পলায়ন। যাও শীঘ্র ওহে নাথ করহ গমন॥ সীতারে মোহিত হেরি রাম রঘুবর। মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া করেন উত্তর॥ কাঞ্চন হরিণী আনি এখনি অর্পিব। তোমার মনের সাধ অবশ্য পুরাব॥ এত বলি লক্ষ্মণেরে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন ভাই আমার বচন সযতনে রক্ষা কর জানকী সতীরে। মৃগ হেতু যাই আমি কানন ভিতরে॥ অবিলম্বে ফিরি আমি আসিব হেথায়। যতনে রক্ষহ তুমি প্রাণের সীতায়॥ লক্ষ্মণেরে এইরূপ বলিয়া বচন। মৃগ হেতু বনে রাম গেলেন, তখন॥ মৃগ হেতু বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। শুখাল কমল মুখ আতপ লাগিয়া॥ চারিদিকে ঘন ঘন করেন দর্শন। কোন দিকে মৃগ নেত্রে না হয় পতন॥ অবশেষে রঘুবর কাতর-অন্তরে। শ্রান্তি হেতু বসিলেন পাদপের মূলে॥ অকস্মাৎ স্বর্ণমৃগ করেন দর্শন। হেলিতে দুলিতে বামে করিছে গমন॥ দ্রুতগতি উঠি রাম ধনুর্ব্বাণ ধরি। তাহার পশ্চাতে যান শরযোগ করি॥ লক্ষ্য করি মৃগে শর করেন ক্ষেপণ। শরাঘাতে স্বর্ণমৃগ হইল পতন॥ রামের কণ্ঠের স্বর অনুরূপ করি। চীৎকার করিল মৃগ হা লক্ষ্মণ বলি॥ রামহস্তে স্বর্ণমৃগ হইয়া নিধন। বিমানে আরোহি গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

এত শুনি ঋষিগণ বিধির কুমারে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সুমধুর স্বরে॥ রামহস্তে দুরাচার হইয়া নিধন। বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল কিসের কারণ॥ বিধিসুত বলে শুন যত ঋষিবর। অধম পাপিষ্ঠ হোক যেই কোন নর॥ অন্তকালে রামহস্তে যদি সেই মরে। নির্ব্বাণ পাইয়া সেই যাবে সুরপুরে॥ বিশেষ মারীচ ছিল বৈকুণ্ঠ ভুবন। শ্রীহরির দ্বারী ছিল জানিবে সে জন॥ সনক ঋষির শাপে রাক্ষস হইয়ে। জন্মেছিল সেই জন দানব-আলয়ে॥ রামহাতে অবশেষে হইয়া নিধন। পুনরায় দ্বারী হৈল বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ যখন তাহারে মারে রাম রঘুবর। তখন চীৎকার করে অধম পামর॥ কোথারে লক্ষ্মণ ভাই বলিয়া ডাকিল। রামের কণ্ঠের অনুকরণ করিল॥ সেই স্বর প্রবেশিল সীতার শ্রবণে। কাঁপিয়া উঠিল সীতা ভয়াকুল মনে॥ অকস্মাৎ পুন শব্দ উঠিল তখন। শীঘ্র আসি দেখ ভাই কোথারে লক্ষ্মণ॥ রাক্ষস-হাতেতে আমি এইবার মরি। প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই এস ত্বরা করি॥ পুনরায় এই শব্দ করিয়া শ্রবণ। ব্যাকুল হইয়া উঠে জানকীর মন॥ বিনয়-বচনে কহে দেবর লক্ষ্মণে। রাক্ষসে মারিছে শুন রাম প্রাণধনে॥ দ্রুতগতি তাঁর কাছে করহ গমন। প্রাণ মম ব্যাকুলিত নাথের কারণ॥ লক্ষ্মণ এতেক শ্রবণ করিয়ে। সান্ত্বনা করেন কত অতীব বিনয়ে॥ রামেরে

হারিতে পারে হেন সাধ্য কার। স্থির হও ওগো মাতঃ ভয় কি তোমার॥
এরূপে সান্ত্বনা করে সৌমিত্রি লক্ষ্মণ। কিছুতে না শান্ত হয় জানকীর মন॥
বলিলেন অবশেষে দেবর লক্ষ্মণে। যদ্যপি না যাহ তুমি রামের কারণে॥
বিষ পান করি আমি ত্যজিব জীবন। পাপভাগী হবে তুমি দেবর লক্ষ্মণ॥
এইরূপে কত কটু লক্ষ্মণে কহিয়া। কান্দিতে লাগিল সীতা ব্যাকুল হইয়া॥
তখন লক্ষ্মণ প্রভু হয়ে দ্রুতগতি। রামের উদ্দেশে বনে করিলেন গতি॥
যাত্রাকালে গণ্ডী দিয়া কুটীর ভিতরে। বসালেন তাহা মাঝে জানকী সতীরে॥
বলিলেন শুন দেবি আমার বচন। গণ্ডী হতে বাহিরেতে না করো গমন॥
এখনি আসিব আমি রামেরে লইয়ে। ভাসিবে আনন্দনীরে তাঁহারে হেরিয়ে॥
এত বলি গণ্ডিমাঝে বসায়ে তখন। রামের উদ্দেশে যান সৌমিত্রি লক্ষ্মণ॥
হেনকালে ভিক্ষুবেশে লঙ্কা-অধিপতি। সীতার কুটীর-দ্বারে আসে দ্রুতগতি॥
মিষ্টভাষে জানকীরে করি সম্বোধন। কহিতেছে শুন সতি আমার বচন॥
ক্ষুধায় কাতর আমি হইয়াছি অতি। ভিক্ষা দেহ ভিক্ষুকেরে হয়ে দ্রুতগতি॥
জানকী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভিক্ষুকেরে মিষ্টভাষে কহেন তখন॥
আমার বচন শুন ওহে মহামতি। বনমাঝে গিয়াছেন মম প্রাণপতি॥ ক্ষণেক অপেক্ষা কর আমার আশ্রমে। আসি ভিক্ষা দিবে নাথ তোমা ভিক্ষুজনে॥
মৃগ হেতু গিয়াছেন কানন ভিতর। কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর ওহে ভিক্ষুবর॥
এতেক বচন শুনি দুষ্ট দশানন। হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর বচন॥ তোমার বচন শুনি লাগিল বিস্ময়। ভিক্ষা দেহ যাই চলি আপন আলয়॥ জানকী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুনরায় কহে তারে ওহে যোগীজন॥ ক্ষণেক বিশ্রাম কর পাদপের মূলে। এখনি আসিবে নাথ মৃগ লয়ে কোলে॥ বারণ করেছে মোরে দেবর লক্ষ্মণ। গণ্ডীর বাহিরে যেন না যেও কখন॥ এত শুনি দশানন পুনরায় কয়। ফিরি যাই ওগো সতি আপন আলয়॥ ভিক্ষায় নাহিক কাজ করি গো গমন। ক্ষুধায় কাতর দেহ সকাতর মন॥ বিলম্ব করিতে আমি কভু নাহি পারি। চলিলাম গৃহে ফিরে শুন গো সুন্দরি॥
ভিক্ষুক ফিরিয়া যায় করি দরশন। ভিক্ষাদ্রব্য হাতে সীতা করিয়া গ্রহণ॥
গণ্ডীর বাহিরে দেবী আসিল যেমন। অমনি তাঁহার হাত ধরে দশানন॥
দ্রুতগতি রথোপরি লইয়া তাঁহারে। শূন্যভরে যায় দুষ্ট আপন নগরে॥
তখন জানকী দেবী করেন রোদন। কোথা রাম রঘুবর কোথায় লক্ষ্মণ॥
দেবর তোমার বাক্য শ্রবণে না শুনি। পাইনু তাহার ফল ওহে গুণমণি॥
জন্মের মতন আমি হইনু বিদায়। আর না হেরিব নাথে আর যে তোমায়॥

হায় রাম দাশরথি তুমি রঘুপতি। তোমার দয়িতা হরে দুষ্ট রক্ষপতি ॥
এইরূপে সীতা-দেবী করেন রোদন। গাত্র হতে ফেলি দেন যত বিভূষণ ॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর যিনি যিনি চিন্তামণি। রাক্ষসে হরিল হায় তাঁহার ভামিনী ॥
বিধির অপূর্ব্বলীলা কে বুঝিতে পারে। কত ছল কত খেলা তাঁহার অন্তরে ॥
তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ় মন। চিন্তামণি হৃদে সদা করহ স্মরণ ॥ ভবের
যাতনা তায় অবশ্য ঘুচিবে। পুরাণ শ্রবণ ফল অবশ্য পাইবে ॥

— —

অষ্টম অধ্যায়।

রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ, এবং রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে
অশোক বনে স্থাপন এবং সীতার
দিব্য চরুভোজন।

এইরূপে জানকীরে করিয়া হরণ। লঙ্কা অভিমুখে যায় দুষ্ট দশানন ॥
অবিরত রোদনেতে সীতা গুণবতী হইলেন অতিশয় ব্যাকুলিতমতি ॥
গাত্র হতে উন্মোচন করি বিভূষণ। চলিলেন সীতা দেবী করিয়া রোদন ॥
কোন স্থানে ফেলিলেন কঙ্কণ কেয়ূর। কোথাও ফেলিয়া দেন চরণ-নূপুর ॥
মনোদুঃখে ফেলি দিলা উত্তরীয় বাস। রথের উপরে বসে হইয়া উদাস ॥
এদিকে তাহারে লয়ে দুষ্ট দশানন। লঙ্কাধামে দ্রুতগতি করিছে গমন ॥
হেনকালে শূন্যে ছিল এক পাখীবর। জটায়ু তাহার নাম যোদ্ধার প্রবর ॥
সীতারে হরিতে দেখি সেই মহোদয়। রাবণেরে সম্বোধিয়া ক্রোধভরে কয় ॥
শোন্ শোন্ দুরাত্মন্ আমার বচন। কি পাপ করিলি দুষ্ট সীতারে হরণ ॥
এখনি বধিব দুষ্ট জীবন তোমার। রথ রাখ রাখ রথ ওরে দুরাচার ॥
ব্রহ্মবংশে জন্ম তোর ওরে দশানন। করিয়াছিস্ দশমুণ্ডে শিবের পূজন ॥
কৈলাস তুলিয়াছিলি নিজ ভুজবলে। জিনেছিস দেবগণে অতি কুতূহলে ॥
করেছিস্ বহুসংখ্য অসাধ্য সাধন। এ দুর্ম্মতি কেন হৈল ওরে দুরাত্মন ॥
ধনুর্দ্ধর বলি তুই বিখ্যাত ভুবনে। বীরত্ব প্রকাশ কৈলি সীতার হরণে ॥
ধিক ধিক শক্তি ধিক ওরে দুরাচার। এখনি বধিব আমি জীবন তোমার ॥
রামের ঘরণী সীতা কমলারূপিণী। আদ্যাশক্তি সবাকার ইনিই জননী ॥
আমার সাক্ষাতে তুই করিবি হরণ। কভু না পারিবি দুষ্ট ওরে দুরাত্মন ॥
এখনো সীতারে শীঘ্র কর পরিহার। নতুবা অকালে যাবি শমন-আগার ॥

এই কি বীরত্ব তোর ওরে দশানন। শৃগালের মত তুই করিলি হরণ॥
এরূপে ভর্ৎসনা করে বিহঙ্গপ্রবর। কিছু নাহি গ্রাহ্য করে রাক্ষস পামর॥
তাহা দেখি পক্ষীবর অতি রোষভরে। গর্জ্জন করিয়া কহে দুষ্ট দুরাচারে॥
দেখেছিস্ চঞ্চু মম বজ্রের সমান। ইহা দিয়া বিনাশিব তোমার পরাণ॥
ভীত হয়ে দ্রুতগতি কর পলায়ন। উচিত ইহার শাস্তি পাবি দুরাত্মন্॥
পক্ষীমুখে তিরস্কার শুনিয়া শ্রবণে। অগ্নিসম ক্রোধ বাড়ে রাবণের মনে॥
ক্রোধভরে পক্ষীবরে করি সম্বোধন। কহিতে লাগিল রক্ষ ওরে বিহঙ্গম॥
আমার সহিতে কর সমরের আশ। কেবা তুই দুষ্ট পক্ষী কোথায় নিবাস॥
ত্রিভুবনে খ্যাত আমি রাজা দশানন।আমার প্রতাপে কাঁপে এতিন ভুবন॥
পক্ষী হয়ে কটু বাক্য কহিস আমায়। ইহার উচিত শাস্তি দিবরে তোমায়॥
এতেক বচন পক্ষী করিয়া শ্রবণ। লম্ফ দিয়া রথোপরি পড়িল তখন॥
চঞ্চুতে টানিয়া ধ্বজা ছিঁড়িয়া ফেলিল। পদাঘাতে চারি অশ্ব জীবন ত্যজিল॥
সুন্দর মুকুট ছিল রাবণের শিরে। নখাঘাতে টানি তাহা ফেলি দিল দূরে॥
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ হয়ে দশানন। ব্রহ্ম অস্ত্র ধনুকেতে যুড়িল তখন॥
মন্ত্র পড়ি পক্ষীপরে মারে সেই বাণ। ভূমেতে পড়িল পক্ষী হইয়া অজ্ঞান॥
পক্ষদ্বয় ছিন্ন তার হইয়া পড়িল। কুষ্মাণ্ড সমান হযে ধরায় রহিল॥
ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে রহিল পড়িযে। রাক্ষস চলিয়া গেল আপন আলয়ে॥
জানকীরে লঙ্কাধামে লইয়া তখন। অশোক-কাননে দুষ্ট করিল স্থাপন॥
চারিদিকে রাক্ষসীরা প্রহরী রহিল। ব্যাকুল হইয়া সীতা কান্দিতে লাগিল॥
ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র হইয়া গোপন। রাত্রিযোগে সীতাপাশে করে আগমন॥
দিব্য চরু আনি তাঁরে অর্পণ করিল। সেই চরু সীতা দেবী ভোজন করিল॥
চরুর প্রসাদে তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়। যাবত জানকী দেবী ছিলেন তথায়॥
তত দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নাহি ছিল। অনাহারে সীতা দিন যাপন করিল॥
এদিকে শ্রীরাম মৃগ করিয়া হরণ। দ্রুতগতি আশ্রমেতে করে আগমন॥
পথিমাঝে ভ্রাতৃ সহ দরশন হয়। তাহা দেখি রামচন্দ্র বিস্মিত-হৃদয়॥
ব্যাকুল হইয়া কহে প্রাণের লক্ষ্মণ। সীতারে রাখিয়া কেন কৈলে আগমন॥
একাকিনী রাখি তাঁরে কান্তার মাঝারে। আসিয়াছ কেন শীঘ্র বল রে আমারে॥
সীতারে হারাই বুঝি ও ভাই লক্ষ্মণ। ব্যাকুল পরাণ মম ব্যাকুলিত মন॥
রামের এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে। লক্ষ্মণ কহেন তাঁরে অতীব বিনয়ে॥
তোমার বিলম্ব সীতা করি দরশন। ভয়েতে কাতর মাতা হলেন তখন॥
মায়াবী রাক্ষসস্বর শুনিয়া শ্রবণে। আমারে পাঠান দেবী তব অন্বেষণে॥

কটুবাক্য কহি কত করেন প্রেরণ। গণ্ডী দিয়া আসিয়াছি এই সে কারণ ॥
ভয় নাই চল প্রভু আশ্রমেতে যাই। হেরিবেন ওগো প্রভু সীতা সেই ঠাঁই ॥
এত বলি দুই জনে হয়ে দ্রুতগতি। তপোবন উদ্দেশেতে করিলেন গতি ॥
অবিলম্বে আশ্রমেতে করিয়া গমন। দেখিলেন নাহি তথা জানকী-রতন ॥
তিন কোণ অন্বেষিয়া রাম রঘুবর। লক্ষ্মণে কহেন পরে হইয়া কাতর ॥
তিন কোণ অন্বেষিয়া জানকী রতন। নাহি পাই দেখিবারে প্রাণের লক্ষ্মণ ॥
চতুর্থ কোণেতে যেতে মন নাহি সরে। অদৃষ্টে কি আছে ভাই বলরে আমারে ॥
মনে মনে হেন বোধ করিরে লক্ষ্মণ। ভুলিয়া আমরা হেথা করি আগমন ॥
এই সেই পর্ণশালা কভু বুঝি নয়। মনে মনে এই ভাব হতেছে উদয় ॥
আমাদের পর্ণশালা যদ্যপি হইত। প্রিয়ার চরণ-চিহ্ন অবশ্য থাকিত ॥
এইরূপে কত খেদ করি রঘুবর। অন্বেষণ করে কত আশ্রম ভিতর ॥
কোন স্থানে জানকীরে না করি দর্শন। অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়েন তখন ॥
চেতন পাইয়া পুন উঠেন বসিয়ে। লক্ষ্মণ প্রবোধ দেন সান্ত্বনা করিয়ে ॥
কাতর হইয়া রাম বনচরগণে। জিজ্ঞাসা করেন কত মিষ্ট সম্ভাষণে।
দেখেছ তোমরা মম জানকী রতন। আমারে ছাড়িয়া কোথা করেছে গমন।
বৃক্ষেরে সম্বোধি কহে রাম রঘুবর। শুন শুন ওহে বৃক্ষ পাদপপ্রবর ॥
আমার জানকী ধন বলহ কোথায়। বসিয়া ছিলেন কি হে তোমার ছায়ায় ॥
হরিণীরে সম্বোধিয়া কহেন বচন। শুন শুন ওহে মৃগী করহ শ্রবণ ॥
দেখেছ তোমরা কিহে জানকী সতীরে। কোন জন হরিয়াছে মম প্রেয়সীরে।
এরূপে বিলাপ করি রাজার কোঙর। পুনশ্চ প্রবেশে গিয়া কুটীর ভিতর।
দেখিলেন পদ্ম এক ধরায় পড়িযে। প্রফুল্ল হতেন সীতা শিরে যাহা দিয়ে।
সেই পদ্ম রঘুবর তুলিয়া তখন। লক্ষ্মণেরে সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
হের রে লক্ষ্মণ ভাই পুষ্প মনোহর। বসতি করিত যাহা সীতা-শিরোপর।
সেই পদ্ম রহিয়াছে কর দরশন। কিন্তু হায় নাহি মম জানকী রতন।
হায় হায় শত ধিক ধিক ধিক মোরে। রাখিতে নারিনু আমি আপন নারীরে
বিফল জীবনে আর কিবা প্রয়োজন। অগ্নি কিম্বা জলে পশি ত্যজিব জীবন।
বিষম গরল কিম্বা করিব যে পান। মরণ মঙ্গল মম মরণ কল্যাণ ॥ হায়
হায় কোথা সীতা রাজার কুমারী। তোমার বিচ্ছেদ আমি সহিতে না পারি।
কোথা প্রাণপ্রিয়তমা দেহ দরশন। সুধামাখা মিষ্টভাষে জুড়াও জীবন।
যার তরে হরধনু করিনু ভঞ্জন। সতৃষ্ণ নয়নে যারে করিনু দর্শন।
যার গুণ প্রাণ ভরি করিতাম গান। যাহার বচনসুধা করিতাম পান।

একাসনে বসিতাম যাহার সহিতে। যার রূপ সদা ধ্যান করিতাম চিতে॥ সেই প্রিয়া কোথা হায় করিল গমন। তাহার বিরহে মম ব্যাকুল জীবন॥ আহা প্রিয়ে তব সহ মিষ্ট সম্ভাষণে। থাকিতাম নিরন্তর বসি একাসনে॥ বল বল প্রিয় ভাই বল রে লক্ষ্মণ। কোথায় প্রাণের প্রিয়া জানকী রতন॥ যাহ ফিরি তুমি ভাই অযোধ্যা নগরে। আর নাহি যাব আমি জননী গোচরে॥ বলিও জন্মের মত তব রামধন। বিদায় হইয়া গেছে শমন-ভবন॥ এখনি জীবন আমি করি পরিহার। যন্ত্রণা এড়িয়া যাব শমন-আগার॥ কেন ভাই কষ্ট পাও আমার সহিতে। ফিরি যাহ অবিলম্বে অযোধ্যা পুরেতে॥ এইরূপে রঘুবর করিয়া রোদন। কাননে কাননে ভ্রমে করি অন্বেষণ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে বসে পাদপের মূলে। চিন্তা করে গণ্ডস্থল রাখি করতলে॥ সীতার মোহন মূর্ত্তি করেন চিন্তন। অবিলম্বে নিদ্রাবশে হন অচেতন॥ ক্ষণপরে সংজ্ঞা পেয়ে উঠিয়া বসিল। হৃদয়- গগনে সীতা-শশাঙ্ক উদিল॥ বিলাপ করিয়া পুনঃ করেন রোদন। হায় হায় কোথা প্রিয়ে করিলে গমন॥ হা প্রিয়ে জানকী দেবী বিরহে তোমার। প্রাণ ওষ্ঠাগত মম রক্ষা নাহি আর॥ এইরূপে নিরন্তর রঘুর নন্দন। কান্দিয়া কান্দিয়া ভ্রমে কানন কানন॥ সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই অনুগামী রয়। মুখে নাহি বাক্য সরে বিষণ্ণ-হৃদয়॥ এদিকে অশোক বনে জনককুমারী। বিষাদে কাটান কাল স্মরিয়া শ্রীহরি॥ কপালে আঘাত করি করেন রোদন। বলে হায় কোথা রাম জানকীরতন॥ সাধনের ধন নাথ রহিলে কোথায়। তোমার রমণী হয়ে কান্দিছে হেথায়॥ তব অদর্শন নাথ সহিবারে নারি। মরণ মঙ্গল মম তব নাম স্মরি॥ কত দিনে চন্দ্রমুখ হবে দরশন। কত দিনে তব পদ পাব জনার্দ্দন॥ হারে বিধি নিদারুণ কোন্ কর্ম্মের ফলে। অভাগীরে হেন শাস্তি কি দোষেতে দিলে॥ রাজার মহিষী হব বড় সাধ মনে। সে সাধ কোথায় আজ রাক্ষস-ভবনে॥ বনে বনে পতিসনে ছিনু নিরন্তর। তাহাতেও সুখী ছিল আমার অন্তর॥ বিধাতার কিবা দোষ হায় হায় হায়। অদৃষ্ট দোষেতে সব কপালে ঘটায়॥ কোথা নাথ দয়াময় দেহ দরশন। কি হবে দাসীর গতি ওহে জনার্দ্দন॥ রাজকন্যা রাজবধূ হয়ে অভাগিনী। রাক্ষসের গৃহে বন্দী যেন কাঙ্গালিনী॥ এইরূপে সীতা-দেবী করেন রোদন। অশ্রুজলে ভাসি যায় যুগল লোচন॥ তাই বলে দ্বিজ কালী ভাবিয়া অন্তরে। বিধিলীলা কি আশ্চর্য্য কে বুঝিতে পারে॥ হরির ঘরণী যিনি জগত-জননী॥ রাক্ষস-হাতেতে তিনি হলেন বন্দিনী॥

নবম অধ্যায়।

সরমা কর্ত্তৃক সীতাকে প্রবোধ দান ও রামের সহিত সুগ্রীব-হনুমানাদির মিলন, হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ, চণ্ডীপূজা, লঙ্কাদগ্ধ, সীতার সহিত কথোপকথন ও হনুমানের পুনরাগমন।

অশোক কাননে কান্দে জানকী সুন্দরী। হেনকালে তথা আসে রমণীয়া নারী॥ গজেন্দ্র-গমনে ধনী করি আগমন। সীতার নিকটে আসি বসিল তখন॥ সম্বোধিয়া মিষ্টভাষে জানকীরে কয়। রোদন করিয়া সতি নাহি ফলোদয়॥ রোদন সম্বর ধনি ওগো গুণবতি। অবশ্য লভিবে তুমি আপনার পতি॥ শ্রীরাম পরম বন্ধ রাজার নন্দন। লক্ষ্মী অবতার তুমি জানে সর্ব্বজন॥ হরণ করিল তোমা রাবণ দুর্ম্মতি। ইহার উচিত ফল দিবে সীতাপতি॥ সবংশে মরিবে দুষ্ট রামকোপানলে। উদ্ধার করিবে তোমা রাম কুতূহলে॥ ধৈর্য্য ধরি কিছুকাল করহ যাপন। অবশ্য পাইবে সতি রাম দরশন॥ সরমার বাক্য শুনি জনক-নন্দিনী। কান্দিতে কান্দিতে কহে মৃদু মৃদু বাণী॥ সরমে কহিলে যাহা নাহিক সংশয়। প্রবোধ মানে না কিন্তু আমার হৃদয়॥ মুহূর্ত্ত অসহ্য হয় অদর্শনে যাঁর। কিরূপে সহিব বল বিরহ তাঁহার॥ তাঁর অদর্শনে বুঝি যায় গো জীবন। কিরূপে বাঁচিব বল সরমে এখন॥ কোথা রাম গুণময় করিছ বসতি। তোমার বিরহে মরি ওহে রমাপতি॥ দারুণ শিবের ধনু করিয়া ভঞ্জন। করেছিলে তুমি নাথ আমারে গ্রহণ॥ নয়নে নয়নে সদা রাখিতে হে যায়। সেই সীতা রক্ষগৃহে জীবন হারায়। মিষ্টভাষে সদা তুমি তুষিতে যাহারে। কেশ বান্ধি দিতে যার নিজ পদ্মকরে॥ আপন অঞ্চলে যার মুছাতে আনন। আপনি যাহার চক্ষে দিতে হে অঞ্জন॥ সে সীতা তোমার আজি অশোক-কাননে। বেষ্টিত হইয়া আছে যত রক্ষগণে॥ দুর্ম্মতি রাবণ কবে করে বলাৎকার। এই ভয়ে সদা কান্দে অন্তর আমার॥ ত্বরা করি আসি নাথ দেহ দরশন। নতুবা হারাই বুঝি অকালে জীবন॥ এইরূপে সীতা সতী রাজার নন্দিনী। অবিরল ডাকে রামে কোথা রঘুমণি॥ অবশেষে সীতা-দেবী মুদিয়া নয়ন। রামের মোহন রূপ করেন চিন্তন॥ বলে সতী আহা বিধি কি কাজ করিলে। অভাগীরে কষ্ট দিলে কোন্ কর্ম্মফলে॥ কোথা নাথ রঘুমণি দেহ দরশন। অন্ধকার চারিদিক করি

নিরীক্ষণ ।। বারেক আসিয়া দেখ ওহে রঘুপতি। কি ভাবে রয়েছে আজ তব সীতা সতী ।। আদর করিতে কত চিবুক ধরিয়ে। কত আশা দিতে নাথ কোলেতে লইয়ে ।। করিতে হে প্রেমালাপ মধুর বচনে। রাখিতে সতত নাথ নয়নে নয়নে ।। এইরূপে রঘুনাথে করিয়া স্মরণ। কান্দিয়া জানকী হন সকাতর মন ।।

এদিকে সীতার লাগি কমললোচন। বনে বনে অবিরত করেন ভ্রমণ ।। কান্দিতে কান্দিতে কহে লক্ষ্মণ দেবেরে। কাননে গেলেম কেন মৃগ ধরিবারে।। নতুবা জানকী মম হতো না হরণ। রাখিতে নারিনু হায় রমণীরতন ।। কেন আর শরাসন ধরিয়াছি করে। আমার উচিত নহে ধনু ধরিবারে ।। ক্ষত্র হয়ে নারী রক্ষা করিতে নারিল। উচিত তাহার পক্ষে বনবাস ভাল ।। করেছেন সুবিচার জনক আমার। কাপুরুষ মম সম কেবা আছে আর ।। যেই জন ধর্ম্মপত্নী রাখিবারে নারে। কিরূপে পৃথিবী সেই শাসিবারে পারে ।। রঘুবংশে পূর্ব্বতন যত রাজগণ। কত কীর্ত্তি করেছেন জানে সর্ব্বজন ।। ভাল কীর্ত্তি রাখিলাম আমি পাপমতি। রক্ষিতে নারিনু হায় সধর্ম্মিণী সতী ।। এত বলি রঘুনাথ সে স্থান ত্যজিয়ে। কুঞ্জের ভিতরে পরে পশিলেন গিয়ে ।। কুঞ্জের পরম শোভা করি দরশন। অশ্রুজলে শ্রীরামের ভাসিল নয়ন ।। লক্ষ্মণেরে সম্বোধিয়া কহেন তখন। সেই কুঞ্জ এই ভাই কর দরশন ।। মানস তুষিত মম হেরিলে নয়নে। এখন হেরিয়া হৃদি বিঁধিতেছে বাণে ।। পূর্ব্বের গোলাপ অই দরশন করি। হৃদয় বিরহে জ্বলে প্রাণে বুঝি মরি ।। বকুল পাদপ অই কর দরশন। উহার কুসুম সীতা করিয়া গ্রহণ ।। কবরী বন্ধা সীতা করিত যতনে। এখন বকুল হেরি দহিতেছে প্রাণে ।। সীতা বিনা যায় বুঝি আমার জীবন। হায় হায় কোথা গেল জানকী-রতন ।। কোথন প্রিয়ে দরশন দেহ একবার। তোমার বিরহে যায় জীবন আমার ।। এরূপে কান্দিয়া রাম লক্ষ্মণে ডাকিয়া। কহিলেন সকাতরে করুণা করিয়া ।। অযোধ্যানগরে ফিরি যাওরে লক্ষ্মণ। প্রিয়ার বিরহে মোর যায় রে জীবন ।। নিবেদন করো মম মাতা কৌশল্যারে। যতন করিতে সদা পুত্র বলি যারে ।। চুম্বন করিতে সদা চাঁদমুখে যার। যারে না হেরিলে প্রাণ ব্যাকুল তোমার ।। আপন হাতেতে যারে করাতে ভোজন। সীতার বিরহে তার গিয়াছে জীবন ।। বিমাতারে নিবেদন করো রে লক্ষ্মণ। পুত্র লয়ে সুখে যেন কাটান জীবন ।। অযোধ্যা নগরে আর ফিরি নাহি যাব। সবারে কিরূপে বল বদন দেখাব ।। চৌদ্দবর্ষ বনমাঝে করিয়া যাপন। অযোধ্যা নগরে [illegible]

জিজ্ঞাসা করিবে মোরে পুরবাসীগণে। দেশে এলে রঘুনাথ লইয়া লক্ষ্মণে॥ সীতা সতী কোথা রৈল বলহ বচন। তখন উত্তর কিবা দিব রে লক্ষ্মণ॥ কিরূপে বলিব সীতা হরণ হয়েছে। কিরূপে বদন বল দেখাব সমাজে॥ হায় হায় কি কঠিন আমার জীবন। এখনো ত্যজিছে নাহি মানব ভবন॥ এরূপে রোদন করি রাম রঘুবর। নয়ন মুদিয়া বসে কানন ভিতর॥ চক্ষু মুদি সীতারূপ করেন চিন্তন। দ্বিগুণ বাড়িল তাহে অন্তর-দহন॥ সে স্থান ত্যজিয়া পুনঃ চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মৌনভাবে লক্ষ্মণ চলিল॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে রঘুর নন্দন। অকস্মাৎ এক স্থানে করেন দর্শন॥ সীতার নূপুর আছে ভূমিতে পড়িয়ে। ব্যস্ত হয়ে রঘুবর নিলেন তুলিয়ে॥ লক্ষ্মণে সম্বোধি পরে কহেন বচন। প্রাণের লক্ষ্মণ এই কর দরশন॥ প্রিয়ার নূপুর এই পড়িয়া ভূতলে। হেরিয়া হৃদয় মম জ্বলিছে অনলে॥ এ নূপুরে কত শোভা হইত চরণ। এখন পড়িয়া হায় হতেছে লুণ্ঠন॥ রুণু রুণু শব্দ হতো প্রিয়ার চরণে। এখন পড়িয়া হায় দুর্গম কাননে॥ চারিদিক অন্বেষণ কর রে লক্ষ্মণ। দেখ দেখ আছে কি না অন্য বিভূষণ॥

এতেক বচন শুনি সুমিত্রাতনয়। বিনয় বচনে পরে শ্রীরামেরে কয়॥ নিরন্তর হেরিতাম সীতার চরণ। কিরূপে জানিব প্রভু অন্য বিভূষণ॥ এত শুনি রঘুবর নূপুর লইয়ে। কাননে কাননে ফিরে কান্দিয়ে কান্দিয়ে॥ অকস্মাৎ এক স্থানে হয় দরশন। সীতার উত্তরী বস্ত্র হতেছে লুণ্ঠন॥ তাহা দেখি রঘুবর আনন্দের ভরে। তুলিলেন ব্যস্ত হয়ে আপনার করে॥ একদৃষ্টে তার প্রতি করি নিরীক্ষণ। অশ্রুজলে ভাসি যায় রামের নয়ন॥ বসন স্থাপন করি হৃদয় উপরে। লক্ষ্মণে সম্বোধি কন সুমধুর স্বরে॥ প্রিয়ার বসন ভাই কর দরশন। সীতা-অঙ্গে শোভা পেতো উত্তরী বসন॥ হায় হায় সেই বস্ত্র ভূতলে পড়িয়ে। জানকী কোথায় মম রহিয়াছে গিয়ে॥ কোথা প্রিয়ে একবার দেহ দরশন। দেখ আসি তব রাম করিছে রোদন॥ এরূপে কান্দিয়া ভ্রমে রাম রঘুপতি। কোথা প্রিয়ে কোথা হায় মম সীতা সতী॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাম করেন দর্শন। পক্ষী এক ধরাতলে হতেছে লুণ্ঠন॥ জটায়ু তাহার নাম মহাবলধর। বাণাঘাতে হয়ে আছে জীর্ণ কলেবর॥ রামেরে সংবাদ দিবে এই সে কারণে। কোনরূপে বেঁচে আছে ধরিয়া পরাণে॥ রামেরে সমীপবর্ত্তী করি দরশন। জটায়ু সীতার বার্ত্তা কহিল ॥ সীতার হরণ বার্ত্তা রামেরে বলিয়ে। দেহত্যাগ করে পক্ষী রামেরে হেরিয়ে॥ রামের মোহন রূপ করি দরশন। জটায়ু আপন প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।

সেখানে ——পক্ষী বৈকুণ্ঠে চলিল। তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শ্রীরাম করিল॥ তার প বনে করিয়া ভ্রমণ। অনুজ সহিতে ফিরে রঘুর নন্দন॥ ঋষ্যমূক নামে গিরি অতি মনোহর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা যান রঘুবর॥ সুগ্রীব বালির ভ্রাতা বানর প্রধান। সে পর্ব্বতে দিবানিশি করে অবস্থান॥ নল নীল হনুমান গয় আদি করি। তথায় বসতি করে গিরির উপরি॥ মহাবল বালী সেই কিষ্কিন্ধ্যা-রাজন। ভ্রাতার ভার্য্যারে সেই করিল গ্রহণ॥ ভার্য্যা কাড়ি সুগ্রীবেরে তাড়াইয়া দিল। ঋষ্যমূকে আসি পরে সুগ্রীব রহিল॥ সে পর্ব্বতে আসিবারে বালী নাহি পারে। নির্ব্বিঘ্নে সুগ্রীব তথা নিবসতি করে॥ হনুমান আদি করি বানর প্রধান। সুগ্রীবের অনুচর করে অবস্থান॥ রামেরে হেরিয়া তথা সুগ্রীব সুমতি। বন্ধুতা করিয়া কহে ওহে সীতাপতি॥ যদ্যপি আমার রাজ্য করহ উদ্ধার। সীতার করিব তত্ত্ব প্রতিজ্ঞা আমার॥ অসংখ্য বানরসেনা আছে বিদ্যমান। মম অনুগত হয়ে করে অবস্থান॥ ভল্লুক কত যে আছে কে গণিতে পারে। জাম্বুবান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হেরহ ইহারে॥ ইহাদিগে চারিদিকে করিয়া প্রেরণ। সীতার করিব তত্ত্ব আমার বচন॥ এতেক বচন শুনি রাম রঘুবর। সৌহার্দ্দ করিয়া কহে ওহে কপিবর॥ কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যেতে তোমা বসাব আসনে। বিহার করিবে সদা বালীভার্য্যা সনে॥ পশ্চিমে যদ্যপি হয় ভাস্কর উদয়। তথাপি রামের বাক্য কভু মিথ্যা নয়॥ রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরম আনন্দ লভে সুগ্রীব রাজন॥ হনুমান করযোড়ে রামপাশে আসি। বিনয় বচনে কহে ওহে কালশশী॥ পরব্রহ্ম তুমি রাম জেনেছি অন্তরে। অধীনে করিয়া দয়া এখানে আসিলে॥ পরম ভকত আমি ওহে রঘুবর। তব রূপ সদা চিন্তে আমার অন্তর॥ কি ভয় কি ভয় নাথ আমি বিদ্যমানে। তোমার প্রসাদে আমি যাব অন্বেষণে॥ সসাগরা বসুন্ধরা করি অন্বেষণ। সীতাতত্ত্ব আনি দিব কমললোচন॥ যাহার ভকতি থাকে তোমার উপরে। অসাধ্য তাহার কিবা বলহ সংসারে॥ তব নাম যেই জন করয়ে স্মরণ। ভববন্ধ সেই জনে না করে বন্ধন॥ তোমার চরণে করি শত নমস্কার। তবোপরি ভক্তি যেন রহে অনিবার॥

হনুমান এইরূপ করিছে স্তবন। পরম সন্তুষ্ট তাহে কমললোচন॥ হাসিতে হাসিতে কন পবনকুমারে। তুমি মম ভক্তশ্রেষ্ঠ জানিহে অন্তরে॥ তোমা হতে মম কার্য্য হইবে উদ্ধার। রটিবে তোমার কীর্ত্তি জগতসংসার॥ এইরূপে আলাপন করিয়া সকলে। পরম আনন্দভরে রহে গিরিপরে॥ তার পর রামচন্দ্র বালীরে বধিয়া। সুগ্রীবেরে দেন রাজ্য পুলকহৃদয়ে॥

রাজ্য পেয়ে কপিরাজ প্রণমি রামেরে। নগর প্রবেশ করে লয়ে অনুচরে॥ অনুজ সহিতে রাম রহে গিরিপর। সীতার উদ্ধার আশে ব্যাকুল অন্তর॥

কার্ত্তিক মাসেতে পরে সুগ্রীব ধীমান। পূর্ণিমাতে উপনীত রাম বিদ্যমান॥ বিনয়-বচনে কহে রাম রঘুবরে। শুন শুন ওহে প্রভু বলি হে তোমারে॥ অসংখ্য অসংখ্য কপি হয়েছে আগত। মহাবল সকলেই তব অনুগত॥ অসংখ্য ভল্লুক আছে মম অনুচর। প্রবলপ্রতাপ সবে ওহে রঘুবর॥ সীতা অন্বেষণে সবে করুক গমন। আসিবে মাসেক মধ্যে পুনঃ সর্ব্বজন॥ এত বলি রঘুবরে কপির রাজন। পাঠাইল দূতগণে সীতার কারণ॥ কতক উত্তরে গেল কতক পশ্চিমে। পূর্ব্বদিকে গেল কত না যায় গণনে॥ দক্ষিণ দিকেতে গেল বীর হনুমান। অঙ্গদ করিয়া আদি আর জাম্বুবান॥ রামের অঙ্গুরী হনু করিয়া গ্রহণ। সীতা অন্বেষণে করে দক্ষিণে গমন॥ কপিমূর্ত্তি মহেশ্বর দুষ্কর সাধিতে। অঙ্গুরী লইয়া চলে দক্ষিণ দিকেতে॥ সীতা লাগি নানাস্থান করি অন্বেষণ। বিষণ্ণ হইয়া সবে বসিল তখন॥ মাসেক মধ্যেতে ফিরি যাইতে হইবে। সুগ্রীবের আজ্ঞা নৈলে পরাণ যাইবে॥ নিয়মিত কাল গত হইল দেখিয়া। মরণ নিশ্চয় ভাবে বিষণ্ণ হইয়া॥ হনুমান জাম্বুবান অঙ্গদাদি করি। মরণে নিশ্চয় হয় রাম নাম স্মরি॥ হেনকালে সেই স্থানে কাননভিতরে। সম্পাতী নামেতে পক্ষী ছিল বৃক্ষোপরে॥ বহুদিন দগ্ধপক্ষ ছিল বিহঙ্গম। রামনাম শুনি পক্ষ উঠিল তখন॥ তখন বানরগণে সম্বোধন করি। কহিল সে শুন শুন যত বনচারী॥ সীতার লাগিয়া সবে করিছ ভ্রমণ। লঙ্কাধামে সীতাদেবী আছেন এখন॥ রাবণ হরিয়া গেল আপন নগরে রাক্ষসী-বেষ্টিতা সীতা সদা খেদ করে॥

পক্ষীর মুখেতে ইহা করিয়া শ্রবণ। আনন্দে পূরিত হয় যত কপিগণ॥ ব্যস্ত হয়ে উঠি সবে সানন্দ অন্তরে। ক্ষণমধ্যে উপনীত জলনিধি-তীরে॥ ভীষণ সাগরজল করি নিরীক্ষণ। চকিত-অন্তর হয় যত কপিগণ॥ হনুমান শিবমূর্ত্তি সানন্দ অন্তরে। জলনিধি-পারে যেতে অভিলাষ করে॥ রামনাম হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ। বায়ুবেগে মহাবীর উঠিল তখন॥ শূন্যমার্গে লম্ফ দিয়া উঠি কপিবর। গমন করিল বীর রাক্ষস-নগর॥ পথিমাঝে সিংহিকারে করিয়া নিধন। মৈনাক পর্ব্বত স্পর্শ করিয়া তখন॥ সন্ধ্যাকালে প্রবেশিল রাক্ষস নগরে। পুরীমধ্যে চারিদিকে বিচরণ করে॥ সপ্তরাত্রি এইরূপে করি বিচরণ। অসংখ্য রহস্য বীর করে দরশন॥ কিন্তু নাহি দেখি কোথা জানকী দেবীরে। মরিয়াছে সীতা দেবী হেন বোধ করে॥

এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া তখন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় অশোক কানন॥
রক্তবর্ণ পুষ্পে বন কিবা শোভা ধরে। তথায় যাইয়া বীর দরশন করে॥
পরম সুন্দরী এক বসিয়া তথায়। চারিদিকে রাক্ষসীরা বেড়িয়া তাঁহায়॥
কপিবর সাধ্বীচিহ্ন করি দরশন। জানিল জানকী এই শ্রীরামের ধন॥ ধীরে
ধীরে বৃক্ষোপরি আরোহণ করি। দেখিতে লাগিল বীর রামনাম স্মরি॥
অকস্মাৎ দেখে তথা আসি দশানন। সীতারে দিতেছে দুষ্ট নানা প্রলোভন॥
জানকী তাহারে কত করে তিরস্কার। তার পর গেল দুষ্ট আপন আগার॥
তাহা দেখি কপিবর নামিয়া তখন। ধীরে ধীরে সীতাপাশে করিল গমন॥
রামদাস আমি দেবী নাম হনুমান। এত বলি জানকীরে করিল প্রণাম॥
অদ্ভুত আকার সীতা করি দরশন। অদ্ভুত বানর-বাক্য করিয়া শ্রবণ॥
জিজ্ঞাসা করেন বাছা কহ সত্য করি। ছলনা করিছ না কি বুঝিবারে নারি॥
এতেক বচন হনু করিয়া শ্রবণ। রামের অঙ্গুরী তাঁরে করিল অর্পণ॥ সে
অঙ্গুরী রাখি সীতা নিজ বক্ষোপরে। রামের লাগিয়া খেদ নানামতে করে॥
হনুরে সম্বোধি পরে কহেন বচন। চিরসুখী হও তুমি বানর-নন্দন॥
এতেক বচন শুনি বীর হনুমান। প্রণাম করিয়া পুন উঠিল ধীমান॥
নগরী দেখিয়া হনু ভ্রমিতে লাগিল। ঈশান কোণেতে গিয়া দেখিতে পাইল॥
তিন্তিড়ী কাননমধ্যে অশোকের মূলে। সুঠাম মন্দির এক কিবা শোভা ধরে॥
গিরিশৃঙ্গ সম উচ্চ অতি মনোহর। ভীষণ কবাট তাহে অতীব সুন্দর॥
মণি-মুক্তা-বিভূষিত মন্দির শোভন। সমুজ্জ্বল চারিদিক অতি বিমোহন॥
স্বর্ণপীঠ শোভে কিবা মন্দির-ভিতরে। দেবীমূর্ত্তি তদুপরি কিবা শোভা ধরে॥
শ্যামবর্ণা চতুর্ভুজা দেবী ত্রিনয়না। অট্ট অট্ট হাস্য মুখে রুধির-বদনা॥ মুণ্ড-
মালা শোভে গলে আহা মরি মরি। মন্দার-কুসুমমালা যাই বলি হারি॥
নবীন যৌবনা দেবী নূপুর চরণে। দিগম্বরী নৃত্য করে প্রফুল্লবদনে॥
কটাক্ষে মদনভাব হয় দরশন। শঙ্খ ঘণ্টা আদি দেবী করিছে বাদন॥
অগণন যোগিনীরা বেড়ি চারিধারে। অষ্টবর্গে শোভে তারা জনমন হরে॥
সদামুখে নিরন্তর রাবণের জয়। মারুতি দেখিয়া তাহা হইল বিস্ময়॥
হুঙ্কার করিয়া লম্ফ দিয়া হনুমান। শূন্য হতে দেবী-অগ্রে করে অবস্থান॥
হনুর হুঙ্কার শব্দ করিয়া শ্রবণ। যোগিনীরা ভয়ে হয় ব্যাকুলিত মন॥
আশ্বাসিয়া দিগম্বরী যোগিনীগণেরে। হনুমানে সম্বোধিয়া কহে তার পরে॥
কে তুমি বানররূপী দেহ পরিচয়। কি কারণে সমাগত রাবণ-আলয়॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হনুমান্ ধীরে ধীরে কহিল তখন॥

বায়ুর নন্দন আমি নাম হনুমান। হইয়াছি রামদাস আমি বলবান॥
রাক্ষস-আলয়ে আসি সীতা অন্বেষণে। কি বলিব মম শক্তি তব বিদ্যমানে॥
সসাগরা সপর্ব্বতা এই বসুমতী। গরাসিতে পারি মম এ হেন শকতি॥
সতত করিছ তুমি রাবণের জয়। কে তুমি বলহ দেবী আত্মপরিচয়॥
হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চণ্ডিকা মধুর ভাষে বলেন তখন॥
হিমগিরিকন্যা আমি শুন পরিচয়। চণ্ডিকারূপেতে থাকি রাবণ-আলয়॥
রাক্ষসের অধিপতি লঙ্কার রাজন। আমার উপরে ভক্তি করয়ে দর্শন॥
ভক্তিবলে বশীভূত করিয়াছে মোরে। এ হেতু তাহার জয় বদন-বিবরে॥
পার্ব্বতী ইত্যাদি নাম আছয়ে আমার। এবে বলিতেছি যাহা শুন গুণাধার॥
তোমার ভীষণ রূপ কর প্রদর্শন। দেখিব মনেতে মম এই আকিঞ্চন॥
দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। বায়ুসুত মনে মনে স্মরি রামধনে॥
অচিরে ধরিল বীর ভীষণ আকৃতি। বিস্তারিত নেত্রযুগ অদ্ভুত বিকৃতি॥
তাহার শরীরে সতী করেন দর্শন। সংলগ্ন রয়েছে যত রাক্ষসের গণ॥
নখে লগ্ন আছে কেহ কেহ বা দশনে। মৃত সম সব রক্ষ মুদিত লোচনে॥
প্রতি রোমসন্ধিদেশে যতেক বানর। শীর্ষদেশে ধনুষ্পাণি রাম রঘুবর॥
মহাবল মহাসত্ত্ব কমললোচন। হনুর মস্তকোপরি কৌশল্যা-নন্দন॥
রামের হাতেতে ধনু কিবা শোভা ধরে। রাবণ আছয়ে লগ্ন ধনুকের শরে॥
বামকরে চাপমুষ্টি ধরে রঘুবর। কুম্ভকর্ণ তাহে লগ্ন মহাবলধর॥ হনুর
ললাটদেশে শোভিছে লক্ষ্মণ। রোচনাতিলক সম অতি বিমোহন॥
লক্ষ্মণের চাপমুষ্টি কিবা শোভা পায়। অতিকায় লগ্ন আছে মরি কিবা তায়॥
ইন্দ্রজিত আছে লগ্ন লক্ষ্মণ-চরণে। পরম আশ্চর্য্য আহা না যায় বর্ণনে॥
লক্ষ্মণের কিরীটেতে জনকনন্দিনী। বিরাজ করিছে কিবা রাঘব-ভামিনী॥
জানকীর দৃষ্টি আছে রামের চরণে। রাবণ চাহিয়া আছে জানকীর পানে॥
হনুর ভুরুর মধ্যে রাক্ষস-নগরী। জ্বলিতেছে রক্ষ সহ আহা মরি মরি॥
আরো দেবী দেখিলেন বানর-হৃদয়ে। শোভিতেছে বিভীষণ আনন্দিত হয়ে॥
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম সম শোভে বিভীষণ। লঙ্কারাজ্য সিংহাসনে তিনিই রাজন॥
এইরূপ কপি-অঙ্গে দরশন করি। বিনয় বচনে কহে দেবী দিগম্বরী॥
জানি জানি কপিরূপী তুমি মহেশ্বর। রাবণ-বিনাশ হেতু হয়েছ বানর॥
রাঘবে তোমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাই। আমি কি করিব এবে বল মম ঠাঁই॥
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। এরূপ তোমার রূপ কর সম্বরণ॥
দেবীর এতেক বাক্য শুনি হনুমান। সৌম্যমূর্ত্তি ধরি তবে করে অবস্থান॥

দেবীরে সম্বোধি পরে কহেন বচন। আমার বচন দেবি করহ শ্রবণ॥
অবিলম্বে লঙ্কাপুরী করি পরিহার। স্থানান্তরে যাহ দেবি বচনে আমার॥
জানকীর অপমান করে দশানন। তার জয় ইচ্ছা কর ইহা বা কেমন॥
যদি তুমি থাক দেবি রক্ষনিকেতনে। নারিবে বধিতে রাম দুষ্ট দশাননে॥
রাবণ যদ্যপি নাহি হয় বিনাশন। সমূলে ব্রহ্মাণ্ড দেবি হবে নিপতন॥
হনুর বচন শুনি কহে মহেশ্বরী। শুন শুন কপিরূপী ওহে ত্রিপুরারি॥
জানকীর অপমানে মম অপমান। হয়েছে সন্দেহ নাহি ওহে মতিমান॥
ত্যজিতে বলিলে তুমি রাবণ-আলয়। সমুচিত ইহা বটে ওহে মহোদয়॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হনুমান স্তববাক্যে কহেন তখন॥
পর্ব্বতনন্দিনী দেবী তুমি মহেশ্বরী। পুনঃ পুনঃ তবোদ্দেশে নমস্কার করি॥
কালরূপা তুমি সতী বিশ্বনিকেতনা। সৈন্ধবী লঙ্কেশী তুমি বিমলবদনা॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবারাধ্যা তুমি সনাতনী। সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্রী তুমি সংহারকারিণী॥
আদ্যা শক্তি তুমি দেবি ভকত-বৎসলা। বিপক্ষনাশিনী তুমি শিবমনোহরা॥
রঘুবরে বর দেবি করহ অর্পণ। যাহাতে বধিতে পারে দুষ্ট দশানন॥
সাহায্য করিবে তুমি রাবণ-নিধনে। এই বর দেহ দেবি আমা বিদ্যমানে॥
হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে চণ্ডী দেবী কহেন তখন॥
রঘুবরে বর আমি করিনু প্রদান। দশাননে পরাজয় করিবে ধীমান॥
পুনশ্চ লভিবে রাম জানকী সতীরে। রটিবে রামের কীর্ত্তি জগত-মাঝারে॥
সাহায্য উচিত বটে করিতে আমার। কিন্তু এক কথা বলি শুন গুণাধার॥
যাবতীয় কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে। বোধন করিতে হয় শাস্ত্রে হেন বলে॥
অকালে সাহায্য নৈলে কিরূপে করিব। বোধিত হইয়া পরে সাহায্য করিব॥
অতএব রামচন্দ্র করিয়া বোধন। যথাবিধি মম পূজা করিলে সাধন॥
সাহায্য করিব আমি রাবণ নিধনে। জয়ী হবে রঘুবর কহি তব স্থানে॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হনুমান্ মিষ্টভাষে কহেন তখন॥
দেবতার প্রীতি হেতু তুমি সনাতনী। স্বাহারূপে বিরাজিত কৈবল্যদায়িনী॥
পিতৃতুষ্টি হেতু তুমি স্বধার আকারে। নিয়ত বিরাজ কর সানন্দ অন্তরে॥
স্বধারূপে রামপূজা করহ গ্রহণ। দর্শপর্ব্বে পিতৃগণ হয়েছে সৃজন॥
এই দিনে পিতৃগণ কব্যভোজী হয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব তব পাশে এই আকিঞ্চন। রামদত্ত কব্য তুমি করহ ভক্ষণ॥
হনুর এতেক বাক্য শুনি সনাতনী। কহিলেন শুন শুন ওহে গুণমণি॥
যা বলিলে তাহা হবে পবননন্দন। আসিবেন রঘুবর রাক্ষসভবন॥

পিতৃরূপা হব আমি তোমার বচনে। পার্ব্বণিক শ্রাদ্ধ রাম করিবে যতনে ॥
পঞ্চদশ দিন আমি পিতৃরূপী রব। রামদত্ত পূজা আমি গ্রহণ করিব ॥
সযত্নে সংগ্রাম সবে করিও সবলে। বিজয়ী হইবে রাম জানিবে অন্তরে ॥
এতেক বচন শুনি কহে হনুমান। আমরা করিব যুদ্ধ যেমত বিধান ॥
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। ক্ষণকাল এই পীঠ করহ বর্জ্জন ॥
হনুর এতেক বাক্য শুনি সনাতনী। ক্ষণকাল পীঠ দেবী ত্যজিল তখনি ॥
তখন সুন্দর বন ভাঙ্গে হনুমান। লোকমুখে শুনে তাহা রাবণ ধীমান ॥
বহু রক্ষ দশানন করি সম্বোধন। হনুমানে বিনাশিতে করিল প্রেরণ ॥
পবননন্দন সবে করিয়া সংহার। চণ্ডিকার পূজা করে হনু গুণাধার ॥
দেবীর উদ্দেশে হনু করয়ে পূজন। রাক্ষসের রক্তে পাদ্য করেন অর্পণ ॥
কুসুমিত তরু কত পড়িতে লাগিল। সেই পুষ্পে চণ্ডিকার অর্চ্চনা হইল ॥
অক্ষ আদি রাজপুত্রে করিয়া নিধন। চণ্ডিকা উদ্দেশে বলি করিল অর্পণ ॥
তদন্তর রাত্রিযোগে মেঘনাদ সনে। ঘোরতর যুদ্ধ হয় না যায় কহনে ॥
প্রাতঃকালে মেঘনাদ করিল বন্ধন। তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ ॥
রাবণেরে দেখিবারে বাসনা হইল। হনুমান সেই হেতু নিজে ধরা দিল ॥
নতুবা কাহার সাধ্য বান্ধিতে তাহারে। নিমেষে যে জন শক্ত জগত সংহারে ॥
হনুমানে এইরূপে করিয়া বন্ধন। দ্রুতগতি লয়ে গেল রাবণ সদন ॥
বিরূপ করিতে তারে রাক্ষসের পতি। লাঙ্গুলে আগুণ দিতে দিল অনুমতি ॥
লাঙ্গুল জ্বলিয়া উঠে অতি বিভীষণ। পূজার্থ প্রদীপ হইল জান সর্ব্বজন ॥
জ্বলন্ত লাঙ্গুলে হনু গৃহে গৃহে ফিরে। এরূপে অসংখ্য গৃহ ক্রমে দগ্ধ করে ॥
ধুপরূপে সেই সব করিয়া প্রদান। চণ্ডিকার পূজা করে বীর হনুমান ॥
হনুকৃত পূজা দেবী করিয়া গ্রহণ। লঙ্কা ত্যজি কামরূপে করিল গমন ॥
তার পর কপিবর জানকী সদনে। প্রণাম করিল গিয়া যুগল চরণে ॥
আশীষ করিয়া সীতা কহেন তখন। মম বাক্য শুন বৎস পবননন্দন ॥
গমন করহ তুমি রামের গোচরে। বলিবে আমার কথা দেব রঘুবরে ॥
অবিলম্বে মোরে যেন করেন উদ্ধার। প্রতীক্ষা করিয়া রহি রাক্ষস আগার ॥
যদি ত্রাণ নাহি পাই দ্বিমাস ভিতরে। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিনু তোমারে ॥
এই সব রাঘবেরে করো নিবেদন। মোরে উদ্ধারিতে তুমি করিবে যতন ॥
দেবীর এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে। তথাস্তু বলিয়া হনু সানন্দ হৃদয়ে ॥
রামনাম হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ। লম্ফ দিয়া শূন্যভরে উঠিল তখন ॥
সাগর লঙ্ঘিয়া পরে এ পারে আসিল। অঙ্গদাদি সহ আসি মিলিত হইল ॥

হনুরে হেরিয়া সবে সানন্দ অন্তরে। অবিলম্বে চলি গেল রামের গোচরে ॥
হনুমান রামপদে করিয়া প্রণাম। সীতা-বিবরণ সব কহিল ধীমান ॥

দশম অধ্যায়।

শ্রীরামের লঙ্কায় গমন, রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধার।

শ্রাবণে মাসি বৈ রামো দশম্যাং রঘুনন্দনঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং প্রযযৌ জলধেস্তটং ॥

আশীর্ব্বাদ করি রাম পবননন্দনে। উদ্‌যোগ করিতে থাকে লঙ্কাতে গমনে ॥
শ্রাবণে দশমী দিনে রঘুর নন্দন। কপিসেনা সহ যাত্রা করিল তখন ॥
অহোরাত্র পর্য্যটন করিয়া সকলে। দ্বাদশীতে উপনীত সাগরের কূলে ॥
অগাধ সমুদ্র সবে করি দরশন। কিরূপে যাইবে পারে করিছে চিন্তন ॥
হেনকালে বিভীষণ ত্রয়োদশী দিনে। শরণ লইল আসি রামের চরণে ॥
পরীক্ষা করিয়া তারে রঘুর নন্দন। সুহৃৎ বলিয়া তাঁরে করিল গ্রহণ ॥
তাঁর পরামর্শে রাম করিয়া নিয়ম। সিন্ধুরাজে সুপ্রসন্ন করেন তখন ॥
তার পর সেতু বান্ধে সাগর উপরে। অপূর্ব্ব সুন্দর সেতু হেরি মন হরে ॥
এরূপে সাগরে হৈল সেতুর বন্ধন। জয় জয় ধ্বনি উঠে এ তিন ভুবন ॥
তার পর কপিসৈন্য সহ রঘুবর। সিন্ধুপারে চলিলেন সানন্দ-অন্তর ॥
কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি সেই দিনে। উপনীত সেই দিনে কপিসৈন্য সনে ॥
বিভীষণ সঙ্গে সঙ্গে করিছে গমন। রাবণ শুনিল ক্রমে এই বিবরণ ॥
ভয় শোক বুদ্ধিমোহ প্রলাপ চিন্তন। দিগ্‌ভ্রম আদি করি আর যে কম্পন ॥
এই সব একেবারে রাবণে ঘেরিল। বিমুগ্ধ হইয়া রাজা চিন্তিতে লাগিল ॥
তার পর রামচন্দ্র অঙ্গদ কপিরে। পাঠালেন দূতরূপে রাবণগোচরে ॥
অঙ্গদ রাবণপাশে করিয়া গমন। অনেক ভৎসনা তারে করিল তখন ॥
রাবণের শিরোস্থিত মুকুট লইয়ে। অঙ্গদ চলিয়া আসে প্রফুল্লহৃদয়ে ॥
তখন আপন মনে করিয়া চিন্তন। নিশ্চয় হইল যুদ্ধ ভাবিল রাবণ ॥
পুরগুপ্তি আরম্ভিল সতর্ক হইয়ে। চতুরঙ্গ সেনা সাজে উদ্যোগী হৃদয়ে ॥
এদিকে শ্রীরামচন্দ্র সেনার সহিতে। প্রবেশিল লঙ্কাপুরী আনন্দিত চিতে ॥
কিবা জলে কিবা স্থলে কিবা বৃক্ষোপরে। গৃহপ্রান্তরেতে গৃহে অথবা প্রাচীরে
যেই দিকে দুই চক্ষু হয় নিপতন। সেই দিকে হয় সব বাঁনর দর্শন ॥

অনন্তর মহাবাহু রাম রঘুবর। আহ্বান করিয়া সবে কহেন সত্বর॥
সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ হনুমান। নল নীল গয় আর বীর জাম্বুবান॥
ইহাদিকে সম্বোধিয়া কহেন তখন। আমার বচন সবে করহ শ্রবণ॥
পূর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসন্ন আমার অন্তর। অপর্ব্বেতে পিতৃযজ্ঞ করিব সত্বর॥
অদ্য হতে পঞ্চদশ দিবস যতনে। করিব শ্রাদ্ধের বিধি যেমত বিধানে॥
এত বলি শ্রাদ্ধ রাম করেন তখন। অমনি রাক্ষস-সৈন্য হয় দরশন॥
অকম্পন সেনাধ্যক্ষ রাবণ-আদেশে। সসৈন্য সংগ্রামে আসে রামের সকাশে॥
অক্ষৌহিণীপতি সেই বীর অকম্পন। হনুমান যুদ্ধে তারে করিল নিধন॥
পরম আনন্দ তাহে পান রঘুবর। এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর॥
প্রতিদিন যুদ্ধ হয় রাক্ষসের সনে। ধূম্রাক্ষ মরিল পরে ঘোরতর রণে॥
তার পরে বজ্রদংষ্ট্র রণেতে পড়িল। তাহা দেখি দশানন ব্যাকুলিত হৈল॥
বহু চিন্তা করি শেষে বীর দশানন। মাতুল প্রহস্তে যুদ্ধে করিল প্রেরণ॥
রাত্রিকালে সেই যুদ্ধ বাধে ঘোরতর। দেবাসুর তাহা হেরি ভয়ার্ত্ত অন্তর॥
প্রভাতে প্রহস্ত পরে দারুণ সমরে। পতিত হইয়া গেল অমর-নগরে॥
মাতুল রণেতে যদি হইল পতন। চিন্তায় কাতর হয় বীর দশানন॥
তাহা দেখি মেঘনাদ রাবণ-তনয়। ধীরে ধীরে পিতৃপাশে উপনীত হয়॥
মায়াবী সে মেঘনাদ মহামায়া জানে। পিতারে কহিল পিত নমামি চরণে॥
কেন চিন্তাকুল পিতঃ আমি বিদ্যমান। সমরে এখনি আমি করিব পয়াণ॥
রামলক্ষ্মণেরে বল কিবা আছে ভয়। সমরে পাঠাব দোঁহে শমন আলয়॥
এত বলি যুদ্ধ সজ্জা করিয়া তখন। সমর উদ্দেশে চলে রাবণ-নন্দন॥
চতুরঙ্গ সেনা চলে সজ্জিত হইয়ে। রণক্ষেত্রে উপনীত সানন্দ হৃদয়ে॥
রাম লক্ষ্মণের সহ বাধিল সমর। কি বলিব সেই যুদ্ধ অতি ঘোরতর॥
সমরেতে মেঘনাদ অতি বিচক্ষণ। শ্রীরামলক্ষ্মণে বীর করিল বন্ধন॥
নাগপাশে বন্দীভূত করে দোঁহাকারে। গরুড় আসিয়া পরে বিমোচন করে॥
দারুণ শকতি পরে করিয়া গ্রহণ। লক্ষ্মণ উপরে বীর করিল ক্ষেপণ॥
মেঘনাদক্ষিপ্ত শক্তি আসিয়া সবলে। পড়িল বেগেতে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে॥
অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়িল লক্ষ্মণ। হাহাকার করি রাম করেন রোদন॥
ঘন ঘন করাঘাত করেন কপালে। বলে বিধি কিবা দোষে এরূপ ঘটালে॥
অযোধ্যানগরে আর না যাব কখন। লোকের নিকটে নাহি দেখাব বদন॥
হায় হায় কেন আমি করিনু সমর। কেন বা আসিনু আমি রাক্ষস-নগর॥
গিয়াছিল সীতা তাহে ক্ষতি নাহি ছিল। প্রাণের অনুজ আজি প্রাণেতে মরিল॥

সকলের বীজ তুমি পরমা ঈশ্বরী। সবার প্রধানা তুমি জগত ঈশ্বরী ॥
গতির গতি তুমি মহিষমর্দ্দিনী। মঙ্গল-আলয় দেবী মঙ্গল কারিণী ॥
দুর্গ-নাশিনী দেবী তুমি পরাৎপরা। পরমা প্রকৃতি তুমি সার হতে সারা ॥
অখিলের গতি তুমি আদিমা শকতি। মহামায়া সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বভূতে গতি ॥
তুমি লজ্জা তুমি ক্ষমা তুমি মা গো ধৃতি। তুমি বুদ্ধি তুমি মোক্ষ তুমি শান্তি মতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি বেদমাতা। তুমি লক্ষ্মী স্বরস্বতী সবাকার মাতা ॥
বিরাজ করহ তুমি সদা সর্ব্বস্থলে। তব তত্ত্ব কে বুঝিবে জগত মাঝারে ॥
যোগের ঈশ্বরী তুমি আত্মস্বরূপিণী। কারণ-কারণ তুমি নিস্তারকারিণী ॥
তুমি শূন্য তুমি মর্ত্ত্য তুমি শশধর। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি দিবাকর ॥
তুমি নদ তুমি নদী তুমি জলাশয়। তোমা হতে উৎপত্তি তোমা হতে লয় ॥
কিবা সুখ কিবা দুঃখ তুমিই কারণ। রক্ষ রক্ষ দেবগণে ধরি গো চরণ ॥
ত্রিগুণ-অতীত তুমি জগতপালিনী। তত্ত্বময়ী ওগো তারা তোমারে নমামি ॥
জগতমোহিনী তুমি সর্ব্ব মায়াময়। তোমা হতে হয় মাতঃ ভবভয় ক্ষয় ॥
হৈমবতী হরজায়া বিশ্বের ঈশ্বরী। প্রকৃতিরূপিণী মাতঃ তুমি যজ্ঞেশ্বরী ॥
বিশ্বের হইল সৃষ্টি তোমার হইতে। বিশ্বের পালন লয় হয় তোমাহতে ॥
ব্রহ্মময়ী শক্তিরূপা পরমা রূপিণী। শঙ্করী শিবাণী মাতঃ জগত-জননী ॥
নমস্কার নমস্কার পুন পুনঃ নমস্কার। পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥
এইরূপ স্তববাক্য করিয়া শ্রবণ। কন্যারূপে দেবী আসি দিলেন দর্শন ॥
কন্যারে দেখিয়া যত অমরনিকর। নমস্কার করে তার চরণ উপর ॥
কহে দেবী নমস্কার তোমার চরণে। ভয় হতে রক্ষ মাতঃ আমা সবাগণে ॥
এতেক বচন কন্যা করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন শুন যত দেবগণ ॥
দুর্গার আদেশে আমি এসেছি হেথায়। তাঁহার আদেশ বলি শুনহ সবায় ॥
কল্য তোমা সবে মিলি যত দেবগণ। বিল্ববৃক্ষে যথাবিধি করহ বোধন ॥
দেবীর উদ্দেশে সবে বোধন করিলে। বোধিত হবেন তিনি কহিনু সবারে ॥
বোধন করিয়া পরে যত দেবগণ। যথাবিধি দেবীপূজা করহ সাধন ॥
বিধানে তাঁহার স্তব করিবে সকলে। কার্য্যসিদ্ধি হবে তাহে না যাবে বিফলে
কামের বাসনা সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়। এত বলি কন্যা দেবী অন্তর্হিত হয় ॥
তার পর পদ্মযোনি দেবগণ সনে। উপনীত হন আসি মানবভবনে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে করেন দর্শন। বিল্ববৃক্ষ একস্থানে হতেছে শোভন ॥
মনোহর পত্র তার কিবা শোভা পায়। সেই পত্রে কন্যা এক মনোহরকায় ॥
নির্জ্জনে পত্রের পরে করিয়া শয়ন। নরমালা গলদেশে হতেছে শোভন।

সুতপ্ত কাঞ্চন সম বরণ তাঁহার। ক্ষীণকটি বিম্ব-ওষ্ঠী সুচারু আকার॥
অনাবৃত অঙ্গে আছে করিয়া শয়ন। নবপদ্মমালা গলে হতেছে শোভন॥
তাঁহারে দর্শন করি কমল-আকর। চিত্রপুত্তলিকা সম বিস্মিত অন্তর॥
পুনরায় দেবগণ সহিত মিলিয়ে। স্তব আরম্ভিল ব্রহ্মা সানন্দ হৃদয়ে॥
জানি জানি তুমি মাতঃ অতিমায়াবিনী। মায়া করি ভূমিতলে এসেছ জননী॥
শত্রুরূপা তুমি দেবি তুমি মিত্ররূপা। যোগীর অন্তরে থাক তুমি সত্ত্বরূপা॥
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম জগত-রূপিণী। তোমার চরণে মাতঃ পুনশ্চ নমামি॥
কিবা বিষ্ণু কিবা আমি কিবা মহেশ্বর। কিবা দেবগণ আর দানব কিন্নর॥
তব তত্ত্ব কোন জন বুঝিবারে নারে। তোমার চরণে নতি করি ভক্তিভরে॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষট্‌কার। হ্রীঙ্কাররূপিণী তুমি তুমিই হুঙ্কার॥
সর্ব্বরূপা তুমি দেবী সত্য সনাতনী। পুনঃ পুনঃ তব পদে নমামি নমামি॥
তুমি মাস তুমি পক্ষ তুমি সম্বৎসর। তুমি ঋতু দ্বি-অয়ন তুমিই সকল॥
তুমি হব্য তুমি কব্য তুমি গো জননী। সত্যস্বরূপিণী তুমি তোমারে নমামি॥
তোমার বোধন মোরা করিছি যতনে। সুপ্রসন্না হও মাতঃ যত দেবগণে॥
উচ্চজনে নীচ তুমি কর গো সুন্দরি। নীচজনে উচ্চ কর জগত-ঈশ্বরী॥
চন্দ্রকে করিতে তুমি পার দিবাকর। সূর্য্যেরে করিতে তুমি পার শশধর॥
অকালে তোমার মাতঃ করিছি বোধন। সুপ্রসন্না হও দেবি এই আকিঞ্চন॥
এইরূপ স্তববাক্য করিয়া শ্রবণ। কন্যারূপ অবিলম্বে ত্যজিয়া তখন॥
সুন্দরী যুবতীরূপ ত্যজিয়া ঈশ্বরী। নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন নয়ন উন্মীলি॥
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেবী করিয়া ধারণ। দেবগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
স্তবেতে সন্তুষ্ট আমি হয়েছি সবার। বর মাগ দেবগণ যাহা ইচ্ছা যার॥
এতেক বচন শুনি কমল-আসন। দেবীরে সম্বোধি কন মধুর বচন॥
নিবেদন করি দেবি তোমার চরণে। সুপ্রসন্না হও মাতঃ যত দেবগণে॥
অকালেতে করিলাম তোমার বোধন। রামোপরি অনুগ্রহ কর বিতরণ॥
যেরূপে নিহত হয় রাক্ষসের পতি। তাহার উপায় কর ওগো ভগবতি॥
অদ্য হতে আগামী নবমী যাবত। অর্চ্চনা করিব তোমা যথা বিধিমত॥
যাবৎ রাবণ নাহি হইবে নিধন। তাবৎ তোমার দেবি করিব পূজন॥
তার পর বিসর্জ্জন করিব তোমারে। তখন যাইবে দেবি ইচ্ছামত স্থলে॥
এইরূপে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নগরে। সকলে পূজিবে তোমা অতিভক্তিভরে॥
যত দিন এই বিশ্ব থাকিবে জননী। তত দিন তব পূজা হবে সনাতনি॥
কৃষ্ণপক্ষ নবমীতে তোমার বোধন। যতনে করিবে সবে আমার বচন॥

এতেক বচন শুনি জগত্ত-জননী। ব্রহ্মারে সম্বোধি কন ওহে পদ্মযোনি।
যা বলিলে তাই হবে নাহি হবে আন। তোমার বাঞ্ছিত আমি করিব বিধান।
বোধিত হইনু আমি রামের কারণে। শিবের আদেশ আছে জানিবেক মনে॥
শিবের আদেশ ভিন্ন কিছু নাহি পারি। পরম পুরুষ শিব জগত্ত-কাণ্ডারী॥
তত্ত্বময় মহাজ্ঞানী দেব পঞ্চানন। তাঁহার আদেশ ক্রমে সতত পালন॥
রামের কারণে শিব সদাই চঞ্চল। রামহিত সাধিবারে নিয়ত তৎপর॥
বলিতেছি এবে যাহা করহ শ্রবণ। অদ্য রক্ষ কুম্ভকর্ণ হইবে নিধন॥
ত্রয়োদশীদিনে যুদ্ধ করিবে লক্ষ্মণ। সেই যুদ্ধে অতিকায় ত্যজিবে জীবন॥
চতুর্দ্দশীদিনে যুদ্ধে রাবণ যাইবে। মেঘনাদ অমাবস্যা দিনেতে মরিবে॥
প্রতিপদে মকরাক্ষ হইবে নিধন। দ্বিতীয়াতে বহুবীর ত্যজিবে জীবন॥
তার পর রামচন্দ্র দিব্য ধনু লয়ে। সপ্তমীতে রণমাঝে প্রবেশিবে গিয়ে॥
ঘটিবেক অষ্টমীতে দারুণ সমর। রামরাবণের যুদ্ধ অতি ঘোরতর॥
অষ্টমী নবমী সন্ধি হবে সেই কালে। রাবণের মুণ্ডরাশি পরিবে ভূতলে॥
পুনঃ পুনঃ শিরোবৃন্দ হবে নিপতন। আবার মস্তক পুনঃ হবে উৎপাদন॥
নবমীর অপরাহ্ণে রাবণ মরিবে। দশমীতে রামচন্দ্র বিজয়ী হইবে॥
এইরূপে পোনের দিন আমার পূজন। করিবে যতন করি ওহে দেবগণ॥
বিল্বমূলে মম পূজা করিয়া বিধানে। সপ্তমীতে গৃহে মোরে আনিবে যতনে॥
তিন দিন গৃহে মোরে করিবে পূজন। নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য করিবে অর্পণ॥
ভক্তিভরে জাগরণ করিবে সকলে। থাকিবেক অষ্টমীতে সবে অনাহারে॥
নবমীতে বলিদান করিবে অর্পণ। যোগিনীগণেরে মোর করিবে পূজন॥
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি পূজিলে আমারে। সুফল হইবে তার কহিনু সবারে॥
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই সব জন। তিন দিন সর্ব্বকর্ম্ম করিবে বর্জ্জন॥
হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য কভু না করিবে। কলহ বিবাদ সবে সর্ব্বথা ত্যজিবে॥
কোন হেতু অপচয় যদি কিছু হয়। তাহে নাহি হবে কভু বিষণ্ণ-হৃদয়॥
অধ্যাপন অধ্যয়ন কভু না করিবে। ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য সর্ব্বথা ত্যজিবে॥
তিন দিন না করিবে অর্থ উপার্জ্জন। কৃষিকার্য্য তিন দিন করিবে বর্জ্জন॥
তিন দিন মহানন্দে করিবেক গান। বিপ্রগণে ভোজ্য দ্রব্য করিবে প্রদান॥
নারীর সন্তোষ সদা করিবে যতনে। বিল্বপত্রে হোমকার্য্য করিবে বিধানে॥
এইরূপে পূজা করে যেই সাধুজন। সর্ব্বেশ্বর হয় সেই আমার বচন॥
আমার শারদী পূজা যেই নাহি করে। মহাপাপী হয় সেই জানিবে অন্তরে॥
পিতৃঋণী দেবঋণী হয় সেই জন। অন্তিমে নিরয় মাঝে করয়ে গমন॥

দুরূহ বিপদ হইতে করে পরিত্রাণ। এই হেতু মহাষ্টমী হয়েছে আখ্যান ॥
মহৎ সম্পত্তি দাত্রী এই সে কারণে। মহানবমী এ নাম জানিবেক মনে ॥
বিজয়া দশমী হয় অতি শুভদিন। ইহার প্রশংসা করে যতেক প্রবীণ ॥
এই দিনে শুভকর্ম্ম আরম্ভিতে হয়। সুফল ফলিবে তাহে নাহিক সংশয় ॥
শারদীয়া মহাপূজা করিলে সাধন। আমার পরম প্রীতি হইবে যেমন ॥
সেইরূপ রাবণেরে নিধন করিলে। রামের রহিবে কীর্ত্তি অবনীমণ্ডলে ॥
তুমি মম এই পূজা করিলে স্থাপন। এই হেতু তব কীর্ত্তি রবে পদ্মাসন ॥
এখন আমার বাক্য শুনহ সকলে। অদ্য হতে পূজারম্ভ কর ভক্তিভরে ॥
এত বলি ভগবতী তিরোহিত হন। যথাবিধি দেবীপূজা করে দেবগণ ॥
মানব-আকার সবে ধারণ করিয়ে। চলিলেন ধরাতলে সানন্দ হৃদয়ে ॥
তথা গিয়া মহাপূজা করেন সাধন। মহাপূজা পেয়ে দেবী মহাতুষ্ট হন ॥
এদিকে নবমীদিনে রাম রঘুবর। কুম্ভকর্ণ সহ যুদ্ধ করে বহুতর ॥
সেই যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ হইল নিধন। জয় জয় ধ্বনি করে কপিসৈন্যগণ ॥
তার পর অতিকায় সমরে মরিল। দশানন তার পর রণেতে চলিল ॥
ইন্দ্রজিত তার পর হইল নিধন। কত রক্ষ মরে রণে কে করে গণন ॥
দ্বিতীয়াতে মকরাক্ষ নিহত হইল। অসংখ্য অসংখ্য রক্ষ জীবন ত্যজিল ॥
কপি সৈন্য মরে কত কে গণিতে পারে। রাক্ষস পড়িল কত ভীষণ সমরে ॥
অসংখ্য অসংখ্য স্কন্ধ উঠিতে লাগিল। অসংখ্য অসংখ্য মুণ্ড হাসিতে থাকিল
মুণ্ডমালা হতে রক্ত বাহির হইয়ে। অসংখ্য অসংখ্য নদী বহিল চলিয়ে ॥
কাকগণ ঊর্দ্ধমুখে সানন্দ অন্তরে। রক্তপান আরম্ভিল থাকিয়া সমরে ॥
তার পর তৃতীয়াতে দারুণ সমর। রাম সহ রাবণের অতি ঘোরতর ॥
দুই জনে বাক্য যুদ্ধ বিস্তর হইল। রামচন্দ্র দিব্য ধনু ধারণ করিল ॥
তখন রামের রূপ অতি ভয়ঙ্কর। রাবণ উপরে শর মারেন বিস্তর ॥
ক্রমাগত কয় দিন দারুণ সমরে। দোঁহাকার কেহ নাহি স্থির হতে পারে ॥
অষ্টমী নবমীসন্ধি হইল যখন। রাবণের মুণ্ডরাশি পড়িল তখন ॥
যেমন ছেদন করে রাম রঘুবর। পুনশ্চ জনমে শির স্কন্ধের উপর ॥
এক শত আটবার করেন ছেদন। পুনঃ পুনঃ উঠে শির আশ্চর্য্য ঘটন ॥
নবমীর অপরাহ্নে রাম রঘুবর। ফেলিলেন দশাননে ভূমির উপর ॥
যেমন রাবণ রণে হইল পতন। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে অতি ঘন ঘন ॥
পর্ব্বত সাগর আদি কাঁপিতে লাগিল। বিংশহস্ত মহাবীর রণেতে পড়িল ॥
এইরূপে দশানন হইল পতন। নারীগণ আরম্ভিল করিতে রোদন ॥

রণে ভঙ্গ দিয়া যত রাক্ষস নিকর। পলায়ন করে সবে দিক দিগন্তর॥
রাক্ষসরমণী যত আসিয়া সমরে। করাঘাত করি শিরে নানা খেদ করে॥
মন্দোদরী ঘন ঘন করেন রোদন। হায় নাথ কোথা এবে করিলে গমন।
কেন নাথ ফেলি মোরে দুঃখের সাগরে। অকালে চলিয়া গেলে অমর নগরে॥
বারেক করুণা করি দেহ দরশন। অধীনীরে রক্ষা কর ওহে মহাত্মন॥
বিংশ শিরে শোভা পেত যেই কলেবর। হায় হায় সেই দেহ ধুলায় ধুসর॥
উঠ নাথ চল যাই কুসুম কাননে। সুগন্ধ কুসুম সদা ফুটিত যেখানে॥
সৌরভে আকুল হতে সদত যথায়। বারেক চলহ নাথ উদ্যান তথায়॥
সেই স্থানে ভালবাসা জানাতে আমারে। বসাতে করুণা করি অঙ্কের উপরে॥
মধুমাখা কত কথা কহিতে আমায়। এখন পড়িয়া কেন ধূলায় হেথায়॥
যথায় আমাকে লয়ে করিতে গমন। নিয়ত কোকিলস্বর করিতে শ্রবণ॥
মন প্রাণ প্রফুল্লিত করিতে যথায়। বারেক চলহ নাথ চল গো তথায়॥
বসন্তের সমাগমে ওহে প্রাণধন। আমারে সঙ্গেতে করি করিয়া যতন॥
যথায় সদত তুমি করিতে বিহার। সেই স্থানে চল নাথ চল একবার॥
কেন নাথ ধরাতলে নীরবে পড়িয়ে। বারেক বলহ কথা দেখহ চাহিয়ে॥
সুধামখা তব কথা করিতে শ্রবণ। সদত উৎসুক আমি ওহে প্রাণধন॥
অধিক বলিব কিবা ওহে প্রাণেশ্বর। তোমার বিহনে মম ব্যাকুল অন্তর॥
এক মাত্র পতি গতি রমণীর হয়। পতি বিনা নাহি কিছু ওগো মহোদয়॥
পতি হীনা যেই নারী অবনীমাঝারে। বিফল জীবন তার এ ভব সংসারে॥
পতি হেতু প্রাণত্যাগ সুখের কারণ। পতিহীনা রমণীর বিফল জনম॥
তোমা বিনা কিবা সুখ এভব সংসারে। জীবন ত্যজিব আমি পশিয়া সাগরে॥
অথবা অনলে পশি ত্যজিব জীবন। বিষপান করি কিম্বা করিব পতন॥
তোমা সহ সুরপুরে মিলিত হইব। দুই জনে মনানন্দে বসতি করিব॥
তোমা বিনা কিবা ফল ধরিয়া জীবন। সদত তোমারে নাথ হইবে স্মরণ॥
শয়নে স্বপনে নাথ কিম্বা জাগরণে। গমনে আসীনে নাথ অথবা ভোজনে॥
সতত তোমারে নাথ করিয়া স্মরণ। অন্তর্দ্দগ্ধ অন্তর্দ্দহেবা হব সর্ব্বক্ষণ॥
সহস্র সহস্র দুঃখ করি উপভোগ। নারী জাতি যদি পায় পতির সংযোগ॥
সকল বিস্মৃত হয় সেই সুখোদয়ে। সানন্দ অন্তরে রহে প্রফুল্লিত হয়ে॥
উঠ নাথ কথা কহ কর দরশন। তোমার দয়িতা হয়ে করিছে রোদন॥
হেন বন্ধু নাহি আর জগত সংসারে। যার মুখ হেরি রহি প্রফুল্ল অন্তরে॥
আমারে একাকী রাখি ওহে প্রাণেশ্বর। কি হেতু চলিয়া গেলে অমর নগর॥

যাহারে বাসিতে ভাল অধীন্নী তোমার। তাহারে করিলে ত্যাগ একি ব্যবহার॥
বুঝিলাম ভালবাসা মুখের কেবল। নৈলে সঙ্গে নাহি কেন নিলে প্রাণেশ্বর॥
ওহে নাথ রঘুবর করুণাসাগর। জানি জানি তোমা জানি তুমিই ঈশ্বর॥
জগতের নাথ তুমি সদা দয়াময়। তোমা হতে রক্ষা পায় ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়॥
আমি ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে নিবসতি করি। কেন তবে নাহি রক্ষ বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
দয়াময় নাম তব বিদিত ভুবন। এই কি তোমার দয়া অখিল-রঞ্জন॥
অন্তর্যামী তুমি দেব জানহ হৃদয়। আমার হৃদয় কভু তোমা ভিন্ন নয়॥
তবে কেন নাহি দয়া আমার উপরে। কে লবে তোমার নাম জগত মাঝারে॥
সকলি তোমার মায়া কমললোচন। তুমি সবাকার পতি অখিলকারণ॥
কেবা কার পতি বল কে কার তনয়। কেবা পত্নী কেবা পিতা কেহ কিছু নয়॥
কর্ম্মফলে যদি নাথ করহ সংযোগ। পুনশ্চ কাহে তুমি উভয়ে বিয়োগ॥
সকাল বুঝিতে পারি ওহে দয়াময়। কভু কিন্তু মন নাহি স্থিরীভূত হয়॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হবে জীবগণ। সংসার মাঝারে সদা করে বিচরণ॥
অবলা অজ্ঞান আমি কি বুঝিতে পারি। তোমার মায়ায় মুগ্ধ তোমার চাতুরী॥
অধিক বলিব কিবা কমললোচন। কৃপাকটাক্ষ মোরে কর বিতরণ॥

এইরূপে খেদ করে রাবণঘরণী। প্রবোধ প্রদান করে রাম রঘুমণি॥
প্রবোধিয়া সবাকারে সান্ত্বনা করিয়ে। পাঠায়ে দিলেন সবে আপন আলয়ে॥
তার পর বিভীষণ ধর্ম্মপরায়ণ। যথাবিধি সৎকার করিল সাধন॥
পরদিন প্রাতঃকালে রাম রঘুবর। আনাইল জানকীরে সবার গোচর॥
সীতারে হেরিয়া যত কপিসৈন্যগণ। আনন্দে ভূমেতে পদ করিল বন্দন॥
আনন্দে কহিল সবে আহা মরি মরি। হেন রূপ কভু নাহি নয়নে নেহারি॥
ইহাঁরি কারণে মোরা করেছি ভ্রমণ। নানা স্থান ধরাতলে করি অন্বেষণ॥
ইহাঁর কারণে বালী হয়েছে নিধন। সুগ্রীব সহিত হৈল বন্ধুত্ব স্থাপন॥
ইহাঁর কারণে দগ্ধ হৈল লঙ্কাপুরী। সাগরে হইল সেতু আহা মরি মরি॥
ইহাঁর কারণে হৈল রাবণ নিধন। ইহাঁর কারণে মলো রাক্ষসের গণ॥
রাজবধূ সীতা দেবী সবার জননী। সাক্ষাতে হেরিনু সবে কমলারূপিণী॥
এইরূপে হর্ষভরে কপিসৈন্যগণ। নানা কথা বলি সবে বন্দিল চরণ॥
তার পর রঘুবর সবার সাক্ষাতে। অগ্নিকুণ্ড করি কহে সীতারে পশিতে॥
অগ্নিতে বিশুদ্ধ হলে করিবে গ্রহণ। এইরূপ মনে ভাবে কমললোচন॥
হেনকালে ব্রহ্মা আদি অমর-নিকর। উপনীত হন আসি রামের গোচর॥
সকলে আসিয়া কহে রাম রঘুবরে। অগ্নিতে পশিতে নাহি দিবে হে সীতারে॥

কমলারূপিণী দেবী সবার জননী। ইহারে করিবে শুদ্ধ কভু নাহি শুনি॥
হেন কথা মুখে কভু না বলো কখন। এইরূপে দেবগণ করেন বারণ॥
তার পর দেবরাজ অমৃতবর্ষণে। বাঁচালেন মৃত কপিসৈন্য আদি গণে॥
অনন্তর দেবগণ করিল প্রস্থান। বিভীষণে রাজ্য রাম করিলেন দান॥
লঙ্কারাজ্যে বিভীষণে বসায়ে যতনে। সবা সহ যাত্রা করে অযোধ্যা ভবনে॥
যাত্রাকালে সেতুবন্ধে কমললোচন। মহাযত্নে শিবলিঙ্গ করেন স্থাপন॥
পরম পবিত্র কথা যেই জন শুনে। অন্তিমে সে জন যায় অমর-ভবনে॥
বিদ্যার্থী যদ্যপি ইহা করে অধ্যয়ন। বিদ্যালাভ হয় তার শাস্ত্রের বচন॥
অর্থাকাঙ্ক্ষী অর্থ পায় ইহার কৃপায়। কামার্থীর কাম পূর্ণ কহিনু সবায়॥
বন্ধ্যানারী পুত্র লভে ইহার কৃপায়। পুত্রার্থীর পুত্র হয় জানিবে সবায়॥
যতনে লিখিয়া ইহা যেই সাধুজন। কণ্ঠে কিম্বা বাহুদেশে করয়ে ধারণ॥
বিঘ্নরাশি তার কাছে কভু নাহি যায়। পদে পদে সুমঙ্গল সেই জন পায়॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। সংক্ষেপে সবার কাছে করিনু বর্ণন॥
হনুমান মহাবীর বিখ্যাত ভুবনে। তাহার সাহায্যে রাম জয়ী হন রণে॥
তাহার প্রভাবে হয় সীতা অন্বেষণ। তাহার প্রভাবে হয় রাক্ষস নিধন॥
তাহার প্রভাবে পায় লক্ষ্মণ জীবন। হনুর মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন॥
হনুর বীরত্ব বল কে বলিতে পারে। যার রোমে কপিধ্বজ কপিধ্বজ ধরে॥
অধিক বলিব কিবা শুন ঋষিগণ। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ সর্ব্বজন॥

একাদশ অধ্যায়।

হনুমানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ভীমের নীলপদ্ম আনয়ন ও হনুমানের
সহিত সাক্ষাৎ এবং কপিধ্বজের বর্ণনা।

সনৎকুমার উবাচ।

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যথা পাণ্ডোশ্চ নন্দনঃ।
কপিধ্বজেতি নাম্নাভূৎ প্রথিতো ধরণীতলে॥

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনত-কুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে॥
শুনিনু অপূর্ব্ব কথা ওহে মহাত্মন। বিধির নন্দন তুমি অতি বিচক্ষণ॥
কপিধ্বজ নাম কেন অর্জ্জুনের হয়। সেই কথা প্রকাশিয়া বল মহাশয়॥
কিরূপে হনুর রোম ধনঞ্জয় পায়। বিস্তারিয়া বল তাহা আমা সবাকায়॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
পাণ্ডুর পাঁচটি পুত্র বিখ্যাত ভুবনে। মধ্যম শ্রীভীমসেন জানে সর্ব্বজনে॥

তৃতীয় অর্জ্জুন নাম মহাবলধর। শুন শুন ওহে যত তাপসনিকর॥
পাণ্ডব-মহিষী যিনি দ্রৌপদী আখ্যান। কমলারূপিণী দেবী সুন্দর সুঠাম॥
একদা বাসনা তাঁর হইল অন্তরে। পূজিবেন নীলপদ্ম দেবদেবেশ্বরে॥
কে আনিবে নীলপদ্ম করেন চিন্তন। হেনকালে বৃকোদর উপনীত হন॥
কৃষ্ণারে চিন্তিত দেখি কহে বৃকোদর। কেন প্রিয়ে হেরিতেছি বিষণ্ণঅন্তর॥
আমা সবা বিদ্যমানে কি খেদ তোমার। কেন আজি পূর্ব্বমত না কর বিহার॥
কেন চিন্তাকুল তুমি কিসের কারণ। প্রকাশ করিয়া বল আমার সদন॥
কিসের অভাব তব ওগো প্রিয়তমে। বিবরিয়া বল দেবি আমা সন্নিধানে॥
মনের বাসনা তব করহ বর্ণন। তোমার কামনা আমি করিব পূরণ॥
সাধিতে তোমার প্রিয় যদি প্রাণ যায়। তাহাতে বরঞ্চ শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয়॥
এতেক বচন শুনি দ্রৌপদী সুন্দরী। বদন তুলিয়া কহে সবিনয় করি॥
শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন। যে কারণে বিষাদিত হইয়াছে মন॥
মনে মনে আকিঞ্চন পূজিব ঈশ্বরে। দশশত নীলপদ্ম দিব ভক্তিভরে॥
কে আনিবে নীলপদ্ম কোথায় পাইব। মনের বাসনা আমি কিরূপে পূরাব॥
এই চিন্তা করি আমি হয়েছি কাতর। এই হেতু সদা মম ব্যাকুল অন্তর॥
নতুবা অপর আর নাহিক কারণ। প্রাণনাথ তব পাশে করি নিবেদন॥
এতেক বচন শুনি বৃকোদর কয়। সামান্য কারণে তব ব্যাকুল হৃদয়॥
সহজে অবলা জাতি অল্প বুদ্ধি ধরে। সামান্য কারণে আছ ব্যাকুল অন্তরে॥
দশশত নীলপদ্ম অতি তুচ্ছ জ্ঞান। আনি দিতে পারি আমি সহিত উদ্যান॥
স্থির হও বিধুমুখি না হও কাতর। পুষ্প হেতু যাব আমি অতীব সত্বর॥
পূজার উদ্যোগ তুমি করহ সুন্দরী। আনি দিব নীলপদ্ম যত শীঘ্র পারি॥
তোমার বাসনা আমি করিব পূরণ। আমার প্রতিজ্ঞা কভু না হবে খণ্ডন॥
এতেক বচন বলি পাণ্ডুর নন্দন। নীলপদ্ম হেতু শীঘ্র করেন গমন॥
দ্রৌপদী পরম তুষ্ট হইয়া অন্তরে। পূজা আয়োজন করে অতি ভক্তিভরে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা কভু না হবে খণ্ডন। দ্রৌপদীর এ বিশ্বাস ওহে ঋষিগণ॥
গন্ধর্ব্বের উপবন অতীব সুন্দর। তাহে শোভা পায় কিবা স্বচ্ছ সরোবর॥
সেই সরোবরে নীল পদ্মরাশি রাজে। শোভা পায় সেই বন ঘোর বনমাঝে॥
সেই বন উদ্দেশেতে ভীমসেন যায়। প্রান্তর ত্যজিয়া ক্রমে মহাবন পায়॥
নির্ভয়ে পশিল তাহে পাণ্ডুর নন্দন। কোথা বন কোথা পদ্ম করেন দর্শন॥
মনে মনে চিন্তা করে বীর বৃকোদর। যদি মোরে বাধা দেয় গন্ধর্ব্ব নিকর॥
সবারে পাঠাব আমি শমনসদনে। কার সাধ্য মোরে আঁটে এ তিন ভুবনে॥

মাঝে মাঝে রোমগাছি করিবে চীৎকার। চীৎকারে অযুতসৈন্য হইবে সংহার॥
এরূপে চীৎকার রোম করিবে যখন। শত্রুসৈন্য দশ শত হইবে পতন॥
আশীর্ব্বাদ করি তোমা ওহে বৃকোদর। আপন কাজেতে এবে হওহে সত্বর॥
এত বলি হনুমান হন তিরোধান। আর কিছু নাহি হেরে ভীম মতিমান॥
উদ্দেশে প্রণাম করি শঙ্কর-চরণে। নীলপদ্ম হেতু যান গন্ধর্ব্ব-উদ্যানে॥
হনুর আদেশমত সেই পথ দিয়ে। গন্ধর্ব্ব-উদ্যানপাশে উপনীত গিয়ে॥
ধীরে ধীরে বনমধ্যে করিয়া গমন। নীলপদ্ম সরোবরে করেন দর্শন॥
তথা হতে নীলপদ্ম লইয়া যতনে। হাসিতে হাসিতে দেন কৃষ্ণার সদনে॥
নীলপদ্ম পেয়ে ধনী আনন্দিতমন। যতনে করেন দেবী পূজা আয়োজন॥
যেই রোম দিয়াছিল বীর হনুমান। অর্জ্জুনের রথধ্বজে হৈল অধিষ্ঠান॥
এই হেতু কপিধ্বজ নাম পার্থ ধরে। বিস্তার বর্ণনা আছে পুরাণ-অন্তরে॥
সাক্ষাৎ শঙ্কর বীর অঞ্জনানন্দন। তাঁহার মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন॥
জগতে এ হেন সাধ্য আছে বল কার। শিবের মাহাত্ম্য কহে করিয়া বিস্তার॥
এই বিশ্ব শিবময় ওহে ঋষিগণ। অগতির গতি শিব অখিল কারণ॥
তাঁহারে তুষিতে যেই পারে ভক্তিভরে। অন্তিমে সে জন যায় কৈলাস নগরে॥
পুরাণে সুধার কথা অতি মধুময়। বিবরিয়া দ্বিজ কালী হরিষ হৃদয়॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

শিব-বংশ বর্ণনপ্রসঙ্গে বস্ত্র হইতে গণেশের উৎপত্তি ও তদীয় গজমুণ্ডের বিবরণ।

শিবাত্মকাশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তু পার্ব্বতী।
শিবঃ পুংলিঙ্গরূপশ্চ দেবী স্ত্রিলিঙ্গরূপিণী।
শিবদেবিলিঙ্গরূপং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং।
তস্মাদিদং জগৎ সর্ব্বং শিববংশঃ শিবাত্মকঃ॥

ব্যাস আদি ঋষিগণ সনতকুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে অতি সমাদরে॥
শিবের মাহাত্ম্য দেব করিনু শ্রবণ। এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন॥
শিববংশ-বিবরণ করিয়া বিস্তার। বর্ণন করহ এবে ওহে গুণাধার॥
শিবের নন্দন সেই দেব লম্বোদর। কি কারণে গজমুণ্ড মস্তক-উপর॥
সর্ব্ব-অগ্রে তাঁর পূজা হয় কি কারণ। বিস্তার করিয়া তাহা কহ মহাত্মন॥
এত শুনি ব্রহ্মসুত কহে ধীরে ধীরে। শুন শুন ঋষিগণ কহিব সবারে॥

প্রকৃতিরূপিণী দেবী নগেন্দ্রনন্দিনী। পরম পুরুষ হন দেব শূলপাণি ॥
এ দোঁহা হইতে হয় জগত-সৃজন। সৃষ্টিকর্ত্তা নাহি জান অন্য কোন জন ॥
যতেক পুরুষ আছে সংসার মাঝারে। শিবাত্মক সবে হয় জানিবে অন্তরে ॥
জগতে যতেক নারী কর দরশন। পার্ব্বতীরূপিণী সবে ওহে ঋষিগণ ॥
পুংলিঙ্গরূপক হন দেব মহেশ্বর। স্ত্রীলিঙ্গরূপিণী দেবী তাপসনিকর ॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব স্থাবরজঙ্গম। শিব-দেবী-লিঙ্গরূপী ওহে ঋষিগণ ॥
অখিল জগত এই শিববংশ হয়। শিবাত্মক সর্ব্ব বিশ্ব নাহিক সংশয় ॥
পৃথক্ শিবের বংশ কিছুমাত্র নাই। বলিনু নিগূঢ় কথা সবাকার ঠাঁই ॥
শিবশক্তিযুত হন দেব নারায়ণ। শিবশক্তিযুত ব্রহ্মা আর দেবগণ ॥
শিবশক্তিময় বিশ্ব কহিনু সবারে। শিবশক্তিভিন্ন কিছু নাহিক সংসারে ॥
শুন শুন ঋষিগণ কহিব বর্ণন। গণেশের বিবরণ অতি পুণ্যতম ॥
ভক্তি করি যেই জন অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে ॥
গণপতি তার প্রতি পরিতুষ্ট হন। অন্তিমে সে জন যায় গণেশ সদন ॥
বিদ্যাকামী বিদ্যা লভে গণেশের বরে। তত্ত্বজ্ঞান পায় সেই আপন অন্তরে ॥
ধনার্থীর ধন হয় কামার্থীর কাম। মোক্ষার্থী মুকতি লভে নাহি হয় আন ॥
এক দিন জগন্মাতা কৈলাস-ঈশ্বরী। শঙ্করে সম্বোধি কহে ওহে ত্রিপুরারি ॥
শুন শুন মহেশ্বর আমার বচন। অপত্যে অখিল বিশ্ব আছে পঞ্চানন ॥
বংশহীন যেই জন সংসার মাঝারে। ক্রিয়া-অধিকারী নাহি হয় সেই নরে ॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। পুত্রবান হও তুমি এই আকিঞ্চন ॥
আমার উদরে তুমি ওহে ত্রিপুরারি। অদ্যই জন্মাও পুত্র এই বাঞ্ছা করি ॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে কহে তাঁরে দেব পঞ্চানন ॥
শুন শুন গিরিসুতে বচন আমার। অনুচিত বাক্য কেন কহ বার বার ॥
জগত সংসারে যেই হয় গৃহী জন। তাহার অবশ্য হয় পুত্র প্রয়োজন ॥
আমি কভু গৃহী নহি পর্ব্বতনন্দিনী। পুত্রে মম কিবা কাজ বল দেখি শুনি ॥
কুচক্র সকলে করি যত দেবগণ। তোমারে আমার করে করেছে অর্পণ ॥
নৈলে প্রয়োজন কিবা আমার ভার্য্যায়। গৃহস্থ নহিক আমি কহিনু তোমায় ॥
যেই জন গৃহী হয় জগত মাঝারে। পুত্র আর ধন সেই অভিলাষ করে ॥
পুত্রের কারণ শুদ্ধ ভার্য্যা প্রয়োজন। গৃহীজন পুত্র বাঞ্ছে পিণ্ডের কারণ ॥
আমার মরণ নাহি শুনহ সুন্দরি। পুত্রে মম কিবা কাজ বুঝিবারে নারি ॥
যেই জন বিশ্বে করে ব্যাধি নিরূপণ। ঔষধ লইয়া তার কিবা প্রয়োজন ॥
পরম পুরুষ আমি তুমি হে প্রকৃতি। সদানন্দ রূপে দোঁহে করি অবস্থিতি ॥

আত্মারামরূপে মোহে করি বিচরণ। পুত্র লয়ে বল দেবি কিবা প্রয়োজন
এতেক বচন শুনি পর্ব্বতনন্দিনী। বিনয় বচনে কহে ওহে শূলপাণি॥
দেবদেব ভগবান ওহে ত্রিনয়ন। যা বলিলে নহে তাহা অযুক্ত কথন॥
তত্রু নিবেদন করি শুনহ শঙ্কর। অপত্য বাসনা সদা করিছে অন্তর॥
অপত্য জন্মায়ে তুমি আমার উদরে।যোগে মন দেহ প্রভু নিবেদি তোমারে॥
পুত্র লয়ে সদা আমি করিব পালন। যোগী হয়ে তুমি সদা কর বিচরণ॥
চুম্বিতে পুত্রের মুখ হয়েছে বাসনা। কৃপা করি পূর্ণ কর আমার কামনা॥
আমারে যদ্যপি কর ভার্য্যা বলি জ্ঞান। পুত্র উৎপাদন কর ওহে গুণধাম॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষভরে উঠি যান দেব পঞ্চানন॥
কহিলেন শুন দেবি বচন আমার। বংশ ইচ্ছা হৃদি হতে কর পরিহার॥
দণ্ডত করিছ তুমি পুত্র আকিঞ্চন। যদি পুত্রধন দেবি লভ কদাচন॥
বিবাহবিমুখ হবে সে পুত্র তোমার। বংশ নাহি রবে দেবি কহিলাম সার॥
এত বলি চলি যান দেব পঞ্চানন। বিমনা হইয়া দেবী রহেন তখন॥
পার্ব্বতীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া। তাহারা দেখিল বিষাদিত হরজায়া॥
শিবের নিকটে তারা করিয়া গমন। প্রবোধ বচনে কত করিল সান্ত্বন॥
তাহে রোষ পরিহার করি মহেশ্বর। পুনশ্চ আসিল ফিরি দেবীর গোচর॥
বিমনা দেবীরে হেরি কহে পঞ্চানন। শুন শুন মহাদেবি আমার বচন॥
পুত্রাভাবে কেন দুঃখ করিছ সুন্দরি। কৈলাস ঈশ্বর আমি তুমি সুরেশ্বরী॥
পুত্র লাভে যদি তব হয় আকিঞ্চন। যদি বাঞ্ছা হয় পুত্রে করিতে চুম্বন॥
বাসনা পূরণ কর ওগো সুরেশ্বরী। এখনি তোমারে পুত্র সমর্পণ করি॥
এত বলি দেবদেব দেব পঞ্চানন। পার্ব্বতীর বস্ত্র এক করি আকর্ষণ॥
পুটলী করিয়া তাহা পার্ব্বতীর কোলে। ফেলিয়া দিলেন"পুত্র লহ"এই বলে॥
তোমারে তনয় এই করিনু অর্পণ। বাসনা পুরায়ে কর বদন চুম্বন॥
এতেক বচন শুনি পর্ব্বতকুমারী। কহিলেন শুন শুন ওহে ত্রিপুরারি॥
এ রক্তবর্ণ বস্ত্র করিয়া গ্রহণ। পুত্র লহ বলি ক্রোড়ে করিলে অর্পণ॥
বস্ত্র লয়ে কি করিব ওহে মহেশ্বর। পুত্র বাঞ্ছা করিতেছে আমার অন্তর॥
পুত্রকার্য্য কভু নাহি হইবে বসনে। পরিহাস কর ত্যাগ ধরি গো চরণে॥
হীনমতি নহি আমি ওহে পঞ্চানন। রক্তবর্ণ বস্ত্রে মম কিবা প্রয়োজন॥
পুত্র লাভে লভিতাম যে সুখ অন্তরে। বসনে সে সুখ বল হবে কি প্রকারে॥
এরূপ বিলাপ করি গিরিজা সুন্দরী। অধোমুখে চিন্তা করে বস্ত্র কোলে করি॥
আপনার অঙ্কোপরি রাখিয়া বসন। পরিহাসবাক্য দেবী করেন চিন্তন॥

অকস্মাৎ কি আশ্চর্য্য দেখ ঋষিগণ। সেই বস্ত্র পুত্ররূপ করিল ধারণ॥
দেবীর অঙ্কেতে বস্ত্র পুত্ররূপী হয়ে। স্পন্দন করিতে থাকে ঋষিরে থাকি
পুনঃ পুনঃ সেই পুত্র করয়ে স্পন্দন। তাহা দেখি গিরিজার আনন্দিত মন
জীব জীব বলি সতী আশীর্ব্বাদ করে। ঘন ঘন পুত্রমুখ নয়নে নেহারে॥
জীবন পাইয়া শিশু করয়ে রোদন। মাতার আনন্দ হৃদে বাড়িল তখন॥
আনন্দে গিরিজা তারে করে স্তনদান। স্তনদুগ্ধ অবিরাম শিশু করে পান॥
স্তনপান করি শিশু প্রফুল্ল বদন। মুহুর্ম্মুহু হাস্য করে অতি মনোরম॥
ঘন ঘন পিতৃপানে সেই শিশু চায়। জননী চুম্বন করে মুহুর্ম্মুহু তায়॥
ক্ষণকাল বালকেরে করি আলিঙ্গন। সম্বোধি শিবেরে দেবী কহেন তখন॥
শুন শুন মহেশ্বর প্রণমি চরণে। তোমার কৃপায় পুত্র লভিনু এক্ষণে॥
দয়া করি পুত্র তুমি করিলে প্রদান। আশুতোষ তব নাম ওহে মতিমান॥
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। পুত্রধনে একবার করহ গ্রহণ॥
একবার অঙ্কে লহ এই পুত্রধনে। একবার দেখ প্রভু আপন নয়নে॥
পুত্রমুখ দরশনে কিবা সুখ হয়। বুঝিতে পারিবে প্রভু তুমি দয়াময়॥
কি সুখে পুত্রের মুখ করয়ে চুম্বন। বুঝিতে পারিবে তাহা ওহে পঞ্চানন॥
এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি। কহিলেন শুন শুন পর্ব্বতনন্দিনি॥
বিধির অপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিতে পারে। হেন সাধ্য কার আছে জগতসংসারে॥
পরীহাস করি তোমা দিলাম বসন। ভাগ্যবশে হৈল তাহে তব পুত্রধন॥
অদ্ভুত বিধির লীলা বুঝিবারে নারি। অর্পণ করহ পুত্র দেখি গো সুন্দরি॥
বস্ত্র হতে এই পুত্র হইল সৃজন। কিরূপে পাইল দেখি আপন জীবন॥
এত বলি পদ্মহস্ত করিয়া বিস্তার। পুত্র লযে অঙ্কোপরি রাখে আপনার॥
নিপুণ নয়নে পুত্রে করেন দর্শন। পুনঃ পুনঃ দেখে শিব করি নিরীক্ষণ॥
বহুক্ষণ দরশন করি শূলপাণি। কহিলেন শুন শুন কৈলাসভাম্বিনি॥
জন্মিয়াছে পুত্র তব অতীব সুন্দর। কিন্তু গ্রহ প্রতিকূল ইহার উপর।
অল্পকাল তব পুত্র ধরিবে জীবন। অল্পকাল মধ্যে হবে জীবন নিধন॥
একরূপ ভাল তাহা শুন গো সুন্দরি। মরিলে বর্দ্ধিত হয়ে বড় দুঃখ করি॥
বড় হয়ে যথাযথ হয়ে গুণবান্। মরিলে তাহাতে করে অতি কষ্ট দান॥
অতএব শুন দেবি না হও কাতর। অল্পকাল মধ্যে তব মরিবে কোঙর॥
এইরূপ বলিতেছে দেব পঞ্চানন। সহসা আশ্চর্য্য দেখ ওহে ঋষিগণ॥
উত্তরশিরেতে শিশু ছিল হস্তোপরে। অকস্মাৎ হস্ত হতে পড়িল ভূতলে॥
মহেশের হস্ত হতে পড়িল যেমন। অমনি সে শিশু ত্যজে আপন জীবন॥

দেহ হতে শির তার পৃথক হইল। তাহা দেখি উমা দেবী কান্দিতে লাগিল॥
হা বৎস হা বৎস বলি করেন রোদন। বিস্ময়ে আকুল হন দেব পঞ্চানন॥
দেবীরে কাতর দেখি দেব শূলপাণি। মধুর বচনে কহে শুন ত্রিনয়নি॥
রোদন করহ দেবি আশু সম্বরণ। ক্ষণেক বিলম্ব কর পাইবে নন্দন॥
পুত্রধনে তুমি দেবি পাইবে অচিরে। পুত্রশোক নাহি কর আপন অন্তরে॥
পুত্রশোক ত্যজ দেবি করহ শ্রবণ। পুত্রেরে বাঁচাব আমি কহিনু বচন॥
ছিন্ন শির পড়ি আছে অবনী মাঝারে। তুলিয়া যোজনা কর অতি শীঘ্র করে॥
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্যস্ত হয়ে ছিন্ন শির করিয়া গ্রহণ॥
যোজনা করিল দেবী ছিন্নদেহপরে। কিন্তু নাহি যুক্ত হয় শুনহ সকলে॥
তাহা দেখি চিন্তাকুল কৈলাস-ঈশ্বরী। অধোমুখে চিন্তা করে দেব ত্রিপুরারি॥
অকস্মাৎ দৈববাণী হইল তখন। শুন শুন ওহে শম্ভু দেব পঞ্চানন॥
তব পুত্র ছিন্নশিরা গ্রহদোষে হয়। এ শির যোজনা নাহি হইবে নিশ্চয়॥
অপর কাহার শির করি আনয়ন। যোজনা করহ স্কন্ধে ওহে পঞ্চানন॥
আর এক কথা বলি শুন মন দিয়ে। তব হস্তে ছিল শিশু উত্তর হইয়ে॥*
অতএব যার শির করিবে ছেদন। উত্তর শিয়রে সেই হবে পঞ্চানন॥
তাহার মস্তক শম্ভু আনহ ত্বরায়। বাঁচিবে তবে ত শিশু কহিনু তোমায়॥
এতেক আকাশবাণী করিয়া শ্রবণ। দেবীরে আশ্বাস দেন দেব পঞ্চানন॥
নানামতে প্রবোধিয়া পার্ব্বতী সতীরে। সুবীর নন্দীরে শিব ডাকিলেন পরে॥
আজ্ঞামাত্র নন্দী আসি উপস্থিত হয়। তাহারে সম্বোধি শিব মিষ্টভাবে কয়॥
শুন শুন ওহে নন্দী আদেশ আমার। তোমার উপরে দিনু যে কার্য্যের ভার॥
অবিলম্বে গিয়া তুমি কর অন্বেষণ। উত্তর শিয়রে শুয়ে আছে কোন জন॥
যেরূপে পারহ তার মস্তক আনিবে। তবে ত আমার শিশু জীবন পাইবে॥
আদেশ পাইয়া নন্দী স্মরি ত্রিনয়ন। অবিলম্বে দ্রুতগতি করিল গমন॥
ক্রমে ক্রমে বিচরিল এ তিন ভুবনে। উত্তর শিয়রে নাহি দেখে কোন জনে॥
পরেতে অমরাবতী করিয়া গমন। দেখে ঐরাবত গজ করিয়া শয়ন॥
শয়ন করিয়া আছে উত্তর শিয়রে। তাহারে হেরিয়া নন্দী হরিষ অন্তরে॥
উদ্যোগ করিল শির করিতে ছেদন। অমনি চীৎকার করে ইন্দ্রের বারণ॥
বৃংহিত নিনাদ করে অতি ঘোরতর। চকিত হইয়া সবে আসিল সত্বর॥
ইন্দ্র আদি সবে তথা করে আগমন। নন্দীরে হেরিয়া ইন্দ্র কহেন তখন॥
কে তুমি কোথায় থাক বল শীঘ্রতর। নাশিতে উদ্যত কেন এই গজবর॥

* এখানে উত্তর শব্দে উত্তরশিয়া বুঝিতে হইবে

কি কারণে আসিয়াছ ইন্দ্রের ভবনে। কোন জন পাঠায়েছে বল এই স্থানে॥
তোমার হাতেতে অসি কিসের কারণ। অদ্ভুত আকার তব করি দরশন॥
কে তুমি কাহার লোক বল ত্বরা করি। আসিয়াছ কিবা হেতু আমার নগরী॥
এতেক বচন শুনি নন্দী বীর কয়। শুন শুন মহোদয় মম পরিচয়॥
শিবের কিঙ্কর আমি নন্দী অভিধান। শিবের আদেশে আমি আসি এই স্থান॥
ঐরাবতশির আমি করিয়া গ্রহণ। শম্ভুর নিকটে ত্বরা করিব গমন॥
শিবের তনয় হয় পরম সুন্দর। উত্তর শিয়রে ছিল সেই শিশুবর॥
অকস্মাৎ হস্ত হতে হয়েছে পতন। তাহাতেই শির তার হয়েছে ছেদন॥
সে শির যোজনা নাহি স্কন্ধোপরি হয়। সেই হেতু আসিয়াছি ওহে মহোদয়॥
হইয়াছে দৈববাণী শুনহ রাজন। গ্রহদোষে শিশুশির হয়েছে পতন॥
উত্তরশিয়রে শিশু ছিল হস্তোপরে। এ হেতু যে জন আছে উত্তরশিয়রে॥
তাহার মস্তক আনি করিলে যোজন। পুনশ্চ বালক পাবে আপন জীবন॥
এই হেতু আসিয়াছি তোমার নগরে। দেখিলাম তব গজ উত্তরশিয়রে॥
অতএব গজশির করিব গ্রহণ। ঐরাবত-আশা তুমি কর বিসর্জ্জন॥
যদি বাধা দেহ তুমি ইহাতে আমায়। যাইবে শমনগৃহে কহিনু তোমায়॥
শিবের তনয়ে প্রাণ প্রদান করিতে। নিশ্চয় বধিব আজি গজ ঐরাবতে॥
নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মহাক্রোধে রোষি উঠে দেবেন্দ্র তখন॥
অবিলম্বে দেবগণে করিয়া আহ্বান। সবার সাক্ষাতে কহে নন্দীরে ধীমান॥
শ্মশানে শ্মশানে থাকে দেব পঞ্চানন। শুন শুন ওহে নন্দী করহ শ্রবণ॥
আসিয়াছ তুমি তার হইয়া কিঙ্কর। কি হেতু বধিবে বল মম গজবর॥
অমর নগরে আজি আমি বিদ্যমানে। কার সাধ্য বধে বল আমার বারণে॥
এত বলি শূল তুলি দেবেন্দ্র তখন। নন্দীরে বধিতে যান হয়ে ক্রুদ্ধমন॥
তাহা দেখি নন্দী করে ভীষণ হুঙ্কার। ভস্মীভূত হয়ে শূল হয় ছারখার॥
হুঙ্কারেতে শূল ভস্ম করি দরশন। রুষ্ট হয়ে গদা ইন্দ্র করিল গ্রহণ॥
নিক্ষেপ করেন গদা নন্দীর উপরে। অনায়াসে নন্দী তাহা ধরে বামকরে॥
সেই গদা ফেলে নন্দী ইন্দ্রের উপর। ইন্দ্রবক্ষে গিয়া গদা পড়ে ঘোরতর॥
গদার আঘাতে ইন্দ্র ব্যথিত হইয়ে। ক্ষণকাল রহে ভূমে ব্যাকুল হৃদয়ে॥
তার পর পুনঃ শূল করিয়া গ্রহণ। নন্দীর উপরে ইন্দ্র করে বিসর্জ্জন॥
লঘুহস্তে নন্দী বীর অসি লয়ে করে। ইন্দ্রক্ষিপ্ত সেই শূল ত্রিধা ছেদ করে॥
তাহা দেখি দেবরাজ হয়ে ক্রুদ্ধমন। পুনশ্চ ভীষণ বজ্র করিল গ্রহণ॥
তাহা দেখি নন্দী বীর অতি রোষভরে। শঙ্করে স্মরিয়া রূপ ভয়ঙ্কর ধরে॥

সহসা মাতলি তথা করিয়া গমন। ঐরাবত, গজ ইন্দ্রে করিল অর্পণ॥
ঐরাবতে আরোহিয়া দেবরাজ পরে। নন্দীর সহিত যুদ্ধ মহারোষে করে॥
ইন্দ্র সহ মিলি আসি যত দেবগণ। নন্দীর উপরে করে বাণ বরিষণ॥
মহাঘোর বর্ষাকালে জলদপটল। যেমন নিক্ষেপ করে পর্ব্বত সকল॥
সেইরূপ শরবৃষ্টি করে নন্দীপরে। দৃক্‌পাত তবু নন্দী তাহে নাহি করে॥
ভীষণ-আকার নন্দী অতি ভয়ঙ্কর। পাষাণকঠিন দেহ মহাবলধর॥
বামকরে অসি শোভে অতি সুশোভন। হুঙ্কার শব্দেতে শর করে বরিষণ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া শর নিবারণ করে। তাহা দেখি দেবগণ বিমুগ্ধ অন্তরে॥
অকস্মাৎ নন্দী বীর ছাড়িয়া হুঙ্কার। ঐরাবত গজবরে করিল সংহার॥
গজের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল। দেবগণ হাহাকার করিয়া উঠিল॥
গজশির লয়ে নন্দী করি আগমন। শিবের নিকটে আসি করিল অর্পণ॥
নন্দীর বিক্রম দেখি দেব মহেশ্বর। মহানন্দে আলিঙ্গন দিলেন বিস্তর॥
তার পর গজশির করিয়া গ্রহণ। শিশুর স্কন্ধেতে লয়ে করেন যোজন॥
যোজন মাত্রেতে শিশু বাঁচিয়া উঠিল। পরম সুন্দর রূপ নয়ন ভুলিল॥
স্থূলতনু খর্ব্বকায় গজেন্দ্রবদন। জবাপুষ্প সম তার অঙ্গের বরণ॥
শশাঙ্ক সদৃশ মুখ সুন্দর ধবল। মদগন্ধে ভ্রমে সদা ব্যাকুল ভ্রমর॥
শিবের সমীপে শিশু কিবা শোভা পায়। আনন্দে পার্ব্বতী দেবী পুলকিতকায়॥
ঘন ঘন পুত্রমুখ করেন চুম্বন। আনন্দে আনন্দ-অশ্রু হয় নিপতন॥
শিবের হয়েছে পুত্র অতীব সুন্দর। ঘোষণা হইল ক্রমে ত্রিলোক ভিতর॥
অনন্তর দেবগণ মিলিয়া সকলে। উপনীত হন আসি কৈলাস অচলে॥
দেখিতে সবার ইচ্ছা শিবের নন্দন। আহা মরি মরি পুত্র অতি সুশোভন॥
শঙ্কর অঙ্কেতে শিশু কিবা শোভা পায়। সুন্দর বদন আহা মরি কিবা তায়॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করি আগমন। বালকেরে অভিষেক করেন তখন॥
পদ্মযোনি দিল নাম বলি লম্বোদর। সর্ব্বদেব মধ্যে শোভে শিশু মনোহর॥
সেই হেতু সর্ব্বদেব অগ্রেতে পূজন। হইবে শিশুর ইহা শাস্ত্রের বচন॥
সরস্বতী মহানন্দে লেখনী লইয়ে। শিশুরে অর্পণ করে পুলকহৃদয়ে॥
জপমালা পদ্মযোনি করেন অর্পণ। গজরাজ দিল ইন্দ্র হয়ে হৃষ্টমন॥
পদ্মাবতী পদ্ম দিল আনন্দের ভরে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম দেন শিব হরিষ অন্তরে॥
বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র করেন অর্পণ। পৃথিবী সানন্দে দিল মুষিক বাহন॥
মুনিগণ রক্তবর্ণ শিবের নন্দনে। নানামতে স্তব করে ঐকান্তিকমনে॥
অনন্তর পদ্মযোনি করি সম্বোধন। পুলকেতে পঞ্চাননে কহেন তখন॥

শুন শুন মম বাক্য ওহে মহেশ্বর। তব পুত্র তব সম অবনী-ভিতর ॥
সর্ব্বদেব অগ্রে পূজা হইবে ইহাঁর। সর্ব্বশেষে তব পূজা ওহে গুণাধার ॥
আদি অন্তে সর্ব্বগৃহে তোমার পূজন। হইবে অবনীতলে ওহে পঞ্চানন ॥
সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে তোমার নন্দন। অধীশ্বর হৈল শম্ভু আমার বচনে ॥
তব গণ যাহা আছে তোমার সদনে। তাহা হতে শ্রেষ্ঠ হৈল কহি তব স্থানে ॥
এই হেতু গণাধিপ আখ্যান ইহাঁর। রটিবে অবনীতলে ওহে গুণাধার ॥
গজমুখ হেতু নাম হৈল গজানন। আরো এক নাম বলি করহ শ্রবণ ॥
তোমার কিঙ্কর নন্দী করিয়া সমর। ঐরাবতে নাশিয়াছে ওহে মহেশ্বর ॥
এক দন্ত ভগ্ন করি মস্তক আনিয়ে। দিয়াছে শিশুর স্কন্ধে সানন্দ আসিয়ে ॥
এই হেতু একদন্ত হৈল এক নাম। বীজরূপ নাম হৈল হেরম্ব আখ্যান ॥
তব পুত্রে যেই জন করিবে স্মরণ। বিঘ্নরাশি তার পাশে না যাবে কখন ॥
এই হেতু বিঘ্নেশ্বর আখ্যান ইহাঁর। রটিবে ধরণীতলে ওহে গুণাধার ॥
যথাকালে যেই জন করিবে স্মরণ। স্মরণ করিবে ক্রিয়ারম্ভে যেই জন ॥
মনোরথ পূর্ণ তার অচিরেতে হয়। আমার বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥
যাবত মঙ্গলকর্ম্মে তোমার নন্দন। পূজনীয় হবে অগ্রে ওহে পঞ্চানন ॥
ইহাঁর পূজায় হবে সবার অর্চ্চনা। সিদ্ধ হবে মনোরথ পূরিবে কামনা ॥
এত বলি ক্ষান্ত হন দেব পদ্মাসন। ঐরাবতদুঃখে ইন্দ্র মৌনভাবে রন ॥
কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে করি অধিষ্ঠান। শিবেরে সম্বোধি কহে ওহে মতিমান ॥
দেবদেব মহাদেব ওহে ত্রিনয়ন। পার্ব্বতী-ঈশ্বর তুমি জগত-কারণ ॥
তোমার কিঙ্কর নন্দী মহাবলাধার। মম ঐরাবত গজে করেছে সংহার ॥
অপরাধ করিয়াছি তোমার সদনে। ক্ষমা কর ওহে দেব নমামি চরণে ॥
স্বশির যাঁহারে পারি করিতে অর্পণ। গজশির তাঁরে দিতে করেছি বারণ ॥
এই হেতু অপরাধ হয়েছে আমার। ক্ষমা কর তব পদে করি নমস্কার ॥
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে কহে তাঁরে দেব পঞ্চানন ॥
ছিন্নশিরা ঐরাবতে সাগর-সলিলে। অবিলম্বে দেবরাজ দেহ গিয়ে ফেলে ॥
যখন হইবে ইন্দ্র সমুদ্রমন্থন। সেই কালে পুনঃ পাবে বারণ-রতন ॥
শুন শুন দেবরাজ বচন আমার। ঐরাবত গজ তব হয়েছে সংহার ॥
ঐরাবতশির তুমি করেছ অর্পণ। আমিও তোমারে দিব বিষয়াদি ধন ॥
এতেক বচন শুনি ত্রিদিব ঈশ্বর। প্রণমিয়া চলি গেল অমর-নগর।
ব্রহ্মা আদি সুরগণ হরিষ অন্তরে। অবিলম্বে চলি গেল নিজ নিজ পুরে।
পার্ব্বতী সহিত দেববেব ত্রিলোচন। গণেশেরে যতনে করেন পালন।

গণেশ পরম যোগী মহাতত্ত্বজ্ঞানী। বিমুখ সংসারসুখে হইলেন তিনি ॥
অনন্তর ঋষিগণ আসিয়া কৈলাসে। গণেশের স্তব করে মনের উল্লাসে ॥
গণেশ হেরম্ব গণনাথ মহোদয়। পার্ব্বতী-নন্দন দেবগিরিশতনয় ॥ দেবরাজ
গজানন বিঘ্নবিনাশন। যোগীশ্বর লম্বোদর মূষিকবাহন ॥ অগ্রপূজ্য
চতুর্ব্বাহু লিপির ঈশ্বর। মঙ্গল-আলয় দেব ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর ॥ একদন্ত
মোক্ষদায়ী সুশুভ্রবদন। পদ্মকর দণ্ডকর বিষ্ণুপরায়ণ ॥ সাক্ষাৎ শঙ্কর
তুমি পরমার্থজ্ঞানী। হরিগুণকারী দেব তোমারে নমামি ॥ সদানন্দময়
দেব অতি মনোরম। জয় ও বিজয় দেব তুমি মহাত্মন ॥ গণেশের
নামস্তোত্র যেই জন পড়ে। পদে পদে সুমঙ্গল লভে সেই নরে ॥ যাত্রা-
কালে পূজাকালে কিম্বা দানকালে। তিন সন্ধ্যা স্নানকালে কিম্বা শ্রাদ্ধকালে ॥
অথবা মঙ্গলকর্ম্ম যেই কালে হয়। পড়িবেক এই স্তোত্র নাহিক সংশয় ॥
অথবা ভকতি করি করিলে শ্রবণ। বিঘ্নরাশি তার পাশে না যায় কখন ॥
ধনলাভ পুত্রলাভ সে জনের হয়। প্রত্যহ মঙ্গল তার ঘটিবে নিশ্চয় ॥
ইষ্টদেবে মহাভক্তি জনমে তাহার। বাঞ্ছিত সাধন হয় শাস্ত্রের বিচার ॥
এইরূপে স্তব করি যত ঋষিগণ। আপন আপন স্থানে করিল গমন ॥
গণেশের জন্মকথা কহিনু সবায়। পৃথক্ শিবের বংশ নাহিক ধরায় ॥
মহেশ্বর এই বিশ্ব অন্তিমে সংহারে। তাঁহার মাহাত্ম্য বল কে বুঝিতে পারে ॥
শিবের অপর পুত্র আছে ঋষিগণ। কার্ত্তিকেয় তার নাম জানে সর্ব্বজন ॥
সে পুত্র কৌমারব্রত করে আচরণ। তাহারো বিবাহ নাহি ওহে ঋষিগণ ॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে সব বিষয়। বর্ণন করিনু তাহা ওহে ঋষিচয় ॥
এখন বাসনা যাহা বলহ সকলে। কীর্ত্তন করিব তাহা সবার গোচরে ॥
একমনে যেই জন করয়ে শ্রবণ। অথবা ভকতি করি করে অধ্যয়ন ॥
সিদ্ধ হয় সুনিশ্চয় বাসনা তাহার। অন্তিমে সে জন যায় কৈলাস-আগার ॥
দেবতা উপরে ভক্তি যেই নাহি করে। গুরুভক্তি নাহি কভু যাহার অন্তরে ॥
পিতৃ মাতৃপরে ভক্তি না করে কখন। শিব বিষ্ণু ভেদ ভাবে যেই মূঢ়জন ॥
দেবনিন্দা যেই করে হরিষ অন্তরে। পরদারা হেরি কামে অমনি শিহরে ॥
পরদ্রব্য দেখি হয় লোভিত অন্তর। দান করি পুন হরে যেই মূঢ়নর ॥
তাহার নিকটে নাহি পড়িবে কখন। তাহার সমীপে নাহি করাবে শ্রবণ ॥
তাহার নিকটে পড়ে সেই মূঢ়মতি। অন্তিমে তাহার হয় নরকেতে গতি ॥
পুরাণে সুধার কথা অতি মনোরম। বিবরিয়া দ্বিজ কালী পুলকে মগন ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয়বিবরণ।

শ্রুত্বৈবং বচনং তেষাং মহাত্মা ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উবাচ পরমা প্রীত্যা পরমং পুণ্যদং ত্রিদং॥

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনতকুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে॥
শুনিতেছি তব মুখে অমৃত কথন। জুড়াল অন্তর আর জুড়াল শ্রবণ॥
তোমার কৃপায় মোরা লভি তত্ত্বজ্ঞান। এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মতিমান॥
গণেশের জন্মকথা করিলে কীর্ত্তন। এখন বলহ কার্ত্তিকের বিবরণ॥
কিরূপেতে ষড়ানন নিজজন্ম ধরে। কেন বল সেই দেব বিবাহ না করে॥
কোথায় জনম হয় কহ মহাত্মন। কার্ত্তিকেয় নাম ধরে কিসের কারণ॥
শরজন্মা এক নাম শুনেছি তাহার। দেবসেনা-অধিপতি সেই গুণাধার॥
কাহারে বধিতে হন সেনার ঈশ্বর। এই সব বিবরিয়া বল যোগীশ্বর॥
কৌতুকী হয়েছি মোরা করিতে শ্রবণ। বিস্তার করিয়া বল ওহে মহাত্মন॥
তোমার পাশেতে মোরা শুনিয়া সকলে। সংসার-সাগর ঘোর তরি অবহেলে॥
সংসারে আসিয়া নর মায়াজালে পড়ি। মুগ্ধ হয়ে থাকে সদা ভুলিয়া শ্রীহরি॥
আত্মসুখে নিরন্তর করে অভিলাষ। পরকালে ফল তার হয় যে প্রকাশ॥
আগে নাহি বুঝি শেষে করে পরিতাপ। সতত অন্তর দহে পেয়ে মনস্তাপ॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
যেইরূপ শুনিয়াছি আপন শ্রবণে। সেরূপ বলিব সব সবা বিদ্যমানে॥
পবিত্র পুরাণকথা করিয়া শ্রবণ। পবিত্র করিব হৃদি ওহে ঋষিগণ॥
কার্ত্তিকের বিবরণ অতি মধুময়। মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিচয়॥
বিবাহবিমুখ সেই শিবের নন্দন। এমন সুরূপ নাহি হেরি কদাচন॥
তাঁহার জনমকথা বলিব সবারে। মন দিয়া শুন সবে অতি ভক্তিভরে॥
দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ করি বিসর্জ্জন। দ্বিধারূপে মেনাগর্ভে করেন গমন॥
দুই ভাগে জন্ম লন হিমালয়-ঘরে। প্রথমতঃ গঙ্গা জন্মে উমা তার পরে॥
জনমিয়া গঙ্গা দেবী সুরপুরে যান। তাহে মেনা হিমগিরি মহাদুঃখ পান॥
তার পর উমা দেবী লভেন জনম। উমারে পাইয়া শোক করে বিসর্জ্জন॥
শশিকলা সম উমা দিন দিন বাড়ে। পিতা মাতা হর্ষ পান হেরিয়া তাঁহারে॥
একদা নারদ ঋষি করি আগমন। হিমালয় পাশে আসি দেন দরশন॥
নানাকথা কহি ঋষি অন্তঃপুরে যায়। মেনকা সহিত দেখা হইল তথায়॥

যথাবিধি মেনা দেবী করেন পূজন। পূজা পেয়ে দেব-ঋষি আনন্দে মগন॥
কথায় কথায় ঋষি মেনকারে কয়। তোমার কন্যার দেবি শুন পরিচয়॥
সামান্যা নহেক দেবি তোমার নন্দিনী। পরমা প্রকৃতি ইনি ভবের জননী॥
নির্জ্জনে মুনির পাশে করিয়া শ্রবণ। কন্যাপরিচয় মেনা জানিল তখন॥
অব পর দেব-ঋষি বাহিরে আসিয়ে। হিমগিরি পাশে বসে পুলকহৃদয়ে॥
কথায় কথায় ঋষি কহেন তখন। শুন শুন গিরিরাজ আমার বচন॥
কমললোচনা গিরি তোমার নন্দিনী। হইয়াছে দানযোগ্যা হেন মনে গণি॥
কাহার করেতে তারে করিবে অর্পণ। কি হেতু নিশ্চিন্ত আছ বলহ রাজন॥
এতেক বচন শুনি গিরি হিমালয়। কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয়॥
আমার নন্দিনী ঋষি কানন-ভিতরে। করিতেছে তপশ্চর্য্যা একান্ত অন্তরে॥
যোগ্য পতি পাবে সতী এই সে কারণ। বনমধ্যে তপ করে ওহে মহাত্মন॥
পূর্ব্বজন্মে পতি যিনি আছিল ইহাঁর। বাসনা তাঁহারে পাবে ওহে গুণাধার॥
এ হেতু নিশ্চিন্ত আছি ওহে মহাত্মন। নিজে যত্নবতী কন্যা পতির কারণ॥
এতেক বচন শুনি দেব-ঋষি কয়। যা বলিলে সত্য বটে ওহে হিমালয়॥
তথাপি উদ্‌যোগী থাকা উচিত তোমার। অনুদ্‌যোগী হলে পরে বিপদ তাহার॥
উদ্‌যোগী পুরুষ নাহি হয় যেই জন। তার কার্য্য নষ্ট হয় শাস্ত্রের বচন॥
যদ্যপি আপন পতি লভিবার তরে। তব কন্যা আছে তপে কানন ভিতরে॥
তথাপি উদ্‌যোগী থাকা উচিত তোমার। কন্যাদান-ফল হেতু ওহে গুণাধার॥
লব্ধব্য লভিতে নাহি উদ্‌যোগী যে জন। গৃহী বলি গণ্য সেই না হয় কখন॥
অতএব হিমালয় শুনহ বচন। কন্যার বিবাহ হেতু করহ যতন॥
বিপ্রগণ সহ তুমি মন্ত্রণা করিয়ে। যোগ্য বরে দান কর সানন্দ হৃদয়ে॥
এতেক বচন শুনি হিমালয় কয়। নিবেদন শুন বলি ওহে মহোদয়॥
কাহার করেতে কন্যা করিব প্রদান। বিচার করিয়া বল তুমি মতিমান॥
কাহার করেতে কন্যা অর্পণ করিলে। সুখিনী হইবে তাহা বলহ আমারে॥
সর্ব্ববেত্তা তত্ত্বজ্ঞানী তুমি মহাশয়। প্রকাশ করিয়া বল উচিত যা হয়॥
এতেক বচন শুনি নারদ ধীমান। কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান॥
যোগ্যপতি আছে গিরি তোমার কন্যার। যাহার কারণে কন্যা কাননমাঝার॥
তাহারে লভিতে যত্ন করিছেন সতী। উপযুক্ত পাত্র তিনি কৈলাসের পতি॥
স্বয়মাত্মা মহাবাহু যেই মহেশ্বর। কুবের যাঁহার গৃহে নিয়ত কিঙ্কর॥
দেবগণ—পূজনীয় সেই পঞ্চানন। তাঁহার করেতে কন্যা করহ অর্পণ॥
এতেক বচন শুনি হিমালয় কয়। আমাদের বাসনা তাই ওহে মহোদয়॥

অর্পণ করিব কন্যা মহেশের করে। অন্যথা নাহিক ইথে কহিনু তোমারে॥
শুন শুন দেব ঋষি আমার বচন। শিবেরে আনহ তুমি আমার সদন॥
দেব-ঋষি এই কথা শুনিয়া শ্রবণে। তথাস্তু বলিয়া যান মহেশ-সদনে॥
কৈলাসে শিবের পাশে করিয়া গমন। বিনয় বচনে কহে নারদ তখন॥
শম্ভো তব মনোরথ হইল পূরণ। তব সতী পুনর্ব্বার লভেছে জনম॥
গঙ্গা দেবী জন্মিয়াছে যাঁহার আগারে। সতীও জন্মেছে তথা কহিনু তোমারে॥
তোমাকে পাইবে পতি এই সে কারণ। মহাবনে তপ করে ওহে পঞ্চানন॥
হিমালয় পাশে আর মেনার গোচরে। বলিয়াছি তব কথা সানন্দ অন্তরে॥
তোমার করেতে কন্যা করিবে অর্পণ। দম্পতীর মনোবাঞ্ছা ওহে পঞ্চানন॥
অতএব মম বাক্য শুন মহেশ্বর। অবিলম্বে চল যথা হিম গিরিবর॥
তোমারে সেবিবে গৌরী একান্ত অন্তরে। তুমিও লভিবে সতী কহিনু তোমারে॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন॥
গঙ্গারূপা সতী লাভ করিয়াছি আমি। শিরেতে রেখেছি তাঁরে ওহে মহামুনি॥
অন্য নারী এবে আর কিবা প্রয়োজন। যেই গঙ্গা সেই সতী ওহে মহাত্মন॥
এতেক বচন শুনি দেবঋষি কয়। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয়॥
দ্বিধারূপে সতী দেবী লভেছে জনম। গঙ্গা উমা এই দুই ওহে পঞ্চানন॥
গঙ্গারে ধরেছ তুমি আপনার শিরে। উমারে বামাঙ্গে ধর অতীব সাদরে॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তথাস্তু বলিয়া দেবদেব পঞ্চানন॥
নারদ সহিতে যান হিমালয় পুরে। বিপ্রবেশে উপনীত উমার গোচরে॥
যেই স্থানে উমা সতী তপেতে মগন। বিপ্রবেশে সেই স্থানে যান পঞ্চানন॥
ধীরে ধীরে উমাপাশে গমন করিয়ে। মধুর বচনে তারে কহে সম্বোধিয়ে॥
কাহার নন্দিনী তুমি বলহ সুন্দরি। কি নাম ধরহ তুমি বল ত্বরা করি॥
এ হেন বয়সে তপ কিসের কারণ। তপস্যাসময় তব নহে কদাচন॥
সুকুমারী তুমি দেবী পরম রূপসী। কি হেতু করিছ তপ বনমাঝে বসি॥
এতেক বচন শুনি উমা দেবী কয়। শুন শুন বলিতেছি মম পরিচয়॥
হিমালয়কন্যা আমি উমা নাম ধরি। শিবের লাগিয়া তপ কাননেতে করি॥
শিবেরে পাইব পতি এই সে কারণ। কাননে বসিয়া তপ করিছি সাধন॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি দক্ষের আগারে। দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যজি খ্যাত চরাচরে॥
পতিনিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ। দক্ষযজ্ঞে ত্যজেছিনু আপন জীবন॥
পুনশ্চ জনমি আসি হিমালয় ঘরে। করিতেছি তপশ্চর্য্যা মহেশের তরে॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন সতি আমার বচন॥

ভ্রমত ভ্রমেন শিব শ্মশানে শ্মশানে। কুরূপ দেখিতে তায় জানে সর্ব্বজনে॥
নাহি ঘর নাহি বাড়ী নাহি কিছু ধন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিদেশে করিছে ধারণ॥
পাগল সমান ফিরে যেখানে সেখানে। তাহারে বাঞ্ছিছ পতি কিসের কারণে॥
গুণে গুণবতী তুমি পরম সুন্দরী। শিবে অভিলাষ কেন বল ত্বরা করি॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণে করি বিসর্জ্জন। শিবেরে পাইতে সাধ কিসের কারণ॥
কঠোর তপস্যা কেন শিবের কারণে। তুমি সতী গুণবতী কহি তব স্থানে॥
চিত্ত হতে শিব-আশা কর বিসর্জ্জন। অনুরূপ পতি লাভে কর আকিঞ্চন॥
তোমার যেমন রূপ শুনহ সুন্দরি। তব নখ সম নহে সেই ত্রিপুরারি॥
এতেক বচন শুনি উমা সতী কয়। শুন শুন ব্রহ্মচারী ওহে মহোদয়॥
শিব-নিন্দা মম পাশে না কর কখন। হেন বাক্য মুখে নাহি আন কদাচন॥
যেই বাক্য শুনি আমি পূরব জনমে। ত্যজেছিনু নিজ দেহ দক্ষের ভবনে॥
সেই বাক্য কেন তুমি কহ ব্রহ্মচারী। অগতির গতি সেই দেব ত্রিপুরারি॥
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। মহেশের স্তব কর ওহে মহাত্মন॥
তাহা হলে উভয়ের প্রায়শ্চিত্ত হবে। নৈলে আমি কিম্বা তুমি নরকে ডুবিবে॥
উমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্রহ্মচারী শিবস্তুতি করেন তখন॥
শিব হর ত্রিনয়ন ওহে ত্রিপুরারি। প্রমথ-অধিপ তুমি কৈলাস-বিহারী॥
সর্ব্বানন্দময় দেব অখিল-কারণ। ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি অখিল ভুবন॥
কালরূপী তুমি দেব করি নমস্কার। অগতির গতি তুমি সার হতে সার॥
ব্রহ্মচারী-মুখে স্তব করিয়া শ্রবণ। আনন্দে উৎফুল্ল হয় উমার নয়ন॥
ব্রহ্মচারীরূপী শিবে সম্বোধন করি। মিষ্টভাষে কহে উমা নগেন্দ্র-কুমারী॥
শুন শুন ব্রহ্মচারী করি নমস্কার। শিবতত্ত্বজ্ঞানী তুমি ওহে গুণাধার॥
শিবের স্বরূপ তুমি তোমারে নমামি। প্রসীদ প্রসীদ দেব করি যোড়পাণি॥
তোমাতে শিবেতে ভেদ না করি দর্শন। পুনঃ পুনঃ নমস্কার ওহে মহাত্মন॥
উমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্রহ্মচারীরূপী শিব হরিষে মগন॥
অবিলম্বে নিজরূপ ধারণ করিয়ে। উমার সম্মুখে রহে পুলক-হৃদয়ে॥
আহা মরি কিবা শোভা বৃষভ-উপরে। বিভূতি ভূষণ অঙ্গে জনমন হরে॥
নাগবজ্ঞ উপবীত গলদেশে তাঁর। ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিতটে সুন্দর আকার॥
শশিকলা শোভে শিরে আহা মরি মরি। ববম ববম মুখে যাই বলি হারি॥
উমার সম্মুখে থাকি দেব ত্রিলোচন। কহিলেন মিষ্টভাষে করহ শ্রবণ॥
আমারে পাইবে তুমি শুনহ সুন্দরি। এত বলি অন্তর্ধান হন ত্রিপুরারি॥
মহাযোগী গঙ্গাধর সঙ্গারে লভিয়ে। পরম আনন্দে আছে মস্তকে লইয়ে॥

সে হেতু অপর নারী বাঞ্ছা নাহি করে। সদানন্দে রহে শিব গঙ্গা লয়ে শিরে॥ উমারে দর্শন দিয়া করেন প্রস্থান। হিমালয়-শৃঙ্গে বসে দেব দয়াবান্॥ যোগেতে আপন মন করে নিবেশন। নারদের মুখে গিরি করিল শ্রবণ॥ ব্যস্ত হয়ে কন্যা লয়ে শিবের সদনে। পরিচর্য্যা হেতু রাখে অতীব যতনে॥ উমা সতী পিতৃ-আজ্ঞা ধরি শিরোপরে। মহেশের সেবা করে অতি ভক্তি-ভরে॥ শিশিরে শিশিরে কষ্ট করেন সুন্দরী। মনে মনে পতি পাবে দেব-ত্রিপুরারি॥ কিন্তু মহাযোগে রত দেব পঞ্চানন। উমার উপরে মন না দেন কখন॥ এদিকে দেবতা সহ দেব পদ্মাকর। বহুক্ষণ পরামর্শ করেন বিস্তর॥ কিরূপে শিবের যোগ হইবে ভঞ্জন। কিরূপে উমারে শিব করিবে গ্রহণ॥ এইরূপ বিবেচনা করি পদ্মযোনি। পাঠালেন কামদেবে যথা শূলপাণি॥ ভাঙ্গিতে শিবের যোগ চলিল মদন। পুষ্পধনু হাতে কিবা অতি সুশোভন॥ ধীরে ধীরে হিমালয়ে হয়ে উপস্থিত। শিবের পাশেতে যায় মদন ত্বরিত॥ আকর্ণ টানিয়া ধনু করেন টঙ্কার। মোহনাদি বাণ তাহে যুড়ে গুণাধার॥ তাহা হেরি কামসখা বসন্ত ধীমান। সখার পাশেতে রহে হয়ে মূর্ত্তিমান॥ নানাবিধ পুষ্পরাশি ফুটিল তখন। গন্ধে আমোদিত হয়ে অখিল কানন॥ এদিকে শিবের চিত্তে জন্মিল বিকার। তাহা দেখি আত্মারাম করেন বিচার॥ চিত্তের বিকার জন্মে কিসের কারণ। কেন আজি বিচলিত হইতেছে মন॥ এইরূপ বিবেচনা করিয়া অন্তরে। নয়ন মেলিয়া শিব দৃষ্টিপাত করে॥ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে পঞ্চানন। অকস্মাৎ দেখে পাশে মদন তখন॥ মণ্ডলী করিয়া ধনু রয়েছে দাঁড়ায়ে। পঞ্চবাণ পঞ্চশর কার্ম্মুকে যুড়িয়ে। তাহা দেখি রোষবশে দেব পঞ্চানন। আরক্ত-নয়নে করে মদনে দর্শন॥ তখন ললাটনেত্র হইতে তাঁহার। বাহিরিল অগ্নিকণা ভীষণ আকার॥ দেখিতে দেখিতে অগ্নি করিয়া গমন। মদনেরে ভস্মীভূত করিল তখন॥ হায় হায় কি হইল দেবগণ করে। করাঘাত করে রতি বক্ষের উপরে॥ কার সাধ্য শিবপাশে করয়ে গমন। কার শক্তি মহেশেরে করে নিবারণ॥ ভস্মীভূত হয়ে কাম আনন্দ আকারে। গুপ্তভাবে রহে গিয়া উমার শরীরে। কামদেহভস্ম পরে লয়ে পঞ্চানন। আপনার কলেবরে করেন লেপন। তার পর উমা দেবী কামভাব ধরি। মহেশেরে নিরীক্ষণ করেন সুন্দরী। তখন সকাম হন দেব পঞ্চানন। তাহা দেখি পরিতুষ্ট যত দেবগণ। সেইকালে হিমালয় সানন্দ অন্তরে। উদ্যোগ করেন কন্যা অর্পিতে শিবেরে। ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ। সমবেত সবে আসি হলেন তখন

বিধি অনুসারে দেবদেব ত্রিপুরারি। উমারে গ্রহণ করে আনন্দে কান্দি॥
বিধানে উমার সহ হয় পরিণয়। উমারে পাইয়া শিব হরিষ-হৃদয়॥
শুন শুন তার পর আশ্চর্য্য ঘটন। তারক নামেতে দৈত্য আছিল দুর্জ্জন॥
তাহার পীড়নে যত অমর নিকর। জ্বালাতন হয়ে কষ্ট পান নিরন্তর॥
দেবতার রাজ্য দুষ্ট করয়ে হরণ। যজ্ঞভাগ লয় কাড়ি সেই দুরাত্মন॥
হেন সেনাপতি নাহি বিনাশে তাহায়। এই হেতু দেবগণ ব্যাকুল চিন্তায়॥
শিবতেজে যদি জন্মে একটী নন্দন। তবে ত তারক দৈত্য হবে বিনাশন॥
এই হেতু ব্রহ্মা আদি অমর নিকর। করযোড় করি কহে শিবের গোচর॥
শুন শুন মহেশ্বর করি নিবেদন। তোমা হতে এই বিশ্ব হয়েছে সৃজন॥
এখন বিনষ্ট হয় দেখ ত্রিপুরারি। তারক নামেতে দৈত্য দেবতার অরি॥
পীড়ন করিছে সদা এ তিন ভুবন। আর নাহি রহে বিশ্ব শুহে পঞ্চানন॥
যদি তব তেজে জন্মে একটী কুমার। তবে রক্ষা পায় প্রভু জগত সংসার॥
অতএব কৃপা কর দেবগণোপরে। বিহার করহ প্রভু লইয়া উমারে॥
তোমার তেজেতে যদি জনমে নন্দন। তবে ত মরিবে সেই দুষ্ট দুরজন॥
এতেক বচন শুনি কৈলাসের পতি। তথাস্তু বলিয়া করে ইলাবৃতে গতি॥
দেবতার কার্য্যসিদ্ধি করিবার তরে। ইলাবৃতে যান শিব লইয়া উমারে॥
ইলাবৃতবর্ষে পরে করিয়া গমন। বিহারেতে মত্ত হন দেব পঞ্চানন॥
উমার সহিতে দেব করেন বিহার। বিহারে নহেন তৃপ্ত প্রভু দযাধার॥
ক্রমে দিব্য শত বর্ষ অতীত হইল। তথাপি বিহারে নাহি বিরতি জন্মিল॥
তাহা দেখি ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ। ভীত হয়ে পরামর্শ করেন তখন॥
পরস্পর কহে সবে কি বলিব আর। জনমে না হেরি কভু এ হেন বিহার॥
কি অনর্থ হবে ইথে বুঝিবারে নারি। কিরূপে হবেন ক্ষান্ত দেব ত্রিপুরারি॥
দিব্য শত বর্ষ গেল যাঁহার মৈথুনে। তাঁহার তনয়ে পৃথ্বী ধরিবে কেমনে॥
ধরণীর সাধ্য নহে ধরিতে তাঁহায়। এইরূপ চিন্তা করে দেবতা সবায়॥
এইরূপ বহু চিন্তা করিয়া তখন। কতিপয় ব্রাহ্মণেরে করেন প্রেরণ॥
ব্রহ্মার আদেশে যত ব্রাহ্মণ নিকর। উপনীত হন গিয়া শিবের গোচর॥
শিব-শিবা দুই জনে বিহরে যথায়। বিপ্রগণ উপনীত অচিরে তথায়॥
বিপ্রগণে পুরোভাগে করি দরশন। অবনত করে দেবী লজ্জায় বদন॥
ত্বরাভাবে বস্ত্র দেবী করে পরিধান। লজ্জাবশে অধোমুখে করে অবস্থান॥
তদবধি সেই স্থানে পুরুষ না যায়। পুরুষ তথায় গেলে রমণীত্ব পায়॥
তাহাতে দেবীর শাপ জানে সর্ব্বজন। সেই স্থানে যদি কেহ করয়ে গমন॥

[illegible] হয়। এ হেতু তাঁহার [illegible] ॥
বিপ্রগণে নিরখিয়া গিরিজা সুন্দরী। লজ্জাবশে অধোমুখে রহে [illegible] ॥
অকস্মাৎ শিবতেজ পড়িল ধরায়। ব্যস্ত হয়ে অগ্নিদেব নিলেন তাহায় ॥
কিন্তু তেজ ধরিবারে সক্ষম না হয়ে। ভীত হয়ে গঙ্গাগর্ভে দিলেন ফেলিয়ে ॥
গঙ্গাদেবী ধরিবারে না হন সক্ষম। কৈলাসেতে শরবনে ফেলেন তখন ॥
সেই বনে শিবতেজে জন্মিল নন্দন। মহাবাহু মহাকল অদ্ভুত গঠন ॥
কনক সমান গৌর অতীব সুন্দর। বিবিধ ভূষণে তার শোভে কলেবর ॥
দেবগণ সেই পুত্রে করিয়া গ্রহণ। সেনাপতি পদে তাঁরে করেন বরণ ॥
কৃত্তিকাদি ছয় জন স্তন করে দান। ছয়মুখে শিবসুত দুগ্ধ করে পান ॥
এই হেতু কার্ত্তিকেয় নাম তাঁর হয়। ছয় মুখ হেতু ষড়ানন পরিচয় ॥
সেনাপতি পদে তাঁরে করিল বরণ। দেবগণ অস্ত্র শস্ত্র করেন অর্পণ ॥
সেনাপতি হয়ে পরে শিবের কুমার। দারুণ সমরে করে তারকে সংহার ॥
উমা সহ পশুপতি কৈলাসশিখরে। পরম সুখেতে রহে হরিব অন্তরে ॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। সবার পাশেতে তাহা করিনু কীর্ত্তন ॥
মহাপুণ্য কথা এই যেই জন শুনে। ইষ্টসিদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচনে ॥
সাধুগণ এই কথা করিবে শ্রবণ। পড়িবে ভকতি করি সিদ্ধির কারণ ॥
যতনে করিবে জপ ওহে ঋষিচয়। বিরচিয়া দ্বিজ কালী পুলক হৃদয় ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গঙ্গামাহাত্ম্য ও গঙ্গার সহস্রনাম কীর্ত্তন।

সত্যাশ্রয়া রাজকন্যা ত্রিনেত্রা শিবসুন্দরী।
শান্তিঃ ক্ষান্তিঃ ক্ষমা শক্তিঃ পরা পরমদেবতা।
মহাকালী রুদ্রকালী অপর্ণা অপরাজিতা।
রাজসিংহাসনতটা যাতনাচয়নাশিনী ॥

ঋষিকুল মিষ্টভাষে করি সম্বোধন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসে ওহে বিধির নন্দন ॥
তব মুখে সুধাকথা যতবার শুনি। বাসনা ততই বাড়ে ওহে মহামুনি ॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহোদয়। শুনিয়া পবিত্র কথা জুড়াই হৃদয় ॥
বর্ণন করিলে তুমি শিবশিরোপরে। জাহ্নবী বিরাজ করে কলকল স্বরে ॥
অগতির গতি যিনি অখিল-কারণ। গঙ্গারে মস্তকে ধরে সেই পঞ্চানন ॥
[illegible] নহি জাহ্নবী সুন্দরী। তাঁহার মাহাত্ম্য ঋষি বল কৃপা করি ॥

বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন যত ঋষিগণ ॥
গঙ্গার মহিমা বল কে বলিতে পারে। যাঁহার নামেতে পাপী অবহেলে তরে॥
শতেক যোজন হতে গঙ্গা গঙ্গা বলি। উচ্চৈঃস্বরে ডাকে যেই হৃদে ভক্তি করি॥
অসংখ্য পাতক তার হয় বিনাশন। অন্তিমে যে জন যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য গাই কি সাধ্য আমার। কিঞ্চিৎ জানেন শিব দয়ার আধার॥
আর কিছু জানে মাত্র দেব নারায়ণ। নৈলে বুঝে হেন জন নাহি ত্রিভুবন ॥
ইতিহাস বলি এক শুনহ সকলে। বুঝিতে পারিবে সবে আপন অন্তরে ॥
এক দিন ব্রহ্মধামে যত ঋষিগণ। ব্রহ্মার নিকটে আসি সমবেত হন ॥
নানাবিধ কথা সবে কহে পরস্পর। ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে তাপস নিকর ॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য বল ওহে পদ্মযোনি। বাসনা সবার মনে এই কথা শুনি ॥
এতেক বচন ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥ গঙ্গার
মাহাত্ম্য আমি বলিতে না পারি। কিঞ্চিৎ জানেন যদি বৈকুণ্ঠবিহারী ॥
আর কি জানে মাত্র দেব পঞ্চানন। অতএব মম বাক্য শুন ঋষিগণ ॥
সকলে মিলিয়া যাও কৈলাস-আগারে। জিজ্ঞাসা করহ সবে শিবের গোচরে॥
অথবা বৈকুণ্ঠে সবে করহ গমন। বলিবেন সবাপাশে দেব জনার্দ্দন ॥
এত শুনি ঋষিগণ কহে পুনরায়। শুন ব্রহ্মন্ নিবেদন করি হে তোমায় ॥
শিবের সভায় মোরা করিতে গমন। কদাপিচ না পারিব ওহে পদ্মাসন ॥
বৈকুণ্ঠে গমন মোরা করিতে নারিব। গঙ্গার মাহাত্ম্য তবে কিরূপে জানিব॥
অতএব শুন বলি ওহে পদ্মাসন। তুমি নিজে কৈলাসেতে করহ গমন ॥
অথবা বৈকুণ্ঠে যাহ অতি ত্বরা করি। যথায় বিরাজ করে বৈকুণ্ঠ-বিহারী ॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য তুমি জানিয়া সাদরে। ত্বরা করি ফিরি আস মোদের গোচরে॥
তোমার নিকটে মোরা করিব শ্রবণ। এই ত মোদের বাঞ্ছা ওহে পদ্মাসন ॥
কারী তুমি দেব কি বলিব আর। কৃপা করি পূর্ণ কর বাসনা সবার ॥
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। তথাস্তু বলিয়া প্রভু করেন গমন ॥
প্রথমে কৈলাসে যেতে মনন করিয়ে। শূন্যমার্গে উঠে দেব হরিষ হৃদয়ে ॥
রক্তবর্ণ চতুর্মুখ দেব পদ্মাকর। কমণ্ডলু শোভে করে অতি মনোহর ॥
শূন্যভরে যায় দেব পবনগতিতে। সহসা প্রবল বায়ু উঠিল ত্বরিতে ॥
দিক নিরূপণ কিছু করা নাহি যায়। পথিমাঝে ঘটে হায় এই কিবা দায় ॥
কোন দিকে যান বিধি নাহি নিরূপণ। মুষলের ধারে বৃষ্টি হয় বরিষণ ॥
চপলা চমকে কিবা অতি ঘন ঘন। বজ্রাঘাত পুনঃ পুনঃ হয় নিপতন ॥
বায়ুবশে পদ্মযোনি ঘুরিতে ঘুরিতে। উপনীত হন গিয়া অপর স্থানেতে ॥

জলে বৃষ্টি ঝড় আদি হয় নিবারণ। বিধাতা হেরেন সব অদ্ভুত গঠন ॥
অদ্ভুত আকার তথা নরগণ ধরে। অদ্ভুত বিশ্বের রূপ নারি বর্ণিবারে ॥
হেরেন তথায় ব্রহ্মা আছেন বসিয়ে। চারিদিকে নানাঋষি আছেন বেড়িয়ে ॥
শতমুখ ধরে সেই দেব পদ্মাসন। তাহা দেখি সবিস্ময় চতুর-আনন ॥
ধীরে ধীরে তাঁর পাশে গমন করিয়ে। বসিলেন সভামাঝে অতীব বিনয়ে ॥
ধীরে ধীরে শতমুখে করে নিবেদন। নমস্কার ওহে বিধি শতেক-বদন ॥
কাহার ব্রহ্মাণ্ড এই বলহ আমারে। কে নিযুক্ত কৈল তোমা বিশ্ব শাসিবারে ॥
কিরূপে ধরিলে তুমি শতেক বদন। বিবরিয়া বল সব এই নিবেদন ॥
শতমুখ ব্রহ্মা কহে শুন সৃষ্টিকারী। একমাত্র ব্রহ্ম যিনি সবার উপরি ॥
সকলি জানিবে বিধি তাঁর অধিকার। তিনি বিনা কেবা কর্ত্তা সংসার-মাঝার ॥
তাঁহার আদেশে আমি এই রাজ্যপতি। সৃজন পালন করি শুন ওহে বিধি ॥
যেরূপে হইল মোর শতেক আনন। বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ ॥
ভূমণ্ডলে ছিনু আমি ব্যাধের তনয়। বধিতাম নিরন্তর পশুপক্ষীচয় ॥
করিতাম বনে বনে নিয়ত ভ্রমণ। ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে ওহে পদ্মাসন ॥
দয়ার কণিকামাত্র না ছিল অন্তরে। করিতাম কত কাণ্ড স্বার্থসিদ্ধি তরে ॥
এইরূপে বহুকাল করিয়া যাপন। গঙ্গাতীরে একদিন করিনু গমন ॥
জাহ্নবীতীরেতে এক ছিল তরুবর। পক্ষীর কুলায় ছিল তাহার উপর ॥
পক্ষীশিশু ধরিবারে করিয়া মনন। অবিলম্বে বৃক্ষোপরি করি আরোহণ ॥
শাখায় শাখায় বাহি উঠিয়া উপরে। হস্ত প্রসারিয়া যাই পক্ষী ধরিবারে ॥
হের হের পদ্মাসন বিধির ঘটন। পক্ষীনীড়ে ছিল এক কাল ভুজঙ্গম ॥
যেমন প্রসারি হস্ত পক্ষী ধরিবারে। অমনি দংশন সেই ভুজঙ্গম করে ॥
বিষের জ্বালায় আমি ছটফট করি। জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি গঙ্গার উপরি ॥
গঙ্গাগর্ভে পড়ি আমি ত্যজিনু জীবন। বিমান লইয়া আসে দেবকন্যাগণ ॥
যমদূত এসেছিল লইতে আমারে। দেবগণ যমদূতে নিবারণ করে ॥
ভয়ে যমদূতগণ করে পলায়ন। বিমানে চড়িনু আমি ওহে পদ্মাসন ॥
দেবনারীগণ মোর থাকি চারিপাশে। বীজন করিতে থাকে মনের উল্লাসে ॥
গঙ্গায় মরিনু আমি এই সে কারণ। শতেক বদন মোর হইল তখন ॥
ঈশের আদেশে আমি এই বিশ্বে আসি। ব্রহ্মারূপে মনসুখে আছি দিবা-নিশি ॥ কি বলিব তোমা পাশে গঙ্গার মহিমা। গঙ্গার প্রসাদে পূরে মনের কামনা ॥ বলিনু তোমার পাশে মম বিবরণ। এখন আপন স্থানে করহ গমন ॥
কত যে ব্রহ্মাণ্ড আছে কে বলিতে পারে। কত ব্রহ্মা কত ইন্দ্র আছয়ে সংসারে ॥

[illegible] উদরের তরে ॥
[illegible] করিয়া ভোজন। উঠিলেন পুনরায় [illegible] ॥
[illegible] পুনঃ করেন গমন। পুনশ্চ প্রবল বায়ু উঠিল তখন ॥
[illegible] অতি বিস্মিত অন্তরে। ভাবিতে ভাবিতে চলে কৈলাস-শিখরে ॥
[illegible] দেখি দেব পদ্মাসন। চিন্তাকুল হয়ে দ্রুত করেন গমন ॥
[illegible] যাবে কিন্তু নাহিক নির্ণয়। বায়ুবেগে কার সাধ্য অবলম্ব হয় ॥
[illegible] ঘুরিতে পরে দেব পদ্মাসন। অপর ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া দিলেন দর্শন ॥
[illegible] তথা এক ব্রহ্মা সমাসীন। জটাজূট শোভে শিরে অতীব প্রবীণ ॥
[illegible] বদন তাঁর কিবা শোভা ধরে। উঠিতেছে হোমগন্ধ দিক দিগন্তরে ॥
তাঁহারে হেরিয়া দেব চতুর-আনন। প্রণাম করিয়া বসে সবিস্ময়-মন ॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন সহস্র-আননে। পরিচয় দেহ দেব এ অধীন জনে ॥
কিরূপে ধরিলে তুমি সহস্র আনন। ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বল কিসের কারণ ॥
সহস্র-আনন কহে শুন পদ্মাকর। একমাত্র জগৎপাতা সবার ঈশ্বর ॥
তাঁহার আদেশে আমি ব্রহ্মপদে বসি। আদেশ পালন করি সুখে দিবানিশি ॥
যে কারণে ধরি আমি সহস্র-আনন। বলিতেছি সেই কথা শুন পদ্মাসন ॥
মূষিক উদরে আমি জনম ধরিয়ে। বহুদিন ছিনু বিধি ধরাধামে গিয়ে ॥
বিবর করিয়া সদা করিতাম বাস। মার্জ্জার হেরিলে হতো অন্তরেতে ত্রাস ॥
সাবধানে গর্ত্ত হতে উঠি ধীরে ধীরে। ভ্রমিতাম খাদ্য হেতু উদরের তরে ॥
যাহা কিছু পাই তাহা করিয়া ভোজন। করিতাম পুনরায় বিবরে গমন ॥
এইরূপে বহুকাল জীবন কাটাই। তার পর ঘটে যাহা বলি তব ঠাঁই ॥
একদিন উঠিয়াছি আহারের তরে। সহসা মার্জ্জার এক হেরিল আমারে ॥
বিবরে যাইতে আমি নারিনু তখন। ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে করি বেগে পলায়ন ॥
পশ্চাতে পশ্চাতে মোর ধাইল মার্জ্জার। পড়ি কিম্বা মরি নাহি দৃষ্টির সঞ্চার ॥
[illegible] দৌড়িতে আমি করিনু গমন। অকস্মাৎ গঙ্গাগর্ভে হই নিপতন ॥
যেমন পতিত হই জাহ্নবী-সলিলে। অমনি ত্যজিনু প্রাণ কহি যে তোমারে ॥
[illegible] মোর হইল মরণ। সেই হেতু এই পদ ওহে পদ্মাসন ॥
[illegible] প্রসাদে আমি এই পদ ধরি। পরম সুখেতে আছি দিবা বিভাবরী ॥
[illegible] তোমার পাশে শুন বিবরণ। এখন আপন স্থানে করহ গমন ॥
[illegible] বচন শুনি দেব পদ্মযোনি। নমস্কার করি পুনঃ চলিল তখনি ॥
বিস্মিত হইয়া চলে দেব পদ্মাসন। মহাবেগে [illegible] করেন গমন ॥

প্রবল ঝড়েতে পড়ি দেব পদ্মাসন। নানাস্থানে ঘুরি যান হরির সদন॥
ধীরে ধীরে উপনীত বৈকুণ্ঠ আগারে। দেখিলেন দেব হরি সিংহাসনোপরে॥
নয়ন মুদিয়া হরি দেব জনার্দ্দন। একমনে গঙ্গাস্তব করে অধ্যয়ন॥
পারিষদ সবে আছে নয়ন মুদিয়ে। গঙ্গাস্তব শুনে সবে একান্ত হৃদয়ে॥
প্রশ্নের সময় নাহি পাইবা তথায়। ধীরে ধীরে পদ্মাসন তথা হতে যায়॥
বিস্মিত অন্তরে যান কৈলাস নগর। যথায় বিরাজ করে দেবদেব হর॥
ক্রমে ক্রমে কৈলাসেতে করিলা গমন। কৈলাসের দ্বারদেশে উপনীত হন॥
আশ্চর্য্য হেরেন গিয়া কৈলাসের দ্বারে। শিবমূর্ত্তি চারিজন বসি সেই স্থলে॥
তাহা দেখি সবিস্ময় দেব পদ্মাসন। বুঝিতে নারেন সত্য শিব কোন্ জন॥
বিধিরে ব্যাকুল হেরি শিবের দুয়ারী। কহিলেন শুন শুন ওহে সৃষ্টিকারী॥
মোদের কেহই নহে দেব পঞ্চানন। আমরা শিবের দ্বারী শুন পদ্মাসন॥
পশুপতি বসি আছে সিংহাসনোপরে। কলকলরবে গঙ্গা বিরাজেন শিরে॥
বামেতে পার্ব্বতী দেবী আছেন বসিয়ে। আত্মারাম আত্মানন্দে আছেন মজিয়ে॥
ব্যাকুল তোমারে কেন হেরি পদ্মাসন। কিসের কারণে বল হেথা আগমন॥
এত শুনি পদ্মাসন কহে ধীরে ধীরে। শুন শুন মম বাক্য বলি সবাকারে॥
তোমা সবে কেবা ছিলে কহ বিবরণ। শিবরূপ কিবা রূপে করিলে ধারণ॥
দ্বারীগণ কহে সবে শুন পদ্মাসন। মোদের বৃত্তান্ত অতি বিস্ময়-আকর॥
ভবনেতে ছিনু মোরা কৃমিরূপ ধরি। দারুণ পাপিষ্ঠ মোরা ওহে সৃষ্টিকারী॥
কুক্কুরের শব এক গঙ্গায় পড়িয়ে। স্রোতোবেগে চলি যায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে॥
সেই শবে বহু কীট লভিল জনম। আমরা তাহার মধ্যে এই চারি জন॥
বায়স আসিয়া বসি শবের উপর। কৃমি সবি ভোজনেতে হইল তৎপর॥
তার চঞ্চুপুট হতে মোরা এই চারি। পতিত হইয়া যাই সলিল উপরি॥
গঙ্গাগর্ভে পড়ি মোরা ত্যজিনু জীবন। সেই ফলে হই মোরা তুল্য পঞ্চানন॥
গঙ্গায় মরণফলে এই পদ পাই। শিবের দুয়ারী হই কহি তব ঠাঁই॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে বুঝিতে পারে। গঙ্গাসম নাহি কিছু ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
এই হেতু দেবদেব দেব পঞ্চানন। সযতনে শিরোপরি করেন ধারণ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে পদ্মাকর। ইচ্ছা হলে যেতে পার শঙ্কর-গোচর॥
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। কহিলেন এবে আমি করিব গমন॥
এসেছিনু যেই হেতু জানিনু সকল। এখন থাকিয়া আর কিবা বল ফল॥
ঋষিগণ আছে বসি আমার সভায়। তাঁদের সকাশে ত্বরা যাইব তথায়॥
আমার প্রতীক্ষা করি আছে সব জন। নমস্কার তোমা সবে ওহে সাধুজন॥

শিবের সদৃশ সত্য তোমরা সকলে। নমস্কার তোমা সবে যাই নিজস্থলে॥
উদ্দেশে শঙ্করপদে করি নমস্কার। চলিলাম এবে আমি আপন আগার॥
জানিনু গঙ্গার সম নাহি কোন জন। যাহা হতে সুপবিত্র এ তিন ভুবন॥
যাঁহারে শিরেতে ধরে শশাঙ্কশেখর। বুঝিতে মহিমা তাঁর পারে কোন্ নর॥
এত বলি নমস্কার করি পদ্মাসন। বিশ্বাসিত মনে যান আপন ভবন॥
হৃদিমাঝে জাহ্নবীরে স্মরণ করিয়ে। গমন করেন বিধি পুলক হৃদয়ে॥
সব চিন্তা দূরে গেল গঙ্গা চিন্তা সার। সতত ভাবেন গঙ্গা হৃদয় মাঝার॥
গঙ্গাস্তব অধ্যয়ন করিতে করিতে। নিজ ধামে চলে ব্রহ্মা পুলকিত চিতে॥

ওঙ্কাররূপিণী দেবী শ্বেতা সত্ত্বস্বরূপিণী। শান্তিঃ শান্তা ক্ষমা শক্তিঃ পরা পরমদেবতা॥ বিষ্ণুর্ণারায়ণী কাম্যা কমনীয়া মহাকলা। দুর্গা দুর্গতিসংহন্ত্রী গঙ্গা গগনবাসিনী॥ শৈলেন্দ্রবাসিনী দুর্গবাসিনী দুর্গমপ্রিয়া। নিরঞ্জনা চ নির্লেপা নিষ্কলা নিরহঙ্ক্রিয়া॥ প্রসন্না শুক্লদশনা পরমার্থা পুরাতনী। নিরাকারা চ শুদ্ধা চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী॥ দয়া দয়াবতী দীর্ঘা দীর্ঘবক্ত্রা দুরোদরা। শৈলকন্যা শৈলরাজবাসিনী শৈলনন্দিনী॥ মন্দাকিনী মহানন্দা স্বর্ধুনী স্বর্গবাহিনী॥ মোক্ষাখ্যা মোক্ষসরণির্ভক্তির্মুক্তিপ্রদায়িনী। জলরূপা জলময়ী জলেশী জলবাসিনী॥ দীর্ঘজিহ্বা করালাক্ষী বিশ্বাক্ষা বিশ্বতোমুখী। বিশ্ববর্ণা বিশ্বদৃষ্টির্বিশ্বেশী বিশ্ববন্দিতা॥ বৈষ্ণবী বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভবা বিষ্ণুবাহিনী। বিষ্ণুস্বরূপিণী বন্দ্যা বালা বৃদ্ধা বৃহত্তরা॥ পীযূষপূর্ণা পীযূষবাসিনা মধুরদ্রবা। সরস্বতী চ যমুনা গোদা গোদাবরী বরী॥ বরেণ্যা বরদা বীরা বরকন্যা বরেশ্বরী। বল্লবী বল্লবশ্রেষ্ঠা বাগ্বীরা বিশ্বরূপিণী॥ বারাহী বনসংস্থা চ বৃক্ষস্থা বৃক্ষসুন্দরী। বারুণী বরুণজ্যেষ্ঠা বরা বরুণবল্লভা॥ বরুণপ্রণতা দেবী বরুণানন্দকারিণী। বন্দ্যা বৃন্দাবলী বৃন্দারম্যা বৃষভবাহিনী॥ দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা শ্যামা পরমসুন্দরী। শিবপ্রিয়া শিবারাধ্যা শিবমস্তকবাসিনী॥ শিবমস্তকভূষা চ বিষ্ণুপাদবহা তথা। বিপত্তিনাশিনী দুর্গতারিণী জগদীশ্বরী॥ গীতা পুণ্যচরিত্রা চ পুণ্যনাম্নী সুবিশ্রবা। শ্রীরামা রামরূপা চ রামচন্দ্রকচন্দ্রিকা॥ রাঘবী রঘুবংশশী সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠিতা। সূর্য্যা সূর্য্যপ্রিয়া গৌরী সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী॥ ভগিনী ভাগ্যদা ভব্যা ভাগ্যপ্রাপ্যা ভগেশ্বরী। ভব্যোচ্চয়োপলক্ষা চ কোটিজন্মতপঃফলা॥ তপস্বিনী তাপসী চ তপন্তী তাপনাশিনী। বিষ্ণুভেদদ্রবাকারা শিবগাত্রসমুদ্ভবা। আনন্দদ্রবরূপা চ পূর্ণানন্দময়ী শিবা॥ কোটিসূর্য্যপ্রভা পাপধ্বান্তসংহারকারিণী। পবিত্রা পরমা পুণ্যা তেজস্বিনী শশিপ্রভা॥ শশিকোটিপ্রকাশা চ ত্রিজগদ্দীপিকারিণী। সত্যা সত্যস্বরূপা চ সত্যজ্ঞা সত্যসম্ভবা॥

সত্যাশ্রয়া সতী শ্যামা নবীনা নরকান্তকা। সহস্রশীর্ষা দেবেশী সহস্রাক্ষী সহস্রপাৎ ॥ লক্ষবক্ত্রা লক্ষপাদা লক্ষহস্তা বিলক্ষণা। সদা নূতনরূপা চ দুর্ল্লভা সুলভা শুভা ॥ রক্তবর্ণা চ রক্তাক্ষী ত্রিনেত্রা শিবসুন্দরী। ভদ্রকালী মহাকালী লক্ষী-গগনবাসিনী ॥ মহাবিদ্যা সিদ্ধ বিদ্যা মন্ত্ররূপা সুমন্ত্রিতা। রাজসিংহাসনতটী রাজরাজেশ্বরী রমা ॥ রাজকন্যা রাজপূজ্য মন্দমারুতচামরা। বেদবৃন্দপ্রপূজ্যা চ দেববৃন্দপ্রবন্দিতা ॥ দেববৃন্দস্তুতা দিব্যা বেদবৃন্দসুবর্ণিতা। সুরাণাং বর্ণনীয়া চ সুবর্ণগাননন্দিতা ॥ সুবর্ণদানলভ্যা চ গানানন্দপ্রিয়ামলা ॥ মালা মালাবতী মাল্যা মালতীকুসুমপ্রিয়া। দিগম্বরী দুষ্টহন্ত্রী সদা দুর্গম্ববাসিনী। অভয়া পদ্মহস্তা চ পীযূষকরশোভিতা ॥ খড়্গহস্তা ভীমরূপা শ্বেত-মকর-বাহিনী। শুদ্ধস্রোতা বেগবতী মহাপাষাণভেদিনী ॥ পাপালি- মোচন-করী পাপসংহারকারিণী। গভীরালকনন্দা চ মেরুসদৃশভেদিনী ॥ স্বর্গলোককৃতাবাসা স্বর্গসোপানরূপিকা॥ স্বর্গগা মোক্ষদা গঙ্গা নরসেব্যা নরেশ্বরী। পার্ব্বতী মেরুদৌহিত্রী মেনকাগর্ভসম্ভবা। অযোনিসম্ভবা সূক্ষ্মা পরমাত্মা পরাত্মজা ॥ বিষ্ণুজা বিষ্ণুজননী বিষ্ণুপাদনিবাসিনী। দেবী বিষ্ণুপদী পদ্মা জাহ্নবী পদ্মবাসিনী ॥ পদ্মা পদ্মাবতী পদ্মধারিণী পদ্মলোচনা। পদ্মপাদা পদ্মিনী পদ্মনাভা চ পদ্মিনী ॥ পদ্মগর্ভা পদ্মশয়া মহাপদ্মগুণাধিকা। পদ্মাক্ষা পদ্মললিতা পদ্মবর্ণা সুপদ্মিনী ॥ সহস্রদলপদ্মস্থা পদ্মাকরনিবাসিনী। মহাপদ্ম-পুরস্থা চ পুরেশী পরমেশ্বরী ॥ হংসী হংসবিভূষা চ হংসরাজবিভূষণা। হংস-রাজসুবর্ণা চ হংসারূঢ়া চ হংসিনী ॥ মন্ত্রাক্ষরস্বরূপা চ মন্ত্রবর্ণস্বরূপিণী। আনন্দ-সংপূর্ণা শ্বেতবারিপ্রপূরিকা ॥ অনায়াসসদামুক্তিযোগ্যা যোগ্যবিচারিণী। তেজোরূপজলপূর্ণা তেজসাং দীপ্তিরূপিণী ॥ প্রদীপকলিকাকারা প্রাণায়াম-স্বরূপিণী। প্রাণদা প্রাণনীয়া চ মহৌষধস্বরূপিণী ॥ মহৌষধজলা চৈব পাপ-রোগচিকিৎসকা। কোটিজন্মতপোলক্ষ্মী প্রাণত্যাগোত্তরামৃতা ॥ নিঃসন্দেহা নির্ম্মহিমা নির্ম্মলা মলনাশিনী। শবারূঢ়া শবস্থানবাসিনী শববর্ত্তিনী ॥ শ্মশান-বাসিনী কেশকীকশা চিতাতারিণী ভৈরবী ভৈরবশ্রেষ্ঠা সেবিতা ভৈরবপ্রিয়া॥ ভৈরবপ্রাণরূপা চ বীররসনিবাসিনী। বীরপ্রিয়া বীরপত্নী কুলীনা কুলপণ্ডিতা॥ কুলবৃক্ষস্থিতা কৌলী কুলকোমলবাসিনী। কুলদ্রবপ্রিয়া কুল্যা কুলমালাজপ-প্রিয়া ॥ কৌলদা কুলমাতা চ কুলবারিস্বরূপিণী। রণস্ত্রী রণভূরম্যা রণোৎসব প্রিয়ারণিঃ ॥ নৃমুণ্ডমালাভরণা নৃমুণ্ডকরধারিণী। বিবস্ত্রা চ সবস্ত্রা চ সূক্ষ্মবস্ত্রা চ যোগিনী ॥ রসিকা চ স্বরূপা চ জিতাহারা জিতেন্দ্রিয়া। যামিনী চার্দ্ধরাত্রস্থা কূর্চ্চবীজস্বরূপিণী ॥ লজ্জাশক্তিশ্চ বাগ্‌লাপা নারী নরকহারিণী। তারা

তারকরম্যা চ তারিণী তাররূপিণী ॥ অনন্তা চাদিরহিতা মধ্যশূন্যস্বরূপিণী। নক্ষত্রমালিনী ক্ষীণা নক্ষত্রস্থলবাসিনী ॥ তরুণাদিত্যসঙ্কাশা মাতঙ্গী মৃত্যু-বর্জ্জিতা। অমরামরসংসেব্যা উপাস্যা শক্তিরূপিণী ॥ ধূমাকারাগ্নিসংভূতা ধূম্রা ধূমাবতী রতিঃ। কামাখ্যা কামরূপা চ কাশী কাশীপুরস্থিতা ॥ বারাণসী বারযোষিৎ কাশীনাথশিরঃস্থিতা। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা ॥ দ্বারকা জ্বলদগ্নিশ্চ কেবলা কেবলত্বলা। করবীরপুরস্থা চ কাবেরী করবী শিবা ॥ রুক্মিণী চ করালাক্ষী কঙ্কালা শরণপ্রিয়া। জ্বালামুখী ক্ষীরিণী চ ক্ষীরগ্রামনিবাসিনী ॥ রক্ষাকরী দীর্ঘকর্ণা সুদণ্ডা দণ্ডবর্জ্জিতা। দৈত্যদানবসংহন্ত্রী দুষ্টহন্ত্রী বলিপ্রিয়া ॥ বলিমাংসপ্রিয়া শ্যামা ব্যাঘ্রচর্ম্মপিধায়িনী। জবাকুসুমসংকাশা সাত্ত্বিকী রাজসী তথা ॥ তামসী তরুণী বৃদ্ধা যুবতী বালিকা তথা। যক্ষরাজসুতা জম্বুমালিনী জম্বুবাসিনী ॥ জাম্বুনদবিভূষা চ জ্বলজ্জাম্বুনদপ্রভা। রুদ্রাণী রুদ্রদেহস্থা রুদ্রা রুদ্রাক্ষধারিণী ॥ অণুশ্চ পরমাণুশ্চ হ্রস্বা দীর্ঘা চ ভাবিনী। রুদ্রগীতা বিষ্ণুগীতা মহাকাব্যস্বরূপিণী ॥ আদিকাব্যস্বরূপা চ মহাভারতরূপিণী। অষ্টাদশপুরাণস্থা [illegible] চ ধর্ম্মিণী ॥ [illegible] মাতা মান্যা স্বসা চৈব শ্বশ্রূশ্চৈব পিতামহী। গুরুশ্চ গুরুপত্নী চ কালসর্পভয়প্রদা ॥ পিতামহসুতা সীতা শিরসীমন্তিনী শিবা। রুক্মিণী রুক্মবর্ণা চ ভৈমী ভীমস্বরূপিণী ॥ মহাভীমা মহানন্দা [illegible] জাম্ববতী মহা। নন্দা ভদ্রমুখী রিক্তা বিজয়া জয়দা জয়া ॥ [illegible] পূর্ণা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা। গুরুপূর্ণা সৌম্যভ্রা সিদ্ধিঃ সংক্লেশকারিণী। শনি-বুধ-কুজ-[illegible]-সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপিণী। অমৃতাস্থ[illegible] চ [illegible] চ [illegible]মৃতা ॥ নিরাতঙ্কা নিরালম্বা নিষ্প্রপঞ্চা বিশোষিণী। [illegible] [illegible] চ গরিষ্ঠা যোগিনাং বরা ॥ যশস্বিনী কীর্ত্তিমতী মহাশৈলাগ্রবাসিনী। [illegible] শরণী সিন্ধুবন্ধুঃ সবান্ধবা ॥ সম্পত্তিঃ সম্পদীশা চ বিপত্তিপরিমোচিনী। জন্মপ্রবাহহারিণী জন্মশূন্যনিবন্ধিনী ॥ নাগালম্বা নাগমালা জটামণ্ডলধারিণী। সুতরঙ্গজটাজুটা জটাধরশিরঃস্থিতা ॥ পট্টাম্বরধরা ধীরা কবিকাব্যরসপ্রিয়া। পুণ্যশেষা পাপহরা হরিণী হারিণী হরা ॥ হরিদ্রানগরস্থা চ বৈদ্যনাথপ্রিয়া বলিঃ। বক্রেশ্বরী বক্রধারা বক্রেশ্বরপুরস্থিতা ॥ শ্বেতগঙ্গা শীতলা চ উষ্ণোদকময়ী রুচিঃ। চোলরাজপ্রিয়করী চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী ॥ আদিত্যমণ্ডলগতা সদা নিত্যা চ কাশ্যপী। দহনাক্ষী ভয়হরা বিষজ্বালানিবারিণী ॥ হরা দশহরা স্নেহদায়িনী কলুষাশনিঃ। কপালমালিনী কালী মহাকালস্বরূপিণী ॥

ধনঞ্জয়া ॥ চিৎ সংচিৎ কুঃ কুবেরী ভুক্তিভুর্মির্ধরাধরী। ঈশ্বরী হ্রীমতী হ্রীশা ক্রীড়ারতা জয়প্রদা ॥ জীবন্তী জীবনী জীবজয়াকারা জয়েশ্বরী। সর্ব্বোপদ্রবসংশূন্যা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতা ॥ সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী গণেশী গণবন্দিতা। দুষ্প্রেক্ষ্যা দুষ্প্রবেশা চ দুর্দ্দর্শা চ সুবোধিনী ॥ দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা দুর্দ্দণ্ডা যমদেবতা। গৃহদেবী ভুমিদেবী ধনেশী ধনদেবতা ॥ গুহালয়া ঘোররূপা মহাঘোরনিতম্বিনী। স্ত্রী চঞ্চলা পাপমুক্তিশ্চারুনেত্রা লয়াত্মিকা ॥ কান্তিঃ কাম্যা নির্গুণা চ রজঃসত্ত্বতমোময়ী। কালরাত্রির্মহারাত্রির্জীবরূপা সনাতনী ॥ সুখদুঃখাদিভোক্ত্রী চ সুখদুঃখাদিবর্জ্জিতা। মহাবৃজিনসংহারা বৃজিনধ্বান্তমোচিনী ॥ জননী খলহন্ত্রী চ বারুণী পালকারিণী। নিদ্রাযোগ্যা মহানিদ্রা যোগনিদ্রা যোগেশ্বরী ॥ উদ্ধারয়িত্রী স্বর্গদা উদ্ধারণপূরা মতিঃ। ঋতা উরুতাহারা লোকোদ্ধারণকারিণী ॥ শংখেশ্বরী শংখহস্তা শংখরাজবিদারিণী। পশ্চিমাস্যা মহাস্রোতা পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী ॥ সার্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণা পাবন্যাত্তরবাহিনী। পতিতোদ্ধারিণী দোষমর্দ্দিনী দোষবর্জ্জিতা ॥ শরণ্যা শরণশ্রেষ্ঠা শ্রীদত্তা শ্রীরুদেবতা। স্বাহা স্বধা বিরূপাক্ষী স্বরূপাক্ষী শুভাননা ॥ কৌমুদী কুমুদাকারা কুমুদাম্বরভূষণা। সৌম্যা ভবানী ভূতিস্থা ভীমরূপা বরাননা ॥ বরাহকাম্যা বহ্নিষ্ঠা বৃহৎশ্রোণী বলাহকা। কেশিনী কেশপাশাঢ্যা নভোমণ্ডলবাসিনী ॥ মল্লিকা মল্লিকাপুষ্পবর্ণা লাঙ্গলধারিণী। তুলসীদলগন্ধাঢ্যা তুলসীদামভূষণা ॥ তুলসীতরুসংস্থা চ তুলসীরসমোহিনী। তুলসীরসসুস্বাদুসলিলা বিল্ববাসিনী ॥ বিল্ববৃক্ষনিবাসা চ বিল্বপত্ররসদ্রবা। মালূরপত্রগন্ধাঢ্যা বৈল্বী শৈবার্দ্ধদেহিনী ॥ অশোকা শোকরহিতা শোকদাবাগ্নিশমনা। অশোকবৃক্ষনিলয়া রম্ভা শিবকরামৃতা ॥ দাড়িমী দাড়িমীবর্ণা দাড়িমস্তনশোভিতা। রক্তাক্ষী রক্তরক্ষা রঙ্গিনী রক্তদন্তিকা ॥ রাগিণী রাগভার্য্যা চ সদা রাগবিবর্জ্জিতা। বিরাগরাগসংমোদা সর্ব্বরাগস্বরূপিণী ॥ গান্ধর্ব্বরূপিণী তালরূপিণী তারকেশ্বরী। বাল্মীকিবদনস্থা চ ভেদ্যা হ্যনন্তরঙ্গিণী ॥ মাতা উমাসপত্নী চ ধরাহারাবলী শুচিঃ। শ্বেতবর্ণপতাকা চ ইষ্টভোগী রসা ইলা ॥ স্বর্গতীরামৃতজলা চারুবীচিস্তরঙ্গিনী। ব্রহ্মতীরা ব্রহ্মজলা গিরিদারণকারিণী ॥ ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী ঘোরনাদিনী ঘোরযোগিনী। ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী চৈব গিরিরাজপ্রভেদিনী ॥ শুক্লধারাময়ী দিব্যশংখবাদ্যানুসারিণী। ঋষিস্তুত্যা সুরস্তুত্যা মহর্বর্গপ্রপূজিতা ॥ সুমেরুশীর্ষনিলয়া ভদ্রা সীতা মহেশ্বরী। অমলালকনন্দা চ শৈলসোপানচারিণী ॥ লোকাশাপূরণকরা সর্ব্বমানসদোহনী। ত্রৈলোক্যপাবনী ধন্যা পণ্ণীকরণকারিণী ॥ ধরণী

পার্থিবী পৃথ্বী পৃথুকীর্ত্তির্নিয়মাশ্রয়া। ব্রহ্মপুত্রী চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মকন্যা বলাশ্রয়া॥ ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুরূপা শিবরূপা হিরণ্ময়ী। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাঢ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বদা॥ সজ্জজ্জনোদ্ধারিণী চ স্মরণার্ত্তবিলাসিনী। দুর্গহন্ত্রী সুখস্পর্শা সুখমোক্ষস্বরূপিণী॥ আরোগ্যদায়িনী রম্যা নানাতাপবিনাশিনী। তাপোৎসারণশীলা চ তপোধাম্ম শ্রমাপহা॥ সর্ব্বদুঃখপ্রশমনা সর্ব্বশোকবিনাশিনী। সর্ব্বশ্রমহরা সর্ব্বসুখদা সুখসেবিতা॥ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমতী বাসমাত্রমহাতপা। সতনুর্নিস্তনুস্তন্বী তনুধারণকারিণী॥ মহাপাতকদাবাগ্নিঃ শীতলশশধারিণী। গেয়া জপ্যা চিন্তনীয়া ধ্যেয়া স্মরণলক্ষিতা॥ চিদানন্দস্বরূপা চ জ্ঞানরূপা গণেশ্বরী। আগম্যা আগমস্থা চ সর্ব্বাগমনিরূপিতা॥ ইষ্টদেবী মহাদেবী দেবনীয়া দিবিস্থিতা। দণ্ডবনগৃহস্থা চ শঙ্করাচার্য্যরূপিণী॥ শঙ্করাচার্য্যপ্রণতা শঙ্করাচার্য্যসংস্তুতা। শঙ্করাভরণোপেতা সদা শঙ্করভূষণা॥ শঙ্করাচারশীলা চ শঙ্ক্যা চ শঙ্করবোধিনী। শিবস্রোতা শম্ভুমুখী গৌরী গগনদাহিনী॥ দুর্গমা দুর্গমগোপ্যা গোপিনী গোপবল্লভা। গোমতী গোপকন্যা চ যশোদানন্দনন্দিনী॥ কৃষ্ণানুজা কংসহন্ত্রী ব্রহ্মরাক্ষসমোচনী। শাপসংমোচনী লঙ্কা লঙ্কেশী চ বিভীষণা॥ বিভীষা ভূষণী ভূষা হারাবলিরনুত্তমা। তীর্থস্তুতা মহাতীর্থা তীর্থকন্যা তীর্থপ্রসূঃ॥ কন্থা কল্পলতা কেলিঃ কল্যাণী কল্পবাসিনী। কলিকল্মষসংহন্ত্রী কালকাননবাসিনী॥ কালসেব্যা কালময়ী কলিকা কালিকোত্তমা। কামদা কারণাখ্যা চ কামিনা কীর্ত্তিধারিণী॥ কোকামুখী কেকরাক্ষী কুরঙ্গনয়নী কলিঃ। কজ্জলাক্ষী কান্তিরূপা কামাখ্যা কেশরীস্থিতা॥ বহুখলপ্রাণহরা ঘূর্ণস্রোতা ঘনোপমা। ঘূর্ণাক্ষদোষহরণী ঘূর্ণয়ন্তী জগত্রয়ং॥ ঘোরামৃতোপমজলা ঘর্ঘরা ঘরঘোষিণী। ঘোরা ঘোরতরা ঘূর্ণা ঘোষা ঘর্ঘরনাদিনী॥ ঘোষরাজ্ঞী ঘোষকন্যা ঘোষনীয়া ঘনালয়া। ঘট্টঘর্ঘরঘট্টাচ ঘট্টারী ঘট্টবারিণী॥ ঙণ্ডা ঙকারিণী ঙেশী ঙকারবর্ণসংশ্রয়া। চকোরনয়নী চারুমুখী চামরধারিণী॥ চন্দ্রিকা শুক্লসলিলা চন্দ্রমণ্ডলবাসিনী। চোহারবাসিনী চর্য্যা চর্ম্মরাচর্ম্মবাসিনী॥ চর্ম্মহস্তা চর্ম্মমুখী চুচুকদ্বয়শোভিতা। ছত্রিতা ছত্রনিলয়া ছত্রচামরশোভিতা॥ ছত্রিতা ছদ্মসংহন্ত্রী ছত্রব্রহ্মস্বরূপিণী। ছায়া চ ছলশূন্যা চ ছলয়ন্তী ছলান্বিতান্॥ ছিন্নমস্তা ছলধরা ছবর্ণা ছুরিতস্থবিঃ। জীমূতবাহিনী জিহ্বা জবাকুসুমসুন্দরী॥ জরাশূন্যা জবাজ্বালা জবিনা জবনেশ্বরী। জ্যোতিরূপা জগন্ময়ী জনার্দ্দনমনোরমা॥ ঝঙ্কারকারিণী ঝঝর্ঝা ঝর্ঝরীবাদ্যবাদিনী। ঝনন্নূপুরসংশব্দা ঝরা ঝর্ঝরাম্বরা॥ ঞকারেশী ঞকারস্থা ঞবর্ণমধ্যনামিকা। টঙ্কারকারিণী

টঙ্কধারিণী টঙ্ককাটনী ॥ ঠাকুরাণী ঠদ্বয়েশী ঠাক্কারী ঠাকুরপ্রিয়া। ডামরী ডমরাধীশা ডামরেশীশিরঃস্থিতা ॥ ডমরুধ্বনিনৃত্যন্তী ডাকিনীভয়হারিণী ॥ ডীনা ডয়িনী ডিণ্ডী চ ডিণ্ডীধ্বনিসদাপ্রিয়া ॥ ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কাবাদন-ভূষণা। ণকারবর্ণধারিণী ণকারীযানভাবিণী ॥ তৃতীয়া তীব্রপাপঘ্নী তীব্রতরণি-গুান ॥ তুষারকরতুল্যাস্যা তুষারকরবাসিনী ॥ থকারাক্ষী থবর্ণস্থা দ্বন্দ্বশূক-বিভূষণা। দীর্ঘজিহ্বা দীর্ঘরব ধনরূপা ধনেশ্বরী ॥ দূরদৃষ্টির্দুরগম্য ক্রতগন্ত্রী দ্রবস্রবা। নীরজাক্ষী নীররূপা নিকলা নির্ব্বৃতিপ্রিয়া ॥ পারা পরায়ণা পদ্মা পারায়ণপরায়ণা। পাবনা চ পণ্ডিতা চ পণ্ডাপণ্ডিতমোচিত ॥ পরা পবিত্রা পুণ্যাখ্যা পাপিকা পীতবাসিনী। ফুৎকারদূররদুরিতা ফাণয়ন্তী ফণাশ্রয়া ॥ ফেণিলা ফেণদশনা ফেণা ফেণবতী ফণা। ফেৎকারিণী ফণাধারা ফণিলোকনিবাসিনী ॥ ফণিকৃতালয়া ফুল্লা ফুল্লারবিন্দলোচনা। বেণীধরা বলবতী বেগবতী বলাধরা। বন্দারুবন্দ্যা বীরা চ বলবতীবলাশ্রয়া। ভীমরাজ্ঞী ভীম-পত্নী ভবশীর্ষকৃতালয়া ॥ ভাস্করা ভাস্করধরা ভূষা ভাস্করবাদিনী। ভয়ঙ্করী ভয়হরা ভূষণা ভূমিভেদিনী ॥ ভগভাগ্যবতী ভব্যা ভবদুঃখনিবারিণী। ভেরুণ্ডা ভেরুসুগমা ভদ্রকালী ভবস্থিতা ॥ মনোরমা মনোজ্ঞা চ মৃতা মোক্ষা মহামতিঃ। মতিদাত্রী মতিনরা মঠস্থা মোক্ষরূপিণী ॥ যমপূজ্যা যজ্ঞরূপা যজমানী যমস্বসা। যমদণ্ডস্বরূপা চ যমদণ্ডহরা যতিঃ ॥ রক্ষিকা রাত্রিরূপা চ রমণীয়া রমা রতিঃ। লয়াক্ষী লেশরূপা চ লেশনীয়া লয়প্রদা ॥ বিবৃদ্ধা বিশ্বহন্ত্রী চ বিশিষ্টা বেশধারিণী। শ্যামরূপা শরৎকন্যা শারদী শরণা শ্রুতা ॥ শ্রুতিগম্যা শ্রুতিস্তুত্যা শ্রীমুখী শরণপ্রদা। ষষ্টিষট্‌কোণ-নিলয়া ষট্‌কর্ম্মপরিসেবিতা ॥ সাত্ত্বিকী সত্যবাদিনী সানন্দা সুখরূপিণী। হরিকন্যা হরিজন্যা হরিদ্বর্ণা হরীশ্বরী ॥ ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমরূপা সুরধারাম্বু-শোষিণী। অলকা ইন্দিরা ঈশা উমা ঊষা ঋবর্ণিকা ॥ ঋষ্যরূপা ঌকারস্থা ৯ৡকারী ঐবিতা তথা। ঐশ্বর্য্যদায়িনী ওকারিণী ঔকাররূপিণী ॥ অঙ্কান্ত-শূন্যা অঙ্কধরা অস্পর্শা অস্ত্রধারিণী। সর্ব্ববর্ণময়ী বর্ণব্রহ্মরূপাখিলাত্মিকা। প্রসন্না শুক্লদশনা পরমার্থা পুরাতনী ॥

এইরূপ স্তব পাঠ করিতে করিতে। উপনীত হন ব্রহ্মা আপন ধামেতে ॥ ব্রহ্মাকৃত এই স্তব পড়ে যেই জন। গঙ্গাদেবী তার প্রতি মহাতুষ্ট হন ॥ মানব জনম ধরি সংসার মাঝারে। পড়িবেক এই স্তব অতি ভক্তিভরে ॥ অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা করাবে পঠন। মনোরথ সিদ্ধ হবে শাস্ত্রের বচন ॥ তদুপরি তুষ্ট হয়ে ত্রিপথগামিনী। অভিমত বর

বেন শুন যত মুনি ॥ [illegible] ধনহরা [illegible] পাইবে। [illegible] জাহ্নবীরে অর্চনা করিবে ॥ এই স্তব যেই জন করে অধ্যয়ন। তার গৃহে গঙ্গাদেবী অধিষ্ঠিত হন ॥ পুত্রোৎসব বিবাহাদি কিম্বা শ্রাদ্ধদিনে। অথবা জন্মদিনে শুনিবে শ্রবণে ॥ অথবা পড়িবে স্তব হয়ে একমন। [illegible] [illegible] শাস্ত্রের বচন ॥ ধনার্থীর ধন হয় ইহার প্রসাদে। ভার্য্যার্থীর ভার্য্যা হয় জানিবেক চিতে ॥ অপুত্রের পুত্র হয় শাস্ত্রের বচন। চতুর্ব্বর্গ [illegible] হয় ওহে ঋষিগণ ॥ যুগাদ্যা দিবসে আর পূর্ণিমা তিথিতে। রবি-সংক্রমণে দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে ॥ অমাবস্যা দিনে কিম্বা হরিবাসরেতে। পড়িবেক এই স্তব ভক্তিযুক্ত চিত্তে ॥ অথবা অতিথি যবে হবে আগমন। সেই দিন এই স্তব করিবে পঠন ॥ যেই নর এই স্তব পড়ে ভক্তিভরে। গঙ্গাদেবী সদা তুষ্ট তাহার উপরে ॥ রোগ শোক তার কাছে কভু নাহি যায়। তাহার সদৃশ নাহি এতিন ধরায় ॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন ঋষিগণ। ঋষ্যাদি করিবে এই স্তব অধ্যয়ন ॥ মহামতি ব্যাসদেব ঋষি যে ইহার। অনুষ্টুপ্ ছন্দ জান শাস্ত্রের বিচার ॥ সে মূল প্রকৃতি হয় পরম দেবতা। সেই দেবী বিশ্বমাঝে সর্ব্বদেবারাধ্যা ॥ বিনিয়োগ যাহে যাহে করহ শ্রবণ। সহস্রেক অশ্বমেধ ওহে ঋষিগণ ॥ বাজপেয় রাজসূয় শত শত করি। গয়া-শ্রাদ্ধ শত আর শাস্ত্রের বিচারি ॥ ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষয়ে পর উপকারে। এই সবে বিনিয়োগ জানিবে অন্তরে ॥ এরূপে ঋষ্যাদি ন্যাস করি তার পর। পড়িবেক এই স্তব তাপসনিকর ॥ এইরূপে স্তব পাঠ করিতে করিতে। উপনীত হন ব্রহ্মা আপন ধামেতে ॥ অপেক্ষা করিয়া ছিল যত ঋষিগণ। তাদের নিকটে সব করেন বর্ণন ॥ ব্রহ্মামুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ। বিস্ময়ে আকুল হয় যত ঋষিগণ ॥ তদবধি অন্য কার্য্য করি বিসর্জ্জন। একান্ত অন্তরে করে গঙ্গারে স্মরণ ॥ গঙ্গা আরাধনা করে অতি ভক্তিভরে। গঙ্গারে করেন সার হৃদয় মাঝারে ॥ ব্রহ্মার নিকটে পরে লইয়া বিদায়। আপন আপন স্থানে ঋষিগণ যায়। এতেক বৃত্তান্ত বলি সনত্‍কুমার। ঋষিগণে সম্বোধিয়া কহে পুনর্ব্বার ॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণে নাহি হেন জন ॥ গঙ্গার সমান তীর্থ অন্য কোথা নাই। বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদের ঠাঁই ॥ যত তীর্থ হয় সবে সংসার মাঝারে। সকলে [illegible] গঙ্গা জানিবে অন্তরে ॥ ব্রহ্মসৃষ্টি মাঝে আছে যত তীর্থগণ। গঙ্গা [illegible] তীর্থ [illegible] সর্ব্বতীর্থ [illegible] জাহ্নবী শাস্ত্রে [illegible] তত্ত্বজ্ঞানী সেই [illegible] ॥ [illegible] সেই সব জন। গঙ্গাতত্ত্ব বুঝিবারে

[illegible] । [illegible] জীবের গতি কভু নাহি হয়। অন্তে উর্দ্ধে স্বর্গগতি লভয়ে নিশ্চয়॥ যোজন শতেক হতে যেই সাধুজন। গঙ্গা গঙ্গা বলি [illegible] [illegible] অন্তিমে বিমানে চড়ি সেই সাধু নর। মনের সুখেতে যায় বৈকুণ্ঠ নগর॥ হেন দয়াময়ী মাতা নাহি কোথা আর। তাঁহারে ডাকিলে হয় ভবভয়ে উদ্ধার॥ সগরের পুত্রগণ গঙ্গার কৃপায়। সুগতি করেছে লাভ জানিবে নিশ্চয়॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। গঙ্গার সমান নাহি এ তিন ভুবন॥ পরমা প্রকৃতি দেবী জাহ্নবী সুন্দরী। তাঁহার তুলনা কভু কোথা নাহি হেরি॥ তাঁহার চরণে সদা করহ বন্দন। ঘুচি যাবে ঋষিগণ ভবের বন্ধন॥ তাঁহারে নিয়ত ভজ একান্ত অন্তরে। আর না আসিতে হবে ভব-কারাগারে॥ জ্ঞানাজ্ঞানে যত পাপ করে নরগণ। গঙ্গার স্মরণে হয় সকল মোচন॥ বিধানে যদ্যপি করে জাহ্নবীতে স্নান। ভয় বিঘ্ন নাহি আর তার বিদ্যমান॥ কুগ্রহ কখন নাহি করে আক্রমণ। শাস্ত্রের প্রমাণ এই শিবের বচন॥ যেরূপ নিয়ম আছে স্নান করিবারে। সেরূপে করিবে স্নান একান্ত অন্তরে॥ গঙ্গাস্নান প্রতিদিন করে যেই জন। রোগ নাহি তার দেহে করে আক্রমণ॥ মনের মালিন্য তার সব দূরে যায়। মনোরথ সিদ্ধ হয় দেবীর কৃপায়॥ অতএব ঋষিগণ করহ শ্রবণ। একান্ত অন্তরে লহ জাহ্নবী স্মরণ॥ সতত তাঁহার পদে কর নমস্কার। না ঘটিবে ভবমাঝে কখন জঞ্জাল॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। সংক্ষেপে সকলি আমি করিনু কীর্ত্তন॥ আর কি শুনিতে বল বাসনা অন্তরে। বর্ণন করিব তাহা সবার গোচরে॥ তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ়মন। সব ত্যজি ভাব সেই সাধনের ধন॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

গঙ্গাস্নানবিধি ও তন্মাহাত্ম্য।

সনৎকুমার উবাচ।

মলিনং বসনং ধৃত্বা গচ্ছেদ্বৈ গাঙ্গযাত্রিকঃ।
তথা মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য গঙ্গাযাত্রাং সমাচরেৎ।

ঋষিগণ শুনকাদি সুমধুর স্বরে। জিজ্ঞাসা করেন দেব সনৎকুমারে॥ [illegible] চরণে তোমার। এবে জিজ্ঞাসিছি যাহা কহ গুণাধার॥ নিত্য তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন। এখন মোদের বাক্য করহ শ্রবণ॥

বলিলে গঙ্গার কথা ওহে মহোদয়। শুনিনু তোমার মুখে মোরা মুনিচয় ॥ গঙ্গাস্নান বিধি এবে করহ কীর্ত্তন। শুনিতে বাসনা বড় করিতেছে মন ॥ এতেক বচন শুনি সনত্-কুমার। কহিতে লাগিল কথা [illegible] ॥ শুন শুন ঋষিগণ করি নিবেদন। জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব বর্ণন ॥ স্নান হেতু সুচঞ্চল হবে যবে মন। গঙ্গাস্নানে সেই কালে করিবে গমন ॥ স্নানান্তে বিধানে পূজা দিবে দেবগণে। ঋষিগণে পিতৃগণে পূজিবে যতনে ॥ শুভ্র বস্ত্রদ্বয় পরে পরিয়া সাদরে। করিবেক প্রাণায়াম একান্ত অন্তরে ॥ গঙ্গাস্নানে যেই কালে করিবে গমন। মৈথুন কলহ হিংসা করিবে বর্জ্জন ॥ মলিন বসন পরি আপন শরীরে। করিবেক গঙ্গাযাত্রা [illegible] ॥ যেইকালে গঙ্গাস্নানে করিবে গমন। গুরু বিষ্ণু গে [illegible] ॥ গণপতি শিব দুর্গা আর সরস্বতী। এই সবে [illegible] ॥ পিতা দেব আর দিকপালগণ। গন্ধর্ব্ব কিন্নর [illegible] ॥ দেব-দেবী সবে করি নমস্কার।” পড়িবেক এই মন্ত্র [illegible] ॥ মন্ত্র পড়ি যাত্রা করিবেক স্নানে। সর্ব্বসিদ্ধি হবে [illegible] ॥ “গঙ্গে দেবি লোকমাত বিঘ্নবিনাশিনি। নমস্কার করি [illegible] ॥ করিতেছি শুভ যাত্রা তোমা দরশনে। [illegible] চরণে ॥” এইরূপ মন্ত্রপাঠ করি তার পর। করিবেক গঙ্গাযাত্রা সেই [illegible] নর ॥ বিল্ববৃক্ষে প্রণমিয়া নমি তুলসীরে। বিল্বপত্র ঘ্রাণ করি অতি ভক্তিভরে ॥ তার পর গঙ্গাযাত্রা করিবে সুজন। এই ত আছয়ে বিধি ওহে ঋষিগণ ॥ কিবা পথে কিবা গৃহে কিবা রাত্রি দিনে। শয়নে ভোজনে কিম্বা দ্রব্য আদি দানে ॥ গঙ্গা গঙ্গা নিরন্তর করিবে স্মরণ। ক তলে সিদ্ধি তার ওহে ঋষিগ ॥ গঙ্গাযাত্রা করি নর যদি পথে মরে। গঙ্গামৃত্যু-ফল পায় জানিবে অন্তরে ॥ গঙ্গা দরশন হেতু যত দেবগণ। পরস্পর করে সবে কলহ ঘটন ॥ “আমি অগ্রে আমি অগ্রে যাইব গঙ্গায়।” এইরূপ কহে সবে স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধায় ॥ গঙ্গাস্নান হেতু যাত্রা করয়ে যখন। যত পাপ বিদ্যমান দেহেতে তখন ॥ বিকল হইয়া সব হয়ে যায় ক্ষয়। বিঘ্নরাশি তার পাশে কভু নাহি রয় ॥ গঙ্গার সলিলবায়ু লাগিলে শরীরে। মহাপাপে মুক্ত হয় জানিবে অন্তরে ॥ গঙ্গাবায়ু দেহে লগ্ন হইবে যখন। এই স্তব সেই কালে করিবে পঠন ॥ “গঙ্গাজলে যেই দেব মহাতুষ্টি পান; সর্ব্বদেবেশ্বর তিনি কেশব আখ্যান ॥ আপনার মহিমাতে যাঁর অবস্থিতি। অপ্রমেয় অজ যিনি সবাকার গতি ॥ শোক মোহ কভু নাহি জানে যেই জন। সনাতন সেই বিষ্ণু ওহে ঋষিগণ ॥

রণ করিবে তাঁরে সতত অন্তরে। তিনি ভিন্ন নাহি কিছু সংসার-ভিতরে॥
সদানন্দময় যিনি সংসার মাঝার। ধর্ম্মাধর্ম্মসমন্বিত দয়ার আধার॥
ব্যোমদেহরূপী যেই বিষ্ণু সনাতন। তাঁহারে হৃদয়মাঝে করিবে স্মরণ॥
জন্ম মৃত্যু যেই জন কভু নাহি জানে। তাঁহারে করিবে ধ্যান ঐকান্তিক মনে॥
ক্ষরাক্ষরবিনির্ম্মুক্ত যিনি সনাতন। একান্ত অন্তরে তাঁরে করিবে স্মরণ॥"
নিয়ত করেন যিনি অভয় প্রদান। সত্যরূপী সেই জন যিনি সর্ব্বস্থান॥
সনাতন সেই দেব বিষ্ণু নারায়ণ। সতত তাঁহারে হৃদে করিবে ধারণ॥
অমৃতস্বরূপ যিনি সাধনের ধন। মনীষী সমূহ যাঁরে করেন দর্শন॥
জ্ঞেয়াখ্য পরম-আত্মা যিনি সনাতন। তাঁহারে অন্তরমাঝে করিবে স্মরণ॥
ব্যাস আদি মহাতপা তাপস নিকর। যাঁহার উপরে সদা রাখেন অন্তর॥
জ্ঞানপুষ্পে পূজা যাঁর করেন সাধন। সেই বিষ্ণুদেবে সদা করিবে স্মরণ॥
গঙ্গানীরে দেহে মগ্ন হইবে যখন। এই স্তব সেই কালে করিবে পঠন॥
[illegible] স্তব [illegible] ঋষিগণ। ইহার প্রসাদে হর্ষ পায় যোগীজন॥
এ স্তব ভক্তিভরে যেই জন পড়ে। বিষ্ণুতুল্য হয় সেই জানিবে অন্তরে॥
[illegible] দেখিয়া [illegible] হৃদয়ে। ভক্তিভরে প্রণমিবে দণ্ডবৎ হয়ে॥
[illegible] বিশ্বের জননী। তুমি মহাপুণ্যা শিবশীর্ষনিবাসিনী॥
[illegible] সর্ব্বোপরি। তোমার চরণে মাতঃ প্রণিপাত করি॥"
[illegible] এ রূপেতে অন্তরে। অষ্টাঙ্গে প্রণাম পরে করিবে সাদরে॥
তার পর গঙ্গাজল করিবে স্পর্শন। স্পর্শকালে এই মন্ত্র পড়িবে তখন॥
তোমারে স্মরণ গঙ্গে করি গো অন্তরে। তুমি দেবী মহেশ্বরী পরশি তোমারে॥
বিষ্ণুদেহদ্রবাকারা তুমি গো জননী। প্রসীদ প্রসীদ দেবী পতিত পাবনী॥"
এই মন্ত্র ভক্তিভরে করি উচ্চারণ। সনাতনী জাহ্নবীরে করিবে স্পর্শন॥
বিবাসা হইয়া পরে করিবেক স্নান। প্রিয়সিদ্ধি হবে তাহে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মানব শরীর ধরি অবনীমাঝারে। যেই জন স্নান করে জাহ্নবীর নীরে॥
পুন নাহি আসে সেই ভবকারাগারে। বলিনু সবার পাশে শাস্ত্রের বিচার॥
গঙ্গাজলে না করিবে তীর্থ আবাহন। সর্ব্বতীর্থ যাঁর দেহে হয়েছে স্থাপন॥
সংকল্প ব্যতীত স্নান যদি কেহ করে। তথাপি সে জন যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
তাঁর দেহে কিছুমাত্র পাপ নাহি রয়। দেবগণ পিতৃগণ সদা তুষ্ট হয়॥
যথাবিধি স্নান করি জাহ্নবীর নীরে। তর্পণ করিবে পরে বিধি অনুসারে॥
অন্য চিন্তা হৃদি হতে দিয়া বিসর্জ্জন। ইষ্টদেবে নিরন্তর করিবে স্মরণ॥
গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি যেই জন রয়। তাহার মুকতি জান হাতে হাতে হয়॥

মুহূর্ত্ত যদাপি রহে জাহ্নবীর নীরে। সার্থক মুহূর্ত্ত সেই জানিবে অন্তরে॥
স্নান করি গৃহে পুনঃ যাইবে যখন। প্রার্থনা করিবে পুনঃ করিতে দর্শন॥
যদি পরিত্যাগ করে জনক জননী। ভার্য্যা পুত্রগণ তার অথবা ভগিনী॥
তথাপি তেমন দুঃখ তত নাহি হয়। গঙ্গা [illegible] দুঃখ যেইরূপ হয়॥
যেই দেশে জাহ্নবীর নাহি অধিষ্ঠান। সেই দেশে কভু নাহি যাবে মতিমান॥
একপদে অবস্থান করি সেই জন। [illegible] বৎসর তপ করে আচরণ॥
যেই পুণ্য হয় তার সেই তপফলে। যদি রহে দণ্ড মাত্র জাহ্নবীর তীরে॥
সেই পুণ্য হয় তার নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়॥
যাবত গঙ্গার তীরে করে অবস্থান। [illegible] পিতৃগণ মহাতুষ্টি পান॥
তাবত দেবতাগণ সেই জনোপরে। [illegible] অন্তরে॥
যতক্ষণ গঙ্গাতীরে রহে [illegible] সাধন॥
ততক্ষণ পর-অন্ন কভু নাহি খাবে। [illegible] জানিবে॥
গঙ্গাতীরে পরনিন্দা করে যেই জন। [illegible]॥
স্নান হেতু [illegible]
এই সব দ্রব্য নাহি [illegible] শাস্ত্রের বচন॥
যেই জন গঙ্গাতীরে করে [illegible]॥
ব্রহ্মহত্যাপাপে [illegible]॥
যারা নিবসতি করে জাহ্নবীর তীরে [illegible]
প্রভাত মধ্যাহ্নে আর [illegible]॥
গঙ্গাতীরে নিবসতি করে সেই জন। স্নান না [illegible] গমন॥
ব্রহ্মহত্যাপাপ আদি [illegible]॥
গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থান। ভক্তি করি প্রতিদিন করে গঙ্গাস্নান॥
তাহার অর্চ্চনা করে যেই সাধুজন। অশ্বমেধফল তার হয় উপার্জ্জন॥
গঙ্গাহীন দেশে বাস যেই জন করে। গঙ্গার [illegible] নাহি থাকে ভক্তিভরে॥
বিধাতা কর্ত্তৃক হয় বঞ্চিত সে জন। মহাপাপী হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥
গ্রাম জনপদ শৈল অথবা আশ্রম। যে স্থলেতে গঙ্গাদেবী হতেছে বহন॥
পরম পবিত্র ক্ষেত্র সেই স্থান হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
দুর্ল্লভ মানুষ জন্ম ধরিয়া সংসারে। গঙ্গা-আরাধন নাহি যেই জন করে॥
বিফল জনম তার বিফল জীবন। অন্তিমেতে সে জন করে নরকে গমন॥
মহা মহা পুণ্য যারা করে উপার্জ্জন। দেবলোকে সদা মান্য সেই সব জন॥
তাহারা একান্ত মনে অতি ভক্তিভরে। গঙ্গার প্রশান্ত মূর্ত্তি দরশন করে॥

অন্য জল সম জ্ঞান জাহ্নবীর নীরে। বিবেচনা করে যেই আপন অন্তরে॥
মহাপাপে মগ্ন হয় সেই সব জন। অন্তিমে তাহারা করে নরকে গমন॥
গঙ্গাহীন দেশ ত্যাগ করি যেই নর। সগঙ্গা দেশেতে বাস করে নিরন্তর॥
মহাবুদ্ধিমান সেই নাহিক সংশয়। দেবগণপূজ্য সেই ওহে ঋষিচয়॥
গঙ্গাতীরে আছে যার পৈতৃকী বসতি। শিবতুল্য সেই সাধু সেই মহামতি॥
মনুষ্যের চর্ম্ম মাত্র তাহার শরীরে। মহেশ্বর সম তারে জানিবে অন্তরে॥
গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করে যেই জন। তাহার করেতে কন্যা করিলে অর্পণ॥
গয়াশ্রাদ্ধফল পায় সেই সাধুনর। পিতৃগণ সদা তুষ্ট তাহার উপর॥
গঙ্গাতীরে নিবসতি যেই জন করে। ভূমিদান করে যেই সেজনের করে॥
চতুর্দ্দশ ইন্দ্র রহে যাবত ধরায়। ততদিন স্বর্গরাজ্য সেই জন পায়॥
গঙ্গাতীরে অবস্থান করে যেই জন। অপরাধ করে সেই যদ্যপি কখন॥
তাহারে প্রহার কিম্বা তাড়না করিলে। দেবগণ রুষ্ট হন তাহার উপরে॥
বিমুখ তাহার পরে পিতৃগণ হন। জন্ম জন্ম মহাপাপী সেই দুর্জ্জন॥
গঙ্গাদেবী সেই জনে পরিত্যাগ করে। অন্তিমে সে জন যায় নরক ভিতরে॥
গঙ্গাতীরে বাস করে যেই সাধু নর। সূর্য্যতুল্য তারে ভাবে যেই নরবর॥
নির্ম্মল অন্তর তার নাহিক সংশয়। তাহারে দেখিতে বাঞ্ছে দেবতানিচয়॥
যাহারা নিবসতি করে জাহ্নবীর তীরে। গঙ্গালোক বলি সবে ডাকিল সাদরে॥
[illegible] ম প্রতি পরিতুষ্ট হন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিগণ॥
দুর্ম্মতি দুর্গতি যারা এ ভবসংসারে। মনুষ্য বলিয়া ভাবে গঙ্গাবাসী নরে॥
অন্তিমে তাহারা যায় নরকমাঝার। মহাকষ্ট পেয়ে তারা করে হাহাকার॥
মনুষ্যরূপেতে সব যত দেবগণ। গঙ্গাতীরে নিবসতি করে সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব তাহাদিগে একান্ত অন্তরে। সম্মান করিবে সদা ভক্তি ভাব ভরে॥
তাহাদের অপমান করে যেই জন। মঙ্গল তাহার নাহি হয় কদাচন॥
গঙ্গার উভয় তীরে শিবের আদেশে। অসংখ্য পিশাচ সদা সানন্দে নিবসে॥
বায়ুরূপে রহে তারা সদা সর্ব্বক্ষণ। যে যে কাজ করে তারা করহ শ্রবণ॥
যার যারা গঙ্গাতীরে পাপকর্ম্ম করে। বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে অভক্ত-অন্তরে॥
শ্লেষ নখ কেশ আদি করে নিক্ষেপণ। তাহাদের শাস্তি দেয় পিশাচের গণ॥
মিথ্যাবাদী ভবধামে যেই সব নর। গুরুসেবা-পরাঙ্মুখ যাহার অন্তর॥
দুষ্টবুদ্ধি দুরমতি যেই জন হয়। বৃথা হিংসা করে যারা কপট-হৃদয়॥
বিশ্বাস ঘাতক হয় সেই যেই জন। তাহাদের শাস্তি দেয় পিশাচের গণ॥
এই সব পাপীগণ অন্তিম-সময়ে। গঙ্গাতীরে আসে যবে অজ্ঞান হইয়ে॥

উহাদিগে ধরি সেই পিশাচের গণ। শূন্যমার্গে মহাবেগে করে নিক্ষেপণ॥
গগনমণ্ডলে তারা ত্যজি কলেবর। দুরগতি লাভ করে নরক-ভিতর॥
দেখিতে না পায় কিন্তু যত পাপীগণ। দিব্যচক্ষু যারা তারা করে দরশন॥
পিশাচেরা যাহাদিগে ধরিয়া সবলে। মহারোষে ফেলি দেয় গগনমণ্ডলে॥
যেরূপে ত তারা ত্যজে আপন জীবন। বলিতেছি সেই-কথা করহ শ্রবণ॥
মলমূত্র ত্যাগ করি ভূরি পরিমাণে। বহুদিন ঘুরি ক্রমে গগনে গগনে॥
হতজ্ঞান হয়ে হয় ঘূর্ণিত লোচন। ঊর্দ্ধশ্বাস ঘন ঘন করে বিসর্জ্জন॥
ইন্দ্রিয় বিলোপ পায় জানিবে সবার। কৃষ্ণবর্ণ কলেবর ভীষণ আকার॥
এইরূপে কষ্ট পেয়ে দুর্জ্জন-নিকর। তার পর ত্যাগ করে নিজ কলেবর॥
শিবের কিঙ্কর বহু রহে গঙ্গাতীরে। শ্রীগঙ্গাভৈরব নাম সেই সবে ধরে॥
গঙ্গারক্ষা করে তারা করিয়া যতন। নানারূপ ধরি তারা করে বিচরণ॥
যে কাজ করয়ে তারা শুনহ সকলে। নিরন্তর রহে তারা জাহ্নবীর তীরে॥
অক্ষত কুসুম আদি যাহা যাহা পায়। গঙ্গাজল স্পৃষ্ট করি লইয়া তাহায়॥
তাহা দ্বারা জাহ্নবীরে করয়ে পূজন। শিব বিষ্ণু সকলেরে করয়ে অর্চ্চন॥
আর যাহা করে তাহা শুন ভক্তি করি। স্নানান্তে বসন হতে পড়ে যেই বারি॥
মস্তক উপরি তাহা করয়ে ধারণ। পাছে গঙ্গাজলে উহা হয় নিপতন॥
মাৎসর্য্য সতত আছে যাহার অন্তরে। দুষ্টবুদ্ধি যেই জন অসীমাকারে॥
পরের অনিষ্ট সদা করে যেই জন। কপট অন্তর যার ওহে ঋষিগণ॥
শ্রীগঙ্গাভৈরবগণ সেই সব জনে। রহিতে না দেয় কভু জাহ্নবী-সদনে॥
এ হেতু মাৎসর্য্য সদা করিবে বর্জ্জন। হিংসা দ্বেষ না করিবে কাহারে কখন॥
পরের অনিষ্ট চিন্তা যেই নাহি করে। কপটতা নাহি যার হৃদয়মাঝারে॥
দেবভক্তি সদা করে যেই সাধুজন। পিতৃগণ উদ্দেশেতে করয়ে তর্পণ॥
অতিথি সেবায় যার হরিষ অন্তর। গঙ্গাতীরে বাস করে যেই সব নর॥
তাহারাই দেহত্যাগ করে গঙ্গাতীরে। অন্তিমে তাহারা যায় বৈকুণ্ঠ নগরে॥
নতুবা কপটবুদ্ধি দুষ্ট দুরজন। তাহার ভাগ্যেতে নাহি গঙ্গায় মরণ॥
বহুভাগ্যে মরে জীব জাহ্নবীর নীরে। বহুভাগ্য অন্তকালে গঙ্গারে নেহারে॥
ভাগ্যফলে গঙ্গামৃত্যু লভে সাধুজন। শিবের আদেশ ইহা ওহে ঋষিগণ॥
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। সনৎ-কুমারে কহে করি সম্বোধন॥

কহ কহ বিধিসুত করিয়া করুণা। বর্ণন করিয়া সব পূরাও কামনা॥ গঙ্গায় মরিলে বল কিবা ফল হয়। কিরূপেতে গঙ্গামৃত্যু পায় নরচয়॥ তাহার প্রমাণ কোথা করেছ দর্শন। এই সব বিবরিয়া কহ মহাত্মন্॥ এতেক বচন শুনি

বিধিসুত কয়। শুন শুন বলিতেছি ওহে ঋষিচয়॥ কোটি কোটি জন্মে পাপ যেই নাহি করে। গঙ্গামৃত্যু হয় তার জানিবে অন্তরে॥ প্রবাহ অবধি করি হস্ত চতুষ্টয়। ইহার মধ্যেতে মৃত্যু যদি কভু হয়॥ পুন নাহি আসে এই ভব কারাগারে। নির্ব্বাণ মুকতি পায় হরিষ অন্তরে॥ যেই জন্মে গঙ্গামৃত্যু লভে দেহীজন। সেইজন্মকৃত পাপ হয় বিনাশন॥ কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য সেই জন পায়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু সবায়॥ জন্মের সহিতে জন্মে দেহীর মরণ। জননি গঙ্গায় মরে সেই সাধুজন॥ জীবন সহিতে নাশ জনমের হয়। ভবের বন্ধন তার হয়ে যায় ক্ষয়॥ শত শত মন্দকার্য্য করি যেই জন। অন্তিমে জাহ্নবী-জলে ত্যজয়ে জীবন॥ পাপরাশি সেইক্ষণে বিনাশে তাহার। কোটি জন্ম পুণ্যরাশি হয় যে সঞ্চার॥ সেই পুণ্য সেই নর করিয়া আশ্রয়। দিব্য রথে চড়ি ক্রমে ঊর্দ্ধগামী হয়॥ যদ্যপি গঙ্গায় মরে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে। গঙ্গামৃত্যু-ফল পায় শিবের বচনে॥ কিবা নর কিবা পশু কিবা পক্ষীগণ। কীট পতঙ্গাদি করি ওহে ঋষিগণ॥ যেই কেহ দেহ ত্যজে জাহ্নবীর নীরে। মুকতি লভিয়া যায় অমরনগরে॥ মিথ্যাবাদী দুষ্ট হয় যেই দুরজন। গুরু-সেবা-পরাঙ্মুখ যাহাদের মন॥ বৃথা হিংসা করে যারা জীবের উপরে। বিশ্বাস ঘাতক যারা এ ভব-সংসারে॥ কপট-হৃদয় যারা ওহে ঋষিগণ। মরণকালেতে তারা হয় অচেতন॥ জাহ্নবী দর্শন নাহি তাদের ভাগ্যেতে। পাপহেতু যায় তারা নিরয় মাঝেতে॥ পিশাচেরা তাহাদিগে করিয়া ধারণ। শূন্যমার্গে ফেলি দেয় ওহে ঋষিগণ॥ গগনেতে ত্যজে তারা নিজ কলেবর। দুর্গতি লভয়ে গিয়া নরক ভিতর॥ বহুকাল কষ্ট পায় থাকিয়া তথায়। তার পর জন্মে গিয়া পুনশ্চ ধরায়॥ সেই জন্মে যদি লভে গঙ্গায় মরণ। তবেত তাদের পাপ হয় বিমোচন॥ পশু পক্ষী কীট আদি গঙ্গায় মরিলে। স্বর্গধামে যায় চলি সেই পুণ্যফলে॥ তাদের উপরে নাহি যম-অধিকার। দেবতা সহিতে তারা করয়ে বিহার॥ দিব্য রথে চড়ি তারা করযে গমন। অমর-রমণী সব করয়ে বীজন॥ দেবগণ তার গুণ নিরন্তর গায়। পাপরাশি তার নামে দূরেতে পলায়॥ পুন নাহি জন্মে তারা মানব-আগারে। নিরন্তর রহে সুখে অমর-নগরে॥ নিরন্তর হৃদি যার সন্তোষেতে রয়। পর উপকার হেতু ব্যাকুল হৃদয়॥ একান্ত অন্তরে ভজে দেব-পিতৃগণে। অতিথি-সৎকার করে অতীব যতনে॥ গুরু সহ দেবে নাহি করে ভেদজ্ঞান। মন্ত্র সহ ব্রহ্মে যার বিচার সমান॥ সে জন অন্তিমে লভে গঙ্গায় মরণ। ঘুচি যায় ঋষিগণ ভবের বন্ধন॥ সত্য বিনা মিথ্যা নাহি যেই জন জানে। সত্য মিত্র সত্য গতি ভাবে যেই মনে॥

প্রবঞ্চনা নাহি যার অন্তর মাঝার। গঙ্গায় মরণ হয় জানিবে তাহার॥ ইতি-হাস বলি এক শুন ঋষিগণ। বুঝিবে কি ফল দেয় গঙ্গায় মরণ॥

প্রয়াগ নামেতে তীর্থ সর্ব্ব জনে জানে। মোক্ষ হেতু নরগণ যায় সেই স্থানে॥ ত্রিবেণী পরম তীর্থ বিরাজে তথায়। কত সিদ্ধ সাধ্য রহে বসিয়া যথায়॥ দেবগণ বায়ুরূপে অবস্থান করে। দেবর্ষিগণেরা সব রহে শূন্যভরে॥ জাহ্নবী যমুনা আর দেবী সরস্বতী। তিন নদী একত্রেতে করে অবস্থিতি॥ ত্রিবেণী সমান তীর্থ নাহিক ধরায়। যথায় মরিলে ভববন্ধন খণ্ডায়॥ যমুনা-সলিল মিশে জাহ্নবী সলিলে। কিবা শোভা মন মোহে নয়নে হেরিলে॥ সরস্বতী গুপ্তভাবে করে অবস্থান। নাহিক ইহার সম তীর্থ কোন স্থান॥ এই স্থানে করে সবে মস্তক মুণ্ডন। শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাবিধি করয়ে সাধন॥ দক্ষিণা প্রদান করে ব্রাহ্মণের করে। ভোজন করায় বিপ্রে অতীব সাদরে॥ হেন তীর্থে নাহি যায় যেই অভাজন। বিফল জনম তার বিফল জীবন॥ কল কল রবে বহে গঙ্গা সুরধুনী। যমুনা মিলিছে সঙ্গে শমন-ভগিনী॥ যমুনার কাল জল জাহ্নবীর নীরে। তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ে জলবিম্বপরে॥ শ্বেতজলে কৃষ্ণজল হইয়া পতন। কিবা শোভা ধরে হায় মোহে জনগণ॥ জাহ্নবীর শ্বেত জল যমুনার নীরে। পড়ি কিবা শোভা ধরে জনমন হরে॥ হেন তীর্থ যেই জন না করে দর্শন। বিফল জনম তার বিফল জীবন॥ সেই স্থানে দস্যু এক করিত বসতি। বিরাধ তাহার নাম অতি দুরমতি॥ নিরন্তর পরদ্রব্য করিত লুণ্ঠন। পরগৃহে পশি রাত্রে করিত হরণ॥ভ্রমিত সতত দুষ্ট প্রান্তরে প্রান্তরে। কখন থাকিত গিয়া বনের মাঝারে॥ একাকী পথিক যদি হতো দরশন। তখনি তাহারে দুষ্ট করিত নিধন॥ ব্রহ্মহত্যা নারীহত্যা ভ্রূণহত্যা আর। কিছুতে না হতো তার বিকার সঞ্চার॥ কুকর্ম্মে কখন নাহি জনমিত ভয়। পরকাল না ভাবিত তাহার হৃদয়॥ না জানিত ধর্ম্ম কর্ম্ম জগত মাঝারে। কেবল ভ্রমিত সদা উদরের তরে॥ দস্যুবৃত্তি করি যাহা হতো উপার্জ্জন। কুলটা-পদেতে তাহা করিত অর্পণ॥ কুলটা লইয়া সদা করিত বিহার। কুলটা তাহার জ্ঞান জগতের সার॥ কুলটার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া দুর্ম্মতি। কদাচার করে কত নাহিক অবধি॥ সুরাপানে মত্ত হয়ে করিত ভ্রমণ। কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার লোহিত নয়ন॥ দস্যু কর্ম্মে অর্থ নাহি যে দিন হইত। সেই দিন বনমাঝে গমন করিত॥ পশু পক্ষী আদি ধরি করিত নিধন। বাজারে মাংসাদি লয়ে করিত গমন॥ মাংস চর্ম্ম আদি বিক্রী করিয়া তথায়। অর্থ লয়ে বেশ্যাগৃহে যাইত ত্বরায়॥ সেই অর্থে আত্মোদর করিত পূরণ। এইরূপে কাল কাটে

...ই দুরজন ॥ শুন শুন ঋষিগণ আশ্চর্য্য ঘটন। একদিন গঙ্গাতীরে করিল ...ন ॥ গঙ্গাতীরে ছিল এক সুন্দর উদ্যান। সেই স্থানে দুর্ম্মতি করিল প্রস্থান॥ অভিলাষ মনে মনে পশিয়া কাননে। [illegible] যতনে ॥ মনে মনে এই স্থির করি দুরজন। রাত্রিযোগে সেই স্থানে করিল গমন ॥ ধীরে ধীরে বাগানেতে করিয়া প্রবেশ। উত্তম উত্তম ফল করয়ে উদ্দেশ ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় জাহ্নবীর কূলে। দেখে এক আম্রবৃক্ষ শোভে বহুফলে ॥ ফলভরে অবনত হয়ে তরুবর। পরশিছে যেন গিয়া জাহ্নবীর জল ॥ তাহা দেখি দুর্ম্মতির প্রফুল্ল বদন। ব্যস্ত হয়ে বৃক্ষোপরি করে আরোহণ ॥ অসংখ্য অসংখ্য ফল পাড়িয়া যতনে। সাবধানে রাখে দুষ্ট আপন বসনে ॥ মনে মনে কত আশা করে দুর্ম্মতি। [illegible] আম্র যাবে দ্রুতগতি ॥ বহু অর্থ হবে তাতে নাহি [illegible] হবে দিন কতিপয় ॥ এত চিন্তি বাছি বাছি [illegible] এদিকে রক্ষক যেই জাগরিত হৈল ॥ বৃক্ষের মধুর শব্দ করিয়া শ্রবণ। সন্দেহ করিল কেহ করিছে হরণ ॥ আলোক লইয়া সেই দ্রুতগতি ধায়। দুর্ম্মতি ঠেকিল এবে ঘোরতর দায় ॥ কি করে উপায় নাহি করি দরশন। [illegible] তখন ॥ তাড়াতাড়ি নিম্নে [illegible] করে ॥ বিধির অপূর্ব্ব লীলা কর দরশন। বৃক্ষ হতে দুষ্ট দস্যু নামিবে যেমন ॥ শুষ্ক ডালে পাদ দিল নিশা অন্ধকারে। অমনি পড়িল গিয়া জাহ্নবীর নীরে ॥ যেমন গঙ্গার জলে হৈল নিপতন। অমনি জীবন দস্যু করে বিসর্জ্জন ॥ দ্রুতগতি যমদূত আসিল তথায়। দস্যুরে লইয়া যাবে এই বাসনায় ॥ হস্ত পদ ক্রমে তার করিল বন্ধন। উদ্যোগ করয়ে ক্রমে করিতে গমন ॥ অকস্মাৎ একজন আসিল তথায়। জটাজুট শোভে শিরে ভীষণ কায় ॥ রক্তবর্ণ আঁখি তার ঘন ঘন ঘোরে। ত্রিশূল শোভিছে এক সুলম্বিত করে ॥ দ্রুতগতি আসি সেই করে নিবারণ। বেন্ধোনা বেন্ধোনা কভু না কর বন্ধন ॥ কে তোমরা কেন বল বান্ধিছ ইহায়। কি দোষ ইহার শীঘ্র বলহ আমায় ॥

এতেক বচন শুনি যমদূতদ্বয়। কহিল শুনহ বলি ওহে মহোদয় ॥ যমের কিঙ্কর হই মোরা দুই জন। মৃত জনে লয়ে যাই শমন ভবন ॥ এ কাজে নিযুক্ত আছি যমের আদেশে। এই দুষ্টে লয়ে যাব প্রভুর সকাশে ॥ যত দিন বেঁচে ছিল এই দুরজন। নিরন্তর মন্দক্রিয়া করেছে সাধন ॥ করিয়াছে দস্যুবৃত্তি প্রফুল্ল অন্তরে। বারেক নাহিক দুষ্ট চাহে ধর্ম্মোপরে ॥ তাহার উচিত ফল লভিবে নিশ্চয়। এই হেতু লয়ে যাব শমন-আলয় ॥

ইহার সমান পাপী না দেখি ভুবনে। কত যে পাইবে শাস্তি শমন-সদনে॥
তুমি কেবা মহাশয় দেহ পরিচয়। নিবারণ কর কেন ওহে মহোদয়॥
এত শুনি সেই বীর কহে ধীরে ধীরে। সাবধান সাবধান বলি দোঁহাকারে॥
পুনশ্চ যদ্যপি কর ইহারে বন্ধন। সমুচিত ফল পাবে কহিনু বচন॥
শ্রীগঙ্গাভৈরব হয় আমার আখ্যান। শিবের কিঙ্কর আমি মহাবলবান্॥
শিবের আদেশে আমি লইব ইহারে। ইহারে লইয়া যাব শিবের গোচরে॥
ইহার শরীরে পাপ কিছুমাত্র নাই। তাহার কারণ শুন বলি দোঁহা ঠাঁই॥
জাহ্নবী-পবিত্র-জলে হয়েছে মরণ। বিমানে চড়িয়া যাবে কৈলাস ভবন॥
ইথে যদি বাধা দোঁহে করহ প্রদান। এখনি নাশিব জান দোঁহাকার প্রাণ॥
এই যে রয়েছে শূল ভয়ঙ্কর করে। ইহাতে বধিব প্রাণ জানিবে অন্তরে॥
জীবনে বাসনা যদি কর দুইজন। অবিলম্বে প্রভুপাশে করহ গমন॥
আমার বচন গিয়া বলহ তাঁহারে। বিলম্বে নাহিক কায যাহ শীঘ্র করে॥
অই দেখ শূন্যভরে আসিছে বিমান। দেবকন্যা আসিতেছে দেখহ প্রমাণ॥
অই রথে চড়ি যাবে এই সাধুমতি। পলায়ন কর দোঁহে অতি দ্রুতগতি॥
এত বলি শিবদাস ছাড়য়ে হুঙ্কার। হুঙ্কারেতে কাঁপে হৃদি দূত দোঁহাকার॥
দস্যুরে ছাড়িয়া দোঁহে ত্রাসিত অন্তরে। দ্রুতগতি চলি গেল শমন-গোচরে॥
এদিকে বিমান আসি উপনীত হয়। দিব্য নারীগণ তাহে ওহে ঋষিচয়॥
সেই রথে দুষ্ট দস্যু করি আরোহণ। মনসুখে কৈলাসেতে করিল গমন॥
ব্যজন করিতে থাকে দিব্য নারী তারে। উপনীত হয়ে গিয়া কৈলাস নগরে॥
তথা গিয়া হৈল দস্যু শিবের কিঙ্কর। শিবরূপী হয়ে রহে কৈলাস নগর॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য এই করিলে শ্রবণ। অধিক বলিব কিবা শুন ঋষিগণ॥
চিরদিন মহাপাপ করি তার পরে। গঙ্গায় মরিয়া গেল কৈলাস নগরে॥
পরম আশ্চর্য্য বল কিবা আছে আর। ধরণীমাঝারে গঙ্গা সার হতে সার॥
অতএব ঋষিগণ শুনহ বচন। গঙ্গারে হৃদয় মাঝে করহ স্মরণ॥
পূরিবে মনের বাঞ্ছা নাহিক সংশয়। ঘুচিবেক ভববন্ধ ওহে ঋষিচয়॥

ষোড়শ অধ্যায়।

—*—

অযোধ্যা, অবন্তী, মায়া, কাঞ্চী, কাশী, ও মথুরার মাহাত্ম্য এবং জাহ্নবীতীরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়।

পরানিষ্টকরং কার্য্যং গঙ্গায়াং নৈব চাচরেৎ।
সার্দ্ধশতহস্তং যাবৎ গঙ্গাতীরমিদং স্মৃতং।
শতহস্তং প্রবাহাদ্ধি গর্ভক্ষেত্রমিহোচ্যতে।
তত্র যদ্বর্জ্জনীয়ং স্যাত্তদ্বক্ষ্যামি সমাসতঃ॥

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনৎকুমারে। জিজ্ঞাসা করেন পুন সুমধুর স্বরে॥
কি কথা কহিলে ওহে বিধির কুমার। শুনিয়া পাইনু হৃদে আনন্দ অপার॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা ওহে মহোদয়। কৃপা করি সেই সব দেহ পরিচয়॥
কি কাজ কর্ত্তব্য বলি বিদিত গঙ্গায়। কি কাজ নিষিদ্ধ তথা কহ সবাকায়॥
কি কাজ করিলে তথা মহাফল হয়। কি কাজ করিলে হয় পাপের উদয়॥
এই সব বিবরিয়া কহ মহাজন। শুনিতে কৌতুকী বড় হইতেছে মন॥
এত শুনি মিষ্ট ভাষে বিধির তনয়। মধুর বচনে কহে শুন ঋষিচয়॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা গঙ্গায় বিহিত। সেই সব যথাযথ হইলে বিদিত॥
গঙ্গাস্নানফল শুন ওহে ঋষিগণ। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন॥
বাহির হইয়া গঙ্গা হিমালয় হতে। নানা দেশ দিয়া ক্রমে পড়ে সাগরেতে॥
যেই যেই দেশ দিয়া করেন গমন। মহাপুণ্যতম উহা ওহে ঋষিগণ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া অবন্তী নগরী। কাশী কাঞ্চী হয় আর দ্বারাবতী পুরী॥
এই সপ্ত পুরী খ্যাত [illegible]। মোক্ষপ্রদায়িনী সব জানিবে অন্তরে॥
ইহার সমান পুরী নাহিক কোথাও আর। পরম মঙ্গলদাত্রী সংসারমাঝার॥
অযোধ্যা রামের পুরী জানে সর্ব্বজন। মথুরা কৃষ্ণের স্থান বিদিত ভুবন॥
মায়াপুরী মনোহর জগৎ মাঝারে। 'কামাখ্যা' যাহার নাম জানে সর্ব্বনরে॥
বারাণসী শিবপুরী মুক্তিপ্রদায়িনী। শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী দুই কাঞ্চী-জানি॥
অবন্তী নগরী হয় অতি মনোরম। সমুদ্র তীরেতে শোভে পুরুষ-উত্তম॥
সাগর-মাঝেতে কিবা শোভে দ্বারাবতী। কৃষ্ণকৃতা পুরী সেই কর অবগতি॥
পৃথ্বীমধ্যে এই সব কভু গণ্য নয়। স্বর্গধাম এই সব নাহিক সংশয়॥
রামের ধনুর আগে অযোধ্যা নগরী। অধিষ্ঠিত আছে সদা জানিবে বিচারি॥
মথুরা ধরেন কৃষ্ণ নিজ সুদর্শনে। শিবলিঙ্গোপরি মায়া বিদিত ভুবনে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ। নিরন্তর মায়াপুরী করেন পূজন॥
কামাখ্যা ইহারে কয় ওহে ঋষিচয়। ইহার সমান স্থান বিশ্বে নাহি হয়॥
বারাণসী মহেশের ত্রিশূল-উপরে। সদা শোভা পায় কিবা জনমন হরে॥
হরিহরাত্মক হয় পুরী কাঞ্চীদ্বয়। মোক্ষদাত্রী এই দুই নাহিক সংশয়॥
বিষ্ণুকাঞ্চী ধরে হরি নিজ বামকরে। শিবকাঞ্চী মহেশ্বর দক্ষকরে ধরে॥
অবন্তী নগরী দিব্য কেশবের স্থান। হরির কমলোপরি করে অধিষ্ঠান॥
দ্বারাবতী রহে সদা পাঞ্চজন্যোপরি। মুক্তিদাত্রী এই সব জানিবে বিচারি॥
একত্র গণিত হলে এই সব স্থান। তবে মুক্তি জনগণে করয়ে প্রদান॥
কিন্তু সুরধুনী শোভে শিবশিরোপরে। একা দেবী মুক্তিদাত্রী জগত-সংসারে॥
উক্ত সপ্ত পুরী হতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ হয়। বেদের বচনে ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
এই হেতু মহাদেব প্রফুল্ল অন্তরে। গঙ্গারে ধরেন নিজ মস্তক উপরে॥
যেই যেই দেশ রহে গঙ্গার আশ্রয়ে। পৃথ্বীমধ্যে নহে গণ্য জানিবে হৃদয়ে॥
গঙ্গার আশ্রয়ে রহে যেই যেই স্থান। সেই সব মহেশের মস্তক সমান॥
গঙ্গা দেবী কোথা বহে দক্ষিণবাহিনী। পশ্চিমবাহিনী কোথা দেবী সুরধুনী॥
উত্তরবাহিনী হয়ে বহে কোন স্থান। দক্ষিণ দিকেতে কোথা হন বহমান॥
দক্ষিণবাহিনী হতে দেবী সুরধুনী। শতগুণে পুণ্যদা পূর্ববাহিনী॥
পূর্ব্ব হতে শতগুণে পশ্চি[illegible]। ইহা বেদের বিধান॥
পশ্চিমবাহিনী হতে সহস্রেক গুণে। উত্তরবাহিনী শ্রেষ্ঠ জানিবেক মনে॥
গঙ্গা সম তীর্থ নাহি ওহে ঋষিগণ। পরম দেবতা গঙ্গা বিদিত ভুবন॥
গঙ্গা দেবী বিশ্বনাথের বসতির স্থান। গঙ্গাই পরমা গতি সবার প্রধান॥
আকাশবাসিনী হন দেবী সুরধুনী। পবিত্রা জাহ্নবী দেবী শৈলেশবাসিনী॥
পৃথিবী-বাসিনী গঙ্গা পাতালে নিবাস। যথা গঙ্গা তথা শুভ জানিবে নির্য্যাস॥
বিরাজ করেন গঙ্গা যথায় যথায়। নিরন্তর মহাশুভ তথায় তথায়॥
স্নান করে যেই জন জাহ্নবীর নীরে। পবিত্র তাহার দেহ জানিবে অন্তরে॥
কিবা কীট পতঙ্গাদি পশুপক্ষীগণ। যদি গঙ্গাজলে ত্যজে আপন জীবন॥
সেই দেহ ত্যজি সেই দিব্য দেহ পায়। বিমানে চড়িয়া তারা স্বর্গপুরে যায়॥
তাহার প্রমাণ দেখ সগর-সন্তান। জাহ্নবীর নীর স্পর্শে পায় পরিত্রাণ॥
তমোভাবে ছিল তারা পাতাল নগরে। ব্রহ্মশাপে দুরগতি জানে সর্ব্বনরে॥
গঙ্গাজল স্পর্শি পরে পাইল উদ্ধার। গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণে হেন সাধ্য কার॥
যোজন শতেক হতে গঙ্গা গঙ্গা স্বরে। যেই জন ডাকে সদা আনন্দ অন্তরে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধু জন। অন্তিমে সে জন করে বৈকুণ্ঠে গমন॥

আজন্ম পাতক করে যেই মূঢ়মতি। মরিলে জাহ্নবীজলে লভয়ে মুকতি॥
গঙ্গারে করিবে রক্ষা অতীব যতনে। তাহার কারণ বলি শুন সর্ব্বজনে॥
গঙ্গারে রক্ষণ নাহি করে যেই জন। পরিত্রাণ নাহি সেই পায় কদাচন॥
অতএব গঙ্গা রক্ষা করিবে যতনে। তাহা হলে মুক্তি লাভ শাস্ত্রের বচনে॥
গঙ্গা হতে মুক্তি লাভ বিদিত ভুবন। গঙ্গাই পরমা গতি জানে সর্ব্বজন॥
এতেক বচন শুনি ঋষিগণ কয়। শুন শুন এক কথা বিধির তনয়॥
বলিলে গঙ্গারে রক্ষা করে যেই জন। মুক্তি লাভ করে সেই শাস্ত্রের বচন॥
গঙ্গা গঙ্গা নাহি করে যেই মূঢ়মতি। অন্তিমে সে জন লভে পরমা দুর্গতি॥
কদাচ নাহিক সেই পায় পরিত্রাণ। এ হেতু রক্ষিবে গঙ্গা ওহে মতিমান॥
তোমার মুখেতে ইহা করিনু শ্রবণ। সন্দেহ হইল কিন্তু ওহে মহাত্মন্॥
গঙ্গারে রক্ষিবে বল কেমন প্রকারে। গঙ্গা রক্ষা বলে কারে কহ সবাকারে॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। মিষ্ট ভাষে কহে শুন ওহে ঋষিগণ॥
গঙ্গাতে কর্ত্তব্য যাহা করিলে সাধন। গঙ্গা রক্ষা তারে কহে শাস্ত্রের বচন॥
নিষিদ্ধ গঙ্গাতে যাহা শাস্ত্রের বিচারে। মূঢ়মতি যদি কেহ সেই কাজ করে॥
তাহা হলে গঙ্গা রক্ষা কভু নাহি হয়। গঙ্গার রক্ষণ ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
এখন বলিব যাহা ওহে ঋষিগণ। গঙ্গাতে কর্ত্তব্য যাহা করিবে সাধন॥
চারি হাত যত দূর প্রবাহ হইতে। নারায়ণ স্বামী তার জানিবেক চিতে॥
তাহে কেহ নহে স্বামী জান কদাচন। এই স্থানে দান নাহি লইবে কখন॥
কণ্ঠাগত যদি প্রাণ হয় কোন কালে। তথাপি না লবে দান শাস্ত্রের বিচারে॥
উপযুক্ত পাত্র যদি থাকে বিদ্যমান। নারায়ণ ক্ষেত্রে কভু নাহি দিবে দান॥
প্রতিগ্রহ যদি কভু কেহ নাহি করে। দানাভাব হবে তবে বুঝ সর্ব্ব নরে॥
যেই কার্য্যে হয় পর-অনিষ্ট সাধন। গঙ্গাতীরে না করিবে তাহা কদাচন॥
গঙ্গাতীরে দান কভু গ্রহণ করিলে। জাহ্নবী বিক্রীতা হয় শাস্ত্রে হেন বলে॥
জাহ্নবী বিক্রীতা যদি হয় ঋষিগণ। বিক্রীত হইবে তাহে দেব জনার্দ্দন॥
যদ্যপি বিক্রীত হয় দেব জনার্দ্দন। তাহাতে বিক্রীত হয় এ তিন ভুবন॥
গঙ্গাতীরে মিথ্যাবাক্য কভু না বলিবে। ভ্রমান্ধ হইয়া নাহি পরদান লবে॥
কভু নাহি গঙ্গাতীরে করিবেক দান। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের প্রমাণ॥
অপারমার্থিক বাক্য করিবে বর্জ্জন। ক্রয়বিক্রয়াদি নাহি করিবে কখন॥
বসনক্ষালন নাহি করিবে তথায়। মার্জ্জন কখন নাহি করিবেক কায়॥
কটুবাক্য না কহিবে কাহার উপরে। অস্ত্রাঘাত না করিবে কোন জীবোপরে॥
পরের হৃদয়ে ক্লেশ যাহে যাহে হয়। না করিবে সেই কাজ ওহে ঋষিচয়॥

পরদ্রব্য গঙ্গাতীরে করিয়া গ্রহণ। না করিবে কভু কোন দেবতা পূজন ॥
না করিবে কারো সহ শাস্ত্রের বিচার।গঙ্গাতীরে কভু নাহি করিবে আহার॥
শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হয় যে সব বচন। গঙ্গাতীরে সেই বাক্য করিবে বর্জ্জন॥
কোন তত্ত্ব না জানিয়া বিশেষ প্রকারে। কভু না বলিবে তাহা জাহ্নবীর তীরে॥
তিল বিনা কভু নাহি করিবে তর্পণ। কভু না করিবে ভ্রমে চরণ ক্ষালন॥
মলমূত্র পরিত্যাগ কভু না করিবে। বায়ুত্যাগ গঙ্গাতীরে সর্ব্বথা ত্যজিবে॥
না ফেলিবে গঙ্গাতীরে কভু নিষ্ঠীবন। কভু না করিবে তথা উচ্ছিষ্ট ক্ষেপণ॥
অপর তীর্থের তথা প্রশংসা করিলে। নিরয়ে দুর্গতি লভে সেই পাপফলে॥
কভু না করিবে অন্য জলের প্রশংসা। ধন লাভে নারী লাভে না করিবে
আশা॥ দণ্ডাঘাত না করিবে কভু কোন জনে। কিম্বা না করিবে কভু
জাহ্নবী জীবনে॥ তৈল আদি সর্ব্ব অঙ্গে করিয়া মর্দ্দন। গঙ্গাস্নান না করিবে
সুবিজ্ঞ কখন॥যদ্যপি জীবন যায় তাহা শ্রেয়স্কর। তবু না শপথ কভু করিবেক
নর॥ স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার ধারণ করিয়ে। স্নান না করিবে কভু জাহ্নবীতে
গিয়ে॥ একমাত্র বস্ত্র অঙ্গে করিয়া ধারণ। কভু নাহি গঙ্গাস্নানে করিবে
গমন॥ শোক মোহ গঙ্গাতীরে কভু না করিবে। নাস্তিকতা বুদ্ধি মতে সর্ব্বথা
ত্যজিবে॥ কোনরূপ পাপ নাহি রাখিবে অন্তরে। বিফল কর্ম্মের কথা
ত্যজিবে সাদরে॥ ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী দিনে। যতদূর জল উঠে
শুন সর্ব্বজনে॥ তদবধি গর্ভ বলি পরিগণ্য হয়। তার ঊর্দ্ধে তীর কহে ওহে
ঋষিচয়॥ তথা হতে সার্দ্ধ হস্ত শত দূর স্থান। গঙ্গাতীর বলি খ্যাত শাস্ত্র
প্রমাণ॥ গব্যূতি প্রমাণ স্থান গঙ্গাতীর হতে। তীরক্ষেত্র বলি খ্যাত জানিবেক
চিতে॥ এ ক্ষেত্রপ্রভাবে হয় সব পাপ ক্ষয়। সত্য সত্য সত্য ইহা জানিবে
নিশ্চয়॥ প্রবাহ হইতে শত হস্ত পরিমাণ। গর্ভক্ষেত্র বলি খ্যাত ওহে
মতিমান্॥ গর্ভক্ষেত্রে যেই কার্য্য বর্জ্জনীয় হয়। সাবধান হয়ে তাহা শুন
ঋষিচয়॥ হিংসা দ্বেষ কভু নাহি করিবে তথায়। যেই সাধু যেই বিজ্ঞ নিজ
হিত চায়॥ কলহ তথায় সদা করিবে বর্জ্জন। মিথ্যাবাক্য তথা নাহি কবে
কদাচন॥ প্রতিগ্রহ কভু নাহি লবে সেই স্থানে। অশাস্ত্র-বচন নাহি আনিবে
বদনে॥ স্থানাস্থান মনে মনে করিয়া বিচার। করিবে চরণক্ষেপ কর্ম্মকাণ্ড
আর॥ পরান্ন ভোজন নাহি করিবে কখন।পরদ্রব্য ভোগ তথা করিবে বর্জ্জন॥
শোক মোহ পরিত্যাগ করিবে তথায়। তেয়াগিবে নাস্তিকতা কহিনু সবায়॥
কোন পাপ না রাখিবে আপন অন্তরে।অন্য ইচ্ছা না রাখিবে অন্তর মাঝারে॥
কভু না করিবে তথা ভিক্ষার বাসনা। পরিহাস কার সহ না করিবে কামনা॥

চাপল্য হৃদয় হতে করিবে বর্জ্জন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিগণ॥ মিথ্যা-বাক্য কভু নাহি আনিবে বদনে। শোক মোহ না করিবে আপনার মনে॥ কটুবাক্য না কহিবে কাহার উপর। কভু না করিবে কাজ পরপীড়াকর॥ কভু না কহিবে তথা অশাস্ত্র বচন। না জানিয়া কিছু নাহি বলিবে কখন॥ অন্য অন্য তীর্থ যাহা আছয়ে ভুবনে। তাহার প্রশংসা নাহি আনিবে বদনে॥ অন্য জল-প্রশংসা না করিবে কখন। সত্য সত্য এই বাক্য ওহে ঋষিগণ॥ স্থানাস্থান বিবেচনা করিবে বর্জ্জন। গঙ্গাতীরে বর্জ্জনীয় করিনু বর্ণন॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করে নিবসতি। তাহার উচিত যাহা কর অবগতি॥ গঙ্গাগর্ভ হতে জল তুলিয়া যতনে। করিবে সকল কাজ শাস্ত্রের বিধানে॥ গঙ্গাতীরে অবস্থান করে যেই জন। অন্যজল স্পর্শ নাহি করিবে কখন॥ যেই জন গঙ্গাতীরে করে অবস্থিতি। অন্য জল যদি স্পর্শে সেই মূঢ়মতি॥ ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেই জন। অন্তিমে সে জন করে নরকে গমন॥ মহাতীর্থ গঙ্গাতীরে করিয়া গমন। দেবপূজা পিতৃপূজা করিবে সাধন॥ মলমূত্র না ত্যজিবে জাহ্নবীর তীরে। ত্যেয়াগিলে যাবে সেই নরক মাঝারে॥ যেই দিকে গঙ্গাদেবী করে অধিষ্ঠান। সেই মুখে যেই জন করি অবস্থান॥ মলমূত্র আদি সব করে বিসর্জ্জন। তাহার অদৃষ্টে শুদ্ধ নরকে গমন॥ গঙ্গার তীরের কাছে যেই দেশ রয়। মহাপুণ্যভূমি সেই নাহিক সংশয়॥ দীক্ষা জপ দেবপূজা যতেক করম। গঙ্গাতীরে যথাবিধি করিবে সাধন॥ নারায়ণ ক্ষেত্র মাঝে করি অবস্থান। করিলে এ সব কাজ যেই মতিমান্॥ গঙ্গাতীরে যেই জন করিয়া গমন। যতনে সাবিত্রী জপে করয়ে মনন॥ শুক্ল বস্ত্র সেই জন ধারণ করিবে। নতুবা তাহার কাজ বিফলে যাইবে॥ গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া করিবে সাধন। যথাবিধি পিতৃগণে করিবে তর্পণ॥ পর-উপকার হয় যে যেই করমে। একমনে সেই কাজ করিবে যতনে॥ ইষ্ট-দেব মহাতুষ্ট যাতে যাহে হন। গঙ্গাতীরে সেই কাজ করিবে সাধন॥ দ্রব্যোৎ-সর্গ করিবারে যদি ইচ্ছা হয়। করিবেক গঙ্গাতীরে শাস্ত্রের নির্ণয়॥ না করিবে দান হেতু পাত্র অন্বেষণ। ত্যক্ত দ্রব্য ইচ্ছা নাহি করিবে কখন॥ করিবেক স্তবপাঠ অতীব সাদরে। মৌনভাবে রবে সাধু একান্ত অন্তরে॥ জীবের সহিত নাহি আলাপ করিবে। নারীজনোপরে নাহি নয়ন ফেলিবে॥ পরের কুকার্য্য যদি করে দরশন। সেই দিকে পুনঃ নাহি ফেলিবে নয়ন॥ নয়ন মুদিয়া নিজ করম করিবে। অপর দিকেতে কিম্বা চাহিয়া থাকিবে॥ তৃষ্ণা হলে গঙ্গাজল করিবেক পান। ব্রহ্মরূপ সেই জলে করিবেক জ্ঞান॥ নারায়ণ ক্ষেত্র যাহা অতি পুণ্যতম। এ সব করম তথা করিবে সাধন॥ গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ আদি যেই

জন করে। শোক মোহ নাহি থাকে তাহার অন্তরে ॥ রোগ আদি তারে নাহি করে আক্রমণ। অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ ॥

এতেক বচন শুনি ঋষিকুল কয়। নিবেদন আছে এক ওহে মহোদয় ॥ গঙ্গাতীরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে কেমনে। তাহার বিধান বল আমা সবা স্থানে ॥ এই সব জানিবারে নিয়ত বাসনা। বর্ণন করিয়া এবে পূরাও কামনা ॥ এত শুনি কহে পুন বিধির কুমার। প্রশ্ন করিয়াছ যাহা সার হতে সার ॥ করিবেক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান যেরূপে গঙ্গায়। বর্ণন করিব তাহা শুনহ সবায় ॥ গঙ্গাতে করিবে শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধানে। তীর্থশ্রাদ্ধ কহে তারে শাস্ত্রের বচনে ॥ পিতৃগণ মহাতুষ্ট ইহাতেই হন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিগণ ॥ গমন করিয়া যেই জাহ্নবীর তীরে। বৎসর যাবত শ্রাদ্ধ বিধানেতে করে ॥ গয়াশ্রাদ্ধফল পায় সেই সাধুজন। পিতৃঋণ হতে মুক্ত সেই সাধু হন ॥ গয়াধামে পিণ্ডদান যদি কেহ করে। তাহে যেই ফল হয় শাস্ত্রের বিচারে ॥ গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ যদি করে অনুষ্ঠান। অবশ্য তাহাতে ফল গয়ার সমান ॥ বিশেষত কলিকালে জাহ্নবীর তীরে। পিণ্ডদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে॥ অপমৃত্যু-মৃত যদি হয় কোন জন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ তার করিলে সাধন ॥ দুর্গতি মোচন হয় জানিবে তাহার। সুগতি লভয়ে সেই শাস্ত্রের বিচার ॥ অমাবস্যা যেই দিন ওহে ঋষিগণ। সে দিনে করিবে সবে গঙ্গায় তর্পণ। বিশেষতঃ করিবেক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান। তুলসী কুসুম তিল করিবে প্রদান ॥ রবি শুক্র দুই বারে তিল ত্যাগ করি। তর্পণ করিবে সবে শাস্ত্রের বিচারি॥ যেই দিন শ্রাদ্ধক্রিয়া করিতে হইবে। তার পূর্ব্বদিনে যাহা বর্জ্জন করিবে ॥ বলিতেছি সেই সব ওহে ঋষিগণ। একান্ত অন্তরে সবে করহ শ্রবণ ॥ আমিষ মসূর তৈল আর দ্বিভোজন। তিক্তদ্রব্য মাংস রোষ রমণীসঙ্গম ॥ পৈশুন শোকাদি হিংসা ত্যজিবে যতনে কলহ বাসনা নাহি করিবেক মনে॥ ক্রোশের অধিক পথ না যাবে কখন। অস্ত্র শস্ত্র কভু নাহি করিবে ধারণ ॥ না করিবে পূর্ব্বদিনে পরান্নে আহার। না ঘষিবে কদাচ ভ্রমে দন্তাদির পার ॥ না করিবে পূর্ব্বদিনে শোণিত পাতন। ক্রয়বিক্রয়াদি নাহি করিবে কখন ॥ পূর্ব্বদিনে এই সব ত্যজিবে যতনে। ব্যায়াম করিবে নাহি শাস্ত্রের বচনে ॥ শ্রাদ্ধদিনে যেই সব করিবে বর্জ্জন। মন দিয়া শুন তাহা করিব বর্ণন। অধ্যয়ন অধ্যাপন করিবে বর্জ্জন। সায়ংসন্ধ্যা না করিবে সেই সাধুজন ॥ ধান্য মুগ মসূরাদি আঘাত ত্যজিবে। তন্তু নির্ম্মাণের কার্য্য সর্ব্বথা বর্জ্জিবে ॥ যাচঞা করিবে নাহি পরের সদন। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে ঋষিগণ ॥

স্নান দান আদি নাহি করিয়া সাধন। জাহ্নবী লঙ্ঘন করে যেই দুরজন॥ যাবত করম হয় বিফল তাহার। পূর্ব্বকর্ম্ম নাশ পায় শাস্ত্রের বিচার॥ অতএব স্নান আদি করিয়া সাধন। গঙ্গাপারে যাইব তবে ওহে ঋষিগণ॥ বিনা কাজে নাহি যাবে জাহ্নবীর পারে। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে অন্তরে॥ গঙ্গাতীরে যদি হয় ব্রাহ্মণ দর্শন। ভক্তিভরে প্রণমিবে তাঁহারে তখন॥ ব্রহ্মার সমান তাঁরে করিবেক জ্ঞান। মহাফল হবে তাহে বেদের বিধান॥ ধেনু দরশন যদি হয় গঙ্গাতীরে। মহাপুণ্য হয় তাহে জানিবে অন্তরে॥ শুক্ল-বস্ত্র বন্য পুষ্প করিলে দর্শন। অথবা তুলসী তরু হয় নিরীক্ষণ॥ অথবা সুন্দরী নারী নয়নেতে পড়ে। প্রণাম করিবে তারে একান্ত অন্তরে॥ পদ্মপুষ্প গঙ্গাতীরে করিলে দর্শন। নৃপতি সারস শুক অথবা খঞ্জন॥ হংস কারণ্ডব ক্রৌঞ্চ পড়িলে নয়নে। প্রণাম করিবে তারে ভক্তিযুক্ত মনে॥ বিল্ববৃক্ষ কিম্বা শঙ্খ করিলে দর্শন। প্রণাম করিবে তারে হয়ে পূতমন॥ ব্রাহ্মণ স্থাপন যেই করে গঙ্গাতীরে। শিবলিঙ্গ স্থাপে কিম্বা অতি ভক্তিভরে॥ বিষ্ণুর মন্দির কিম্বা করয়ে স্থাপন। দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিত করে যেই জন॥ পুন নাহি আসে সেই ভবকারাগারে। শাস্ত্রের বিচার ইহা জানিবে অন্তরে॥ গঙ্গাতীরে ঘাট যদি [illegible] শাস্ত্রে অতীব মহত্বে॥ পুনরায় জন্ম সেই না করে ধারণ। মুকতি লভিয়ে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥ প্রভাতে মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যার সময়ে। গঙ্গাতীর মাজে যেই একান্ত হৃদয়ে॥ কোটিজন্ম-কৃত পাপ বিনাশে তাহার। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিচার॥ গঙ্গাতীর দরশন করি যেই জন। প্রফুল্ল অন্তর নাহি হয় কদাচন॥ মহাক্রূর বলি সেই বিখ্যাত ভুবনে। দেবগণ নিগৃহীত করে সেই জনে॥ গঙ্গাতীরে গিয়া যদি করয়ে রোদন। অকালে নিরয়ে সেহ হয় নিপতন॥ সহস্র ব্রহ্মার পাত যত দিনে হয়। তাবত নরক মাঝে সেই জন রয়॥ গঙ্গার তরঙ্গরাশি দেখি যেই জন। আনন্দে উৎফুল্ল হয় ওহে ঋষিগণ॥ পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে। দেবগণ সুপ্রসন্ন জানিবে অন্তরে॥ গঙ্গাবাস পরিত্যাগ করি যেই জন। অন্য স্থানে গিয়া করে বসতি স্থাপন॥ গঙ্গাদেবী পরিত্যাগ করেন তাহারে। নরাধম সেই জন বিদিত সংসারে॥ ম্লেচ্ছের দেশেতে জন্ম লভে সেই জন। অপঘাতে পুন তার হইবে মরণ॥ তার পর পক্ষী জন্ম করিয়া ধারণ। গগন মণ্ডলে সদা করে বিচরণ॥ কোটি জন্ম থাকি সেই এহেন প্রকারে। শূকর রূপেতে জন্মে কানন ভিতরে॥ পুনঃ পুনঃ এইরূপ লভয়ে জনম। তবেত মুকতি পায় সেই দুরজন॥ অন্য স্থান তেয়াগিয়া যেই সাধুমতি। জাহ্নবী-তীরেতে গিয়া করয়ে

বসতি॥ জীবন্মুক্ত সেই জন শাস্ত্রের বচন। বলিনু শাস্ত্রের কথা ওহে ঋষিগণ॥গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে। অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে॥ বিষ্ণু দেব নাহি পারে জানিতে কখন। শিবের নাহিক শক্তি ওহে ঋষিগণ॥ দেবগণ গঙ্গাতত্ত্ব কভু নাহি জানে। আমরা অধম জন জানিব কেমনে॥ সার হতে সার গঙ্গা ওহে ঋষিগণ। বেদের প্রমাণ ইহা শাস্ত্রের বচন॥ যোজনাভ্যন্তর স্থান গঙ্গাতীর হতে। তাহাতে করিবে কার্য্য যথাবিধি মতে॥ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য করিবে সাধন। পাইবে অক্ষয় ফল তাহে সাধু জন॥ না করিবে কালাকাল গঙ্গায় বিচার। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবেক সার॥ আবাহন না করিবে গঙ্গায় কখন। জানিবে বিধান এই ওহে ঋষিগণ॥ সাধুজন গঙ্গাতীরে করিয়া গমন। বিষ্ণু সূর্য্য গণপতি করিবে পূজন॥ দুর্গা লক্ষ্মী ষষ্ঠী আর মনসা দেবীরে। সরস্বতী আদি করি পূজিবে সাদরে॥ দিক্-পালগণের পূজা করিবে সাধন। পূজিবেক গ্রহগণে ওহে ঋষিগণ॥ ভূতেশ্বর মহেশ্বরের পূজিবে সাদরে। ভূত প্রেত পিশাচাদি গন্ধর্ব অপ্সরে॥ পিতৃগণে যথাবিধি করিবে পূজন। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে ঋষিগণ॥ শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া যতনে। যথাবিধি উপবিষ্ট হইয়া আসনে॥ অখিল দেবতা গণে করিবে পূজন। পূর্ব্বমুখ হয়ে সাধু বসিবে তখন॥ অথবা বসিতে হবে উত্তর বদনে। আছয়ে বিধান এই শাস্ত্রের বচনে॥ আসন স্বাগত আদি যত উপচার। পূজিবে তাহাতে সাধু শাস্ত্রের বিচার॥ স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যময় অর্পিবে আসন। কুশকাশময় কিম্বা করিবে অর্পণ॥ প্রশ্নবাক্যে জিজ্ঞাসিবে স্বাগত পরেতে। পাদার্থক জল পাদ্য দিবে আদরেতে॥ যেরূপে দিবেন অর্ঘ্য শুন সর্ব্বজন। ত্রিকোণ মণ্ডল বামে করিয়া অঙ্কন॥ তাহার উপর পাত্র স্থাপন করিয়ে। ত্রিভাগ পূরিবে জলে একান্ত হৃদয়ে॥ শঙ্খপাত্র হবে কিন্তু ওহে ঋষিগণ॥ তণ্ডুল দূর্ব্বাদি তাহে করিবে অর্পণ॥ ধেনুমুদ্রা যোনিমুদ্রা দর্শন করায়ে। করিবেক আবাহন একান্ত হৃদয়ে॥ গঙ্গাজলে কিন্তু নাহি হবে আবাহন। অন্যজলে আবাহন করিবে সাধন॥ অগ্নি সূর্য্য ইন্দু নাম উচ্চারণ করি। কুসুম অর্পিবে পরে তাহার উপরি॥ অষ্টবার মূলমন্ত্র করিবে পঠন। এইরূপে দিবে অর্ঘ্য ওহে ঋষিগণ॥ আচমনীয় জল দিবে যেমত বিধান। গন্ধ আদি তার পর করিবে প্রদান॥ চন্দন অগুরু আদি করিবে অর্পণ। পুংদেবে অর্পিতে হবে সুশুভ্র বসন॥ কিম্বা গৌর বস্ত্র তারে করিবে প্রদান। রক্তবস্ত্র দেবীগণে দিবে মতিমান॥ রক্তবস্ত্র দিবে কিন্তু দেব দিবাকরে। মনসারে নীল বস্ত্র দিবেক সাদরে॥ নীলবস্ত্র কৃষ্ণদেবে করিবে অর্পণ। শাস্ত্রের

বিধান এই ওহে ঋষিগণ ॥ যেই দেব যেই বর্ণ করেন ধারণ। তাঁরে দিবে সেইরূপ বর্ণের আসন ॥ তাহাতে পরম তুষ্ট দেবগণ হন। সেরূপ বর্ণের দিবে যত বিভূষণ ॥ অলঙ্কার দিবে স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যময়। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে ঋষিচয় ॥ কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক করিবে অর্পণ। মধু দধি ঘৃত তাহে করিবে মিশ্রণ ॥ এইরূপ মধুপর্ক করিলে প্রদান। দেবগণ তাহে তুষ্টি অতিশয় পান ॥ ষোড়শাঙ্গ ধূপ সাধু করিবে অর্পণ। দশাঙ্গ অথবা দিবে সেই সাধুজন ॥ ঘৃতদীপ পূজা হেতু অর্পিতে হইবে। অথবা অভাবে তৈলপ্রদীপ অর্পিবে ॥ পুষ্পমাল্য পূজাকালে করিবে অর্পণ। সুগন্ধ কুসুম হবে ওহে ঋষিগণ ॥ ফল-দুগ্ধ-সমন্বিত করিয়া সাদরে। নৈবেদ্য অর্পিবে সাধু একান্ত অন্তরে ॥ নৈবেদ্য সঘৃত কিন্তু করিবে সৃজন। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে ঋষিগণ ॥ পুনরাচমনী দিবে যেমত বিধানে। তাম্বুল দিবেক পরে শুন সর্ব্বজনে ॥ গুবাক লবঙ্গ চূর্ণ করিয়া মিশ্রণ। তাম্বুল দেবতাগণে করিবে অর্পণ ॥ এইরূপ উপহারে অতীব সাদরে। সাধুগণ পূজিবেক জাহ্নবীর তীরে ॥ পরভাষা গঙ্গাতীরে না কবে কখন। নীচকথা সেই কালে করিবে বর্জ্জন ॥ অশুচি স্পর্শন কভু ভ্রমে না করিবে। কোন [illegible] সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ যাবত অর্চ্চনা নাহি হয় সমাপন। তাবৎ না তেয়াগিবে আসন কখন ॥ পৈশুন্য কখন নাহি রাখিবে অন্তরে। [illegible] ত্যজিবে সাদরে ॥ অহঙ্কার মমতাদি করিবে বর্জ্জন। শোক দুঃখ মনে নাহি করিবে কখন ॥ অর্থচিন্তা না করিবে আপন অন্তরে। কহিনু শাস্ত্রের বিধি সবার গোচরে ॥ পূজাকালে গুরু যদি করে আগমন। প্রণাম তাঁরে সেই কালে করিবে সুজন ॥ গুরুপুত্র কিম্বা পৌত্র আসিলে তথায়। করিবেক পূজা তাঁর কহিনু সবায় ॥ করিবেক তাঁহাদের অর্চ্চনা সাধন। ইষ্টফল হবে পূর্ণ শাস্ত্রের বচন ॥ ইষ্টদেবে এইরূপে পূজিতে হইবে। শুন শুন শিবলিঙ্গে যেরূপে [illegible] ॥ দিব্য বেদি বিরচিবে ওহে ঋষিগণ। করিবে নিম্নেতে তার আসন স্থাপন ॥ দণ্ডাকার হবে লিঙ্গ শাস্ত্রের বিধান। অঙ্গুষ্ঠের ন্যূন নাহি হবে পরিমাণ ॥ তাহার অধিক যত করিবারে পারে। ততই অধিক ফল জানিবে অন্তরে ॥ নানাবিধ উপচারে করিবে পূজন। শিবার্থে মৃত্তিকা পারে করিতে খনন ॥ গঙ্গাগর্ভ বিদারণ করি সাধুজন। মৃত্তিকা লইতে পারে শিবের কারণ ॥ বিল্বপত্রে শিবপূজা করিবে সাদরে। তাহে মহাতুষ্ট শিব আপন অন্তরে ॥ গঙ্গাজলে মহাতুষ্ট দেব পঞ্চানন। গঙ্গা-নামে মহাপ্রীত মহাদেব হন ॥ যেই জন গঙ্গাতীরে শিবপূজা করে। তাহার পুণ্যের কথা নারি বর্ণিবারে ॥ বিল্বপত্র পুষ্প আদি যদি নাহি পায়। পূজিবেক

গঙ্গাজলে কহিনু সবায় ॥ একমাত্র গঙ্গাজলে তুষ্ট মহেশ্বর। শাস্ত্রের বচন ইহা তাপস-নিকর ॥ গঙ্গার সমান নাহি এ তিন ভুবনে। গঙ্গা নামে তরে লোক কহি সবাস্থানে ॥ নিরন্তর গঙ্গা নাম করিলে স্মরণ। অখিল পাতক পাতক তার হয় বিনাশন ॥ গঙ্গারে ভকতিভাবে পূজে যেই জন। অন্তিমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠভুবন ॥ পাপিষ্ঠ যদ্যপি করে গঙ্গা দরশন। কোটি-কোটি-জন্ম পাপ হয় বিনাশন ॥যেই জন স্নান করে ভাগীরথী-নীরে। নির্ব্বাণ মুকতি পায় জানিবে অন্তরে ॥ যত পুণ্য হয় তার বলিব কেমনে। নরধামে গঙ্গা-দেবী মুক্তির কারণে ॥ কিছুমাত্র গঙ্গাজল যেই করে পান। অন্তিমে সে জন পায় অবশ্য নির্ব্বাণ ॥ গরু হত্যা নরহত্যা পাপ আছে যত। সেই সব পাপে মত্ত জীব অবিরত ॥ গঙ্গাজলে যদি স্নান করে ভক্তি ভরে। নিষ্পাপী হইয়া যায় অমর-নগরে ॥ ধরাধামে যত নদী হয় দরশন। সবার প্রধানা গঙ্গা ওহে ঋষিগণ ॥ জাহ্নবী-অনিল যদি লাগে কার গায়। অবহেলে সেই জন মোক্ষপদ পায় ॥ জাহ্নবীতীরেতে যদি কেহ পাক করে। সুধার সমান তাহা জানিবে অন্তরে ॥ সেই দ্রব্য সুরগণ বাঞ্ছয়ে ভখিতে। তরাবারে মহাপাপী জাহ্নবী ধরাতে ॥ ভগীরথে দয়া করি ধরায় আসিল। সেই হেতু ভাগীরথী আখ্যান হইল ॥ বিষ্ণুর চরণে হয় জনম উঁহার। ভগীরথকুল দেবী করেন উদ্ধার ॥ আগমন কালে যথা জহ্নু মহাঋষি। গণ্ডূষে গঙ্গারে তিনি ফেলেন গরাসি ॥ পুনরায় জানু হতে বাহির করিল। সে হেতু গঙ্গার নাম জাহ্নবী হইল ॥ জননী জাহ্নবী দেবী মহিমা অপার। ভীষ্মের জননী তিনি সার হতে সার ॥ ত্রিপথ-বাহিনী দেবী আপনি হইল। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে প্রবেশ করিল ॥ স্বর্গে মন্দাকিনী নাম গঙ্গাদেবী ধরে। পাতালেতে ভোগবতী জানে সর্ব্ব নরে ॥মর্ত্ত্যে ভাগীরথী নাম ওহে ঋষিগণ। ভীষ্মের জননী দেবী-নিস্তার কারণ ॥ ভগীরথে কৃপা করি আসেন জননী। ব্রহ্মকমণ্ডলে রহে জগৎ জননী ॥ কৈলাসে শিবের শিরে আসিয়া পড়িল। তথা হতে হিমালয় ভেদিয়া পড়িল ॥ ভীষণ বেগেতে দেবী হন্নে স্রোতস্বতী। কলকল রবে করে সাগরেতে গতি ॥ সাগরে প্রবেশি করে পাতালে গমন। সগর রাজার বংশ উদ্ধার-কারণ ॥ দেবগণ গঙ্গাজল করেন ভক্ষণ। মুক্তিপদ হয় যাহে অখিল-তারণ ॥ মোক্ষের কারণ গঙ্গা বৈকুণ্ঠ আগারে। সোপান সদৃশ তাঁরে জানিবে অন্তরে ॥ যেই জন মৃত্যুকালে গঙ্গাজল খায়। অবহেলে সেই জন মোক্ষপদ পায় ॥ বিমানে আরোহি যায় মহাপাপী হলে। জীবের উদ্ধার হয় স্পর্শন করিলে ॥ বৈকুণ্ঠে আনন্দে সেই করয়ে গমন। বিষ্ণুর কিঙ্কর হয়ে থাকে সেই

জন ॥ জরা মৃত্যু শোক দুঃখ কিছু নাহি রয়। মোক্ষপদ পায় সেই নাহিক সংশয় ॥ আরো শুন ঋষিগণ আমার বচন। দূরদেশে যদি কেহ ত্যজয়ে জীবন ॥ মৃত দেহ লয়ে যদি জাহ্নবীর তীরে। ভস্মীভূত করে গিয়া পবিত্র অন্তরে ॥ মহাপাপী যদি হয় সেই মৃতজন। তথাপি মুকতি পায় শাস্ত্রের বচন॥ বৈকুণ্ঠ নগরে যায় হয়ে পুলকিত। অনুচর হয়ে তথা রহে অবস্থিত ॥ জীবের জীবন অন্তে যদি মৃত কায়। বায়সে শৃগালে কিম্বা সেই মাংস খায় ॥ যদি গঙ্গাজল ভক্ষে তারা সব আসি। অথবা শরীর তার জলে যায় ভাসি ॥ অবশ্য মুকতি পায় সেই মৃত জন। বিমানে চড়িয়া যায় অমরভবন ॥ যদি কেহ দেহ ত্যাগ করে অন্যস্থানে। তার অস্থি যদি দেয় জাহ্নবী-জীবনে॥ তাহার মুকতি হয় নাহিক সংশয়। বৈকুণ্ঠে সে জন যায় ওহে ঋষিচয় ॥ আরো শুন এক কথা ওহে ঋষিগণ। ব্রাহ্মণ যদ্যপি কেহ ত্যজয়ে জীবন ॥ মৃত দেহ শূদ্রে আনি যদি গঙ্গানীরে। ফেলি দেয় ঋষিগণ সলিল উপরে ॥ নরকেতে নাহি যায় সেই মৃতজন। বিমানে চড়িয়া যায় অমর ভুবন ॥ ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়। ভবডোরে সেই কভু বন্দীভূত নয় ॥ স্নান হেতু যেই জন জাহ্নবীর নীরে। ভকতি করিয়া চলি যায় গঙ্গাতীরে ॥ যত পদ চলি যায় ওহে ঋষিগণ। তত কোটি বর্ষ রহে বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥ গঙ্গার মহিমা বল কি বলিব আর। মস্তকে ধরেন শিব দয়ার আধার ॥ মহিমা জানেন মাত্র সেই শূলপাণি। সে হেতু ধরেন শিরে শুন যত মুনি ॥ কি বলি অধিক আর তাপসনিকর। গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে যেই কোন নর ॥ সহস্র যোজন দূরে যদি সেই রয়। মুকতি পাইবে তবু নাহিক সংশয় ॥ যেই জন গঙ্গা নাম স্মরে অনুক্ষণ। হরিপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥ অতএব ঋষিগণ শুনহ সকলে। একান্ত অন্তরে ভজ জাহ্নবী-দেবীরে ॥ গঙ্গার সমান নাহি এ তিন ভুবন। তাঁহারে অন্তরে ভজ ওহে ঋষিগণ ॥ সদা ডাক সদা ভাব একান্ত অন্তরে। তরিতে বাসনা যদি ভব পারাবারে ॥ ভবার্ণব পারে যেতে যদি থাকে মন। সব ছাড়ি জাহ্নবীরে করহ স্মরণ ॥ এমন তরণী আর নাহি কোন স্থানে। ছেদন করয়ে যাহা ভবের বন্ধনে ॥ ভববন্ধ কাটিবারে যদি হয় মন। গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাক ওহে ঋষিগণ ॥ যত কিছু তীর্থ আছে বিশ্বের মাঝারে। গঙ্গা সম নহে কেহ জানিবে অন্তরে॥ সর্ব্বতীর্থে গঙ্গা-দেবী করে অধিষ্ঠান। সর্ব্বতীর্থ হতে গঙ্গা জানিবে প্রধান ॥ গঙ্গাশূন্য তীর্থ নাহি বিশ্বের মাঝারে। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমা সবাকারে ॥ এখন বিচার করি ওহে ঋষিগণ। যেমত বাসনা হয় করহ, তেমন ॥

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই সে কারণে। বলিনু গঙ্গার কথা সবা বিদ্যমানে॥ মুক্তির কারণ গঙ্গা ধর্ম্মের কারণ। পুণ্যের কারণ গঙ্গা তীর্থের কারণ॥ ভক্তিভরে তাঁর পূজা করিলে সাদরে। অবহেলে পাপ হতে পাপীজন তরে॥ সগর সন্তানগণ অতি দুরাচার। গঙ্গার কৃপায় তারা লভিল উদ্ধার॥ গঙ্গা হতে ব্রহ্মশাপ হইল মোচন। ইহার অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ॥ কামরূপ নামে তীর্থ বিদিত সংসারে। বিরাজে কামাখ্যা দেবী জানে সর্ব্বনরে॥ গঙ্গা-দেবী গুপ্তভাবে আছে সেই স্থান। সেই হেতু মহাতীর্থ জানিবে আখ্যান॥ ভৃগুরাম মহাপাপ করিয়া সাধন। সেই স্থানে স্নান আদি করেন সাধন॥ তাহে পাপে মুক্ত হয় সেই ঋষিবর। গঙ্গার মহিমা মান তাপসনিকর॥ অস্ত্র ধরি ভৃগুরাম অতি রোষভরে। কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনেরে বিনিপাত করে॥ পিতার আদেশে করে জননী নিধন। তারপর কামরূপে করেন গমন॥ তথায় জাহ্নবী দেবী করে অধিষ্ঠান। সেই স্থানে স্নান করে ভার্গব ধীমান্॥ সেই তীর্থে আছে গঙ্গা অতীব গোপনে। এই হেতু মহাতীর্থ জান সর্ব্বজনে॥ গঙ্গার সমান নাহি এ তিন ভুবনে। অতএব ভাব তাঁরে একান্তিক মনে॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভৃগুরামের বৃত্তান্তপ্রসঙ্গে জমদগ্নির আশ্রমে
কার্ত্তবীর্য্যের আতিথ্য গ্রহণ।

সনৎকুমার উবাচ।

কেন বা ম্রিয়তে চৈব রাজা বাহুসহস্রধৃক্।
কথং বা ভার্গবো বীরঃ শস্ত্রবান্ ব্রাহ্মণঃ কুলে।
তৎ সর্ব্বং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সাদরং দ্বিজাঃ॥

এতেক বচন শুনি কহে ঋষিগণ। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥ যত শুনি তত আরো স্পৃহা বলবতী। এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহামতি॥ ভৃগুরাম মহাপাপ করিয়া সাধন। তীর্থে তীর্থে সেই দেব করেন ভ্রমণ॥ ক্ষত্রিয় করিল বধ ব্রাহ্মণ হইয়া। যুদ্ধ করে বহুমতে কুঠার লইয়া॥ ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি করিলেন রণ। ইহার কারণ কিবা কহ মহাত্মন্॥ এই কথা শুনিবারে বাসনা সবার। প্রকাশ করিয়া কহ ওহে গুণাধার॥ এতেক বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়॥ অপূর্ব্ব সুরম্য কথা করহ শ্রবণ। কার্ত্তবীর্য্য যেইরূপে হইল নিধন॥ কি কারণে অস্ত্র ধরে ভার্গব ধীমান্। বর্ণন

করিব তাহা যথা বিদ্যমান॥ কার্ত্তবীর্য্য নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে। সহস্রেক বাহু তার বিদিত সংসারে ॥ মহাবল নরপতি বিদিত ভুবন। একদা কাননে যান মৃগয়া কারণ ॥ চতুরঙ্গী সেনা যায় সহিতে তাঁহার। ক্রমে ক্রমে পশে গিয়া কানন মাঝার ॥ নানাবিধ মৃগ বধ করিয়া রাজন। কাননে কাননে তিনি করেন ভ্রমণ ॥ অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি হয় উপনীত। ঘন ঘন বজ্রাঘাত হতেছে পতিত ॥ অন্ধকার চারিদিক ঘনঘটাময়। নয়নে কিছুই নাহি নিরীক্ষিত হয় ॥ ক্রমে নিশা উপনীত অতি বিভীষণ। বৃক্ষোপরি সকলেতে করে আরোহণ ॥ অনাহারে নিশাপাত করে বৃক্ষোপরে। প্রভাতে নামিল সবে অবনী উপরে ॥ অনাহারে সকলের কাতর জীবন। পিপাসায় সকাতর যত সৈন্যগণ ॥ জমদগ্নি ঋষিবর বসি আশ্রমেতে। সৈন্য সহ নরপতি চলে সেই পথে ॥ হেরে ঋষি নরপতি তথায় আসিল। ঋষিবাসে মহানন্দে অতিথি হইল ॥ হেরে ঋষি নরপতি সন্নিধানে যায়। আদরেতে বসিবারে আসন যোগায় ॥ ঋষিবরে পুলকেতে পরে সে রাজন। ভক্তি ভরে চরণেতে করেন বন্দন ॥ আশীষ করিয়া ঋষি জিজ্ঞাসে কুশল। প্রফুল্ল বদনে রাজা কহিল সকল ॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া ঋষি দুঃখিত অন্তরে। মিষ্টভাষে কহিলেন তখন রাজারে ॥ শুন শুন নরপতি আমার বচন। অদ্য এই স্থানে থাক আমার আশ্রম ॥ আমার আলয়ে সবে করহ আহার। কল্য পুনঃ সৈন্য সহ যাইবে আগার ॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে উৎফুল্ল হন নৃপতি তখন ॥ বহুলোক নিরখিয়া সেই ঋষিবর। সুরভির সন্নিধানে গেলেন সত্বর ॥ বিনয় বচনে কহে সুরভি সদনে। কৃপা দৃষ্টি কর মাত এ অধীন জনে ॥সবার জননী তুমি আমার জননী। এঘোর বিপদে মাগো তোমারেই জানি॥ পড়েছি বিষম দায়ে কি হবে উপায়। চরণে ধরি গো মাতঃ রক্ষহ আমায় ॥ অতিথি হয়েছে রাজা লয়ে সৈন্যগণ। সবারে করাতে মাতঃ হইবে ভোজন ॥ কামধেনু ধীরে ধীরে কহে ঋষিবরে। কেন ঋষি কর ভয় আপন অন্তরে ॥ আমি বিদ্যমানে তব কিবা আছে ভয়। যা মাগিবে দিব তাহা নাহিক সংশয় রাজযোগ্য দ্রব্য সব অবশ্য যোগাব। যার যাহা অভিলাষ তাহাই অর্পিব ॥ এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন। কহিলেন শুন মাতঃ আমার বচন ॥ রাজভোগ্য দ্রব্য সব কর আযোজন। সুন্দর সুখাদ্য যত যত মনোরম ॥ এত বলি ঋষিবর করিল প্রস্থান। অবিলম্বে উপস্থিত রাজ-সন্নিধান ॥ এদিকে সুরভি সব করে আয়োজন। নানা ফল নানা খাদ্য অতি মনোরম ॥ স্বর্ণখাট স্বর্ণাসন বর্ণিবারে নারি। বসন ভূষণ কত যাই বলি হারি ॥ তার পর ঋষিবর করিয়া

যতন। ভোজন করান নৃপে সহ সৈন্যগণ॥ তাহা দেখি নৃপতির লাগিল বিস্ময়। ভাবে মনে কিবা রূপে এই সব হয়॥ তপস্বী হইয়া মণি কোথায় পাইল। এ সব সুন্দর দ্রব্য কিরূপে আসিল॥ কিরূপে তাপস হয়ে দিবে স্বর্ণাসন। রত্ন মণি আদি করি যত বিভূষণ॥এত ভাবি নরপতি হইয়া বিস্ময়। অমাত্য-প্রবরে ডাকি ধীরে ধীরে কয়॥ সন্দেহ হযেছে বড় ওহে মন্ত্রীবর। আমার বচন শুন কহি অতঃপর॥ আশ্রম ভিতরে গিয়া কর অন্বেষণ। কিরূপে তাপস সব কৈল আযোজন॥ মুহূর্ত্ত মাঝেতে সব কিরূপে পাইল। বহুমূল্য দ্রব্যজাত কিরূপে আসিল॥ বনবাসী হয়ে করে এত আয়োজন। ইহার কারণ কিবা কর অন্বেষণ॥ যেই সব দ্রব্য ঋষি আয়োজন করে। জগতে দুর্লভ ইহা কহিনু তোমারে॥ইহার কারণ শীঘ্র জান মন্ত্রীবর। দেখিযা বিস্মিত বড় হয়েছে অন্তর॥

রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মন্ত্রীবর দ্রুতগতি করিল গমন॥ আশ্রম ভিতরে মন্ত্রী যায় ধীরে ধীরে। চারিদিকে ঘন ঘন নেত্রপাত করে॥ কত দ্রব্য দেখে তথা সেই মন্ত্রীবর। দেখিয়া বিস্মিত হয তাহার অন্তর॥ সুরভিরে হেরি তথা হইয়া বিস্মিত। দ্রুতগতি নৃপপাশে আসিল ত্বরিত॥ বিনয় বচনে কহে অতি ধীরে ধীরে। শুন শুন নৃপবর নিবেদি তোমারে॥ আশ্রম ভিতরে যাহা করি দরশন। নিবেদন করিতেছি করহ শ্রবণ॥ দেখিলাম যজ্ঞবেদী কাষ্ঠ আদি আর। অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে অগ্নি ওহে গুণাধার॥ কত পুষ্প কত ফল আছে বিরাজিত। বিল্বদল চারি পাশে আছে অপ্রমিত॥ কুশাসন আছে কত কে করে গণন। কম্বল আসন কত শুনহ রাজন॥ মৃগছাল আছে কত অতি মনোহর। কত শিষ্য উপশিষ্য ওহে নৃপবর॥ চারিদিকে বেদপাঠ ঘন ঘন হয। স্বর্ণপাত্র রাশি রশি ওহে মহোদয়॥ চারিদিকে শোভিতেছে অমূল্য বসন। বৃক্ষছাল পরি আছে যত শিষ্যগণ॥ সবার শিরেতে শোভে দীর্ঘ জটাভার। হেরিলাম এই সব ওহে গুণাধার॥আরো দেখিলাম যাহা শুনহ রাজন্। কুটীরের বাহিরেতে করি নিরীক্ষণ॥ সুরভি নামেতে গাভী কিবা শোভা পায়। শুভ্রবর্ণ মনোহর সুললিত কায়॥ সূর্য্য সম আভা তার ওহে নৃপবর। পদ্মপত্র সম তাঁর নয়ন যুগল॥ মনোহর বর্ণ কিবা অতি সুচিকন। তাহার গুণের কথা কি কহি রাজন্॥ কামধেনু তার নাম গুণের আলয়। লক্ষ্মীদেবী সম ধেনু ওহে মহোদয়॥ ক্ষীরবতী সেই ধেনু করি নিরীক্ষণ। কামনা করেন তিনি সতত পূরণ॥ ঋষিবর যাহা চাহে তাঁহার সদনে। তাহাই যোগান তিনি কহি তব স্থানে॥ এতেক বচন রাজা করিয়া

ন।। মনে মনে বহুক্ষণ করেন চিন্তন ॥ দুর্ব্বুদ্ধি হইল তাঁর হৃদয়-মাঝারে।
কহিলেন ধীরে ধীরে অমাত্য-প্রবরে ॥ ঋষির নিকটে ধেনু চাহিব এখন।
অবশ্য দিবেন মোরে বিপ্রের নন্দন ॥ যেরূপে পারিব আমি সে ধেনু লইব।
ধেনু নাহি লয়ে আমি গৃহে না ফিরিব ॥ তাহার সমান ধেনু নাহিক ভুবনে।
যেরূপে পারিব লয়ে যাইব ভবনে ॥ এইরূপ মনে রাজা করেন চিন্তন।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল তাঁর কিসের কারণ ॥ কে বুঝিবে কেন হেন মনন তাঁহার।
কালবশে হয় কিবা বলা অতি ভার ॥ কালের বশগ হয় যবে জীবগণ। হিতা-
হিত জ্ঞান নাহি থাকয়ে তখন ॥ ধর্ম্মবোধ পাপ পুণ্য জ্ঞান নাহি রয়। একে-
বারে সব তার হয়ে যায় লয় ॥ কালের বশগ হলে হয় বুদ্ধি নাশ। কালের
বশগ হলে ঘটে সর্ব্বনাশ ॥ পাপ কার্য্যে পাপ বাড়ে অধর্ম্ম উদয়। পুণ্যকর্ম্মে
[illegible] ॥ পুণ্যকর্ম্ম যেই জন করয়ে সাধন। পরলোকে
মহাসুখ পায় সেই জন ॥ কর্ম্মফলে [illegible] জনম। কর্ম্মফলে নানাযোনি
করয়ে ভ্রমণ ॥ রাজঘরে জন্মে কেহ নিজ কর্ম্মফলে। কর্ম্মফলে যায় জীব নরক
মাঝারে ॥ পাপেতে মগন হয় যবে জীবগণ। বুদ্ধি বিদ্যা সব তার হয়
বিনাশন ॥ [illegible] বিভুর যা জানিবে তাহার। কর্ম্মফলে কত হয় অবনীমাঝার॥
কর্ম্মফলে পীড়া ভোগ করে জীবগণ। কর্ম্মফলে ব্যাধিগ্রস্ত হয় জনগণ ॥
[illegible] হতজ্ঞান হন নরপতি। কালবশে হৃদে তার ঘটিল দুর্ম্মতি। অনন্তর
ঋষিরে করি সম্বোধন। বিনীতভাবে নরপতি কহেন তখন ॥

শুন শুন ঋষিবর আমার বচন। তোমার চরণে করি সাদরে বন্দন ॥
কল্পতরু সম তুমি ওহে মতিমান। জগতে নাহিক কেহ তোমার সমান ॥
তব হৃদে বাঞ্ছা হয় যখন উদয়। তখনি করহ সিদ্ধ ওহে মহোদয় ॥ সুরভি
নামেতে গাভী আছয়ে তোমার। ভিক্ষা চাহি তব পাশে ওহে গুণাধার ॥
করুণা করহ ঋষে আমার উপরে। শীঘ্র করি দেহ ভিক্ষা সুরভি ধেনুরে ॥
যোগীর প্রধান তুমি ওহে ঋষিবর। যোগেতে মগন সদা তোমার অন্তর ॥
যোগবলে কত ধেনু হইবে তোমার। অতএব ধরি মুনে চরণে তোমার ॥
ভিক্ষুক তোমার পাশে হইলাম আমি। ভিক্ষুকে বিমুখ নাহি কর মহামুনি ॥
সুরভিরে মোরে দেহ ওহে ঋষিবর। ভিক্ষুকেরে দান দিতে না হও কাতর॥
এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন। রোষবশে ঘন ঘন কাঁপেন তখন ॥
লোহিত-বরণ হৈল নয়ন তাঁহার। কহিলেন শুন নৃপ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার ॥
কেন হেন কথা কহ ওহে নৃপবর। বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হতেছে অন্তর ॥
নরাধম ভূমি রাজা এ ভব সংসারে। মহাশঠ দুরজন হেরিনু তোমারে ॥

দান উপযুক্ত পাত্র নহ ত কখন। দরিদ্র নহেক তুমি রাজার নন্দন॥ তোমারে করিব দান কিসের কারণ। উপযুক্ত পাত্রে দান শাস্ত্রের বচন॥ ক্ষত্রজাতি হও তুমি ওহে নরপতি। তোমারে করিব দান এই কোন রীতি॥ অতি দুরমতি তুমি শুনহ রাজন্। হেন বাক্য পুন নাহি কর উচ্চারণ॥ কামধেনু জন্মিযাছে অমর-নগরে। দুর্গার সদৃশ ধেনু জানিবে অন্তরে॥ ভৃগুমুনি ব্রহ্মাপাশে লভেন ইহাঁয়। আমারে দিয়াছেন শেষে শুন নররায়॥ যতনে পালন আমি করেছি ইহারে। তুমি এবে যাচিতেছ বল কিবা করে॥ অতিথি হয়েছ তুমি আমার ভবন। নৈলে ভস্মীভুত তুমি হতে এতক্ষণ॥ মম রোষানলে তুমি ভস্মীভূত হবে। এতক্ষণ যেতে নৃপ শমন-আলয়ে॥ শুন শুন নৃপবর ছাড় এই আশ। নিজে মহাকালে তোমা করিবে গরাস॥ যদি রোষ হয় নৃপ আমার অন্তরে। নিশ্চয় যাইবে তুমি শমন আগারে॥ আমার বচন এবে শুনহ রাজন্। অবিলম্বে নিজগৃহে করহ গমন॥ এ হেন বচন আর না কহ বদনে। অবিলম্বে যাহ ফিরি আপন ভবনে॥ যথাবিধি রাজকার্য্য করহ সাধন। প্রজাগণে বিধানেতে করহ পালন॥ গাভীর কারণে আসি কানন মাঝারে। কত কষ্ট সহিতেছ আপন অন্তরে॥ গৃহে গিয়া দারা পুত্র কর দরশন। আমার বচন সদা করহ স্মরণ॥

এতেক বচন শুনি নৃপতিপ্রবর। মহারোষে জ্বলি উঠে ঋষির উপর॥ রোষনেত্রে অনুচরে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥ সবলে প্রবেশ গিয়া ঋষির আগারে। সুরভিরে আন শীঘ্র আমার গোচরে॥ প্রতিবাদী হয় যদি তাহে কোন জন। বধিবে তাহারে তুমি আমার বচন॥ কাহারো বচন নাহি ধরিও অন্তরে। শীঘ্রগতি প্রবেশহ ঋষির আগারে॥ কামধেনু ত্বরা করি কর আনয়ন। সৈন্য লয়ে শীঘ্র সবে করহ গমন॥ রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যগণ। দ্রুতগতি আশ্রমেতে প্রবেশে তখন॥ কল কল রবে সৈন্য প্রবেশে ভিতরে। তাহা দেখি মুনিবর ব্যাকুল অন্তরে॥ সুরভি নিকটে ত্বরা করিয়া গমন। কান্দিতে কান্দিতে কহে বিনয় বচন॥ শুন গো জননী আজি নিবেদি তোমারে। রাজসৈন্য অগণিত আসিছে ভিতরে॥ সবলে তোমারে লয়ে করিবে গমন। এত বলি ঋষিবর করেন রোদন॥ সুরভি ঋষির বাক্য করিয়া শ্রবণ। সকাতরে ঋষিবরে কহেন তখন॥ কেন পিতঃ ভয় কর আপন অন্তরে। কার হেন সাধ্য আছে হরিবে আমারে॥ যতনে আমারে তুমি করেছ পালন। ছাড়িয়া তোমারে আমি না যাব কখন॥ সবলে লইবে মোরে হেন সাধ্য কার। তুমি যারে দিবে আমি হইব তাহার॥

তোমার আদেশ বিনা কেবা লতে পারে। কেন বা কান্দিছ পিত বলহ আমারে ॥ চিরদিন দুঃখ ভোগ কভু নাহি হয়। সকলি জানিও পিত কালের আশ্রয় ॥ কভু সুখ উপনীত দুখ বা কখন। হৃদি হতে শোক দুখ কর বিসর্জ্জন ॥ নরপতি লবে মোরে কি শক্তি তাহার। জানে না সে দুরমতি শকতি আমার ॥ ধরণী সহিত যদি একদিকে হয়। তথাপি কাহার সাধ্য মোরে হরি লয় ॥ তুমি নিজে যারে মোরে করিবে অর্পণ। তাহার সহিতে আমি করিব গমন ॥ এত বলি কামধেনু নিশ্বাস ছাড়িল। অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য অমনি জন্মিল ॥ অস্ত্র শস্ত্র কত হৈল কে গণিতে পারে। কত সৈন্য জন্ম নিল বদন-বিবরে ॥ নয়ন হইতে জন্মে কত যোদ্ধা জন। পুচ্ছ হতে কত হয় কে করে গণন ॥ তাহা দেখি ঋষিবর আনন্দে মগন। সুরভি মুনিরে পরে কহিল তখন ॥ শুন শুন ঋষিবর বচন আমার। এই সেনা সহ তুমি হও আগুসার ॥ নিজে কিন্তু রণস্থলে না কর গমন। এই সৈন্য লয়ে শীঘ্র করহ গমন ॥ ধেনুর আদেশ ঋষি ধরি শিরোপরে। সৈন্যগণ লয়ে চলে অতি দ্রুত করে ॥ দূর হতে রাজসৈন্য করি দরশন। আশ্চর্য্য ভাবিয়া তারা চিন্তে মনে মন ॥ ঋষি-সৈন্য মহাবল দরশন করে। পলায়ন করে সবে ব্যাকুল-অন্তরে ॥ রাজার নিকটে ত্বরা করিয়া গমন। নিবেদন করে সবে যত বিবরণ॥ তাহা শুনি নরপতি বিস্মিত-হৃদয়। ভাবে মনে এই কিবা আশ্চর্য্য বিষয় ॥ সামান্য তপস্বী মাত্র বসতি কাননে। কিরূপে এতেক সৈন্য তাহার সদনে ॥ সকলি সুরভি হতে লভেছে জনম। নাহিক সন্দেহ ইথে সুরভি কারণ ॥ [illegible] যেইরূপে সুরভি হরিব। আশ্রম হইতে তারে রাজ্যেতে লইব ॥ আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন। কত শক্তি ধরে ঋষি করিব দর্শন ॥ পুরাণে সুধার কথা অতি মনোরম। শুনিলে মোচন হয় ভবের বন্ধন ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

জমদগ্নি সহ কার্ত্তবীর্য্যের সংগ্রাম।

সনৎকুমার উবাচ।

সৈন্যতশ্চ সমাকর্ণ্য রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
বহুধা চিন্তয়ামাস মৌনং ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥

তার পর ঋষিগণে করি সম্বোধন। পুনশ্চ কহিতে থাকে বিধির নন্দন ॥ শুন শুন ঋষিগণ বচন আমার। তার পর ঘটে যেই অদ্ভুত ব্যাপার ॥

নরপতি সেনামুখে করিয়া শ্রবণ। মনে মনে বহুক্ষণ করেন চিন্তন॥ দূত একে সম্বোধন করি তার পর। পাঠালেন অবিলম্বে ঋষির গোচর॥ রাজার আদেশে দূত করিল গমন। অবিলম্বে উপনীত ঋষির সদন॥ ঋষিপাশে উপনীত হইয়া তখন। তাঁহারে সম্বোধি কহে কর্কশ বচন॥ শুন শুন ঋষিবর বচন আমার। রাজার আদেশে আসি নিকটে তোমার॥ রাজার আদেশ যাহা করহ শ্রবণ। একে একে তোমা পাশে করি নিবেদন॥ সুরভি নামেতে ধেনু আছয়ে তোমার। রাজার করেতে তাহা দেহ উপহার॥ যদি নাহি নৃপবরে করহ অর্পণ। অবশ্য হইবে তব বিপদ ঘটন॥ তোমার সহিতে তবে হইবে সমর। বুঝিয়া করহ কাজ ওহে ঋষিবর॥ এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন। ধীরে ধীরে মিষ্টভাষে কহেন তখন॥ শুন শুন ওহে দূত বচন আমার। দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে তব জানিবে রাজার॥ অনাহারে ছিল রাজা গাছের উপরে। সৈন্য সহ কত কষ্টে নিশাপাত করে॥ যতনে অতিথি আমি করিনু সবায়। তাহার উচিত ফল দিতেছে আমায়॥ সাধ্যমতে সকলেরে করানু ভোজন। তার প্রতিফল রাজা দিতেছে এখন॥ আমার বচন শুন ওহে দূতবর। শীঘ্রগতি যাহ তুমি রাজার গোচর॥ আমার বচন শীঘ্র জানাও তাঁহারে। শীঘ্র যেন ফিরি যান আপন আগারে॥ সুরভিরে আমি নাহি করিব অর্পণ। ভয়ে ভীত নহি আমি ঋষির নন্দন॥ তোমার রাজারে আমি ভয় নাহি করি। কভু নাহি দিব ধেনু এই স্থির করি॥ রাজার নিকটে ত্বরা করিয়া গমন। আমার যতেক বাক্য কর নিবেদন॥ দূত কহে শুন শুন ওহে ঋষিবর। রাজার সহিত নাহি করিও সমর॥ বিবাদে নাহিক কাজ করহ শ্রবণ। রাজার সহিতে নাহি পারিবে কখন॥ অপদস্থ হবে কেন ওহে ঋষিবর। রাজার অসংখ্য সেনা মহাবলধর॥ সত্য বটে সৈন্য তব করি দরশন। সুরভি-প্রদত্ত উহা ঋষির নন্দন॥ কিন্তু এক কথা বলি শুনহ শ্রবণে। রাজার সহিতে যুদ্ধ করিবে কেমনে॥ অল্পমাত্র সৈন্য তব ওহে ঋষিবর। রাজার অসংখ্য সেনা মহাবলধর॥ অল্পবল তব সৈন্য কর দরশন। অতএব বিবাদেতে নাহি প্রয়োজন॥ বিবেচনা করি দেখ আপন অন্তরে। পরাভূত যদি হও তুমি হে সমরে॥ ভবিষ্যতে কিবা দশা ঘটিবে তোমার। মনে মনে ওহে ঋষে করহ বিচার॥ তাপস ব্রাহ্মণ তুমি কাননে বসতি। যুদ্ধে বল কিবা কাজ ওহে মহামতি॥ রাজার সহিতে যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন। অবিলম্বে সুরভিরে করহ অর্পণ॥ রাজার সহিতে যদি করহ সমর। নিশ্চয় ত্যজিতে হবে এই কলেবর॥

অকালে যাইবে তুমি শমন ভবন। অতএব যুদ্ধে বল কিবা প্রয়োজন॥
তোমার মঙ্গল হেতু নিবেদি তোমারে। অবিলম্বে সুরভিরে দেহ রাজকরে॥
তাহাতে মঙ্গল হবে লভিবে কল্যাণ। পরম সন্তুষ্ট হবে নৃপতি ধীমান্॥
দূতের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে ঋষিবর কহেন তখন॥
শুন শুন ওহে দূত বচন আমার। কি সাধ্য বলহ দেখি তোমার রাজার॥
যে কথা বলিলে তুমি আমার সদনে। পুনরায় হেন কথা না কহ বদনে॥
দূতরূপে মম পাশে তব আগমন। ক্ষমিলাম এই হেতু শুনহ সুজন॥
নিবেদন কর গিয়া তোমার রাজারে। করুক্ সমর সেই যত শক্তি ধরে॥
রাজার বচনে মম নাহি কোন ভয়। সংগ্রাম করিব আমি নাহিক সংশয়॥
শীঘ্রগতি ওহে দূত করহ গমন। অবিলম্বে রণে আমি হব নিমগন॥ মম
দূতরূপে তুমি যাহ শীঘ্রগতি। নিবেদন কর গিয়া ওহে মহামতি॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দ্রুতগতি দূত যায় রাজার সদন॥
রাজার নিকটে আসি নিবেদন করে। শুনি রাজা মহারুষ্ট আপন অন্তরে॥
মহারোষে সেনাগণে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন সবে আমার বচন॥
সমরে সাজহ সবে বচন আমার। ঋষি সহ যুদ্ধে সবে হও আগুসার॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যগণ। অবিলম্বে সমরেতে সাজিল তখন॥
অশ্বোপরি কত সাজে কে করে গণনা। গজোপরি সাজে কত অগণিত সেনা॥
পদাতি সাজিল কত কে গণিতে পারে। অসি ঢাল হাতে কত সাজিল সমরে॥
এইরূপে সাজে যত চতুরঙ্গ বল। হুঙ্কার নিনাদে পৃথ্বী যায় রসাতল॥
পদভরে ধরাদেবী টলমল করে। লম্ফ ঝম্ফ দেয় সৈন্য উল্লাসের ভরে॥
আনন্দে মত্ত হয়ে যত সৈন্যগণ। জয় জয় শব্দে ক্রমে করিল গমন॥
মহাবেগে তীর ছাড়ে কোন কোন জন। অশ্বোপরি চড়ি করে বেগেতে গমন
মার মার শব্দে কেহ দ্রুতগতি ধায়। ধনুগুণ টানে কেহ মহাবলকায়॥
রণবাদ্য বাজে কত অতি মনোরম। সঙ্গে সঙ্গে করতালি দেয় কোন জন॥
ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে বাজয়ে ঝাঁঝরি। ডম্ফ বাজে শঙ্খ বাজে বাজয়ে মুরলি
কত যে সানাই বাজে কে গণিতে পারে। জগঝম্ফ বাজে কত নারি বর্ণিবারে
মহানন্দে সৈন্যগণ নাচে সর্ব্বক্ষণ। ধূলি উঠি আচ্ছাদিল গগন তখন॥
প্রভাকর ক্ষীণকর হইয়া পড়িল। অন্ধকার চারিদিকে দরশন দিল॥
বন্যপশু যত ছিল কানন মাঝারে। ভয় পেয়ে চারিদিকে পলায়ন করে॥
এইরূপে নৃপসৈন্য করয়ে গমন। এদিকে মহর্ষি ডাকে যত সৈন্যগণ॥
কামধেনু-দত্ত সৈন্য মহাবলবান্। হুহুঙ্কার রবে সব করয়ে প্রস্থান॥

ঘন ঘন লম্ফ দেয় করয়ে চিৎকার। মার মার শব্দে সবে হয় আগুসার॥ ক্রমে ক্রমে দুই সেনা হয় একত্রিত। বিষম বাধিল ক্রমে রণ আচম্বিত॥ কত কাটামুণ্ড পড়ে সমর ভূমিতে। শোণিতের কত নদী বহে চারিভিতে॥ কত যে মরিল সৈন্য কে করে গণন। নৃপসেনা ভয়ে পরে করে পলায়ন॥ রাজার যতেক সেনা পড়িল সমরে। অচেতন হয়ে রাজা ভূমিতলে পড়ে॥ সুরভি-প্রদত্ত সেনা নাচে ঘন ঘন। মহোল্লাসে ঋষিবর প্রফুল্ল বদন॥ রাজারে অজ্ঞান হেরি সেই ঋষিবর। অতঃপর দয়াগুণে সদয় অন্তর॥ অতিথি বলিয়া ঋষি করিলেন জ্ঞান। রক্ষিলেন নৃপবরে মহর্ষি ধীমান॥ আশীষ করিয়া শেষে রাজার উপরে। ধরিয়া বসান ঋষি আসন উপরে॥ গাত্রোত্থান করি রাজা চারিদিকে চায়। পুরোভাগে ঋষিবরে হেরিবারে পায়॥ ঋষিবরে নৃপবর করেন প্রণাম। মনে মনে হাস্য করে মহর্ষি ধীমান॥ পুনঃ রাজারে লয়ে করেন গমন। নানামতে নৃপবরে করান ভোজন। ঋষি [illegible] রাজারে। কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমারে॥ গৃহে ফিরি যাহ রাজা আমার বচন। কত কষ্ট লভিয়াছে [illegible]॥ [illegible] বচন শুনি নরপতি কয়। শুন শুন ঋষিবর ওহে মহোদয়॥ [illegible] ধেনু দেহ মোর করে। নৈলে পুনঃ রত হও অতিরে সমরে॥ [illegible] সংগ্রাম আমি করিব এখন॥ ধেনু নাহি যদি পাই [illegible] গৃহেতে ফিরি কহিনু নিশ্চয়॥ অতএব [illegible] রণে হও নিমগন॥ এত বলি সেনাগণে করি সম্বোধন। [illegible] দেন পুনঃ করিবারে রণ॥

উনবিংশ অধ্যায়।

ঋষি সহ নৃপতির পুনর্যুদ্ধ ও প্রজাপতির আগমন।

সনৎকুমার উবাচ।

নৃপতেবচনং শ্রুত্বা ঋষিঃ পরমতাপসঃ।
সম্বোধ্য মিষ্টভাষেণ উচে মধুরয়া গিরা॥

রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে ঋষিবর কহেন তখন॥ শুন শুন নরপতি বচন আমার। রাজ্য অধিপতি তুমি গুণের আধার॥ অহ-ঙ্কারে মত্ত কেন হতেছ এখন। করিবেন দর্পহারী দর্প বিভঞ্জন॥ আমার বচন ধর আপন অন্তরে। অবিলম্বে যাহ ফিরি আপন আগারে॥ রাজকার্য্য

কর গিয়া পূর্ব্বের মতন। বিধিমতে কর গিয়া প্রজার পালন॥ ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা হবে ওহে মহামতি। রটিবে তোমার যশ এই বসুমতী॥ হয়েছিলে হতজ্ঞান তুমি হে সমরে। রক্ষা করিয়াছি আমি সদয় অন্তরে॥ তোমার যতেক শক্তি বুঝিয়াছি আমি। পুন কেন বাঞ্ছ রণ ওহে নৃপমণি॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাহি তোমার অন্তরে। সামান্য মানুষ জ্ঞান করহ আমারে॥ আমার সহিত যুদ্ধ কিসের কারণ। আমার বচন এবে ধরহ রাজন॥ অবিলম্বে গৃহে যাহ ওহে মহামতি। হইবে পরম ধর্ম্ম শুনহ সুমতি॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কিছুকাল মৌনভাবে রহিল রাজন॥ তার পর প্রণমিয়া ঋষির চরণে। রথোপরে উঠে গিয়া লোহিত লোচনে॥ দৈববশে নরপতি জ্ঞানহীন হয়। কর্ম্মফল কদাচই খণ্ডিবার নয়॥ রোষভরে ঋষিবরে করি সম্বোধন। নরপতি রক্তনেত্রে কহেন তখন॥ শুন শুন ঋষিবর আমার বচন। অবিলম্বে কামধেনু করহ অর্পণ॥ যদি নাহি দেহ তবে করহ সমর। নৈলে পরিত্রাণ নাহি ওহে ঋষিবর॥ রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষভরে কাঁপে অঙ্গ ঋষির নন্দন॥ লোহিত লোচন হন অতি রোষভরে। সেনাগণে অনুমতি দেন তার পরে॥ অনুমতি পেয়ে সেনা করে হুহুঙ্কার। পুনশ্চ সমর বাধে অদ্ভুত ব্যাপার॥ দুই দলে বাধে রণ অতি ভয়ঙ্কর। দেবগণ হেরে থাকি গগন উপর॥ সুরভি-প্রদত্ত সেনা অতি বলবান। রাজসৈন্য নহে কভু তাহার সমান॥ রাজার অনেক সৈন্য করিল নিধন। শরাঘাতে নিজে রাজা হন অচেতন॥ ক্ষণেক অজ্ঞানে রাজা রহে রথোপরে। পুনশ্চ চেতনা পেয়ে উঠেন সমরে॥ এইরূপে দুই সৈন্য করে ঘোর রণ। শরে শরে মহাসন্ধ অদ্ভুত দর্শন॥ নিজে রাজা অগ্নিবাণ যুড়ে শরাসনে। মহাতেজে চলে শর ঋষিবর পানে॥ বরুণ অস্ত্রেতে ঋষি করে নিবারণ। তাহা দেখি মহারুষ্ট নৃপতি তখন॥ পুনশ্চ বায়ব্য বাণ করেন সন্ধান। গন্ধর্ব্ব বাণেতে নাশে মহর্ষি ধীমান॥ তাহা দেখি অতি রুষ্ট নৃপতি অন্তরে। শৈব অস্ত্র ছাড়ে রাজা অতি ক্রোধভরে॥ শৈব অস্ত্র হেরি ভীত ঋষির নন্দন। বৈষ্ণব শরেতে তাহা করে নিবারণ॥ এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর। তুমুল সংগ্রাম হেরে অমর-নিকর॥ কত অশ্ব রণমাঝে ভূমিতলে পড়ে। অসংখ্য অসংখ্য হস্তী পড়িল সমরে॥ অসংখ্য পদাতি মরে কে করে গণন। আশোয়ার মরে কত ওহে ঋষিগণ॥ ঋষির যতেক সৈন্য কুপিত অন্তরে। শতবাণ একত্রেতে ধনুকেতে যুড়ে॥ নৃপতি উপরে করে শর বরিষণ। সারথির মাথা কাটে ঋষিসৈন্যগণ॥ নৃপতির অশ্ব রথ সকলি কাটিল। গতিশূন্য হয়ে রথ অমনি রহিল॥ তাহা দেখি ঋষিবর অতি রোষভরে। জৃম্ভণ নামেতে অস্ত্র

শরাসনে যুড়ে॥ সে বাণ মারিল ঋষি রাজার উপর। অজ্ঞান হইল রাজা রথের উপর॥ স্পন্দহীন হয়ে রহে রাজার নন্দন। মৃত সম রথোপরি আশ্চর্য্য ঘটন॥ তার পর ঋষিবর দুই বাণ মারে। কুণ্ডল কাটিয়া নৃপে বন্দীভূত করে॥ নাগপাশে নৃপতিরে করিল বন্ধন। কিন্তু নাহি প্রাণধন করিল নিধন॥ নৃপতিরে বন্দি করি ঋষি মহোদয়। পুলক ভবেতে চলে আপন আলয়॥ অকস্মাৎ প্রজাপতি তথায় আসিল। ঋষিবর তাঁরে হেরি বন্দনা করিল॥ প্রজাপতি ঋষিবরে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥ নৃপতিরে বন্দী কর কিসের কারণে। বল বল ত্বরা করি আমার সদনে॥ এতেক বচন শুনি ঋষিবর কয়। শুন শুন নিবেদন ওহে মহোদয়॥ দুর্ম্মতি দুর্জ্জন এই অর্জ্জুন নৃপতি। ইহার সমান পাপী নাহিক সংপ্রতি॥ ক্ষত্র হলে ব্রহ্মস্বেতে লোভ পরায়ণ। সবলে সুরভি ধেনু করিবে গ্রহণ॥ ইহার যতেক পাপ কি বলিব আর। নরক মাঝারে গতি জানিবে ইহার॥ এত বলি পুর্ব্বাপর করে নিবেদন তাহা শুনি প্রজাপতি কহেন তখন॥ জ্ঞানহীন দুর্ব্বদ্ধি এই নরপতি। কি বুঝিবে তব তত্ত্ব ওহে মহামতি॥ অজ্ঞানে করেছে রাজা তব অপমান। ক্ষমা কর নৃপতিরে আমার বচন॥ আমার বচন শুন ওহে ঋষিবর। নাগপাশে মুক্ত কর আমার গোচর॥ কেন আর কষ্ট দেও নৃপতি-নন্দনে। অবিলম্বে মুক্ত কর আমার বচনে॥ যেমন করম কৈল রাজার নন্দন। উচিত হয়েছে শাস্তি জানিবে তেমন॥ আমার বচন এবে ধর ঋষিবর। মোচন করহ নৃপে আমার গোচর॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নৃপতির নাগপাশ করেন মোচন তার পর নরপতি পুলকিত মনে। আপন ভবনে যান সহ সৈন্যগণে॥ পুরাণে মধুর কথা অতি মনোরম। পাতকী পবিত্র হয় করিলে শ্রবণ॥

বিংশ অধ্যায়ঃ।

সমরে জমদগ্নির দেহত্যাগ।

সনৎকুমার উবাচ।

গত্বা স্বভবনং রাজা সদা চিন্তাপরায়ণঃ।
সমরে বিপ্রপুত্রেণ পরাভূতো মহাবলঃ॥

পুনশ্চ সম্বোধি কহে বিধির নন্দন। শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ॥ পরাভূত হয়ে গৃহে গেল নরপতি। মনে মনে তাহে কিন্তু মহাদুঃখী অতি॥ বিপ্রপাশে পরাভূত হলেন সমরে। এই হেতু সদা চিন্তা করেন অন্তরে॥ মনে

মনে নরপতি করেন চিন্তন। জীবন ধরিয়া আর কিবা প্রয়োজন ॥ পুনরায় যুদ্ধ হেতু যাইব আশ্রমে। বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ দ্বিজ সহ রণে ॥ বীরের উচিত হয় রণেতে পতন। যুদ্ধেতে মরিলে যায় অমর ভবন ॥ সমরে বিমুখ হলে কাপুরুষ হয়। নরাধম সেই জন নাহিক সংশয় ॥ সেই জন দেহত্যাগ করয়ে সমরে। মোক্ষপদ পায় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ অন্তকালে বিষ্ণুলোকে সেই জন যায়। শাস্ত্রের বচন ইহা কে কোথা খণ্ডায় ॥ অতএব পুনঃ আমি করিব গমন। ললাটে আছয়ে যাহা হইবে ঘটন ॥ যেমনে পাইব লব সুরভি ধেনুরে। অথবা ত্যজিব প্রাণ পশিয়া সমরে ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তিয়া রাজন। চতুরঙ্গ সৈন্যসজ্জা করেন তখন ॥ কত অশ্ব কত গজ পদাতি সাজিল। মহাবল সেনাগণ নাচিতে লাগিল ॥ রথোপরি রথী চলে অতি ঘোরতর। ঢালহস্তে ঢালী যায় মহাভয়ঙ্কর ॥ শর সহ শরাসন লয়ে নিজ করে। পদাতিক চলে কত কে গণিতে পারে ॥ চতুরঙ্গ সেনা চলে কে করে গণন। পদভরে বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন ॥ রণবাদ্য বাজে কত অতি মনোরম। তূরী ভেরী কত বাজে ঘন করে গান ॥ মৃদঙ্গ মাদল বাদ্যে বাজিছে ঝাঝরী। সপ্ততাল রণশিঙ্গা বাজিছে ভেউরী ॥ ঘোর রব শুনি সবে মহাভয় পায়। স্তব্ধ হয়ে পশুগণ চারিদিকে চায় ॥ শঙ্খ ঘণ্টা কত বাজে অতি ভয়ঙ্কর। তাহে করতাল আদি অতি মনোহর ॥ রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যগণ। মহাঘোর রব করি চলিল তখন ॥ পতাকা উড়িছে কত গগন উপরে। নীল পীত শ্বেত রক্ত জনমন হরে ॥ মহাবেগে সৈন্যগণ দ্রুতগতি ধায়। জগতের লোক হেরি রহে স্তব্ধ-প্রায় ॥ রণোল্লাসে সেনাগণ করয়ে গমন। মার মার কাট কাট শব্দ সর্ব্বক্ষণ ॥ মনের আনন্দে চলে অর্জ্জুন নৃপতি। চতুরঙ্গ সৈন্য সহ ঋষির বসতি ॥ দূর হতে সেনাশব্দ করিয়া শ্রবণ। ভীত হয়ে মুনিবর দেখেন তখন ॥ ক্রমে ক্রমে নৃপসেনা আসে ভয়ঙ্কর। তাহা দেখি হতজ্ঞান হয় ঋষিবর ॥ মহাবলে নরবর পশিয়া আশ্রমে। সবলে ত্বরিতে যান সুরভি সদনে ॥ কামধেনু সঙ্গে করি করেন গমন। বিহ্বল হইয়া ঋষি করে দরশন ॥ গৃহমুখে যায় রাজা সুরভি লইয়ে। এদিকে চিন্তয়ে ঋষি আপন হৃদয়ে ॥ মনে মনে ঋষিবর করেন চিন্তন। এ হেন পাপাত্মা নাহি করি দরশন ॥ দুরাচার অতি পাপী এই নরপতি। ক্ষত্রিয় হইয়া পীড়ে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ ইহার উচিত ফল করিব অর্পণ। এত বলি মহাক্রুদ্ধ হলেন তখন ॥ দুই নেত্র রক্তবর্ণ হইল তাঁহার। ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপে ভীষণ আকার ॥ নৃপতি সহিত যুদ্ধ করিয়া মনন। নিজকরে ধনুর্ব্বাণ করেন গ্রহণ ॥ যত সেনা দ্রুত গিয়া নৃপ অভি

মুখে। রোষভরে মারে বাণ নৃপতির বুকে ॥ অগ্রে অগ্রে নিজে ঋষি করেন গমন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় যত সৈন্যগণ ॥ জ্ঞানশূন্য হয়ে ঋষি চলিতে লাগিল। ঘন ঘন শর কত ছাড়িতে থাকিল ॥ ঋষিরে পশ্চাদগামী করি দরশন। রথ হতে নরপতি নামেন তখন। ভক্তিকরি ঋষিপদে করিয়া প্রণাম। রথেতে উঠিল পুন নৃপতি ধীমান। তার পর দুই জনে বাধিল সমর। দুই জনে মহাকায় মহাবলধর ॥ ঘন ঘন বাণ মারে ঋষি রোষভরে। অনায়াসে নরপতি নিবারে তাহারে ॥ শেল শূল আদি মারে ঋষির নন্দন। অবহেলে নরপতি করে নিবারণ ॥ যত শর মারে ঋষে সকলি নিষ্ফল। তাহা দেখি মুনি হয় অতীব বিকল ॥ অমোঘনামক বাণ করিয়া গ্রহণ। রাজার উপরে মারে ঋষির নন্দন। গদার আঘাতে রাজা নিবারে তাহায়। তাহা দেখি ঋষিবর বিকলিত কায় ॥ ঋষিপরে শূল অস্ত্র মারেন নৃপতি। গদাতে নিবারে তাহা ঋষি মহামতি ॥ সেনাগণ ঋষিপরে কত শর মারে। মহাযুদ্ধ ঘটে ক্রমে যত শরে শরে ॥ কত সৈন্য ক্রমে যায় শমন ভবন। কেবা গণে কেবা হেরে ওহে ঋষিগণ ॥ কত অশ্ব কত গজ পড়িল ধরায়। কত রথী ধরাশায়ী গণা নাহি যায় ॥ তার পর ঋষিবর রোষিত অন্তরে। জৃম্ভণ নামেতে বাণ শরাসনে যুড়ে ॥ তাহা দেখি নরনাথ করেন চিন্তন। অকস্মাৎ মোহগ্রস্ত যত সৈন্যগণ ॥ মায়াতে বিমুগ্ধ করি রাজ-সেনাগণে। সুরভিরে লয়ে ঋষি চলেন ভবনে ॥ এদিকে নৃপতি পরে পাইয়া চেতন। দেখিলেন কামধেনু হয়েছে হরণ ॥ বাণ মারে নরপতি অতি রোষভরে। সাধ্যমতে নিবারণ ঋষিবর করে ॥ ব্রহ্ম অস্ত্র মারে পরে রাজার নন্দন। ঋষিবর ব্রহ্ম অস্ত্রে করে নিবারণ ॥ পুনরায় ব্রহ্ম অস্ত্র ধনুকে যুড়িয়ে। নৃপোপরি মারে ঋষি কুপিত হইয়ে ॥ সারথির মুণ্ড তাহে করেন ছেদন। সারথি পড়িল রণে দেখেন রাজন ॥ মহারোষে শেল লয়ে অর্জ্জুন নৃপতি। ঋষির উপরে মারে হয়ে ক্রুদ্ধমতি ॥ ভয়ঙ্কর অস্ত্র সেই প্রদীপ্ত অনল। ঋষিরে বধিতে চলে অতি ঘোরতর ॥ দিব্য অস্ত্র ঋষিবর করিয়া ক্ষেপণ। মুহূর্ত্তমধ্যেতে তাহা করে নিবারণ ॥ তাহা দেখি নরপতি কুপিত অন্তরে। মহাশক্তি শরাসনে অবিলম্বে যুড়ে ॥ দেবদত্ত শক্তি সেই অতি ভয়ঙ্কর। সবলে মারিল তাহা ঋষির উপর ॥ সকল দেবের শক্তি আছয়ে তাহায়। মন্ত্রপূত করি নৃপ ফেলেন তাহায় ॥ কোটি কোটি সূর্য্য সম শক্তি তেজ ধরে। দেবগণ হেরি তাহা শিহরে অন্তরে ॥ সেই শক্তি ধনুকেতে করিয়া সন্ধান। ঋষির উপরে মারে নৃপতি ধীমান ॥ মহাতেজ উঠে ক্রমে গগন উপরে। বাড়বা অনল যেন প্রকাশে সাগরে ॥ তাহার

অপূর্ব্ব তেজ করি দরশন। বোধ হয় যেন সূর্য্য হতেছ পতন॥ অব্যর্থ সে মহাশক্তি উঠিল গগনে। সুরগণ মহাভীত তাহা দরশনে॥ হাহাকার করে যত দেবতানিকর। শর হেরি ব্যাকুলিত মহর্ষি-প্রবর॥ সে শক্তি ধরিতে শক্তি কেহ নাহি ধরে। সেই শক্তি চলে বেগে মুনির উপরে॥ বিধির লিখন বল কে করে খণ্ডন। ঋষির উপরে শক্তি চলিল তখন॥ দেখিতে দেখিতে পড়ে বক্ষের উপরে। ঋষিবক্ষ অকস্মাত বিদারণ করে॥ ঋষির হৃদয় শেল করি বিদারণ। পুনশ্চ উঠিল তাহা গগনে তখন॥ রাজার ধনুকে আসি পুনশ্চ মিলিল। ঋষিবর ধরাতলে পড়িয়া রহিল॥ কালের কুটিল গতি নহে নিবারণ। মহাঋষি নিজ প্রাণ দিল বিসর্জ্জন॥ কালেতে সকলি ঘটে কালে সব হয়। নিজে কাল আসি সব জীবন নাশয়॥ ঋষি-আত্মা ব্রহ্মধামে করিল গমন। সুরভি আপন চক্ষে করে দরশন॥ সুরভি কান্দিল বহু বিষণ্ণ অন্তরে। বিলাপ করিল কত কে বর্ণিতে পারে॥ বলে আমি ভাগ্যহীন নাহিক সংশয়। পালন করিল মোরে যেই মহোদয়॥ আমার অদৃষ্ট দোষে মরিল সে জন। এত ক্লেশ দুঃখ শুদ্ধ আমার কারণ॥ কোথা পিতঃ মোরে ত্যজি গমন করিলে। দুঃখের সাগরে মোরে কেন গো ভাসালে॥ কতবার যুদ্ধে জয়ী হইলে হে তুমি। তোমার দুঃখের হেতু শুদ্ধ মাত্র আমি॥ এরূপে সুরভি বহু করিয়া রোদন। গোলোকধামেতে আশু করিল গমন॥ পুরাণে পুণ্যের কথা অতি মনোরম। শ্রবণে পাপের নাশ শাস্ত্রের বচন॥

একবিংশ অধ্যায়।

পতিশোকে ঋষিপত্নীর খেদ ও সহগামিনী হওন।

সনৎকুমার উবাচ।

বিজয়ী সমরে ভূত্বা স্বগৃহং নৃপতির্যযৌ।
রেণুকা ঋষিপত্নী চ বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ॥

সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। তার পর ঘটে যাহা অপূর্ব্ব ঘটন॥ যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরে অর্জ্জুন নৃপতি। সেনা সহ নিজ গৃহে করিলেন গতি॥ এদিকে ঋষির নারী রেণুকা সুন্দরী। পতি শোকে খেদ করে হাহাকার করি॥ যুদ্ধেতে মরেছে পতি করিয়া শ্রবণ। হাহাকার করি সতী করেন রোদন॥ দ্রুতগতি রণক্ষেত্রে করিয়া গমন। দেখিলেন পতিধন ভূমে অচেতন॥

পতিত হইয়া সতী পতিবক্ষোপরে। নানামতে খেদ করে বিষন্ন অন্তরে॥ ক্ষণকাল রহে সতী হয়ে অচেতন। চেতনা পাইয়া পুনঃ করয়ে রোদন॥ কহে প্রভু একি দশা হইল আমার। উঠ নাথ দাসী প্রতি চাহ একবার॥ অনাথা করিয়া মোরে করিলে গমন। দাসী কোথা রবে প্রভু বলহ এখন॥ আমার বচন নাথ শুনহ এখন। কেন নাথ ধরাতলে হয়ে অচেতন॥ উঠ নাথ কথা কহ দাসীর সহিত। কেন প্রভু ধরাতলে আছহ পতিত॥ একবার কথা কহ ওহে প্রাণেশ্বর। তব পাশে দাসী বসি কান্দিছে বিস্তর॥ বল বল প্রাণনাথ কি দশা করিলে। এ দাসীরে একেবারে ভুলিয়া চলিলে॥ সতীরে কাঁদান নহে পতির উচিত। উঠ নাথ কেন বল ধরায় পতিত॥ কোন দোষে দোষী নহে তোমার চরণে। আমারে ত্যজিয়া নাথ যাইবে কেমনে॥ কেন নাথ হেন বুদ্ধি ঘটিল তোমার। কেন রাজা সহ যুদ্ধে হলে আগুসার॥ পরম তাপস তুমি বসতি কাননে। সমরে কি ফল ছিল নৃপতির সনে॥ হারে বিধি নিদারুণ কি কাণ্ড করিলে। কি দোষে আমার ভাগে এ দশা ঘটালে॥ নির্দ্দয় তোমার সম নাহি কোন জন। তোমারি বা কিবা দোষ অদৃষ্ট লিখন॥ সংগ্রামে মরিল মম পতি প্রাণধন। আমার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন॥ পতিহীনা হলে বল কি ফল জীবনে। কিরূপে দেখাব মুখ অন্যের সদনে॥ পতিহীনা হয়ে যেই ধরয়ে জীবন। তাহার জীবনে বল কিবা প্রয়োজন॥ হারে প্রাণ নিদারুণ বাঁচি কিবা ফল। মরণ তোমার পক্ষে অতীব মঙ্গল॥ যেই স্থানে প্রাণনাথ করেছেন গতি। তথায় চলহ তুমি অতি দ্রুতগতি॥ এরূপে বিলাপ করি রেণুকা সুন্দরী। মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে ধরার উপরি॥ ক্ষণপরে সংজ্ঞা পেয়ে বসিল উঠিয়ে। রোদন করয়ে সতী বিলাপ করিয়ে॥ পতিপাশে বসি সতী করয়ে রোদন। অকস্মাৎ ভৃগুরাম উপনীত হন॥ জমদগ্নি-পুত্র সেই মহাবলবান্। হরিভক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ অতীব ধীমান॥ পুষ্কর তীর্থেতে তিনি করি অবস্থিতি। শ্রীহরির পূজা করে সেই মহামতি॥ পিতার নিধন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। শোকেতে কাতর হয়ে করে আগমন॥ রণক্ষেত্রে আসি রাম হেরেন তথায়। জনকের মৃত দেহ গড়াগড়ি যায়॥ পিতার বক্ষেতে পড়ি জননী সুন্দরী। বিলাপ করেন কত হাহাকার করি॥ জননী কাতর হয়ে করেন রোদন। হেনকালে ভৃগুরাম করে আগমন॥ প্রণাম করেন আসি জননীচরণে। কান্দিলেন কত মত পিতার কারণে॥ পিতার কারণে তাঁর ব্যাকুল অন্তর। মাতারে সম্বোধি রাম কহে অতঃপর॥

তোমার চরণে মাতঃ করি গো বন্দন। কিরূপে মরিল পিতা কহ বিবরণ॥ পুত্রের বচন শুনি রেণুকা সুন্দরী। বিলাপ করেন কত হাহাকার করি॥ তার পর যুদ্ধ-বার্ত্তা কহেন সকল। শ্রবণ করিয়া রাম ব্যাকুল অন্তর॥ মহারোষ জন্মে তাঁর রাজার উপরে। ক্ষণকাল চিন্তা করি আপন অন্তরে॥ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে সাধন। কাষ্ঠ আহরণে পরে করেন গমন॥ চন্দনাদি কাষ্ঠভার আনিয়া সত্বর। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে ভৃগুবর। যথাবিধি চিতা সজ্জা করি আয়োজন। জননীপাশেতে সব করে নিবেদন॥ কহিলেন অনুমতি কর গো জননী। অগ্নি প্রজ্বালন আমি করিব এখনি॥ রেণুকা এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভৃগুরামে অঙ্কোপরি নিলেন তখন॥ ঘন ঘন পুত্রমুখ করেন চুম্বন। বলে বৎস কি বলিব হৃদয়ের ধন॥ বিবেচনা কর যাহা উচিত অন্তরে। করিবে যেরূপ কাজ কহিনু তোমারে॥ কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। পতির সহিতে আমি করিব গমন॥ সহমৃতা হব আমি শুন বাছাধন। পতি বিনা বৃথা হয় সতীর জীবন॥ পতির মরণে হয় সতীর মরণ। পতি বিনা কিবা ফল ধরিয়া জীবন॥ পরলোকে গিয়া আমি আনন্দ অন্তরে। মিলিব পতির সহ কহিনু তোমারে॥ চরমে পরম গতি নাহিক নিশ্চয়। এখন করহ যাহা সমুচিত হয়॥ একমাত্র পতি হয় সতীর পরাণ। পতি বিনা রমণীর নাহি পরিত্রাণ॥ আরো এক কথা বলি শুন বাছাধন। রাজার সহিত যুদ্ধ না কর কখন॥ নিরন্তর বসি বৎস আপন আশ্রমে। হরি আরাধনা কর একান্ত যতনে॥ আমার বচন বৎস করিও পালন। ভৃগুরাম কহে মাতঃ না কর বারণ॥ যেই দুষ্ট মারিয়াছে আমার পিতারে। অবশ্য মারিব তারে কহিনু তোমারে॥ আমার প্রতিজ্ঞা এই জানিবে জননী। কান্দিয়া আকুল সতী এই বাক্য শুনি॥ বলে বৎস মম বাক্য করহ শ্রবণ। চঞ্চল এতেক বল কিসের কারণ॥ ক্ষত্রিয় সহিতে যুদ্ধ না করো কখন। বিপ্র হয়ে যুদ্ধ বল কিসের কারণ॥ এত কহি ঋষিপত্নী করয়ে রোদন। ভার্গব প্রবোধ দেন মাতারে তখন॥ সুতের বচনে পরে দুঃখ পরিহরি। পতির দাহন ক্রিয়া করে ত্বরা করি॥ হেনকালে দেবঋষি করে আগমন। তাহারে সম্বোধি সতী কহেন তখন॥ বিধি দেহ ওহে ঋষি বচনে আমার। ঋতুমতী আছি আমি করহ বিচার॥ চতুর্থ দিবস আজি ওহে তপোধন। সহগামী হব আমি আছয়ে মনন॥ ইথে যদি দোষ থাকে কহ মহোদয়। শাস্ত্রের বিধান যাহা সমুচিত হয়॥ এতেক বচন শুনি জ্ঞানী তপোধন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥ সহগামী

হবে তুমি শুন গো সুন্দরী। ইথে কোন দোষ নাহি জানিবে বিচারি॥ পতি সহ সহমৃতা যেই নারী হয়। সুগতি লভয়ে সেই নাহিক সংশয়॥ বিশেষতঃ মহাপাপী হয যদি পতি। তাহারে উদ্ধার করে সেই সে যুবতী॥ সহমৃতা যেই নারী করহ শ্রবণ। বৈকুণ্ঠে তাহার বাস শাস্ত্রের বচন॥ পতিরে লইযা যায বৈকুণ্ঠ আগারে। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে অন্তরে॥ পতি সহ সেই ধামে করি অবস্থান। কত যে আনন্দ লভে কে করে বাখান॥ নিরন্তর পতি সেবা যেই নারী করে। পতিব্রতা সেই নারী জানিবে সংসারে॥ ঋষির এতেক বাক্য করিযা শ্রবণ। রেণুকা সুন্দরী সতী কহেন তখন॥ কহ প্রভু কৃপা করি এই অধীনীরে। জানিতে বাসনা বড় হতেছে অন্তরে॥ সহমৃতা নাহি হয কোন্ কোন্ নারী। বর্ণন করহ তাহা নিবেদন করি॥

এতেক বচন শুনি জ্ঞানী তপোধন। কহিলেন শুন সতি আমার বচন॥ পতির মরণকালে রহে গর্ভবতী। সহমৃতা নাহি হবে সেই সে যুবতী॥ অতি শিশু পুত্র-কন্যা আছযে যাহার। সহমৃতা নাহি হবে শাস্ত্রের বিচার॥ দিবসত্রয়ের মধ্যে থাকে ঋতুমতী। সহগামী নাহি হবে সেই সে যুবতী॥ কুলটা রমণী যারা এ ভবসংসারে। কুষ্ঠরোগে অভিভূতা কহিনু তোমারে। পতি সেবা নাহি করে যেই নারীজন। স্বামী প্রতি কটুবাক্য করে উচ্চারণ॥ সহগামী নাহি হবে সেই সব নারী। শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে সুন্দরী॥ হেন নারী সহমৃতা যদি কভু হয। পতি নাহি পাবে সেই জানিবে নিশ্চয়॥ পতি সহ যেই নারী ত্যজযে জীবন। পতি সহ স্বর্গভোগ করে সেই জন॥ যার পতি সদা হয হরিপরায়ণ। শ্রীহরি স্মরণ করি ত্যজযে জীবন॥ তার নারী যদি কভু সহমৃতা হয়। পতিফল পায় সেই নাহিক সংশয়॥ আমার বচন তুমি শুন গুণবতী। পতি সহ অনুমৃতা হও গো সংপ্রতি॥ ইহাতে তোমার পাপ কভু নাহি হবে। বরঞ্চ পরম পুণ্য অবশ্য লভিবে॥ এত বলি ভৃগুরামে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥ কেন বৃথা শোক কর আপন অন্তরে। চিতা সজ্জা কর এবে অতীব সাদরে॥ চন্দন কাষ্ঠেতে চিতা করহ নির্ম্মাণ। মৃত পিতৃধনে শীঘ্র আন এই স্থান॥ পিতার শরীরে ঘৃত করায়ে মর্দ্দন। দক্ষিণশিয়র করি করাও শয়ন॥ যথাবিধি মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ। পিতার মুখেতে অগ্নি করহ অর্পণ॥ এত বলি মহামুনি করেন প্রস্থান। মুনিপুত্রে কহে মাতা শুনহ ধীমান॥ আমার বচন শুন ওরে বাছা-ধন। হিত বাক্য বলি যাহা করহ শ্রবণ॥ ইহাতে হইবে তব কল্যাণ-বিধান। অতএব মম বাক্য শুন মতিমান॥ সংসার হেরিছ বাপু আপন নয়নে।

বিবাদে নাহিক ফল বুঝি দেখ মনে ॥ মনে মনে এই কথা করিও স্মরণ। ইহাতে মঙ্গল হবে ওহে বাছাধন ॥ যদি কভু কোন কাজে অভিলাষ হয়। ব্রহ্মার নিকটে যাবে না কর সংশয় ॥ তাঁর পরামর্শ তুমি করিয়া গ্রহণ। তবে মনোমত কর্ম্মে হইবে মগন ॥এত বলি পতিধনে বক্ষেতে লইয়ে। অনলে প্রবেশে সতী পুলকহৃদয়ে ॥ নয়ন মুদিয়া করে শ্রীহরি স্মরণ। দেখিতে দেখিতে সতী হইল দাহন ॥ শ্রাদ্ধ-আদি যথাবিধি করি সমাপন। ভৃগুরাম বহু বিপ্রে করান ভোজন ॥ তার পর সদা চিন্তা করেন অন্তরে। কিরূপে নাশিবে সেই পিতার অরিরে ॥ মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন। দ্বিজ বলে শুনে যেই সাধনের ধন ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় নিধনে ভৃগুরামের শপথ ও প্রজাপতি-নিকট গমন।

সনৎকুমার উবাচ।

পিতুর্ম্মৃত্যুং সমাকর্ণ্য রামো ভৃগুকুলোদ্ভবঃ।
আজগাম দ্রুতং সোপি স্বকমাশ্রমমুত্তমম্ ॥

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল বিধির নন্দনে। মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া মধুর বচনে ॥ কহ কহ বিধিসুত অপূর্ব্ব কথন। কি কার্য্য করিল রাম ভৃগুর নন্দন ॥ অপূর্ব্ব পুরাণ কথা শ্রবণ করিতে। বাসনা হয়েছে বড় আমাদের চিতে ॥ অতীব আনন্দ প্রভু পাই সর্ব্বক্ষণ। কৃপা করি কহ সব বিধির নন্দন ॥ এতেক বচন শুনি সনত-কুমার। কহিলেন শুন শুন অদ্ভুত ব্যাপার ॥ পিতার মরণ রাম করিয়া শ্রবণ। উপনীত ত্বরা করি আপন আশ্রম ॥ দেখিলেন পিতা তাঁর পতিত ধরায়। মৃতদেহ ধূলিতলে গড়াগড়ি যায় ॥ যেরূপে হইল মৃত্যু করিয়া শ্রবণ। পিতৃশত্রু বিনাশিতে করেন মনন ॥ তখন রামের মাতা রেণুকা সুন্দরী। কহিলেন শুন বাছা বচন আমারি ॥ পিতৃশত্রু বিনাশিতে নাহি করো মন। ক্ষত্রিয় সহিতে বাছা নাহি কর রণ ॥ দারুণ বলিষ্ঠ হয় ক্ষত্র নরপতি। তার সহ যুদ্ধ নাহি করো মহামতি ॥ এতেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন মাতঃ আমার বচন ॥ যেই জন পিতৃশত্রু নাহি বধ করে। জনম বিফল তার সংসার-মাঝারে ॥ কাপুরুষ বলি সেই গণনীয় হয়। তাহার জীবনে মাত কিবা ফলোদয় ॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার

গোচরে। ক্ষত্র না রাখিব আমি পৃথিবীভিতরে॥ একবিংশবার ক্ষত্র করিব নিধন। ক্ষত্রনাম ঘুচাইব আমার বচন॥ আমার প্রতিজ্ঞা এই জানিবে জননি। বদনে অনৃত বাক্য কভু নাহি আনি॥ কার্ত্তবীর্য্যে সর্ব্ব অগ্রে করিব নিধন। করিব তাহার রক্তে পিতার তর্পণ॥ তাহা হলে শান্ত হবে রোষ যে আমার। জানিবে প্রতিজ্ঞা এই করিলাম সার॥ ক্ষত্রবংশ আমা হতে হইবে নিধন। সত্য সত্য নহে কভু অসত্য বচন॥ এরূপে প্রতিজ্ঞা করে রাম ভৃগুবর। পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করে তার পর॥ সেরূপে পিতারে পরে করয়ে দাহন। অনুমৃতা মাতা তাঁর যেইরূপে হন॥ শ্রাদ্ধক্রিয়া যেইরূপে সমাপন করে। বলিয়াছি সেই সব সবার গোচরে॥ যথাবিধি সর্ব্বকার্য্য করিয়া সাধন। শত্রু বধিবারে রাম করেন চিন্তন॥ কিরূপে নাশিবে রাম পিতার অরিরে। অধোমুখে বসি তাহা আন্দোলন করে॥

হেনকালে ভৃগুমুনি তাপসপ্রবর। উপনীত হন আসি রামের গোচর॥ ভৃগুরে দেখিয়া রাম করেন রোদন। প্রবোধ প্রদান করে ভৃগু তপোধন॥ কহিলেন শুন রাম তুমি মহামতি। কি হেতু কাতর হও শুনহ সম্প্রতি॥ বিচক্ষণ মহাজ্ঞানী তুমি মহোদয়! শোকেতে রোদন করা সমুচিত নয়॥ চিরজীবী নহে কেহ সংসার-মাঝারে। জন্মিলে মরণ আছে জানে সর্ব্বনরে॥ জন্মের সহিতে জন্মে অবশ্য মরণ। কেহ আজি কেহ কালি এইত নিয়ম॥ এইরূপে যাতায়াত জীবগণ করে। সেহেতু কাতর কেন হতেছ অন্তরে॥ এই যে হেরিছ বিশ্ব ওহে মহোদয়। কিছুই কিছুই নয় সব মায়াময়॥ কর্ম্মফলে আসে জীব সংসার-মাঝারে। কর্ম্মফলে পুন যায় শমন-আগারে॥ কর্ম্মফল ভোগ যত করিয়া তথায়। পুনরায় আসে জীব জানিবে ধরায়॥ পুনঃপুনঃ গতায়াত কর্ম্মফলে করে। কর্ম্মফলে জীবগণ অল্পদিনে মরে॥ কর্ম্মফলে দীর্ঘআয়ু পায় জীবগণ। কর্ম্মবশে স্বর্গে যায় ওহে বিচক্ষণ॥ শমন যন্ত্রণা ঘুচে নিজকর্ম্মফলে। অনিত্য জীবন এই জানিবে অন্তরে॥ এই যে হেরিছ বিশ্ব ওহে মহাত্মন। পদ্মপত্রস্থিত বারিবিম্বের মতন॥ ক্ষণকাল পরে সব হয়ে যাবে লয়। না রহিবে কিছুমাত্র ওহে মহোদয়॥ এই যে হেরিছ চক্ষে শোভে বসুমতী। মিথ্যা সব মায়াময় ওহে মহামতি॥ একমাত্র হরি যিনি দেব নিরঞ্জন। সত্য সত্য তিনি সত্য ওহে মহাত্মন॥ তাঁহার চরণ চিন্ত একান্ত অন্তরে। দূরে যাবে শোক তাপ কহিনু তোমারে॥ আরো এক কথা বলি শুন বিচক্ষণ। মহাজ্ঞানী বলি তুমি বিখ্যাত ভুবন॥ শোক করা কভু তব সমুচিত নয়। মনে মনে ভাব সেই হরি দয়াময়॥

অবহেলে শোক তাপ সব যাবে দূরে। নিরঞ্জন ভাব সদা একান্ত অন্তরে ॥
যাহা কিছু ঘটিতেছে কর দরশন। সকলি তাঁহার ইচ্ছা ওহে মহাত্মন্ ॥
তাঁহার ইচ্ছায় হয় সকলি ধরায়। জন্ম মৃত্যু ঘটে সব তাঁহার ইচ্ছায় ॥
[illegible] কেন শক্তি কোন্ জন ধরে। তাঁহার ইচ্ছাকে রুদ্ধ করিবারে পারে ॥
পঞ্চভূতে এই দেহ হয়েছে গঠন। মনে মনে সেই কথা করহ চিন্তন ॥
যখন হয়েছে পঞ্চ ভূত একত্রিত। তখন বিচ্ছেদ হবে জানিবে নিশ্চিত ॥
তবে কেন শোক কর ওহে মহাত্মন। আমার বচন হৃদে করহ ধারণ ॥
এই যে হেরিছ পৃথ্বী ওহে মহোদয়। স্বপ্ন সম সব মিথ্যা কিছু সত্য নয় ॥
কেবা পিতা কে বা মাতা এ ভব সংসারে। কেবা পুত্র কেবা দারা বলত
আমারে ॥ অল্পকাল জন্যে মাত্র হয়েছে মিলন। তাদের জন্যেতে শোক
[illegible] ॥ যেই দেখ সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গ-নিকর। চারিদিক হতে আসি
[illegible] ॥ প্রভাত হইলে পুনঃ করয়ে গমন। সেইরূপ জীবগণ ওহে
মহাত্মন ॥ [illegible] করে বিচরণ। [illegible] ভোগ করে যত
[illegible] ॥ মরণ [illegible] অবনী ত্যজিবে। শোক নাহি তারে কভু
[illegible] ॥ যদি কোন জন পড়ে ভূমির উপর। মৃত ব্যক্তি যায় তাহে
[illegible] ॥ [illegible] শতবর্ষ যদি চক্ষে
[illegible] ॥ তবু নাহি মৃতজন আসিবে ফিরিয়া। ভাব দেখি এই কথা
[illegible] ॥ দেহ হতে প্রাণবায়ু করিলে গমন। পাঁচে পাঁচ মিশি যায়
[illegible] ॥ প্রাণবায়ু একবার যায় বাহিরিয়া। সেই কলেবরে কিসে
[illegible] পুনরায় ॥ [illegible] সংসারেতে তার [illegible]। কীর্ত্তিরাশি শুদ্ধমাত্র
[illegible] রয় ॥

ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। [illegible] ভার্গব তখন ॥
গুরুপদে নমস্কার করি ভক্তিভরে। কহিলেন শুন [illegible] নিবেদি তোমারে ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি ওহে মহাত্মন। ক্ষত্রকুল নির্মূলে করিব নিধন ॥
অঙ্গীকার করিয়াছি জননী গোচরে। না রাখিব ক্ষত্রকুল সংসার মাঝারে ॥
একবিংশবার ক্ষত্র করিব নিধন। প্রতিজ্ঞা আমার এই ওহে মহাত্মন ॥
ইহাতে আমার পাপ কভু নাহি হবে। অবশ্য ইহাতে তুষ্টি পিতৃগণ পাবে ॥
অগ্নি দ্বারা যেইজন বিনাশে জীবন। বিষ দ্বারা প্রাণ বধে যেই দুরজন ॥
প্রতারণা করি যেই জীবন সংহারে। অস্ত্র ধরি যেই জন ধন আদি হরে ॥
পরনারী যেই জন করয়ে হরণ। বল করি ভূমি হরি লয় যেই জন ॥
পিতৃঘাতী ধরাতলে যেই দুরাচার। তাদের বধিলে নাহি পাপের সঞ্চার ॥

এতেক বচন শুনি ভৃগুরাম কয়। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয়॥ মাতার আদেশ তুমি করহ পালন। প্রজাপতি সকাশেতে করহ গমন॥ যেরূপ আদেশ করে দেব প্রজাপতি। করিবে সেরূপ কার্য্য ওহে মহামতি॥ এত বলি ভৃগু ঋষি করেন গমন। তাঁহার চরণে রাম করেন বন্দন॥ তার পর ভৃগুরাম হরিষ অন্তরে। উপনীত হন গিয়া ব্রহ্মার গোচরে॥ ব্রহ্মার চরণে পরে করিয়া প্রণতি। কহিলেন শুন শুন ওহে প্রজাপতি॥ তোমার বংশেতে হয় আমার জনম। জমদগ্নি-পুত্র আমি ওহে মহাত্মন॥ তোমার প্রপৌত্র আমি ওহে মহামতি। কৃপা কর ওহে দেব অধীনের প্রতি॥ তব পাশে যাহা আমি করি নিবেদন। তাহার উপায় কর ওহে পদ্মাসন॥ উচিত আদেশ কর এ অধীন জনে। সেই রূপ কার্য্য আমি করিব যতনে॥ শুন শুন পদ্মাসন করি নিবেদন। কার্ত্তবীর্য্য নরপতি জানে সর্ব্বজন॥ মৃগয়া কারণে গিয়াছিলেন কাননে। চতুরঙ্গ সেনা ছিল নৃপতির সনে॥ অকস্মাত বনমাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়। তাহে মহাকষ্ট পায় যত সৈন্যচয়॥ অনাহারে বৃক্ষো-পরি করি আরোহণ। সসৈন্যে নৃপতি করে যামিনী যাপন॥ পর দিনে প্রভাতেতে পিতা মহোদয়। নৃপতিরে দেখি বড় হলেন সদয়॥ কহিলেন শুন শুন ওহে মহীপতি। অদ্য মম পাশে তুমি কর অবস্থিতি॥ সসৈন্যে এখানে তুমি কর অবস্থান। কল্য পুন নিজধামে করিবে পয়াণ॥ কল্য হতে উপবাসী রহিয়াছ তুমি। অতিথি আমার বাসে হও নৃপমণি॥ পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুলকে পূরিত হয় অর্জ্জুন রাজন॥ পিতার আশ্রমে রাজা করে অবস্থান। সুখেতে রহিল সৈন্য ওহে মতিমান॥ সুরভি প্রদত্ত দ্রব্য করিল ভোজন। তাহে নরপতি তুষ্ট সহ সৈন্যগণ॥ পিতারে সম্বোধি পরে কহে নরপতি। এক ভিক্ষা তব পাশে ওহে মহামতি॥ মম করে সুরভিরে করহ অর্পণ। ভিক্ষা মাগি তব পাশে ওহে তপোধন॥ যদ্যপি আমারে নাহি করিবে প্রদান। বলেতে লইব গাভী ওহে মতিমান॥ নৈলে মম সহ তুমি করহ সমর। এত শুনি মম পিতা করেন উত্তর॥ হেন বাক্য পুন নাহি বলিও রাজন। সুরভিরে আমি নাহি করিব অর্পণ॥ পিতার বচন শুনি সেই নরপতি। পিতারে কহিল পুন ওহে মহামতি॥ যদ্যপি সুরভি নাহি করিবে অর্পণ। যুদ্ধ হেতু শীঘ্র তুমি কর আয়োজন॥ কাজে কাজে যুদ্ধ বাধে অতি ঘোরতর। সে যুদ্ধে মরিল পিতা ওহে পদ্মাকর॥ হয়েছেন অনুমৃতা আমার জননী। আর মম নাহি কেহ ওহে পদ্মযোনি॥ হারায়েছি মাতা পিতা ওহে পদ্মাকর। তুমি মাতা তুমি পিতা জগত-ভিতর॥

এখন শরণ লই তোমার চরণে। বিপদে উদ্ধার কর এ অধীন জনে॥
শোকেতে কাতর মম সন্তপ্ত অন্তর। দয়া কর মম প্রতি ওহে দয়াকর॥
আদেশ দিয়েছে মাতা ওহে পদ্মযোনি। আসিয়াছি সেই হেতু শুন মম বাণী॥
কি উপায়ে বিনাশিব পিতার অরিরে। সেই কথা কহ দেব অধীন জনেরে॥
পিতৃশত্রু যদি দেব না করি নিধন। জীবন ধরিয়া তবে কিবা প্রয়োজন॥
কোন্ গুণে গুণবান সেই নরপতি। মহাপাপী সেই জন ওহে মহামতি॥
যার যশ সদা গায় জগতের জন। যাহার অন্তরে দয়া আছে সর্ব্বক্ষণ॥
ধর্ম্মবোধ আছে যার অন্তর-মাঝারে। মহাজ্ঞানী যেই জন ভুবন-ভিতরে॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণ জানে যেই জন। অবলা কমলা যার গৃহে সর্ব্বক্ষণ॥
বিকার নাহিক যার অন্তর-মাঝারে। পৌরুষ আছয়ে যার সংসার ভিতরে॥
প্রজাগণে পুত্র সম যেই করে জ্ঞান। প্রজার পালন করে যেমত বিধান॥
উচ্চ নীচে সম জ্ঞান যেই জন করে। রাজযোগ্য সেই জন কহিনু তোমারে॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন পদ্মাসন। কোন্ গুণ ধরে সেই অর্জ্জুন রাজন॥
যাহার জীবনে বল কিবা ফলোদয়। জগতের ভার মাত্র সেই নিরদয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা প্রভু করহ শ্রবণ। পৃথিবীতে ক্ষত্র নাহি রাখিব কখন॥
বিনাশিব ক্ষত্রকুল একবিংশ বার। তবে মম ক্রোধ যাবে ওহে গুণাধার॥
রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন মিষ্টভাষে দেব পদ্মাসন॥
রামেরে কোলেতে লয়ে দেব পদ্মযোনি। কহিলেন শুন শুন মম হিতবাণী॥
প্রতিজ্ঞা করেছ সত্য ওহে মহাত্মন। কিন্তু তব এ প্রতিজ্ঞা ভয়ের কারণ॥
ইথে বহু প্রাণীপ্রাণ হবে বিনাশন। কত কষ্টে হয় দেখ বিশ্বের সৃজন॥
হেন সৃষ্টি লোপে কেন করিছ বাসনা। বদনে এ হেন বাক্য কখন এনো না॥
এক জন সত্য বটে করিয়াছে দোষ। তাই বলি সবা প্রতি কেন তব রোষ॥
ক্রোধ প্রকাশিয়া তুমি একের উপরে। মহাসৃষ্টি নাশে বাঞ্ছা করিছ অন্তরে॥
এ হেন বচন নাহি বল কদাচন। আমা হতে এই কার্য্য না হবে সাধন॥
দিগম্বর-পাশে যাও কৈলাস শিখরে। নিবেদন কর গিয়া তাঁহার গোচরে॥
তাঁহার আদেশে হবে করম সফল। অবিলম্বে যাহ তুমি কৈলাস-শিখর॥
ক্ষত্রবংশ বিনাশিতে যদি বাঞ্ছা হয়। শিবের নিকটে যাও ওহে মহোদয়॥
পাশুপত অস্ত্র শিব করিলে প্রদান। বিনাশিবে ক্ষত্রকুল ওহে মতিমান॥
একবিংশ বার ক্ষত্র করিবে নিধন। দিব্যবাণ শিবপাশে পাবে মহাত্মন॥
পুরাণের সুধাকথা পুণ্যবিবর্দ্ধন। শুনিলে পাতকী তরে শাস্ত্রের বচন॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

কৈলাসে ভৃগুরামের গমন ও পাশুপত অস্ত্র লাভ।

সনৎকুমার উবাচ।

শ্রুত্বা প্রজাপতেস্বাক্যং রামো ভৃগুকুলোদ্ভবঃ।
পুলকাঙ্কিতদেহেন কৈলাসশিখরং যযৌ॥

সম্বোধি বিধির সুত যত ঋষিগণে। কহিছেন শুন শুন কহি সর্ব্বজনে॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভৃগুরাম তার পদে করিলা বন্দন॥ তাঁহার আদেশে যান কৈলাস-শিখরে। মনে মনে মহাসুখ পুলক অন্তরে॥ সুরম্য কৈলাসপুরী করেন দর্শন। তাহার অপূর্ব্ব শোভা অতি মনোহর॥ ব্রহ্মলোক হতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধেতে। বিরাজে কৈলাসপুরী জানিবেক চিতে॥ তাহার উপরে শোভে বৈকুণ্ঠ নগর। বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে গোলোক মনোহর॥ শ্রীগোলোক ধাম শোভে কৈলাস-শিখরে। [illegible] কৈলাস শিখরে॥ কত যোগী নেত্র মুদি ধ্যানেতে মগন। দিবানিশি [illegible] নিরঞ্জন॥ বোম বোম মুখশব্দ সতত বদনে। কক্ষবাদ্য করে কেহ [illegible]॥ গালবাদ্য করে সবে অতি ঘন ঘন। সুখের সাগরে [illegible]॥ পারিজাত তরু শোভে কত সারি সারি। গন্ধে আমোদিত [illegible]॥ কল্পতরু কত শোভে কে করে গণন। মধু লোভে অলিগণ করে বিচরণ॥ গুন্ গুন্ রবে সব করিছে ঝঙ্কার। পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে করিছে বিহার॥ কুহুস্বরে রব করে যত পিকগণ। শাখাপরে গান করে যত পক্ষীগণ॥ সরসী শোভিছে কিবা অতি মনোহর। নীলজলে শোভিতেছে কিবা শতদল॥ নানাজাতি পুষ্পবৃক্ষ শোভে চারিভিতে। হেরিলে আনন্দ জন্মে দর্শকের চিতে॥ মল্লিকা মালতী জাতি গোলাপ টগর। [illegible] বক কাঞ্চন সুন্দর॥ মাধবী ধাতুকী আদি কুসুম নিকর। শোভিতেছে চারিদিকে অতি মনোহর॥ কত তরু চারিদিকে কিবা শোভা পায়। বাড়িছে পুরীর শোভা বৃক্ষের শোভায়॥ শাল তাল তমালাদি নানা তরুবর। শোভিতেছে চারিদিকে অতি মনোহর॥ পুরীর অপূর্ব্ব শোভা করি দরশন। পুলকে পূরিত হয় ভার্গবের মন॥ অদ্ভুত নির্ম্মাণ আহা কৈলাস নগরী। হীরক-খচিত কিবা অতি মনো-

হারী ॥ সুপ্রশস্ত পথ সব অতি মনোহর। হেরিলে জুড়ায় মন নয়ন যুগল ॥ কত গৃহ কত বাটী পুরীর ভিতরে। রতনে নির্ম্মিত স্তম্ভ অতি শোভা ধরে ॥ স্বর্ণের কপাট সব অতি মনোহর।হেরিলে জুড়ায়চক্ষু জুড়ায় অন্তর॥ এ হেন কৈলাস পুরী করি দরশন। ধীরে ধীরে যায ক্রমে ভার্গব নন্দন ॥ ক্রমে ক্রমে উপনীত আসি সিংহদ্বারে। দেখিলেন দ্বারী এক তথায় বিহরে॥ ভয়ঙ্কর রূপ তার অতি বিভীষণ। শিবের সমান সেই অপূর্ব্ব দর্শন॥ দ্বারেতে আছয়ে দ্বারী মহাবলবান্। লোহিত লোচন ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ॥ পিঙ্গল বরণ জটা শোভে শিরোপরে। ত্রিশূল ধরিয়ে আছে দাঁড়ায়ে দুয়ারে ॥ বিকৃত আকার তার মহাবলবান্। অগ্নি সম মহাতেজে যেন দীপ্তিমান্॥ দেখিলে তাহার রূপ অতি বিভীষণ। ভয়ে ব্যাকুলিত হয় দর্শকের মন ॥ ভয়ে ভয়ে রাম তথা হয়ে উপনীত। দ্বারপালে পরিচয় দিলেন ত্বরিত ॥ রাম কহে দ্বার ছাড় ওহে মহাশয়। শিব দরশনে আসি জানিবে নিশ্চয় ॥ দ্বার ছাড় যাব আমি শঙ্কর গোচরে। প্রণাম করিব তার চরণ যুগলে ॥

এতেক বচন দ্বারী করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন ॥ [illegible] দ্বারে [illegible] অবস্থিতি। ব্যস্ত হও কেন এত ওহে মহামতি॥ অগ্রে [illegible] শিবপাশে করিব গমন। বলিব তোমার কথা শিবের সদন ॥ আদেশ [illegible] পুনঃ আসিব হেথায়। সঙ্গে করি যাব পুন লইয়া তোমায় ॥ শিবের [illegible] হলে [illegible] করিবে গমন। ক্ষণেক প্রতিক্ষা কর ওহে মহাত্মন ॥ এতেক [illegible] শুনি ভৃগু মহামতি। হইলেন মনে মনে প্রকুপিত অতি ॥ অপেক্ষা না [illegible] তথা করেন গমন। অপর দ্বারেতে গিয়া উপনীত হন ॥ যে জন আছিল [illegible] হইয়া দ্বারী। তাহার রূপের কথা বলিবারে নারি ॥ মহাকায় বলবান্ অতি বিভীষণ। গোলাকার চক্ষু তার অদ্ভুত দর্শন॥ তাহার নিকটে রাম করিয়া গমন। কহিলেন আমি হই ঋষির নন্দন ॥ গমন করিব আমি শিবের গোচরে। দয়া করি ছাড় দ্বার কহিনু তোমারে ॥ এতেক বচন শুনি কহেন দ্বারী। দুয়ার ছাড়িতে এবে কভু নাহি পারি ॥ শিবের নিকটে আগে করিব গমন। আদেশ হইলে যাবে ওহে মহাত্মন্॥ ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থিতি। শিবের নিকটে আমি চলিনু সম্প্রতি ॥ এতেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ। মহারোষভরে তিনি হলেন মগন॥তথায় অপেক্ষা নাহি করিয়া তখন। দ্রুতগতি অন্য দ্বারে করেন গমন॥ সে দ্বারে দুয়ারী যেই করে অবস্থিতি। তাহার নিকটে যান রাম মহামতি ॥ ধীরে ধীরে তার পাশে করিয়া গমন। কহিলেন ওহে দ্বারী শুনহ বচন ॥ সব দ্বারে ক্রমে ক্রমে করিনু ভ্রমণ। দ্বার

না ছাড়িল কেহ ওহে মহাত্মন॥ ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছি অতি। তুমি যদি কৃপা কর ওহে মহামতি॥ কৃপা করি যদি দ্বারী ছাড়ি দেহ দ্বার। তাহা হইলে হয় মম বিপদ উদ্ধার॥ রামের কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ। দয়া উপজিল হৃদে দ্বারীর তখন॥ দ্বার ছাড়ি দিল দ্বারী ঋষির বচনে। ধীরে ধীরে যান রাম শঙ্কর সদনে॥ দেখিলেন বসি আছে দেব মহেশ্বর। মহাতেজে শোভে যেন শত দিবাকর॥ ত্রিশূল শোভিছে কিবা দেবদেব-করে। শ্বেতবর্ণ মৃত্যুঞ্জয় সিংহাসনোপরে॥ নাগযজ্ঞ উপবীত শোভিছে গলায়। পরিধান বাঘছাল কিবা শোভা পায়॥ অস্থিমালা গলদেশে অতি মনোহর। ভস্মেতে শোভিত কিবা দিব্য কলেবর॥ শুভ্রবর্ণ জটাভার শোভে শিরোপরে। বিরাজেন সুরধুনী কলকল স্বরে॥ মহেশ্বর মনানন্দে মুদিয়া নয়ন। নিজ আত্মা চিন্তা করে অখিল-কারণ॥ তাঁহাতে হরিতে ভেদ কিছুমাত্র নয়। এক আত্মা মূর্ত্তিভেদ এইমাত্র হয়॥ নয়ন মুদিয়া দেবদেব পঞ্চানন। ভক্তাধীন ভগবানে করেন চিন্তন॥ সবার আশ্রয় যিনি অখিলের গতি। যাঁহা হতে জীবগণ লভয়ে মুকতি॥ সেই নিরঞ্জনে সদা করেন চিন্তন। পঞ্চমুখে হরিগুণ গান পঞ্চানন॥ শোভিতেছে বামপাশে ভবানী সুন্দরী। ব্যজন করিছে তাঁরে চারি সহচরী॥ শিবের কিঙ্কর কত আছে ভয়ঙ্কর। হেরিলে তাদের রূপ কাঁপে কলেবর॥ কত ভূত কত প্রেত যক্ষ দৈত্য আদি। বিহারিছে চারিদিকে নাহিক অবধি॥ ভৈরব বেতাল তাল করিছে বিহার। ডাকিনী যোগিনী কত কেবা গণে আর॥ শিবের সুন্দর সভা করি দরশন। আনন্দে মগন হয় ভার্গবের মন॥ ধীরে ধীরে শিবপাশে করিয়া গমন। অষ্টাঙ্গে চরণে তাঁর করেন বন্দন॥ নেত্র মেলি দরশন করি মহেশ্বরে। আনন্দ কারণে ভাসে নয়নের নীরে॥ একান্ত অন্তরে রাম করি যোড়কর। স্তব করে ধীরে ধীরে হইয়া কাতর॥

কিরূপে করিব স্তব ওহে পঞ্চানন। তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন॥ তব গুণ বর্ণিবারে কোন্ জন পারে অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে॥ ভক্ত-জনে অনুরক্ত তুমি দিগম্বর। আশুতোস তব নাম জানে সর্ব্বনর॥ বেদেতে তোমার তত্ত্ব আছে নিরূপণ। তব তত্ত্ব কি বুঝিব মোরা মূঢ়জন॥ সরস্বতী তব গুণ বর্ণিবারে নারে। গুণাতীত তুমি দেব জানি হে অন্তরে॥ তোমা হতে সত্ত্ব রজ জন্মে তিন গুণ। কখন নির্গুণ তুমি কখন সগুণ॥ কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার। অনাদি অনন্ত তুমি জগতের সার॥ যজ্ঞের ঈশ্বর তুমি যজ্ঞফলদাতা। কালরূপী তুমি দেব অখিলের পাতা॥ ব্রহ্মারূপে কর তুমি জগত সৃজন। বিষ্ণুরূপে করিতেছ অখিল পালন॥ অন্তকালে শিবরূপে করহ

সংহার। কে বুঝিবে তব লীলা ওহে গুণাধার ॥ পরম পুরুষ তুমি কারণ-কারণ। তুমি জল তুমি স্থল প্রান্তর কানন ॥ তোমার তুলনা নাহি এ-ভব-সংসারে। কৃপানিধি কৃপা কর অধীন উপরে ॥ওহে প্রভু তবপদ করি দরশন। সফল জনম মম সার্থক জীবন ॥ তোমার করুণা হয় যাহার উপরে। কি ভয় তাহার বল এ ভবসংসারে॥ ভবভয় ঘুচে তার নাহিক সংশয়। দয়া কর দয়ানিধি হও গো সদয় ॥ যোগীগণ নিরন্তর মুদিয়া নয়ন। তব রূপ অন্তরেতে করেন চিন্তন ॥ তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ। নিরন্তর সূর্য্যদেব দিতেছে কিরণ ॥ তোমার আদেশে চন্দ্র গগন উপরে। মধুময়ী জ্যোৎস্নারাশি বিতরণ করে ॥ তুমি গিরি তুমি নদী তুমিই কানন। জ্যোতিষ্ক মণ্ডল তুমি ওহে পঞ্চানন ॥ জগতের বন্ধু তুমি ওহে দিগম্বর। আশুতোষ তব নাম খ্যাত চরাচর ॥ তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার। অধীন উপরে কর করুণা বিস্তার ॥

স্তবে তুষ্ট হয়ে পরে দেব পঞ্চানন। কহিলেন মিষ্টভাষে করি সম্বোধন ॥ কে তুমি কোথায় বাস বলহ আমায়। কি হেতু এসেছ বল আমার হেথায় ॥ কাহার নন্দন তুমি কহ মহাত্মন। কি কারণে আসিয়াছ আমার সদন ॥ সত্য কথা কহ সব আমার গোচরে। এত শুনি মহাদেবী কহেন শঙ্করে ॥ কি হেতু এসেছে এই বিপ্রের নন্দন। জিজ্ঞাসা করহ নাথ ওহে পঞ্চানন ॥ এত বলি ভার্গবেরে সম্বোধন করি। কহিলেন শুন শুন ওহে ব্রহ্মচারী ॥ কি হেতু এসেছ এই কৈলাস নগর। বিশেষ করিয়া বল ওহে মুনিবর ॥ নবীন বয়স তব করি দরশন। কেন তবে হেরিতেছি বিষণ্ণ বদন ॥ কি কারণে শোক বল হয়েছে অন্তরে। কি হেতু দুঃখিত তুমি বল সত্য করে ॥ ভবানীর এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। করযোড়ে কহে তাঁরে ভার্গব-নন্দন ॥ নমস্কার তব পদে শুন গো শঙ্করি। ভক্তিভরে দোঁহাপদে নমস্কার করি ॥ জমদগ্নি মম পিতা জানে সর্ব্বজন। ভৃগুবংশে জন্ম মম বিপ্রের নন্দন ॥ রেণুকা জননী মম শুন গো ভবানী। ভৃগুরাম মম নাম ওহে শূলপাণি ॥ সে কারণে শোক আসি ঘিরেছে আমারে। বলিতেছি সেই কথা দোঁহার গোচরে ॥ কার্ত্তবীর্য্য নামে আছে প্রবল নৃপতি। সহস্রেক বাহু তার খ্যাত বসুমতী ॥ একদিন চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গে করে। মৃগয়া কারণে যায় কানন ভিতরে ॥ বনমাঝে ঝড় বৃষ্টি অকস্মাত হয়। বৃক্ষে উঠি নরপতি সেই রাত্রে রয় ॥ সৈন্যগণ বৃক্ষোপরি করি আরোহণ। অনায়াসে সেই নিশা করিল যাপন ॥ প্রভাতে নামিয়া সবে বিকল-অন্তরে। রাজধানী উদ্দেশেতে ক্রমে যাত্রা করে ॥

পথিমাঝে পিতা সহ হয় দরশন। রাত্রির বৃত্তান্ত পিতা করেন শ্রবণ॥ রাজারে কাতর দেখি পিতার অন্তরে দয়া। উপজিল তাহা নিবেদি তোমায়॥ সৈন্য সহ নৃপতিরে করি নিমন্ত্রণ। আপন আশ্রমে পিতা নিলেন তখন॥ সুরভি-প্রদত্ত দ্রব্য করি আয়োজন। সৈন্য সহ নৃপতিরে করান ভোজন॥ সুরভি দেখিয়া লোভ হইল রাজার। দুর্ব্বদ্ধি ঘটিল হায় কি বলিব আর॥ পিতারে নৃপতি পরে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন বাক্য ওহে তপোধন। সুরভি প্রদান মুনে করহ আমারে। নতুবা সবলে আমি লইব তাহারে॥ অথবা আমার সহ করহ সমর। এত বলি মহাক্রুদ্ধ হয় নরবর॥ তার পর যুদ্ধ করি অতি বিক্রমে। আমার পিতারে রাজা করিল নিধন॥ সহমৃতা হল মাতা পিতার সহিতে। আর কেহ নাহি মম তোমার জগতে॥ পিতার বিয়োগে আমি হইয়া কাতর। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি অতি ভয়ঙ্কর॥ ক্ষত্রবংশ না রাখিব জগত-মাঝারে। নিধন করিব [illegible] ত্রিসপ্ত বারে॥ রোষেতে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি তখন। কি হবে উপায় এবে [illegible]॥ তুমি মাতা তুমি পিতা ওগো আশুতোষ। অধীন উপরে [illegible]॥ পুত্রের উপায় কর ওহে পঞ্চানন। যাহাতে আমার হয় প্রতিজ্ঞা পালন॥

রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তবে ত শঙ্করী দেবী [illegible]। বহুক্ষণ চিন্তা করি শিবানী ভবানী। কহিলেন শুন [illegible] ওহে মহামুনি॥ অল্পমতি অল্পজ্ঞান নেহারি তোমার। প্রতিজ্ঞা [illegible] একবিংশবার ক্ষত্র করিবে নিধন। প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি ওহে তপোধন॥ অতি স্নেহ করি আমি রাজার উপরে। পরম বৈষ্ণব তারে জানিবে [illegible]। নিরন্তর হরিগুণ বদনে তাহার। হরিস্তব করে সদা সেই গুণাধার॥ কাহার শকতি আছে বধিতে তাহারে। হেন বীর নাহি হেরি সংসার-ভিতরে॥ তাহারে নাশিতে পারে নাহি হেন জন। যাবৎ রহিবে মম শরীরে জীবন॥ শিবের শকতি কিবা ওহে তপোধন। আমি বিদ্যমানে নাশে অর্জ্জুন রাজন॥ শুন শুন দ্বিজশিশু আমার বচন। আপন আলয়ে শীঘ্র করহ গমন॥ দৈবের লিখন বল কে করে খণ্ডন। দুঃখ নাহি কর, কিন্তু করহ গমন॥ প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি ক্ষত্রিয় নিধনে। সে বাসনা ওহে দ্বিজ না রাখিও মনে॥ এরূপ দারুণ আশা কর পরিহার। হেরিতেছি অতি মন্দ তব ব্যবহার॥ বামন হইয়া আশা চন্দ্রমা ধরিতে। পঙ্গু হয়ে আশা কর গিরি আরোহিতে॥ অর্জ্জুন নৃপতি হয় অতি বলবান। ধরাধামে কেবা আছে তাহার সমান॥ পুণ্যকর্ম্ম সদা করে সেই নরপতি। দানের সাগর সেই ওহে মহামতি॥

মনে মনে বাঞ্ছা তব শুহে তপোধন। শিবের সহায়ে বধ করিবে রাজন॥
এরূপ দুরাশা নাহি করিও অন্তরে। অবিলম্বে ফিরি যাহ আপন আগারে॥
হেন বাক্য মুখে আর না আনি কখন। অবিলম্বে যাহ ফিরি আপন ভবন॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। করযোড় করি রাম করেন রোদন॥
দ্বিজের নন্দন হয় কান্দিয়া আকুল। যেই দিকে দৃষ্টি করে নাহি দেখে কূল॥
ত্যজিতে আপন প্রাণ করিয়া মনন। ধূলায় পড়িয়া মুনি করেন রোদন॥
মুনিরে কাতর দেখি দেব মহেশ্বর। পার্ব্বতীর দিকে চাহি করেন উত্তর॥
শুন শুন ভগবতী আমার বচন। আসিয়াছে এই স্থানে মুনির নন্দন॥
তব অনুগ্রহ পাবে এই সে কারণে। আসিয়াছে মুনিবর কৈলাস ভবনে॥
অতএব কৃপা কর উঁহার উপর। দেখ দেখ দ্বিজশিশু অতীব কাতর॥
নিদয়া না হও দেবী বিপ্রের উপরি। করুণা কটাক্ষ কর তুমি গো শঙ্করী॥
যদি নাহি কৃপা কর দ্বিজের উপর। অযশ রটিবে তব জগত ভিতর॥
শঙ্করীরে এত বলি দেব পঞ্চানন। রামেরে সম্বোধি কহে মধুর বচন॥
উঠ উঠ বিপ্রশিশু না কর রোদন। আজ হতে হলে তুমি পুত্রের মতন॥
মনোরথ সিদ্ধ তব হইবে নিশ্চয়। দিব্যাস্ত্র দিব আমি কহে মহোদয়॥
সেই অস্ত্র প্রভাবে জয়ী হবে ত্রিভুবনে। নাশিতে পারিবে সেই দুর্জ্জন রাজনে॥
যুদ্ধেতে অজেয় হবে বিপ্রনন্দন। রটিবে তোমার কীর্ত্তি এ তিন ভুবন॥
এতেক বলিয়া বাণী দেব মহেশ্বর। দিব্যাস্ত্র দেন রামে করিয়া আদর॥
অস্ত্রাদি মন্ত্রতন্ত্র করেন প্রদান। পাশুপত অস্ত্র দেন মহেশ ধীমান্॥
নাগপাশ আদি করি কত অস্ত্র দিল। অস্ত্র পেয়ে ভৃগুরাম পরিতুষ্ট হৈল॥
পুলকিত মনে দেবদেব পঞ্চানন। অস্ত্র মহেশ্বর রামে করেন অর্পণ॥
বাণের যতেক গুণ কি বলিব আর। বাণ পেয়ে পান রাম আনন্দ অপার॥
আশীর্ব্বাদ করি পরে ভৃগুর নন্দনে। বিদায় দিলেন শিব হরষিত মনে॥
বিদায় লইয়া রাম করেন প্রস্থান। পুরাণের পবিত্র কথা সুধার সমান॥
যেই জন একমনে করয়ে শ্রবণ। মহাপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন॥
যতেক পাতক থাকে তাহার শরীরে। শ্রবণ মাত্রেতে সব চলি যায় দূরে॥
তাই বলে দ্বিজ কাশী শুরে মূঢ় মন। একমনে ধর্ম্মকথা করহ শ্রবণ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পরশুরামের যুদ্ধযাত্রা।

সনৎকুমার উবাচ।

আদিষ্টো দেবদেবেন গত্বাশ্রমং মহামুনিঃ।
মনসি চিন্তয়ামাস কথং পূর্ণমনোরথঃ ॥

ঋষিগণ সম্বোধিয়া বিধির কুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে ॥
বলিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহাত্মন। যত শুনি তত বৃদ্ধি হয় আকিঞ্চন ॥
অতএব পূর্ণ কর বাসনা সবার। তুমি দেব মহাজ্ঞানী মহিমা অপার ॥
ভৃগুরাম শিবপাশে হইয়া বিদায়। কি করিল কোথা গেল বল সবাকায় ॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥
শিবের নিকটে রাম হইয়া বিদায়। মনের হরিষে পরে নিজগৃহে যায় ॥
আপন আশ্রমে রাম করি আগমন। মনে মনে মৌনভাবে করেন চিন্তন ॥
এতদিনে বাঞ্ছাপূর্ণ হইল আমার। পাইনু শিবের বল যিনি দয়াধার ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি ক্ষত্রিয় নিধনে। না রাখিব ক্ষত্রকুল করিয়াছি মনে ॥
মহাপাপী সেই দুষ্ট অর্জ্জুন নৃপতি। আমার পিতার গৃহে হইয়া অতিথি ॥
নানাবিধরূপ দ্রব্য করিল ভোজন। তার প্রতিফল দিল অধম রাজন ॥
এখন আর কিবা ভয় সেই দুরজনে। অচিরে পাঠাব তারে শমনসদনে ॥
পিতার শোকেতে মম কাতর অন্তর। নাশিলে রাজারে তবে হব স্থিরতর ॥
কোথা ওরে দুরাচার অর্জ্জুন রাজন। বিপ্রেরে সমরে তুই করিলি নিধন ॥
অহঙ্কারে মত্ত তুই ওরে দুরমতি। তোর বংশে না রহিবে দিতে কেহ বাতী ॥
ব্রহ্মহত্যা অনায়াসে করিলি সাধন। বল দেখি কেন হেন তব আচরণ ॥
সবংশে মারিলে তোরে যাবে দুঃখভার। জন্মেছিস ক্ষত্রকুলে তুই কুলাঙ্গার ॥
সবংশে হইবি তুই অবশ্য নিধন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
বিপ্রবধ করি তুই ওরে দুরাচার। বান্ধিলি অধর্ম্ম-সেতু নাহিক নিস্তার ॥
মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। মহারোষে জ্বলি উঠে ঋষির নন্দন ॥
ক্রোধভরে ধনু তূণ লইলেন করে। রাজার উদ্দেশে ধায় অতি বেগভরে ॥
পথিমাঝে সুমঙ্গল হয় দরশন। তাহা দেখি ভার্গবের প্রফুল্ল বদন ॥

দ্রুতগতি যায় রাম রাজার উদ্দেশে।পথিমাঝে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাদেবী আসে॥ অস্তাচলে গেল ক্রমে দেব দিবাকর। অন্ধকার আসি পশে গগন-নিকর॥ সন্ধ্যা সমতীত ক্রমে আসিল রজনী। শন্ শন্ বহে বায়ু কর্ণে নাহি শুনি॥ চারিদিকে বাহিরিল নিশাচরগণ। পেচক বাশির হয় ভীম দর্শন॥ কিবা ক্ষুদ্র জন্তু কত ভ্রমে কেবা তাহা গণে। উপনীত ভৃগুরাম নর্ম্মদাপুলিনে॥ মহা-ঘোর নিশা ক্রমে করি দরশন। মনে মনে ভৃগুরাম করেন চিন্তন॥ অক্ষয় বটের মূলে বসি তার পর। চারিদিকে নেত্রপাত করে ঋষিবর॥ তার পর পত্রশয্যা করিয়া চয়ন। শয়ন করিল তাহে মুনির নন্দন॥ নানাবিধ স্বপ্ন দেখে নিদ্রার বিঘোরে। ক্রমে নিশা অবসান কহি সবাকারে॥ পুরাণে সুধার কথা অতি মনোরম। শ্রবণে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

কার্ত্তবীর্য্যের বিভীষিকাদর্শন।

সনৎকুমার উবাচ।

প্রাতঃকৃত্যং সমাধায় স্নাতো ভৃগুকুলোদ্ভবঃ।
প্রেরয়দ্দূতমেকঞ্চ মাহিষ্মত্যাং রাজসন্নিধিং॥

পুনশ্চ বলেন দেব বিধির নন্দন। শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ॥ নিদ্রা হতে উঠি ভৃগুরাম মহামতি। প্রাতঃকৃত্য সমাধান করি যথাবিধি॥ নর্ম্মদাসলিলে স্নান করিয়া বিধানে। পাঠালেন দূত এক নৃপতি সদনে॥ রাজার নিকটে দূত উপনীত হয়। ঋষির আদেশ যাহা সকলই কয়॥ শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন। রামদূত হয়ে আমি করি আগমন॥ পিতৃশত্রু তুমি তাঁর জানিও অন্তরে। তাই আসে ভৃগুরাম সমরের তরে॥ ধরাধামে ক্ষত্রজাতি না রাখিবে আর। নিঃক্ষত্র করিবে পৃথ্বী একবিংশবার॥ লভিয়াছে বর রাম শিবের গোচরে। আসিয়াছে সেই হেতু সমরের তরে॥ নর্ম্মদা-পুলিনে রাম করে অবস্থিতি। বটমূলে আছে তিনি ওহে মহামতি॥ যুদ্ধ সজ্জা কর রাজা অতীব ত্বরায়। সকল বৃত্তান্ত নৃপ কহিনু তোমায়॥ উচিত বিধান তবে কর মহামতি। এত বলি চলি যায় দূত দ্রুতগতি॥ দূতের যতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চিন্তাকুল হয়ে রাজা অধোমুখে রন॥ ভয়েতে রাজার হৃদি অতীব কাতর। যে দিকে করেন দৃষ্টি বিপদ সাগর॥ ভীষণ মূরতি যেন সম্মুখেতে আসে। তীক্ষ্ণ অসি হাতে করি চাহিছে সরোষে॥

বিকট বদন তার বিকট আকার। ভয়েতে আকুল হন রাজা গুণাধার।
তার পর ধৈর্য্য ধরি অর্জ্জুন রাজন। আদেশ করেন সৈন্যে সাজিতে তখন॥
রাজার আদেশ পেয়ে চতুরঙ্গ বল। দ্রুতগতি রণসজ্জা করিল সকল।
রাম সহ যুদ্ধ হবে এই সে কারণে। শীঘ্র করি সাজে সেনা যেমত বিধানে॥
হুহুঙ্কার করি কেহ করে আস্ফালন। বাহ্বাস্ফোট করে কেহ অতি ঘন ঘন॥
রণসজ্জা এইরূপে করিয়া রাজন। অন্তঃপুরে গেল রাজা রাণীর সদন॥
প্রধানা মহিষী তার নাম মনোরমা। ভুবনে নাহিক কোথা এ হেন [illegible]॥
রাণীর নিকটে রাজা কহে বিবরণ। আসিয়াছে রঘুরাম সমর-কারণ॥
নর্ম্মদা-পুলিনে আছে সেই মহামতি। নিঃক্ষত্র করিবে সেই এই বসুমতী॥
ধরাধামে ক্ষত্র নাম না রাখিবে আর। [illegible]॥
লভিয়াছে বর রাম শিবের গোচরে। [illegible]॥
সমরে এখন আমি করিব গমন। [illegible]॥
শুন শুন প্রাণেশ্বরি বচন আমার। [illegible]॥
অমঙ্গল চারিদিকে করি নিরীক্ষণ। [illegible]
বামচক্ষু ঘন ঘন দেখ নৃত্য করে। [illegible]॥
হস্ত হতে অসি খসি হতেছে পতন। [illegible]॥
কে যেন পশ্চাতে আসি বলিছে বচন। [illegible]॥
ক্ষত্রবংশে আর কভু নাহি পরিত্রাণ। [illegible]॥
এইরূপ বিভীষিকা হতেছে দর্শন। [illegible]।
অকস্মাত বজ্রাঘাত বিনা মেঘে হয়। অমঙ্গল চারিদিকে হতেছে উদয়॥
ঘন ঘন গর্দ্দভেরা ডাকিছে সঘনে। রোদন করিছে সব কুক্কুরে। [illegible]
কবন্ধ নাচিছে কত করি দরশন। ভয়েতে আকুল মম হতেছে মন॥
বিকৃত স্বরেতে যত তুরঙ্গমগণ। ঘন ঘন অবিরল করিছে গর্জ্জন॥ [illegible]
এতেক বাক্য শুনিয়া গৃহিণী। ভীতা হয়ে সকাতরা হন বিষাদিনী॥
মৌনভাবে অধোমুখে করেন রোদন। পুরাণ শুনিলে হয় পাপ বিনাশন॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

রাণী কর্ত্তৃক নৃপতিকে সান্ত্বনা।

সনৎকুমার উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবী রাজ্ঞীতস্য মনোরমা।
রুরোদ বহুধা সা চ বিকলেন্দ্রিয়মানসা॥

বশিষ্ঠ কহে শুন শুন ঋষিগণ। তার পর হয় যাহা অপূর্ব্ব ঘটন॥ রাজার বচন শুনি রাজার গৃহিণী। অবিরল কান্দে দেবী হয়ে বিষাদিনী॥ বিনয়-বচনে কহে নাথেরে তখন। শুন শুন প্রাণনাথ আমার বচন॥ কেন অকস্মাৎ কেন বিপদ ঘটিল। কেন বিধি এতদিনে এ বাদ সাধিল॥ শুন শুন নরপতি আমার বচন। আসিয়াছে ভৃগুরাম করিবারে রণ॥ জানি জানি সেই রামে অতি মহামতি। বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম ওহে নরপতি॥ মনোহর গাথা তার শুনহ রাজন। রূপ-অনুরূপ গুণ জানে সর্ব্বজন॥ শিবের পরম শিষ্য সেই মহামতি। দিয়াছেন বহু অস্ত্র দেব পশুপতি॥ মন্ত্র সহ অস্ত্র যত করেন প্রদান। অস্ত্রশক্তি হন রাম মহাবলবান॥ বিধির আদেশে রাম আনন্দিত মনে। গিয়াছিল কৈলাসেতে শিবের সদনে॥ আশুতোষ হৃষ্ট হয়ে রামের উপরে। মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন কহিনু তোমারে॥ অঙ্গীকার করিয়াছে সেই মুনিবর। ক্ষত্রকুল না রাখিবে অবনী-ভিতর॥ তাঁহার প্রতিজ্ঞা কভু না হবে খণ্ডন। সত্য সত্য এই বাক্য জানিও রাজন॥ মহাদেব বর দিল সেই মুনিবরে। ক্ষত্রবংশ ধ্বংস হবে এই বাক্য বলে॥ অতএব শুন নাথ আমার বচন। সমরে পুনশ্চ আর না করো গমন॥ মুনি সনে যদি প্রভু করহ সমর। নিশ্চয় যাইতে হবে শমন গোচর॥ অতএব সমরেতে না কর গমন। আমার বচন নৃপ করহ শ্রবণ॥ কাল যবে পূর্ণ হয় ওহে নরপতি। রাখিতে তখন বল কাহার শকতি॥ মহাবীর চিরদিন কভু নাহি রয়। কালবশে হবে তার জানিবেক লয়॥ যেই জন ধর্ম্মরক্ষা করে নিরন্তর। তাহারে রক্ষেন ধর্ম্ম ওহে নৃপবর॥ অধর্ম্ম করেছ তুমি নিজ-বুদ্ধিদোষে। সেহেতু পড়িলে নাথ ব্রাহ্মণের রোষে॥ শুন শুন নরপতি বেদের বচন। সংসার নহেক নিত্য জানিবে কখন॥ জগতে অনিত্য সব কিছু নিত্য নয়। বারিবিম্ব সম বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়॥ ক্ষণকাল হেতু মাত্র

জানিবে সংসার। মায়াতে না বুঝে কেহ ওহে গুণাধার॥ সত্যমাত্র শুদ্ধ সেই দেব নিরঞ্জন। আদি-অন্ত-হীন যিনি অখিলকারণ॥ যিনি সূক্ষ্ম যিনি স্থূল দেব-দেব হরি। ভবার্ণবে যিনি হন বিপত্তি-কাণ্ডারী॥ অধর্ম্মে মগন হয়ে না ভাবিলে তাঁরে। এখন উচিত ফল হাতে হাতে ফলে॥ হিংসাতে নিমগ্ন হৈল তোমার অন্তর। সে হেতু দুর্দ্দশা এত ওহে নৃপবর॥ হের দেখি নৃপবর কি কাজ করিলে। অধর্ম্ম হেতুতে তুমি সাগরে ডুবিলে॥ কাননে গেলে হে তুমি মৃগয়া-কারণ। অনশনে বৃক্ষোপরে যামিনী যাপন॥ অতিথি করিল তোমা তাপসপ্রবর। উপহার নানাবিধ অর্পিল বিস্তর॥ কিন্তু তুমি মদমত্ত হইয়া নৃপতি। অন্যায় করিলে কত ওহে মহামতি॥ ধেনুর লোভেতে বধ করিলে ব্রাহ্মণ। পাপের সাগরে তুমি হলে নিমগন॥ এবে দেখি প্রাণ-নাথ আপনার মনে। অধর্ম্ম করেছ কত না যায় বর্ণনে॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। কুঠার বান্ধিয়া গলে করহ গমন॥ বাঁচিবার সাধ যদি থাকয়ে অন্তরে। যদি বাঞ্ছা কর ক্ষত্রকুল রখিবারে॥ দ্রুতগতি রামপাশে করহ গমন। তাঁহার চরণে গিয়া মাগহ শরণ॥ অযশ তাহাতে তব কভু না বাড়িবে। বরঞ্চ সুযশ তব জগতে ঘুষিবে॥ অবশ্য সদয় হবে সেই তপোধন। বিপ্রজাতি অল্পে তুষ্ট বিদিত ভুবন॥ আমার বচন ধর ওহে প্রাণেশ্বর। দ্রুতগতি যাহ চলি রামের গোচর॥ ক্ষত্রকুল হবে নাহি হবে নিধন। তোমার মঙ্গল হবে ওহে প্রাণধন॥ বিপ্রজাতি জগগুরু বিদিত ভুবনে। বৈশ্য হয় ক্ষত্রদাস জানে সর্ব্বজনে॥ বৈশ্যদাস শূদ্রগণ ওহে নৃপবর। বেদের বিধান এই জানে সর্ব্বনর॥ বিপ্রগণ সর্ব্বগুরু বিদিত ভুবন। বিপ্রেরে পূজিলে নাহি অযশ কখন॥ বিপ্রগণ তুষ্ট হন যাহার উপরে। মঙ্গল করেন তার অমর-নিকরে॥ শুন শুন মম বাক্য ওহে নরপতি। হিতবাক্য যাহা কহি ধরহ সংপ্রতি॥ ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্রসেবা যেই জন করে। কাপুরুষ সেই জন সংসার-মাঝারে॥ বিপ্রের শরণ কিন্তু লয় যেই জন। সুখ্যাতি রটিবে তার এ তিন ভুবন॥ সেই জন মোক্ষপদ অবহেলে পায়। অতএব শুন যাহা বলি গো তোমায়॥ অবিলম্বে ঋষিপাশে করহ গমন। তাঁহার চরণে গিয়া লভহ শরণ॥ বিপদ তোমার নাহি কদাচ ঘটিবে। অবশ্য কল্যাণ তুমি সর্ব্বথা লভিবে॥ বিপ্রসেবা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি আর। মম বাক্য শুন এবে ওহে গুণাধার॥ আমার বচন যদি করহ শ্রবণ। অবশ্য হইবে তুমি কল্যাণ ভাজন॥ নতুবা শেষেতে হবে অতি অমঙ্গল। আমার বচন রাখ ওহে নৃপবর॥ এত কহি নৃপরাণী করয়ে রোদন। ঘন ঘন নৃপপ্রতি করে

নিরীক্ষণ॥ পুনরায় নৃপরাণী কান্দিতে কান্দিতে। বিনয়-বচন কহে রাজার সাক্ষাতে॥ শুন শুন নৃপবর আমার বচন। পতিসেবা নারীধর্ম্ম বিদিত ভুবন॥ সেবিব তোমার পদ জনমের তরে। এখন আহার কর কহিনু তোমারে॥ বল দেখি মহারাজ স্বরূপ বচন। কিবা ফল পতি বিনা সতীর জীবন॥ তীর্থ ব্রত তপ জপ যাহা কিছু হয়। পতিসেবা কাছে কিছু কিছু-মাত্র নয়॥ সেই পতিহীনা হয় যেই নারীজন। তাহার জীবনে বল কিবা প্রয়োজন॥ অতএব মম বাক্য শুন নরপতি। যুদ্ধ-আশা হৃদি হতে ত্যজহ সংপ্রতি॥

রাণীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে নরপতি কহেন তখন॥ শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার। শুনিলাম ওহে প্রিয়ে বচন তোমার॥ কর্ম্মবশে সব হয় সব আমি জানি। সকলি কর্ম্মের ফল জানি সুবদনি॥ কালবশে সব হয় কালে লয় হয়। কালবশে ঘটে সব নাহিক সংশয়॥ কালবশে ধনী হয় কালে নরপতি। কালবশে জন্মে লোক দরিদ্রের বসতি॥ কালবশে বৃদ্ধি পায় জগতের জন। কালবশে ক্ষয় হয় শাস্ত্রের বচন॥ কালেতে প্রজার সৃষ্টি প্রজাপতি করে। কালবশে স্থিতি হয় জানে সর্ব্বনরে॥ কালবশে নারায়ণ করেন পালন। কালেতে বিনাশ পায় শাস্ত্রের বচন॥ যত কিছু দৃষ্ট হয় ভুবনমাঝারে। কালের বশগ সব জানিবে অন্তরে॥ কালরূপী সেই হরি যিনি নিরঞ্জন। একমাত্র তিনি সত্য বেদের বচন॥ কালবশে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি। কালবশে বিষ্ণু পালে এই বসুমতী॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় খণ্ডন। খণ্ডিবারে পারে তাহা নাহি হেন জন॥ তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় নিরন্তর। তাঁহার ইচ্ছায় মৃত্যু জানে সর্ব্বনর॥ অগতির গতি তিনি অখিলের পতি। সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা সেই মহামতি॥ কারণ-কারণ তিনি প্রধান সবার। তিনি না রাখিলে রাখে হেন শক্তি কার॥ তাঁহার আদেশে কার্য্য করে সুরগণ। তাঁহার ইচ্ছায় বায়ু হতেছে বহন॥ তাঁহার আদেশে যম একান্ত অন্তরে। জীবের সংহার করে জানিবে অন্তরে॥ তাঁহার আদেশে ব্রহ্মা করেন সৃজন। তাঁহার আদেশে হয় বারি বরিষণ॥ তাঁহার আদেশে সূর্য্য গগন-উপরে। নিরন্তর তীক্ষ্ণ কর বিতরণ করে॥ তাঁহার আদেশে চন্দ্র দিতেছে কিরণ। তাঁহার আদেশে ফল দেয় তরুগণ॥ তাঁহার আদেশে শস্য শস্য গাছে ধরে। তাঁহার আদেশে কাল ভ্রমিছে সংসারে॥ বিশ্বের যতেক কার্য্য কর দরশন। তাঁহার আদেশে সব হতেছে ঘটন॥ কালবশে জয় হয় কালেতে সংহার। কালবশে বাঞ্ছা

সিদ্ধি কালেতে অজ্ঞান ॥ অনিত্য জীবন ধরি সংসার-মাঝারে। গর্ব্ব করে যেই জন অহঙ্কার ভরে ॥ দুরাশয় সেই জন নাহিক সংশয়। তাহার পতন হয় অচিরে নিশ্চয় ॥ অদৃষ্টলিখন বল কে করে খণ্ডন। খণ্ডিবারে পারে তাহা নাহি হেন জন ॥ তবে কেন শোক কর ওগো গুণবতী। রোদন সম্বর দেবি আমার ভারতী ॥ মনুষ্যের সাধ্য কিছু নাহিক সংসারে। শোক তাপ নাহি কর আপন অন্তরে ॥ বিষ্ণুর অংশেতে জন্মে রাম তপোধন। ক্ষত্রিয় বধের হেতু তাঁহার জনম ॥ বিফল নাহিক হবে তাঁর অঙ্গীকার। ক্ষত্রকুল নিরমূলে হইবে সংহার ॥ শিবপাশে মহাবর লভেছে সে জন। তাহার অন্যথা করে নাহি হেন জন ॥ তাঁহার শরণ নিলে কভু নাহি হবে। স্তুতি নতি তাঁর পাশে বিফলে যাইবে ॥ মোরে ক্ষমা না করিবে সেই তপোধন। কেন বল তবে লব তাঁহার শরণ ॥ আমারে বধিবে সেই মুনি মহামতি। ইহার অন্যথা নাহি হবে ওগো সতি ॥ দৃঢ় করি যদি মরি সাহসে পৌরুষ। ইহ লোকে পরলোকে রটিবেক যশ ॥ নিষেধ না কর দেবি শুনহ বচন। অবশ্য করিব আমি ঋষি সহ রণ ॥ এত বলি নৃপবর সেনাপতিগণ। সৈন্যগণে ডাকি পরে সাজিবারে কন ॥ সেনাগণে মিষ্টভাষে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন ॥ শীঘ্র করি রণসাজ করহ শরীরে। অবিলম্বে যেতে হবে নর্ম্মদার তীরে ॥ আসিয়াছে সেই স্থানে রাম মহামতি। তাহার সহিতে যুদ্ধ ঘটিবে সংপ্রতি ॥ রাজার আদেশ পেয়ে যত সেনাগণ। আনন্দ ভরেতে সবে সাজিল তখন ॥ কত অশ্ব গজ সাজে রথ বহুতর। পদাতি সাজিল কত অতি ভয়ঙ্কর। রণবাদ্য বাজে বাজে অতি ঘন ঘন। নৃপতি উদ্‌যোগ করে করিতে গমন ॥ হেনকালে রাজরাণী নৃপতিরে কয়। শুন শুন প্রাণনাথ ওহে মহোদয় ॥ শুন শুন প্রাণকান্ত মম নিবেদন। রাম সহ যুদ্ধে নাহি করিও গমন ॥ যদি তুমি যুদ্ধে যাও ওহে নরপতি। নিশ্চয় মরিবে তব অধীনী যুবতী ॥ এই মত কত বাক্য নরপতি কয়। কিছুতে বিরত নাহি নৃপ মহোদয় ॥ কালবশে নরপতি কিছু নাহি শুনে। কালে আকর্ষিছে তাঁরে যাইবারে রণে ॥ তাহা হেরি মনোরমা না কহে বচন। কেলিগৃহে রাজসনে করিল গমন ॥ প্রাণনাথে বক্ষোপরি ধারণ করিয়ে। বলে কোথা যাবে নাথ আমারে ছাড়িয়ে ॥ যদি রণে হয় নাথ তোমার মরণ। কোথায় রহিব আমি বলহ বচন ॥ সর্ব্ব অগ্রে আমি মরি দেখ নরপতি। পশ্চাতে যাইও যুদ্ধে ওহে মহামতি ॥ তোমার মরণ নাহি করিব দর্শন। পতিহীনা রমণীর বিফল জীবন ॥ বিধবা হইয়া বল কি কাজ ধরায়।

করিত যেই কোমল শয্যায়। আজি সেই গুণবতী ধূলায় লুটায়॥ তাহা দেখি নরপতি করেন রোদন। কান্দিয়া আকুল হন রাজার নন্দন॥ বিলাপ করেন কত বর্ণিবারে নারি। উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মনোরমা বক্ষে করি॥ রাজা কহে কোথা প্রিয়ে করিলে গমন। কি হবে আমার গতি কহ এইক্ষণ॥ তোমা বিনা ওগো সতি এ ভবসংসার। যে দিকে নেহারি সব ঘোর অন্ধকার॥ শূন্যময় সব এবে করি দরশন। উঠ প্রিয়ে উঠ সতি শুনহ বচন॥ অন্তরে বেদনা মম দিও না সুন্দরি। ধূলায় পড়িয়া কেন উঠ ত্বরা করি॥ কোমল কমলমুখ আছিল তোমার। বিবর্ণ হেরিয়া বক্ষ ফাটিছে আমার॥ অস্থির হতেছে প্রাণ শুন গো বচন। ধরাসনে আছ প্রিয়ে কিসের কারণ॥ অভিমানে আছ বুঝি পড়িয়ে ধরায়। স্বরূপ বচন বল অধীন আমায়॥ তব হেতু শূন্য আছে হের রত্নাসন। ত্বরা করি রত্নাসন করহ গ্রহণ॥ শুন প্রিয়ে আর নাহি যাইব সমরে। উঠ বরাননে সতি নেহারি তোমারে॥ তোমার বদন হেরি কালিমাবরণ। হৃদয় নয়ন মম হতেছে দহন॥ কেন ধনি ধরাসনে আছ অচেতনে। চঞ্চল পরাণ মম হেরিয়ে নয়নে॥ আর নাহি যুদ্ধে আমি করিব গমন। এক সঙ্গে রব সদা স্বরূপ বচন॥ ত্বরা করি উঠি বৈস ওগো গুণবতী। তব লাগি কান্দিতেছে তব প্রাণপতি॥ বারেক উঠিয়া বৈস আমার বচন। সুধামাখা কথা কহ ওহে প্রাণধন॥ বারেক কহিয়া কথা জুড়াও হৃদয়। অস্থির হতেছে প্রাণ আর নাহি রয়॥ কিসের কারণে সতি ভূতল-শয়নে। মুখশশী ম্লান কেন হেরি গো নয়নে॥ প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচর। রামের সহিতে নাহি করিব সমর॥ যদি তুমি কথা কহ আমার সহিতে। আর নাহি যাব আমি সমর-ভূমিতে॥ যদি উঠ গুণবতী ত্যজি ধরাসন। আর নাহি যাব আমি করিবারে রণ॥ অনুক্ষণ গৃহে রব তোমারে লইয়ে। রহস্য করিব কত সানন্দ হৃদয়ে॥ মনসুখে আমোদাদি করিব দুজনে। সতত করিব কেলি পুলকিত মনে॥ উঠ প্রিয়ে একবার শুনহ বচন। জলকেলি করিবারে চলহ এখন॥ চল যাই দুই জনে গোদাবরী-তীরে। জলকেলি করি গিয়া সানন্দ অন্তরে॥ উভয়ে মিটাই গিয়া মনের বাসনা। চল চল প্রাণপ্রিয়ে ওগো মনোরমা॥ অথবা চলহ যাই পুষ্পভদ্রা-তীরে। ক্রীড়া করি দুই জনে সেই নদীনীরে॥ নির্জ্জনে বসিয়া দোঁহে রঙ্গরস করি। উঠ উঠ ত্বরা করি প্রাণের সুন্দরী॥ যথা তব ইচ্ছা হয় ওগো গুণবতী। চল যাই দুই জনে তথায় সংপ্রতি॥ মলয়-কাননে যদি তব ইচ্ছা হয়। তথায় যাইব দোঁহে সানন্দ-হৃদয়॥ মলয় বনেতে আছে চন্দন-

কানন। গন্ধবহ মৃদু মৃদু বহে সর্ব্বক্ষণ॥ দোঁহে মিলি দ্রুত চল সেই স্থানে যাই। মনের বাসনা দোঁহে সুখেতে মিটাই॥ নানাবিধ ফুল তথা রয়েছে ফুটিয়ে। অলিকুল বিহরিছে পুলক-হৃদয়ে॥ ডাকিতেছে পিকগণ সদা সর্ব্বক্ষণ। তথায় বিরাজ করে সতত মদন॥ পঞ্চ শর হাতে লয়ে কাম মহামতি। সেই স্থানে নিরন্তর করে অবস্থিতি॥ উঠ প্রিয়ে তথা যাই বিলম্বে কি ফল। কেন এত ঘোর নিদ্রা উঠ দ্রুততর॥ আমার সহিতে কথা কহ একবার। এত নিদ্রা কেন আজি ঘটিল তোমার॥

হতজ্ঞান হয়ে রাজা এ হেন প্রকারে। কতমতে খেদ করে মনোরমা-তরে॥ ক্ষণ পরে জ্ঞান পায় রাজার নন্দন। দুই চক্ষে বারিধারা হয় নিপতন॥ তখন বিলপে পুনঃ হায় হায় হায়। কি দোষে সাগরে বিধি ফেলিলে আমায়॥ কি হেতু প্রিয়ারে মম করিলে হরণ। দুরাচার তুই বিধি অতি দুরাত্মন॥ দয়ার কণিকা নাহি তোমার শরীরে। পাষাণে গঠিত তুমি জানিনু অন্তরে॥ সতীর পরাণধন করিলি হরণ। কি দোষ করিয়াছিল ওরে দুরাত্মন কিরূপে আসিলি তুই মম অন্তিকেতে। হরিলি প্রাণের প্রিয়া আসি কোন্ পথে॥ কিরূপে পরাণ পাখী করিলি হরণ। এই কি বিধির রীতি ওরে দুরাত্মন্॥ কিছু নাহি হল ভয় তোমার অন্তরে। অনায়াসে মম হৃদে ছুরিকা মারিলে॥ এইরূপে খেদ করি অর্জ্জুন রাজন। ভূমিতে পড়িয়া হয় ধূলায় লুণ্ঠন॥ গড়াগড়ি দেয় কত পড়িয়া ধূলায়। বক্ষে করাঘাত করে ঘন ঘন তায়॥ মহাদুঃখে অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন। হেনকালে দৈববাণী হইল তখন॥ গম্ভীর রবেতে ধ্বনি উঠিল গগনে। "শুন শুন নৃপবর শুনহ শ্রবণে॥ শোকেতে আকুল কেন ওহে নরপতি। মরিয়াছে তব প্রিয়া গুণবতী সতী॥ মরিলে কি পুন আর লভয়ে জীবন। মহাশোকে কেন তবে হও নিমগন॥ তুমি রাজা মহাজ্ঞানী মহাবুদ্ধিমান্। তবে কেন কর শোক প্রাকৃত সমান॥ সবার প্রধান তুমি ওহে নরপতি। তোমারে বলিব কিবা বুঝাব সংপ্রতি॥ জগত-মাঝারে হের যত জীবগণ। ক্ষণকাল হেতু সবে লভেছে জনম॥ অনিত্য সকলি জান কেহ নিত্য নয়। তবে কেন কান্দিতেছ ওহে মহোদয়॥ তব নারী মনোরমা সুন্দরী ললনা। গুণে গুণবতী সতী কমলের সমা॥ আপন জীবন ধনী করি বিসর্জ্জন। গিয়াছেন মনসুখে কমলাভবন॥ শুন শুন এবে তুমি ওহে নরবর। শীঘ্র করি যাহ তুমি করিতে সমর॥ সমরে আপন দেহ করি বিসর্জ্জন। বৈকুণ্ঠ নগরে যাবে ওহে মহাত্মন॥ তথা মনোরমা সহ মিলন হইবে। দুই জনে মনসুখে বিহার করিবে॥

দুই দিন পরে সব লভিবে মরণ ॥ নামমাত্র না থাকিবে এ ভব সংসারে। যশ কীর্ত্তি রবে মাত্র জানিবে অন্তরে ॥ জানহ এ সব তুমি ওহে মহাত্মন। তবে কেন অধর্ম্মেতে হলে নিমগন ॥ অধর্ম্মের ফলে তব হইবে পতন। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে রাজন ॥ দুষ্কীর্ত্তি রহিল তব সংসার-ভিতরে। কি কাজ করিলে রায় ভাবহ অন্তরে ॥ বল দেখি যার জন্য বিপ্রের নিধন। সুরভি তোমার সেই কোথায় এখন ॥ ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ অতি গুরুভার। চিরদিন তরে ভবে রহিল প্রচার ॥ রাজা হয়ে হেন কর্ম্ম কিসের কারণ। বল দেখি মম পাশে স্বরূপ বচন ॥ অনাহারে ছিলে তুমি বৃক্ষের উপরে। যত্ন করি কৈল পিতা অতিথি তোমারে ॥ তাই বুঝি সমুচিত দিলে প্রতিফল। রাজার উচিত বটে ওহে নরবর ॥ দাতা বলি খ্যাত তুমি সংসারমাঝারে। সুযশ রাখিলে ভাল বধিয়া পিতারে ॥ ধর্ম্মের দিকেতে নাহি রাখিলে নয়ন। লোভেতে উন্মত্ত হলে তুমি হে রাজন ॥ কেন হেন দুরবুদ্ধি ঘটিল তোমার। রাজা হয়ে কেন কৈলে হেন ব্যবহার ॥

রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অর্জ্জুন নৃপতি দেন উত্তর তখন ॥ শুন শুন মহোদয় বচন আমার। বিষ্ণুপরায়ণ তুমি বিষ্ণু অবতার ॥ সত্যত্যাগী গুণবান্ তুমি মহাশয়। গুণবলে করিয়াছ ইন্দ্রিয় বিজয় ॥ তব গুণ বর্ণিবারে পারে কোন্ জন। দ্বিজকুলে তুমি শ্রেষ্ঠ লভেছ জনম ॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন মতিমান্। বিপ্র হয়ে কেন কর অন্যায় বিধান ॥ ধর্ম্মপরায়ণ তুমি অতি মহামতি। তবে কেন অধর্ম্মেতে করিতেছ মতি ॥ বিপ্র হয়ে অন্য ধর্ম্ম কর আচরণ। এ কি ব্যবহার তব ওহে বিচক্ষণ ॥ ইথে নিন্দা হয় কি না কহ মহামতি। অথবা রটিবে যশ বলহ সংপ্রতি ॥ এই কি প্রকৃত হয় বিপ্রের লক্ষণ। বল দেখি মহামতি আমার সদন ॥ যাহার জনম হয় বিপ্রের আগারে। ব্রহ্ম চিন্তা সেই জন করিবে অন্তরে ॥ ধর্ম্মপথে নিরন্তর রাখিবেক মন। ধর্ম্মেতে নিরত রবে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ এই ত বিপ্রের রীতি জানে সর্ব্বজনে। অস্ত্রধারী আছ তবে কিসের কারণে ॥ যোগেতে সতত রত রবে যোগীজন। ভালমন্দে তার বল কিবা প্রয়োজন ॥ সবার উপরে সেই ভাবিবে সমান। ব্রহ্ম চিন্তা ব্রহ্ম হৃদে সদা ব্রহ্ম জ্ঞান ॥ প্রকৃত বৈষ্ণব হো যেই জন হয়। হরিপদ ভাবে সদা তাহার হৃদয় ॥ হরির অর্চ্চনা সদা যেই জন করে। সর্ব্বস্থলে সমভাব তাহার অন্তরে ॥ মন্দকথা নাহি বলে তাহারে কখন। হরিপদে সদা তার মন নিমগন ॥ বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি। জনমিয়া বিশ্বমাঝে করে অবস্থিতি ॥

দ্বিজের করম যাহা করহ শ্রবণ। করিবেক জপ তপ হরি আরাধন॥
ক্ষত্রিয় বলেতে করি হরিবে বিষয়। এই ত আছয়ে বিধি ওহে মহোদয়॥
বাণিজ্য করিবে বৈশ্য সদা সর্ব্বক্ষণ। ক্ষত্রিয়-আশ্রিত হবে যত বৈশ্যগণ॥
শূদ্রগণ দ্বিজ-সেবা সতত করবে। ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞা তারা যতনে পালিবে॥
যাহার যেমন কর্ম্ম আছয়ে বিধান। তেমন করিবে সেই ওহে মতিমান॥
তাহার অন্যথা যদি করে কোন জন। অপযশ রটে তার ওহে তপোধন॥
ক্ষত্রজাতি হবে যদি তপশ্চর্য্যা করে। অপযশ রটে তার এ ভব-সংসারে॥
শুন শুন তপোধন আমার বচন। দ্বিজজাতি হয় যদি লোভপরায়ণ॥
পরধনে লোভ যদি দ্বিজ হয়ে করে। [illegible] যদ্যপি করে কুপিত অন্তরে॥
তপ জপ যদি দ্বিজ করে বিসর্জ্জন। ভোগসুখে রত হয় যদি দ্বিজজন॥
তাহারে কিরূপ কহে শাস্ত্রের বিচারে। প্রকাশ করিয়া প্রভু বলহ আমারে॥
তোমার পিতার ছিল অধর্ম্মেতে মতি। ভোগসুখে সদা সেই করে অবস্থিতি॥
মায়ায় উন্মত্ত হয়ে ছিল সেই জন। সতত আছিল সেই লোভেতে মগন॥
যোগ আচরণ ত্যজি একান্ত অন্তরে। ক্ষত্রধর্ম্মে রত ছিল কহিনু তোমারে॥
তোমার জনক ধনু করিয়া ধারণ। ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে করিলেন রণ॥
বধিলেন কত সেনা কে গণিতে পারে। দ্বিজ হয়ে প্রাণী হিংসা কোন জন করে॥
বিপ্র হয়ে জীব যেই করয়ে নিধন। তার সম মহাপাপী নাহি কোন জন॥
তাহারে বধিলে পাপ কভু নাহি হয়। এই হেতু বলিতেছি ওহে মহোদয়॥
সেই বিপ্র দোষহীন ওহে মহাত্মন। তাহারে বধিলে হয় পাতকে মগন॥
দোষহীন বিপ্রে বধ যদি কেহ করে। ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি সেই জনে ঘেরে॥
তাহার নরক হয় শাস্ত্রের বচন। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে মতিমান। ধরাধামে তুমি হও অতি বলবান॥
পিতৃশোকে হয়ে তুমি অতীব কাতর। অঙ্গীকার করিয়াছ ওহে বিজ্ঞবর॥
একবিংশবার ক্ষত্র করিবে নিধন। ধরাতলে ক্ষত্র নাহি রাখিবে কখন॥
নিঃক্ষত্র করিবে তুমি বিধির সংসার। পিতৃশোকে করিয়াছ এই অঙ্গীকার॥
অঙ্গীকারমত কার্য্য করহ এখন। তাহে নাহি ভয় পায় ক্ষত্রিয়-রাজন॥
যত দেখ ক্ষত্রজাতি অবনীমাঝারে। যুদ্ধে প্রাণ দিতে ভয় কোন্ জন করে॥
ব্রহ্মকুলে জন্ম লভি ওহে মহাত্মন। সতত সংগ্রাম তুমি করিছ সাধন॥
ইহাতে সুযশ তব কিছুমাত্র নাই। রটিবে অযশমাত্র ভূমে সর্ব্বঠাঁই॥
পিতৃশত্রু বিনাশিতে করিয়া মনন। নর্ম্মদা তীরেতে তুমি আছ মহাত্মন॥
মহাবলে বলী তুমি বিদিত সংসারে। লভিয়াছ শিববর জানে সর্ব্বনরে॥

তাহাতেই মহাবলী হইয়াছ তুমি। শুন শুন তপোধন মম হিত বাণী ॥
যত বল ধর তুমি আপন শরীরে। প্রকাশ করহ তাহা অতি শীঘ্র করে ॥
ক্ষত্রকুলে ওহে ঋষি আমার জনম। সমরেতে ভয় নাহি পায় কোনজন ॥
বরঞ্চ আনন্দ হয় সমরের নামে। কাপুরুষ নহে ক্ষত্র জানিবেক মনে ॥
তোমার উচিত যাহা করহ সাধন। প্রকাশহ কত বল করহ ধারণ ॥ পুরাণে
পবিত্র কথা সুধার সমান। শুনিলে সে জন লভে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ভৃগুরাম সহ কার্ত্তবীর্য্যের সমর।

সনৎকুমার উবাচ।

পিতৃশোকং পুনঃ স্মৃত্বা রোষব্যাকুলমানসঃ।
পুনশ্চ শরসন্ধানং চকার ভার্গবো মহান্ ॥

ঋষিগণ সম্বোধিয়া মধুর বচনে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ বিধির নন্দনে ॥
তার পর কি ঘটিল করহ বর্ণন। শুনিয়া পুরাণ কথা জুড়াই শ্রবণ ॥
সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। মহারোষে জ্বলি উঠে রামের হৃদয় ॥
পিতৃশোক পুনরায় উদিল অন্তরে। অগ্নিকণা বাহিরায় নয়নযুগলে ॥
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হুহুঙ্কার। ধনুকেতে ঘন ঘন দিলেন টঙ্কার ॥
সেই শব্দে বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন। যুড়িল ধনুকে শর ঋষির নন্দন ॥
অবিলম্বে বাণ মারে নরপতি পরে। শত শত বাণ মুনি মারে একেবারে ॥
রামের সহিতে চলে আত্মীয়স্বজন। সবার হাতেতে শর আর শরাসন ॥
কার্ত্তবীর্য্য মহাবল বিদিত ধরায়। সমরে অটল সেই কভু না পলায় ॥
মৎস্যরাজ সঙ্গে সঙ্গে তার সহচর। যুদ্ধ হেতু দুই জন প্রফুল্ল অন্তর ॥
শত শত বাণ রাম ফেলে রাজোপরে। তাহে মহারুষ্ট রাজা হলেন অন্তরে ॥
লোহিত বরণ হয যুগল নয়ন। অবিলম্বে হাতে ধনু করেন গ্রহণ ॥
যত বাণ মারে রাম রাজার উপরে। বাণে নরপতি তাহা কাটেন সত্বরে ॥
যত শর মারে সেই মহাতপোধন। দিব্য অস্ত্রে রাজা তাহা করে নিবারণ ॥
তার পর অতি ক্রুদ্ধ হয়ে নরপতি। দিব্য অস্ত্র ধনুকেতে জুড়ে মহামতি ॥
মনে মনে মুনিবরে করিবে নিধন। অর্দ্ধপথে সেই বাণ কাটে তপোধন ॥
তার পর ভৃগুরাম লয়ে শরাসন। মন্ত্রপূত করি অস্ত্র জুড়েন তখন ॥

সারথির মুণ্ড কাটি ফেলেন ত্বরায়। অশ্ব মুণ্ড কাটে তাহা ভূমেতে লুটায়॥
কাটিল রথের চূড়া মহা তপোধন। সারথি বিহনে রথ না চলে তখন॥
রাজার হাতের ধনু কাটে তপোধন। অস্ত্রহীন হয়ে নৃপ ভাবেন তখন॥
তার পর বাণ জুড়ি রাম মহামতি। ঘন ঘন মারে তাহা মৎস্যরাজ প্রতি।
অকস্মাৎ দৈববাণী করেন শ্রবণ। কেন বাণ মার ওরে মহাতপোধন।
না পারিবে মৎস্যরাজে করিতে নিধন। করেতে কবচ রাজা করেন ধারণ।
যাবত কবচ রবে রাজার শরীরে। কার শক্তি মৎস্যনৃপে বধিবারে পারে॥
শিবের প্রদত্ত সেই কবচ দুর্ব্বার। না পারিবে বিনাশিতে ওহে গুণাধার॥
এইরূপ দৈববাণী করিয়া শ্রবণ। বিস্মিত হইয়া রহে রাম তপোধন॥
মনে মনে ভাবে ঋষি কি হবে উপায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে নৃপপাশে যায়।
যোগিবেশ মহামুনি করিয়া ধারণ। মৎস্যরাজ-সমীপেতে করেন গমন॥
কবচ মাগিল ঋষি রাজার গোচরে। সন্ন্যাসী হেরিয়া রাজা ভাবেন অন্তরে॥
বিধি বাম বুঝি এবে আমার উপর। দৈবের নিবন্ধ কেবা খণ্ডে বোল নর॥
অর্পণ করিল রাজা কবচ মুনিরে। কবচ পাইয়া রাম হরষ অন্তরে॥
পুনরায় যুদ্ধ হয় অতী বিভীষণ। সংগ্রাম হেরিয়া কাঁপে যত দেবগণ।
ভয়ঙ্কর শূল লয়ে রাম তপোধন। রাজার উপরে ক্রুদ্ধ করেন ক্ষেপণ॥
মৎস্যরাজ শূলাঘাত পাইয়া অন্তরে। ব্যথিত হইয়া পড়ে রণের ভিতরে।
চন্দ্রবংশ চূড়ামণি মৎস্যনরবর। সংগ্রামে পড়িল রাজা তখন উঠে রা।
সেনাগণ অবিরল করে হাহাকার। পড়িলেন মৎস্যনৃপে অতি গুণাধার।
ইহা দেখি দেবগণ মহাভীত হন। তার পর শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন॥
সোমদত্ত মহাবল নিষধের রায়। মহারোষে রণমাঝে যুঝিবারে যায়॥
মহাক্রোধে সোমদত্ত করেন গমন। রামের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
মিথিলার রাজা যায় ভৃগুরামপরে। মহারোষে নৃপবর হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
ভৃগুরাম তাহা দেখি ক্রোধপরায়ণ॥ ধনুকেতে দিব্য বাণ করেন যোজন॥
ঋষির সহিতে যুদ্ধ করে সর্ব্বজন। সবার কাটেন বাণ রাম তপোধন॥
অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য রণমাঝে পড়ে। রথ রথী কত পড়ে কে গণিতে পারে
রামশরে সৈন্য কত পড়ে অগণন। তাহা দেখি কার্ত্তবীর্য্য অতি রুষ্ট হন॥
ধনু হাতে করি রাজা রথের উপর। রাম সহ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
বিবিধ কত বাণ করে বরিষণ। নৃপ সহ যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ॥
কত বাণ মারে রাজা রামের উপরে। ভৃগুরাম সেই বাণ বাণেতে নিবারে॥
কত রাজা আসি হয় নৃপ-সহচর। রামের সঙ্গেতে করে ভীষণ সমর॥

রাশি রাশি সেনাগণ কে করে গণন। মগধ সৌরাষ্ট্র কান্যকুব্জ-দেশীগণ॥ নেপাল ভূপাল আর বিহারাদি করি। নানাদেশী সৈন্য সব গণিবারে নারি॥ সর্ব্বদেশী রাজাগণ মিলি এককালে। রামের উপরে শর ঘন ঘন মারে॥ তাহা দেখি মহারোষে রাম তপোধন। রোষেতে জ্বলিয়া উঠে প্রচণ্ড তপন॥ রক্তবর্ণ হৈল তাঁর লোচন-যুগল। রাজাগণ সঙ্গে করে ভীষণ সমর॥ অসংখ্য অসংখ্য সেনা রণমাঝে পড়ে। অশ্ব হস্তী কত পড়ে কে গণিতে পারে পদাতি পড়িল কত সংখ্যা নাহি তার। তিন দিন এইরূপ যুদ্ধ অনিবার॥ কত রাজা রামশরে হইয়া ব্যথিত। সমর-ভূমিতে সব হয় নিপতিত॥ সুচন্দ্র নামক রাজা করি দরশন। রাম সহ যুঝিবারে অগ্রসর হন॥ মহাবলবান সেই সুচন্দ্র নৃপতি। রামের উপরে শর মারে মহামতি॥ দিব্য বাণে রাম তাহা করেন খণ্ডন। তাহা দেখি সর্পবাণ ছুড়িল রাজন॥ সর্প বাণ নেহারিয়া রাম ঋষিবর। গরুড় অস্ত্রেতে তাহা নিবারে সত্বর॥ তার পর ভৃগুরাম রোষান্ধ হইয়ে। ছুড়িলেন বৈষ্ণবাস্ত্র একান্ত হৃদয়ে॥ মন্ত্রপূত করি তাহা করেন ক্ষেপণ। সুচন্দ্রের অশ্ব রথ হইল ছেদন॥ অশ্ব রথ কাটা দেখি সুচন্দ্র নৃপতি। অন্য রথে আরোহণ করে দ্রুতগতি॥ শত শত বাণ মারে রামের উপর। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ তাপসনিকর॥ প্রথমত বাণ আসি রামপদে পড়ে। তাহা দেখি নরপতি বিস্মিত অন্তরে॥ তাহা দেখি নরপতি ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ। বিস্মিত হইয়া রথে করে অবস্থান॥ ভৃগুরাম শর মারে নৃপতি উপর। দিব্য অস্ত্র সেই সব খ্যাত চরাচর॥ শূল শেল কত মারে মহাতপোধন। পট্টিশ তোমর গদা কে করে গণন॥ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে নরপতি প্রতি। সবিশেষ ব্যথিত তাহে সুচন্দ্র নৃপতি॥ এই রূপে কত বাণ মারে তপোধন দিব্য বাণ সেই সব শুহে ঋষিগণ॥ ঘন ঘন করে শর ধনুকে সন্ধান। ঘন ঘন মারে বাণ রাম বলবান্॥ এইরূপে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর। গগনে থাকিয়া দেখে অমরনিকর॥ বসুমতী টলমল করে ঘন ঘন। যেন ধরা রসাতলে করিছে গমন॥ অবিরল বর্ণে পশে ধনুক-টঙ্কার। সৈন্যগণ মুহুর্মুহু করে হুহুঙ্কার॥ এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ। শুনিলে হৃদয়ে কাঁপে যত জীবগণ॥ এ হেন সমর নাহি ঘটেছে কোথায়। জীবগণ চারিদিকে দৌড়িয়া পলায়॥ পুরাণে পবিত্র কথা অতি মনোহর। শুনিলে অন্তিমে স্থান বৈকুণ্ঠ নগর॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

রণে ভদ্রকালী দর্শন ও রামকর্ত্তৃক স্তুতিবাদ।

ভার্গব উবাচ।

প্রণবরূপিণী ত্বং হি ত্বমেব শিবমোহিনী।
বিকটদশনা দেবি কালরূপা সনাতনী॥

তার পর ঋষিগণ সনত-কুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে॥ কহ কহ বিধিসুত মহাতপোধন। তার পর কি ঘটিল অপূর্ব্ব ঘটন॥ এতেক বচন শুনি সনত-কুমার। কহিলেন শুন বলি করিয়া বিস্তার॥ দুই দলে মহাযুদ্ধ ক্রমেতে বাধিল। রণ-ভূমে ভদ্রকালী সহসা আসিল॥ করাল-বদনা ঘোরা অতি ভয়ঙ্করী। লোলজিহ্বা মুক্তকেশী দেবী দিগম্বরী॥ ভ্রুকুটী করিয়া নৃত্য শবোপরি করে। ত্রিলোচনা ভীমবেশা হেরিলে শিহরে॥ গলদেশে অস্থিমালা কিবা শোভা পায়। ভুজঙ্গ ভূষণ শিরে শোভিতেছে তায়॥ অট্ট অট্ট হাস্য সদা দেবীর বদনে। হাতে অসি বর্ণ মসী ভ্রমিতেছে রণে॥ হুহুঙ্কার ছাড়ি দেবী করেন ভ্রমণ। বিকট-দশনা দেবী ঘোর দরশন॥ যত বাণ মারে রাম রাজগণোপরে। লম্ফ দিয়া ভদ্রকালী সেই সব ধরে॥ বাম করে দেবী তাহা করেন ধারণ। রামের উপরে করে ভ্রুকুটী দর্শন॥ নাচি নাচি রণভূমে ভ্রমে নৃত্যকালী। ভয়ঙ্কররূপা দেবী রণে ভদ্রকালী॥ এইরূপে ভদ্রকালী করে বিচরণ। তাহা দেখি মহারুষ্ট রাম তপোধন॥ ভয়ঙ্কর শূল লয়ে আপনার করে। বেগেতে মারেন তাহা দেবীর উপরে॥ তাহা দেখি মহাদেবী কুপিত অন্তরে। লম্ফ দিয়া সেই শূল নিজকরে ধরে॥ মহাবেগে সেই শূল করিয়া ধারণ। মুক্তকেশী নিজগলে পরেন তখন॥ তাহা দেখি মুনিবর চিন্তিত-অন্তর। মনে ভাবে একি দেখি অতি ভয়ঙ্কর॥ যে শূল মারিল রাম দেবীর উপরে। পুষ্পমালা হৈল তাহা দিগম্বরীগলে॥ তাহা দেখি মুনিবর বিস্ময়ে মগন। চিন্তায় আকুল হন মহাতপোধন॥ মনে ভাবে ঋষিবর কি করি উপায়। ধনুর্ব্বাণ ছাড়ি রাম দূরেতে দাঁড়ায়॥ দেবীর চরণে পড়ে করি যোড়কর। নয়ন যুগলে পড়ে অশ্রু নিরন্তর॥ অষ্টাঙ্গ হইয়া করে দেবীরে বন্দন। স্তুতিবাদ করে ঋষি হয়ে একমন॥

ওঙ্কাররূপিণী তুমি শিবের গেহিনী। তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল জগত-জননী॥
কালরূপা তুমি দেবী বিকটদশনা। মুক্তকেশী ভীমরূপা করালবদনা॥
ভৈরবী কুমারী তুমি তুমি ক্ষেমঙ্করী। তোমার চরণে মাতঃ নমস্কার করি॥
বিশ্বরূপা তুমি দেবী তুমি জগন্ময়ী। হেরম্বজননী তুমি তুমি কৃপাময়ী॥
চণ্ডেশ্বরী কালরূপা তুমি মনোরমা। জগতকারণ তুমি শিবের ললনা॥
মহামায়া তুমি মাতঃ তোমারে প্রণাম। ওগো মাতঃ আমি তব পুত্রের সমান॥
বিশালাক্ষী তুমি দেবী তুমি মায়াময়ী। তাহার ভাবনা কিবা যারে কৃপাময়ী॥
পর্ব্বত নন্দিনী তুমি কার্ত্তিকজননী। তোমার চরণে মাতঃ অষ্টাঙ্গে প্রণমি॥
তোমা হতে হয় দেবি বিশ্বের সৃজন। তোমা হতে সর্ব্ববিশ্ব হতেছে পালন॥
অন্তিমে সকল তুমি করহ সংহার। তোমার চরণে করি শত নমস্কার॥
তত্ত্বময়ী তুমি দেবি সন্তাপহারিণী। তোমাতে উৎপত্তি মাগো ব্রহ্মাণ্ডধারিণী॥
ত্রিতাপহারিণী তুমি জানে সর্ব্বজন। তোমার চরণে মাতঃ করি গো বন্দন॥
জগতের মাতা তুমি সার হতে সারা। পরমা প্রকৃতি মাতঃ পর হতে পরা॥
গিরিশনন্দিনী তুমি দানব-ঘাতিনী। বেদমাতা বেদবেদ্যা বেদ-প্রসবিনী॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি গো যমুনা। তোমার সমান ভূমে নাহিক ললনা॥
দয়া কর দয়াময়ী দীনের উপরে। ইচ্ছাময়ী তুমি দেবী খ্যাত চরাচরে॥
তুমি গঙ্গা তুমি জয়া তুমি গো বিজয়া। অধীন উপরে মাতঃ হও গো সদয়া॥
কিবা জল কিবা স্থল কিবা শূন্যোপরি। সর্ব্বত্র বিহর তুমি ওগো ক্ষেমঙ্করী॥
আমি অতি মূঢ়মতি শুন গো পার্ব্বতী। তোমার চরণে করি সতত প্রণতি॥
নাহি জানি আরাধনা না জানি ভজন। অধম উপরে কর কৃপা বিতরণ॥
যদি দয়া নাহি কর আমার উপরে। কাহার শরণ লব নমামি তোমারে॥
অকৃতি জনের প্রতি হও গো সদয়। আমি অতি মূঢ়মতি অধম নিশ্চয়॥
তুমি দয়া না করিলে ওগো ক্ষেমঙ্করী। কাহার নিকটে যাব কি উপায় করি॥
কিসে রক্ষা পাব আমি বলহ বচন। আমার উপরে কর কৃপা বিতরণ॥
দয়া যদি নাহি কর আমার উপরে। নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিনু তোমারে॥
দয়াময়ী নাম তব না রহিবে আর। অযশ রটিবে তব জগতসংসার॥
পড়িয়াছি ঘোর দায়ে শুন কাত্যায়নী। উপায় করহ মাত জগত-জননী॥
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ। কিসে হবে ওগো দেবি প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
তাহার উপায় কর ওগো ভগবতী। তোমার চরণে করি সতত প্রণতি॥
তব ভক্ত আমি মাত ধরি গো চরণে। কৃপা কর কৃপাময়ী এ অধীন জনে॥
বিশ্বেশ্বরী ওগো মাত জগত-ঈশ্বরী। তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি॥

যখন গেলেম আমি কৈলাসনগরে। শূলপাণি দিল বর সদয় অন্তরে ॥
তুমিও দিয়াছ বর ওগো সুরেশ্বরী। এবে কেন নিরদয়া বল কৃপা করি ॥
তোমার নামেতে হয় বিঘ্ন বিনাশন। দুর্গমে দুর্গতি নাশ বেদের বচন ॥
কৃপা কর কৃপাময়ী বিপ্রের উপরে। শরণ লইনু মাতঃ তব পদতলে ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা তুমি গো ষোড়শী। ভুবনেশ্বরী দেবী তুমি গো রূপসী ॥
ভৈরবী তুমি গো মাতঃ ছিন্নমস্তা আর। তোমার চরণে করি শত নমস্কার ॥
ধূমাবতী তুমি দেবী বগলা সুন্দরী। মাতঙ্গী তোমারে মাতঃ নমস্কার করি ॥
কমলারূপিণী তুমি কল্যাণদায়িনী। কৃপা কর অধীনেরে জগত্জননী ॥
তোমা হতে দুঃখ যায় তুমি দুঃখহরা। করুণা কর গো মাত তুমি ওগো তারা ॥
এইরূপে স্তব করে রাম তপোধন। স্তব শুনি পরিতুষ্টা শঙ্করী তখন ॥
যোগমায়া হৃদি হতে করি পরিহার। তিরোহিত হন দেবী অতি চমৎকার ॥
অকস্মাৎ দেবদেব ব্রহ্মা পদ্মাসন। রণমাঝে রামপাশে উপনীত হন ॥
অক্ষয় কবচ ছিল সুচন্দ্র-শরীরে। ছল ক'রে ব্রহ্মা তাহা আনিলেন হরে ॥
তাহা আনি ভৃগুরামে করেন প্রদান। তাহা পেয়ে পরিতুষ্ট ভার্গব ধীমান ॥
কবচ পরিয়া অঙ্গে মহাতপোধন। সমর কারণে চলে প্রফুল্ল বদন ॥
মহারোষে ভৃগুরাম চলেন সমরে। সুচন্দ্র দেখিয়া তারে হৃদয়ে শিহরে ॥
অবিলম্বে যুদ্ধ বাধে অতি বিভীষণ। দুই দলে মহারণ না যায় বর্ণন ॥
ভৃগুরাম বাণ মারে রাজার উপরে। বাণে তাহা নরপতি নিবারণ করে ॥
বাণে বাণে কাটাকাটি হয় ঘোরতর। তাহা দেখি কাঁপে যত অমর নিকর ॥
নাগপাশ বাণ মারে মহাতপোধন। গরুড় বাণেতে তাহা নিবারে রাজন ॥
অগ্নিবাণ মারে পরে ঋষি মহামতি। বরুণ বাণেতে কাটে সুচন্দ্র নৃপতি ॥
দিব্য বাণ মারে পরে মহাতপোধন। বৈষ্ণব বাণেতে তাহা করে নিবারণ ॥
যত বাণ মারে ঋষি সব ব্যর্থ হয়। তাহা দেখি ভৃগুরাম বিস্মিত-হৃদয় ॥
বাণে বাণে কাটাকাটি হয় মারামারি। কত যে মরিল সেনা বর্ণিবারে নারি ॥
দুই জনে সম যোদ্ধা কেহ নাহি টলে। তিন দিন এই যুদ্ধ ভয়ঙ্কর চলে ॥
তার পর শূল অস্ত্র করিয়া গ্রহণ। মন্ত্রপূত করে তাহা মহাতপোধন ॥
তাহা দেখি ভয়ে ভীত সুচন্দ্র নৃপতি। উপায় নাহিক আর হেরেন সংপ্রতি ॥
দেখিতে দেখিতে শূল আসে বিভীষণ। মনে-মনে রাজা করে শ্রীহরি স্মরণ ॥
দেখিতে দেখিতে শূল আসিয়া পড়িল। নৃপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল ॥
অমনি পড়িল রাজা ভূমির উপর। চারিদিকে হাহাকার উঠে তার পর ॥
সুচন্দ্র জীবন ত্যজি আরোহি বিমানে। মনসুখে যায় চলি অমর-ভবনে ॥

সুচন্দ্রে মারিয়া পরে মহা-তপোধন। আনন্দ-জলধিনীরে হন নিমগন ॥
পুরাণে পবিত্র কথা সুধার লহরী। অন্তকালে ভবার্ণবে একমাত্র তরী ॥

—o—

ত্রিংশ অধ্যায়।

কার্ত্তবীর্য্যের পতন।

সনৎকুমার উবাচ।

সুচন্দ্রং পতিতং দৃষ্ট্বা শোকবিহ্বলমানসঃ।
রুরোদ বহুধা ব্রহ্মন্ রাজা বাহুসহস্রভৃৎ ॥

তার পর ঋষিগণ মধুর-বচনে। জিজ্ঞাসা করেন পুন বিধির নন্দনে ॥
কি বলিলে পুণ্যকথা ওহে মহোদয়। শুনিয়া পবিত্র হৈল মোদের হৃদয় ॥
তোমার বদনে শুনি পুরাণ আখ্যান। হৃদয়ে লভিব মোরা দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥
এখন বল হে প্রভু করিয়া বিস্তার। তার পর কিবা ঘটে ওহে গুণাধার ॥
কার্ত্তবীর্য্য তখন কিবা কার্য্য করে। কি করিল ভৃগুরাম বল সবাকারে ॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥
সুচন্দ্র সমরে যদি ত্যজিল জীবন। কার্ত্তবীর্য্য সেই শোকে করেন রোদন ॥
নানামতে খেদ করে বসি ধরাসনে। বহু সেনা লয়ে শেষে প্রবেশেন রণে ॥
ধনুকে সুতীক্ষ্ণ বাণ করেন সন্ধান। রামেরে মারিতে আশা করেন ধীমান ॥
তাহা দেখি ভৃগুরাম মহাতপোধন। রোষেতে করেন আঁখি শোণিত বরণ ॥
শরাসনে বাণ জুড়ি অতি রোষভরে। নিক্ষেপ করেন তাহা রাজার উপরে ॥
রামের সঙ্গেতে ছিল যত অনুচর। ঘন ঘন বাণ মারে রাজার উপর ॥
ঘন ঘন বাণ মারে নাহি নিবারণ। চারিদিক অন্ধকার হইল তখন ॥ কেহ শেল কেহ শূল ঘন ঘন মারে। গদা মারে কোন জন সারথি-উপরে ॥ রাজার রথের অশ্ব কাটিয়া ফেলিল। সারথির মুণ্ড কাটি ভূতলে পাড়িল ॥ তাহা দেখি নরপতি রোষেতে মগন। রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ একবাণ পড়ে গিয়া রাম বক্ষঃস্থলে। অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়িল ভূতলে ॥ বক্ষ হতে রক্তধারা ঘন বাহিরায়। তাহা দেখি সকলেতে কান্দে উভরায় ॥ ক্ষণপরে ভৃগুরাম পাইয়া চেতন। উঠিয়া পুনশ্চ করে ধনুক গ্রহণ ॥ বিজয় ধনুক লয়ে আপনার করে। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে রাজার উপরে ॥ বাণে নরপতি তাহা করে নিবারণ। দুই জনে বাধে রণ অতীব ভীষণ ॥ চারিদিকে বাণে বাণে হয় অন্ধকার। কোন দিকে নাহি হয় দৃষ্টির সঞ্চার ॥

ক্ষত্রদল মিলি করে মহাঘোর রণ। বিপ্রের উপরে করে শর বরিষণ॥
রোষভরে নরপতি ছাড়িলেন বাণ। বাণ খেয়ে অচেতন ভার্গব ধীমান॥
কতক্ষণ পরে তিনি লভেন চেতন। পুনঃ নরপতি প্রতি করে বরিষণ॥
একবাণ মারে রাম নৃপতির শিরে। কিরীট কাটিয়া ফেলে ভূমির উপরে॥
পুনরায় শূল হাতে করিয়া গ্রহণ। মন্ত্র পূত করে তাহা মহাতপোধন॥
শঙ্কর প্রদত্ত শূল অতি ভয়ঙ্কর। মন্ত্রপূত করে তাহা মহা-ঋষিবর॥
ধনুকে জুড়িয়া তাহা ভার্গব ধীমান। রাজারে নাশিতে লক্ষ্য করেন সন্ধান
সন্ধান করিয়া তাহা করেন ক্ষেপণ। গগনে উঠিল তাহা অতি বিভীষণ॥
সূর্য্য সম তেজ তার অতি ভয়ঙ্কর। দেখিতে দেখিতে পড়ে রাজার উপর॥
রাজার কুণ্ডল কাটি ভূতলে ফেলিল। পুনরায় মুনিপাশে সে বাণ আসিল॥
তাহা দেখি নরপতি ক্রোধেতে মগন। রামোপরি মহাবাণ করে বরিষণ॥
বাণে নিবারণ তাহা করি তপোধন। পুন শরাসনে বাণ করেন যোজন॥
মন্ত্র পূত করি রাম ফেলেন তাহায়। মনে বাঞ্ছা নাশিবেন অর্জ্জুন রাজায়॥
বাণে তাহা নিবারণ করে নরপতি। যুড়িলেন শর পরে অতি শীঘ্রগতি॥
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে দ্বিজের উপরে। বাণাঘাতে দ্বিজবর কাঁপেন অন্তরে॥
এইরূপে যুদ্ধ বাধে অতি ঘোরতর। সাতদিন অহর্নিশি চলিল সমর॥
বিষম সমর করে অর্জ্জুন রাজন। কত সৈন্য মরে যুদ্ধে কে করে গণন॥
রণেতে মরেছে পুত্র এই সে কারণ। নরপতি মহাশোকে অতি নিমগন॥
বিলাপ করেন কত বিষণ্ণ অন্তরে। পুত্রশোক জ্বলি উঠে সমর-মাঝারে॥
ঘৃত পেয়ে অগ্নি জ্বলে প্রখর যেমন। সেইরূপ নরপতি অতি ক্রুদ্ধ হন॥
মন্ত্র পূত করি বাণ যুড়ি শরাসনে। নিক্ষেপ করেন তাহা মহাতপোধনে॥
বাণে তাহা নিবারণ করি ঋষিবর। রাজার উপরে মারে চোখ চোখ শর॥
দুই জনে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ। মহা শূল নরপতি করেন গ্রহণ॥
মন্ত্রপূত করি তাহা মারেন ঋষিরে। ভৃগুরাম জর জর হন সেই শরে॥
অচেতন হয়ে পড়ে ভূমির উপর। ক্ষণপরে সংজ্ঞা পায় বিপ্রের কোঙর॥
রাজার উপরে বাণ করেন বর্ষণ। অগ্নিবাণ শরাসনে করেন যোজন॥
নৃপতি উপরে মারে অতি বেগভরে। বরুণ অস্ত্রেতে রাজা নিবারণ করে॥
নাগ অস্ত্র শরাসনে যুড়ি তপোধন। রাজার উপরে তাহা ফেলেন তখন॥
গরুড় অস্ত্রেতে তাহা নিবারে ভূপতি। তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ ঋষি মহামতি॥
জুড়িয়া গান্ধর্ব্ব অস্ত্র নিজ শরাসনে। নিক্ষেপ করেন তাহা নৃপতি নিধনে॥
বায়ব্য বাণেতে তাহা নিবারে রাজন। তাহে অতি ক্রুদ্ধ হন ভৃগুর নন্দন॥

শৈব অস্ত্র যুড়ি পরে ঋষি মহামতি। নিক্ষেপ করেন তাহা নৃপতির প্রতি॥
মহাশব্দে সেই বাণ উঠিল গগনে। প্রলয়ের ঝড় যেন পশিছে শ্রবণে॥
আকাশে থাকিয়া যত অমর-নিকর। দরশন করে সেই বাণ ভয়ঙ্কর॥
মহাভীম সেই বাণ করি দরশন। ভয়ে কাঁপে অন্তরীক্ষে যত দেবগণ॥
তাহা দেখি নরপতি নির্ভয় অন্তরে। শরাসনে বৈষ্ণবাস্ত্র যুড়িলেন পরে॥
বিষ্ণু অস্ত্রে শৈববাণ করে নিবারণ। তাহা হেরি ভৃগুরাম মহাক্রুদ্ধ হন॥
নৃপবরে মারিবারে করিয়া মনন। দিব্য অস্ত্র ধনুকেতে করেন যোজন॥
সেই শর মারে রাম রাজার উপর। নিবারণ করে তাহা নৃপতিপ্রবর॥
তার পর নরপতি মহাশূল ধরি। নিক্ষেপ করেন তাহা ঋষির উপরি॥
নিবারণে শক্তি নাহি হন ঋষিবর। পড়িল সে বাণ তাঁর হৃদয় উপর॥
তাহে মূর্চ্ছাগত হয় মহাতপোধন। তাহা দেখি ভয়াকুল যত দেবগণ॥
তাহা দেখি মনে মনে চিন্তে মহেশ্বর। শিষ্যেরে রক্ষিতে যত্ন করেন সত্বর॥
দ্রুতগতি রণমাঝে করি আগমন। রামের নিকটে ত্বরা উপনীত হন॥
পদ্মহস্ত বুলাইলেন রামের শরীরে। চেতন পাইয়া রাম উঠেন সত্বরে॥
পুরোভাগে সদাশিবে করি দরশন। অষ্টাঙ্গে তাঁহার পদে করেন বন্দন॥
পূর্ব্বরূপ বল হৈল রামের শরীরে। পুন শরাসন ধরে আপনার করে॥
পাশুপত অস্ত্র পরে করিয়া গ্রহণ। ধনুকে আঁটিয়ে তাহা করেন যোজন॥
মন্ত্রপূত করি রাম এড়িলেন তায়। তাহা দেখি নরপতি মহাভয় পায়॥
জ্ঞানশূন্য প্রায় হয় অর্জ্জুন রাজন। মনে মনে চিন্তে কিবা উপায় এখন॥
দেখিতে দেখিতে অস্ত্র আসিয়া সবলে। সঘনে পড়িল নরপতি-বক্ষঃস্থলে॥
কিন্তু তাহে মৃত্যু নাহি হইল রাজার। শুষ্কপ্রায় হয়ে রহে শরীর তাঁহার॥
বিষ্ণুর কবচ ছিল তাঁহার শরীরে। সেই হেতু পাশুপত মারিবারে নারে॥
শুষ্ক কিন্তু হয়ে গেল তাঁর কলেবর। আরো এক কথা বলি শুন সর্ব্বনর॥
গোলোক-বিহারী যিনি দেবচূড়ামণি। দেখিলেন পাশুপতে মারে নৃপমণি॥
তাহা দেখি সুদর্শনে কহেন বচন। রক্ষা কর নৃপে গিয়া ওহে সুদর্শন॥
হরির আদেশে পরে সেই সুদর্শন। অন্তরীক্ষে থাকি করে রাজার রক্ষণ॥
তাহা দেখি মহেশ্বর ভাবিয়া অন্তরে। যোগীবেশে চলি যান অর্জ্জুনগোচরে॥
ভিক্ষা মাগি করে তাঁর কবচ গ্রহণ। কবচ লইয়া আসে রামের সদন॥
বলিলেন রামপাশে মধুর বচনে। কবচ গ্রহণ কর অতীব যতনে॥
আছিল কবচ এই রাজার শরীরে। সেই হেতু নরপতি এত বল ধরে॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। এখন রাজারে শীঘ্র করহ নিধন॥

এত বলি তিরোহিত হন মহেশ্বর। কবচ পাইয়া হৃষ্ট মহর্ষি-প্রবর॥
পুন ঋষি দিব্য অস্ত্র করিয়া গ্রহণ। ধনুকে যুড়িল তাঁহা সত্বরে তখন॥
রাজারে ডাকিয়া কহে মহর্ষিপ্রবর। আমার বচন শুন, ওহে নরবর॥
তোমার জীবন আমি করিব নিধন। পাশুপত মহা অস্ত্র কর নিরীক্ষণ॥
ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি ওহে নরপতি। ভয় না করিও কভু আমার ভারতী॥
কত বল আজি তব করিব দর্শন। ভয়ে ভীত নাহি হও ক্ষত্রিয়-নন্দন॥
শুনিয়াছি তুমি রাজা ক্ষত্রিয়-সন্ততি। করেছিলে মহাযুদ্ধ রাবণ সংহতি॥
পরাভূত হয়েছিল সেই দশানন। অদ্য কিন্তু তব বল করিব দর্শন॥
আমার হাতেতে তুমি নিহত হইয়ে। অদ্যই যাইবে নৃপ শমন-আলয়ে॥
মহেশ-প্রদত্ত বাণ কর দরশন। ইহা দিয়া আজি তব বধিব জীবন॥ পিতৃ-
শোক জ্বলিতেছে অন্তরে আমার। তোমারে দেখিয়া তাহা বাড়িছে দুর্ব্বার॥
তোমারে রণেতে আজি করিয়া নিধন। শোকানল হৃদি হতে করিব বর্জ্জন॥
রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নরপতি ধীরে ধীরে কহেন তখন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে মহামতি। দৈব প্রতিকূল হেরি আজি মম প্রতি॥
নৈলে আজি তববল দেখা যে যাইত। দেখিতে তোমার দশা কি আজি ঘটিত॥
অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন। আমার হৃদয় সদা শোকেতে মগন॥
শোকেতে সদত আছি মৃতের সমান। নহিলে দেখিতে আজি ওহে মতিমান॥
মনোরমা প্রিয়তমা ত্যজেছে জীবন। সেই শোকে আছি আমি সদত মগন॥
প্রিয় পুত্র রণে মৃত তাহার উপর। সেই হেতু সদা মম ব্যথিত অন্তর॥
আর কি আছয়ে শক্তি আমার শরীরে। দিবানিশি অন্তরাগ্নি দহিছে আমারে॥
বিধাতা মেরেছে মোরে ওহে তপোধন। অধিক মারিবে আর তুমি কি এখন॥
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন। দৈব ফল খণ্ডিবারে পারে কোন্ জন॥
দৈব হতে নাহি বল সংসার-মাঝারে। দৈব বল শ্রেষ্ঠ বল জানিবে অন্তরে॥
কি বীরত্ব দেখাতেছ ওহে তপোধন। কি বল ধরহ তুমি দ্বিজের নন্দন॥
বীর নাহি ছিল কেহ আমার সমান। আমার সহিতে যুদ্ধে কোন বলবান॥
রক্ষকুল-অধিপতি রাজা দশানন। তাহারে করেছি জয় জানে সর্ব্বজন॥
কালের গতিতে আমি করিয়াছি জয়। এবে শক্তিহীন আমি ওহে মহোদয়॥
কালবশে সব হয় ওহে তপোধন। কালের গতিই এই খ্যাত ত্রিভুবন॥
কালবশে উচ্চ হয় জানিবে সংসারে। উচ্চ জন নীচ হয় জানিবে অন্তরে॥
কালবশে পূর্ব্বতেজ নাহিক আমার। আমার যতেক বল হয়েছে সংহার॥
একমাত্র শক্তি মম ছিল মনোরমা। আমারে ত্যজিয়া সেই গিয়াছে ললনা॥

তব পাশে কি বলিব ওহে তপোধন। পতিব্রতা সতী মম ত্যজেছে জীবন॥
মরিলে এখন মম তাহাই মঙ্গল। অধিক বলিব কিবা ওহে মহাবল॥
অকালে সতীরে মম বিধি যে হরিল। তাহার শোকেতে আমি হয়েছি বিকল॥
কালের আশ্চর্য্য গতি কর দরশন। কালবশে সব হয় ওহে তপোধন॥
কালেতে উন্নতি হয় কালে সব পায়। কালে উচ্চ নীচ হয় কহিনু তোমায়॥
কালবশে শিবাকুল করি মহাবল। মৃগরাজে বধ করে ওহে মুনিবর॥
মূষিকে বিনাশ করে মত্ত করিবরে। কালবশে ভেকজাতি সর্পগণে মারে॥
শশক হইয়া করে শার্দ্দূল হনন। কালের গতিই এই ওহে তপোধন॥
মহিষ হইয়া মরে মক্ষিকা দংশনে। বায়সে গরুড় মারে কালের কারণে॥
কালবশে রাজা হয় বিজিত ভুবন। কালবশে প্রজা হয় বিধির ঘটন॥
কালবশে সৃষ্টি হয় জানিবে অন্তরে। ছোট জন বড় হয় কহিনু তোমারে॥
কালেতে বিশ্বের সব হবে যাবে লয়। কালেতে দেবেরা সব ওহে মহোদয়॥
ইন্দ্র আদি যত দেব স্বর্গবাসীগণ। কালবশে সব স্বামি হইবে নিধন॥
সৃজন করেন যিনি দেব প্রজাপতি। কালেতে [illegible] তার হবে অধোগতি॥
এবে তুমি মহাবল করিছ গমন। কালবশে তব বল হবে বিনাশন॥
এখন উদ্ধত হয়ে করিছ সমর। কালবশে হবে ধ্বংস ওহে মুনিবর॥
এত গর্ব্ব করিতেছ কিসের কারণে। অনিত্য জগৎ এই জানিবেক মনে॥
বিশ্বমাঝে যাহা কিছু কর দরশন। সকলি অনিত্য জান ওহে তপোধন॥
একমাত্র সত্য হয় দেবদেব হরি। নিত্য নিরঞ্জন যিনি জগত-বিহারী॥
দয়াময় সর্ব্বময় তিনি সর্ব্বাধার। একমাত্র সত্য সেই জগত-আধার॥
তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন। মায়াবশে মোরা সব করি বিচরণ॥
দেখিতেছ সূর্য্যদেব গগন-উপরে। অহরহ সমভাবে তাপদান করে॥
সকলি তাঁহার ইচ্ছা জানিও সুমতি। এই যে হেরিছ চন্দ্র মনোহর জ্যোতি॥
তাঁহার ইচ্ছায় করে কিরণ-প্রদান। তারাদল যথা দেখ করে অবস্থান॥
তাঁহার ইচ্ছায় সব জানিবে সুজন। তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি করে পদ্মাসন॥
বিষ্ণুরূপে বিশ্ব তিনি করেন পালন। শিবরূপে অন্তকালে করেন নিধন॥
তবে কেন মুনিবর কর অহঙ্কার। দুদিন পরেতে গর্ব্ব ভাঙ্গিবে তোমার॥
কার সাধ্য কোন জনে বধিবারে পারে। নিধনের কর্ত্তা জান জগত-ঈশ্বরে॥
সেই জন মারিবারে হয়েন সক্ষম। তবে কেন গর্ব্ব কর ওহে তপোধন॥
নিত্য নিরঞ্জন যিনি অখিলের পতি। তিনি বিনা মোরে মারে কাহার শকতি॥
এত বলি নরপতি করি ক্রোধভর। নামিলেন রথ হতে হয়ে [illegible]॥

অকপট ভক্তি করি আপন অন্তরে। অষ্টাঙ্গে ঋষির পদে নমস্কার করে॥
পুনর্ব্বার রথোপরি করি আরোহণ। শরাসন নিজকরে করেন ধারণ॥
যোজনা করিয়া শর নিজ শরাসনে। নিক্ষেপ করেন তাহা পুলকিত মনে॥
রামের উপরে করে শর বরিষণ। আবরিল চারিদিক শরেতে তখন॥
দারুণ সমর বাধে ক্রমে দুই জনে। রোষবশে মহাঋষি মারে সৈন্যগণে॥
অসংখ্য অসংখ্য সেনা হইল নিধন। ব্রহ্ম অস্ত্র শরাসনে করেন যোজন॥
নিক্ষেপ করিল অস্ত্র মহাতপোধন। অসংখ্য সামন্ত তাহে হইল পতন॥
তার পর পাশুপত লয়ে মহামতি। শরাসনে যুড়ে তাহা অতি দ্রুতগতি॥
মন্ত্রপূত করি তাহা করেন ক্ষেপণ। উঠিল গগনে বাণ ঘোর দরশন॥
অগ্নিসম জ্বলে অস্ত্র গগন-উপরে। কোটি সূর্য্য সম তেজ পাশুপত ধরে॥
শর দেখি ভয়ে কাঁপে যত দেবগণ। টলমল করে পৃথ্বী কাঁপে ঘন ঘন॥
মহাঘোর শব্দ করি সেই শরবর। রাজারে বধিতে চলে গগন উপর॥
সেই বাণ নরপতি করিয়া দর্শন। কাতর অন্তরে কাঁপে অতি ঘন ঘন॥
বাণ হেরি হয় তাঁর আকুল অন্তর। শ্রীহরি স্মরণ করে নৃপতিপ্রবর॥
দেখিতে দেখিতে বাণ আসিয়া পড়িল। রাজার হৃদয়স্থল বিন্ধিয়া ফেলিল॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরায়। নৃপতির মৃত দেহ গড়াগড়ি যায়॥
শ্রীহরি স্মরণ করি অর্জ্জুন রাজন। আপন জীবন শেষ দিল বিসর্জ্জন॥
মহারোষে ভৃগুরাম সমর করিল। ক্ষত্রকুল নিরমূলে সকলি নাশিল॥ যথায়
ক্ষত্রিয় রাম করে দরশন। ধরিয়া তাহারে করে তখনি হনন॥ যারে পায়
তারে মারে কারে নাহি রাখে। কুঠার প্রহারে সবে হেরিলে সম্মুখে॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা যুবা কিবা শিশুগণ। সম্মুখে হেরিলে তারে করয়ে নিধন॥
গর্ভবতী ক্ষত্রনারী যদ্যপি নেহারে। তখনি নিধন করে কুঠার-প্রহারে॥
এইরূপে মহামুনি রোষিত অন্তরে। একবিংশ বার ক্ষত্র বিনাশিত করে॥
ক্ষত্র জাতি না রহিল সংসার মাঝার। নিক্ষত্র করিল পৃথ্বী তিন সপ্ত বার॥
ক্ষত্রনারীগণ সবে সভয়-অন্তরে। লুক্কায়িত হৈল গিয়া ব্রাহ্মণের ঘরে॥
বিপ্রের ঔরসে পুনঃ তাদের জঠরে। ক্ষত্রজাতি জন্ম লয় এ ভবসংসারে॥
এদিকে অর্জ্জুন রাজা ত্যজিয়া জীবন। বিমানে চড়িয়া গেল গোলোক ভবন॥
শুনিলে হে ঋষিগণ আশ্চর্য্য ঘটনা। আর কিবা শুনিবারে বাসনা বল না॥
কালবশে সব হয় জানিবে সকলে। ধরামাঝে ঘটে যাহা সব করে কালে॥
কালেতে উৎপত্তি হয় কালেতে নিধন। কালের করাল হাতে সবার পতন॥
কালের প্রভাব কভু খণ্ডিবার নয়। দেখ দেখ কার্ত্তবীর্য্য অতি মহোদয়॥

যাহার সমান নাহি আছিল ভুবনে। যার সম বীর নাহি কভু কোন স্থানে॥ দশাননে যেই জন করেছিল জয়। কারো কাছে যেই নাহি হয় পরাজয়॥ কালের লিখন দেখ আশ্চর্য্য ঘটন। ঋষির হাতেতে তার হইল পতন॥ অতএব সংসারেতে কিছু সত্য নয়। অনিত্য সকল বিশ্ব ওহে ঋষিচয়॥ জনম লভিয়া এই ভবকারাগারে। যেই জন মদভরে অহঙ্কার করে॥ দুর্গতি সে জন লভে নাহিক সংশয়। নরাধম সেই জন জানিবে নিশ্চয়॥ অতএব মায়া স্নেহ করি বিসর্জ্জন। একান্ত অন্তরে ভাব নিত্যনিরঞ্জন॥ ভববন্ধ কাটিবারে যদি থাকে মন। একান্ত অন্তরে কর তাঁহারে স্মরণ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

প্রজাপতি সদনে ভার্গবের প্রস্থান।

সনৎকুমার উবাচ।

নিহত্য নৃপতিং ধীমান্ ক্ষত্রাংশ্চ ধরণীস্থিতান্।
চিন্তয়ামাস সততং শ্রীহরিং হৃদয়ে ততঃ॥

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনৎকুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে॥ শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী। লভিলাম তত্ত্বজ্ঞান ওহে মহামতি॥ সন্দেহ আছয়ে এক করহ শ্রবণ। বিস্তার করিয়া তাহা করহ বর্ণন॥ নিক্ষত্র করিল ধরা ভার্গব ধীমান্। কত বৃদ্ধ কত শিশু মারে মতিমান॥ গর্ভবতী নারী কত করিল হনন। অবশ্য ইহাতে পাপ হয় আচরণ॥ কিরূপে পাতক তাঁর হয় বিদূরিত। সেই কথা বল প্রভু হইয়া ত্বরিত॥ এত পাপ করি সেই মহা তপোধন। কিরূপে পাতক হতে হয় বিমোচন॥ এতেক বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়॥ আশ্চর্য্য ঘটনা পরে করহ শ্রবণ। একে একে সব কথা করিব বর্ণন॥ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অপূর্ব্ব ভারতী। বর্ণন করিব ওহে তাপসসংহতি॥ অর্জ্জুন রাজারে রাম করিয়া নিধন। ধরার যতেক ক্ষত্র করিল হনন॥ একবিংশবার ধরা নিক্ষত্র করিল। প্রতিজ্ঞা পূরণ করি পুলকিত হৈল॥ বন্ধুগণ সহ রাম আনন্দে মগন। দিবানিশি হরিপদ করেন স্মরণ॥ রটিল তাঁহার যশ জগত-মাঝারে। সুরগণ পুষ্পবৃষ্টি শিরোপরি করে॥ রামের প্রশংসা করে জগতের জন। ক্ষত্রিয় নিধন হেতু রামের জনম॥ প্রতিজ্ঞা পূরণ করি ভার্গব ধীমান্। ব্রহ্মার নিকটে ত্বরা করেন প্রস্থান॥ উপনীত

হয়ে ক্রমে ব্রহ্মার সদনে। ভক্তিভরে করপুটে প্রণমে চরণে॥ রামেরে হেরিয়া তুষ্ট দেব পদ্মাসন। আশীষ করিয়া কহে মধুর বচন॥ অঙ্কেতে করিয়া তাঁরে করেন আদর। কত কথা কহে বিধি রামের গোচর॥ বিধি কহে শুন রাম আমার বচন। জগতের সার সেই নিত্য নিরঞ্জন॥ সবার প্রধান সেই হরি কৃপাময়। সকলের আদি তিনি তিনি ইচ্ছাময়॥ তাঁহার অর্চ্চনা ভিন্ন কিছু নাহি আর। বিশ্বের কারণ তিনি সবার আধার॥ ভক্তিভাবে তাঁর পূজা করিলে সাধন। অবশ্য তাহার হয় পাতক নাশন॥ অতএব তাঁরে ভাব একান্ত অন্তরে। পূজা কর ভক্তিভাবে দেবতা-নিকরে॥ ইষ্টদেবে আরাধনা কর সর্ব্বক্ষণ। পিতার চরণ সদা করহ স্মরণ॥ মাতার চরণ ভাব একাগ্র অন্তরে। সদা রাখ ভক্তি মতি তাদের উপরে॥ গুরুপদ সদা কর অন্তরে স্মরণ। গুরুপদ ভিন্ন আর নাহি কিছু ধন॥ গুরুদেব রুষ্ট হন যাহার উপরে। বিষম বিপদে তারে পদে পদে ঘেরে॥ গুরু তুষ্টে জগতুষ্ট জানিবে সুজন। তাহার উপরে তুষ্ট যত সুরগণ॥ গুরুদেব তুষ্ট সদা যাহার উপরে। আপদ তাহারে দেখি পলায় সত্বরে॥ গুরুদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সমান। ব্রহ্মরূপ গুরুদেব জানিবে প্রমাণ॥ গুরু হতে দিব্য জ্ঞান লভে সাধুজন। গুরুদেব হরিভক্তি করেন অর্পণ॥ যাবত জ্ঞানের মূল গুরু মহোদয়। গুরু হতে তত্ত্বজ্ঞান নাহি সংশয়॥ গুরু সম কভু নাহি জগত-মাঝারে। সংসার তারেন তিনি অহিন্দু তোমারে॥ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যেই নরাধম। গুরুর অর্চ্চনা নাহি করয়ে সাধন॥ তাহার পাপের ভার বলা নাহি যায়। ব্রহ্মহত্যা পাপ আদি আক্রমে তাহায়॥ অতএব শুন শুন ওহে তপোধন। ভক্তি করি সদা কর গুরুর অর্চ্চন॥ ধরার ক্ষত্রিয় সব করিলে সংহার। প্রতিজ্ঞা পূরণ হৈল জানিবে তোমার॥ একবিংশবার ক্ষত্র করিলে নিধন। কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন॥ প্রতিজ্ঞা পূরণ বটে হইল তোমার। কিন্তু শিরোপরে হৈল পাতকের ভার॥ কত শিশু কত যুবা করিলে নিধন। গর্ভবতী নারী কত করিলে হনন॥ এই সব পাপ হতে যাহে মুক্তি হয়। তাহার উপায় এবে কর মহোদয়॥ তোমার পরম গুরু দেব পঞ্চানন। তাঁহার নিকটে ত্বরা কর হে গমন॥ যেরূপ আদেশ দেন দেব মহেশ্বর। সেইরূপ কার্য্য কর ওহে মুনিবর॥ শিবের আদেশ ধর নিজ শিরোপরে। পাতক মোচন হবে কহিনু তোমারে॥ তোমার পরম গুরু দেব পঞ্চানন। জগতের গুরু তিনি জানে সর্ব্বজন॥ পরাৎপর গুরু তিনি এ ভব সংসারে। অবিলম্বে যাহ তুমি কৈলাস নগরে॥

আমার বচন ধর ওহে তপোধন। বিলম্ব করিয়া আর নাহি প্রয়োজন ॥
পুরাণে পবিত্র কথা সুধার লহরী। অন্তকালে ভবার্ণবে একমাত্র তরী ॥

—o—

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভার্গবের কৈলাসপুরে গমন, গণপতি সহ বিবাদ এবং
শিবের আজ্ঞায় কামরূপে গমন।

সনৎকুমার উবাচ।

বিধের্বচনমাকর্ণ্য রামো ভৃগুকুলোদ্ভবঃ।
মনোজবেন দ্রুতেন কৈলাসনগরং যযৌ ॥

জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ যত ঋষিগণ। কত কহ তার পর বিধির নন্দন ॥
ব্রহ্মার আদেশে রাম কি কাজ করিল। কৈলাসে যাইয়া তথা কিরূপ ঘটিল ॥
কিরূপ আদেশ দেন দেব পঞ্চানন। কিরূপে রামের পাপ হয় বিমোচন ॥
এই সব কথা মোরে কহ না বিস্তার। শুনিতে বাসনা অতি হতেছে সবার ॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥
বিধির বচনে রাম আনন্দ অন্তরে। দ্রুতপদে চলি যান কৈলাস-নগরে ॥
পরশু হাতেতে তাঁর আনন্দে মগন। গুরুপদ পূজিবারে করেন গমন ॥
পূজিবেন গুরুপদ মনেতে বাসনা। হেরিবেন গুরুপত্নী হৃদয়ে কামনা ॥
ধীরে ধীরে কৈলাসেতে উপনীত হন। কৈলাসের শোভা রাম করেন দর্শন ॥
দ্বারদেশে উপনীত রাম মহোদয়। দেখিলেন তথা বসি আছে দ্বারীদ্বয় ॥
নন্দী ভৃঙ্গী দ্বারদেশে আছে দুই জন। ত্রিশূল হাতেতে শোভে অতি বিভীষণ ॥
ভয়ঙ্কর বেশ পরা আছে দোঁহাকার। রাম গিয়া কহে দ্বারী ছাড়হ দুয়ার ॥
এত বলি দুই দিকে করে নিরীক্ষণ। দুই দিকে গণপতি আর ষড়ানন ॥
দোঁহাকারে ঋষিবর করিয়া প্রণতি। কহিলেন সবিনয়ে মধুর ভারতী ॥
শিবের পরম শিষ্য আমি মহাত্মন্। ভৃগুরাম নাম মম ঋষির নন্দন ॥ জমদগ্নি
পিতা মম শুন দুই জনে। দ্বার ছাড়ি দেহ যাব শিবের সদনে ॥ গুরুপদ
দরশন করিব এখন। তাঁহার চরণে গিয়া করিব বন্দন ॥ জনক-জননী-
পদে করি নমস্কার। এখনি ফিরিব আমি শুন গুণাধার ॥ এতেক বচন
শুনি দেব গণপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি ॥ এবে নাহি পাবে
যেতে পুরীর ভিতরে। তাহার কারণ শুন কহি গো তোমারে ॥ পিতা
মাতা দুই জনে আছেন নিদ্রিত। এখন তথায় যা(ও)য়া নহেক উচিত ॥

ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান। অনুমতি হলে যাবে ওহে মতিমান্॥
গণেশের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে কহে তাঁরে রাম তপোধন॥
কি কারণে নিবারিছ কহ মহামতি। শিবপাশে যাব আমি করিতে প্রণতি॥
দোঁহার চরণে আমি করিয়া বন্দন। এখনি ফিরিব শুন ওহে গজানন॥
ইথে নিবারণ করা নহে সমুচিত। অতএব মোরে দ্বার ছাড়হ ত্বরিত॥
আমার পরম গুরু দেব পঞ্চানন। তাঁহার চরণে আমি করিব বন্দন॥
তাঁহার কৃপায় আমি জয়ী ত্রিভুবনে। নিধন করেছি আমি অর্জ্জুন রাজনে॥
ক্ষত্রকুল মম হস্তে হয়েছে সংহার। ধরাতলে ক্ষত্রবংশ নাহি কোথা আর॥
একবিংশবার ক্ষত্র করেছি নিধন। দয়া করি মোরে বর দিল পঞ্চানন॥
প্রতিজ্ঞা পূরণ করি শিবের কৃপায়। পাশুপত অস্ত্র শিব দিয়াছে আমায়॥
দয়া করেছেন মোরে দেবী ক্ষেমঙ্করী। অতএব ছাড় দ্বার যাব ত্বরা করি॥
পিতামাতা দোঁহাপদ করি দরশন। তাঁহাদের দোঁহাপদে করিয়া বন্দন॥
শীঘ্রগতি ফিরি আমি আসিব হেথায়। অতএব ছাড় দ্বার মিনতি তোমায়॥
যুদ্ধবার্ত্তা শিবপাশে করি নিবেদন। শীঘ্রগতি পুন হেথা আসিব এখন॥
অতএব মোর বাক্য শুন গণপতি। দ্বার ছাড়ি দেহ মোরে অতি দ্রুতগতি॥
এতবলি ভৃগুরাম পুলক অন্তরে। গমনে উদ্যোগ করে পুরীর ভিতরে॥
তাহা দেখি গণপতি কহে পুনরায়। শুন শুন মহামতি কহি যে তোমায়॥
ক্ষণেক দাঁড়াও হেথা আমার বচন। যাহা যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ॥
কেমনে যাইবে তুমি পুরীর ভিতরে। জনক জননী দোঁহে আছে শয্যাগারে॥
নিদ্রিত আছেন দোঁহে শুনহ বচন। একাসনে দুইজন করিয়া শয়ন॥
কিরূপে যাইবে বল তুমি গো তথায়। এই হেতু নিবারণ করেছি তোমায়॥
আমার বচন নাহি করিছ শ্রবণ। এ কেমন রীতি তব করি দরশন॥
হেন ব্যবহার বল কি হেতু তোমার। জ্ঞানী জন হয়ে কেন হেন ব্যবহার॥
পুরীর ভিতরে যেতে না পাবে কখন। জাগরিত হলে পরে করিবে গমন॥
এতেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ। মনে মনে হাস্য করে মহাতপোধন॥
বিনীতবচনে পরে কহে মহামতি। শুন শুন মম বাক্য ওহে গণপতি॥
এরূপ বচন নাহি বল পুনর্ব্বার। পুত্র প্রতি হেন বাক্য নহে যুক্তিসার॥
আমা প্রতি কেন কহ এরূপ বচন। অন্দরে অবশ্য আমি করিব গমন॥
শুন শুন গণপতি বচন আমার। কর্ত্তব্য করিব আমি ওহে গুণাধার॥
দেবদেব মহেশ্বর বিশ্বের কারণ। বিশ্বের জননী জানি ক্ষেমঙ্করী হন॥
জনক জননী দোঁহে শঙ্কর শঙ্করী। মায়ের নিকটে যেতে কিবা ভয় করি॥

জননী পাশেতে লজ্জা শিশু কোথা করে। অতএব তব বাক্য মনে নাহি ধরে॥
তোমার বচন নাহি করিব শ্রবণ। প্রবেশিব অন্তঃপুরে জানিবে এখন॥
এতেক বচন শুনি দেব গণপতি। হইলেন অন্তরেতে অতি ক্রোধমতি॥
সরোষে কহেন শুন ওহে তপোধন। বুদ্ধিহীন তুমি অতি করি দরশন॥
জ্ঞান নাহি যেই জন অন্তরেতে ধরে। মূঢ়মতি কহে তারে সংসার ভিতরে॥
পুনঃপুনঃ কথা কহ নির্ব্বোধ সমান। ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান॥
আমার বচন রাখ ওহে তপোধন। পিতা মাতা জাগরিত হন যতক্ষণ॥
তাবত এখানে রহ মুনির তনয়। তার পর অন্তঃপুরে যাবে মহাশয়॥
এতেক বচন শুনি দ্বিজের নন্দন। গণেশ উপরে রোষ করিয়া তখন॥
নির্ভয় অন্তরে রাম পুরীমধ্যে ধায়। হস্তেতে পরশু ধরি দ্রুতগতি যায়॥
তাহা দেখি গণপতি সরোষ অন্তরে। লোহিত লোচন করি দাঁড়ালেন দ্বারে॥
পুনঃপুনঃ তপোধনে করেন বারণ। কিছুতে না শুনে রাম মহাতপোধন॥
যত নিবারণ করে দেব লম্বোদর। তত নাহি বাক্য মানে মহর্ষিপ্রবর॥
রোষভরে চলে রাম পুরীর ভিতরে। গণেশ ভর্ৎসনা করে অতি রোষভরে॥
সম্বোধিয়া গণপতি করে নিবারণ। কেন তব ওহে ঋষে হেন আচরণ॥
নিবারণ নাহি শুন ওহে ঋষিবর। ইহার উচিত ফল লভিবে সত্বর॥
আমার হাতেতে তব নাহি পরিত্রাণ। ক্ষণেক অপেক্ষা ঋষে কর এই স্থান॥

গণেশের বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ। দ্রুতগতি পুরীমধ্যে চলে তপোধন॥
নির্ভয় হৃদয়ে রাম চলিতে লাগিল। গণপতি পিছু হতে তাহাকে ধরিল॥
দুই জনে ঠেলাঠেলি করে বহুতর। পরশু তুলিয়া ধরে মহর্ষিপ্রবর॥
ঊর্দ্ধহস্তে গণেশেরে মারিবারে যায়। ষড়ানন তাহা দেখি দ্রুতগতি ধায়॥
রামেরে সম্বোধি কহে দেব ষড়ানন। হেন আচরণ তব কেন তপোধন॥
উদ্যত হয়েছ তুমি গণেশে মারিতে। পরশু তুলিলে তুমি আপন হাতেতে॥
গুরুপুত্রে বিনাশিতে তুমি তপোধন। নিজ করে অস্ত্র তুলি করিলে ধারণ॥
তোমার ভকতি যাহা গুরুর উপরে। প্রত্যক্ষ হইল তাহা বুঝিনু অন্তরে॥
দেখিবেক গুরুপুত্রে গুরুর সমান। এইত সকলে জানে বেদের প্রমাণ॥
অস্ত্রক্ষেপ কর তুমি তাহার উপরে। কেন তব হেন বুদ্ধি বহত আমারে॥
আমার বচন এবে করহ শ্রবণ। হেন অনুচিত কর্ম্ম না কর কখন॥
যদি হেন কর্ম্ম তুমি কর পুনরায়। অনর্থ ঘটিবে তবে কহিনু তোমায়॥
গুরুদেবে তব ভক্তি কিছুমাত্র নাই। জানিলাম নিঃসংশয় কহি তব ঠাঁই॥
কার্ত্তিকের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরশু রাখিল তবে মহাতপোধন॥

গণেশেরে ঠেলি ফেলে মহারোষভরে। গণেশ পড়িয়া গেল ভুমির উপরে
পুনশ্চ দাঁড়ায় উঠি দেব গজানন। রোষবশে হয় তাঁর লোহিত লোচন
পিতৃশিষ্য তপোধন ভাবিয়া অন্তরে। গণপতি নিজ ক্রোধ আপনি সম্বরে
তার পর তপোধনে করি সম্বোধন। বিনয় বচনে কহে দেব গজানন
শুন শুন যাহা বলি আমার ভারতী। পিতার পরম শিষ্য তুমি মহামতি।
অতএব ভ্রাতৃসম তুমি যে আমার। এই হেতু ক্ষমিলাম দ্বিজের কুমার
নৈলে পরিত্রাণ নাহি লভিতে কখন। আমার বচন সত্য ওহে তপোধন
তোমারে বলিলে কিছু জনক জননী। ক্রুদ্ধ হন পাছে ভয় মনে মনে গণি।
সে হেতু ক্ষমিনু তোমা ওহে তপোধন। এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ
দ্বিজের নন্দন হয়ে এত অহঙ্কার। ক্ষুদ্রজীব তুল্য জ্ঞান আমারে তোমার
অতিথি ভাবিয়া তোমা ক্ষমি এইবার। নতুবা কখন যেতে শমন-আগার
মহাশিষ্য তুমি ঋষে এই সে কারণ। ক্ষমিলাম আজি তোমা ওহে তপোধন
যেমন অন্যায় তব হেরি ব্যবহার। ইহাতে নিশ্চয় তুমি যেতে যমাগার
শিষ্য জ্ঞানে ক্ষমিলাম জানিবে তোমারে। আর নাহি রোষ মম তোমার উপরে
ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান। শিবশিবাপাশে পরে করিবে পয়াণ

এতেক বচন শুনি ভৃগুরাম কয়। এখানে না রব আমি শুন মহাশয়
যাহা ইচ্ছা কর তুমি আমার গোচরে। এত বলি চলে রাম মন্দির ভিতরে।
তাহা হেরি গণপতি অতি ক্রুদ্ধ মন। বাহু পশারিয়া রামে ধরিল তখন।
রোষভরে কহে রাম গণেশ দেবেরে। দেখিব তোমার দেহে কত বল ধরে
এত বলি ভৃগুরাম পরশু লইয়ে। গণেশ উপরে ফেলে কুপিত হইয়ে।
শিবের অব্যর্থ অস্ত্র অতি বিভীষণ। লম্বোদর উপরেতে ফেলে তপোধন।
মহাবেগে চলে অস্ত্র যেন হুতাশন। নিবারিতে নাহি পারে দেব গজানন।
সূর্য্য সম মহাতেজ সেই অস্ত্র ধরে। সে অস্ত্র পড়িল গিয়া গণেশ উপরে।
মহাবেগে সেই বাণ পড়িল যখন। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দেব গজানন।
কার্ত্তিক ইত্যাদি সবে করে হাহাকার। সুরগণ ঘোররবে কান্দে অনিবার।
যখন মূর্চ্ছিত হয় দেব গজানন। জগৎ তখন কাঁপে অতি ঘন ঘন।
সেই শব্দে কাঁপি উঠে এ তিন ভুবন। ভীত হয়ে উঠে যত জগতের জন
অকালে প্রলয় যেন ঘটিয়া উঠিল। কৈলাস নগরে সবে অজ্ঞান হইল।
শিবশিবা নিদ্রাত্যাগ করিয়া তখন। স্তব্ধ হয়ে মৌনভাবে রহে দুই জন
বাহির হইয়া দোঁহে আসে দ্রুতগতি। দ্বারেতে আসিয়া দেখে দেব গণপতি
মূর্চ্ছিত হইয়া ভুমে আছে অচেতন। অবিরল রক্তধারা হতেছে বহন।

দশন ভাঙ্গিয়া রক্ত পড়িছে ধরায়। শোণিতের নদী বহে একি ঘোর দায়॥ দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা রাম তপোধন। কুঠার হাতেতে করি অতি বিভীষণ॥ তাহা দেখি মহেশ্বর বিস্মিত-হৃদয়। দ্রুতগতি গণেশেরে কোলে করি লয়॥ শিবের স্পর্শেতে পুত্র লভিলেন জ্ঞান। একদৃষ্টে পিতৃপানে চাহে মতিমান॥ মায়েরে হেরিয়া দেবদেব গণপতি। অধোমুখে হেটমাথে করে অবস্থিতি॥ মহেশ্বর ষড়াননে জিজ্ঞাসে তখন। কার্ত্তিক সমস্ত কহে পিতার সদন॥ তাহা শুনি মহেশ্বর করেন চিন্তন। মনে মনে ভাবে দেব একিবা ঘটন॥ পুত্র হেরি অতি ক্রুদ্ধ দেবী মহেশ্বরী। লোহিত লোচনে চাহে রামের উপরি গণেশের দন্ত ভগ্ন করি দরশন। ধরাতলে পড়ি সতী করেন রোদন॥ মহেশ্বর গণেশেরে অঙ্কেতে লইয়ে। প্রবোধ দিলেন কত সান্ত্বনা করিয়ে॥ ঘন ঘন পুত্রমুখ করেন চুম্বন। ঘন ঘন সান্ত্ববাক্য করেন অর্পণ॥ নানামতে শান্তকথা কহেন তাঁহারে। মাতার প্রবোধে পুত্র শান্তভাব ধরে॥ পুরাণে প্রথার কথা অতি মনোরম। শ্রবণ করিলে হয় পাপ বিনাশন॥ যেই জন শুনে ইহা অতি ভক্তিভরে। ভবার্ণবে সেই জন অবহেলে তরে॥ তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মঢমন। একান্ত অন্তরে কর শ্রীহরি স্মরণ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ভৃগুরামের প্রতি ভগবতীর রোষ।

সনৎকুমার উবাচ।

গণেশং পতিতং দৃষ্ট্বা ভগ্নদন্তমচেতনং।
রোষাসমাকুলা দেবী উবাচ পরমেশ্বরং॥

সনত-কুমার কহে শুন ঋষিগণ। তার পর হয় যাহা আশ্চর্য্য ঘটন॥ গণপতি অধোমুখে হেটমাথে রয়। শোণিতের ধারা অঙ্গে অবিরত বয়॥ পার্ব্বতী হেরিয়া তাহা করেন রোদন। শিবেরে সম্বোধি কহে মধুর বচন॥ শুন শুন নিবেদন ওহে পঞ্চানন। কৃপাময় কৃপা করি করহ শ্রবণ॥ অধীনী কিঙ্করী তব বিদিত ভুবনে। প্রয়োজন কিবা মোর জীবন ধারণে॥ জগতের পিতা তুমি সর্ব্ব বিশ্বময়। তোমার নিকটে সব সমজ্ঞান হয়॥ তব পাশে ছোট বড় ভেদাভেদ নাই। সমভাব ভাব সবে শুনগো গোঁসাই॥ এই হেতু শুন দেব মর্ম্ম নিবেদন। গণেশেরে মারে বল কিসের কারণ॥ সমুচিত বিবেচনা করি দয়াধার। সবার সাক্ষাতে কর উচিত বিচার॥

তোমার পরম শিষ্য এই তপোধন। গণপতি সহ কৈল কলহ এখন॥
ইহাতে যাহার দোষ করহ বিচার। নিবেদন তব পাশে ওহে গুণাধার॥
যার দোষ যেই রূপ হবে দরশন। তাহারে সেরূপ দণ্ড দিবে পঞ্চানন॥
কার্ত্তিকেয় উপস্থিত আছিল এখানে। জিজ্ঞাসা করহ প্রভু তাহার সদনে॥
কি দোষ করিল কেবা জান পঞ্চানন। সমুচিত শাস্তি দেও এই নিবেদন॥
কার্ত্তিকেয় মিথ্যা কথা কভু না কহিবে। কহিলে নরকমাঝে অবশ্য মজিবে॥
মিথ্যা সাক্ষ্য যেই জন করয়ে অর্পণ। লোভে বশীভূত হয় যেই দুরজন॥
সমুচিত ফল পায় সেই দুরমতি। অন্তিমে নরকে তার জানিবে বসতি॥
যাবত ধরায় রহে শশাঙ্ক ভাস্কর। তাবত রহিবে সেই নরক-ভিতর॥
আরো শুন আশুতোষ মম নিবেদন। দুই পক্ষে সুবিচার করে যেই জন॥
স্নেহ বশে যদি সেই অবিচার করে। সে জন অন্তিমে যাবে নরক-মাঝারে॥
শুন শুন পঞ্চানন মম নিবেদন। শোকেতে কাতর আমি হয়েছি এখন॥
পুত্রের অবস্থা হেরি হৃদয় আমার। শোকেতে কাতর অতি ওহে গুণাধার॥
আশুতোষে এত বলি ভবানী শঙ্করী। সহসা চাহিয়া দেখে রামের উপরি॥
রামেরে হেরিয়া দেবী কুপিত অন্তর। হুতাশন সম জ্বলে তাঁহার অন্তর॥
ঘূর্ণিত নয়নে দেবী কহে ভৃগুরামে। শুন শুন বলিতেছি তোমার সদনে॥
কি কারণে গণেশেরে করিলে প্রহার। বল বল সত্য করি নিকটে আমার॥
বিপ্রের বংশেতে হয় তোমার জনম। পরম ধার্ম্মিক তুমি বিষ্ণু পরায়ণ॥
তোমার জনক ছিল অতি গুণবান্। সদত হরিতে মতি রাখিত ধীমান্॥
সদত রাখিত মতি হরির চরণে। তাঁহার যতেক গুণ বিদিত ভুবনে॥
রেণুকা তোমার মাতা পতি পরায়ণা। তাঁর সম সতী সাধ্বী না হেরি ললনা॥
পতি সহ অনুমৃতা সেই নারী হয়। বিষ্ণুভক্ত সেই নারী নাহিক সংশয়॥
তাঁহার তনয় হয়ে তুমি মহামতি। কেন হেন কার্য্য কর শুনহ সংপ্রতি॥
শিবের পরম শিষ্য তুমি মহাত্মন্। শিববরে বলবান্ হয়েছ এখন॥
নিক্ষত্র করিলে ধরা মহেশের বরে। শিববরে নিক্ষত্রিয় করিলে ধরারে॥
তাহার উচিত ফল করিলে সাধন। গুরুর দক্ষিণা দিলে উচিত এখন॥
গুরুপুত্র প্রতি কৈলে অস্ত্রের প্রহার। গুরুরে দক্ষিণা দিলে করিয়া বিচার॥
অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন। মহেশের শিষ্য বলি রহিল জীবন॥
নৈলে এতক্ষণ তব জীবন যাইত। তোমারে শমন-গৃহে যাইতে হইত॥
তোমাপেক্ষা বলবান্ এই গণপতি। তোমারে নাশিতে পারে এই মহামতি॥
তোমার অধিক শক্তি ধরে গজানন। অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন॥

ক্ষমিয়াছে গণপতি জানিবে তোমারে। শিবের পরম-শিষ্য জানিয়া অন্তরে॥ নৈলে তব পাশে পুত্র হয় পরাজয়। কভু না সম্ভবে ইহা ওহে মহাশয়॥ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীরগণে করিয়া নিধন। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কর বিচরণ॥ কি কারণে কর তুমি এত অহঙ্কার। তব সম বীর কত আছে গুণাধার॥ তব সম কোটি বীরে করিতে নিধন। শকতি ধরয়ে এই দেব গজানন॥ কৃষ্ণ-অংশে গণপতি নিজ জন্ম ধরে। কৃষ্ণ সম বল ধরে আপন অন্তরে॥ তাহারে প্রহার তুমি এত অহঙ্কার। উচিত করেছ কাজ ওহে গুণাধার॥ শিবের বংশেতে জন্মে দেব গজানন। সবার আগেতে পূজ্য এই দেব হন॥

এইরূপ নানা কথা কহে সুরেশ্বরী। অকস্মাত ক্রুদ্ধ হযে উঠে দিগম্বরী॥ রোষে অন্ধ হয় দেবী আপন অন্তরে। দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর বেশ ধরে॥ মুক্তকেশী ভীমবেশা করে অসি ধারী। নাচিতে লাগিল দেবী এলো কেশ করি॥ ভৃগুরামে বিনাশিতে করিয়া মনন। ঘন ঘন তার দিকে করে নিরীক্ষণ॥ ভৃগুরামে সম্বোধিয়া কহেন ভবানী। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহামুনি॥ নৃপতি তুমি অতি বিপ্রের নন্দন। গণেশ উপরে কর অস্ত্র নিক্ষেপণ॥ রক্তপাত গণেশের করিলে সাধন। দুরাচার হেরি তব হেন আচরণ॥ শিবের পরম শিষ্য জানিয়া তোমারে। ক্ষমিয়াছে গজানন জানিবে অন্তরে॥ এখন আমার বাক্য করহে শ্রবণ। নিশ্চয় যাইবি তুই শমন ভবন॥ বিপ্রবংশে জন্মেছিস তুই পাপমতি। অহঙ্কার এত কেন হেরি যে সংপ্রতি॥ শপথ করিয়াছিলি ক্ষত্রিয় নাশিতে। কার বলে বল দেখি আমার সাক্ষাতে॥ মনে মনে ভাব দেখি ওরে দুরাত্মন্। সুচন্দ্র সহিতে যুদ্ধ করিলি যখন॥ কি দশা হইত তোর ভাব দুরমতি। অন্তরে স্মরণ এবে করহ সংপ্রতি॥ রণভূমে যবে আমি করিনু গমন। কি দশা হইত তোর ভাব দুরাত্মন্॥ মহাকালী-রূপ আমি করিয়া ধারণ। তব ক্ষিপ্ত শর সবে করিছে গ্রহণ॥ গরাস করিয়াছিনু ভাবহ অন্তরে। কার বলে জয়ী হলে তখন সমরে॥ সমুচিত ফল আজি করিব প্রদান। জাননা কি দুরমতি উচিত বিধান॥ সমুচিত শিক্ষা আজি দিব যে তোমারে। ভয় নাহি করি কারে জগত-মাঝারে॥ প্রতীক্ষা ক্ষণেক কর ওরে দুরাত্মন্। দেখিব তোমারে অদ্য রক্ষে কোন্ জন॥ যবে প্রহারিলে তুমি আপন সন্তানে। তাহার উচিত শাস্তি দিব হে এখনে॥ তাহার উচিত ফল দিব দুরাত্মন্। আমার হাতেতে যাবি শমন-সদন॥ তোমার পরম গুরু দেব মহেশ্বর। দেখি কত বল ধরে সেই দিগম্বর॥ তোমারে রক্তুন্ আজি দেখিব নয়নে। আমার হাতেতে যাবি শমনভবনে॥

মম পুত্রে প্রহারিলি ওরে দুরাচার। এখনি পাইবি ফল উচিত তাহার॥
এত বলি শূল দেবী করেন গ্রহণ। তাহা দেখি ভৃগুরাম কাঁপে ঘন ঘন॥
হরিরে স্মরণ করে রাম মহামতি। বলে প্রভু রক্ষা কর অখিলের গতি॥
অগতির গতি তুমি নিত্য নিরঞ্জন। পড়েছি বিষম দায়ে রক্ষহ এখন॥
যদি নাহি রক্ষ নাথ বিপদে আমারে। কে আর বলহ রক্ষা বিপদেতে করে॥
হয়েছেন ক্রুদ্ধমতি ভবানী সুন্দরী। পরিত্রাণ নাহি আর শুন গো শ্রীহরি॥
বিশ্বের কারণ তুমি সংসারের সার। বিষম বিপদে হরি রক্ষ এই বার॥
কি হবে আমার গতি ওহে সনাতন। রক্ষা কর লক্ষ্মীনাথ অখিলতারণ॥
এইরূপে ভৃগুরাম আপন অন্তরে। একমনে চিন্তা করে জগত-পিতারে॥
অন্তর্যামী চিন্তামণি নিত্য নিরঞ্জন। জানিলেন মনে মনে যদুকুলধন॥ দয়ার
সাগর দেব দয়ার আধার। মানস করেন রামে করিতে উদ্ধার॥ আহা মরি
কৃপাময় জগত-বিহারী। ভক্ত অনুগত সদা দেবদেব হরি॥ তাঁহার উপরে
ভক্তি রাখে যেই জন। দুর্গতি তাহার হয় সমূলে নিধন॥ বিপদ তাহারে
কভু ঘেরিবারে নারে। অনায়াসে সেই জন ভবার্ণবে তরে॥ বিপদে
পড়েছে রাম মহাতপোধন। চিন্তাকুল হন হেথা দেব নিরঞ্জন॥ ভাবিয়া
আকুল হন জগত-বিহারী। দেবদেব হরি যিনি ভবের কাণ্ডারী॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

দ্বিজবেশে কৈলাসে হরির আগমন ও
ভৃগুরামের উদ্ধারকরণ।

সনৎকুমার উবাচ।

অথাজগাম কৈলাসং ত্রাতুং ভার্গবমীশ্বরঃ।
নিত্যোনিরাঞ্জনো দেবো জগতাং হিতকারকঃ।

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনত-কুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে।
বল বল ওহে দেব বিধির নন্দন। কি কাজ করেন পরে দেব নিরঞ্জন॥
রামেরে আকুল হেরি গোলোকবিহারী। কি কাজ করেন তাহা বল ত্বরা করি॥
দয়ার সাগর তিনি দয়ার আধার। কিরূপে করেন বল রামেরে উদ্ধার॥
কিরূপে হলেন শান্ত দেবী দিগম্বরী। কি কাজ করিল বল দেব ত্রিপুরারি॥
এই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন। ত্বরা করি বল ওহে বিধির নন্দন॥

এত শুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে। বলিব বিস্তার করি শুনহ সাদরে ॥
অন্তর্যামী নারায়ণ দেব নিরঞ্জন। মনে মনে বহুক্ষণ করেন প্রচিন্তন ॥
তার পর ভৃগুরামে করিতে উদ্ধার। দ্বিজশিশু রূপ ধরে দয়ার আধার ॥
অপূর্ব্ব দ্বিজের বেশ করিয়া ধারণ। কৈলাসেতে ধীরে ধীরে উপনীত হন ॥
আহা কি সুন্দর রূপ যেন দিবাকর। উথলিছে দেহ প্রভা যেমন অনল ॥
অতিথি হইয়া দেব করি আগমন। ধীরে ধীরে শিবপাশে উপনীত হন ॥
শ্বেত বাস পরিধান অতি মনোহর। তুলসীর মালা কণ্ঠে অতীব সুন্দর ॥
শোভিতেছে একদন্ত উহার বদনে। নাসাতে তিলক শোভে না যায় বর্ণনে ॥
কেয়ূর বলয়ে শোভে বাহুর যুগল। ললাটে ত্রিপুণ্ড্র কিবা অতি মনোহর ॥
বক্ষে যজ্ঞ উপবীত কিবা শোভা পায়। অতিথি হেরিয়া শিব পুলকিতকায় ॥
প্রণাম করেন শিব অতিথি চরণে। অন্যান্য সকলে বন্দে বিহিত বিধানে ॥
দ্বিজপদে নমস্কার করেন পার্ব্বতী। আশীষ করেন বিপ্র অখিলের পতি ॥
অতিথির পূজা করে দেব পঞ্চানন। কুশল জিজ্ঞাসা শিবে করিলব্রাহ্মণ ॥
অতিথি পূজেন শিব নানা উপচারে। মহাদেব করে স্তব ভকতির ভরে ॥
অতিথিরে মিষ্টভাষে করি সম্বোধন। বিনয় বচনে কহে দেব পঞ্চানন ॥
কুশল সর্ব্বথা মম তব আগমনে। সার্থক হৈনু আজি তব দরশনে ॥
তোমারে হেরিয়া দেহ পবিত্র হইল। তব দরশনে মম জীবন সফল ॥
তোমার চরণ আজি করিনু সেবন। সফল জনম মম সার্থক জীবন ॥
ব্রাহ্মণ যদ্যপি আসে হইয়া অতিথি। তাহারে পূজিবে সাধু করিয়া ভকতি ॥
বিপ্র সহ ভিন্ন নহে দেব নারায়ণ। সেই বিষ্ণু সেই বিপ্র বেদের বচন ॥
বিপ্ররূপে হরি ব্যাপ্ত জগত-সংসারে। দ্বিজসেবা যেই জন ভক্তিভরে করে ॥
বিষ্ণুপূজাফল পায় সেই সাধুজন। ইহার অন্যথা নাহি জানিবে কখন ॥
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম যত বিপ্রজাতি। বিপ্রেরে পূজিলে হয় অন্তিমে সুগতি ॥
অতিথি সন্তুষ্ট হয় যাহার উপর। নারায়ণ তার প্রতি প্রফুল্ল অন্তর ॥
বিপদ তাহারে নাহি করে আক্রমণ। সেই জনে রক্ষা করে দেব নারায়ণ ॥
অতিথি সেবার ফল বলা নাহি যায়। ভাগ্যবশে সু-অতিথি সাধুজন পায় ॥
অতিথি সেবিলে হয় মহাপুণ্যোদয়। তার সম নাহি পুণ্য ওহে ঋষিচয় ॥
তীর্থস্নানে যেই পুণ্য হয় উপার্জ্জন। অতিথি সেবিলে তাহা শাস্ত্রের বচন ॥
ব্রত আদি উপবাস কৈলে যেই ফল। অতিথি সেবিলে তাহা অবশ্য সফল ॥
অতিথির পূজা নাহি যেই জন করে। দুরাচার সেই জন এ ভবসংসারে ॥
তাহার পাপের কথা বলা নাহি যায়। নরকে তাহার বাস কহিনু সবায় ॥

অতিথি বিমুখ হয় যাহার আগারে। সর্ব্বপুণ্য নষ্ট তার শাস্ত্রের বিচারে॥
তাহার যতেক পুণ্য করিয়া গ্রহণ। অতিথি চলিয়া যায় শাস্ত্রের বচন॥
অতিথি ফিরিয়া যায় গৃহ হতে যার। তাহারে পাতক সব দেয় আপনার॥
সেই পাপভার লয়ে নিজশিরোপরে। মহাপাপীরূপে ঘোরে জগত-সংসারে॥
অতিথি বিমুখ করে যেই দুরজন। তার প্রতি রুষ্ট হন যত দেবগণ॥
তাহার যতেক পাপ বলা নাহি যায়। বর্ণন করিব কিছু শুনহ সবায়॥
যেই জন নরদেহ করিয়া ধারণ। গোহত্যা পাতক করে হয়ে ক্রুদ্ধমন॥
সেই জন অন্তকালে যেই ফল পায়। অতিথি-বিদ্বেষী হয় যে জন ধরায়॥
জন সেই পাপে হয় নিমগন। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে ঋষিগণ॥
হত্যা যে জন করে অবনীমাঝারে। তাহার যতেক পাপ শাস্ত্রের বিচারে॥
অতিথি বিদ্বেষী হয় সে পাপে মগন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
কৃতঘ্নপাপের ফল যেই জন পায়। ব্রহ্মহত্যাপাপে মগ্ন জানিবে তাহায়॥
নিন্দুকের পাপ আসি সেই জনে ঘেরে। শাস্ত্রে বচন ইহা কহিনু সবারে॥
পিতা মাতা প্রতি কটু কহে যেই জন। তাহার যতেক পাপ আছয়ে লিখন॥
অতিথি-বিদ্বেষী ডোবে সে পাপ-পঙ্কিলে। অন্তকালে নরকেতে সেই জন পড়ে॥
অশ্বথ ছেদন করে যেই দুরজন। তাহার যতেক পাপ ওহে ঋষিগণ॥
অতিথি বিমুখ হলে সেই পাপ হয়। নরকে তাহার গতি জানিবে নিশ্চয়॥
বিপ্র হয়ে সেই জন সন্ধ্যা নাহি করে। স্থাপ্য ধন প্রবঞ্চনা করি যেই হরে॥
শূদ্রশব বিপ্র হয়ে যে করে বহন। একাদশী নাহি করে যেই বিপ্রজন॥
যেই জন সমাসক্ত বেশ্যার উপরে। এই সব জনে আসি যেই পাপ ঘেরে॥
অতিথি বিমুখ করে যেই দুরজন। তারে আসি সেই পাপ করে আক্রমণ॥
অন্তকালে যেই জন ত্যজিয়া জীবন। কুম্ভীপাক নরকেতে করয়ে গমন॥
শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। অতিথি ব্রাহ্মণ কহে মধুর বচনে॥
গম্ভীর স্বরেতে শিবে করি সম্বোধন। কহিলেন শুন শুন ওহে পঞ্চানন॥
শুন শুন হৈমবতী বলি গো তোমারে। আসিয়াছি যেই হেতু কৈলাসনগরে॥
শুন শুন মম আগমনের কারণ। আসিলাম যেই হেতু কৈলাস-ভবন॥
হৈমবতী ক্রুদ্ধমতি জানিয়া অন্তরে। আসিয়াছি সেই হেতু কৈলাস নগরে॥
কলহের কথা কর্ণে করিয়া শ্রবণ। আসিয়াছি সেই হেতু কৈলাস ভবন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে পশুপতি। পরম বৈষ্ণব এই রাম মহামতি॥
হরিভক্ত হরিগত জীবন ইহার। সদা চিন্তে হরিপদ হৃদয়-মাঝার॥
উহার উপরে ক্রুদ্ধ দেবী হৈমবতী। সেই হেতু আসিয়াছি কৈলাস-বসতি॥

উহারে রক্ষার হেতু মম আগমন। শুন শুন হৈমবতী শুন পঞ্চানন॥
যে জন বৈষ্ণব হয় বিশ্বের মাঝারে। মৃত্যু নাহি কভু তার জানিবে অন্তরে॥
ভক্ত-অনুগত সেই দেব নারায়ণ। ভক্তেরে রক্ষেণ তিনি করিয়া যতন॥
ভক্তের রক্ষার হেতু একান্ত অন্তরে। শ্রীহরি ভ্রমেন সদা জগত-সংসারে॥
ভক্ত হেতু সদা তিনি অতীব চপল। ভক্তেরে রক্ষিতে সদা ব্যাকুল অন্তর॥
ভক্তের জনক তিনি ভক্তের জননী। ভক্তের বশগ সদা ওহে শূলপাণি॥
ভক্তেরে রক্ষিতে সদা চক্র লয়ে করে। ভ্রমিছেন নিরন্তর এই চরাচরে॥
বিশ্বের জীবন তিনি জগত জীবন। তাঁহার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবন॥
আর শুন পঞ্চানন বচন আমার। গুরু সেবা সদা করে যেই গুণাধার॥
কমলার পতি তারে করেন রক্ষণ। এ তিন ভুবনে সেই অতি সাধুজন॥
যেই জন গুরু সেবা কভু নাহি করে। তার সম পাপী নাহি ভুবনভিতরে॥
অন্তকালে সেই জন ত্যজিযা জীবন। মহাঘোর নরকেতে হয় নিমগন॥
গুরু প্রতি যে দুর্ম্মতি ভক্তি নাহি করে। তাহার পাপের ভার কে সহিতে পারে॥
তাহার পাপের শান্তি কভু নাহি হয়। বলিলাম তথ্যকথা জানিবে নিশ্চয়॥
যেই জন ভক্তি করে গুরুর উপরে। গুরুর অর্চ্চনা করে একান্ত-অন্তরে॥
তাহার যতেক ভাগ্য বলিবার নয়। সে জন সুজন অতি নাহিক সংশয়॥
সেই জন পুণ্যবান্ এ ভবসংসারে। ধন্যবাদ-যোগ্য সেই জানিবে অন্তরে॥
অতি সুখী সেই জন ওহে পশুপতি। তার সম নাহি সুখী ওগো হৈমবতী॥
তাহার উপরে তুষ্ট যত দেবগণ। তাহার পুণ্যের ফল কে করে কীর্ত্তন॥
তীর্থস্নানে যেই পুণ্য হয় উপার্জ্জন। ব্রত উপবাসে যাহা পাব সাধুজন॥
তাহার অধিক ফল যেই জন পায়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমায়॥
ব্রহ্ম সম গুরুদেব নাহিক সংশয়। বিষ্ণু তুল্য হন গুরু জানিবে নিশ্চয়॥
যোগেশ্বর গুরুদেব জানিবে অন্তরে। সকলের মূল গুরু শাস্ত্রের বিচারে॥
দেবরূপী গুরুদেব শাস্ত্রের বচন। গুরু বিনা ক্রিয়াকাণ্ড না হয় সাধন॥
সবার প্রধান গুরু জানিবে অন্তরে। অতএব শুন শিব কহি যে তোমারে॥
পরশুরামের গুরু তুমি পশুপতি। তোমার পরম ভক্ত রাম মহামতি॥
হৈমবতী ক্রুদ্ধ অতি আছেন অন্তরে। নাশিবেন ভার্গবেরে এই বঞ্ছা করে॥
শুন শুন হৈমবতী আমার বচন। কিন্তু এক কথা বলি শুন পঞ্চানন॥
গুরুভক্তে বধ করে হেন সাধ্য কার। শিবশিষ্য হয় এই ঋষির কুমার॥
গুরুর জননী তুমি ওগো হৈমবতী। জননী হইতে শ্রেষ্ঠ তুমি গুণবতী॥
তোমার তনয় তুল্য এই ভৃগুরাম। তবে কেন কর রোষ প্রাকৃত সমান॥

ভৃগুরামে গজাননে কিছু ভেদ নাই। দুই জন তব পুত্র কহি তব ঠাঁই॥
ক্রোধ করা অনুচিত পুত্রের উপরে। আরো এক কথা বলি ধরহ অন্তরে॥
কলহ শিষ্যের সহ করিলে ঘটন। অযশ তাহাতে মাত্র বেদের বচন॥
অতএব মম বাক্য শুন হৈমবতী। পুত্র তুল্য হয় তব রাম মহামতি॥
গণপতি কার্ত্তিকের এই দুই জন। তোমার তনয় আছে বিখ্যাত ভুবন॥
এবে এক পুত্র হৈল রাম মহামতি। তিন পুত্র হেন তব শুন হৈমবতী॥
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন। আপন কর্ম্মের ফল ভুঞ্জে সর্ব্বজন॥
আঘাত পেয়েছে তব পুত্র গণপতি। বিধির লিখন ইহা ওগো হৈমবতী॥
আমার বচন দেবি করহ শ্রবণ। হৃদয় হইতে ক্রোধ কর সম্বরণ॥
ক্ষমা কর ভৃগুরামে ওগো গুণবতি। সর্ব্বপূজ্য তব পুত্র এই গণপতি॥
অদ্য হতে ভূমিতলে হইল বিধান। যে জন লইবে সদা গণেশের নাম॥
গণেশের অষ্টনাম করিলে কীর্ত্তন। জীবের যতেক পাপ হবে বিনাশন॥
হেরম্ব গণেশ একদন্ত গজানন। সূর্পকর্ণ গুহাগ্রজ বিঘ্নবিনাশন॥
লম্বোদর এই অষ্ট নাম যেই লয়। ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়॥
বিঘ্নবিনাশন নাম করিলে স্মরণ। যাবতীয় বিঘ্ন তার হয় বিনাশন॥
যেই জন ভক্তিভাবে গণেশে পূজিবে। অন্তকালে সেই জন বৈকুণ্ঠে যাইবে॥
পঞ্চ উপচারে কিম্বা ষোড়শোপচারে। যেই জন পূজা করে গণেশদেবেরে॥
নানাবিধ উপহার করেন প্রদান। অষ্টনাম সংকীর্ত্তন মুখে অবিরাম॥
তাঁহার যতেক পুণ্য কি বলিতে পারি। তাহারে রক্ষেন সদা ভবের কাণ্ডারী॥
গণেশের পূজা আগে করিয়া সাধন। পূজিবেক তার পর অন্য দেবগণ॥
যেই জন গণেশেরে আগে না পূজিয়ে। অন্য দেবে পূজা করে একান্ত হৃদয়ে॥
তাহার যতেক পূজা সকলি বিফল। তাহার উপরে রুষ্ট অমর-নিকর॥
অধিক বলিব কিবা শিবসীমন্তিনী। গণেশ সমান এই রাম মহামুনি॥
যেমন তোমার পুত্র দেব গজানন। তেমতি জানিও দেবি এই তপোধন॥
ক্রোধ সমুচিত নহে ইহার উপরে। আমার বচন ধর আপন অন্তরে॥
ঋষির উপরে রোষ কর সম্বরণ। পুত্রভাবে সদা ভাব আমার বচন॥
এত বলি বিপ্ররূপী দেব নারায়ণ। মৌনভাবে অবস্থান করেন তখন॥
বিপ্রের বচন দেবী শুনিয়া শ্রবণে। রোষ সম্বরণ করে আপনার মনে॥
শান্তভাব মহেশ্বরী করিয়া ধারণ। সুস্থচিত্তে আসনেতে বসেন তখন॥
পুরাণে সুধার কথা অতি মনোহর। শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র অন্তর॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

রাম কর্ত্তৃক হৈমবতীর স্তব, হৈমবতীর রোষশান্তি ও রামের কামরূপে যাত্রা।

সনৎকুমার উবাচ।

নমামি জগতাং মাতর্নমস্তেঽস্তু সুরেশ্বরি।
ক্ষমস্ব ভবতং বুদ্ধ্যা ত্বম্মায়ি নমোঽস্তুতে॥

তার পর ঋষিগণ মধুর বচনে। জিজ্ঞাসানে পুনরায় বিধির নন্দনে॥
শুনিতেছি দিব্য কথা বদনে তোমার। পবিত্র হইল দেহ জানিবে সবার॥
যত শুনি তত হয় স্পৃহা বলবতী। অতএব শুন শুন ওহে মহামতি॥
তার পর কি করিল রাম তপোধন। বিস্তার করিয়া তাহা করহ বর্ণন॥
কি করিল তার পর দেবী হৈমবতী। শুনিতে কৌতুকী মোরা হইতেছি অতি॥
তার পর বিশ্বরূপী দেব নারায়ণ। কি করিলেন কহ তাহা ওহে মহাত্মন্॥
এত শুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে। শুন শুন সব কথা বলিব সবারে॥
অপূর্ব্ব পুরাণ কথা করহ শ্রবণ। যতদূর জানি তাহা করিব বর্ণন॥
নানা মতে প্রবোধিয়া ভবানী সতীরে। নারায়ণ কহে তবে ভার্গব মুনিরে॥
শুন শুন ভৃগুরাম আমার বচন। কেন এব হেরি আজি হেন আচরণ॥
কেন তুমি গণেশেরে করিলে প্রহার। রক্তপাত হৈল দেখ শরীরে উহার॥
উহার উপরে রোষ কিসের কারণে। বিশেষ করিয়া কহ আমার সদনে॥
হৃদিমাঝে রোষ রাখা সমুচিত নয়। ক্রোধিত হইলে জ্ঞানী মূর্খপ্রায় হয়॥
ক্রোধের সমান পাপ না আছে সংসারে। ক্রোধ কভু না রাখিবে অন্তরমাঝারে॥ রোষ হেতু হয় সদা বিপদ ঘটন। অদ্ভুত করম ঘটে রোষের কারণ॥
রোষ বশে কত লোক প্রাণনাশ করে। অতএব রোষ নাহি রাখিবে অন্তরে॥
এই যে হেরিছ রাম দেবী হৈমবতী। সামান্যা নহেন ইনি জানিবে প্রকৃতি॥
শিবপ্রিয়া শিবজায়া জগত-ঈশ্বরী। জীবের পালনকর্ত্রী যোগের ঈশ্বরী॥
যাঁহা হতে হয় জান বিশ্বের সৃজন। ইনিই করেন জান জীবের পালন॥
শক্তিরূপা এই দেবী নিত্য সনাতনী। শঙ্করী বিশ্বের মাতা শিবের মোহিনী॥
শুন শুন ভৃগুরাম আমার বচন। পূর্ব্বের বৃত্তান্ত যত করিব বর্ণন॥
দেবগণে রক্ষিবারে করিয়া মনন। দক্ষগৃহে আবির্ভূতা এই দেবী হন॥
প্রসূতী-জঠরে জন্ম লভেন সুন্দরী। বিখ্যাত হলেন ভূমে সতী নাম ধরি॥
আপন ইচ্ছাতে দেবী বরিল শঙ্করে। পতিনিন্দা পশে শেষে শ্রবণ-বিবরে॥

পতিনিন্দা নিজকর্ণে করিয়া শ্রবণ। ত্যজিলেন দেব সতী ওহে তপোধন॥
তার পর হিমালয়ে মেনকা উদরে। পুনশ্চ জনমে দেবী জানিবে অন্তরে॥
কত তপ জপ আদি করিয়া সাধন। শিবেরে পতিত্বে শেষে করিল বরণ॥
সেই মহেশ্বরী ইনি জানিও অন্তরে। গণপতি জন্ম ধরে ইহার জঠরে॥
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম এই গজানন। বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুগত হইয়া জীবন॥
ইহারে বালক নাহি ভাবিও অন্তরে। গণপতিরূপী হরি জানিবে ইহারে॥
আমার বচন শুন ওহে তপোধন। এখন উচিত যাহা করহ সাধন॥
এত বলি নারায়ণ তিরোহিত হয়। শিবশিবা দুই জনে আনন্দে বিস্ময়॥
দ্বিজের বচনে জমদগ্নির নন্দন। করপুটে দেবীপদে করেন বন্দন॥
নানামতে স্তব করে ভবানী সতীরে। করযোড় করি ঋষি একান্ত অন্তরে॥

নমস্কার তব পদে বিশ্বের জননী। কৃপাময়ী তুমি মাতঃ তোমারে নমামি॥
তব তত্ত্ব নাহি বুঝি অন্তর-মাঝারে। উন্মত্ত হয়েছি রোষে ক্ষমহ আমারে॥
ডুবিয়াছি মহাপাপে নাহিক সংশয়। এখন করহ কৃপা হইয়া সদয়॥
হইতেছে তোমা হতে বিশ্বের সৃজন। তোমা হতে এই বিশ্ব হতেছে পালন॥
তোমা হতে অন্তকালে হইবে সংহার। চরাচর জগতের তুমি মূলাধার॥
তব মায়া বুঝে হেন আছে কোন্ জন। তোমার চরণদ্বয়ে করিগো বন্দন॥
কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার। তোমার চরণে করি শত নমস্কার॥
সে মূলপ্রকৃতি তুমি মহেশ-মোহিনী। তোমার চরণে মাত নিয়ত প্রণমি॥
বিশ্বপ্রসবিনী তুমি মহিমা অপার। তোমার মহিমা বুঝে হেন সাধ্য কার॥
বিশ্বের জননী তুমি বিশ্ব-বিধায়িনী। নবীন-যৌবনা তুমি শিবসীমন্তিনী॥
দুর্গতি-নাশিনী তুমি রাজ্যের ঈশ্বরী। মহালক্ষ্মী তুমি, ওগো নমস্কার করি॥
শোভিছে ব্রহ্মাণ্ড তব উদর মাঝারে। জগত মোহিলে তুমি মোহিনী আকারে
তোমা হতে মহাবিষ্ণু হয়েছে সৃজন। তোমার যতেক মায়া কে করে বর্ণন॥
সবার আধার তুমি বিশ্ববিমোহিনী। বিশ্বের পালিকা তুমি বিশ্ববিধায়িনী॥
তোমার অংশেতে জন্মে অমর-নিকর। তব অংশে জন্মে নারী সংসার ভিতর॥
সকলের মূল তুমি সবার আধার। তোমার চরণযুগে করি নমস্কার॥
রাজলক্ষ্মী রূপে থাক রাজার আগারে। লক্ষ্মীরূপে থাক তুমি বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
গঙ্গারূপে আছ তুমি শিবশিরোপর। সাবিত্রীরূপেতে আছ ব্রহ্মার নগর॥
গুরুর পত্নী তুমি সবার প্রধান। আমাকে ভাবিও মাতঃ পুত্রের সমান॥
কেন দেবী ক্রোধ কর পুত্রের উপরে। মূঢ়মতি তব পুত্র জানিবে অন্তরে॥
শিষ্য প্রতি রোষ করা সমুচিত নয়। কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা না হয়॥

অধিক বলিব কিবা ওগো সুরেশ্বরী। তোমার চরণে মাতঃ প্রণিপাত করি॥
এই ভিক্ষা তব পাশে করহ শ্রবণ। তোমার চরণে যেন সদা থাকে মন॥
একমাত্র বাঞ্ছি আমি তোমার করুণা। তব পদে নতি তুমি শিবের ললনা॥
এইরূপ স্তববাক্য করিয়া শ্রবণ। তুষ্ট হয়ে জগন্মাতা কহেন তখন॥
শুন শুন মম বাক্য ওহে মহামতি। হইলাম অতি তুষ্ট এবে তোমা প্রতি॥
তোমারে এখন বর করিনু অর্পণ। অমর হইবে তুমি আমার বচন॥
মৃত্যু ভয় না রহিবে কখন তোমার। মনোরথ সিদ্ধ হবে কহিলাম সার॥
পরাজয় কারো কাছে না হবে কখন। সমরে অটল হবে আমার বচন॥
নিরত রহিবে মন ঈশ্বর-চরণে। আশীর্ব্বাদ করি আমি ঐকান্তিক-মনে॥
অটল রহিবে ভক্তি গুরুর উপর। পুত্রের সমান তুমি ওহে ঋষিবর॥
দেবীর বরেতে তুষ্ট ভার্গব ধীমান্। মনে মনে মহানন্দ অতিশয় পান॥
তার পর গণেশেরে করেন পূজন। নানাবিধ উপচার করেন অর্পণ॥
গণেশ সহিতে তাঁর মিত্রতা হইল। কার্ত্তিক পাশেতে রাম বিনয় করিল॥
ইহা দেখি মহাতুষ্ট দেব পঞ্চানন। সম্বোধিয়া ভার্গবেরে কহেন তখন॥
শুন শুন ভৃগুরাম ওহে মহামতি। তোমার উপরে তুষ্ট হইলাম অতি॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন। কি কারণে মম হেথা তব আগমন॥
এতেক বচন শুনি ভৃগু তপোধন। কহিলেন ওহে প্রভু করি নিবেদন॥
তোমার বরেতে আমি হয়ে মহাবল। নিক্ষত্র করেছি প্রভু এই ধরাতল॥
একবিংশবার ক্ষত্র করেছি নিধন। মনোরথ সিদ্ধ মম হয়েছে এখন॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন পশুপতি। মারিয়াছি কত বৃদ্ধ অসংখ্য যুবতী॥
কত শিশু মারিয়াছি না যায় গণন। কত যুবা কুঠারেতে করেছি নিধন॥
অবশ্য পাতক তাহে হয়েছে সঞ্চয়। কিসে পাপ হবে ক্ষয় কহ মহোদয়॥
তুমি শিব মম গুরু জানে সর্ব্বজন। জগতের গুরু তুমি ওহে ত্রিনয়ন॥
তোমার চরণে করি শত নমস্কার। আমার উপায় কর ওহে দয়াধার॥
পাপের মহত ভার করিয়া স্মরণ। নিরন্তর মনাগুণে হতেছি দহন॥
এই হেতু আসিয়াছি তোমার গোচরে। তোমারে প্রণাম করি একান্ত অন্তরে॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন শুন ওহে তপোধন॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অবশ্য উচিত। এখন বলি যাহা শুনহ বিহিত॥
সত্য বটে পাপ তব হয়েছে শরীরে। এখন উচিত হয় নাশিতে তাহারে॥
আমার বচন এবে করহ শ্রবণ। দ্রুতগতি কামরূপে করহ গমন॥
তাহার সমান তীর্থ নাহি কোন স্থানে। অতএব বলি যাহা শুনহ শ্রবণে॥

বিরাজ করেন তথা কামাখ্যা সুন্দরী। তাঁহার চরণ পূজ হৃদে ভক্তি ধরি॥
ব্রহ্মপুত্র নদ তথা অতি পুণ্যতম। তাহার সলিলে স্নান কর তপোধন॥
কামরূপে তীর্থকুণ্ড অতি মনোরম। সর্ব্বতীর্থ আছে তাহে ওহে তপোধন॥
জাহ্নবী গোপন ভাবে আছেন তথায়। স্নান কর তথা গিয়া কহিনু তোমায়॥
তাহা হলে তব পাপ হবে বিমোচন। নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে তপোধন॥
কামরূপ তুল্য তীর্থ নাহি ধরাধামে। পাতক বিনাশ হয় শুনিলে শ্রবণে॥
কামাখ্যারূপেতে সতী বিরাজে তথায়। যোনিরূপা মহাদেবী জানিবে তথায়॥
মমোপরি সেই পীঠ হতেছে শোভন। দ্রুতগতি তথা তুমি করহ গমন॥
আমার বচন ধর আপন অন্তরে। আর না বিলম্ব কর কহিনু তোমারে॥
আশীর্ব্বাদ করি তোমা ওহে তপোধন। মনোরথ সিদ্ধ হোক্ করহ গমন॥
এতেক বচন শুনি রাম তপোধন। শিব শিবা দোঁহাপদে করেন বন্দন॥
গণেশেরে তার পর করিয়া প্রণাম। কার্ত্তিকে সম্ভাষি পরে করেন প্রস্থান॥
গুরুপদ হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ। কামরূপ উদ্দেশেতে করেন গমন।
অনশনে দিবাভাগ করি অবস্থান। সন্ধ্যাকালে ফলমাত্র খান মতিমান্॥
এইরূপে নানা দেশ করি অতিক্রম। কামরূপে ক্রমে আসি উপনীত হন॥
শিবের আদেশমত আসিয়া তথায়। নানামতে করে কাজ কহিনু সবায়॥
যথাবিধি দেবীপূজা করিয়া সাধন। তীর্থজলে স্নান আদি করে সমাপন॥
এইরূপে পাপ দূর করি মহামতি। দেবীরে ভকতি করি করিয়া প্রণতি॥
আপন আশ্রমোদ্দেশে করেন গমন। পুরাণে পবিত্র কথা অতি মনোরম॥
যেই জন ভক্তিভরে পড়ে কিবা শুনে। অন্তিমে সে জন যায় বৈকুণ্ঠ ভবনে॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

গণপতিস্তব॥

সনৎকুমার উবাচ।

সর্ব্বেষাং পূজনীয়োসৌ গণেশঃ শিবনন্দনঃ।
পূজয়িত্বা চ তং দেবং ততোন্যান্ পূজয়েৎ সুধীঃ॥

এইরূপে দিব্য কথা করিয়া শ্রবণ। পরম পুলকে পূর্ণ যত ঋষিগণ॥
অতি কৌতূহলী হয়ে একান্ত অন্তরে। জিজ্ঞাসা করেন পুন সনত-কুমারে॥
শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন। শুনিতেছি তব মুখে অপূর্ব্ব কথন॥
পরম পবিত্র কথা শুনিয়া শ্রবণে। পরম সন্তুষ্ট হই মোরা সর্ব্বজনে॥

এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহামতি। কিরূপ স্তবেতে তুষ্ট হন গণপতি ॥
সেই কথা বিশেষিয়া কহ মহাত্মন্। গণদেবে ভক্তি করি করিব পূজন ॥
তাঁর স্তব ভক্তি করি পড়িব সাদরে। বল বল ওহে দেব মিনতি তোমারে ॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥
সর্ব্বদেবপূজ্য হন দেব গণপতি। অগ্রেতে তাঁহার পূজা আছে হেন বিধি ॥
অষ্ট নাম সবাপাশে করেছি কীর্ত্তন। তাহে মহাতুষ্ট হন দেব গজানন ॥
আরো এক কথা বলি শুন ঋষিচয়। স্তবে তুষ্ট গণপতি নাহিক সংশয় ॥
যেরূপে করিবে স্তব করহ শ্রবণ। শুনিলে পাতকরাশি হয় বিমোচন ॥
নমো নমঃ গণপতি দেব লম্বোদর। যাঁহার স্মরণে নাশে পাতক দুস্তর ॥
যেই কালে দৈত্যাপত্যে দেব ষড়াননে। বরণ করেন সব মিলি দেবগণে ॥
সেই কালে যারে স্তব করে ষড়ানন। তাঁরে নমস্কার করি হয়ে একমন ॥
পূজিত হইলা যিনি একান্ত অন্তরে। ভক্তের সকল কার্য্যে বিঘ্ন দূর করে ॥
সেই গণপতি দেবে করি নমস্কার। আমার উপরে কৃপা কর গুণাধার ॥
তুমি গণপতি দেব জয়বিবর্দ্ধন। একদন্ত চতুর্দ্দন্ত তুমি ত্রিনয়ন ॥
অ[illegible] তা প্রচণ্ড আখ্যান। পুনঃ পুনঃ তব পদে করিগো প্রণাম ॥
শূ[illegible] রক্ত[illegible] তুমি বরদাতা। চতুর্ভুজ আম্বিকেয় সকলের পাতা ॥
বক্রিবক্ত্র ভক্তপ্রিয় তুমি গজানন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥
মদমত্ত বিরূপাক্ষ তুমি মহামতি। কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ করিগো প্রণতি ॥
সুনির্ম্মল তব কান্তি প্রশান্ত আকার। তোমার চরণে করি শত নমস্কার ॥
গজরূপধারী তুমি ওহে গজানন। তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন ॥
কৈলাসে বসতি তব ওহে গণপতি। তোমার জননী হন সে মূল প্রকৃতি ॥
তোমার জনক দেবদেব পঞ্চানন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥
যে জন নিয়ত চিত্তহয়ে নিরন্তর। একমনে ভজে সেই দেব লম্বোদর ॥
নিরত আহারকরি যেই সাধুজন। রক্তবস্ত্র কটিতটে করিয়া ধারণ ॥
কার্য্যসিদ্ধি অভিলাষ করিয়া অন্তর। রক্তপুষ্পে পূজা করে দেব লম্বোদরে ॥
ভক্তি করি গঙ্গাজল করয়ে অর্পণ। একান্ত অন্তরে দেয় রকত চন্দন ॥
গণেশের মহামন্ত্র হৃদে জপ করে। কল্যাণ লভয়ে যেই জগত-সংসারে ॥
বিঘ্নরাশি তারে নাহি করে আক্রমণ। তপঃফল গজানন করেন অর্পণ ॥
বিপদ আপদ তার কভু নাহি হয়। বিজয়ী সে জন হয় সর্ব্বত্র নিশ্চয় ॥
তীর্থজলে স্নানকৈলে হয় যেই ফল। সেই ফল লভে সেই জানিবে সকল ॥
যেই জন ভক্তি করি গণেশ উপরে। বিঘ্নরাশি তারে হেরি চলি যায় দূরে ॥

জন্মান্তরে জাতিস্মর সেই জন হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
প্রতিদিন ভক্তি করি একান্ত অন্তরে। গণেশের স্তব পাঠ যেই জন করে॥
সিদ্ধিলাভ হয় তার শাস্ত্রের বচন। কহিলাম সবাপাশে ওহে ঋষিগণ॥
প্রতিদিন যথাবিধি করিয়া অর্চ্চনা। এ স্তব পড়িলে পূরে তাহার কামনা॥
কিবা মৎস্য কিবা কূর্ম্ম বরাহাদি করি। সকলে সন্তুষ্ট হন তাহার উপরি॥
নারসিংহ দেব তুষ্ট তাহার উপরে। কৃপা করি যেই দেব প্রহ্লাদে উদ্ধারে॥
তাহার উপরে তুষ্ট হয়েন বামন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
পুরাণে অমৃতকথা অতি মনোহর। শুনিলে পবিত্র হয় সাধুর অন্তর॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

নৃসিংহ অবতার ও প্রহ্লাদবিবরণ।

সনৎকুমার উবাচ।

হিরণ্যকশিপুর্নাম দৈত্যানামধিপো বলী।
দিত্যাং চ জনয়ামাস কশ্যপো মুনিপুঙ্গবঃ॥

এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ ওহে মহাত্মন্॥
তব মুখে সুধাকথা শুনিয়া সাদরে। পবিত্র হইনু সবে কহিনু তোমারে॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহাত্মন্। তুমি দেব পুরাণেতে অতি বিচক্ষণ॥
নৃসিংহাবতার কথা শুনিতে বাসনা। কৃপা করি ওহে প্রভু পূরাও কামনা॥
প্রহ্লাদের বিবরণ অতি মনোরম। কৃপা করি বল তাহা ওহে মহাত্মন॥
এতেক বচন শুনি বিধির কোঙর। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিবর॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব বর্ণন। সংক্ষেপে বলিব সব ওহে ঋষিগণ॥
পূর্ব্বকালে দিতিগর্ভে জনমে নন্দন। হিরণ্য কশিপু নাম প্রবলবিক্রম॥
নিরাহারে থাকি সেই দিতির তনয়। বহুকাল তপ করে ওহে ঋষিচয়॥
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিলেন দর্শন। দৈত্যরাজে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
শুন শুন দৈত্যরাজ বচন আমার। সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তপেতে তোমার॥
মনোমত বর এবে বরহ গ্রহণ। বরদান হেতু এবে মম আগমন॥
এতেক বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর। বিনয়বচনে কহে করি যোড়কর॥
নিবেদন করি পদে ওহে ভগবন। বরদান হেতু যদি তব আগমন॥
তবে যাহা চাহি দেব চরণে তোমার। কৃপা করি দেহ তাহা ওহে গুণাধার॥
শীতরৌদ্র কণ্ঠে শৃঙ্গ অনিল অনল। কীলক পাষাণ অস্ত্র কৈল ভূমি জল॥

দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ করী মৃগ নর। গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ আদি আর বিদ্যাধর॥
এ সব হইতে যেন না হয় মরণ। তব পদে বর মাগি ওহে পদ্মাসন॥
দিবাভাগে যেন নাহি মরি প্রজাপতি। রাত্রিতে না হয় মৃত্যু আমার মিনতি॥
অভ্যন্তরে বাহ্যে মৃত্যু যেন নাহি হয়। এই বর মাগি আমি ওহে মহোদয়॥
কৃপা করি যদি প্রভু দিলেন দর্শন। এই বর মাগি আমি ওহে পদ্মাসন॥
অন্য বরে বাঞ্ছা মম কিছুমাত্র নাই। মনের বাসনা এই কহিনু গোঁসাই॥
যদি কৃপা হয়ে থাকে অধীন উপরে। মনের বাসনা পূর্ণ কর ত্বরা করে॥
এতেক বচন শুনি দেব প্রজাপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে দৈত্যপতি॥
যে বর মাগিলে তুমি নিকটে আমার। অতীব দুর্ল্লভ ইহা ধরণী মাঝার॥
তথাপি তোমারে আমি করিনু প্রদান। তাহার কারণ বলি শুন মতিমান॥
তোমার দারুণ তপ করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন॥
এরূপ তপস্যা কেহ করিবারে নারে। করিয়াছ তুমি তাহা অতি ভক্তিভরে॥
অতএব যাহা যাহা করিলে যাচন। দিলাম তোমারে তাহা ওহে মহাত্মন্॥
এখন আপন স্থলে যাহ দৈত্যপতি। তপস্যার ফল ভোগ করহ সংপ্রতি॥
এত বলি প্রজাপতি দৈত্যের ঈশ্বরে। অন্তর্হিত হয়ে যান আপনার পুরে॥
এদিকে আপন রাজ্যে গিয়া দৈত্যবর। মহাবলে রাজ্য করে বসুধা উপর॥
স্বর্গধামে তার পর করিয়া গমন। দেবতাগণের সহ আরম্ভিল রণ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে করি পরাজয়। মহানন্দে পূর্ণ করে আপন হৃদয়॥
দেবগণে ভূমিতলে বিতাড়িত করি। দেবরাজ্যে রাজা হয় সেই পাপাচারী॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ ব্যাকুল অন্তরে। বিচরণ করে সদা ধরণী উপরে॥
দীনবেশে হীনবেশে করেন ভ্রমণ। উপায় কি হবে ভাবি ব্যাকুলিত মন॥
ক্রমে ক্রমে দৈত্যরাজ মহাবল করি। শাসন করিতে থাকে ত্রিলোক উপরি॥
ত্রিলোক নিবাসীগণে করিয়া অহ্বান। সম্বোধন করি কহে দৈত্য বলবান্॥
শুন শুন মম বাক্য তোমরা সকলে। যজ্ঞ দান কভু যেন কেহ নাহি করে॥
পূজা হোম আদি নাহি হবে অনুষ্ঠান। আমার আদেশ ইহা জান সর্ব্বস্থান॥
ত্রিলোক ঈশ্বর আমি জানিবে সবাই। ত্রিলোক আমার প্রজা কহি সবাঠাঁই॥
সদত করিবে সবে আমার পূজন। আমার উদ্দেশে যজ্ঞ করিবে সাধন॥
আমার উদ্দেশে দান করিবে সকলে। আদেশ আমার ইহা ত্রিলোক উপরে॥
এতেক বচন শুনি যত প্রজাগণ। ব্যাকুল অন্তরে সবে করে বিচরণ॥
যজ্ঞ দান কেহ নাহি করিবারে পারে। দেবপূজা নষ্ট হয় ত্রিলোক ভিতরে॥
ক্রমে বিশ্বমাঝে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার। দিন দিন হয় কত নানা কদাচার॥

অধর্ম্মে ডুবিল বিশ্ব ওহে ঋষিগণ। দৈত্যের ভয়েতে নাহি নিঃসরে বচন॥
এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে। বৃহস্পতি পাশে যায় দেবগণ মিলে॥
বিনয়বচনে কহে ওহে ভগবন্। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, তুমি বিচক্ষণ॥
নীতিজ্ঞান বিরাজিত তোমার অন্তরে। করুণা করহ প্রভু সবার উপরে॥
হিরণ্যকশিপু নিল রাজত্ব সবার। সুরে কি উপায় হবে ওহে গুণাধার॥
কিরূপেতে সেই দুষ্ট হইবে নিধন। তাহার উপায় কহ ওহে ভগবন্॥
নতুবা মোদের আর নাহিক নিস্তার। সম্মুখে নেহারি মোরা ঘোর পারাবার॥
আমরা তোমার দাস ওহে মহোদয়। কি হবে মোদের গতি কহ দয়াময়॥
যদি সবে কৃপা নাহি করেন আপনি। বিনষ্ট হইব সবে জানিবে এখনি॥
এত বলি গুরুপদে করিয়া প্রণাম। করযোড়ে পুরোভাগে সকলে দাঁড়ান॥
এতেক বচন শুনি গুরু বৃহস্পতি। কহিলেন দেবগণে শুন সম্প্রতি॥
নিজ নিজ পদলাভ যেইরূপে হয়। বলিতেছি সেই কথা শুন দেবচয়॥
কালেতে সকলি ঘটে ওহে দেবগণ। কালবশে ক্ষয় বৃদ্ধি শাস্ত্রের বচন॥
যেই পুণ্য করেছিল দানব-ভূপতি। ভোগশেষ তার এবে হয়েছে সম্প্রতি॥
নিমিত্ত থাকিয়া কাল জগত-মাঝারে। করিছে সবার সব জানিবে অন্তরে॥
অবিলম্বে সেই দুষ্ট দানব ঈশ্বর। বিনষ্ট হইবে জেনো অমর নিকর॥
নিজ নিজ পদ সবে লভিবে অচিরে। আমার বচন সবে স্মরহ অন্তরে॥
অবিলম্বে সেই দৈত্য হইবে নিধন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
এখন আমার বাক্য শুন দেবগণ। ক্ষীরোদ সাগরে সবে করহ গমন॥
গমন করিয়া সবে সাগরের তীরে। কেশবের কর স্তব একান্ত অন্তরে॥
যদ্যপি স্তবেতে তুষ্ট হন ভগবান্। নিহত হইবে তবে দৈত্য বলবান্॥
তিনি তুষ্ট হলে আর ভয় বল কারে। অবিলম্বে যাহ সবে সাগরের তীরে॥
উত্তর তীরেতে সবে করিয়া গমন। একান্ত অন্তরে স্তব করহ কীর্ত্তন॥
তাঁহার অসাধ্য নাহি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে। তিনি তুষ্ট্য জগত্তুষ্ট জানিবে অন্তরে॥
আমার বচন নাহি করিও হেলন। ক্ষীরোদ সাগরে ত্বরা করহ গমন॥
সিদ্ধি লাভ হবে তাহে বচন আমার। আমার বচন ধর হৃদয় মাঝার॥
হরি বিনা নাহি গতি সংসার মাঝারে। তিনি গতি তিনি মুক্তি ভবপারাবরে॥
গুরুর বচন শুনি যত দেবগণ। সাধু সাধু ধন্যবাদ দিলেন তখন॥
শুভলগ্নে সবে পরে একত্র হইয়া। উদেযাগ করেন যেতে একান্ত হৃদয়ে॥
কিরূপে দৈত্যের পতি হইবে নিধন। নিজ নিজ পদ কিসে পাবে দেবগণ॥
তাই ভাবি শুভলগ্নে মিলিয়া সকলে। উপনীত হন আসি সাগরের কূলে॥

উত্তর তীরেতে সবে করিয়া গমন। একান্ত অন্তরে ডাকে কোথা জনার্দ্দন ॥
তুমি বিষ্ণু দয়াময় যজ্ঞের ঈশ্বর। যজ্ঞের পালক তুমি ওহে লোকেশ্বর ॥
বাসুদেব আদিকর্ত্তা শ্রীমধুসূদন। কাব্যকর্ত্তা কলাপেশ কারণ-কারণ ॥
গোবিন্দ গোপতি গোপ্তা তুমি দ্যুতিমান্। দামোদর হৃষীকেশ তুমি জ্যোতিষ্মান্ ॥
গুহাবাস ভূতাবাস তুমি সনাতন। পুণ্যমূর্ত্তি পরানন্দ অখিলজীবন ॥
লাঙ্গলী মুষলী হলী কিরীটী কুণ্ডলী। যোদ্ধা ছেত্তা মহাবীর্য্য কথুরী লেখনী ॥
স্বর্গদ কামদ তুমি পুরুষ উত্তম। তুমি যজ্ঞ বষট্‌কার ওহে নিরঞ্জন ॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি হুতাশন। ওঙ্কারস্বরূপ তুমি কমললোচন ॥
সুরাসুরপূজ্য তুমি ওহে দয়াময়। তোমার প্রসাদে হয় ভবভয়ক্ষয় ॥
গরুড় বাহন তুমি ওহে নিরঞ্জন। তোমার কটাক্ষে হয় সৃজন পালন ॥
তোমার ইচ্ছাতে হয় জগত সংসার। সবার উপরে কর করুণা বিস্তার ॥
দীনবেশে ভ্রমি মোরা অবনী মাঝারে। করুণা কটাক্ষ কর সবার উপরে ॥
সবার উপরে দয়া কর গুণাধার। তব পাদপদ্মে করি শত নমস্কার ॥

এইরূপে স্তব করে যত দেবগণ। স্তবে তুষ্ট হন হেথা দেব নিরঞ্জন ॥
আর না থাকিতে পারি সলিলভিতরে। আবির্ভূত হন আসি সবার গোচরে ॥
দেখেন তথায় আসি যত দেবগণ। করযোড়ে আছে সবে বিরস-বদন ॥
তাহা দেখি দয়াময় মধুর বচনে। সম্বোধি কহেন পরে যত দেবগণে ॥
শুন শুন দেবগণ আমার বচন। হেথা আগমন বল কিসের কারণ ॥
তোমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছি আমি। কি কার্য্য করিব তাহা বলহ এখনি ॥
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। বিনয় বচনে কহে ওহে ভগবন্ ॥
অন্তর্যামী তুমি দেব দয়ার আধার। তোমার অজ্ঞাত কিবা ব্রহ্মাণ্ড মাঝার ॥
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ড শোভে তোমার শরীরে। কেন আর জিজ্ঞাসিছ আমাসবাকারে ॥
আমরা এসেছি সবে যাহার কারণ। মনে মনে জানিতেছ ওহে ভগবন্ ॥
এখন উপায় কর ওহে দয়াময়। সতত রয়েছি সবে ব্যাকুল-হৃদয় ॥
এত শুনি ভগবান্ কহেন তখন। শুন শুন দেবগণ আমার বচন ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে নিধন মানসে। আসিয়াছ তোমা সবে আমার সকাশে ॥
জানিতে পেরেছি তাহা ওহে দেবগণ। তোমাদের স্তবে তুষ্ট হয়েছি এখন ॥
এই স্তব যেই জন পড়িবে সাদরে। মুক্তি তার করগত জানিবে অন্তরে ॥
তোমাদের স্তবে তুষ্ট হৈনু অতিশয়। হিরণ্যকশিপু বধ হইবে নিশ্চয় ॥
আপন স্থানেতে সবে করহ গমন। ভয় নাই ভয় নাই ওহে দেবগণ ॥
অচিরে দানবপতি যেইরূপে মরে। নিজ নিজ পদ পাও তোমরা সকলে ॥

তাহার উপায় আমি করিব এখন। নি:   :স যাও আপন ভবন॥
প্রভুর এতেক বাক্য শুনিয়া সকলে। নির্ভ   যান নিজ নিজ স্থলে॥
এদিকেতে দেবদেব দেব নারায়ণ। নারসিংহ ভীমমূর্ত্তি করেন ধারণ॥
বিশাল শরীর তাঁর নয়ন বিশাল। মহানখ মহাপদ দশন করাল॥
কালাগ্নি সমান তার প্রদীপ্ত আনন। শরীর আয়ত তার অনেক যোজন॥
এইরূপে মহামূর্ত্তি ধরিয়া মুরারি। ধরণী কম্পিত করে ভীমনাদ করি॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ি নিরঞ্জন। হিরণ্যকশিপুপুরে দিলেন দর্শন॥
তাহা দেখি দৈত্যগণ কুপিত অন্তরে। বেষ্টন করিল আসি সঘনে তাহারে॥
তাহা দেখি দেবদেব অখিলরঞ্জন। একে একে সকলেরে করেন নিধন॥
দৈত্যের সুরম্য সভা ভঞ্জন করিয়ে। আস্ফালন করে প্রভু সানন্দ হৃদয়ে॥
যারা যারা সেই স্থানে করে আগমন। নারসিংহ দেবে করেছিল নিবারণ॥
মুহূর্ত্ত মাঝারে তারা গেল যমালয়। কত দৈত্য মরে তাহা গণিবার নয়॥
অদ্ভুত কাণ্ড হেরি অন্যান্য সকলে। পলায়ন করে সবে সভীত অন্তরে॥
কার সাধ্য প্রভু পানে করে দরশন। চারিদিকে হাহাকার উঠিল তখন॥
মাঝে মাঝে নারসিংহ ছাড়েন হুঙ্কার। হুঙ্কারেতে হয় কত জীবের সংহার॥
তাহা দেখি দানবের যত অনুচর। নিবেদন করে গিয়া প্রভুর গোচর॥

সংবাদ পাইয়া পরে দানব ভূপতি। নৃসিংহ উপরে হন অতি ক্রোধমতি॥
দৈত্যশ্রেষ্ঠগণে পরে করি সম্বোধন। কহিলেন শীঘ্র রণে করহ গমন॥
তিলার্দ্ধ বিলম্ব আর না কর সকলে। অবিলম্বে সবে যাহ চতুরঙ্গ দলে॥
অস্ত্র শস্ত্র যথারীতি করিয়া বর্ষণ। অবিলম্বে সেই দুষ্টে করহ নিধন॥
আদেশ পাইয়া যত দৈত্য অনুচর। চতুরঙ্গ দলে সাজে অতি শীঘ্রতর॥
রণবাদ্য ঝণু ঝণু বাজে তালে তালে। অবিলম্বে যায় সবে সমরের স্থলে॥
নৃসিংহ দেবেরে সবে করিয়া দর্শন। ঘন ঘন অস্ত্র শস্ত্র করে বরিষণ॥
কত অস্ত্র মারে তাহা কে গণিতে পারে। সব অস্ত্র পড়ে গিয়া নৃসিংহ উপরে॥
শরীরে পড়িয়া অস্ত্র চূর্ণীকৃত হয়। অট্ট অট্ট হাস্য করে দেব দয়াময়॥
ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে নিরঞ্জন। একে একে যত দৈত্য হইল নিধন॥
যত দৈত্য এসেছিল সমর মাঝারে। একে একে পড়ি সবে যায় যমঘরে॥
সংবাদ পাইয়া পরে দৈত্য-অধিপতি। রোষেতে দ্বিগুণ জ্বলি হয় ক্রোধমতি॥
অষ্টাশী সহস্র দৈত্যে করি সম্বোধন। অবিলম্বে সমরেতে করিল প্রেরণ॥
চারিদিকে যত দৈত্য আসিয়া সকলে। নৃসিংহ প্রভুরে ক্রমে অবরোধ করে॥
তাহা দেখি মৃদু হাস্য করি নিরঞ্জন। ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়েন তখন॥

হুঙ্কারেতে কত সৈন্য পড়ে ধরাতলে। অচেতন হয়ে কেহ পড়িল ভূতলে॥
অবশিষ্ট দৈত্যগণ আরম্ভে সমর। চারিদিকে রণবাদ্য বাজে নিরন্তর॥
অস্ত্র শস্ত্র সবে পরে করিয়া গ্রহণ নৃসিংহ উপরে করে ঘন বরিষণ॥
কিছুতেই দৃক্‌পাত প্রভু নাহি করে। অট্ট হাস্য মাঝে মাঝে বদনবিবরে॥
মাঝে মাঝে হুহুঙ্কার ছাড়ে ঘন ঘন। নখাঘাতে কত দৈত্যে করেন নিধন॥
ক্রমে ক্রমে সব দৈত্য পড়িল সমরে। সংবাদ পশিল দৈত্যপতির গোচরে॥
মহাক্রুদ্ধ দৈত্যরাজ হইয়া তখন। লোহিত লোচনে করে সঘনে দর্শন॥
অন্য অন্য দৈত্যগণে করি সম্বোধন। রোষের ভরেতে কহে করহ শ্রবণ॥
কেন এত ভয় সবে করিছ অন্তরে। কাপুরুষ এত কেন বলহ আমারে॥
আমার বচন সবে করহ ধারণ। রণমাঝে দ্রুতগতি করহ গমন॥
যদ্যপি সমরে নাহি হও অগ্রসর। আর নাহি থেকো সবে আমার গোচর॥
জীবন লইয়া সবে কর পলায়ন। কলঙ্ক রাখিলি তোরা ওরে দুরাত্মন্॥
এতেক বচন শুনি যত দৈত্যগণ। মার্ মার্ করি সবে সাজিল তখন॥
অস্ত্র শস্ত্র করি সবে নিজ নিজ করে। অবিলম্বে উপনীত সমরের তরে॥
সমরভূমিতে সবে করিয়া গমন। হুহুঙ্কার সিংহনাদ ছাড়ে ঘন ঘন॥
বাহ্বাস্ফোট করে কেহ উন্মত্ত হইয়ে। লম্ফ ঝম্প দেয় কত নির্ভয় হৃদয়ে॥
নানা অস্ত্র তার পর জুড়ি শরাসনে। ঘন ঘন মারে তাহা নারসিংহ পানে॥
তাহা হেরি নারসিংহ অতি ক্রুদ্ধমন। অবিলম্বে সবাকারে করেন নিধন॥
জনকয় মাত্র দৈত্য অবশিষ্ট রয়। পলায়ন করে তারা ওহে দ্বিজচয়॥
হেনকালে অস্ত যান দেব দিবাকর। অন্ধকার ঘেরে আসি দিগ্‌দিগন্তর॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য অতি রোষভরে। অস্ত্র শস্ত্র মারে কত নারসিংহোপরে॥
তাহা দেখি নারসিংহ হয়ে ক্রুদ্ধমন। সভাদ্বারে দৈত্যবরে করেন ধারণ॥
সবলে তাহারে ধরি নখর প্রহারে। বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন অবিলম্বে করে॥
প্রভুর ভীষণ তীক্ষ্ণ নখর-নিচয়। দৈত্যবক্ষে বিদ্ধ হয়ে নিমজ্জিত রয়॥
তাহা দেখি ভগবান্ চিন্তিয়া অন্তরে। বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করে॥
ঘন ঘন বিকম্পিত করেন নখর। খণ্ড খণ্ড হয় তাহে দৈত্যকলেবর॥
অট্ট অট্ট হাস্য দেব করেন তখন। তাহা দেখি মহাতুষ্ট যত দেবগণ॥
ব্রহ্মর্ষি তাপস যত আসিয়া তথায়। পুষ্পবৃষ্টি করে সবে প্রভুর মাথায়॥
যথাবিধি নরসিংহে করেন পূজন। আনন্দে মগন হন যত দেবগণ॥
তার পর প্রজাপতি দেব পদ্মাকর। আনালেন প্রহ্লাদেরে সবার গোচর॥
হিরণ্যকশিপুপুত্র সেই মহাত্মন্। বাল্যকাল হতে তিনি কৃষ্ণপরায়ণ॥

উদার চরিত তিনি অতি মহোদয়। কৃষ্ণনামে পুলকিত হৃদি তাঁর হয়॥
কৃষ্ণনাম যদি তিনি করেন শ্রবণ। নেত্রপদেন প্রেম অশ্রু হয় নিপতন॥
হরিনাম যদি পশে শ্রবণবিবরে। উন্মত্ত হয়েন তিনি প্রেমবেগভরে॥
হরি নামে এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার। অগ্নিভয় নাহি ছিল হৃদয় মাঝার॥
জলভয় নাহি ছিল অন্তর ভিতরে। সর্পভয় হৃদি হতে গিয়েছিল দূরে॥
বাল্যকালে তিনি যত শিশুদের সনে। প্রমত্ত হতেন সদা হরিনাম গানে॥
রোষ হিংসা দ্বেষ নাহি আছিল তাঁহার। সর্ব্বগুণে গুণবান্ সেই গুণাধার॥
ঐশ্বর্য্য সুখেতে তাঁর না ছিল বাসনা। হরিভক্তি হৃদি মাঝে এইত কামনা॥
অলঙ্কারে বাঞ্ছা নাহি আছিল তাঁহার। একমাত্র ধর্ম্ম তাঁর ছিল অলঙ্কার॥
এ হেন ধার্ম্মিক সেই দৈত্যের কুমারে। বসালেন প্রজাপতি সিংহাসনোপরে॥
দেবরাজ স্বর্গরাজ্য লভি পুনর্ব্বার। নৃসিংহ দেবেরে পূজা করে গুণাধার॥
প্রহ্লাদ রাজত্ব পেয়ে ধর্ম্মত শাসনে। পুত্রনির্ব্বিশেষে পালে যত প্রজাগণে॥
তাঁহার শাসনগুণে যত প্রজাগণ। পরম সুখেতে কাল করয়ে যাপন॥
এদিকে নৃসিংহ দেব শ্রীশৈল শিখরে। অধিষ্ঠিত হন গিয়া সানন্দ অন্তরে॥
সেই স্থানে মিলি সবে যত দেবগণ। যথাবিধি নারসিংহে করেন পূজন॥
তদবধি সেই স্থান খ্যাত ধরাতলে। পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে অন্তরে॥
নৃসিংহ-মাহাত্ম্য কথা শুনে যেই জন। অথবা ভকতি করি করে অধ্যয়ন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধু নর। অন্তিমে সে জন যায় অমর নগর॥
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র নাহিক সংশয়। বিদ্যার্থীর হয় বিদ্যা শাস্ত্রে হেন কয়॥
ইহার প্রসাদে হয় কামার্থীর কাম। ধনার্থী লভয়ে ধন জ্ঞানার্থীর জ্ঞান॥
পুরাণ শুনিলে হয় ভববন্ধ ক্ষয়। শুনিলে পবিত্র হয় শ্রোতার হৃদয়॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

মৎস্যাবতার বর্ণন।

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে মীনাবতারমুত্তমং।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে পাপাদুপপাতকবিস্তরাৎ॥

বিধিসুতমুখে সব করিয়া শ্রবণ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত ঋষিগণ॥
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্বকাহিনী। হেনকথা কারো মুখে কভু নাহি শুনি॥
এখন বাসনা যাহা করিতে শ্রবণ। বিস্তার করিয়া তাহা করহ বর্ণন॥

মৎস্যাবতার কথা শুনিতে বাসনা। কৃপা করি কহি দেব পূরাও কামনা॥
কেন বা মেদিনী নাম বসুমতী ধরে। কিরূপে বিনাশে হরি মধুকৈটভেরে॥
সেই কথা কহ এবে করিয়া বিস্তার। শুনিয়া পবিত্র কথা পাইব উদ্ধার॥
এত শুনি মিষ্টভাষে বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
পূর্ব্বকালে জগৎপতি পুরুষ উত্তম। যোগনিদ্রাগত ছিল করিয়া শয়ন॥
আনন্দ শয্যায় শুয়ে ছিলেন ঈশ্বর। একপে প্রসুপ্ত রহে সেই শার্ঙ্গধর॥
সহসা শ্রবণদ্বয় হইতে তাঁহার। দুই দৈত্য জন্ম লয় অতি চমৎকার॥
স্বেদবিন্দুদ্বয় পড়ে কর্ণদ্বয় হতে। তাহে দুই দৈত্য জন্মে ধরণীতলেতে॥
শ্রীমধুকৈটভ নাম ধরে দুই জন। এইরূপে দুই দৈত্য লভিল জনম॥
বিপুল শরীব দোঁহে মহাবীর্য্যবান। মহাবল নাহি কেহ তাদের সমান॥
এদিকে শয়নে ছিল পুরুষ উত্তম। তাঁর নাভি হতে হৈল পদ্মের জনম॥
বৃহৎ কমল সেই অতি মনোহর। সেই পদ্মে জন্ম নিল কমল-আকর॥
ব্রহ্মারে সম্বোধি বিষ্ণু কহেন তখন। শুন শুন পদ্মযোনি আমার বচন॥
আমার আদেশ তুমি ধরি শিরোপরে। প্রজাসৃষ্টি কর এবে কহিনু তোমারে॥
প্রভুর আদেশ ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ। তথাস্তু বলিয়া আজ্ঞা করেন গ্রহণ॥
প্রজাসৃষ্টি আরম্ভিল দেব পদ্মযোনি। হেনকালে শুন সবে অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হেনকালে দুই দৈত্য লভিল জনম। যাহাদের কথা পূর্ব্বে করিনু বর্ণন॥
ব্রহ্মার সকাশে আসি সে অসুরদ্বয়। বল করি বেদশাস্ত্র অপহরি লয়॥
শাস্ত্রজ্ঞান দুই জনে করিল হরণ। জ্ঞানহীন কাজে কাজে হন পদ্মাসন॥
মনে মনে চিন্তা করে দেব পদ্মযোনি। হেন চমৎকার কভু নাহি দেখি শুনি॥
আজ্ঞা দিল প্রভু মোরে করিতে সৃজন। জ্ঞানহীন হৈনু আমি অধম দুর্জ্জন॥
কিরূপে সৃজন আমি করিব প্রজার। চারিদিকে দেখিতেছি ঘোর পারাবার॥
এইরূপ চিন্তা করি দেব পদ্মাসন। মনে মনে নারায়ণে করেন স্মরণ॥
বেদশাস্ত্র মনে মনে স্মরিতে লাগিল। তথাপি মনেতে তাঁর কিছু না আসিল॥
একাগ্র মনেতে শেষে পুরুষ উত্তমে। স্তব করে পদ্মযোনি বিনয় বচনে॥
বেদের নিধান তুমি শাস্ত্রের নিধান। তোমার চরণে প্রভু করি গো প্রণাম॥
যজ্ঞনিধি কর্ম্মনিধি তুমি নারায়ণ। তোমারে প্রণাম করি ওহে জনার্দ্দন॥
যোগের স্বরূপ তুমি যোগীর ঈশ্বর। নমস্কার করি প্রভু চরণ উপর॥
সচ্চিদাত্মা নিত্যধন সর্ব্বজ্ঞানময়। পরম পুরুষ তুমি ওহে মহোদয়॥
তুমি সাম তুমি ঋক্ তুমি যজুর্ব্বেদ। তোমার মহিমা নাহি জানে কোন বেদ॥
যজ্ঞমূর্ত্তি তুমি দেব তুমিই অক্ষয়। সর্ব্বরূপধারী তুমি ওহে যোগময়॥

যাহে সর্ব্বজ্ঞান পাই ওহে জনার্দ্দন। তাহার উপায় কর এই আকিঞ্চন॥
তোমার চরণে করি শত নমস্কার। অধীনে করুণা কর দয়ার আধার॥
এইরূপে স্তব করে দেব পদ্মযোনি। তাহা শুনি মহাতুষ্ট প্রভু নীলমণি॥
ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে গদাধর। কহিলেন শুন শুন ওহে পদ্মাকর॥
অনুত্তম জ্ঞান তোমা করিব অর্পণ। নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি থাক পদ্মাসন॥
এতেক ব্রহ্মারে বলি দেব গদাধর। মনে মনে চিন্তা প্রভু করে অতঃপর॥
ব্রহ্মার বিজ্ঞান কেবা করিল হরণ। এত বলি ধ্যানযোগে করেন দর্শন॥
হরিয়াছে দুই দৈত্য ব্রহ্মার বিজ্ঞান। তাহা দেখি মনে ভাবে প্রভু ভগবান্॥
বহুক্ষণ মনে মনে করিয়া চিন্তন। মৎস্যরূপ জনার্দ্দন করিল ধারণ॥
জ্ঞানময় মৎস্যমূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। প্রবেশ করিল গিয়া সাগর-ভিতর॥
সাগর সংক্ষোভ করি দেব জনার্দ্দন। প্রবেশ করিল গিয়া পাতালে তখন॥
দেখিলেন দুই দৈত্য নিদ্রিত তথায়। বিমোহিত করে দেব দোঁহারে মায়ায়॥
দুই জনে বিমোহিত করে জনার্দ্দন। বেদশাস্ত্র বিজ্ঞানাদি করেন গ্রহণ॥
পাতালে আছিল যত তাপসনিকর। জনার্দ্দনে স্তব করে হয়ে একান্তর॥
বেদ জ্ঞান পেয়ে পরে দেব জনার্দ্দন। ব্রহ্মার নিকটে আসি করেন দর্শন॥
তার পর মৎস্যরূপ করি পরিহার। যোগনিদ্রাগত হন দেব দয়াধার॥
এদিকে বিমুগ্ধ ছিল সেই দৈত্যদ্বয়। ক্ষণপরে দুই জনে জাগরিত হয়॥
জাগরিত হয়ে দোঁহে করিল দর্শন। বেদশাস্ত্র জ্ঞান আদি হয়েছে হরণ॥
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ হইয়া অন্তরে। দুই জনে দ্রুতগতি চলিল সাগরে॥
দুই জনে তথা গিয়া করিল দর্শন। যোগনিদ্রাগত আছে পুরুষ উত্তম॥
তখন কহিল দোঁহে কর দরশন। এই ধূর্ত্ত করিয়াছে অস্ত্রাদি হরণ॥
এখন এখানে আসি সাধুর আকারে। শয়ন করিয়া আছে সাগর-উপরে॥
এত বলি দুই জনে হয়ে ক্রুদ্ধমন। ভগবানে জাগরিত করিল তখন॥
তার পর কহে দোঁহে করহ শ্রবণ। যুদ্ধ আশে আসিয়াছি তোমার সদন॥
নিদ্রা হতে গাত্রোত্থান কর মহাশয়। দেখি যুদ্ধে কার হয় জয় পরাজয়॥
এতেক বচন শুনি পুরুষ উত্তম। সহাস্যবদনে পরে কহেন তখন॥
তোমা দোঁহাসনে আমি করিব সমর। তাহে ভীত নহে কভু আমার অন্তর॥
এত বলি শরাসন করিয়া গ্রহণ। যথারীতি গুণ তাহে করি আরোপণ॥
ঘন ঘন দেন তাহে ভীষণ টঙ্কার। শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করে দয়াধার॥
দৈত্যদ্বয় ধনু ধরি অতি ভয়ঙ্কর॥ ঘন ঘন শব্দ করে ধরণী-উপর॥
ক্রমে আরম্ভিল যুদ্ধ শ্রীহরির সনে। ভগবান করে যুদ্ধ সহাস্য বদনে॥

কত অস্ত্র মারে দৈত্য কে করে গণন। অবাধে নাশেন তাহা শ্রীমধুসূদন॥
যত অস্ত্র মারে দৈত্য হরির উপরে। তিল তিল করে হরি শূন্যের উপরে॥
এইরূপে দীর্ঘকাল চলিল সমর। কিছুতে না পারে সেই দানবযুগল॥
তার পর নারায়ণ শার্ঙ্গ ধরি করে। মহাভীম শর মারে দোঁহার উপরে॥
বাণ দেখি দুই দৈত্য ব্যথিত অন্তর। ঘূর্ণিত হইয়া পড়ে ভুমির উপর॥
দুন্দুভির ধ্বনি হয় স্বরগ উপরে। পুষ্পবৃষ্টি হয় কত শ্রীহরির শিরে॥
আনন্দে মজিল যত অমরনিকর। হরিস্তব করে সবে প্রফুল্ল-অন্তর॥
এইরূপে দৈত্যদ্বয়ে করিয়া সংহার। শ্রীহরি চলিয়া যান আপন আগার॥
তার পর পদ্মযোনি প্রফুল্ল অন্তরে। দানবদ্বয়ের মেদ লইয়া সাদরে॥
তাহা দ্বারা বসুমতী করেন সৃজন। মেদিনী আখ্যান হয় এই সে কারণ॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যাহা ঋষিগণ। বর্ণন করিনু তাহা সবার সদন॥
নিত্য নিত্য ইহা যদি অধ্যয়ন করে। অন্তিমে সে জন যায় শ্রীহরির পুরে॥
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ। শুনিলে পাপের মুক্তি অন্তিমে নির্ব্বাণ॥

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

যম ও তদীয় ভগ্নীর উপাখ্যান।

সনৎকুমার উবাচ।

ধর্ম্মএব পরো বন্ধু ধর্ম্ম এব পরাৎপরঃ।
ধর্ম্মে চ সংস্থিতা পৃথ্বী নিশ্চিতং ঋষিপুঙ্গবাঃ।

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত ঋষিগণ। নিবেদন ওহে প্রভু ব্রহ্মার নন্দন॥
শুনিতেছি তব মুখে ধর্ম্মের কাহিনী। যত শুনি তত ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ শুনি॥
ধর্ম্মকথা শুনিবারে বাসনা সবার। অন্তরে বিশ্বাস আছে ধর্ম্মমাত্র সার॥
ধর্ম্ম যে প্রধান তাহা জানিব কেমনে। দৃষ্টান্ত দেখাও তার সবার সদনে॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
ধর্ম্ম হতে কিছু নাহি জগত ভিতরে। ধর্ম্মমাত্র শ্রেষ্ঠ জান আপন অন্তরে॥
ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে এই বসুমতী। ধর্ম্ম হেতু লভে লোক অতুল সুখ্যাতি॥
অধর্ম্ম বশেতে যায় নরক-ভিতর। ধর্ম্মকথা শুন এবে তাপসনিকর॥
কশ্যপ ঔরসে আর অদিতি-জঠরে। দেবদেব সূর্য্যদেব নিজজন্ম ধরে॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্মে যুগল সন্তান। যম আর যমী হয় অপরের নাম॥
দোঁহে জন্ম ধরি সুখে পিতার আগারে। শশিকলা সম ক্রমে দিনে দিনে বাড়ে॥

এক সঙ্গে ক্রীড়া আদি করে দুই জন। একত্র গমন আর একত্র শয়ন॥
এইরূপে বাল্যকাল সমতীত হয়। দোঁহার হইল ক্রমে যৌবন উদয়॥
একদিন যমী যমে করি সম্বোধন। ধীরে ধীরে কহিতেছে সুমিষ্ট বচন॥
শুন শুন মহোদয় বচন আমার। সর্ব্বগুণে গুণবান্ তুমি গুণাধার॥
বুদ্ধে-বিচক্ষণ তুমি পরম সুন্দর। নয়ন মোহন তব চারু কলেবর॥
এবে এক কথা কহি শুন মহামতি। ভগিনী হয়েছে যোগ্যা দেখহ সংপ্রতি॥
সুন্দর যুবতী আমি কর দরশন। হেরিছ রূপের ছটা ওহে বিচক্ষণ॥
আমার এ হেন রূপ করি দরশন। কেন না কামনা কর বলহ এখন॥
ভ্রাতৃভাবে বাল্য হতে অতীব যতনে। একত্র রয়েছি সদা গমনে শয়নে॥
তবে কেন মোর পতি নাহি হও তুমি। তব তরে সুচঞ্চলা রহিয়াছি আমি॥
কামভাব জন্মিয়াছে হৃদয়ে আমার। এই হেতু নিবেদন ওহে গুণাধার॥
আমার বচনে মোরে করহ গ্রহণ। ইথে পাপ নাহি তব হবে কদাচন॥
যাচিতেছে সহোদরা নিজ ইচ্ছামতে। ইথে কভু নাহি পাপ জানিবেক চিতে॥
যদি তুমি নাহি মোরে করহ গ্রহণ। অনলে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন॥
কামদুঃখ নাশিবারে কোন্ জন পারে। বল দেখি ওহে ভ্রাতঃ সে কথা আমারে
কামের উদ্রেক যদি হৃদি মাঝে হয়। পঞ্চশর পঞ্চ শর হাতে তুলি লয়॥
হেন ঘুন মারে তাহা বিরহী উপরে। বিরহী জনের হৃদি খণ্ড খণ্ড করে॥
কামানলে জর্জ্জরিত আমার অন্তর। রতিদানে অবিলম্বে করহ শীতল॥
কামার্ত্তা হইয়া যদি যাচয়ে রমণী। পূরাবে তাহার বাঞ্ছা শাস্ত্রে হেন গণি॥
আহা মরি কিবা তব চারু কলেবর। মম অঙ্গে যুক্ত কর ওহে প্রাণেশ্বর॥
এতেক বচন শুনি সূর্য্যের নন্দন। ধীরে ধীরে ভগিনীরে কহেন তখন॥
কি বলিলে সহোদরে শুনি লজ্জা পায়। এ হেন ঘৃণিত কাজ শিখিলে কোথায়॥
হেন কাজে উপরোধ কর কি কারণ। মহাপাপ হয় কৈলে সোদর গমন॥
সজ্ঞানেতে কোন জন হেন কাজ পারে। আর নাহি বল ইহা আমার গোচরে॥
সহোদর সহোদরা করিলে গমন। পশুর ধরম ইহা শাস্ত্রের লিখন॥
পশুদের কিছুমাত্র নাহিক বিচার। হেন কাজ যম সদা করে পরিহার॥
তব মুখে হেন কথা না শোভে কখন। হেন কথা নাহি আর কহ কদাচন॥
এতেক বচন শুনি যমী পুন কয়। শুন শুন ওহে ভ্রাতঃ তুমি মহোদয়॥
আমা দোঁহে মিলনেতে কিছু দোষ নাই। তাহার প্রমাণ শুন বলি তব ঠাঁই॥
উভয়ে একত্রে ছিনু জননী-জঠরে। তাহে যথা নাহি দোষ বুঝহ অন্তরে॥
সেইরূপ যৌবনেতে মোরা দুই জন। যদ্যপি সংযুক্ত হই ওহে মহাত্মন্॥

ইথে কভু দোষ নাহি হবে মহোদয়। বিচারি করহ যাহা সমুচিত হয়॥
আরো এক কথা বলি শুন বিচক্ষণ। রাক্ষসেরা সদা করে ভগিনীগমন॥
অতএব মম বাক্য রাখহ সত্বর। পত্নীত্বে স্বীকার মোরে কর অতঃপর॥
যমীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুনরায় কহে যম প্রবোধ বচন॥
শুন শুন ওহে ভগ্নী বচন আমার। অধর্ম্ম করিলে হয় পাপের সঞ্চার॥
যেরূপ বিধান আছে শাস্ত্রের ভিতরে। তাহার অন্যথা যদি কোন জন করে॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরজন। অতএব তাহা ত্যাগ করিবে সুজন॥
অনিন্দিত ধর্ম্ম যাহা শাস্ত্রের বিধান। তার আচরণ সদা করিবে ধীমান॥
নিন্দিত করম ত্যাগ করিবে যতনে। ধর্ম্মের লক্ষণ ইহা কহি তব স্থানে॥
সংসারে জনমি যত সাধু মহাজন। যতনে করেন সদা যাহা আচরণ॥
ইতর জনেরা তাহা দরশন করি। অনুগামী হয় তার অন্তরে বিচারি॥
এইরূপ জগতের যত সব জন। নবকার্য্য করে সদা শুনহ বচন॥
শুনহ ভগিনী এবে বচন আমার। হেন কাজে মতি কভু দিও নাহি আর॥
আমার সদনে যাহা কহিলে বচন। হেন কথা মুখে নাহি আন কদাচন॥
অতি পাপকর ইহা জানিবে অন্তরে। যতনে ত্যজিবে ইহা কহিনু তোমারে॥
ইহার সমান পাপ নাহি কোথা আর। ধরম-বিরুদ্ধ ইহা শাস্ত্রের বিচার॥
আমার বচন হৃদে করহ ধারণ। আমা হতে রূপবান্ আছে যেই জন॥
আমা হতে গুণশালী যেই জন হয়। তাহারে অর্পণ কর আপন হৃদয়॥
তাহারে পতিত্বে তুমি করিয়া বরণ। প্রণয় প্রসঙ্গে কাল করহ যাপন॥
পতিযোগ্য নহে আমি জানিবে তোমার। তব তনু স্পর্শ কৈলে পাপেরসঞ্চার॥
হেন কাজ আমি নাহি পারিব কখন। ধরমবিরুদ্ধ ইহা শাস্ত্রের লিখন॥
ভগিনী গমন করে যেই সহোদর। চিরকাল রহে সেই নরকভিতর॥
অতএব মম বাক্য করহ গ্রহণ। অধর্ম্ম অন্তর হতে করহ বর্জ্জন॥
এতেক বচন শুনি যমী পুন কয়। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয়॥
তোমার মোহন রূপ করি দরশন। ভুলিয়াছে মম হৃদি ভুলেছে নয়ন॥
আর কোথা আছে তব রূপের সমান। জগতে এ হেন রূপ নাহি বিদ্যমান॥
রূপের তুলনা তব কোথা নাহি পাই। মরি মরি লয়ে তব রূপের বালাই॥
নাহি দেখি কোথা হেন চারুকলেবর। কেন নাহি রাখ কথা ওহে সহোদর॥
বৃক্ষেরে আশ্রয় করে লতিকা যেমন। তোমারে ধরেছি আমি জানিবে তেমন॥
আমারে বিদায় করা উচিত না হয়। তুমি অতি বিচক্ষণ ওহে মহোদয়॥
যতনে লইনু আমি তোমার শরণ। বাহুদ্বয়ে পশি মোরে কর আলিঙ্গন॥

রমণ করহ তুমি আমার সহিতে। বাহুপাশে ধর মোরে আনন্দিতচিতে ॥
আমার বচন নাহি করহ হেলন। একান্ত অধীনী আমি লইনু শরণ।
এতেক বচন শুনি রবির তনয়। গম্ভীরবচনে পুন ভগিনীরে কয় ॥
পুনঃ পুনঃ কেন কহ এ হেন বচন। অপর পুরুষে শীঘ্র করহ বরণ ॥
রমণ করহ তুমি তাহার সহিতে। আনন্দ লভিবে তাহে আপনার চিতে ॥
তব রূপ যেই জন করি দরশন। কামার্ত্ত হইয়া হবে বিমোহিত মন ॥
পতিত্বে বরণ তুমি করহ তাহারে। লভিবে অতুল সুখ আপন অন্তরে ॥
পরম রূপসী তুমি পরম সুন্দরী। চারুকলেবর তব রবির কুমারী ॥
তোমারে লভিতে বাঞ্ছা করে সব জন। তোমার ভাবনা কিবা বলহ এখন ॥
পরম সুন্দর হয় যেই মহামতি। তাহারে বরণ কর ওহে গুণবতি ॥
মোর পাশে আর নাহি কহ কুবচন। বিষ্ণুগত প্রাণ মম বিষ্ণুগত মন ॥
বিগর্হিত পন্থা আমি ভাল নাহি বাসি। অশক্ত ইহাতে আমি শুনহ রূপসি ॥
পুনশ্চ তোমারে আমি করি নিবারণ। আমার নিকট হতে করহ গমন ॥
ধৃতব্রত হয়ে আমি রহি নিরন্তর। বিষ্ণুতে আমার চিত্ত আছে ততপর ॥
পুনশ্চ বিরক্ত যদি করহ আমারে। অভিশাপ দিব আমি কহিনু তোমারে ॥
বিপরীত ফল তাহে ঘটিবে তোমার। চিত্ত হতে পাপ এবে কর পরিহার ॥
যমের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মলিনবদনে যমী করিল গমন ॥
আর নাহি কোন কথা কহিল যমেরে। মলিনবদনে চলে অতি ধীরে ধীরে ॥
অভিশাপ ভয়ে তার ভীত হৈল মন। আপন গৃহেতে পরে করিল গমন ॥
যমের ধরম সবে করে দরশন। দৃঢ়ব্রত হেন আর নাহি কোন জন ॥
পাপকাজে কভু যম নাহি দিল মতি। এ হেতু দেবত্ব পায় সেই মহামতি।
পরম ধার্ম্মিক যম বিষ্ণুগত মন। তাহার সমান নাহি এ তিন ভুবন ॥
নারায়ণে চিত্ত দেয় যেই মহামতি। অন্তিমে তাহার হয় সুরপুরে গতি ॥
যেই জন নিত্য পড়ে এই উপাখ্যান। অথবা শ্রবণ করে যেই মতিমান্ ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় যেই সাধুজন। অনন্ত স্বরগ লাভ শাস্ত্রের বচন ॥
বিপ্রকুলে জন্ম ধরি যেই মহামতি। এই উপাখ্যান পড়ে হয়ে শুদ্ধমতি ॥
পিতৃকুল সমুজ্জ্বল সে জনের হয়। দিব্য জ্যোতিঃ লভে সেই নাহিক সংশয় ॥
প্রতিদিন ইহা যদি অধ্যয়ন করে। ঋণদায়ে মুক্ত হয় শ্রীহরির বরে ॥
শমনের ভয় তার কভু নাহি রয়। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥
ধর্ম্মকথা ঋষিগণ করিনু কীর্ত্তন। ধর্ম্মই সবার শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বচন ॥
ধর্ম্মহতে নাহি কিছু জগত ভিতরে। শ্রীহরি রক্ষেন সদা ধার্ম্মিক জনেরে ॥

ধর্ম্মকথা যেই জন করে অধ্যয়ন। অথবা ভকতি করি করয়ে শ্রবণ।
তাহার যতেক পাপ বিনাশিত হয়। অন্তর বিশুদ্ধ হয় নাহিক সংশয়।
যেই জন ধর্ম্মকথা শুনে ভক্তিভরে। পরম আনন্দ পায় আপন অন্তরে॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় শাস্ত্রের বচন। মহাসুখে করে সেই সময় যাপন॥
শমনের ভয় তার কভু নাহি রয়। অন্তিমে স্বরগপুর লভয়ে নিশ্চয়॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। বর্ণন করিনু তাহা সবার সদন॥
ধর্ম্মকথা কত কব কে বলিতে পারে। ধর্ম্মের বিচিত্র গতি জানিবে সংসারে॥
ধর্ম্মরক্ষা করে যেই সেই সাধুজন। ধর্ম্মরক্ষা করে যেই সেই ত নন্দন॥
ধর্ম্মরক্ষা করে যেই সেই ত রমণী। ধর্ম্মরক্ষা করে যেই তারে ভৃত্য গণি॥
পুত্র হয়ে পিতৃআজ্ঞা করিলে পালন। প্রকৃত তনয় সেই শাস্ত্রের বচন॥
ভৃত্য হয়ে প্রভু-আজ্ঞা যেই জন রাখে। শুভগতি পায় সেই গিয়া পরলোকে॥
পত্নী হয়ে পাতিব্রত্য করিলে পালন। সে নারী করিতে পারে অসাধ্য সাধন॥
অতএব ধর্ম্মকথা কি বলিব আর। শুনিলে ধরম কথা পুণ্যের সঞ্চার॥
এবে যাহা শুনিবারে হয় আকিঞ্চন। বল তাহা কহিতেছি ওহে ঋষিগণ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

পাতিব্রতাসংবাদ।

সনৎকুমার উবাচ।

আসীৎ কশ্চিদ্দ্বিজো ব্রহ্মন্ মধ্যদেশে চ ভারতে।
নন্দীগ্রামে মহাতেজাঃ সদা ধর্ম্মপরায়ণঃ॥

সৌনকাদি ঋষিগণ সনতকুমারে। জিজ্ঞাসেন পুনরায় সুমধুর-স্বরে॥
আহা মরি কিবা শুনি ধরমকাহিনী। কহ কহ পুনরায় ওহে মহামুনি॥
পাতিব্রতাধর্ম্মকথা শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
হেন পতিব্রতা বল ছিল কোন্ নারী। কহ কহ সেই কথা কহ কৃপা করি॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
মধ্যদেশে নন্দী নামে ছিল এক গ্রাম। দ্বিজ এক সেই স্থানে করে [illegible]॥
পরম পণ্ডিত সেই ধর্ম্মপরায়ণ। অধর্ম্মেতে কভু তার নাহি যায় মন॥
প্রত্যহ প্রভাতে আর সন্ধ্যার সময়ে। অগ্নিহোম করে দ্বিজ একান্ত-হৃদয়ে॥
যদ্যপি গৃহেতে আসে অতিথি ব্রাহ্মণ। বিধানে আতিথ্য তাঁর করনে সাধন॥

প্রতিদিন নারায়ণে করেন পূজন। এইরূপে দ্বিজ কাল করয়ে যাপন॥
তাঁহার রমণী ছিল সাবিত্রী আখ্যান। পতিব্রতা নাহি ছিল তাঁহার সমান॥
পতিসেবা সদা করে আনন্দিতমনে। পতিপ্রিয় সাধে সদা অতীব যতনে॥
হেনকালে শুন শুন ওহে ঋষিগণ। এদিকে ঘটিল এক আশ্চর্য্য ঘটন॥
কোশলদেশেতে এক বিপ্রের বসতি। যজ্ঞশর্ম্মা নাম তার অতি মহামতি॥
তাহার রমণী ছিল রোহিণী আখ্যান। পতিব্রতা সেই নারী খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
কালবশে সেই নারী গর্ভবতী হয়। তাহার উদরে এক জন্মিল তনয়॥
যথাবিধি কার্য্য যত করিয়া সাধন। যজ্ঞশর্ম্মা নাম তার করেন রক্ষণ॥
দেবশর্ম্মা নাম তার করেন রক্ষণ। দিন দিন বাড়ে শিশু অতি মনোরম॥
ক্রমে ক্রমে যথাকাল উপনীত হয়। যজ্ঞ-উপবীত দেয় বিপ্র মহোদয়॥
যথাবিধি উপনীত হইয়া নন্দন। করিলেন বেদশিক্ষা জনক-সদন॥
তার পর কালবশে জনক তাঁহার। পীড়িত হইয়া দেহ করে পরিহার॥
পিতার মরণে পুত্র হইয়া কাতর। যথাবিধি প্রেতকৃত্য করে তার পর।
তার পর গৃহত্যাগ করিয়া নন্দন। তীর্থস্থানে স্নান হেতু করেন গমন॥
নন্দীগ্রামে উপনীত ভ্রমিতে ভ্রমিতে। পতিব্রতা পতি সহ আছে যেস্থানেতে॥
সেই স্থানে দেবশর্ম্মা করিয়া গমন। একমনে ভিক্ষাবৃত্তি করে আচরণ॥
একচিত্তে বেদজপ করেন সাদরে। এইরূপে রহে তথা প্রফুল্ল অন্তরে॥
এদিকে জননী তাঁর হইয়া কাতর। পথপানে চেয়ে থাকে বিষণ্ণ অন্তর॥
পতির বিয়োগশোকে কাতরা রমণী। তাহে দেশত্যাগী হৈল পুত্র গুণমণি॥
এ হেতু দুঃখিতা হয়ে রোহিণী সুন্দরী। দিন দিন কৃশা হন বিবর্ণতা ধরি॥
এদিকেতে দেবশর্ম্মা থাকি নন্দীগাঁয়। ভিক্ষাবৃত্তি করি সদা ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
একদিন নদীজলে করিয়া সিনান। জপ হেতু উপবিষ্ট হলেন ধীমান॥
শিক্তবস্ত্র শুষ্ক হেতু ভূমির উপরে। প্রসারিত করি দেন অতি ধীরে ধীরে॥
হেনকালে কাক আর বক বিহঙ্গম। দুই পক্ষী উড়ি আসি বসিল তখন॥
বস্ত্রোপরি পক্ষীদ্বয়ে বসিতে দেখিয়ে। ক্রোধান্ধ হলেন বিপ্র আপন হৃদয়ে॥
ভর্ৎসনা করেন কত বিহঙ্গমগণে। তিরস্কার পশে গিয়া তাদের শ্রবণে॥
তিরস্কার শুনি সেই বিহঙ্গযুগল। বস্ত্রোপরি বিষ্ঠাত্যাগ করিল সত্বর॥
পুরীষ ত্যজিয়া দোঁহে উড়িল গগণে। তাহা দেখি বিপ্র চাহে লোহিতলোচনে॥
লোহিত লোচনে বিপ্র করে নেত্রপাত। অমনি হইল পক্ষীদ্বয় ভস্মসাৎ॥
খগদ্বয় ভস্ম হয়ে পড়িল যেমন। বিপ্রের আনন্দ আর না ধরে তখন॥
চিন্তা করে বিপ্রবর নিজ মনে মনে। মম সম যতি নাহি এ তিন ভুবনে॥

তপস্বী নাহিক কেহ আমার সমান। এত ভাবি ভিক্ষা হেতু করিল প্রস্থান ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান সাবিত্রীর ঘরে। পতিব্রতা আছে বসি নয়নে নেহারে ॥
পতিব্রতাকাছে, ভিক্ষা করেন যাচন। হেনকালে শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন ॥
গৃহস্বামী ভ্রমণান্তে আপন আগারে। উপনীত হন আসি অতি ধীরে ধীরে ॥
তাহা দেখি পতিব্রতা লইয়া আসন। স্বামীরে বসিতে তাহা করেন অর্পণ ॥
তার পর উষ্ণ বারি লইয়া সাদরে। স্বামীর চরণ ধৌত করে ধীরে ধীরে ॥
এইরূপে স্বামীসেবা করি তার পর। [illegible] সদর ॥
বিলম্ব দেখিয়া সেথা সেই ব্রহ্মচারী। হইলেন [illegible] ॥
ঘন ঘন দৃষ্টি করে সাবিত্রী উপরে। তাহা হেরি পতিব্রতা কত হাস্য করে ॥
হাসিতে হাসিতে পরে কহেন বচন। শুন শুন ব্রহ্মচারী করহ শ্রবণ ॥
আমারে বায়স নাহি করিবেন জ্ঞান। বলাকা নহিক আমি ওহে মতিমান্ ॥
রোষভরে মারিয়াছ বিহঙ্গমগণে। পঞ্চত্ব পেয়েছে তারা তটিনীর তীরে ॥
সেরূপ আমারে নাহি করিবেন জ্ঞান। ধর ধর ভিক্ষা এবে করিছি প্রদান ॥
রোষ পরিহার কর বিপ্রের নন্দন। ভিক্ষা লয়ে নিজ স্থানে করহ গমন ॥
এতেক বচন শুনি বিপ্রের তনয়। চলিলেন ভিক্ষা লয়ে হইয়া বিস্ময় ॥
ভিক্ষা লয়ে আশ্রমেতে করিয়া গমন। যতনে ভিক্ষার পাত্র করেন স্থাপন ॥
পুনশ্চ আসেন ফিরি সাবিত্রীর ঘরে। যখন তাহার স্বামী নাহিক আগারে ॥
হেন কালে তথা বিপ্র করি আগমন। সাবিত্রীরে সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥
শুন শুন মহাভাগে বচন আমার। আমার হৃদয়ে হৈল বিস্ময় সঞ্চার ॥
বিহঙ্গ মেরেছি আমি দূরদূরান্তরে। কেমনে জানিলে তুমি আপন অন্তরে ॥
প্রকাশ করিয়া কহ স্বরূপ বচন। এই হেতু আসিয়াছি তোমার সদন ॥
এতেক বচন শুনি সাবিত্রী রমণী। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামুনি ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করহ শ্রবণ। একে একে সব কথা করিব বর্ণন ॥
নারীধর্ম্ম সদা আমি করিছি পালন। পতিসেবা একমাত্র নারীর ধরম ॥
একমাত্র জানি আমি পতি-আরাধনা। ইহা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম কিছুই জানি না ॥
দিবানিশি করি আমি পতির সেবন। এই হেতু জানি আমি সকল ঘটন ॥
জানিতে সকলি পারি পতিসেবাফলে। ত্রিকাল ঘটন হেরি আপন অন্তরে ॥
দূরেতে মরেছে বটে বিহঙ্গমগণ। জানিতে পেরেছি কিন্তু ওহে মহাত্মন্ ॥
পতিসেবা করে যেই অতি ভক্তিভরে। অজ্ঞাত বিষয় সেই জানিবারে পারে ॥
আরো এক কথা বলি শুন-মহাত্মন্। আমার বচন নাহি করিও হেলন ॥
জননী ত্যজিয়া তুমি আসিয়া এখানে। নিরন্তর রহিয়াছ তপস্যা সাধনে ॥

যেখানে যেখানে তুমি কর অবস্থান। পূতিগন্ধে পূর্ণ জান সেই সেই স্থান ॥
মাতৃদুঃখে পূতিগন্ধ হয়েছে তথায়। কিছু না বুঝিতে পার বিমুগ্ধ মায়ায় ॥
মাতারে দুখিনী করি কৈলে আগমন। বিফল তোমার সব ওহে মহাত্মন ॥
তীর্থস্নান জপ হোম সকলি বিফল। সকলি তোমার পক্ষে শুদ্ধ অমঙ্গল ॥
জননী পালন যেই করে ভক্তিভরে। সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ তার জানিবে অন্তরে ॥
আমার বচন তুমি না কর হেলন। অবিলম্বে নিজ দেশে করহ গমন ॥
জননীর দুঃখ দূর কর শীঘ্রতর। সুমঙ্গল হবে তাহে বিপ্রের কোঙর ॥
আরো এক কথা বলি শুনহ এখন। হৃদি হতে ক্রোধ রিপু করিবে বর্জ্জন ॥
ভস্মীভূত করিয়াছ যেই পক্ষীগণে। তাহাদের শুদ্ধি কর বিহিত বিধানে ॥
তবে তব আত্মশুদ্ধি হইবে নিশ্চয়। আমার বচন বিপ্র মিথ্যা কভু নয় ॥
শুভগতি যদি চাহ বিপ্রের নন্দন। অবিলম্বে এই সব করহ সাধন ॥
এতেক বচন বিপ্র করিয়া শ্রবণ। চাহিলেন ক্ষমা ভিক্ষা সাবিত্রী-সদন ॥
কহিলেন শুন শুন ওগো পতিব্রতে। চেয়েছিনু তব পানে অতি ক্রুদ্ধচিতে ॥
অজ্ঞানে করেছি দোষ করহ মার্জ্জন। যাহে মম শুভ হয় বলহ এখন ॥
এত শুনি পতিব্রতা কহে পুনরায়। শুন শুন মম বাক্য বলিহে তোমায় ॥
অবিলম্বে নিজদেশে করহ গমন। সতত করিবে তুমি জননী পালন ॥
ভিক্ষাবৃত্তি করি তুমি অতি ভক্তিভরে। করিবেক সদা সেবা জননী দেবীরে ॥
আর এক কথা বলি শুন মহাত্মন্। করিয়াছ তুমি সেই বিহঙ্গ নিধন ॥
এই হেতু প্রায়শ্চিত্ত করিবে যতনে। তবে ত হইবে শুদ্ধ কহি তব স্থানে ॥
যজ্ঞশর্ম্মা নামে বিপ্র আছে এক জন। স্মৃতা নামে তার কন্যা বিদিত ভুবন ॥
তোমার রমণী হবে সেই সুরূপিণী। তাহারে করিবে তুমি আপন পত্নিনী ॥
তার গর্ভে জনমিবে তোমার নন্দন। বর্দ্ধন হইবে নাম ওহে বিচক্ষণ ॥
যযাবরবৃত্তিধারী হইবে তনয়। আরো এক পুত্র হবে ওহে মহোদয় ॥
পরম বৈষ্ণব হবে সেই সে নন্দন। বলিনু তোমার পাশে ভবিষ্য বচন ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মতিমান্। জননী সকাশে এবে করহ প্রস্থান ॥
এতেক বচন শুনি বিপ্রের নন্দন। সম্বোধিয়া সাবিত্রীরে কহেন তখন ॥
পতিব্রতে তব পদে করি নমস্কার। তোমার কৃপায় হৈল জ্ঞানের সঞ্চার ॥
এখনি যাইব আমি আপন আগারে। সেবিব মাতার পদ অতি ভক্তিভরে ॥
ভিক্ষা করি জননীরে করিব পালন। অন্য কর্ম্মে নাহি মম কোন প্রয়োজন ॥
যাহা যাহা উপদেশ দিলেন আপনি। পালিব সে সব আমি শুনহ জননি ॥
এত বলি দেবশর্ম্মা করিল গমন। অবিলম্বে নিজগৃহে উপনীত হন ॥

মাতার চরণে গিয়া বন্দন করিল। পুত্রে হেরি মাতা তাঁর আনন্দে ভাসিল॥
ভিক্ষাবৃত্তি করি বিপ্র অতি ভক্তিভরে। দিবানিশি জননীবে সংরক্ষণ করে॥
একান্ত অন্তরে করে মাতৃ আরাধনা। তাহা বিনা হৃদিমাঝে না রাখে কামনা॥
হৃদিমাঝে রোষরিপু না রাখে কখন। অন্তর হইতে ক্রোধ করিল বর্জ্জন॥
ভস্মীভূত করেছিল বিহঙ্গমগণে। সেই হেতু প্রায়শ্চিত্ত করিল বিধানে॥
এই রূপে মহাসুখে আছয়ে ব্রাহ্মণ। হেনকালে যজ্ঞশর্ম্মা উপনীত হন॥
তাহার নন্দিনী ছিল স্মৃতা অভিধান। দেবশর্ম্মা-করে তারে করিল প্রদান॥
বিধানেতে দেবশর্ম্মা করিল গ্রহণ। ক্রমে ক্রমে দুই পুত্র লভিল জনম॥
তার পর বৃদ্ধকালে তনয়ের করে। দেবশর্ম্মা সমর্পিল আপন ভার্য্যারে॥
লোষ্ট্রে স্বর্গে সমজ্ঞান হইল তাঁহার। গমন করিল বিপ্র কানন-মাঝার॥
সুখভোগ তেয়াগিয়া কানন ভিতরে। দিবানিশি নিরঞ্জনে ভাবে ভক্তিভরে॥
অন্তকালে মহাসিদ্ধি পায় মহাত্মন। বিমানে চড়িয়া যান হরির সদন॥
এত বলি ঋষিগণে করি সম্বোধন। কহিলেন মিষ্টভাষে বিধির নন্দন॥
পতিব্রতাবিবরণ বলিনু সকল। শ্রবণ করিলে হয় পরম মঙ্গল॥
যেই জন শুনে ইহা অতি ভক্তিভরে। বিপদ আক্রমে নাহি কখন তাহারে॥
কুগ্রহ তাহারে নাহি করে আক্রমণ। পদে পদে সুমঙ্গল হয় সংঘটন॥
ত্রিকাল জানিতে পারে সেই মহামতি। তাহার উপরে তুষ্ট অখিলের পতি॥
পিতৃকুল মহাতুষ্ট তাহার উপরে। বংশবৃদ্ধি হয় তার শ্রীহরির বরে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। যেই জন ভক্তিভরে করে অধ্যয়ন॥
ভূগোলমধ্যেতে আছে যত তীর্থচয়। সর্ব্বতীর্থফল হয় নাহিক সংশয়॥
জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ ইতি আদি করি। যত দ্বীপ সাগরাদি ভুবন ভিতরি॥
সমস্ত ভ্রমণ কৈলে যেই ফল হয়। সেই জন পায় তাহা নাহিক সংশয়॥
বলিনু সকল কথা ওহে ঋষিগণ। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন॥
সকলে রাখহ মতি ধর্ম্মের উপরে। ধর্ম্ম গতি ধর্ম্ম মুক্তি সংসার ভিতরে॥
ধর্ম্মের সমান বন্ধু নাহি কোন জন। ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে এ তিন ভুবন॥
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর। শুনিলে পবিত্র দেহ পবিত্র অন্তর॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ভূগোলবিবরণ।

সনৎকুমার উবাচ।

নদনদীসমাকীর্ণা ধরণী গিরিসঙ্কুলা।

সপ্তদ্বীপা পশুপক্ষীকীটাদিপরিবেষ্টিতা।

তাপস-আশ্রমবাসী তাপসনিচয়। সনতকুমারে পুনঃ মিষ্টভাষে কয়॥
ভূগোলবৃত্তান্ত শুনি হৃদয়ে বাসনা। বর্ণন করিয়া প্রভু পূরাও কামনা॥
এত শুনি কহে পুনঃ বিধির নন্দন। শুন শুন বলিতেছি বিশ্ব-বিবরণ॥
পর্ব্বতে নদীতে বিশ্ব সমাকীর্ণ আছে। সপ্তদ্বীপ শোভিতেছে সেই বিশ্বমাঝে॥
জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ শাকদ্বীপ আর। শাল্মলি পুষ্কর সপ্ত ভুবনমাঝার॥
যথাক্রমে সপ্তদ্বীপ এই নাম ধরে। ইহাদের পরিমাণ শুন বলি পরে॥
পুষ্করের পরিমাণ যত খানি হয়। শাল্মলি দ্বিগুণ তার ওহে মুনিচয়॥
শাকদ্বীপ তাহা হতে দুই গুণ ধরে। এরূপে দ্বিগুণ করি ক্রমে ক্রমে বাড়ে॥
জম্বুর প্রমাণ হয় লক্ষেক যোজন। সপ্তদ্বীপ পরিমাণ এই নিরূপণ॥
চারিভাগে সুবিভক্ত জম্বুদ্বীপ হয়। বলিনু দ্বীপের কথা ওহে মুনিচয়॥
সপত সাগর শোভে ধরার ভিতরে। তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপরে॥
লবণ সাগর আর ইক্ষুর সাগর। সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ ভুবন ভিতর॥
এই ছয় ভিন্ন আর স্বচ্ছোদক নাম। ক্রমে সপ্ত জলনিধি ধরয়ে আখ্যান॥
সপত সাগর এই আছে নিরূপণ। বলিনু সবার পাশে ওহে মুনিগণ॥
স্বচ্ছোদক যতখানি পরিমাণ ধরে। তাহা হতে দুই গুণ দুগ্ধের সাগরে॥
দুগ্ধ হতে দুই গুণ দধির সাগর। দধি হতে দুই গুণ ঘৃতের আকর॥
এরূপে দ্বিগুণ করি ক্রমে ক্রমে ধরে। বলিনু সবার পাশে শুন অতঃপরে॥
বলয় আকারে এই সপত সাগর। সপ্ত দ্বীপে বেড়ি আছে তাপস-নিকর॥
মনুর তনয় হয় প্রিয়ব্রত নাম। ভুবনে বিখ্যাত তিনি অতি গুণধাম॥
সপ্তদ্বীপ-অধিপতি সেই জন হয়। দশ পুত্র লভে সেই ওহে মুনিচয়॥
তার মাঝে তিন জন বিরাগী হইয়ে। সন্ন্যাস আশ্রম লন রাজত্ব ত্যজিয়ে॥
অবশিষ্ট পুত্রগণ রাজ্য লাভ করে। নববর্ষ পায় তারা জম্বুর ভিতরে॥
কেতুমাল আদি করি নববর্ষ নাম। এই সবে রাজ্য করে খ্যাত সর্ব্বস্থান॥

এইরূপে পুত্রগণে রাজ্যদান করি। পশিলেন পিতা গিয়া বনের ভিতরি॥
হিমাদ্রের অধিপতি হয় যেইজন। ঋষভ নামেতে হয় তাহার নন্দন॥
ঋষভ হইতে জন্মে ভরত ধীমান। পরম ধার্ম্মিক তিনি অতি মতিমান॥
ভারতবর্ষের রাজা হইলেন তিনি। বহু কাল রাজ্য করে শুন যত মুনি॥
ইলাব্রত বর্ষ মাঝে মহামেরু গিরি। তার উচ্চতার কথা বলিবারে নারি॥
যোজন প্রমাণে হয় চুরাশী হাজার। ষোড়শ সহস্র হয় অধোভাগে তার॥
বিস্তার দ্বিগুণ তার ওহে মুনিগণ। তার মধ্যভাগে হয় ব্রহ্মার ভবন॥
পূর্ব্বেতে অমরাবতী কিবা শোভা পায়। অগ্নিকোণে অগ্নিপুরী কিবা শোভে তায়॥
মহাতেজোময় সেই অগ্নির ভবন। দক্ষিণে যমের পুরী অতি বিমোহন॥
সংযমনী নাম তার অতি মনোহর। কি বলিব পুরিশোভা তাপস নিকর॥
পশ্চিমেতে শোভা পায় বরুণ-ভবন। রসাবতী নাম তার ওহে মুনিগণ॥
গন্ধবতী নামে পুরী শোভে বায়ুকোণে। বায়ুর ভবন উহা জানিবেক মনে॥
উত্তরেতে বিভাবতী অতি মনোহর। সোমের নগরী ইহা খ্যাত চরাচর॥
নববর্ষযুক্ত জম্বু অতি মনোরম। পর্ব্বতে বেষ্টিত উহা অতি বিমোহন॥
শত শত নদী শোভে উহার ভিতরে। পুণ্যময়ী সব নদী পুণ্যজল ধরে॥
কিম্পুরুষাদি বর্ষ যাহা আছে বিদ্যমান। পুণ্যবানগণ তথা করে অবস্থান॥
ভারতবর্ষ হয় কর্ম্মের ভূমি। কর্ম্ম হেতু এই স্থান শুন যত মুনি॥
ভারত বরষে নর ধরিয়া জনম। করিবে সতত কর্ম্ম ওহে মুনিগণ॥
কর্ম্মবশে নরগণ স্বর্গধামে যায়। এই হেতু কর্ম্মভূমি কহিছি ইহায়॥
ভারত মাঝারে জন্মি যত নরগণ। নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম কৈলে আচরণ॥
মুক্তিলাভ করে তারা সেই কর্ম্মফলে। ভারত সমান বর্ষ নাহি ভূমণ্ডলে॥
ভারত মাঝারে যারা লভিয়া জনম। অবিরত পাপকর্ম্ম করে আচরণ॥
অধোগতি লভে তারা শাস্ত্রের বিচারে। মহাকষ্ট পায় তারা নরক ভিতরে॥
নরক কত যে আছে বর্ণিবার নয়। তাহে পড়ি কষ্ট পায় যত পাপিচয়॥
অতঃপর শুন শুন ওহে মুনিগণ। কুলপর্ব্বতের কথা অতি মনোরম॥
সাতটী পর্ব্বত আছে সবার প্রধান। তাদের সবার কুলপর্ব্বত আখ্যান॥
মহেন্দ্র মলয় সহ্য আর শক্তিমান। পারিপাত্র বিন্ধ্য আর সপ্ত ঋক্ষবান॥
সপ্তগিরি যথাক্রমে সপ্ত নাম ধরে। কুলগিরি বলি সব খ্যাত চরাচরে॥
সপ্তনদী শোভা পায় অতি মনোহর। তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপর॥
নর্ম্মদা সুরসা ঋষিকুল্যা ভীমরথী। কৃষ্ণবেণ্বা চন্দ্রভাগা অতি পুণ্যবতী॥
তাম্রপর্ণী এই সপ্ত নদীর আখ্যান। এই সবে স্নান করে যত পুণ্যবান॥

ইহা ভিন্ন মহানদী যারা যারা হয়। তাহাদের নাম বলি শুন মুনিচয়॥
জাহ্নবী যমুনা তুঙ্গভদ্রা গোদাবরী। এই চারি ভিন্ন আর আছয়ে কাবেরী॥
এই সব মহানদী পাপ নাশ করে। পরম পবিত্র জল সংসার ভিতরে॥
জম্বুদ্বীপ সুবিস্তীর্ণ লক্ষেক যোজন। অতি পুণ্যপ্রদ ইহা অতি সুশোভন॥
ভারত পরম শ্রেষ্ঠ ইহার মাঝারে। মহাপুণ্যপ্রদ দেশ জানিবে অন্তরে॥
প্লক্ষ আদি যত দ্বীপ আছে বিদ্যমান। তাহে যত জনপদ করে অবস্থান॥
পরম পবিত্র তাহা জানিবে অন্তরে। তাহে যত জনগণ অবস্থিতি করে॥
নিষ্কাম হইয়া তারা করে অবস্থান। যাগযজ্ঞ আদি কার্য্য করে অনুষ্ঠান॥
অধিকরাক্ষয়ে তারা মুক্তিলাভ করে। নবসংখ্য নদী আছে উহার ভিতরে॥
সেই দ্বীপে বেড়ি আছে সপত সাগর। স্বচ্ছোদক আদি করি তাপসনিকর॥
অতঃপর শুন শুন ওহে মুনিগণ। তার পর বলিতেছি যত বিবরণ॥
তার পর স্বর্ণময়ী ভূমি শোভা পায়।লোকালোক গিরি পরে কিবা শোভে তায়॥
তার পর তমলোক অতি মনোহর। ভূলোক শোভিছে পরে খ্যাত চরাচর॥
স্বর্গাবধি হয় জান ভূলোক-বিস্তার। অন্তরীক্ষ লোক শোভে তদূর্দ্ধে তাহার॥
খেচরগণের ভূমি এই লোক হয়। তার ঊর্দ্ধে স্বর্গলোক ওহে মুনিচয়॥
মহাপুণ্যস্থান স্বর্গ জানে সর্ব্বজন। বিশেষরূপেতে তাহা করিব বর্ণন॥
অবধানে শুন তাহা তাপসনিকর। শুনিলে পাতক নাশ খ্যাত চরাচর॥
ভারতবর্ষে যারা লভিয়া জনম। দিবানিশি পুণ্যকর্ম্ম করে আচরণ॥
তাহারাই স্বর্গধামে করে অবস্থান। পুণ্যভোগ করে তারা থাকি এই স্থান॥
দেবগণ বাস করে স্বরগ ভবনে। নিত্যসুখে সুখী তারা বিখ্যাত ভুবনে॥
সুমেরু পর্ব্বত শোভে পৃথিবী ভিতর। হিরণ্ময় গিরি উহা অতি মনোহর॥
মহাদীপ্তিমান্ উহা অতি শোভা পায়। বলিতেছি শুত শুন উহার উচ্চতায়॥
যোজন প্রমাণে উচ্চ চুরাশী হাজার। ষোড়শ সহস্র হয় অধোভাগে তার॥
চারিদিকে পৃথিবীর যত পরিমাণ। পর্ব্বত-বিস্তার হয় তাবত প্রমাণ॥
সুমেরুর তিন শৃঙ্গ অতি শোভাকর। তাহার মস্তকে স্বর্গ অতি মনোহর॥
নানাবিধ তরু লতা কে গণিতে পারে।শৃঙ্গত্রয়ে শোভা পায় খ্যাত চরাচরে॥
শৃঙ্গত্রয়ে শোভা পায় বিবিধ রতন। কি বলিব শোভা তার অতি মনোরম॥
মধ্যম পশ্চিম পূর্ব্ব এই শৃঙ্গত্রয়। সমুন্নত হয়ে শোভে ওহে মুনিচয়॥
মধ্যশৃঙ্গ শোভা পায় কনক-ভূষণে।বৈদূর্য্য স্ফটিক তার শোভে স্থানে স্থানে॥
পূর্ব্বশৃঙ্গ শোভা পায় ইন্দ্রনীলময়। পশ্চিম শৃঙ্গেতে শোভে মাণিক্য-নিচয়॥
পশ্চিম শৃঙ্গের এবে শুন বিবরণ। উহার প্রমাণ হয় সহস্র যোজন॥

পূর্ব্বশৃঙ্গ অইরূপ জানিবে অন্তরে। নিযুত যোজন মধ্যশৃঙ্গ যে ধরে ॥
ত্রিপিষ্টপ স্বর্গ যাহা অতি মনোহর। শোভিতেছে ঐ স্বর্গ মধ্যশৃঙ্গোপর ॥
ছত্রাকার অই স্বর্গ অতি বিমোহন। কিবা শোভা ধরে উহা অতি মনোরম ॥
পূর্ব্ব ও পশ্চিম শৃঙ্গ আছে এই স্থানে। তাহা হতে বহুদুর ধরিয়া প্রমাণে ॥
অই স্বর্গ শোভা পায় অতি মনোহর। হেন শোভা নাহি আর ভুবনভিতর॥
মধ্যশৃঙ্গে সপ্ত স্বর্গ কিবা শোভা পায়। তাহাদের নাম বলি শুনহ সবায় ॥
ত্রিপিষ্টপ নাকপৃষ্ঠ অপ্সর ও শান্তি।আনন্দ প্রমোদ আর জানিবে নির্ব্বৃতি॥
এই সপ্ত স্বর্গ শোভে মধ্যম শৃঙ্গেতে। পশ্চিম শৃঙ্গের কথা শুনহ পরেতে ॥
পৌষ্টিক শোভন জপ স্বর্গরাজ্য শ্বেত। আহ্লাদ এ ছয় আর জানিবে মন্মথ ॥
পশ্চিম শৃঙ্গেতে এইসপ্ত শোভা পায়। হেন শোভা বিশ্বমাঝে নাহিক কোথায়॥
পূর্ব্বশৃঙ্গে সপ্ত স্বর্গ কিবা শোভা ধরে। তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপরে ॥
নির্ম্মম সৌভাগ্য সৌখ্য অতাব-নির্ম্মল। পুণ্যাহ নিরহঙ্কার আর যে মঙ্গল ॥
এই সপ্ত স্বর্গ শোভে পূর্ব্বশৃঙ্গোপরে। হেরিলে ইহার শোভা জনম হরে ॥
একবিংশ স্বর্গ এই করিনু কীর্ত্তন। মেরুশিরে শোভে ইহা অতি মনোরম ॥
হিংসা আদি নাহি কভু যাহার অন্তরে।অহিংসা পরম ধর্ম্ম যেই জ্ঞান করে॥
দান যজ্ঞ আদি সদা করে আচরণ। তপ অনুষ্ঠানে সদা আছে যার মন ॥
এই সব পুণ্যকর্ম্ম যেই জন করে। স্বর্গধামে বাস তার জানিবে অন্তরে ॥
অই সব স্বর্গধামে থাকে যেই জন। ক্রোধ দ্বেষ হৃদে তার না রহে কখন ॥
জলগর্ভে পশি তারা মহানন্দ পায়। নিত্যানন্দ লাভ করে থাকিয়া তথায় ॥
সন্ন্যাসধর্ম্মেতে রত থাকে যেই জন। ত্রিপিষ্টপ স্বর্গে সেই করয়ে গমন ॥
যজ্ঞ অনুষ্ঠান যারা করয়ে বিধানে। নাকপৃষ্ঠে যায় তারা জানিবেক মনে ॥
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে যেই জন। নির্ব্বৃতি নামক স্বর্গে করয়ে গমন ॥
তড়াগ অথবা কূপ যেই জন করে। পৌষ্টিক স্বরগে সেই যায় পুণ্যফলে ॥
সুবর্ণ অর্পণ করে যেই সাধুজন। সৌভাগ্য স্বর্গেতে যায় সেই মহাত্মন্ ॥
মহাতপা যারা যারা অবনীভিতরে। স্বর্গলাভ করে তারা প্রফুল্ল অন্তরে ॥
জীবের হিতের তরে যেই সাধুজন। শীতকালে অগ্নিরাশি করয়ে অর্পণ ॥
অপ্সর স্বর্গেতে বাস সেই জন করে। তাহার পুণ্যের কথা কে বলিতে পারে॥
অহঙ্কার নাহি কভু অন্তরে যাহার। হিরণ্য-অর্পণ করে যেই গুণাধার ॥
ভূমিদান যেই জন করে বিপ্রগণে। গোদান অথবা দেয় বিহিত বিধানে ॥
সমরে বিমুখ নাহি হয় যেই জন। আপন জীবন ধন করে বিসর্জ্জন ॥
শান্তিস্বর্গে যায় তারা সেই পুণ্যফলে। মহানন্দ লভে তথা আপন অন্তরে ॥

রৌপ্যদান যথাবিধি করিলে অর্পণ। নির্ম্মল স্বর্গেতে যায় সেই সাধুজন
অশ্বদান যথাবিধি যেই জন করে। পুণ্যাহ স্বর্গেতে সেই চিরবাস করে॥
কন্যাদান যেই জন করয়ে অর্পণ। মঙ্গল নামক স্বর্গে সে করে গমন॥
গুরুজনে নেত্রপথে করিলে দর্শন। নমস্কার করে যেই হয়ে পূতমন॥
বস্ত্রদান দেয় যেই যত দ্বিজগণে। বিপ্রের সন্তোষ করে বিহিত বিধানে
শ্বেতস্বর্গে যায় সেই নাহিক সংশয়। শোক নাহি স্পর্শে কভু তাহার হৃদয়
ভারত ভূমিতে যারা লভিয়া জনম। কপিলা অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন।
অথবা বৃষভ দেয় দ্বিজাতির করে। মন্মথ স্বর্গেতে সেই যায় পুণ্যফলে।
প্রতিদিন নদীজলে যেই করে স্নান। তিলধেনু দান করে যেই মতিমান।
উপানহ দান করে দ্বিজাতির করে। ছত্রদান করে যেই অতি ভক্তিভরে॥
শোভন নামক স্বর্গে সে করে গমন। শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে মুনিগণ।
দেবগৃহ যেই জন করয়ে নির্ম্মাণ। দেবসেবারত থাকে যেই মতিমান॥
তীর্থযাত্রা সদা করে একান্ত অন্তরে। স্বর্গরাজ্য পায় তারা শাস্ত্রের বিচারে॥
প্রতিদিন একাহারী রহে যেই জন। অথবা নিশিতে মাত্র করয়ে ভোজন॥
উপবাসব্রত যেই করে অনুষ্ঠান। শিবরাত্রি ব্রত করে যেই মতিমান॥
স্বর্গরাজ্য পায় তারা সেই পুণ্যফলে। বলিনু শাস্ত্রের কথা জানিবে সকলে॥
যে জন নদীতে নিত্য করয়ে সিনান। যাহার অন্তরে নাহি ক্রোধ বিদ্যমান॥
ব্রহ্মচারী সদা রহে যেই সাধুজন। দৃঢ়ব্রত হয়ে রহে যেই মহাত্মন॥
সকলের হিত করে যেই সাধুজন। নির্ম্মল স্বর্গেতে তারা করয়ে গমন॥
বিদ্যাদান করে যেই পরহিত তরে। নিরহঙ্কার স্বর্গে সে শুভগতি করে॥
যেই যেই স্বর্গবাঞ্ছা করি যেই জন। যেই যেই ভাবে দান করয়ে অর্পণ॥
সেই সেই স্বর্গ পায় সেই মহামতি। প্রফুল্ল অন্তরে তথা করয়ে বসতি॥
সর্ব্ববিধ দানদ্রব্য বিহিত বিধানে। যেই জন দান করে যত বিপ্রগণে॥
স্বর্গলোক পায় তারা শাস্ত্রের বচন। আর না ভুগিতে হয় ভবের বন্ধন॥
শুন শুন তার পর ওহে মুনিগণ। মেরুর পশ্চিম শৃঙ্গ অতি মনোরম॥
প্রজাপতি সেই শৃঙ্গে করে অবস্থিতি। সদা বাঞ্ছা করে ব্রহ্মা তথায় বসতি॥
পুর্ব্বশৃঙ্গে সদা রহে দেব নারায়ণ। মধ্যশৃঙ্গে থাকে সদা বিভু পঞ্চানন॥
তার পর শুন শুন তাপসনিকর। আরো বহু শৃঙ্গ আছে মেরু শিরোপর॥
কুমারগণেরা থাকে প্রথম শৃঙ্গেতে। মাতৃগণ বাস করে দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে॥
তৃতীয়ে বসতি করে গন্ধর্ব্বনিকর। আর যত সিদ্ধ রহে প্রফুল্ল অন্তর॥
চতুর্থেতে বাস করে বিদ্যাধরগণ। পঞ্চমেতে নাগরাজ ওহে মুনিগণ॥

ষষ্ঠেতে বিনতাপুত্র সদা বাস করে। সপ্তমেতে পিতৃগণ জানিবে অন্তরে॥
অষ্টমেতে ধর্ম্মরাজ করে নিবসতি। নবমেতে বাস করে দক্ষ প্রজাপতি॥
দশম শৃঙ্গেতে বাস আদিত্যদেব করে। বলিনু সবার পাশে জানিবে অন্তরে॥
ভূলোক হইতে শতসহস্র যোজন। ঊর্দ্ধেতে ভাস্কর দেব করে বিচরণ॥
ভুর্লোক হতে সহস্র যোজন অন্তরে। সৌর বিশ্ব শোভা পায় জানিবে অন্তরে॥
ভুর্লোকের তিন গুণ তার পরিমাণ। নিরূপিত আছে ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মধ্যাহ্ন যখন হয় বিভাবতী-পুরে। অমরাবতীতে সূর্য্য উদেন সেকালে॥
তথায় মধ্যাহ্নকাল যেই কালে হয়। যমপুরে সেই কালে হয় সূর্য্যোদয়॥
সূর্য্যদেব রথোপরি করি আরোহণ। মেরুগিরি প্রদক্ষিণ করে সর্ব্বক্ষণ॥
তৎপর সোমমণ্ডল অতি মনোহর। তার পরিমাণ বলি শুন অতঃপর॥
ভাস্কর মণ্ডল হয় যত পরিমাণ। তাহার দ্বিগুণ ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ॥
তথা হতে দূরে শত সহস্র যোজনে। নক্ষত্রমণ্ডল শোভে জানিবেক মনে॥
যেই স্থানে অবস্থিত নক্ষত্র মণ্ডল। তাহা হতে দূরে লক্ষ যোজন অন্তর॥
বুধের বসতিস্থান অতি মনোরম। কি বলিব শোভা তার কে করে বর্ণন॥
বুধ হতে তিনলক্ষ যোজন অন্তরে। শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু অবস্থিতি করে॥
তথা হতে তিনলক্ষ যোজন অন্তর। কুজ গ্রহ অবস্থিত জানে সর্ব্বনর॥
তথা হতে দুই লক্ষ যোজন অন্তরে। সুরগুরু বৃহস্পতি অবস্থিতি করে॥
তথা হতে দুই লক্ষ যোজন অন্তর। অবস্থিতি করে তথা গ্রহ শনৈশ্চর॥
তথা হতে দূরে লক্ষ যোজন উপরে। সপ্তর্ষিমণ্ডল রহে জানিবে অন্তরে॥
সপ্তর্ষিমণ্ডল হতে পঞ্চলক্ষ যোজন। উপরেতে রাহুগ্রহ অবস্থিত রন॥
তার পর শুন শুন ওহে মুনিগণ। ব্রহ্মার আদেশে লোকপ্রকাশ তপন॥
যাবতীয় লোকে সদা দিতেছে কিরণ। আজ্ঞাবহ হয়ে রহে সেবক যেমন॥
মর্ত্ত্য হতে অধোভাগে পাতাল নগর। ইথে তাপ নাহি দেন দেব বিভাকর॥
রাত্রি নাই চন্দ্র নাই জানিবে তথায়। জলরাশি দিব্যরূপে কিবা শোভা পায়॥
নিজতেজে জলরাশি পাতাল নগরে। দীপ্তিমান্ রহে সদা জানিবে অন্তরে॥
স্বর্লোক-উপরে কোটি যোজন অন্তরে। মহর্লোক শোভা পায় কহি সবাকারে॥
তার ঊর্দ্ধে জনলোক কিবা শোভা পায়। তার ঊর্দ্ধে তপোলোক মরি কিবা তায়॥ তার ঊর্দ্ধে সত্যলোক অতি মনোহর। এদের আকৃতি বলি শুন অতঃপর॥ এই সব লোক যাহা করিনু কীর্ত্তন। ছত্রের সমান করে আকার ধারণ॥
নির্লেপ পুরুষ রহে সবার উপর। যাঁর উপাসনা করে মুমুক্ষু-নিকর॥
অধিক বলিব কিবা, ওহে মুনিগণ। ভূগোল-বৃত্তান্ত কথা করিনু কীর্ত্তন॥

যেই জন এই কথা অধ্যয়ন করে। তাহার মুক্তি হয় জানিবে অন্তরে ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। হরভক্ত হরিভক্ত হয় যেই জন ॥
সেই সে পরম সাধু অন্তে মোক্ষ পায়। আর নাহি পড়ে সেই ভববন্ধ দায় ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

হরভক্তিনির্ণয় ও জীবের মোক্ষোপায়।

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ ॥

এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। পুনরায় মিষ্টভাষে করি সম্বোধন ॥
জিজ্ঞাসা করেন যোগী বিধির নন্দনে। শুন শুন ওহে প্রভু কহি তব স্থানে ॥
শুনিতেছি তব মুখে অপূর্ব্ব কাহিনী। পুনঃপুনঃ স্পৃহা বাড়ে ওহে মহামুনি ॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন। শুনিয়া ছেদন করি ভবের বন্ধন ॥
কিসে জীব মোক্ষ পায় বল মহামুনে। শিবভক্ত হরিভক্ত বলে কোন্ জনে ॥
এত শুনি বিধিসুত অতি ধীরে ধীরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে ॥
শিবভক্ত হরিভক্ত ভিন্ন কেহ নয়। যেই হরি সেই হর জানিবে নিশ্চয় ॥
ভিন্ন ভেদ জ্ঞান করে যেই অভাজন। তাহার দুর্গতি হয় সদত ঘটন ॥
সপ্তদ্বীপ সপ্তলোক পাতালাদি আর। বীথি আদি যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার ॥ আবৃত করিয়া আছে যত জীবগণ। কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল কে করে গণন ॥ এরূপ নাহিক স্থান সংসার মাঝারে। কর্ম্মবশে জীবগণ যথা নাহি ফেরে ॥ অঙ্গুলী-অষ্টাংশ স্থান বিশ্বে কোথা নাই। যথা জীবগণে নাহি দেখিবারে পাই ॥ দেহ অন্তে জগতীস্থ হত জীবগণ। দারুণ যাতনা পায় শমনসদন ॥
পাপের যতেক ফল হলে অবসান। জীবকুল করে পুনঃ ধরায় পয়াণ ॥
কেহ নর কেহ পশু কেহ বৃক্ষ হয়। কেহ গুল্ম কেহ লতা শাস্ত্রের নির্ণয় ॥
যে কর্ম্ম করিলে জীব লভয়ে উদ্ধার। প্রকাশিয়া কহি তাহা করিয়া বিস্তার ॥
যমের অধীন জীব যাহে নাহি হয়। বলিতেছি শুন তাহা তাপস নিচয় ॥
শঙ্কর শঙ্করী দোঁহে কৈলাসভবনে। একদা আছেন বসি পুলকিতমনে ॥
শঙ্করেরে মিষ্টভাষে করি সম্বোধন। এই কথা জিজ্ঞাসিলা ওহে ঋষিগণ ॥
তাহে হর তুষ্ট হয়ে মধুর বচনে। কহিলেন শুন দেবি অবহিতমনে ॥

যম রাজ কিঙ্করেরে করি সম্বোধন। যেই কথা বলেছিল করহ শ্রবণ ॥
যাবত প্রেতের প্রভু আমি বটে হই। বৈষ্ণব জনের প্রভু কভু কিন্তু নই ॥
বিষ্ণুভক্ত শিবভক্ত হয় যেই জন। প্রকৃত বৈষ্ণব সেই শাস্ত্রের বচন ॥
অতএব সাবধান করিনু তোমারে। যেওনা কখন যেন বৈষ্ণবগোচরে ॥
হরির শরণাগত যেই মহাজন। তাহার সদনে নাহি যাবে কদাচন ॥
প্রেত-অধিপতি কিন্তু নহিত স্বাধীন। আমারে জানিবে সবে হরির অধীন ॥
দেবতা-পূজিত বিধি দয়ার আধার। দিয়াছেন মোর প্রতি বিচারের ভার ॥
মম প্রতি কৃপাময় গুণের নিধান। করিতে পারেন তিনি দণ্ডের বিধান ॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত হয় নানা অলঙ্কার। অলঙ্কার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম তার ॥
সেরূপ দেবের দেব হরি কৃপাময়। দেব পশু আদিভেদে নানারূপ হয় ॥
ধ্বংসকালে যথা জল জলেতে মিশায়। পৃথিবীতে পৃথ্বীরেণু যথা লয় পায় ॥
তদ্রূপ দেবতা পশু মানবাদি চয়। সকলি বিষ্ণুতে জেনো লীন হয়ে রয় ॥
যাঁহার চরণপদ্ম সেবে দেবগণ। সেই হরিপদে ভক্তি করে যেই জন ॥
পাতক নাহিক থাকে তাহার শরীরে। না আনিবে কভু তারে আমার গোচরে ॥ যেমন আগুণে ঘৃত দেয় সাধু জন। তাহারে তেমন তুমি করিবে বর্জ্জন ॥
এতেক যমের বাক্য করিয়া শ্রবণ। যম অনুচর পুনঃ জিজ্ঞাসে তখন ॥
কেমনে চিনিব আমি হরিভক্তজন। কৃপা করি কহ তাহা এই নিবেদন ॥
ভৃত্যের বচন শুনি শমন ধীমান্। কহিলেন শুন বলি তব বিদ্যমান ॥
নিজধর্ম্ম ত্যাগ নাহি করে যেই জন। সুহৃদজনেরে হেরে নিজের মতন ॥
চৌর্য্যবৃত্তি জীবহিংসা যেই নাহি করে। রাগ দ্বেষ নাহি কভু যাহার অন্তরে ॥
শুনহ কিঙ্কর শুন, আমার বচন। সুজন সে জন সেই বিষ্ণুপরায়ণ ॥
কাঞ্চনে নেহারে যেই তৃণের সমান। হৃদিমাঝে নিরন্তর ভাবে ভগবান্ ॥
শুনহ কিঙ্কর শুন আমার বচন। সুজন সে জন সেই হরিপরায়ণ ॥
সেই দেবদেব বিষ্ণু তাঁর কলেবর। স্ফটিক ভূধর সম অতীব নির্ম্মল ॥
মাৎসর্য্যাদি দোষ ধরে মানব-নিকর। সে দোষে বিষ্ণুতে জেনো অনেক অন্তর ॥
অগ্নিতাপ যথা নাহি থাকে শশধরে। কোন দোষ নাহি তথা হরিকলেবরে ॥
প্রশান্ত বিশুদ্ধচিত্ত হয় যেই জন। মাৎসর্য্য যাহার হৃদে নাহি কদাচন ॥
মিত্রতা করেন যিনি সকলের সনে। ভ্রমে কভু মিথ্যা কথা না আনে বদনে ॥
যাহার হৃদয়ে কভু নাহি অভিমান। যাহার অন্তরে মায়া নাহি বিদ্যমান ॥
তার হৃদিমাঝে হরি রহে নিরন্তর। বৈষ্ণব প্রধান সেই জানিবে কিঙ্কর ॥
হরির বসতি যার হৃদয়-মাঝারে। শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি তুমি দেখিবে তাহারে ॥

দেখ দেখি মনোহর শালের ছায়ায়। কে না জানে পৃথ্বীরস আছয়ে তাহায়॥
শুন শুন ওহে দূত আমার বচন। যমপাশ যেই জন করেছে ছেদন॥
দিবানিশি হরিধনে ভাবে যেই নর। অহঙ্কার পরিশূন্য যাহার অন্তর॥
অভিমান মাৎসর্য্যাদি নাহিক যাহার।ভ্রমে নাহি যাবে কভু নিকটে তাহার॥
শঙ্খচক্র গদাধারী গোলোক বিহারী। অনাদি অব্যয় দেব ভগবান্ হরি॥
সেই হরি হৃদিমাঝে বিরাজে যাহার। পাপের কণিকা দেহে না রহে তাহার॥
অন্ধকার নাহি থাকে ভাস্করে যেমন। সুজন সে জন সেই নিষ্পাপী তেমন॥
পরধন হরি লয় যেই মূঢ়মতি। জীবহিংসা অবহেলে করে নিরবধি॥
সবাকারে কটু কহে মিথ্যা কথা কয়। অশুভ কাজেতে রত সর্ব্বক্ষণ রয়॥
মলিন অন্তর কার্য্য মলিন যাহার। নাহি থাকে হরি কভু হৃদয়ে তাহার॥
পরশুভ হেরি দ্বেষ করে যেই জন। সাধুনিন্দা করি সদা কাটায় জীবন॥
দান নাহি করে কভু সাধুশীল জনে। মিষ্টবাক্য কভু যেই না আনে বদনে॥
যজ্ঞহীন দুষ্টবুদ্ধি যেই অভাজন। তাহার হৃদয়ে নাহি রহে নারায়ণ॥
পিতা মাতা দারা পুত্র তনয়া রক্ষিতে। অথবা বান্ধব ভৃত্য সবারে পালিতে॥
বঞ্চনা করিয়া করে অর্থ উপার্জ্জন। পাপাচারী দুরাশয় জানিবে সে জন॥
শুন শুন ওহে দূত আমার বচন। হরিভক্ত সেই জন নহে কদাচন॥
কুকর্ম্মে নিরত সদা যাহার অন্তর। সতত জঘন্য কর্ম্ম করে সেই নর॥
নীচের সংসর্গ করে যেই মূঢ়মতি। অপকর্ম্মে পরিলিপ্ত রহে নিরবধি॥
পশু সম সেই নর জানিবে সকলে। হরিভক্ত যেই দুষ্ট নহে কোন কালে॥
পরম পুরুষ সেই দেব নারায়ণ। অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর নিত্য নিরঞ্জন॥
দৃশ্যমান বিশ্ব আমি আর নারায়ণ। এ তিনে নাহিক ভেদ করি দরশন॥
এরূপ বিমল জ্ঞান হয়েছে যাহার। কভু নাহি যেও দূত নিকটে তাহার॥
কোথা দেব বাসুদেব কোথা পৃথ্বীশ্বর। কোথা চক্রপাণে বিষ্ণো কৃপার সাগর॥
কোথায় অচ্যুত দেব দেহ দরশন। অধীনে উদ্ধার কর ওহে নারায়ণ॥
এইরূপে সর্ব্বক্ষণ স্মরে যেই জন। তাহার দেহেতে পাপ না রহে কখন॥
কভু নাহি যাবে দূত নিকটে তাহার। হরিভক্তে নাহি মম কোন অধিকার॥
অনন্ত অব্যয় হরি যাহার অন্তরে। ভক্তস্নেহবশে তথা সতত বিহরে॥
সেই ভক্ত যত দূর করে দরশন। তত দূর বিষ্ণুচক্র ফিরে সর্ব্বক্ষণ॥
বিষ্ণুচক্রপ্রভাবেতে তোমার আমার। বল বীর্য্য তেজ আদি হবে ছারখার॥
তাহার নিকটে যেতে নাহিক শকতি। বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্য সেই মহামতি॥
সংসার সাগরে সেই বিষ্ণুমাত্র সার। তাঁহার বিহনে আর নাহিক উদ্ধার॥

কেশবে আসক্ত যার চিত্ত নিরন্তর। কি করিব আমি তার শুনহ কিঙ্কর॥
যমপাশে যমদণ্ডে কি ভয় তাঁহার। অনায়াসে তরে সেই ভবপারাবার॥
এরূপ কিঙ্করে কহি শমন রাজন। নীরব হইয়া পুনঃ মৌনভাবে রন॥
অতএব ঋষিগণ কি বলিব আর। একমাত্র নিরঞ্জন জগতের সার॥
মুক্তির সমান আর নাহি কিছু ধন। ভাগ্যফল ফলে যার পায় সেই জন॥
যাঁহার আদেশে বিধি করেন সৃজন। যাঁহার আদেশে বিষ্ণু করেন রক্ষণ॥
যাঁহার আদেশে রুদ্র করিছে সংহার। সেই নিত্য সনাতন জগতের সার॥
মূর্ত্তিমান মোক্ষ তিনি দেব নিরঞ্জন। তিনিই পরম ধন ওহে ঋষিগণ॥
জীবের যাতনা আর কে খণ্ডিতে পারে। একমাত্র সেই জন বিশ্বের মাঝারে
সকলের মূল তিনি তিনি তত্ত্বজ্ঞান। সর্ব্বজীবে সমভাবে তিনি বিদ্যমান॥
সকলের স্রষ্টা তিনি স্রষ্টা নাহি তার। অনন্ত অনাদি তিনি ব্রহ্মাণ্ড-আধার॥
নিরন্তর তাঁর ধ্যান করে যেই জন। মুক্তিপদ লভে সেই বেদের বচন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সদা পূজে যাঁয়। একমনে নিরন্তর চিন্তিবে তাঁহায়॥
হৃদয়-কমলে সদা করিবে চিন্তন। যোগমার্গে আত্মমন করি নিয়োজন॥
ইন্দ্রিয় দমন করি নিকম্প হইয়া। বাহ্যজ্ঞান হীন হয়ে সমর্পিবে হিয়া॥
রূপামৃত মুর্ত্তি হৃদে করিবে দর্শন। মুক্তিদাতা সেই নিত্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
জ্ঞানজ্যোতি হৃদিমাঝে হইবে প্রকাশ। ভবের যাতনা তাহে হইবে বিনাশ॥
মায়া মোহ আদি করি কিছু নাহি রবে। আর না আসিতে তারে হবে এই ভবে॥
সিদ্ধ হবে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ মনস্কাম। জ্যোতিরূপে যাবে চলি সেই নিত্যধাম॥
হরিপদ হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ। বলিলাম সব কথা ওহে ঋষিগণ॥
যেই জন শুনে ইহা একান্ত অন্তরে। সে জন পরম গতি লভয়ে অচিরে॥
ভক্তিভাবে যদি কেহ করেন শ্রবণ। পাপতাপ শাপভয় না রহে কখন॥
যেরূপে শঙ্কর কন শঙ্করী সদন। কহিলাম সেই সব ওহে ঋষিগণ॥
যেই ব্রহ্মা তিনি হরি তিনি ত্রিলোচন। তিনি রুদ্র তিনি কালী তিনি নিত্যধন॥
তিনি সূর্য্য তিনি গ্রহ তিনি শশধর। তিনি দিবা তিনি নিশা বিশ্বের ঈশ্বর॥
গুণভেদে মূর্ত্তিভেদে নানারূপ ধরি। করিছেন ভবলীলা ভবের কাণ্ডারী॥
তাই বলি শুন শুন ওহে ঋষিগণ। জীবের অবস্থা হৃদে করহ স্মরণ॥
নিয়তি ভাবিয়া দেখ আপন অন্তরে। তবে ত লভিবে জ্ঞান হৃদয়ে অচিরে॥
তাহা হলে আর নাহি থাকিবে বাসনা। অন্তরে অন্তরে সদা পূরিবে কামনা॥
ধর্ম্মকথা পুণ্যবতী পুণ্যের আকর। যেই জন শুনে সেই অতি সাধুনর॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিয়তি ও অবস্থা।

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে নিয়তিং পরমাং শুভাং।
গোপ্যাং গোপ্যতরাং চৈব কীর্ত্তিতাং বিবুধৈরিতি॥

এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। মিষ্টভাষে বিধিসুতে কহেন তখন॥
কি কহিলে মহামতি নিয়তি-বারতা। বর্ণন করহ আর অবস্থার কথা॥
কিরূপে মানবগণ লভয়ে জনম। বাল্যাদি অবস্থা তার করহ কীর্ত্তন॥
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়॥
জিজ্ঞাসিলে যেই কথা করিব প্রচার। অতীব মোহন কথা অতি চমৎকার॥
এমন মোহন কথা কি আছে জগতে। পরম গোপন ইহা কহে সর্ব্বমতে॥
নিরঞ্জন ব্রহ্ম যিনি নিত্য সনাতন। অনন্ত অনাদি যিনি তিনি নারায়ণ॥
তেজোময় শুদ্ধ তিনি তিনি জ্যোতির্ম্ময়। চরাচরে ব্যাপ্ত তিনি তিনি সর্ব্বময়॥
মায়া নাই মোহ নাই নাহি তাঁর আদি। সমভাবে সর্ব্বস্থানে আছে নিরবধি॥
নির্গুণ সগুণ তিনি গুণের আধার। কখন সাকার তিনি কভু নিরাকার॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর। তিন গুণে ভিন্ন ভিন্ন তিন কলেবর॥
বিষ্ণুরূপে বিশ্বধামে করেন পালন। ব্রহ্মরূপে সকলেরে করিছে সৃজন॥
রুদ্ররূপে সেই ব্রহ্ম করেন সংহার। মূর্ত্তিভেদে গুণভেদে তিন অবতার॥
প্রলয় সময়ে সব হয়ে যায় ক্ষয়। জলে মগ্ন বিশ্বসৃষ্টি হয় সমুদয়॥
প্রলয়ান্তে পুনরায় ব্রহ্মরূপ ধরে। সৃজন করেন এই বিশ্ব চরাচরে॥
পুনরায় সৃষ্টি হয় স্থাবর জঙ্গম। নদ নদী বৃক্ষ আর পর্ব্বত কানন॥
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি মানব কিন্নর। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বমত হয় চরাচর॥
এইমতে কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীবগণ। যেমন করম ফল পাইবে তেমন॥
পুনঃপুন যাতায়াত করিছে সংসারে। বিধির লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে॥
যিনি ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ সনাতন। ভুঞ্জিছেন কর্ম্মফল তিনি অনুক্ষণ॥
এই যে হেরিছ বিশ্ব সুখদুঃখময়। জীবের লীলার স্থল ওহে মুনিচয়॥
কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়ে যত জীবগণ। নিজকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জে অনুক্ষণ॥
যে জীব যেমন কর্ম্ম আচরণ করে। হইবে সে রূপ তারে ফল ভুগিবারে॥
নিয়তি ইহারে কহে ওহে মুনিগণ। শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বচন॥

নিয়তির হস্ত হতে নাহি পরিত্রাণ। এড়াতে না পারে তারে কোন মতিমান॥
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুগি জীবগণ। ধরাধামে পুনরায় করে আগমন॥
কেহ গুল্ম কেহ লতা কেহ বৃক্ষ হয়। কেহ বৃক কেহ গজ কেহ হয় হয়॥
স্থাবরত্ব পেয়ে কেহ নিজ কর্ম্মফলে। দারুণ যাতনা পায় সংসার-মাঝারে॥
অশনি নিপাত ঝড় বৃষ্টি আদি করি। কত দুর্ঘটনা ঘটে তাদের উপরি॥
কেহ কেহ মূল ভাঙ্গি ধরায় পড়িয়া। স্থাবর জীবন ত্যজে যাতনা পাইয়া॥
এই দেখ কত তরু ওহে মুনিগণ। শোভিতেছে অগ্রভাগে কে করে গণন॥
যদ্যপি প্রবল ঝড় উঠে একবার। সমূলে পড়িয়ে তবে হবে ছারখার॥
বজ্রপাত হয় যদি উপরে উহার। পুড়িয়া তখনি বৃক্ষ হবে ছার খার॥
দাবানল ঘটে যদি বনের ভিতর। দগ্ধীভূত হয়ে যাবে যত বৃক্ষবর॥
এই হেতু শুন যত মুনি মতিমান্। নিয়তির হস্তে কভু নাহি পরিত্রাণ॥
মহা উচ্চ বৃক্ষগণ আকাশে উঠিয়া। স্পর্শিতেছে চন্দ্র সূর্য্য জলদ লঙ্ঘিয়া॥
ঝড় বজ্র দাবানল হইলে ঘটন। হেরিতে হেরিতে সব হবে বিনাশন॥
কিন্তু এক [illegible] বলি শুন মুনিচয়। জীবিকা শকতি সবে অবস্থিত হয়॥
তাহার বিনাশ নাহি জানিবে কখন। এ দেহ ত্যজিয়া করে অন্যেতে গমন॥
হয় ত পাদপদেহ ত্যজিয়া শকতি। পশুযোনিরূপে পুনঃ করে অবস্থিতি॥
পশুরূপে ধরে দেহ এই ত ধরায়। বনে বনে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায়॥
ফল মূল মাংস আদি করিয়া ভক্ষণ। কোনরূপে রাখে তারা আপন জীবন॥
দুর্ব্বল জীবের প্রতি করে অত্যাচার। ক্ষুধা তৃষ্ণাবশে সদা করে হাহাকার॥
ক্ষুধার দারুণ বেগ না সহে যখন॥ দুর্ব্বল জীবের প্রাণ বিনাশে তখন॥
সেই পাপ তার দেহে হইয়ে সঞ্চার। পুনরায় কত কষ্ট দেয় অনিবার॥
অবশেষে তেয়াগিয়া সেই কলেবর। অপর যোনিতে গিয়া জন্মে ধরাতল॥
ক্ষুদ্র-যোনি হয়ে তারা সংসারেতে যায়। সলিল মৃত্তিকা খেযে জঠর পোরায়॥
এইরূপে কত কষ্ট পেয়ে অনিবার। কর্ম্মফলে সেই দেহ ত্যজে আপনার॥
গ্রাম্যপশু হয়ে পরে ভূমিতলে আসি। মনের দুঃখেতে সদা কাটে দিবানিশি॥
সুখের কণিকামাত্র তারা নাহি পায়। নির্দ্দয় মানবগণ কত কষ্ট দেয়॥
দড়ীতে বান্ধিয়া তারা করে আকর্ষণ। কি কব কষ্টের কথা ওহে মুনিগণ॥
দারুণ প্রহারে তারা জীবন হারায়। নতুবা মৃতের প্রায় পতিত ধরায়॥
কি করিবে নাহি শক্তি ক্ষুদ্র কলেবর। সবল প্রভুর ন্যায় মানব সকল॥
হীনবল পশু হয়ে কি করিতে পারে। মনের বিষাদ রাখে অন্তর ভিতরে॥
ডাকে কোথা ওহে হরি ওহে কৃপাময়। রক্ষ রক্ষ [illegible] আর নাহি সয়॥

তাহাদের দুঃখ চক্ষে করিলে দর্শন। সাধুর হৃদয় ফাটে শুহে ঋষিগণ॥
এইরূপে নানা যোনি করি বিচরণ। তার পর নরজন্ম লভে সেই জন॥
কিন্তু নাহি ঘটে তাহা অদৃষ্টে সবার। সেই জন লভে ফলে ভাগ্যফল যার॥
পশুযোনি ধরি যদি কভু কোন জন। কোন রূপে কিছু করে পুণ্য উপার্জ্জন॥
তাহলে মানবজন্ম হইবে তাহার। নতুবা যেমন কষ্ট সেই কষ্ট সার॥
দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম নাহিক সংশয়। তেমন উত্তম জন্ম সহজে কি হয়॥
পশুযোনি যারা যারা করি পরিহার। মনুষ্য-আকারে আসে ধরণী-মাঝার॥
বিন্দুমাত্র মনসুখ তারা নাহি পায়। কত দুঃখ সহে তারা কি কব কথায়॥
নীচকুলে জন্মে তারা দরিদ্র হইয়ে। সর্ব্বক্ষণ পায় কষ্ট অর্থের লাগিয়ে॥
নিজকর্ম্মফলে ক্রমে উচ্চপদ পায়। কত জন্ম পরে তারা উচ্চকুলে যায়।
প্রথমতঃ ব্যাধরূপে জন্মে দুরাচার। সে দেহ ত্যজিয়া পরে হয় চর্ম্মকার॥
তদন্তে চণ্ডাল পরে কুম্ভকার হয়। স্বর্ণকাররূপে শেষে জনম লভয়॥
তন্তুবায় আদি করি কত কুলে জন্মে। কত কষ্ট পায় তারা না যায় কহনে॥
রোগে শোকে সদাকাল জীবন কাটায়। দরিদ্র হইয়া কষ্ট অর্থের জ্বালায়॥
কেহ কাণা কেহ খোঁড়া কেহ কালা হয়। একহস্ত পদহীন হয়ে কেহ রয়॥
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জিবার তরে। মানবরূপেতে জীব জনমে সংসারে॥
এইরূপে কত কষ্ট পেয়ে নিরন্তর। ধর্ম্মের উপরে দৃষ্টি যদি করে নর॥
তবে ত উন্নত বংশে জনম ধরিবে। নতুবা কালের হাতে পুনশ্চ পড়িবে।

ঋষিগণ মন দিয়া করহ শ্রবণ। যেরূপে মানবগণ ধরয়ে জনম॥
সহবাস ঘটে যবে রমণী-পুরুষে। জরায়ুতে নরশুক্র অমনি প্রবেশে॥
সেই শুক্রে জীবগণ হয় উৎপাদন। বিধির লিখন ইহা কে করে খণ্ডন॥
জরায়ু-ভিতরে জীব করি অবস্থান। বিধির কৃপায় ক্রমে হয় বর্দ্ধমান॥
শুক্র রক্ত দুই ক্রমে হইয়া মিশ্রিত। ক্রমে ক্রমে জীবাকৃতি হয় সংগঠিত॥
পাঁচ দিন মধ্যে হয় কলল সঞ্চয়। পলল উৎপন্ন তার অর্দ্ধমাসে হয়॥
প্রাদেশ প্রমিত হয় পূর্ণমাস হলে। চৈতন্য সঞ্চার ক্রমে কিয়দ্দিন হলে॥
জননী-উদরে জীব করি অবস্থিতি। দারুণ যাতনা লভে নাহিক অবধি॥
সহিবারে নারি জীব জঠরযাতনা। ঘুরে ফিরে নড়ে চড়ে কে করে বর্ণনা॥
পুরুষ আকৃতি হয় দুই মাস পরে। হস্তচিহ্ন দেখা দেয় তিনমাস গেলে॥
পদাদি যতেক অঙ্গ ক্রমে সব হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়॥
ক্রমে ক্রমে যবে হবে গত চারিমাস। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্পষ্ট হইবে প্রকাশ॥
পঞ্চ মাস গত পরে হইবে যখন। নখাদির চিহ্ন যত হইবে দর্শন॥

ষষ্ঠমাসে নখরেখা স্পষ্টীভূত হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বিধির নির্ণয়॥
সপ্তমাস যবে গত হয় মুনিগণ। রোমের যাবত চিহ্ন হয় নিরীক্ষণ॥
তার পর অষ্টমাস সমাগত হলে। সম্পূর্ণ চৈতন্য পায় আসিয়া উদরে॥
নাভিসূত্রডোরে শিশু পোষ্যমান হয়। মূত্রসিক্ত হয়ে সদা উদরেতে রয়॥
কটু অম্ল আদি করি পদার্থনিকর। রসরূপে যায় যাহা জননীজঠর॥
তাহাতে যাতনা পায় শিশু মহামতি। সর্ব্বক্ষণ চিন্তে গর্ভে করি অবস্থিতি॥
মনে মনে কত চিন্তা সমুদিত হয়। চিন্তি চিন্তি ক্রমে হয় কাতর-হৃদয়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই খেদ করে। কি করিলে ওহে বিধি অধম উপরে॥
নারকী অধম আমি অতি দুরাচার। বিনা দোষে কত জীবে করেছি সংহার॥
অভিমানে মত্ত হয়ে পূবাবারে আশ। করেছি জীবের আমি কত সর্ব্বনাশ॥
বিনা দোষে কত জীবে করেছি সংহার। হরিয়া লয়েছি কত মণি মুক্তা হার॥
সবলেতে ধন ধান্য করেছি হরণ। কত যে করেছি পাপ কে করে গণন॥
পরস্ত্রী হরেছি কত কেবা সংখ্যা করে। বেদনা দিয়েছি কত জীবের অন্তরে॥
অনুতাপে দগ্ধ এবে হতেছে অন্তর। জঠরযাতনা সয়ে আছি নিরন্তর॥
নিজ কর্ম্মফলভোগ হতেছে এখন। দহিতেছি মনাগুণে এবে অনুক্ষণ॥
কত শত যোনি আমি করি বিচরণ। মানব হইয়া দেহ ধরিনু এখন॥
তথাপি করমফল হতেছে ভুঞ্জিতে। জঠরযাতনা আর না পারি সহিতে॥
জরায়ু-বেষ্টিত হয়ে জননীজঠরে। কত কষ্ট লভিতেছ কে বুঝিতে পারে॥
ব্যথায় ব্যথিত আর নাহি কোন জন। যেমন করম ফল পেতেছি তেমন॥
দারুণ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর। রক্ষ রক্ষ পরমেশ রক্ষ এইবার॥
পুষেছিনু দারাপুত্র কত কষ্ট করি। এখন কোথায় তারা মোরে পরিহরি॥
নিজ নিজ কর্ম্মফলে তাহারা এখন। যথায় যাহার স্থান করিল গমন॥
দারুণ পাতকী আমি থাকিয়া জঠরে। সহিতেছি কত কষ্ট অন্তরে অন্তরে॥
দেহ ধরি নাহি সুখ জানিনু এবার। দেহী হয়ে দুখমাত্র ভোগ অনিবার।
পাপ হতে জন্মে দেহ জানিনু নিশ্চয়। দেহী হয়ে সদা দুঃখ সেই জন্য হয়॥
দেহ ধরি কেহ যেন ধরণীমাঝারে। ভ্রমেতে পাতক নাহি কোনরূপে করে॥
পূর্ব্বজন্মে দারাপুত্র করিতে পালন। কত যে করেছি পাপ কে করে গণন॥
এখন জানিনু সেই পাতকের ফলে। দারুণ যাতনা পাই জননী-জঠরে॥
জরায়ুতে বন্দী হয়ে আছি সর্ব্বক্ষণ। অবিরল অশ্রুধারা হতেছে পতন॥
মনানলে দহিতেছি কি কহিব আর। কারে বলি কে দেখিবে যাতনা আমার॥
দারুণ পাষণ্ড আমি অতি নরাধম। হতভাগ্য আর কেবা আছে মম সম।

জন্মান্তরে পরশুভ করি দরশন। হিংসায় নিয়ত হতো হৃদয় দহন॥
এখন তাহার ফল ভুগি অনিবার। জরায়ুতে বদ্ধ হয়ে করি হাহাকার॥
পূর্ব্বজন্মে একমনে অহঙ্কার ভরে। দৌরাত্ম্য করেছি কত পরের উপরে॥
সেই পাপফলে আজি হইয়া একাকী। ভুঞ্জিতেছি কত কষ্ট জঠরেতে থাকি॥
এইরূপে গর্ভমধ্যে অবস্থান করি। নিজকৃত কর্ম্মফল মনে মনে স্মরি॥
জঠর যাতনা নাশ করিবার তরে। একমনে ডাকে সেই জগত-ঈশ্বরে॥
কোথা হরি মুর-অরি এসো একবার। বিষম সঙ্কট হতে রক্ষ এইবার॥
বিপদ উদ্ধারকারী তব নাম হরি। জীবের জীবন তুমি ভবের কাণ্ডারী॥
কিবা রক্ষ কিবা যক্ষ কিবা সুরগণ। সর্ব্বক্ষণ চিন্তে হৃদে তোমার চরণ॥
এইরূপে থাকি শিশু জননীজঠরে। কায়মনে ডাকে সেই বিশ্বের ঈশ্বরে॥
প্রসব সময় যবে উপনীত হয়। বিধির অপূর্ব্ব লীলা শুন মুনিচয়॥
ব্রহ্মবায়ুবশে শিশু মহাকষ্ট পায়। কাতর হৃদয় সদা যাহতে ধরায়॥
পুনরায় কর্ম্মপাশে বন্দীভূত হবে। বিধির লিখন বল কে আর খণ্ডাবে॥
জননীরে বহু ক্লেশ করিয়া অর্পণ। যোনিমার্গ দিয়া শিশু হয় নিঃসরণ॥
অতি কষ্টে যোনিমার্গে বাহির হইলে। বহির্ব্বায়ু স্পর্শ হয় তাহার শরীরে॥
তাহাতে সজীব রহে জীবের জীবন। পূর্ব্বকথা যায় ভুলে অমনি তখন॥
কোথা শোক কোথা দুঃখ কিছু নাহি রয়।মায়াবশ বিমোহিত সেই শিশু হয়॥
বিষম বিপদে জীব পড়ে পুনর্ব্বার। ভবের গতিই এই কিবা বলি আর॥
ভুমিষ্ঠ হইয়া শিশু জঠর হইতে। দিন দিন থাকে শশী সমান বাড়িতে॥
তখন তাহার কিছু নাহি থাকে জ্ঞান। কিবা ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম পাপ অনুষ্ঠান॥
সম্মুখেতে পায় যাহা তাহাই ধরিয়া। নির্ভয় হৃদয়ে দেয় বদনে পুরিয়া॥
কিবা মল কিবা মূত্র কিবা ভুজঙ্গম। কিবা ভেক যাহা কিছু করে দরশন॥
নির্ভয়ে সে সব ধরি মুখে পূরি দেয়।যাহা কিছু দেখে তাহা ধরিবারে যায়॥
মল মূত্র কিছু বোধ নাহি থাকে তার। নিজ মূত্র নিজ মল করয়ে আহার॥
কত রোগ কত পীড়া তাহার জনমে। তথাপি করয়ে ক্রীড়া আনন্দিতমনে॥
আধ্যাত্মিক রোগে কভু বহু কষ্ট পায়। আধিভৌতিকেতে কত বলা নাহি
যায়॥ আধিদৈবিকেতে কষ্ট লভয়ে কখন। কত কষ্ট কত মতে কে করে
গণন॥কিন্তু শিশু মূঢ়মতি বাক্য নাহি সরে। রোগের যাতনা কভু প্রকাশিতে
নারে॥ যখন পিপাসা পায় কিম্বা ক্ষুধা হয়।রোদন করিয়া হয় কাতর-হৃদয়॥
জননী তাহার ভাব করি দরশন। অনুমানে সন্তানেরে করেন সান্ত্বন॥
রোদন দেখিয়া মাতা করি অনুমান; রোগের ঔষধ যথা করেন প্রদান॥

ক্ষুধাতৃষ্ণাবশে যবে করয়ে রোদন। দুগ্ধ ক্ষীর আদি দিয়া করে নিবারণ॥
ক্রমে ক্রমে হয় বল শিশুর শরীরে। এক পা দুই পা করি চলে ধীরে ধীরে॥
তাহা দেখি মোহে মুগ্ধ যত জীবগণ। বলি হারি যাই বিধি তোমার লিখন॥
তখনো নাহিক হয় জ্ঞানের উদয়। নির্ভয়ে চলিয়া যায় যথা ইচ্ছা হয়॥
যাহা ইচ্ছা তাহা ধরি করয়ে ভোজন। ধুলা কাদা জল অঙ্গে দেয় অনুক্ষণ॥
মলমূত্র দেখি ঘৃণা নাহি থাকে তার। আপন ইচ্ছায় তথা করয়ে বিহার॥
ধুলায় কাদায় সদা বিচরণ করি। শিশু সহ করে খেলা দিবা বিভাবরী॥
শিশুগণ সহ সদা মারামারি করে। পরের অনিষ্ট করে নির্ভয় অন্তরে॥
জনক জননী শুনি এতেক বচন। প্রবোধ বচনে তারে বুঝান তখন॥
নিষেধ করিয়া কন মধুর বচনে। নাহি যেও বৎস আর অন্যের ভবনে॥
শিক্ষার কারণ দেন গুরুর আগারে। ইচ্ছা নাহি করে শিশু বিদ্যা শিখিবারে॥
জনক জননী তাহে শিক্ষক যে আর। শিক্ষার কারণে তারে করেন প্রহার॥
কাজে কাজে সেই শিশু সুখ নাহি পায়। মনের বিষাদে শিশু জীবন কাটায়॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে শৈশব সময়। অতীত হইয়া হয় যৌবন উদয়॥
যৌবনের স্ফূর্ত্তি হয় তাহার শরীরে। শৈশবের ভাব লুপ্ত হয় একেবারে॥
তখন অজ্ঞান আর শিশু নাহি রয়। যৌবন সহায়ে হয় জ্ঞানের উদয়॥
ভাগ্যবশে কেহ হয় অতি বিচক্ষণ। মূর্খ হয়ে ভবে কেহ করে বিচরণ॥
ক্রমে তার স্কন্ধে পড়ে সংসারের ভার। কাজে কাজে অর্থচিন্তা লাগে চমৎ-
কার॥ অর্থের কারণ ভ্রমে যথায় তথায়। অর্থ উপার্জ্জন হেতু কত কষ্ট পায়॥
তদবধি চিন্তাকীট তাহার শরীরে। প্রবেশিয়া দেহ তার জ্বর জ্বর করে॥
বহুকষ্টে যত ধন করে উপার্জ্জন। লালসা দ্বিগুণ বাড়ে তাহার তখন॥
সুখের নাহিক লেশ দুখ নিরন্তর। ক্রমে ক্রমে হয় জীব ধনের ঈশ্বর॥
তস্করেতে পাছে তাহা করয়ে হরণ। ভাবিয়া নিয়ত তার স্থির নহে মন॥
যত ধন বাড়ে তত ইচ্ছা বলবতী। তাহার হৃদয়ে চিন্তা বাড়ে নিরবধি॥
ধনের উপরি ধন করি উপার্জ্জন। অতুল ধনের পতি হইল তখন॥
তথাপি মনের সাধ নাহি মিটে তার। দিবানিশি ধন চিন্তা করে বার বার॥
ক্রমে গর্ব্ব হিংসা আসি সেই জনে ঘেরে। অহঙ্কার আসি মত্ত করে একে-
বারে॥ জ্ঞানান্ধ হইয়া পড়ে সেই মূঢ়জন। পরধনে লোভ তার জন্মে অনুক্ষণ॥
পরনারী যদি কভু নয়নেতে পড়ে। কামমদে মত্ত হয়ে অমনি শিহরে॥
ঘৃণিত কুকর্ম্ম কত করে সেই জন। বিষম মানব দেহ বিষম যৌবন॥
দেখিতে দেখিতে যায় যৌবন সময়। চির দিন সমভাবে কিছু নাহি রয়॥

পুত্র পৌত্র ক্রমে আর জন্মে বহু জন। ক্রমে ক্রমে কত পোষ্য বাড়ে অগণন॥
প্রবীণ সময় ক্রমে করে আগমন। তথাপি তিলেক সুখী নহে সেই জন॥
মনে ছিল পুত্রমুখ করি দরশন। সংসারের যত জ্বালা হবে বিনাশন॥
দুরদৃষ্টবশে তাহা না ঘটিল আর। হইল যাতনামাত্র নিরন্তর সার॥
হয় ত তাহার পুত্র পৌত্র আদি করি। কর্ম্মবশে অকালেতে গেল যমপুরী॥
দুরন্ত কৃতান্ত সবে করিল সংহার। দুঃখের অবধি আর না রহিল তার॥
মনের সন্তাপে শেষে কাতর হইয়া। করিতে লাগিল খেদ বহু বিলপিয়া॥
গৃহধর্ম্ম আগে যদি হতো বিবেচনা। অন্তিমে না পেতে হতো ঈদৃশ যাতনা॥
নিজের করম দোষে এদশা ঘটিল। পাপের উচিত ফল বিধাতা অর্পিল॥
অপকর্ম্মে বহুধন করিনু নিশেষ। এখন যাতনা কত পেতেছি অশেষ॥
বহুদূরে আছে মম বন্ধুআদিগণ। কি বলে তাদের কাছে করিব গমন॥
ধন ধান্য মম গৃহে কিছুমাত্র নাই। উপায় ভাবিয়া কিছু স্থির নাহি পাই॥
কত অশ্ব কত ধেনু মম গৃহে ছিল। কালবশে পাপবশে সব কোথা গেল॥
দারুণ দুর্গতি মম হবে এইবার। উপায় ভাবিয়া কিছু নাহি হেরি আর॥
বার্দ্ধক্য অবস্থা মোর রুগ্ন কলেবর। উপযুক্ত পুত্রকটী গেল যমঘর॥
পুত্র শোকে মম পত্নী অতি দুখমতি। তাহাতে তাহার ক্রোড়ে শিশুপুত্র অতি॥ অর্থ নাই কড়ি নাই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ। কোথা যাব কি করিব ব্যাকুলিত মন॥ কৃষিকার্য্য যতকিছু ছিল সমুদয়। মম অত্যাচারে সব হয়ে গেল ক্ষয়॥
পুত্রগণ যে কয়টী আছয়ে জীবিত। অনাহারে কষ্ট পেয়ে মরিবে নিশ্চিত॥
বান্ধব কেহই নাহি নিকটে আমার। মম প্রতি নাহি কারো কৃপার সঞ্চার॥
দেশের নৃপতি যিনি ধর্ম্মপরায়ণ। প্রতিকূল তিনি মোরে স্বভাব-কারণ॥
বিফল জীবন মম না হেরি উপায়। কি করিব নাহি স্থির যাইব কোথায়॥
আমার জীবনে ধিক্ ধিক্ শতবার। বিফল জীবন ধরি কিবা ফল আর॥
এইরূপে বহু চিন্তা প্রবীণ বয়সে। বার্দ্ধক্য আসিয়া ক্রমে শরীরে প্রবেশে॥
জরা আসি অঙ্গ ঘেরে শুক্লবর্ণ কেশ। পলিত গায়ের মাংস কি বলি বিশেষ॥
দন্তহীন, অন্ধপ্রায় শ্রবণ-বিহীন। শয্যাগত ক্রমে তনু ক্রমে হয় ক্ষীণ॥
অঙ্গের যতেক শোভা সব দূর হয়। শ্রীবিহীন জড়পিণ্ড সম হয়ে রয়॥
ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয় হেরিতে হেরিতে। বড়বড় শির উঠে ক্ষীণ শরীরেতে॥
শ্বাস কাস দেহে আসি প্রবেশে তখন। হাঁটিতে শকতি আর না রহে কখন॥
যষ্টির উপরে মাত্র করিয়া নির্ভর। বহুকষ্টে যায় দুই ত্রিপাদ অন্তর॥
তাহে শ্রম বোধ করি ধরাতলে পড়ে। অবরুদ্ধ শ্বাসে যেন ছটফট করে॥

যখন সবল ছিল সেই অভাজন। কত কষ্টে পুত্রগণে করেছে পালন॥
আজি সেই পুত্রগণ অতি দুরাচার। দুর্ব্বল পিতার প্রতি করে অত্যাচার॥
বিরক্ত হইয়া কত কটু কথা কয়। অবহেলা করে তার বাক্যসমুদয়॥
সদা বলে বুড়ো পাপ কেন নাহি মরে। পাঠায়েছে বিধি এরে কি হেতু সংসারে॥ পুত্রের বচন শুনি হয়ে জ্বালাতন। মনের দুঃখেতে বৃদ্ধ করয়ে রোদন॥কোথা যম নিরদয় এসো একবার। অধমেরে অবিলম্বে করহ সংহার॥
দারুণ বচনবাণ না সহে পরাণে। যুড়াইব কবে গিয়া শমনভবনে॥
এইরূপে মুখে দুঃখ করে সর্ব্বক্ষণ। কিন্তু বাঞ্ছা কিছু দিন ধরয়ে জীবন॥
মনে ভাবে যদি আমি ত্যজি কলেবর। পুত্রগণ অনাহারে মরিবে সকল॥
কিরূপে করিবে সবে অর্থ উপার্জ্জন। কাহার সমীপে গিয়া মাগিবেক ধন॥
প্রাণসমা প্রিয়তমা দাঁড়াবে কোথায়। কি করিবে কোথা যাবে না পাবে উপায়॥
এইরূপে কত চিন্তা করে বৃদ্ধজন। দেখিতে দেখিতে আসে সমীপে শমন॥
ঘন ঘন শ্বাস বহে কথা নাহি সরে। মনের বাসনা যত মিশায় অন্তরে॥
ভীষণ যমের দূত নিকটেতে আসি। যম-আজ্ঞা প্রতীক্ষিয়া রহে দিবানিশি॥
দেহের জ্বালায় স্থির না রহি তখন। ক্ষণে বসে ক্ষণে উঠে কখন রোদন॥
চট্‌ফট্‌ করি বুড়া চারিদিকে চায়। দারুণ যাতনা পেয়ে বদন শুকায়॥
পিপাসায় ফাটে বুক চক্ষে বহে নীর। পান হেতু জল চাহে হইয়া অস্থির॥
ঘন ঘন চাহে জল অতি ক্ষীণ স্বরে। কেবা জল দেয় তারে কেবা চাহে ফিরে॥
অবশ হইয়া পড়ে ক্রমে বাক্য হীন। জ্যোতিহীন হয় চক্ষু ক্রমে তনু ক্ষীণ॥
হেরিতে না পারে কিছু সেই বৃদ্ধজন। বিকট কৃতান্তে শুধু হেরিবে তখন॥
মনেতে বাসনা কথা কহিবে স্বজনে। কিরূপে কহিবে কহ না সরে বদনে॥
জড়তা আসিয়া তার রসনা রোধিবে। মনের বাসনা তার মনেতে মিশাবে॥
নয়ন বহিয়া জল পড়িবে তখন। তথাপি ধনের মায়া হইবে স্মরণ॥
গৃহ পুত্র কোথা রৈল চিন্তিয়া কাতর। চৈতন্যবিহীন ক্রমে হবে সেই নর॥
ঘড় ঘড় গলাস্বর হইবে তখন। প্রাণপক্ষী দেহ ছাড়ি করিবে গমন॥
অনিত্য ঘৃণিত দেহ বোঝামাত্র সার। সে দেহ পাইয়া দেহী করে অহঙ্কার॥
শুনিলে সকল কথা ওহে ঋষিগণ। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

দেহান্তে পরিণাম।

সনৎকুমার উবাচ।

করালবদনা ঘোরা বিকটা ঘোরচক্ষুষঃ।
যমদূতা সমায়ান্তি গতাসৌ চ শরীরিণি॥

এত শুনি ঋষিগণ প্রফুল্ল অন্তরে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সনত-কুমারে।
তব মুখে শুনি সব লভিলাম জ্ঞান। এখন জিজ্ঞাসি যাহা বলহ ধীমান।
দেহ অন্তে কিবা ঘটে করহ বর্ণন। সেই কথা শুনিবারে অতি আকিঞ্চন।
এত শুনি ধীরে ধীরে বিধির তনয়। কহিলেন শুন বলি ওহে মুনিচয়।
পূর্ব্বরূপে দেহী দেহ দিলে বিসর্জ্জন। যমদূত আসে তথা অতি বিভীষণ।
ঘোর দৃশ্য সবে অতি বিকট আকার। নাহি দয়া নাহি মায়া কঠিন ব্যভার।
পাশেতে বান্ধিয়া জীবে করি আকর্ষণ। আনন্দে লইয়া যায় শমন-ভবন।
কটু বাক্য কহে কত কে করে গণনা। দারুণ প্রহারে দেয় কঠিন যাতনা।
যমপুরে প্রবেশিয়া নরকের কূপে। ফেলিয়া দারুণ কষ্ট দেয় নানারূপে।
যাতনা পাইয়া যদি উঠে সেই নর। বিশাল মুগুর মারে মস্তক উপর।
তখন সহায় বল কেবা হবে আর। যন্ত্রণা হেরিয়া কৃপা জন্মিবে কাহার।
একাকী আসিতে হয় এই ভবধামে। তেমতি একাকী যাবে শমনভবনে।
সঙ্গে কেহ নাহি যাবে ত্যজিলে জীবন। তার সহ ফলভোগী না হবে কখন।
এইরূপে অহরহ সংসার মাঝার। জন্মিতেছে মরিতেছে জীব অনিবার।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া ফল যত জীবগণ। তিলার্দ্ধ তরেতে নহে সচেতন মন।
তিমিরে আবৃত সদা হয়ে জীবচয়। ভবের বিচিত্র গতি না করে নির্ণয়
দারুণ মায়ার জালে বন্দীভূত হয়ে। নিয়ত বিপথে ধায় ধরম ছাড়িয়ে
মায়াবশে পড়ে জীব সংসারমাঝার। নরকভোগের ভোগী হয় মাত্র সার
কি বলি অধিক আর তাপসনিকর। মায়াজাল না কাটিলে সকলি বিফল
মায়াজাল ছিন্ন করা সহজ না হয়। মায়াই দুস্তর অতি বিদরে হৃদয়।
সে মায়াকাটিতে হলে চাহি তত্ত্বজ্ঞান। অনায়াসে পাবে তবে ভবের সন্ধান।
যখন শরীরে হবে জ্ঞানের উদয়। আপনা আপনি মায়া হয়ে যাবে লয়।
অতএব শুন শুন ওহে ঋষিগণ। আপন মঙ্গল বাঞ্ছা করে যেই জন
সংসার কানন মাঝে দাবানল হতে। উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করে যার চিতে

তত্ত্বজ্ঞান প্রথমেতে করিবে অর্জ্জন। তবে ত পাইবে ত্রাণ সেই মহাজন॥
তত্ত্বজ্ঞান যার হৃদে সমুদিত হয়। তাহার হৃদয়ে নাহি থাকে ভবভয়॥
জ্ঞানবলে সেই জন পরিত্রাণ পায়। অন্তিমে পরমপদে সদানন্দে যায়॥
তত্ত্বজ্ঞানহীন যেই সংসারমাঝারে। মায়ামুগ্ধ বলে সবে পশুসম তারে॥
কত কাল কত যোনি করিয়া ভ্রমণ। অবশেষে ধরে জীব মানবজনম॥
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে মূঢ়মতি। ঈশ্বরে সদত যদি নাহি রহে ভক্তি॥
তার সম অভাজন কেবা আছে আর। পরম বিমূঢ় সেই অজ্ঞান অসার॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। মানব জীবন শুধু অশিব কারণ॥
নেত্রমাঝে বিরাজিছে সদত ঈশ্বর। তথাপি তাঁহারে নাহি ভাবে মূঢ় নর॥
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হয়ে অনিবার। মনে মনে তারে নাহি ভাবে একবার॥
কাজে কাজে মহাকষ্ট পায় মূঢ় নর। যাতনা অশেষ হয় দুর্গতি বিস্তর।
চিনিতে পারিত যদি জগত ঈশ্বরে। তবে কি ডুবিত নর নিরয় মাঝারে॥
পূয-রক্তময় দেহ করিয়া ধারণ। সদা অহঙ্কারে মত্ত রহে নরগণ॥
মনে মনে তারা নাহি ভাবে একবার। অন্তিমে সকল হবে সমূলে সংহার॥
দেহ অন্তে কিবা হবে যমের আগারে। ভ্রমে নাহি ভাবে কভু আপন অন্তরে॥
নরকের কথা নাহি করয়ে চিন্তন। পাপ পুণ্য সব যেন হয় বিস্মরণ॥
কারে পাপ বলা যায় মহাপাপ বলে। কিন্তু নাহি বিবেচনা করয়ে অন্তরে॥
কিবা ধনী কিবা মানী কিবা দুঃখীজন। ঈশ্বর সমীপে সবে সম দরশন॥
করম উচিত ফল ভুঞ্জিতে হইবে। কাহারো শকতি নাহি তাহারে খণ্ডিবে॥
অতএব কি বলিব ওহে ঋষিগণ। হরহরিপদে সদা রাখিবেক মন॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাপাপাদি কথন।

সনৎকুমার উবাচ।

শিবসূর্য্যৌ তথা বিষ্ণুঃ শক্তিশ্চৈব গজাননঃ।
এষাং ভেদো ন চৈবাস্তি ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ॥

পুনশ্চ জিজ্ঞাসে যত তাপসনিকর। শুন শুন বিধিসুত ওহে মুনিবর॥
পাপপুণ্য কথা তুমি বলিলে এখন। মহাপাপকথা এবে কৈলে উত্থাপন॥
ইঙ্গিতে নরককথা করিলে বর্ণনা। অই সব শুনিবারে মোদের কামনা॥
ইতি পূর্ব্বে সংক্ষেপেতে, নরক বর্ণন। করিয়াছ সবাপাশে ওহে মহাত্মন॥

বিস্তারিয়া সেই কথা কহ পুনর্ব্বার। মহাপাপ কারে বলে ওহে গুণাধার॥
এত শুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে। কহিতে লাগেন পুনঃ তাপসনিকরে॥
শুন শুন ঋষিগণ করিব বর্ণন। এক মনে শুদ্ধমনে শুনহ এখন॥
শক্তি শিব সূর্য্য বিষ্ণু আর গজানন। ইহাদের পাঁচে ভেদ নাহিক কখন॥
ইঁহাদের ভিন্ন বোধ করে যেই নর। ব্রহ্মঘাতী বলি সেই খ্যাত চরাচর॥
স্বমাতা বিমাতা আর গুরুর নন্দন। এসবে প্রভেদ জ্ঞান করে যেই জন॥
ম্লেচ্ছগণে বিপ্র সম অনুভব যার! ব্রহ্মঘাতী বলি সেই বিখ্যাত সংসার॥
আদ্যা শক্তি দুর্গা দেবী বিশ্বের জননী। সর্ব্বদেবময়ী যিনি নিত্যা সনাতনী॥
তাঁরে নিন্দা করে ভবে যেই অভাজন। ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই শাস্ত্রের লিখন॥
পৃথিবী খনন করে অম্বুবাচী দিনে। ভক্তিমাত্র নাহি যার পিতৃ মাতৃ জনে॥
পুত্র দারা নাহি পালে করিয়া যতন। ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই শাস্ত্রের বচন॥
বংশরক্ষা হেতু যেই বিবাহ না করি। নিয়ত ভ্রমণ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরি॥
শিবলিঙ্গে ভক্তিভাবে যেই নাহি পূজে। ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই মানবসমাজে॥
ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী হয় যেই জন। চৌর্য্যবৃত্তি করি করে সংসার পালন॥
মহাপাপী বলি তারা বিদিত ধরায়। তাদের পাপের ফল বলা নাহি যায়॥
ব্রাহ্মণের নিন্দা করে যেই অভাজন। রন্ধন করয়ে যেবা লইয়া বেতন॥
বেদাদি বিক্রয় করে উদরের তরে। ব্রহ্মঘাতী পাপী বলি খ্যাত চরাচরে॥
প্রলোভন প্রদর্শিয়া যেই দুরাচার। বিপ্রজনে লয়ে যায় আপন আগার॥
অবশেষে প্রবঞ্চনা করে যেই জন। ব্রহ্মঘাতী পাপী সেই শাস্ত্রের বচন॥
জল হেতু গাভী যবে যায় সরোবরে। বাধা দেয় যেই জন পথের ভিতরে॥
অথবা ব্রাহ্মণ যবে স্নানের কারণ। জলাশয়ে দ্রুতপদে করিছে গমন॥
তখন তাহারে বাধা দেয় যেই জন। ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই শাস্ত্রের বচন॥
শাস্ত্র আদি নাহি জানি যেই দুরাচার। নানামতে তর্ক করে করি অহঙ্কার॥
ব্রহ্মঘাতী পাপী তারে সকলেই কয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
বিপ্রজনে নিন্দা করে যেই অভাজন। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে রহে অনুক্ষণ॥
শাস্ত্রদ্বেষী হয়ে সদা মিথ্যা কথা কয়। ব্রহ্মঘাতী পাপী সেই নাহিক সংশয়॥
আপনি পণ্ডিত বলি করে অভিমান। ধনগর্ব্বে গর্ব্বী হয়ে করে অবস্থান॥
ব্রহ্মঘাতী বলি সেই বিদিত ভুবনে। কহিলাম সত্য সত্য সবার সদনে॥
পরের সুখেতে বাধা দেয় যেই জন। সদত অসত কাজ করে আচরণ॥
প্রত্যহ পরের দান গ্রহণের তরে। নিয়ত আছয়ে পথ দরশন করে॥
ব্রহ্মহত্যাপাপী তারা শাস্ত্রের বচন। বিধির লিখন ইহা না হয় খণ্ডন॥

এত বলি বিধিসুত কহে পুনরায়। শুন শুন ঋষিগণ বলি সবাকায়।
দণ্ডাঘাতে গোতাড়না করে যেই জন।গরুকে উচ্ছিষ্ট দেয় করিতে ভোজন॥
বিপ্র হয়ে বৃষোপরি আরোহিয়া যায়। বৃষলীর অন্ন সুখে যেই জন খায়॥
শত গাভী হত্যা কৈলে যেই পাপ হয়। ততোধিক পাপে লিপ্ত হইবে নিশ্চয়॥
গরু প্রতি পদাঘাত করে যেই জন। অগ্নিদেবে পদাঘাতে করয়ে তাড়ন॥
স্নান অন্তে পদ ধৌত যেই নাহি করে।আহার করিতে যায় গৃহের ভিতরে॥
দিবাভাগে দুইবার করয়ে আহার। গোহত্যাপতকী তারা শাস্ত্রের বিচার॥
যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাহি করে।তর্পণ না করে যেই পিতৃদেবতারে॥
গোহত্যাপাতকী তারা শাস্ত্রের বচন। পাপফলে নরকেতে করিবে গমন॥
বিপ্র-আজ্ঞা দেব-আজ্ঞা যেই নাহি পালে। জলে জীবে যায় লঙ্ঘি লঙ্ঘয়ে
অনলে॥ পুষ্প অন্ন নৈবেদ্যাদি করয়ে লঙ্ঘন। যেই জন মিথ্যা বাক্যে করে
প্রতারণ॥ দেবতা গুরুর নিন্দা শুনিয়া শ্রবণে। উপবিষ্ট রহে তথা পুলকিত-
মনে॥ গোহত্যাপাপেতে লিপ্ত হয় সেই নর। দেহান্তে সে জন যায় নরক
ভিতর॥ দেবমূর্ত্তি গুরুদেব কিম্বা বিপ্রজন। হেরিলে প্রণাম নাহি করে যেই
জন। বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদান যেই নাহি করে।গোহত্যাপাতকী সেই খ্যাত চরা-
চরে॥ শূদ্র হয়ে বিপ্রপত্নী করয়ে হরণ। বিপ্র হয়ে শূদ্রা সহ করয়ে রমণ॥
বিপ্র হযে যেই জন করে সুরাপান। বৃষলী সঙ্গমে যার বিমোহিত প্রাণ॥
বিমাতা গুরুর পত্নী কিম্বা গর্ভবতী। শাশুড়ী পুত্রের বধূ তনয়া যুবতী॥
মাতার জননী কিম্বা আপন ভগিনী। ভ্রাতৃবধূ পিতামহী আর মাতুলানী॥
শিষ্যকন্যা শিষ্যভগ্নী শিষ্যের বনিতা। সগর্ভা রমণী কিম্বা ভ্রাতার দুহিতা॥
ইহাদের সঙ্গে রতি করে যেই জন। ব্রহ্মঘাতী গুরুঘাতী সেই অভাজন॥
কুম্ভীপাক নরকেতে পড়ি দুরাচার। কত যে যাতনা পায় কি বলিব আর॥
শতযুগ নরকেতে করি অবস্থিতি। চণ্ডাল হইয়া পুনঃ আসিবেক ক্ষিতি॥
নারায়ণ সন্নিধানে গঙ্গার উপরে। কুরুক্ষেত্রে হরিপদে অথবা পুষ্করে॥
কাশীধামে হরিদ্বারে সাগরসঙ্গমে। বৃন্দাবনে প্রভাসেতে ত্রিবেণী সঙ্গমে॥
নৈমিষকাননে কিম্বা গোদাবরী তীরে। পরদত্ত দানগ্রহ যেই বিপ্র করে॥
গোহত্যা পাতক তার হইবে নিশ্চয়। কুম্ভীপাক নরকেতে শত যুগ রয়॥
দণ্ডাঘাতে যমদূতে করয়ে তাড়না। হাহাকার করে তারা পাইয়া যাতনা॥
যেই দুষ্ট দুরাচার অবনীমাঝারে। সুরাপান করি বেশ্যা সহিতে বিহরে॥
মহাপাপে পাপী হয় সেই দুরাচার। তপ্তকুণ্ড নরকেতে ভ্রমে অনিবার॥
বিপ্র হয়ে লোভবশে শূদ্রের আগারে। অন্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে॥

সুরাপান সম পাপ হইবে তাহার। বেদের লিখন ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥
কত যে যাতনা পায় ডুবিয়া নিরয়ে। হাহাকার করে সদা সন্তপ্ত হৃদয়ে ॥
স্বর্ণচুরি সম পাপ যাহে যাহে হয়। তাহার বিশেষ কথা শুন ঋষিচয় ॥
চৌর্য্য বৃত্তি মহাপাপ বিদিত ধরায়। নরকে পড়িয়া চোর কত কষ্ট পায় ॥
ফল চুরি ফুল চুরি আর যে কস্তুরী। দধি মধু ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ লয় হরি ॥
রুদ্রাক্ষ অথবা ধান্য করয়ে হরণ। স্বর্ণচুরি সম পাপে লিপ্ত সেই জন ॥
তাম্র সীসা কাঁসা আদি ধাতু চুরি করে। পট্টবাস কর্পূরাদি অপরের হরে ॥
স্বর্ণচুরি সম পাপ হইবে তাহার। শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলাম সার ॥
যেই জন চুরি করে সুগন্ধি চন্দন। আপন কন্যার সহ করয়ে রমণ ॥
সুরাপায়ী নারী লয়ে রতিরঙ্গ করে। সহোদরা পুত্রবধূ লইয়া বিহরে ॥
রজস্বলা নারী লয়ে করয়ে রমণ। বিশ্বস্ত বন্ধুর নারী করয়ে হরণ ॥
ভ্রাতৃভার্য্যা লয়ে সদা আনন্দে বিহরে। অসিকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে ॥
স্বর্ণচোর সম পাপী সেই দুরাচার। শত যুগ নরকেতে করে হাহাকার ॥
নরকে পড়িয়া সেই এই মহাপাপে। অবিরত পায় কষ্ট মনের সন্তাপে ॥
তাহার পাপের শাস্তি কে বলিতে পারে। অনন্ত সহস্র মুখে বলিবারে নারে ॥
শত শত প্রায়শ্চিত্ত করে সেই জন। তথাপি তাহার পাপ না হয় মোচন ॥
শূদ্রের সহিতে থাকি যেই বিপ্রবর। শঙ্করের করে পূজা হবিস-অন্তর ॥
কিম্বা শালগ্রামশিলা করয়ে পূজন। দুস্তর নরকে তার হইবে পতন ॥
দারুণ যাতনা পায় শমনের পুরে। হাহাকার করে সদা পড়িয়া ফাঁপরে ॥
চন্দ্র সূর্য্য যত দিন ধরাধামে রয়। তাবত তাহার বাস নরকেতে হয় ॥
এইরূপ হর কিম্বা হরিকে পূজিলে। নরকেতে পড়ে দ্বিজ লয়ে নিজকুলে ॥
প্রলয় অবধি থাকে নিরয় ভিতর। কহিলাম সত্য সত্য সবার গোচর ॥
শূদ্রজনে শিবলিঙ্গ করিলে স্পর্শন। অশুচি হইবে তাহা শাস্ত্রের বচন ॥
যদ্যপি তাহার পূজা করে দ্বিজবরে। আকল্প অবধি রবে নরক-ভিতরে ॥
যেই বিপ্র পরহিংসা পরদ্বেষ করে। শূদ্র নারী লয়ে সদা সুখেতে বিহরে ॥
নিরত ভোজন করে শূদ্রের ওদন। বিশ্বাসঘাতকী কাজ করে যেই জন ॥
মহাপাপী বলি সেই খ্যাত চরাচর। কোনরূপে সে জনের নাহিক উদ্ধার ॥
কোনকালে মুক্তিপদ সেই নাহি পায়। মহাপাপী বলি সেই বিদিত ধরায় ॥
বেদনিন্দা বিষ্ণুনিন্দা করে যেই জন। গুরুনিন্দা দেবনিন্দা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাহাদের পরিত্রাণ নাহি কোন কালে। দারুণ যাতনা পায় নরক-মাঝারে ॥
মহাপাপী বলি তারা খ্যাত চরাচর ॥ বলিলাম শাস্ত্রকথা সবার গোচর ॥

সৎকার্য্য বিরোধী হয় যেই দুরাচার। কোনকালে সে জনের নাহিক উদ্ধার॥
বেদে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে যেইজন। মহাপাপী তারে কহে শাস্ত্রের বচন॥
শমনের কাছে সেই মহাকষ্ট পায়। নরক ভোগের পর ধরাতলে যায়॥
দেবনিন্দা গুরুনিন্দা করে যেই জন। তাহার গৃহেতে অন্ন করিলে ভোজন॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই মূঢ়মতি। তপ্তকুণ্ড নরকেতে থাকে নিরবধি॥
প্রায়শ্চিত্তে শান্তি নাহি হয় মহাপাপ। নরকে পড়িয়া পাপী পায় মনস্তাপ॥
যেই বিপ্র বৌদ্ধগৃহে করয়ে ভোজন। তাহার দুর্গতি হয় শাস্ত্রের বচন॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই হীনাচার। তিন কুল সহ যায় নরকমাঝার॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন। বেদবিক্রী করি করে আত্মার পোষণ॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার। দারুণ নরক ভোগ করে অনিবার॥
ঘন ঘন যমদূত করয়ে প্রহার। বিষম যন্ত্রণা পেয়ে করে হাহাকার॥
কোটি কল্প করে বাস তাহার ভিতরে। রক্ষ২ বলি সদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কোটি কল্প কাল সেই নরকেতে রয়। অবশেষে ক্রমি হয়ে থাকে নীচাশয়॥
শতযুগ ক্রমিরূপে করি অবস্থিতি। ক্ষুধাবশে মল মূত্র ভুঞ্জে নিরবধি॥
অবশেষে ধরাতলে বনের ভিতরে। ভুজঙ্গ আকার ধরি বিচরণ করে॥
কল্পকাল সর্পরূপী হয়ে সেই জন। কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন॥
পরিশেষে পশু হয়ে জন্মে দুরাচার। সহস্র বৎসর ধরি ভ্রমে অনিবার॥
নানারূপে নানা কষ্টে সহিয়া সহিয়া। মানব-জনম লয় ধরাতলে গিয়া॥
ম্লেচ্ছকুলে জন্ম ধরে সেই দুরাচার। নিজ কর্ম্মফলে দুঃখ পায় অনিবার॥
সপ্ত জন্ম এইরূপে কত কষ্ট পেয়ে। অবশেষে ধরে জন্ম গোপের আলয়ে॥
তথা যদি সদা শুদ্ধ একান্ত অন্তরে। দ্বিজসেবা দেবসেবা আচরণ করে॥
তবেত গোপের দেহ করি বিসর্জ্জন। দরিদ্র বিপ্রের কুলে লভয়ে জনম॥
দুঃখ শোক নানা কষ্ট পায় দুরাচার। অন্ন লাগি দ্বারে দ্বারে ভ্রমে অনিবার॥
তবেত তাহার পাপ হয় বিমোচন। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের লিখন॥
বিপ্র হয়ে যদি পুনঃ পাপাচার করে। ভীষণ নরক মধ্যে পুনর্ব্বার পড়ে॥
পুনর্ব্বার বহু কষ্ট পায় অনিবার। সহজে তাহার আর নাহিক উদ্ধার॥
পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত নরক ভুগিয়া। গর্দ্দভ রূপেতে জন্মে ধরাতলে গিয়া॥
দশ জন্ম খররূপে দেহপাত করি। কুকুর হইয়া জন্মে সেই পাপাচারী॥
বিষ্ঠামূত্র নিরন্তর করিয়া ভোজন। মাঠে ঘাটে থাকি করে জীবন রক্ষণ॥
দশ জন্ম এইরূপে থাকি দুরাচার। শূকরী উদরে জন্ম ধরে পুনর্ব্বার॥
মহাকষ্ট পায় পাপী শূকর হইয়া। মল মূত্র সদা খায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥

একজন্ম সেইরূপে করিয়া যাপন। মূষিক রূপেতে শেষে ধরয়ে জনম॥
শত বর্ষ মহাকষ্ট পায় নিরন্তর। ভুজঙ্গ-উদরে পাপী জন্মে তদন্তর॥
বারো জন্ম সর্পদেহ ধরি দুরাচার। কত কষ্ট পায তাহা কি বলিব আর॥
অবশেষে শূদ্রঘরে মানব-আলয়ে। জন্মগ্রহ করে পাপী মহাদুঃখী হয়ে॥
হীন ঘরে জন্মি কত মহাকষ্ট পায়। তাহার দুর্দ্দশা হেরি বুক ফেটে যায়॥
অবশেষে বৈশ্যকুলে লভিয়া জনম। মহাদুখে মহাকষ্টে কাটায় জীবন॥
দুইবার এইরূপে গতায়াত করি। অবশেষে জন্মে আসি ক্ষত্রদেহ ধরি॥
মহাবল মহামত্ত হয়ে নিরন্তর। অস্ত্র শস্ত্র লযে ভ্রমে দেশ দেশান্তর॥
পরের সুখের বাধা করে দুরাচার। মহাপাপে পরিলিপ্ত হয় পুনর্ব্বার॥
নরজন্ম ঘুচে শেষে পশুযোনি পায়। পশু হযে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
পশু দেহ তেয়াগিয়া চণ্ডালের ঘরে। পুনর্ব্বার নররূপে জন্মে ধরাতলে॥
সপ্ত জন্ম এইরূপে নানা কষ্ট পায। পাপের উচিত ফল কে বল খণ্ডায়॥
যদ্যপি চণ্ডাল হয়ে ধর্ম্মে থাকে মন। দ্বিজের ঘরেতে পুন লভিবে জনম॥
বিপ্রকুলে জন্ম ধরি সুখ নাহি পায়। দুঃখে শোকে সেই জন জীবন কাটায়॥
বিষম ব্যাধিতে শেষে হয় জ্বালাতন। অহর্নিশি অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন॥
কাজে কাজে পরদত্ত দানগ্রহ করে। পুনবায় পাপে ডোবে নিজকর্ম্মফলে॥
প্রতিগ্রহজন্য পাপ নহে খণ্ডিবার। নিরয়ে পতন তার হয পুনর্ব্বার॥
অধিক কি কহি আর ওহে মুনিগণ। পরশুভদ্বেষী সদা হয যেই জন॥
পরের বিভব দেখি ঈর্য্যা করি মরে। নিয়ত অসূয়া যার অন্তর মাঝারে॥
রৌরব নরকে পড়ে সেই দুরজন। মহাপাপী বলে তারে শাস্ত্রের বচন॥
বহুদিন নরকেতে করি অবস্থান। কত যে দুর্গতি পায় কে করে সন্ধান॥
অবশেষে ধরাধামে চণ্ডালের ঘরে। কুরূপী কুনখী হযে জন্মগ্রহ করে॥
দেহ ত্যজি যায় যবে শমন-আলয়। বিধিমতে যমদণ্ড সহিবারে হয়॥
দণ্ডের প্রহার করে শমন-কিঙ্কর। শূল অসি মারে কেহ কেহ বা মুদ্গর॥
কখন টানিয়া ফেলে জ্বলন্ত অঙ্গারে। কখন ফেলিয়া দেয় তপ্ত তৈলোপরে॥
এইরূপে কত কষ্ট পায় দুরাচার। অসহ্য যাতনা পেয়ে করে হাহাকার॥
ব্রাহ্মণে অনলে কিম্বা আর ধেনুগণে। নিন্দা করে যেই জন নিজ মনে মনে॥
অথবা আহার নাহি দেয় যেই জন। কুক্কুর-যোনিতে সেই ধরিবে জনম॥
বহু কষ্ট পাবে সেই ভ্রমি বনে বনে। দেহান্তে চলিয়া যাবে শমন-সদনে॥
তথায় নরকভোগ হবে বহুতর। দারুণ যাতনা দিবে যমের কিঙ্কর॥
শতযুগ পূঁজকুণ্ডে করিয়া বসতি। কল্পকালে বিষ্ঠাকুণ্ডে রবে নিরবধি॥

চণ্ডাল হইয়া শেষে ধরিবে জনম। দরিদ্র হইয়া কষ্ট পাবে সর্ব্বক্ষণ॥
দেহ অন্তে সেই জন নিজ কর্ম্মদোষে। দারুণ নিরয়গামী হবে অবশেষে॥
বিষ্ঠাকুণ্ডে কল্পকাল সেই জন রয়। মল মূত্র খেয়ে সদা কত কষ্ট সয়॥
নরক ভোগের পর ধরাতলে আসি। ব্যাঘ্ররূপে বনে বনে ভ্রমে দিবানিশি॥
তিন জন্ম এইরূপ ব্যাঘ্রের আকারে। বিষম যাতনা লভে বনে বনে ঘুরে॥
পুনর্ব্বার নরকেতে পড়ি সেই জন। দারুণ যাতনা পেয়ে হবে জ্বালাতন॥
বলিলাম সব কথা শাস্ত্রের নির্ণয়। বেদের বচন মিথ্যা হইবার নয়॥
পরনিন্দা পরগ্লানি করে যেই জন। সদা সবে উক্তি করে কঠোর বচন॥
দাতা জনে দান দিতে করে নিবারণ। তাহাদের পাপফল শুন মুনিগণ॥
দেহান্তে তাহারে বান্ধি যম অনুচর। টানিয়া লইয়া যায় যমের গোচর॥
যমের আদেশে তথা যমদূতগণ। সুতপ্ত লৌহের দণ্ডে মারে অনুক্ষণ॥
তীক্ষ্ণমুখ সূচি বিদ্ধ লোচনেতে করে। জ্বালাতে কাতর হয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কোথা হতে কাক আসি যমের আজ্ঞায়। চঞ্চুতে নয়নদ্বয় উপাড়িয়া খায়॥
কুক্কুর আসিয়া কত অতি বিভীষণ। ঘন ঘন পাপী-অঙ্গে করয়ে দংশন॥
কৃষ্ণবর্ণ রক্তচক্ষু যমদূত যত। কত যে যাতনা দেয় কেবা বল কত॥
দারুণ যাতনা পেয়ে মহাপাপীগণ। রক্ষ রক্ষ বলি সদা করয়ে রোদন॥
নিজের কুকর্ম্ম দোষ ভাবিয়া অন্তরে। ঘন ঘন মরে পাপী মনাগুণে পুড়ে॥
তাহাদের দুঃখ যদি হয় দরশন। পাষাণ হৃদয় হলে হয় বিদারণ॥
পরদ্রব্য চুরি করে যেই দুরাচার। তাদের দুর্গতি বল কি বলিব আর॥
যমের কিঙ্কর যত ভীষণ আকার। ঘোরায় তাদের বান্ধি শূন্যে অনিবার॥
ঘুরাতে ঘুরাতে তারে দারুণ বেগেতে। নরকে ফেলিয়া লাগে চরণে দলিতে॥
সুতপ্ত লৌহের দণ্ড করয়ে প্রহার। যাতনা পাইয়া পাপী করে হাহাকার॥
এরূপে হাজার বর্ষ মহাকষ্ট দিয়া। তার পর যমদূত পাপীরে তুলিয়া॥
পুনরায় বান্ধে শিলা গলেতে তাহার। শোণিত-নরকমাঝে ফেলে পুনর্ব্বার॥
সাতনলা বিন্ধে তার হৃদয় মাঝারে। শতযুগ পায় কষ্ট নরক ভিতরে॥
অবশেষে কিছুকাল অপর নরকে। ফেলিয়া যাতনা দেয় পাতকীদিগকে॥
প্রধান চুরাশী কুণ্ড আছে নিরূপণ। তাহাতে পাপের ভোগ করে পাপীগণ॥
অবশেষে কর্ম্মফলে নরদেহ ধরি। নীচকুলে জন্মে গিয়া মানবের পুরী॥
আমিষ খাইয়া করে জীবন ধারণ। কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন॥
শুন শুন ঋষিগণ শুন দিয়া মন। ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি যদি দেয় কোন জন॥
সেই বৃত্তি যদি কেহ লোভে হরি লয়। তাহে পড়ে দ্বিজচক্ষে অশ্রুবারিচয়॥

অশ্রুজল যত ফোঁটা পড়ে ধরাতলে। তত যুগ রহে পাপী নরক-ভিতরে॥
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হয়ে নিপতন। দিবানিশি দগ্ধ হয় সেই পাপীজন॥
অবশেষে মলকুণ্ডে পড়ি দুরাচার। মল মূত্র খেয়ে সদা করে হাহাকার॥
দারুণ যন্ত্রণা দেয় যমের কিঙ্কর। আর্ত্তনাদ করি কান্দে পাতকী-নিকর॥
যে দশা তাহার হয় কি বলিব আর। হীনকুলে জন্মে আসি সেই দুরাচার॥
ভূতলে মানবদেহ করিয়া ধারণ। কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন॥
ঘৃণা করে নিন্দা করে মানব-সমাজে। মনের বিরাগে ঘুরে কাননের মাঝে॥
যেই দুষ্ট স্বীয় বৃত্তি করয়ে হরণ। পরের যশের হানি করে যেই জন॥
অন্ধকার নরকেতে পড়ি দুরাচার। বহুযুগ তথা থাকি করে হাহাকার॥
মল মূত্র কৃমি আদি ভক্ষণ করিবে। কোনরূপে থাকে পাপী যমদণ্ড সয়ে॥
অবশেষে সর্পরূপে জন্মে সাতবার। পঞ্চ জন্ম কাকরূপী হয় দুরাচার॥
তবে ত তাহার পাপ হয় বিমোচন। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে মুনিগণ॥
দ্বিজধন হরে যেই করিয়া বঞ্চনা। গুরুধন যেবা লয় করিয়া ছলনা॥
কৃতঘ্নতা মহাপাপে মজে সেই জন। ভীষণ নরককুণ্ডে হয় নিপতন॥
তাহার পাপের ফল না পারি বর্ণিতে। বহু যুগ রহে সেই নরক মাঝেতে॥
নরক-ভোগের পর সেই দুরাচার। শূদ্রকুলে ধরাতলে জন্মে সাতবার॥
সপ্তজন্ম নেত্রহীন হয় সেই জন। কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন॥
যদি সপ্ত জন্ম সেই পাপ নাহি করে। তবে মুক্তি পেয়ে জন্মে সজ্জনের ঘরে॥
মাতৃ পিতৃজনে যেবা শ্রদ্ধা নাহি করে। পিতৃমাতৃভক্তি নাহি যাহার অন্তরে॥
নারীর বশতাপন্ন যেই দুরাচার। কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর॥
ধরাতলে চন্দ্র-সূর্য্য থাকে যত দিন। দারুণ অগ্নির তাপে পুড়ে হয় ক্ষীণ॥
অবশেষে কীটতনু ধরি দুরাচার। কান্দিতে কান্দিতে যায় ধরণী-মাঝার॥
সপ্ত জন্ম এইরূপে করিয়া ভ্রমণ। তবে ত তাহার পাপ হয় বিমোচন॥
তুলসী তরুরে যেবা করে অনাদর। অশ্বত্থ ছেদন করে হরিষ অন্তর॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই বিচার-আলয়ে। ধনলোভে মিথ্যা কহে হরিষ-হৃদয়ে॥
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার। পাপের ফলেতে যায় নিরয়-মাঝার॥
নরকে পড়িয়া সদা হয় জ্বালাতন। ভীষণ বৃশ্চিক তারে করয়ে দংশন॥
মলমূত্র পূজ আদি খায় অনিবার। জ্বালায় অস্থির হয়ে করে হাহাকার॥
কৃকলাস হয়ে শেষে যায় ধরাতলে। কাননে কাননে ফেরে পাদপের ডালে॥
সপ্ত জন্ম এইরূপে ভুগি দুরাচার। তবে ত মানবদেহ ধরে পুনর্ব্বার॥
কামবশে গুরুনারী হরে যেই জন। মাতৃগামী পাপ তার শাস্ত্রের বচন॥

পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন সেই অতি দুরাচার। প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার শাস্ত্রের বিচার॥
অথবা বিপ্রের পত্নী যেবা হরি লয়। জননীহরণ পাপ তাহার নিশ্চয়॥
ভগিনী তনয়া পৌত্রী করিলে হরণ। মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরজন॥
মহাপাপে হয় লিপ্ত সেই মূঢ়মতি। দেহান্তে নরকমাঝে হয় তার গতি॥
যমদূত দেয় তারে বিষম যাতনা। কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণনা॥
মুষল আঘাত করে মস্তক উপরে। পৃষ্ঠোপরে লৌহদণ্ড কেহ কেহ মারে॥
মুখমধ্যে তপ্ত লৌহ করায়ে প্রবেশ। কালদূত দেয় তারে যাতনা অশেষ॥
অর্থলোভে কন্যাবিক্রী করে যেই জন। তাহার পাপের শাস্তি শুন ঋষিগণ॥
ধরণী তাহার ভার সহিবারে নারে। ঘন ঘন কাঁপে দেবী অতি কষ্টভরে॥
যে দেশে বসতি করে সেই দুরাচার। একেবারে সেই দেশ হয় ছারখার॥
অন্তকালে কুম্ভীপাকে পড়ে সেই জন। দারুণ যাতনা দেয় যমদূতগণ॥
সতত রোদন করে নরকে পড়িয়া। যমদূতে দেয় ফেলি অগ্নিতে ঠেলিয়া॥
বহ্নিতাপে সন্তাপিত হয়ে দুরাচার। অহর্নিশি মনোদুঃখে হাহাকার॥
প্রলয় অবধি বহ্নি নরক ভিতরে। অশেষ যাতনা পায় কালের প্রহারে॥
চৌর্য্যবৃত্তি করে যেই সদা সর্ব্বক্ষণ। অন্তিমে নরকে হয় তাহার পতন॥
উদূখলে তারে চূর্ণ করে মহাকাল। কফকুণ্ডে পড়ি পাপী রহে বহু কাল॥
শত বর্ষ সেই কুণ্ডে বহু কষ্ট দিয়ে। সুতপ্ত পাষাণে কাল ফেলেন ঠেলিয়া॥
বহু যুগ তাহে কষ্ট পেয়ে পাপীগণ। রক্ষ রক্ষ বলি সদা করয়ে রোদন॥
সমুচিত ফল ভোগে করম যেমন। বিধির লিখন বল কে করে খণ্ডন॥
অবশেষে পাপীগণে বান্ধিয়া গলেতে। একে একে সব কুণ্ডে ফেলে যমদূতে॥
এরূপে শতেক যুগ নরক ভিতর। পাপীগণ থাকি পায় যাতনা বিস্তর॥
সুতপ্ত লৌহের দণ্ডে করযে প্রহার। যাতনা পাইবা তাহে করে হাহাকার॥
কোন কোন কালদূত সাঁড়াশি লইয়া। পাপীদের দন্তপংক্তি ফেলে উপাড়িয়া॥
এইরূপে কত কষ্ট দেয় দূতগণ। হৃদি কাঁপে দেহ কাঁপে করিলে শ্রবণ॥
যে কষ্ট শমনপুরে পায় পাপীগণ। শুনিলে জীবের হৃদি কাঁপে সর্ব্বক্ষণ॥
পরনারী প্রতি যারা লোভী অতিশয়। মজাতে পরের কুল উৎসাহী হৃদয়॥
অন্তিমে তাহারা গিয়া শমন গোচর। পাপের উচিত ফল পায় বহুতর॥
উত্তপ্ত লৌহের নারী করিয়া নির্ম্মাণ। পাপীরে অর্পেন তাহা শমন ধীমান॥
আদেশ করেন তারে করিতে রমণ। ঘন ঘন কালদূত করয়ে তাড়ন॥
কালের এমনি লীলা কে বুঝিতে পারে। যেই নারী পাপী সহ যায় বহ্নিধারে॥
বল করি পাপীগণে করিয়া ধারণ। অগ্নিতাপে তাহাদিগে দহে অনুক্ষণ॥

যাতনা পাইয়া পাপী করে হাহাকার। এখন কাঁদিলে বল কি হইবে আর॥
যাতনা সহিতে নারি করে আর্ত্তনাদ। ছাড়িয়া পলাতে পাপী করে মনসাধ॥
পলাবে কোথায় বল পলাতে না পারে। দুরন্ত কালের দূত অমনি প্রহারে॥
এইরূপে পাপীগণ যমপুরে গিয়ে। কত যে যাতনা পায় বিষাদহৃদয়ে॥
প্রধান চৌরাশী কুণ্ড অতি বিভীষণ। তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় পাপীগণ॥
যেই নারী নিজ পতিধনে তেয়াগিয়া। পর নর সহ থাকে প্রেমেতে মজিয়া॥
মহাকষ্ট পায় তারা কুম্ভাণ্ডের লোকে। দিবস যামিনী তার যায় মনোদুঃখে॥
তপ্ত লৌহের শয্যা আছে যমপুরে। তদুপরি হয় শুতে সেই রমণীরে।
সুতপ্ত লৌহের নর করিয়া নির্ম্মাণ। তাহাদের কোলে দেন শমন ধীমান॥
[illegible]রয় সেই নর অতি দুর্নিবার। যমের আদেশে তারা করে অত্যাচার॥
সবলে ধরিয়া সেই রমণীর করে। যমের আদেশে রতি করয়ে তাহারে॥
[illegible] জ্বালায় দহে যত নারীগণ। ডাকে সদা কোথা রক্ষ শ্রীমধুসূদন॥
কত দিব্য বর্ষ থাকে এ হেন প্রকারে। কত যে যাতনা পায় শমনের পুরে॥
তথাপি তাদের তাহে নাহি পরিত্রাণ। সুতপ্ত ক্ষারের জলে করায় সিনান॥
তার পর মলকুণ্ডে করি অবস্থান। মল খায় মল খায় মূত্র করে পান॥
একে একে যাবতীয় কুণ্ডের মাঝারে। ফেলিয়া যাতনা দেয় যম-অনুচরে॥
তদন্তরে সেই নারী ধরাতলে গিয়া। নীচকুলে লভে জন্ম কুরূপিণী হয়ে॥
স্ত্রীহত্যা মহাপাপ করে যেই জন। ব্রাহ্মণ বিনাশ কিম্বা ধেনুবিনাশন॥
ক্ষত্রিয় রমণী বধে যেই দুরাচার। তাহার পাপের কথা কি বর্ণিব আর॥
কুলটা নারীর দণ্ড শুনিলে যেমন। ইহাদের সেই শাস্তি দিবেন শমন॥
গুরুনিন্দা কাণে শুনি যেই মূঢ়মতি। বিনা রোষে সেই স্থানে করে অবস্থিতি॥
অন্তিম কালেতে গেলে শমনের পুরে। দারুণ যাতনা যম দিবেন তাহারে॥
উত্তপ্ত লৌহের শলা শ্রবণে তাহার। যমের আজ্ঞায় দূত দিবে অনিবার॥
গলিত সীসক তার শ্রবণ বিবরে। ঘন ঘন দেয় ফেলে যমের কিঙ্করে॥
কতকষ্ট পায় তাহে পাতকী দুর্জ্জন। হাহাকার করি সদা করয়ে রোদন॥
অবশেষে কুম্ভীপাক নরকেতে নিয়ে। যমদূত দেয় ফেলি সানন্দ-হৃদয়ে॥
বহুযুগ তথা পাপী করি অবস্থিতি। ধরাতলে হীনকুলে জন্মে মূঢ়মতি॥
দাম্ভিক মানব যারা দম্ভে মুগ্ধকায়। যমপুরে গিয়া তারা মহাকষ্ট পায়।
লবণ কুণ্ডেতে পড়ি সেই দুরজন। লবণ খাইয়া হয় তাপিত জীবন॥
সহস্র বৎসর পরে তাহারে লইয়ে। মলকুণ্ডে যমদূত দিবেন ফেলিয়ে॥
এক কল্প থাকি তথা ভক্ষয়ে পুরীষ। মলমূত্র খেয়ে পাপী দহে দিবানিশ॥

রৌরব নরকে শেষে হয়ে নিপতন। কল্পকাল কৃমি কীট করয়ে ভক্ষণ॥
তবেত তাহার পাপ দূরে চলি যায়। ধরাতলে নীচকুলে জন্মে পুনঃ
রোষভরে চাহে যেবা বিপ্রের উপরে। কত কষ্ট পায় সেই শমনের
যমদূত গলদেশ বান্ধিয়া তাহার। সূচিবিদ্ধ চক্ষে তার করে অনিবার॥
যমদূত দণ্ডাঘাত করে ঘন ঘন। ক্ষারজলে হয় সিক্ত সেই দুরজন॥
বিশ্বাসঘাতকী হয় যেই দুরাচার। মানীর মর্য্যাদা যেবা করয়ে সংহার॥
চির দিন পর-অন্ন করয়ে ভোজন। সবার উপর কহে পরুষ বচন॥
যমপুরে গিয়া তারা দারুণ ক্ষুধায়। নিজের নিজের মাংস উপাড়িয়া খায়॥
কুকুর শৃগাল কত আনি লাখে লাখে। ঠুকরিয়া খায়মাংস পড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে॥
এরূপে পাপাত্মা হয় অস্থিমাত্র সার। পরেতে তাহাকে ফেলে নরক মাঝার॥
চৌরাশী নরক ঘুরি সেই দুরজন। আপন পাপের ফল ভুঞ্জে অনুক্ষণ॥
কোটি যুগ এইরূপে নরকে থাকিয়া। নীচকুলে জন্মে পরে ধরাতলে গিয়া॥
বিপ্র হবে শূদ্রদান করয়ে গ্রহণ। বিপ্রের কুমার হয়ে দেবল ব্রাহ্মণ॥
এক কল্প করে বাস নরক মাঝারে। তাহার পাপের ফল কে বলিতে পারে॥
পুরীষ নরকে থাকি মলমূত্র খায়। চণ্ডাল হইয়া শেষে ধরাতলে যায়॥
দরিদ্র হইয়া দুঃখ পায় নিরন্তর। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রহে সদত কাতর॥
মিথ্যা কথা কটু কথা বলে যেই জন। দারুণ যাতনা তারে দিবেন শমন॥
তাহাদের সেই জিহ্বা যমদূতচয়। সুতপ্ত সাঁড়াশি দিয়া টেনে তুলি লয়॥
অবশেষে ফেলে তারে তপ্ততৈলোপরে। দণ্ডাঘাত করে পুন তাহার উপরে॥
অশেষ যাতনা পায় তাহার ভিতর। জ্বালায় অস্থির হয়ে কাঁদে নিরন্তর॥
অবশেষে ধরাতলে ম্লেচ্ছের আগারে। জনম লভয়ে সেই বিবাদ অন্তরে॥
পরের সুখের বাধা করে যেই জন। পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে যেই জন॥
পরেরে তাড়না যেই করে নিরন্তর। পরসুখপথে কাঁটা দেয় যেই নর॥
বৈতরণী নরকেতে পড়ি সেই জন। কত যে যাতনা পায় কি করি বর্ণন॥
অনল সমান ফুটে বৈতরণীজল। সন্তাপে পুড়িয়া মরে পাতকী সকল॥
দেব আরাধনা নাহি করে যেই জন। অধর্ম্ম পথেতে যারা থাকে অনুক্ষণ॥
মহাপাপী বলে তারে জগতের লোকে। অন্তিমে তাহারা পড়ে দারুণ নরকে॥
শত যুগ মলমূত্র করিয়া ভক্ষণ। অবশেষে ধরাধামে লভয়ে জনম॥
পরের পাদুকা বহে নিজ শিরোপরে। ঘৃণিত কুকর্ম্ম করে উদরের তরে॥
বিপ্রের নিকটে কর যেই রাজা লয়। শত কুল সহ সেই নরকেতে রয়॥
কোটি কল্প নরকেতে করি অবস্থান। নীচকুলে করে শেষে ধরায় পয়াণ॥

বিপ্রের শাসনে যারা অনুমতি দেয়। যমদূতে তারে টানি নরকেতে নেয় ॥
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে পাপী সেই জন। দারুণ যাতনা পায় শমনসদন ॥
অতিথি বিমুখ হয় যাহার আলয়ে। অতিথি তাড়ায় যেই আনন্দ হৃদয়ে ॥
নিজ বিষ্ঠা উপভোগ করে সেই জন। তাদের দুর্দ্দশা আর কি করি বর্ণন ॥
চারি যুগ থাকে পাপী নরক-মাঝার। শাস্ত্রের বিচার ইহা বেদের বিচার ॥
যোনির বিচার নাহি করে যেই জন। পশু আদি সহ কামে করয়ে রমণ ॥
তাহার সমান পাপী নাহি কোন স্থানে। মহাপাপী বলি সেই জানে সর্ব্বজনে ॥
রেতকুণ্ডে নিমজ্জিয়া সেই দুরাচার। রেত পান করি সদা করে হাহাকার ॥
সহস্র বৎসর তাহে ভুঞ্জে পাপফল। বস্যাকুণ্ডে পড়ে পায় যাতনা বিস্তর ॥
সত্তর বৎসর তথা করিয়া যাপন। পুনর্ব্বার ধরাতলে সে করে গমন ॥
ধর্ম্ম হেতু উপবাস করিয়া দিবসে। দন্ত ধৌত করে যারা মনের হরিষে ॥
অঘোর নরকে তারা হয় নিমগন। চারি যুগ তার মধ্যে করিবে যাপন ॥
যমের আদেশে ব্যাঘ্র অতি ভীমাকার। তাহার দেহের মাংস করিবে আহার ॥
ভূমি দান করি যেবা পরে হরি লয়। দারুণ যাতনা সেই পায় যমালয় ॥
তিন কুল সহ সেই নরকে পড়িয়া। অশেষ যাতনা পায় আগুনে পুড়িয়া ॥
চৌরাশী নরক ভোগ করে সেই জন। কোটি কল্প এইরূপে করয়ে যাপন ॥
এরূপে পাপের ফল পেয়ে দুরাচার। ধরাধামে দেহ ধরি জন্মে পুনর্ব্বার ॥
স্বজাতি আচার ত্যজি যেই অভাজন। পরধর্ম্মে অনুগত থাকে অনুক্ষণ ॥
মহাপাপী বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। দারুণ যাতনা সেই পায় যমালয় ॥
সহস্র পুরুষ সহ সেই দুরজন। কল্পকাল তবে হয় নরকে পতন ॥
নরক-আগুনে পাপী দহে নিরন্তর। ঘন ঘন দণ্ড করে যমের কিঙ্কর ॥
বিপ্রকুলে জন্ম ধরি যেই অভাজন। শূদ্রের সম্মুখে করে বেদ অধ্যয়ন ॥
কোটি কল্প করে বাস নরক-ভিতরে। সতত রোদন করে দারুণ প্রহারে ॥
বিষ্ঠা খায় মল খায় করে মূত্র পান। ক্রিমিকীটদংশনেতে তাপিত পরাণ ॥
আপন করমদোষ ভাবিয়া অন্তরে। ভাসায় আপন দেহ নিজ অশ্রুনীরে ॥
এইরূপে ভোগকাল হলে অবসান। ধরাতলে পুনরায় করিবে পয়াণ ॥
দেবদ্রব্য গুরুদ্রব্য যে করে হরণ। চাতুরী সবার কাছে করে সর্ব্বক্ষণ ॥
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে পাপী সেই নর। নরকে পড়িয়া পায় দুর্গতি বিস্তর ॥
জ্বালাকুণ্ড নরকেতে পড়ি দুরাচার। আগুনে পুড়িয়া সদা করে হাহাকার ॥
শত বর্ষ তথা থাকি সেই দুরজন। অসিপত্র নরকেতে করয়ে গমন ॥
শাণিত অসিতে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়। দেখিতে দেখিতে শত বর্ষ হয় ক্ষয় ॥

অবশেষে কীটযোনি লভে সেই জন। দারুণ যাতনা পায় সেই দুরজন॥
সাতবার এইরূপ, কীটরূপে ঘুরি। তবেত মানবরূপে যায় নরপুরী॥
অনাথ জনের ধন করিলে হরণ। অধঃশিরা হযে হয় নরকে পতন॥
ঊর্দ্ধপদে কত কাল থাকি দুরাচার। দুর্গন্ধে পূরিত ধূম করয়ে আহার॥
পূজার কুসুম যেবা করয়ে হরণ। বহ্নিময় নরকেতে যায় সেই জন॥
কত কষ্ট পায় সেই নরকভিতর। দারুণ যাতনা পায অযুতবৎসর॥
দেবালযে পথে কিম্বা জলের ভিতরে। মলমূত্র যেই জন পরিত্যাগ করে॥
ভ্রূণহত্যা মহাপাপে লিপ্ত সেই জন। করম-দোষেতে হয় নরকে পতন॥
বিষম যাতনা পায় যমের আলয়ে। দিবানিশি কান্দে তথা বিষণ্ণ হৃদয়ে॥
দেবতা-মন্দির কিম্বা সলিলভিতরে। দন্ত নখ কেশ আদি বিনিক্ষেপ করে॥
অথবা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য করে প্রক্ষেপণ। পেষণ যন্ত্রেতে পিষ্ট হয় সেই জন॥
পেষিত হইযা সদা করে হাহাকার। বলে কোথা কৃপাময় রক্ষ এইবার॥
অবশেষে যমদূত তাহারে ধরিযা। তপ্ত-তৈল কটাহেতে দেয় ফেলাইযা॥
অবশেষে কুম্ভীপাক নরকভিতরে। শত বর্ষ রাখে ফেলি যম-অনুচরে॥
তবে ত তাহার পাপ হয় বিমোচন। শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বচন॥
ব্রহ্মস্ব হরণ করে সেই দুরাচার। তুষানলে প্রাযশ্চিত্ত নাহি হয় তার॥
ইহকাল নষ্ট তার যায পরকাল। অন্তিমে তাহার ভাগ্যে বিষম জঞ্জাল॥
ইহলোকে অর্থহীন বন্ধহীন হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হযে থাকে বিষণ্ণ-হৃদয়ে॥
অন্তিম কালেতে কষ্টে দেহত্যাগ করি। বহুকষ্ট পেয়ে পথে যায যমপুরী॥
দারুণ নরকে সেই হয নিমগন। সহস্র বরষ তথা করযে যাপন॥
মিথ্যাশিক্ষা দেয যেই কুমন্ত্রণা দেয়। ঊর্দ্ধপদ করি তারে যমদূত নেয়॥
যমপুরে গিযা তারা মহাকষ্ট পায। শত বর্ষ হেতু তারা নরকেতে যায়॥
পরের অনিষ্ট সদা করে যেই জন। পরসর্ব্বনাশে যার মতি অনুক্ষণ॥
মহাপাপী বলি তারে সর্ব্বলোকে জানে। দারুণ যাতনা পায শমন-ভবনে॥
লালাকুণ্ডে শতযুগ থাকে মূঢমতি। কোনমতে দুরাত্মার নাহিক নিষ্কৃতি॥
কামাতুর ধরাধামে যেই দুরাচার। বিনা দোযে পরনিন্দা করযে প্রচার॥
বড় কষ্ট পায় সেই শমনের পুরে। কৃমি কীট ঢোকে তার বদন-ভিতরে॥
বৃশ্চিক সতত করে তাহারে দংশন। ত্রাহি ত্রাহি করি পাপী কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥
পাপাত্মা কাতর হয়ে অতীব ক্ষুধায়। আপন দেহের মাংস আপনিই খায়॥
দেখিতে দেখিতে মদমত্ত গজগণ। শুণ্ড নাড়ি রক্তনেত্রে করে আগমন॥
শুণ্ডেতে জড়ায়ে তারে গগন উপর। ঘূর্ণিত করিতে থাকে বেগে নিরন্তর॥

এইরূপে বহু কষ্ট পেয়ে দুরাচার। অঙ্গহীন হয়ে জন্মে ধরণী-মাঝার ॥
একপদ কেহ হয় কেহ এককাণ। এক হস্ত নাহি কারো বিরূপ বয়ান ॥
ছিন্ননাসা হয় কেহ একচক্ষু হয়। কেহ বা বধির হয়ে জনমে নিশ্চয় ॥
ঋতুকালে নারী সহ করিলে রমণ। ব্রহ্মহত্যাপাপে মগ্ন হয় সেই জন ॥
অন্তিমে তাহার হয় বিষম জঞ্জাল। ইহকাল যায় তার যায় পরকাল ॥
পাপকাজ যদি কেহ করে আচরণ। দেখিয়া যে জন তারে না করে বারণ ॥
পাপের অৰ্দ্ধেক ফল ভোগে সেই নর। যমপুরে গিয়া পায় দুর্গতি বিস্তর ॥
নিজ ছিদ্র নাহি দেখে যেই দুরাচার। পরদোষ পরপাপ করয়ে প্রচার ॥
পরকুৎসা করি সদা কাটায় জীবন। মহাপাপী বলি তারে বলে সৰ্ব্বজন ॥
শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়। কহিলাম সার কথা ওহে ঋষিচয় ॥
নিষ্পাপী জনের নিন্দা করে যেই জন। বিষম যাতনা পায় শমন সদন ॥
মূত্রকুণ্ডে শতযুগ করি অবস্থান। অবশেষে ধরাধামে সে করে পয়াণ ॥
কুমারীরে ধরি যেই বলাৎকার করে। দারুণ যাতনা পায় গিয়া যমপুরে ॥
অসংখ্য কুকুর আসি অতি বিভীষণ। তাহার দেহের মাংস করয়ে ভক্ষণ ॥
বিষের জ্বালায় পাপী হয়ে জ্বালাতন। হাহাকার করি সদা করয়ে রোদন ॥
অবশেষে যমদূত তাহারে ধরিয়া। হেটশিরে লয়ে যায় সবলে টানিয়া ॥
অন্ধকার কুণ্ডমধ্যে করিবা ক্ষেপণ। কত যে যাতনা দেয় কে করে বর্ণন ॥
তাহাতে পড়িয়া পাপী কত কষ্ট পায়। হেরিলে তাহার দুখ বক্ষ ফেটে যায়
নিশ্বাস ফেলিতে নারে হৃদয় বিদরে। রক্ষ রক্ষ বলি সদা ডাকিছে ঈশ্বরে ॥
কে আর দেখিবে বল কে রক্ষিবে আর। বিধির লিখন কভু নহে খণ্ডিবার ॥
কালের বিচিত্র গতি কে বলিতে পারে। কালেতে জীবের সৃষ্টি কালেতে সংহারে ॥ পরম কারণ দেব নিত্য সনাতন। কালরূপে হেরিতেছে এ তিন ভুবন, জনম মরণ হয় কালের ইচ্ছায়। চন্দ্র সূর্য্য ঘুরে সদা কালের আজ্ঞায় ॥
যাহার যেমন কর্ম্ম ভুঞ্জিবে তেমন। খণ্ডন করিবে তাহা বল কোন্ জন ॥
কালেতে জন্মিবে সব কালেতে সংহার। কালের করাল হাতে নাহিক উদ্ধার ॥ নিজধর্ম্মে পক্ষপাতী হয়ে যেই জন। পরেরে শিখায় সদা মনের মতন ॥ দারুণ নরকে পড়ে সেই দুরাচার। বেদের লিখন ইহা শাস্ত্রের বিচার
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বলে সর্ব্বলোকে। শত বর্ষ কষ্ট পায় পড়িয়া নরকে ॥
স্বীয় সুখ অভিলাষে যেই অভাজন। পিতৃ মাতৃ গুরুজনে করয়ে বৰ্জ্জন ॥
পাষণ্ড তাহার সম নাহিক ধরায়। নরকে পড়িয়া সেই কত কষ্ট পায় ॥
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন। বলিলাম সবাপাশে ওহে ঋষিগণ ॥

অযুত বরষ থাকি নরক-ভিতরে। অবশেষে ধরে জন্ম চণ্ডালের ঘরে॥ গোমাংস আহার করি রাখয়ে জীবন। মিথ্যা কভু নহে ইহা শাস্ত্রের বচন॥ পুষ্করিণী তড়াগ আর কুসুম-কানন। দ্বার খার করি ভাঙ্গে যেই অভাজন॥ ইহলোকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়ে দুরাচার। অন্তিমে পতিত হয় নরক-মাঝার॥ বিষ্ঠার কুণ্ডেতে তারা শতযুগ রয়। বিষ্ঠাজাত কৃমি খায় সেই দুরাশয়॥ মানব শরীর শেষে করিয়া ধারণ। চণ্ডাল গৃহেতে গিয়া লভয়ে জনম॥ অসংখ্য যাতনা পায় জীবন ধরিয়া। ব্যাধরূপে ভ্রমে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥ এইরূপে শত জন্ম ধরি দুরাচার। তবেত পাতক হতে লভিবে নিস্তার॥ নগরে গ্রামেতে কিম্বা দেবতা-মন্দিরে। যেই দুষ্ট দুষ্টচিত্তে অগ্নিদান করে॥ তাদের শাস্তির কথা কি বলিব আর। দুস্তর নরক ভোগ করে অনিবার॥ মহাপাপী বলি তারে ডাকে সর্ব্বজন। ঋষির বচন ইহা শাস্ত্রের লিখন॥ এক ব্রহ্ম পাত নাহি যতদিনে হয়। তাবত পুরাসকুণ্ডে সেই পাপী রয়॥ পাপেতে উৎসাহ দেয় যেই অভাজন। অর্দ্ধেক পাপের ফল ভুঞ্জে সেই জন॥ অযাজ্য যাজন কৈলে বিপ্রের কুমার। বিপ্র হয়ে নিকৃষ্টান্ন করিলে আহার॥ চণ্ডাল সমান তারে শাস্ত্রেতে বাখানে। তাহার সমান পাপী নাহি কোন স্থানে॥ দেহ অন্তে সেই বিপ্র যমের গোচর। পাপের উচিত ফল পায় বহুতর॥ শত যুগ নরকেতে করি অবস্থান। মানবরূপেতে পুন ধরা ধামে যান॥ চণ্ডালরূপেতে জন্মে ধরণী উপর। অন্নাভাবে কত কষ্ট পায় নিরন্তর॥ এইরূপ যাতায়াত করি সাতবার। পাপ হতে তবে মুক্তি পায় দুরাচার॥ পরের উচ্ছিষ্ট যদি করয়ে ভোজন। বন্ধুঘাতী হয় যেই বিপ্রের নন্দন॥ দারুণ নরকে তার হয় নিবসতি। অসংখ্য যাতনা পায় সেই মূঢ়মতি॥ শশী সূর্য্য ধরাতলে যতকাল রয়। তাবত নরকে থাকে সেই দুরাশয়॥ কত পাপ আছে তাহা কে বলিতে পারে। সংক্ষেপে বলিনু কিছু সবার গোচরে॥ মিথ্যাবাদী পাপে রত যেই অভাজন। কর্ম্মবশে নানাযোনি করয়ে ভ্রমণ॥ জগতে প্রথিত সেই বলি দুরাচার। অন্তিমে তাহার আর নাহিক উদ্ধার॥ কুকর্ম্ম করিলে জীব নানাদুঃখ পায়। ইহলোকে তার নিন্দা সর্ব্বজনে গায়॥ শিব-উক্তি সবাপাশে করিনু কীর্ত্তন। অন্তরে ভাবহ সদা নিত্য নিরঞ্জন॥ সকলি অনিত্য এই অবনীমাঝার। একমাত্র সত্য ব্রহ্ম জগতের সার॥ কায়মনে ধর্ম্মপথে থাক নিরন্তর। আসিতে না পাবে কাছে যমের কিঙ্কর॥

মন দিয়া শুন এবে ওহে ঋষিগণ। নরকের বিবরণ করিব কীর্ত্তন॥ সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র করেছি প্রচার। শুন এবে বলিতেছি করিয়া বিস্তার॥

কিরূপ নরক আছে যমের আগারে। কিরূপেতে শাস্তি দেয় পাপাত্মানিকরে ॥ সেই সব বিস্তারিয়া করিব বর্ণন। শুনিলে হৃদয়ে হয় চৈতন্য জনন ॥ যমপাশে পাপীগণ দিলে দরশন। সরোষে ডাকিবে সবে শমন রাজন ॥ লোহিত লোচন যম ভীষণ মূরতি। রক্তবস্ত্র পরিধান সুনীল আকৃতি ॥ তখন দ্বাবিংশ হস্ত হইবে তাঁহার। প্রচণ্ড তপন সম প্রদীপ্ত আকার ॥ বিকট সুদীর্ঘ নাসা দেখি ভয় পায়। বিকট আনন যেন রাক্ষসের প্রায় ॥ বিকট দশনপংক্তি বিকট আকৃতি। কাঁপিবে পাপীর হৃদি দেখিয়া মূরতি ॥ যমপাশে জরা-মৃত্যু আছেন দাঁড়িয়ে। চিত্রগুপ্ত পুরোভাগে খাতা পত্র লয়ে ॥ যমের আদেশে গুপ্ত সুগভীর স্বরে। ডাকিবেন পাপীগণে ধর্ম্মের গোচরে ॥ প্রলয় মেঘের সম সুগভীর রবে। বলিবেন কটুভাষা পাপীগণ সবে ॥ শোন শোন পাপীগণ ওরে দুরাচার। করেছিস্ মত্ত হয়ে কত অহঙ্কার ॥ নিরন্তর মত্ত হয়ে মানব-আলয়ে। করেছিস্ কুকর্ম্ম ধরম ত্যজিয়ে ॥ এখন তাহার ফল করহ ভুঞ্জন। জাননা রয়েছে হেথা শমন-রাজন ॥ কামে মত্ত হয়ে তোরা মানব ভবনে। কুকর্ম্ম করেছ কত না যায় কহনে ॥ তাহার উচিত ফল ভুঞ্জহ এখন। এখন তোদের রক্ষা করে কোন্ জন ॥ একান্ত পাপাত্মা তোরা অতি দুর্নিবার। নহিলে করিবি কেন হেন অত্যাচার ॥ যতেক কুকর্ম্ম আছে ধরায় বিদিত। সকলি করেছ তোরা আনন্দে নিশ্চিত ॥ তাহার উচিত শাস্তি পাবি এইক্ষণ। এখন তোদের রক্ষা করে কোন্ জন ॥ মিছা কেন কান্দ এবে কর হাহাকার। পাপের উচিত ফল পাবে এইবার ॥ তোমাদের অত্যাচারে কত জীবগণ। অনলে সলিলে পশি ত্যজেছে জীবন ॥ এখন ধর্ম্মের কাছে আছ উপনীত। পাপের উচিত ফল পাইবে নিশ্চিত ॥ কুকর্ম্ম করেছ সবে থাকি সেই ভবে। ভাব নাই মনে হেথা আসিতে হইবে ॥ কেন বৃথা পরিতাপ কর দুরাচার। পাপের উচিতফল ভোগ এইবার ॥ পর-সর্ব্বনাশ কত করেছ আনন্দে। কুকর্ম্ম করেছ কত মজি নানা রঙ্গে ॥ চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি করি প্রবঞ্চন। মনসুখে দারাসুত করেছ পালন ॥ কোথা দারা কোথা পুত্র বান্ধব কোথায়। একাকী এখন কেন এসেছ হেথায় ॥ তোদের দুর্দ্দশা এবে করি দরশন। কে আর আপন বলি করিবে রোদন ॥ এখন রোদনে ফল নাহি কিছু আর। আগেতে উচিত ছিল করিতে বিচার ॥ যেমন কুকর্ম্ম তোরা করেছিস্ ভবে। সমুচিত ফল তার এখানেতে পাবে ॥ পাপের উচিত ফল পাবি এইক্ষণ। ধর্ম্মরাজ ইথে দোষী নহে কদাচন ॥ পক্ষপাতী নহে ইনি জানিবি নিশ্চিত। দিবেন পাপের শাস্তি যেমন বিহিত॥

ধরাধামে যথা পাপ করিয়াছ সবে। তাহাকে তেমন শাস্তি যমরাজ দিবে॥ বিচারে কাহারো নাহি আছে পরিত্রাণ। কিবা ধনী কিবা দুঃখী সকলি সমান॥ চিত্রগুপ্তবাক্য সব করিয়া শ্রবণ। থর থর কাঁপে ভয়ে যত পাপীগণ॥ কাহারো নয়ন ভাসে অবিরল জলে। কেহ কান্দে শুষ্ক কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি বলে॥ কি করিবে কোথা যাবে না দেখি উপায়। হাহাকার করে সবে ব্যাকুলিত কায়॥ আপন পাতকরাশি করিয়া স্মরণ। পরিতাপানলে দহে যত পাপীগণ॥ যমদূতগণ যত ভীমবেশ ধরি। যমের আদেশে তথা আসে সারি সারি॥ তর্জ্জন গর্জ্জন করি পাপীগণে লয়ে। রজ্জুতে বান্ধিয়া ফেলে দারুণ নিরয়ে॥ কত যে নরক তথা আছে বিদ্যমান। চৌরাশী তাহার মধ্যে সবার প্রধান॥ বহ্নিকুণ্ড তপ্তকুণ্ড ক্ষারকুণ্ড আর। বিষ্ঠাকুণ্ড মূত্রকুণ্ড অতীব দুর্ব্বার॥ অশ্রুকুণ্ড মজ্জাকুণ্ড অতি বিভীষণ। মাংসকুণ্ড নখকুণ্ড ঘোরদরশন॥ গাত্রমলকুণ্ড লোমকুণ্ড নাম ধরে। অসৃক্‌কুণ্ড কেশকুণ্ড কৃমিকুণ্ড পরে॥ অস্থিকুণ্ড তাম্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড আর। বিষকুণ্ড ধর্ম্মকুণ্ড ঘর্ম্মের আধার॥ সুরাকুণ্ড তৈলকুণ্ড পূয়কুণ্ড আদি। শবকুণ্ড শূলকুণ্ড আছে নিরবধি॥ মসীকুণ্ড চূর্ণকুণ্ড যতেক নিরয়। কুম্ভীপাককুণ্ড আদি কত শত হয়॥ কূর্ম্মকুণ্ড জ্বালাকুণ্ড অতি ভয়ানক। দগ্ধকুণ্ড ভস্মকুণ্ড নামেতে নরক॥ গোলকুণ্ড শরকুণ্ড তেজকুণ্ড নামে। কত শত কুণ্ড আছে যমের ভবনে॥ কর্ণকুণ্ড কূপকুণ্ড মুখকুণ্ড আর। জালন্ধর কুণ্ড আদি অতীব দুর্ব্বার॥ গজরাষ্ট্র কুণ্ড আছে অতি ভয়ঙ্কর। যাহাতে যাতনা পায় পাতকী নিকর॥ পূতিকুণ্ড বসাকুণ্ড আর শ্লেষ্মকুণ্ড। জিহ্বাকুণ্ড নেত্রকুণ্ড আর গরকুণ্ড॥ ইত্যাদি নরক বহু বিরাজে তথায়। পাপীরা তাহাতে পড়ি বহু কষ্ট পায়॥ বঞ্চক হিংস্রক ক্রূর হয় যেই জন। অগ্নিকুণ্ডে হয় দগ্ধ সেই অভাজন॥ তাহার দেহেতে আছে যত রোমচয়। তত বর্ষ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধীভূত হয়॥ তিনবার পশুজন্ম হইবে তাহার। রৌদ্রকুণ্ডে যাবে শেষে কহিলাম সার॥ ব্রাহ্মণ অতিথি যদি করে আগমন। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া থাকে সেই মহাজন॥ সেই বিপ্রে যেই জন জল নাহি দেয়। তপ্তকুণ্ড নরকেতে পড়িবে নিশ্চয়॥ বিচিত্র পক্ষীর রূপ করিয়া ধারণ। সাতবার ধরে জন্ম মানব ভবন॥ যেই জন শ্রাদ্ধ করি বিহিতবিধানে। বসন রঞ্জিত ক্ষারে করে সেই দিনে॥ যাবত দেবেন্দ্রের নাহি হইবে পতন। ক্ষারকুণ্ডে তদবধি থাকে সেই জন॥ অবশেষে ধরে জন্ম রজকী-জঠরে। সাতবার আসে সেই মানবের পুরে॥ স্বয়ং দান করি হরে যেই অভাজন। পরদানে সদা হয় লোভপরায়ণ॥

ব্রহ্মস্ব হরণ করে দেবধন হয়ে। বিষ্ঠাকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে॥
বিষ্ঠা ভোগ করে সেই অযুত বৎসর। কৃমিরূপে মহাকষ্ট পায় নিরন্তর॥
পরের তড়াগস্থান করিয়া হরণ। তথায় তড়াগ করে যেই দুরজন॥
পুণ্যরাশি দূরে থাক মহাপাপ হয়। মূত্রকুণ্ডে বহুকাল নিপতিত রয়॥
সহস্র বৎসর তথা মূত্রাহার করি। গোধিকা হইয়া জন্মে মানবের পুরী॥
সাতবার এইরূপে ধরিয়া জনম। কত কষ্ট পাবে সেই দুরাত্মা দুর্জ্জন॥
একাকী বসিয়া যেবা নির্জ্জন প্রদেশে। সুমধুর খাদ্য খায় মনের হরিষে॥
শ্লেষ্মকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন। সহস্র বৎসর তথা করিবে যাপন॥
ভারত-ভূমিতে শেষে আসি দুরাচার। প্রেতযোনি হয়ে থাকে শাস্ত্রের বিচার॥ নিজকৃত কর্ম্মফল পায় সেই জন। শ্লেষ্মা মূত্র পূজ আদি খায় অনুক্ষণ॥
অতিথি হেরিয়া যেবা ফিরায় লোচন। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে মজে সেই জন॥
পিতৃকুল তার যত আছে স্বর্গ-পুরে। তদ্দত্ত সলিল নাহি আকিঞ্চন করে॥
চক্রকুণ্ড নামে আছে নরক দুর্ব্বার। তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার॥
অযুত বরষ তথা করিয়া যাপন। দরিদ্রের ঘরে আসি লভয়ে জনম॥
সাতবার এইরূপ শরীর ধরিয়া। দারুণ যাতনা পায় ধরাতলে গিয়া॥
বিপ্রকরে ধনদান করি যেই জন। পুনশ্চ লোভেতে করে সে সব হরণ॥
মসীকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়। অযুত বরষ তথা মহাকষ্ট পায়॥
সপ্ত জন্ম কৃকলাস হয় সেই জন। পরিশেষে নররূপ করিবে ধারণ॥
দরিদ্র হইয়া সেই বহু কষ্ট পায়। তাহার যাতনা দেখি বুক ফেটে যায়॥
পরনারী প্রতি যেই লোভপরায়ণ। সেই জন মহাপাপী নারকী দুর্জ্জন॥
অথবা যে জন বলে করে বলাৎকার। মহাপাপী বলি সেই ধরায় প্রচার॥
শুক্রকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন। শত বর্ষ তথা থাকি করয়ে যাপন॥
ইষ্টদেব প্রতি কিম্বা কোন বিপ্র জনে। অস্ত্রের আঘাত করে সরোষিত মনে॥
আঘাত লাগিয়া যদি রক্ত বাহিরায়। অসৃক্‌কুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়॥
সপ্তবার ধরাতলে ব্যাধের আগারে। জন্মিবে সে জন জেনো শাস্ত্রের বিচারে॥
হরিগুণ গান শুনি যেই মূঢ়মতি। উপহাস করে তাহা অভিমানে অতি॥
অশ্রুকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়। শত বর্ষ থাকি তাহে মনস্তাপ পায়॥
অবশেষে ধরাধামে চণ্ডাল আলয়ে। তিনবার ধরে জন্ম মহাদুঃখী হয়ে॥
আত্মীয় জনের হিংসা করে যেই জন। আত্মীয় হেরিয়া সদা ফিরায় বদন॥
গাত্রমলকুণ্ড নামে নরক দুর্ব্বার। তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার॥
অযুত বৎসর তথা যাতনা পাইয়া। খররূপে ধরে জন্ম ধরাধামে গিয়া॥

অবশেষে সপ্ত জন্ম শৃগালজঠরে। তবেত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বিচারে॥
বধির হেরিয়া হাস্য করে যেই জন। কর্ণমলকুণ্ডে হয় তাহার পতন॥
নরক যাতনা পেয়ে হাজার বৎসর। বধির হইয়া জন্মে দারিদ্রের ঘর॥
সপ্ত জন্ম এইরূপে জন্মে দুরাচার। শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বিচার॥
লোভবশে রোষবশে সেই দুরজন। জীবের জীবন ধন করে বিনাশন॥
মহাপাপী সেই জন অবনীভিতরে। লক্ষ বর্ষ মজ্জাকুণ্ডে নিবসতি করে॥
শশক হইয়া ভূমে জন্মে সাতবার। মৎস্যরূপী সপ্ত জন্ম হবে পুনর্ব্বার॥
আপন কন্যকাধনে যেই অভাজন। বাল্যাবধি রক্ষা করি করিয়া যতন॥
অবশেষে অর্থলোভী হইয়া অন্তরে। মনোমত ধন লয়ে তারে বিক্রী করে॥
মাংসকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেই জন। কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন॥
যত রোম ধরে দেহে সেই দুরাচার। তত বর্ষ কুণ্ড ভোগ হইবে তাহার॥
যমদূত সদা তারে করয়ে পীড়ন। বিষ্ঠাক্রিমিরূপে কুণ্ডে রহে সর্ব্বক্ষণ॥
ষাইট হাজার বর্ষ নরকে থাকিয়া। ব্যাধের গৃহেতে জন্মে ধরাতলে গিয়া॥
সপ্ত জন্ম ব্যাধরূপে যাতায়াত করি। সাতবার জন্মে পরে ভেকরূপ ধরি॥
অবশেষে তিন জন্ম শূকর হইয়া। ধোবা হয়ে জন্মে পরে ধরাতলে গিয়া॥
সাত জন্ম মূক হয়ে থাকে সেই জন। তবেত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বচন॥
শ্রাদ্ধদিনে ক্ষৌরকর্ম্ম যেই জন করে। নখকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে॥
হাজার বৎসর তথা করে অবস্থিতি। অবশেষে ধরাতলে পশুরূপে গতি॥
কেশ সহ শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন। কেশকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥
শিবশাপে অবশেষে যবন হইয়া। যবনের গৃহে জন্মে ধরাতলে গিয়া॥
পৃথিবীতে গয়া ক্ষেত্র অতি পুণ্যস্থান। শতজন্ম-পাপ যায় দিলে পিণ্ডদান॥
তাদৃশ পবিত্র ক্ষেত্রে বিষ্ণুর চরণে। পিণ্ড নাহি দেব যেই ভক্তিপূত মনে॥
অস্থিকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেই জন। দারুণ যাতনা পায় কে করে বর্ণন॥
অঙ্গহীন হয়ে শেষে ধরাতলে যায়। দরিদ্রের গৃহে জন্মি মহাকষ্ট পায়॥
কামবশে মত্ত হয়ে যেই অভাজন। গর্ভবতী নারী সহ করয়ে রমণ॥
তাম্রকুণ্ড নরকেতে সেই দুরাচার। পড়িয়া যাতনা পায় বৎসর হাজার॥
অনূঢ়া সংস্পৃষ্ট অন্ন করিলে ভোজন। লৌহকুণ্ডে শত বর্ষ রহে সেই জন॥
তাহারে তাড়না করে যমের কিঙ্কর। অবশেষে ধরে জন্ম রজকীউদর॥
মহাকষ্ট পায় আসি ভারত-আগারে। দেখিয়া তাহার দুঃখ হৃদয় বিদরে॥
স্বেদহস্তে খাদ্য দ্রব্য স্পর্শে যেই জন। ঘর্মকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥
ব্রাহ্মণ হইয়া করে শূদ্রান্ন আহার। শত বর্ষ সুরাকুণ্ডে বসতি তাহার॥

অনিবেদ্য দ্রব্য যেবা করয়ে ভোজন। কৃমিকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন॥
হাজার বরষ তথা মহাদুঃখ পায়। শূকর হইয়া শেষে ধরাধামে যায়॥
বিপ্র হয়ে শূদ্রশব করিলে দাহন। পূঁজকুণ্ড নরকেতে করিবে গমন॥
যমদূত প্রহারিবে তারে অনিবার। যাতনা পাইয়া সদা করিবে চীৎকার॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগণে করিলে হনন। দংশকুণ্ড নরকেতে করিবে গমন॥
অনাহারে রাখি তথা যমের কিঙ্কর। হস্ত পদ বান্ধি দেয় যাতনা বিস্তর॥
মধুলোভে মধুচক্র ভাঙ্গে যেই জন। গরলকুণ্ডেতে সেই করয়ে গমন॥
তথায় গরলমাত্র করিয়া আহার। কত যে যাতনা পায় কি কহিব॥
ব্রাহ্মণেরে দণ্ডাঘাত করে যেই জন। বজ্রদংষ্ট্র নরকেতে তাহার পতন॥
বজ্রাঘাত সদা করে যমদূতচয়। তাহার যাতনা হেরি বিদরে হৃদয়॥
অর্থলোভে প্রজাগণে যেই নরবর। বিনা অপরাধে দেয় দণ্ড বহুতর॥
বৃশ্চিক কুণ্ডেতে তার হয় অবস্থিতি। মহা কষ্ট তথা পায় সেই নরপতি॥
যেই দ্বিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন। অস্ত্র লয়ে অশ্বোপরি করি আরোহণ॥
ক্ষত্রিয় ব্যভার করে আনন্দিত মতি। বসাকুণ্ডে সেই জন করে অবস্থিতি॥
তাহার কেশেতে ধরি যমদূতগণ। নানামতে করে শাস্তি কে করে বর্ণন॥
অন্যায় করিয়া যেবা কোনজনে ধরি। আবদ্ধ করিয়া রাখে কারাগারে পূরি
গোলকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন। কৃমিরূপী হয়ে তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
যমের কিঙ্কর আসি করিয়া তাড়না! দণ্ডাঘাতে দেয় কত দারুণ যাতনা॥
পরনারী-বক্ষোপরি স্তন মনোহর। দেখিয়া মদনে মত্ত হয় যেই নর॥
কাককুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন। কাকেতে উপাড়ি লয় তাহার নয়ন॥
নিজকৃত কর্ম্মফল লভি দুরাচার। যাতনা পাইয়া সদা করে হাহাকার॥
যেই জন লোভবশে স্বর্ণচুরি করে। কফকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে॥
তাহার দেহেতে থাকে যত রোমচয়। বিষ্ঠাভোগী হয়ে তথা তত বর্ষ রয়॥
দরিদ্র হইয়া শেষে জন্মে সাতবার। অবশেষে ধরে দেহ হয়ে স্বর্ণকার॥
তাম্র লৌহ আদি ধাতু করিলে হরণ। বাজকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥
বাজের পুরীষ সদা করিবে আহার। বাজেতে উপাড়ি লবে নয়ন তাহার॥
দেব কিম্বা দেববস্ত্র করিলে হরণ। কফকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন॥
কদাচারে সদা তথা করে অবস্থিতি। রোমসংখ্য বর্ষ তথা করয়ে বসতি॥
গৈরিক বসন কিম্বা রজত ভূষণ। লোভবশে চুরি করে যেই দুরজন॥
পাষাণকুণ্ডেতে যায় সেই দুরাচার। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভুমে জন্মে পুনর্ব্বার॥
যে জন ভক্ষণ করে বেশ্যার ওদন। লালাকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন॥

কাংস্যপাত্র চুরি করে যেই দুরাচার। রোমসংখ্য বর্ষ ভোগ শিলাকুণ্ডে তার॥
অবশেষে অন্ধ হয়ে জন্মে ধরাতলে। যাতনা সতত পায় অন্তরে অন্তরে॥
বিপ্র হয়ে ম্লেচ্ছধর্ম্মী হয় যেই জন। অসিকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥
যমদূত তারে কষ্ট দেয় অনিবার। রোমসংখ্য বর্ষ তথা থাকে দুরাচার॥
তিনবার জন্মে পরে পশুরূপী হয়ে। কৃষ্ণ সর্প হয় শেষে কাননেতে গিয়ে॥
অবশেষে তালতরু হয় তিনবার। তবে ত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বিচার॥
ধান্য আদি শস্য চুরি করে যেই জন। তাম্বুল সর্ষপ আদি করয়ে হরণ॥
তাহার দেহেতে থাকে যত রোমচয়। চূর্ণকুণ্ড নরকেতে তত বর্ষ রয়॥
পরদ্রব্য লয় যেই করিয়া বঞ্চনা। চক্রকুণ্ডে পড়ি পায় দারুণ যতনা॥
সহস্র বরষ তথা করিয়া যাপন। কলুর আগারে শেষে লভয়ে জনম॥
তিনবার হবে কলু সেই পাপীবর। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পাবে যাতনা বিস্তর॥
বংশহীন হবে শেষে সেই মূঢ়মতি। অন্তিমে করমবশে লভিবে দুর্গতি॥
আত্মীয় বান্ধব হেরি যেই অভাজন। অভিমানে ঘৃণাবশে ফিরায় বদন॥
তাহার দুর্গতি হয় চক্রকুণ্ডে পড়ে। একযুগ পায় কষ্ট তাহার ভিতরে॥
অঙ্গহীন হয়ে শেষে জন্মে সাতবার। সপ্ত জন্মে বংশে কেহ নাহি থাকে তার॥
বিষ্ণুর শয়নকালে যেই দুরাচার। কচ্ছপের মাংস সুখে করয়ে আহার॥
কূর্ম্মকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন। অযুত বরষ তথা করয়ে যাপন॥
কচ্ছপ হইয়া শেষে জন্মে সাতবার। কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর॥
ঘৃত চুরি মৎস্যচুরি করে যেই জন। ভস্মকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥
সহস্র বরষ তথা অবস্থান করি। সাতবার জন্মে শেষে মূষারূপ ধরি॥
তবে ত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার। কহিলাম সত্য সত্য শাস্ত্রের বিচার॥
সুগন্ধী হরণ করে যেই অভাজন। দগ্ধকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন॥
দারুণ যাতনা পায় নরক ভিতরে। যমদূত অগ্নি দিয়া পুড়াইয়া মারে॥
যেই জন হিংসা করি কিম্বা বল করি। অপরের ভূমি কিম্বা বাটী লয় হরি॥
তাহার পাপের কথা না যায় বর্ণনা। তপ্ততৈলকুণ্ডে পড়ি সে পায় যাতনা॥
তৈলেতে তাহার দেহ ভাজা ভাজা হয়। অনাহারে রহি তথা মহাকষ্ট সয়॥
মন্বন্তর কাল তথা করয়ে যাপন। যমদূতগণ করে নিয়ত তাড়ন॥
অবশেষে অসিপত্র নরকেতে ফেলে। চৌদ্দ ইন্দ্রপাত কাল রহে সেই স্থলে॥
রোষবশে ব্রহ্মহত্যা করে যেই জন। অসিপত্র কুণ্ডমাঝে তাহার পতন॥
সদত পীড়ন করে যমের কিঙ্কর। আর্ত্তনাদ করে কত অতি ঘোরতর॥
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া যাপন। শূকরযোনিতে শেষে লভয়ে জনম॥

পরের গৃহেতে যেবা অগ্নি করে দান। ক্ষুরধার কুণ্ডে তাঁর হয় অবস্থান ॥
অযুত বরষ পরে প্রেতরূপ ধরি। বিষম যাতনা পায় মূত্রাহার করি ॥
সপ্তজন্ম এইরূপে করি অবস্থান। মানবরূপেতে ভূমে করয়ে পয়াণ ॥
শূলরোগে অভিভূত হয় যেই জন। সপ্ত জন্ম এইরূপে করিবে যাপন ॥
অবশেষে সপ্ত জন্ম কুষ্ঠরোগী হয়। দারুণ যাতনা পায় বিদরে হৃদয় ॥
তবেত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার। কহিলাম সার কথা শাস্ত্রের বিচার ॥
বিপ্রজনে তুচ্ছ করে যেই অভাজন। অথবা পরের নিন্দা করে যেই জন ॥
সূচিমুখ নরকেতে হয় তার গতি। তিনযুগ পায় কষ্ট করি অবস্থিতি ॥
অবশেষে সপ্ত জন্ম ভুজঙ্গম হয়। ভস্মকীট হয়ে পরে সপ্ত জন্ম রয় ॥
বৃশ্চিক রূপেতে শেষে ধরিয়া জনম। দারুণ যাতনা রাশি পায় সর্ব্বক্ষণ ॥
অভিমানে মত্ত হয়ে পরের আগারে। প্রবেশিয়া গৃহভঙ্গ যেই জন করে ॥
ছাগরূপে মেষরূপে ধরয়ে জনম। কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন ॥
মৃত্যুকালে যমদূতে প্রপীড়িত করে। দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
তিন যুগ বহু কষ্ট পেয়ে নিরন্তর। ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জন্মে ধরণী ভিতর ॥
সপ্ত জন্ম গোপগৃহে জনম লভিয়া। দারুণ যাতনা পায় ব্যাধিতে ডুবিয়া ॥
অবশেষে দারা পুত্র বন্ধু আদি জন। বিহীন হইয়া কষ্ট পায় সর্ব্বক্ষণ ॥
লঘুদ্রব্য চুরি করে যেই দুরাচার। বজ্রমুখ নরকেতে বসতি তাহার ॥
একযুগ দুখঃ ভোগ করিয়া তথায়। মানবরূপেতে পুন যাইবে ধরায় ॥
অশ্বচুরি গজচুরি করে যেই জন। গজদংষ্ট্র নরকেতে যায় সেই জন ॥
যমদূত গজদণ্ডে করয়ে প্রহার। শতবর্ষ তথা থাকি করে হাহাকার ॥
তিন জন্ম হবে শেষে গজরূপ ধরি। ম্লেচ্ছরূপে তিনবার যাবে নরপুরী ॥
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যদি কোন নর। জলাশয়ে জলহেতু যায় দ্রুততর ॥
তাহার ব্যাঘাত করে যেই দুরাচার। গোমুখ নরকে হবে গমন তাহার ॥
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া বসতি। দারুণ যাতনা পাবে সেই মূঢ়মতি ॥
অবশেষে ধরাতলে করিয়া গমন। দরিদ্র-গৃহেতে পুনঃ লভিবে জনম ॥
রোগী হয়ে চিরদুঃখ পাইবে তথায়। হেরিলে তাহার দুঃখ বক্ষ ফাটি যায় ॥
গরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেই জন। অগম্যা নারীর সঙ্গ করে সর্ব্বক্ষণ ॥
যেই বিপ্র তিন সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাহি করে। পরদান লয় যেই গিয়া তীর্থপুরে ॥
শূদ্রের গৃহেতে যেই করয়ে রন্ধন। বৃসলীর পতি হয়ে করয়ে রমণ ॥
ভিক্ষুকেরে হিংসা করে যেই অভাজন। ভ্রূণহত্যা মহাপাপ করে সর্ব্বক্ষণ ॥
ঘোর পাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার। যমদূত নানামতে করয়ে প্রহার ॥

কখন কণ্টকে ফেলে কভু ফেলে জলে। পাষাণে নিক্ষেপ করে কভু তপ্ত তেলে ॥ অগ্নিতে পুড়ায়ে মারে তাহারে কখন। তপ্ত লৌহে পড়ি কষ্ট পায় সেই জন ॥ লক্ষ বর্ষ এইরূপে রহি দুরাচার। শকুন হইয়া জন্মে এক শত বার ॥ ধরিবেক সপ্তবার শূকর-জনম। সপ্ত বার হবে পরে কাল ভুজঙ্গম ॥ অবশেষে বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি দুরাচার। ষাইট হাজার বর্ষ করে হাহাকার ॥ অবশেষে কুষ্ঠরোগী হয়ে ধরাতলে। জনম ধরিবে পুনঃ দরিদ্রের ঘরে ॥ তাহার বংশের যত সন্তান সন্ততি। যক্ষ্মারোগী হয়ে ধ্বংস পাবে শীঘ্রগতি ॥ জনেক তাহার বংশে না রহিবে আর। অকালে প্রাণের পত্নী হইবে সংহার ॥ তবেত তাহার পাপ হবে বিমোচন। কহিলাম সত্যকথা শাস্ত্রের বচন ॥ মহাপাপী যেই জন ধরণী ভিতরে। পরের অহিত চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ করে ॥ অন্তিম কালেতে তারা না পায় উদ্ধার। দুস্তর নরকে পড়ি করে হাহাকার ॥ অশেষ যাতনা পায় শমনের পুরে। অনন্ত হাজার মুখে বলিবারে নারে ॥ একেবারে সমুদিয়া শত দিবাকর। সন্তাপে পুড়ায়ে মারে পাপী-কলেবর ॥ সুতপ্ত বালুকাকুণ্ডে ফেলিয়া তাহারে। যমদূত দেয় কষ্ট দণ্ডের প্রহারে ॥ কুম্ভীপাকে পড়ি কেহ করে হাহাকার। যমদূত দণ্ডাঘাত করে অনিবার ॥ শাণিত অসির পরে পড়ি কোন জন। রক্ষ রক্ষ বলি করে নিয়ত রোদন ॥ কেহ কেহ অসিধার নরকেতে পড়ি। দারুণ যাতনা পেয়ে যায় গড়াগড়ি ॥ স্থানে স্থানে পাপীগণে সারমেয়গণ। মনের সুখেতে ছিঁড়ি করিছে ভক্ষণ ॥ স্থানে স্থানে পাপীগণ মশকদংশনে। দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে প্রাণপণে ॥ মলমূত্র-হ্রদে কেহ থাকি অনিবার। উদ্ধার কারণে যত্নে দিতেছে সাঁতার ॥ কেহ কেহ মলমধ্যে হয়ে নিমগন। রাশি রাশি কৃমিকীট করিছে ভোজন ॥ কেহ কেহ অতিতপ্ত বালুকায় পড়ি। যাতনা পাইয়া তাহে যায় গড়াগড়ি ॥ তাপেতে সুসিদ্ধ তার হয় কলেবর। বদন তুলিয়া কহে কোথা হে ঈশ্বর ॥ তথাপি উদ্ধার নাহি পায় পাপীগণ। পাপের উচিত ফল কে করে খণ্ডন ॥ স্থানে স্থানে কত পাপী শোণিতের কূপে। পড়িয়া ডাকিছে ঈশে মনের সন্তাপে ॥ পূঁজ রক্ত মজ্জা আদি করিছে আহার। তথাপি যমের হাতে নাহিক উদ্ধার ॥ প্রখর তপন তাপে কোন কোন জন। দগ্ধীভূত হয়ে সদা করি- ছে রোদন ॥ বরষিছে শিলারাশি কাহার উপর। পড়িছে কাহারো শিরে খড়গনিকর ॥ কাহার উপর হয় অনল বর্ষণ। কেহ কেহ কণ্টকেতে হতেছে পতন ॥ ক্ষারকুণ্ডে পড়ি কত পাতকীনিকর। ক্ষারজল পান করি বিষণ্ণ অন্তর ॥ ত্রাহি২ বলি তারা ডাকিছে সঘনে। পাপীদের আর্ত্তনাদ কে শুনিবে কাণে ॥

তপ্ত লৌহপিণ্ড কারো মুখমধ্যে যায়। রক্ষ রক্ষ বলি তারা কান্দে উভরায়॥
স্থানে স্থানে লক্ষ লক্ষ পাপাত্মা-নিকর। মলকুণ্ডে পড়ি কষ্ট পায় বহুতর॥
রোষবশে যমদূত আসিয়া সঘনে। বিঁধিছে লোহার কাঁটা কাহারো লোচনে॥
এইরূপে কত কষ্ট পায় পাপীগণ। কার শক্তি আছে তাহা করিবে বর্ণন॥
তপ্তলোহ রেতকুণ্ড বিষ্ঠাকুণ্ড আর। ক্রকচ-ছেদন তপ্ত-অঙ্গার দুর্ব্বার॥
ইত্যাদি নরক বহু অতি ভয়ঙ্কর। তাহাতে যাতনা পায় পাপাত্মানিকর॥
নরকে পড়িয়া পায় যেরূপ যাতনা। সহস্র বদনে তাহা কে করে বর্ণনা॥
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীবগণ। কে পারে খণ্ডিতে বল বিধির লিখন॥
যেমন করম তার ফল সমুচিত। অবশ্য ভুগিতে হয় বিধির লিখিত॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণন॥
নিয়ত ধরমপথে যাহার অন্তর। তারে নাহি যেতে হয় শমন গোচর॥
শমনের ভয় সেই অবহেলে নাশে। ভবপারে চলি সেই যায় অনায়াসে॥
অতএব ধর্ম্মপথে সবে রাখ মন। অন্তিমে হেরিবে সেই নিত্য নিরঞ্জন॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

শমনমার্গনির্ণয়।

সনৎকুমার উবাচ।

শমনস্য মহামার্গো ভয়াবহশ্চ দুর্গমঃ।
গচ্ছন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সুখং তৃপ্তিসমাকুলাঃ॥

এতেক বচন শুনি তাপস নিকর। জিজ্ঞাসা বিধির সুতে করে তার পর॥
শুন শুন ওহে প্রভু করি নিবেদন। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥
এখন শুনিতে যাহা হতেছে বাসনা। কৃপা করি কহি তাহা পূরাও কামনা॥
জীবগণ যবে দেহ করে বিসর্জ্জন। যমদূতে লয়ে যায় শমন ভবন॥
কোন্ পথে লয়ে যায় কহ মহামুনি। মনে মনে আকিঞ্চন সেই কথা শুনি॥
সেই পথ হয় ঋষে কেমন প্রকার। সেই কথা কহ দেব করিয়া বিস্তার॥
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির নন্দন। প্রফুল্লবদনে কন শুন ঋষিগণ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অতি মনোহর। শুনিলে সে কথা হয় পবিত্র অন্তর॥
যেমন শুনেছি আমি শঙ্কর সদনে। বলিব বিস্তারি তাহা শুন একমনে॥
যমমার্গ সুভীষণ অতীব দুর্গম। সুখে কিন্তু যায় তাহে পুণ্যবানগণ॥
জীবন ধরিয়া যারা সংসার-মাঝার। সুকার্য্য ভকতিভাবে করে অনিবার॥

তাঁহাদের পক্ষে পথ নহেক দুর্গম। মনসুখে যান তাঁরা শমনভবন ॥
পাপে পরিপূর্ণ যারা অতি নীচাশয়। দুঃসহ যাতনা পায় সেই নরচয় ॥
লক্ষেক যোজন হয় পথের বিস্তার। ভয়ঙ্কর দুরগম অতি, দুর্নিবার ॥
জপ তপ দান ধর্ম্ম করে যেই জন। মহাসুখে সেই পথে সে করে গমন ॥
সদা পাপে রত থাকে যেই দুরাচার। তার পক্ষে যমমার্গ অতীব দুর্ব্বার ॥
দেহত্যাগ করে যবে পাপাত্মানিকর। প্রেতমূর্ত্তি ধরে তারা অতি ভয়ঙ্কর ॥
অবশেষে যমদুত আরক্ত নয়নে। তাদের লইয়া যায় যমের সদনে ॥
কত কষ্ট পায় পথে সেই পাপীগণ। অনন্ত অশক্ত তাহা করিতে বর্ণন ॥
অসংখ্য যাতনা পায় কৃতান্ত নগরে। সে যাতনা কিবা আর বলিব সবারে ॥
পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক তাহাদের হয়। ঘন ঘন থর থর কাঁপে পাপীচয় ॥
যমদূতগণ যারা ভীষণ আকার। পথেতে পাপাত্মাগণে করয়ে প্রহার ॥
দারুণ যাতনা আর নারি সহিবারে। হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
তাহাদের আর্ত্তনাদ করিলে শ্রবণ। বজ্র সম বাজে কাণে অতি বিভীষণ ॥
কিছুতে না করে দয়া যমদূতগণ। কাটার ভিতর দিয়া করে আকর্ষণ ॥
আরক্ত লোচনে করে মুষলপ্রহার। যাতনা পাইয়া চেষ্টা করে পলাবার ॥
পলাতে না পারি সদা করে হাহাকার। দূতেরা আঘাত তাহে করে অনি-
বার ॥ যমমার্গ দুরগম কি করি বর্ণন। মন দিয়া শুন ওহে যত মুনিগণ ॥
দুর্গম যমের পথ অতি ভয়ঙ্কর। কোথা বালি কোথা ধূলি কোথাও অনল ॥
কোথা কাদা বহ্নিকণা কোথা অগ্নি জ্বলে। তীক্ষ্ণধার পাষাণাদি পড়ে পদতলে ॥
কোথাও জলদগণ মুষলের ধারে। বরষিছে ঘন ঘন পাপীর উপরে ॥
স্থানে স্থানে তরবারি অতি খরশাণ। দেখিলে ভয়েতে কাঁপে পাপীর পরাণ ॥
স্থানে স্থানে বরষিছ কর্দ্দম বিষম। জ্বলন্ত অগ্নির শিখা হয় বরিষণ ॥
স্থূল স্থূল লৌহসূচি আছে স্থানে স্থানে। বিধিছে ভীষণ বেগে পাপীর চরণে ॥
কণ্টকের গাছ কত ভীষণ আকার। স্থানে স্থানে অতি ঘোর ভীম অন্ধকার ॥
মড় মড় শব্দ করি যত তরুগণ। পাপীর উপরে সদা হতেছে বর্ষণ ॥
মাঝে মাঝে যমদূত মহাবলাধার। করিতেছে পাপীগণে মুদ্গার প্রহার ॥
চারিদিকে চাহে পাপী দিশাহারা হয়ে। হাহাকার করি কান্দে ব্যাকুলহৃদয়ে
যেরূপ ভীষণ পথ বলা নাহি যায়। কি করিবে পাপীগণ ভেবে নাহি পায় ॥
স্থানে স্থানে শূলপোতা কঙ্করের গাদি। বিরল মাটীতে ঢাকা আছে নিরবধি
স্থানে স্থানে মহাকায় মত্ত গজগণ। নিরন্তর যমমার্গে করিছে ভ্রমণ ॥
তাহাদের পদতলে যত পাপী রয়। দলিত হইয়া কান্দে ব্যাকুলহৃদয় ॥

উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করে অনিবার। কোথা শিশু রক্ষ বলি করে হাহাকার॥
স্থানে স্থানে পাপীগণে গলেতে বান্ধিয়া। নিরন্তর যমদূত নিতেছে টানিয়া॥
কণ্টক ফুটিছে পৃষ্ঠে আহা মরি মরি। অঙ্কুশ আঘাত করে তাহার উপরি॥
দুই চক্ষে বহে বারি নাহিক বিরাম। থর থর কাঁপে অঙ্গ কাঁপিছে পরাণ॥
ছিদ্র করি রজ্জু বান্ধি নাসিকাবিবরে। নিতেছে কাহাকে টানি শমন-গোচরে॥
স্থানে স্থানে বালিরাশি অতি বিভীষণ। পবনহিল্লোলে উঠি ছাইছে গগন॥
সেই সব ধূলিজাল পশিয়া বদনে। কত যে দিতেছে কষ্ট না যায় কহনে॥
খর্জ্জুর কণ্টক কত অতি তীক্ষ্ণধার। চরণে বিন্ধিয়া কষ্ট দিতেছে কাহার॥
অবিরল রক্তধারা হতেছে বর্ষণ। হাহাকার করি পাপী কান্দে ঘন ঘন॥
স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি পাপীর উপর। মুষল সমান ধারে পড়ে নিরন্তর॥
কোথাও দুরন্ত শীত সহ্য নাহি যায়। লাগিলে শরীরে যেন প্রাণ বাহিরায়॥
দুরন্ত নিদাঘ কোথা পুড়াইয়া মারে। অগ্নিসম লাগে যেন পাপীর শরীরে॥
সুতপ্ত সীসকরাশি আছে স্থানে স্থান। তাহাতে পড়িয়া জ্বলে পাপীর পরাণ॥
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ বাক্য নাহি সরে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ধরাতলে পড়ে॥
দূতের প্রহারে কেহ খোড়া হয়ে যায়। শীঘ্রগতি একপদে যমপুরে ধায়॥
রক্তমাখা কারো অঙ্গ চক্ষে বহে বারি। তাড়িত হইয়া চলে শমনের পুরী॥
নাসা কর্ণ ছিন্ন হয়ে যেতেছে কাহার। কান্দিয়া কান্দিয়া চলে যমের আগার॥
কি বলিব পথের কথা করিলে স্মরণ। পরাণ কান্দিয়া উঠে কাতর জীবন॥
যে কষ্টে পথেতে যায় পাপাত্মা নিকর। স্মরিলে ভয়েতে কাঁপে জীবের অন্তর॥
এইরূপে মহাকষ্ট পেয়ে পাপীগণ। বিষণ্ণ বদনে যায় শমন ভবন॥
তাহাদের কষ্ট যদি নয়নেতে পড়ে। পাষাণ-হৃদয় হলে অমনি বিদরে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। হেন কষ্ট নাহি আর এতিন ভুবন॥
দুর্গম ভীষণ পথ অতীব দুর্ব্বার। তাহাতে পাপাত্মাগণ না পায় উদ্ধার॥
কিন্তু এক কথা বলি শুন ঋষিগণ। যাঁহারা সতত ধর্ম্মে আছে নিমগন॥
পরদুঃখ বিনাশিতে যারা নিরন্তর। একচিত্তে একমনে সন্তোষ অন্তর॥
ভক্তিভাবে দেবার্চ্চনা করে যেই জন। কুপথে কখন নাহি যায় যার মন॥
কটুভাষা মিথ্যা কথা যেই নাহি জানে। কামক্রোধহীন যেই মানব-ভবনে॥
পরনিন্দা পরগ্লানি না করে কখন। সমভাবে সর্ব্বজীবে করে দরশন॥
দীন দুঃখী অনাহারে বহুধন দেয়। ছলে বলে কভু নাহি পরবিত্ত নেয়॥
কাণা খোঁড়া দেখি নাহি করে উপহাস। যাহার যশের ধ্বজা জগতে প্রকাশ॥
অভিমান কভু নাহি যাহার হৃদয়ে। সমভাবে করে দয়া যত জীবচয়ে॥

অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানে যেই জন। পিতৃমাতৃ গুরুজনে ভক্তি অনুক্ষণ ॥
অন্নদান বিদ্যাদান বস্ত্রদান করে। ধরমে করম সদা দিবানিশি চরে ॥
এমন মাহাত্মা যেই অবনী-মাঝার। সুখেতে সে জন যায় যমের আগার ॥
জ্ঞাত আছি মরণান্তে যত জীবগণ। প্রথমতঃ যমপুরে করিবে গমন ॥
বিচার করিয়া পরে যম মতিমান। পাঠাবেন জীবগণে সমুচিত স্থান ॥
অবশেষে তথা গিয়া মানব সকলে। ভুঞ্জিবেক শুভাশুভ নিজকর্ম্ম ফলে ॥
এত বলি ঋষিগণে বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে মুনিগণ ॥
দানশীল যেই জন ধর্ম্মপরায়ণ। তাঁহারা পরম সুখী ওহে মুনিগণ ॥
আনন্দ সাগরে তাঁরা ভাসিতে ভাসিতে। যমমার্গ দিয়া যান শমনপুরেতে ॥
কণ্টকে আবৃত পথ যথায় দুর্গম। সুকোমল তৃণ সম হেরে সেই জন ॥
সুতপ্ত সীসক ঢালা আছয়ে যথায়। কম্বলে বিস্তৃত হেন অনুভব তায় ॥
পাপীগণ হেরে যথা অঙ্গার বর্ষণ। ধার্ম্মিক দেখেন তথা কুসুম পতন ॥
যেই জন ধরাধামে করে অন্নদান। পরম সুখেতে তিনি যমপুরে যান ॥
সুস্বাদ যতেক দ্রব্য অতি অনুপম। পথিমধ্যে যেতে যেতে ভুঞ্জে সেই জন॥
পথিমধ্যে যথা আছে দুর্ব্বার কঙ্কর। কুসুম সদৃশ হেরে ধার্ম্মিকপ্রবর ॥
বারিদাতা দুগ্ধদাতা ধর্ম্মাত্মনিচয়। ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে সুধা যান যমালয় ॥
যেই জন ধরাতলে বস্ত্রদান করে। ভূষণে ভূষিত হয়ে যায় যমপুরে ॥
অন্ধকারে পূর্ণ পথ যথায় দুর্গম। আলোকে পূরিত তাঁরা করেন দর্শন ॥
অলঙ্কার দান যিনি করে মহীতলে। উড়ায়ে যশের ধ্বজা যায় যমপুরে ॥
গাভীদান বিপ্রগণে করে যেই জন। যমালয়ে যায় সুখে সেই সাধুজন ॥
ভূমিদান করে যেবা গৃহদান করে। যমদূত নেয় তারে শিরে ছাতা ধরে ॥
স্বর্গের অপ্সরা যত আসিয়া ত্বরায়। দিব্য রথে নিয়ে তারে যমপুরে যায় ॥
পথিমধ্যে কত লীলা করিতে করিতে। আনন্দ লইয়া যায় যমের পুরেতে ॥
অশ্বদান রথদান করে যেই জন। অশ্বে রথে চড়ি যায় শমন-সদন ॥
ফলদান পুষ্পদান যেই জন করে। পরম তৃপ্তিতে যায় যমের আগারে ॥
তাম্বুল প্রদান করে যেই মহাজন। হৃষ্টপুষ্টকলেবরে সে করে গমন।
গুরুজনে যেই জন অতি ভক্তি করে। যমদূত তার কাছে থাকে করযোড়ে॥
বিদ্যাদান শিক্ষাদান করে যেই জন। দুর্গম পথেরে সেই হেরয়ে সুগম ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মুনিগণ। সাধুগণ সুখে যায় শমন ভবন ॥
যমদূত পিছু পিছু ধীরে ধীরে যায়। সাধ্য কিবা কোন কথা বলিবে তাহায়॥
এইরূপে সাধুগণ যমপুরে গিয়ে। শমন-গোচরে গিয়া রহেন দাঁড়ায়ে ॥

মিষ্টভাষে যম তারে করি সম্বোধন। সুখের পরম স্থান করয়ে অর্পণ ॥
অধিক বলিব কিবা তাপস-নিকর। বলিলাম সব কথা সবার গোচর ॥
তত্ত্বজ্ঞান হৃদিমাঝে লভে যেই জন। শমনের ভয় তার হয় বিসর্জ্জন ॥
নতুবা উপায় কিছু নাহি দেখি আর। হৃদয়ে তাহার রহে চির অন্ধকার ॥
পুরাণে সুধার কথা অতি মনোহর। শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র অন্তর ॥
যেই জন একমনে অধ্যয়ন করে। অবহেলে তরে সেই ভবপারাবারে ॥
একমনে যেই জন করয়ে শ্রবণ। তাহার যতেক পাপ হয় বিনাশন ॥
তীর্থক্ষেত্রে যেই জন করিয়া গমন। একমনে এই সব করে অধ্যয়ন ॥
কোটিজন্ম-পাপ তার বিনাশিত হয়। নিঃসন্দেহ হয় তার ভববন্ধক্ষয়।
বিদ্যার্থী হইয়া যদি অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে অতি ভক্তিভরে ॥
বিদ্যাবিশারদ হয় সেই সাধুজন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
ধনার্থীর ধন হয় প্রসাদে ইহার। পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র শাস্ত্রের বিচার ॥
কামার্থীর কাম পূরে নাহিক সংশয়। চতুর্ব্বর্গপ্রদ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
অতএব কি বলিব ওহে ঋষিগণ। একমনে ধর্ম্মকথা করিও শ্রবণ ॥
ধর্ম্মের সমান বন্ধু নাহি কেহ আর। একমাত্র ধর্ম্ম হয় জগতের সার ॥
ধর্ম্ম হতে সব হয় জানিবে অন্তরে। ধর্ম্ম হতে তত্ত্বজ্ঞান সাধু লাভ করে ॥
অতএব ধর্ম্মপথে সবে রাখ মন। ধর্ম্মের সমান নাহি এ তিন ভুবন ॥
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা তাপসনিকর। বলিনু সে সব কথা সবার গোচর ॥

—০—

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

আত্মবোধ।

সনৎকুমার উবাচ।

কৈলাসশিখরাসীনাং জগন্মাতাং মহেশ্বরীং।
যদ্ যদুবাচ দেবেশস্তত্তৎ বক্ষ্যে সমাসতঃ ॥

বিধিসুতমুখে শুনি যাবত কাহিনী। পুলকে পূরিত হয় যত মহামুনি ॥
সবিনয়ে ধীরে ধীরে করি সম্বোধন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন ॥
তত্ত্বজ্ঞান কারে কহে কহ মহামুনি। মনে মনে আকিঞ্চন সেই কথা শুনি ॥
কিরূপেতে সেই জ্ঞান লভয়ে অন্তরে। সেই কথা বল এবে সবার গোচরে ॥
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥
এই কথা কোনকালে মহাত্মা শঙ্কর। বলেছিল মনসুখে শঙ্করী-গোচর ॥
সেই কথা সবাপাশে করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে ঋষিগণ ॥

শঙ্করী একদা বসি সুখের আসনে। জিজ্ঞাসিয়াছিল ইহা শঙ্কর-সদনে ॥
দেবদেব ওহে প্রভু তুমি পশুপতি। তোমার চরণে এবে আমার মিনতি ॥
তব সম তত্ত্বজ্ঞানী নাহিক সংসারে। অতএব শুন শুন নিবেদি তোমারে ॥
যে কথা জিজ্ঞাসি তোমা ওহে পঞ্চানন। আমার নিকটে তাহা করহ কীর্ত্তন॥
দয়াময় তুমি দেব জগত-সংসারে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে ॥
যদ্যপি করুণা থাকে আমার উপর। কৃপা করি বল তবে ওহে দিগম্বর ॥
এত শুনি দিগম্বর মধুর বচনে। কহিলেন শঙ্করীরে প্রিয় সম্বোধনে ॥
তুমি মম প্রিয়তমে শুন গো সুন্দরি। তোমার লাগিয়া দেহ ত্যজিবারে পারি॥
তোমার নিকটে বল কি আছে গোপন। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা করিব কীর্ত্তন॥
অতি গোপনীয় হলে তোমার গোচরে। বর্ণন করিব তাহা অতীব সাদরে ॥
এত শুনি মিষ্টভাষে পার্ব্বতী সুন্দরী। কহিলেন ধীরে ধীরে ওহে ত্রিপুরারি ॥
জীবের প্রকৃত বন্ধ কিবা কিবা হয়। সেই কথা কহ দেব হইয়া সদয় ॥
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পঞ্চানন। শুন শুন মহাদেবি করহ শ্রবণ ॥
বিষয়ানুরাগ হয় ইহার উত্তর। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর ॥
জীবের নিগড় বন্ধ এই মাত্র হয়। বলিলাম তব পাশে জানিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি পুনঃ কহে পার্ব্বতী সুন্দরী। কাহারে মুকতি কহে কহ ত্রিপুরারি॥
শুনিয়া উত্তর করে দেব পঞ্চানন। বিষয় বৈরাগ্য হয় মুক্তির কারণ ॥
দেবী কহে কারে কহে নরক ভীষণ। দেহ-অভিমান উহা কহে পঞ্চানন ॥
স্বর্গের সোপান কিবা জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী। উত্তর করেন তাহে দেব পশুপতি॥
স্বর্গের সোপান হয় বাসনার ক্ষয়। অন্তরে জানিবে দেবি নাহিক সংশয় ॥
পুনশ্চ পার্ব্বতী কহে ওহে পঞ্চানন। সংসার যাতনা কিসে হয় বিনাশন ॥
শিব কহে শুন শুন আমার বচন। করিলে গুরুর মুখে বেদান্ত শ্রবণ ॥
তাহে যেই আত্মবোধ জনমে অন্তরে। তাহা হতে তরা যায় ভবপারাবারে ॥
এত শুনি কহে দেবী ওহে পঞ্চানন। মোক্ষের প্রকৃত পথ করহ বর্ণন ॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পশুপতি। বলিতেছি বিবরিয়া শুনহ পার্ব্বতি ॥
আত্মবোধ কথা যাহা করিনু কীর্ত্তন। উহার দৃঢ়তা হয় মুক্তির কারণ ॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে পার্ব্বতী সুন্দরী। নিবেদন তব পদে শুন ত্রিপুরারি ॥
নরকের শ্রেষ্ঠ দ্বার কোন্‌টী বা হয়। সেই কথা মম পাশে দেহ পরিচয় ॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন। শুন দেবি তব পাশে করিব কীর্ত্তন ॥
কামিনী-প্রসক্তি হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বার। নরকের পথ উহা শাস্ত্রের বিচার ॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। প্রকৃত স্বরগ কিবা করহ কীর্ত্তন॥

দেব কহে কি বলব কৈলাসবাসিনি। অহিংসা প্রকৃত স্বর্গ এইমাত্র জানি॥
দেবী কহে শুন শুন ওহে পঞ্চানন। শোকপূর্ণ এই ভব হতেছে দর্শন॥
ইহাতে সুখেতে নিদ্রা কোন জন যায়। কৃপা করি সেই কথা বলহ আমায়॥
এত শুনি শিব কহে করহ শ্রবণ। একমাত্র সমাধিস্থ যোগী যেই জন॥
নির্ব্বিঘ্নে বিরাজ করে সেই মহাশয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে পার্ব্বতী সুন্দরী। সদা জাগরিত কেবা কহ ত্রিপুরারি॥
দেব কহে মম বাক্য করহ শ্রবণ। সদসদ্‌বিবেকী হয় যেই মহাজন॥
সদা জাগরিত সেই নাহিক সংশয়। কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
এত শুনি দেবী কহে শুন পঞ্চানন। এই যে সংসারধাম হতেছে দর্শন॥
ইথে যেই জীবগণ করিছে বসতি। তাদের প্রকৃত শত্রু কোন্ মূঢ়মতি॥
শুনিয়া উত্তরে কহে দেব দিগম্বর। মহাশত্রু হয় নিজ ইন্দ্রিয়-নিকর।
দেবী কহে আচ্ছা দেব ইন্দ্রিয় সকল। যদ্যপি হইল শত্রু ওহে গুণাকর॥
কাহাকে বলিব মিত্র করহ বর্ণন। শিব কহে সেই কথা করহ শ্রবণ॥
ঐ সব ইন্দ্রিয়গণ যদি বশে রয়। পরম মিত্রের কাজ করে সমুদয়॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। প্রকৃত দরিদ্র কেবা করহ বর্ণন॥
দেব কহে ওগো দেবি এ ভব সংসারে। বাসনাতে জর্জ্জরিত যার হৃদি করে
বিষম দরিদ্র সেই নাহিক সংশয়। বেদের লিখন ইহা শাস্ত্রের নির্ণয়॥
দেবী কহে পশুপতি কর অবধান। সংসারেতে তবে কেবা পুরুষ শ্রীমান্॥
শিব কহে ওগো দেবি করহ শ্রবণ। যাহার অন্তর হয় সন্তোষে পূরণ॥
প্রকৃত শ্রীমান্ সেই জানিবে অন্তরে। তাহার সমান সুখী কে বল সংসারে॥
সতত সন্তোষ রহে অন্তরে যাহার। অনায়াসে তরে সেই ভবপারাবার॥
দুঃখ শোক তারে কভু ঘেরিবারে নারে। বিপদ নাহিক কভু আক্রমে তাহারে
সতত সে জন রহে প্রসন্ন বদন। প্রকৃত শ্রীমান্ সেই শাস্ত্রের বচন॥
এত শুনি পুন কহে পার্ব্বতী সুন্দরী। শুন শুন নিবেদন ওহে ত্রিপুরারি॥
জীবন্মৃত কোন্ জন করহ বর্ণন। সেই কথা শুনিবারে মম আকিঞ্চন॥
এত শুনি শিব কহে শুন গো সুন্দরি। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা বিবরিয়া বলি॥
নাহিক পুরুষকার যাহার অন্তরে। জীবন্মৃত সেই জন এ ভবসংসারে॥
এত শুনি দেবী শিবে কহে পুনর্ব্বার। নিবেদন ওহে প্রভু চরণে তোমার॥
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এই হতেছে দর্শন। অনন্ত অসীম ইহা ওহে পঞ্চানন॥
প্রকৃত অমৃত ইথে কোন্ বস্তু হয়। প্রকাশ করিয়া তাহা বল মহোদয়॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন। শুন শুন ওগো দেবি করিব বর্ণন॥

নিরত আনন্দপ্রদা নিরাশা সুন্দরী। প্রকৃত অমৃত সেই শুন সুকুমারি॥
এত শুনি পুনঃ কহে পার্ব্বতী ভবানী। সংসারের পাশ কিবা ওহে শূলপাণি॥
দেব কহে কি বলিব করহ শ্রবণ। মমতাই মহাপাশ শাস্ত্রের বচন॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে সতী ওগো শূলপাণি। নিবেদন করি যাহা বল দেখি শুনি॥
মোহকরী সুরা কিবা কহ মহোদয়। সেই কথা শুনিবারে কুতুকী হৃদয়॥
শিব কহে কি বলিব শুনগো ভবানী। ইহার উত্তর মাত্র জানিবে রমণী॥
হেন মোহকরী সুরা আর কিছু নাই। বললাম তথ্য কথা এবে তব ঠাঁই॥
দেবী কহে বল দেখি ওহে পঞ্চানন। অন্ধ হতে মোহ-অন্ধ হয় কোন্ জন॥
দেব কহে কাম-অন্ধ যেই দুরাশয়। অন্ধ হতে মোহ-অন্ধ সেই জন হয়॥
কারে মৃত্যু বলে ইহা জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী। অপযশ মৃত্যু তুল্য কহে পশুপতি॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। শিষ্য-উপযুক্ত কেবা করহ বর্ণন॥
দেব কহে শুন দেবি করিব বিস্তার। কপটতা নাহি যার অন্তর মাঝার॥
অকপটে গুরুভক্তি যেই জন করে। তাহারে প্রকৃত শিষ্য জানিবে অন্তরে॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে সতী ওহে পঞ্চানন। এই যে বিশাল বিশ্ব হতেছে দর্শন॥
ইথে চিররোগ কিবা কহ আশুতোষ। শুনিযা হৃদয় মম লভুক সন্তোষ॥
শিব কহে এই যে ভব হতেছে দর্শন। দীর্ঘরোগ এই ভব শাস্ত্রের বচন॥
দেবী কহে তবে ইথে ঔষধ কি হয়। শিব কহে শুন দেবি বলি পরিচয়॥
সংসারস্থ সর্ব্ববস্তুতত্ত্বের বিচার। প্রকৃত ঔষধ হয় জানিবেক সার॥
দেবী কহে এবে দেব কহ বর্ণন। কিবা হয বল ভূষণের বিভূষণ॥
শিব কহে শুন শুন ভবানী সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা বিস্তারিয়া বলি॥
শীলতা সমান আর নাহিক ভূষণ। শীলতা থাকিলে আর কিবা প্রয়োজন॥
এত শুনি দেবী কহে শুনহ শঙ্কর। কি হয প্রকৃত তীর্থ সংসার-ভিতর॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন। মনের বিশুদ্ধি তীর্থ অতীব উত্তম॥
উহার সমান তীর্থ আর কিছু নয। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়॥
বিশুদ্ধ অন্তর যার জগত-সংসারে। অন্য তীর্থে তার কিবা প্রয়োজন করে॥
অন্তরে পরম তীর্থ বিরাজিত তার। অন্তিমে সে জন যায অমর-আগার॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে দেবী ওহে পঞ্চানন। জিজ্ঞাসা করিব যাহা করহ বর্ণন॥
এই যে সংসার ধাম দরশন হয়। ইথে পরিহেয় কিবা কহ মহোদয়॥
কোন্ বস্তু সংসারেতে করিবে বর্জ্জন। সেই কথা বিবরিয়া কহ ত্রিলোচন॥
এত শুনি মিষ্টভাষে কহেন শঙ্কর। শুন যাহা পরিহেয় সংসার ভিতর॥
কামিনী কনক আর করিবে বর্জ্জন। এই দুই সংসারেতে অনিষ্ট কারণ॥

দেবী কহে ভাল ভাল ওহে ত্রিলোচন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন॥
সংসারে জনম ধরি মানব-নিকর। সর্ব্বদা শুনিবে কিবা কহ দিগম্বর॥
দেব কহে শুন শুন গিরিজা সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা বলিব বিস্তারি॥
সংসার-ধামেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ। গুরুমুখে উপদেশ করিবে শ্রবণ॥
নিরন্তর ভক্তি রাখি আপন অন্তরে। গুরুমুখে উপদেশ শুনিবে সাদরে॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে দেবী ওহে পঞ্চানন। ব্রহ্মলাভ কিসে হয় কহ মহাত্মন্॥
শিব কহে জিজ্ঞাসিলে সার হতে সার। বলিতেছি সেই কথা করিয়া বিস্তার॥
সর্ব্বদা সাধুর সঙ্গ করে যেই জন। সতত যে জন করে ইন্দ্রিয়-দমন॥
ইহা ভিন্ন যেবা জানে তত্ত্বের বিচার। সর্ব্বদা সন্তোষ যার হৃদয় মাঝার॥
ব্রহ্মলাভ হয় তার নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে দিগম্বর। কোন্ জন সাধু হয় সংসার ভিতর॥
সাধু বলি পরিগণ্য কোন্ মহাত্মন্। প্রকাশ করিয়া তাহা বল পঞ্চানন॥
এত শুনি মিষ্টভাষে দেব পশুপতি। দেবীরে উত্তর করে শুনহ পার্ব্বতী॥
অবিদ্যাজনিত মোহ করিয়া বর্জ্জন। বীতস্পৃহ বিষয়েতে হয় যেই জন॥
পরম মঙ্গলময় যিনি নিরঞ্জন। তাঁহাতে পরম নিষ্ঠ হয় যেই জন॥
জগতে প্রকৃত সাধু সেই জন হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়॥
এত শুনি হাসি হাসি পার্ব্বতী সুন্দরী। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে ত্রিপুরারি॥
মনুষ্যের নিত্যজ্বর কিবা ত্রিলোচন। সেই কথা প্রকাশিয়া করহ বর্ণন॥
দেব কহে ওগো দেবি কি বলিব আর। অনিত্য সংসার এই সকলি অসার॥
সংসার-ভাবনা মাত্র হয় নিত্যজ্বর। অই জ্বরে দীন ক্ষীণ মানবনিকর॥
উহার সমান রোগ আর কিছু নাই। বলিলাম তত্ত্বকথা এবে তব ঠাঁই॥
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। সংসারেতে মূর্খ বল হয় কোন্ জন॥
দেব কহে তত্ত্বজ্ঞান নাহিক যাহার। যে জন নাহিক জানে তত্ত্বের বিচার॥
তার সম নাহি মূর্খ জগত-ভিতরে। নরাধম সেই জন জানিবে অন্তরে॥
দেবী কহে শুন শুন ওহে ত্রিলোচন। সংসার যাতনাময় হতেছে দর্শন॥
সংসার-ধামেতে নর জনম ধরিয়ে। কি কাজ করিবে সদা একান্ত হৃদয়ে॥
সেই কথা প্রকাশিয়া কহ পঞ্চানন। শুনিতে বাসনা বড় করিতেছে মন॥
শিব কহে শুন শুন পার্ব্বতী সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা কহিব বিস্তারি॥
আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ নাহিক কখন। যেই আমি সেই বিষ্ণু স্বরূপ বচন॥
আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ কভু না করিবে। কর্ত্তব্য হইবে তবে জানিবেক ভবে॥
অভেদে বিষ্ণুর সহ করিয়া বিচার। আমারে পূজিবে সদা সংসার-মাঝার॥

শুনিয়া মধুর ভাষে কহেন পার্ব্বতী। শুন শুন নিবেদন ওহে পশুপতি॥
কিরূপ জীবন হয় সুখের জীবন। সেই কথা বিবরিয়া কহ পঞ্চানন॥
শিব কহে শুন দেবি করিব বিস্তার। নিষ্পাপ জীবন হয় সুখের আধার॥
সংসারে জনম লভি সেই সব জন। নিষ্পাপ হইয়া করে জীবন যাপন॥
তাহার সমান সুখী নাহি কেহ আর। সুখের জীবন তার সংসার-মাঝার॥
দেবী কহে নিবেদন ওহে দিগম্বর। কি হয় প্রকৃত বিদ্যা কহ অতঃ পর॥
শিব কহে সেই কথা করিব বর্ণন। মনোযোগ করি এবে করহ শ্রবণ॥
যে বিদ্যাপ্রভাবে নর লভে ব্রহ্মজ্ঞান। প্রকৃত বিদ্যাই সেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥
এত শুনি পুনঃ কহে পার্ব্বতী সুন্দরী। ওহে প্রভো যা জিজ্ঞাসি বলহ বিস্তারি॥
কার নাম বোধ বল ওহে পঞ্চানন। সেই কথা শুনিবারে অতি আকিঞ্চন॥
শিব কহে জিজ্ঞাসিলে সার হতে সার। বলিতেছি সেই কথা করিয়া বিস্তার॥
যে উপায়ে ভবমুক্তি লভে জীবগণ। তাহারে প্রকৃত বোধ কহে সাধুজন॥
দেবী কহে ভাল ভাল শুনিনু কাহিনী। কি হয় প্রকৃত লাভ কহ শূলপাণি॥
শিব কহে জিজ্ঞাশিলে অতীব উত্তম। শুন শুন সেই কথা করিব বর্ণন॥
আত্মতত্ত্ব অবগত যদি কেহ হয়। তাহাই প্রকৃত লাভ নাহিক সংশয়॥
এত শুনি পুনঃ কহে কৈলাসবাসিনী। নিবেদন ওহে প্রভু শুন শূলপাণি॥
জগতে জগত জয়ী হয় কোন্ জন। সেই কথা প্রকাশিয়া কহ পঞ্চানন॥
শিব কহে ভাল কথা করিলে জিজ্ঞাসা। বর্ণন করিয়া তব পূরাইব আশা॥
আপন মনকে জয় করে যেই জন। বিশ্বজয়ী সেই জন শাস্ত্রের বচন॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে দেবী ওহে পঞ্চানন। কাহারে প্রকৃত বীর কহে সাধুগণ॥
এত শুনি শিব কহে শুনহ সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা বলিব বিস্তারি॥
কামশরে জর জর নহে যার মন। প্রকৃত সুবীর সেই শাস্ত্রের বচন॥
তার সম নাহি বীর জগত-মাঝারে। প্রকৃত সুবীর সেই জানিবে অন্তরে॥
ভাল ভাল বলি দেবী কহেন বচন। ওহে প্রভু দিগম্বর করি নিবেদন॥
এই যে সংসার-ধাম দরশন হয়। প্রকৃত প্রাজ্ঞ কেবা বল মহোদয়॥
সমদর্শী ধীর প্রাজ্ঞ হয় কোন্ জন। সেই কথা বিবরিয়া কহ ত্রিলোচন॥
শিব কহে বলিতেছি শুনহ সুন্দরি। সার হতে সার কথা কহিব বিস্তারি॥
জগতীতলেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ। ললনা-কটাক্ষে মুগ্ধ না হয় যে জন॥
সর্ব্বদর্শী ধীর প্রাজ্ঞ সেই জন হয়। তার সম প্রাজ্ঞ নাহি জানিবে নিশ্চয়॥
এত শুনি পুনঃ দেবী কহে নিবেদন। মহাবিষ কিবা হয় ওহে ত্রিলোচন॥
বিষ হতে মহাবিষ কোন্ বস্তু হয়। সেই কথা শুনিবারে কুতুকী হৃদয়॥

শুনিয়া মধুর ভাবে কহে পঞ্চানন। বিষয়ই মহাবিষ স্বরূপ বচন॥
বিষয় সমান বিষ নাহি কিছু আর। মহাশত্রু সম উহা সংসার-মাঝার॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। সদা সুখী ধরামাঝে হয় কোন্ জন॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পশুপতি। শুন শুন সেই কথা কহিব পার্ব্বতি॥
বিষয়-বিরাগী ভবে হয় যেই জন। তার সম সদা সুখী না হয় দর্শন॥
সদা সুখী সেই জন অবনীমাঝারে। মনের সন্তোষে সেই নিয়ত বিহরে॥
এত শুনি মহানন্দ লভিয়া ভবানী। পুনঃ নিবেদন করে ওহে শূলপাণি॥
কোন্ জন ধন্য হয় সংসার-মাঝারে। সেই কথা কৃপা করি বলহ আমারে॥
শিব কহে বলিতেছি করহ শ্রবণ। পর উপকারী হয় যেই সাধুজন॥
তাহার সমান ধন্য নাহি কেহ আর। ধন্যবাদপাত্র সেই সংসার মাঝার॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। পূজনীয় ভুমণ্ডলে হয় কোন্ জন॥
শিব কহে শুন শুন ওগো বরাননে। বলিতেছি সেই কথা তোমার সদনে॥
তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যেই সংসার-মাঝার। বিশ্বপূজনীয় সেই শাস্ত্রের বিচার॥
তত্ত্বজ্ঞান লভিয়াছে যেই সাধুজন। তার সব পূজনীয় না হয় দর্শন॥
যথায় তথায় সেই বিচরণ করে। সকলে পূজয়ে তারে অতি ভক্তিভরে॥
শুনিয়া জিজ্ঞাসে দেবী ওহে পঞ্চানন। জ্ঞানীগণ কিবা কাজ করিবে সাধন॥
কি কাজ বর্জ্জন তারা করিবে সংসারে। সেই কথা কহ প্রভু আমার গোচরে॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন। শুন দেবি তত্ত্বকথা করিব বর্ণন॥
জ্ঞানীজন যেবা হয় সংসারভিতরে। করিবেক ধর্ম্মকর্ম্ম অতীব সাদরে॥
জ্ঞান উপার্জ্জন আর যাহে যাহে হয়। সে কাজ করিতে হবে সযত্ন-হৃদয়॥
পাপকাজ না করিবে তাহারা কখন। অন্তর হইতে স্নেহ করিবে বর্জ্জন॥
শুনিয়া সানন্দে কহে পার্ব্বতী সুন্দরী। সংসারের মূল কেবা কহ ত্রিপুরারি॥
মহেশ কহেন শুন ওগো ত্রিনয়নে। অবিদ্যা ভবের মূল জানিবেক মনে॥
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। কোন্ জন সংসারেতে অতি বিজ্ঞতম॥
শিব কহে সংসারেতে লভিয়া জনম। নারীর কুহকে যার নাহি মজে মন॥
প্রতারণা করি যারে পিশাচী কামিনী। প্রতারিত নাহি করে শুনহ ভবানী॥
সেইত পুরুষ বটে অতি বিজ্ঞতম। তাহার সমান বিজ্ঞ নাহি কোন জন॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে দিগম্বর। দিব্য ব্রত কিবা হয় কহ অতঃপর॥
শিব কহে শুন শুন করিব বর্ণন। অহঙ্কার ত্যাগ হয় ব্রতের উত্তম॥
উহা হতে দিব্য ব্রত নাহি কিছু আর। দিব্য ব্রত অই ব্রত সার হতে সার॥
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। এবে জিজ্ঞাসিছি যাহা করহ বর্ণন॥

সহস্র যতন করি সংসার-মাঝারে। জানিতে না পারে কিবা বলহ আমারে॥
শিব কহে শুন শুন করিব বর্ণন। রমণীচরিত্র কিম্বা রমণীর মন॥
প্রাণপণে অতি যত্ন যদি করা যায়। রমণীচরিত্র কেবা বুঝেছে কোথায়॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। জীবের দুস্ত্যজ্য কিবা করহ বর্ণন॥
শিব কহে সেই কথা কি বলিব আর। দুরাশা দুস্ত্যজ্য মাত্র জগত-মাঝার॥
যত যত্ন করে জীব অবনীমাঝারে। দুরাশা ত্যজিতে কেহ কভু নাহি পারে॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। পশুশ্রেষ্ঠ ধরামাঝে হয় কোন্ জন॥
শিব কহে শুন শুন পার্ব্বতী সুন্দরী। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা কহিব বিস্তারি॥
বিদ্যাহীন ধরাধামে হয় যেই জন। পশুসম সেই জন শাস্ত্রের বচন॥
তার সম পশু নাহি জগত-ভিতরে। জীবন বিফল তার জানিবে অন্তরে॥
তাহার পক্ষেতে ভাল হইলে মরণ। মরণ মঙ্গল তার বিফল জীবন॥
পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে ওহে কৈলাস-ঈশ্বর। কার সঙ্গ তেয়াগিবে যত সাধুনর॥
যতনে কাহার সঙ্গ করিবে বর্জ্জন। সেই কথা মোর পাশে করহ বর্ণন॥
এত শুনি ধীরে ধীরে কৈলাসের পতি। কহিলেন মিষ্টভাষে শুনহ পার্ব্বতি॥
বিদ্যাহীন ধরাধামে হয় যেই জন। অথবা নিতান্ত নীচ যেই নরাধম॥
খলতা সতত যার অন্তর মাঝারে। তেয়াগিবে তার সঙ্গ অতীব সাদরে॥
শুনিয়া সন্তুষ্ট হন কৈলাসবাসিনী। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে শূলপাণি॥
ধরায় মুমুক্ষু হয় যেই সাধুজন। আশু কি কর্ত্তব্য তার কহ পঞ্চানন॥
শিব কহে কি বলিব তোমার সদনে। মুক্তিকামী হয় যেই নিজ মনে মনে॥
মমতা অন্তর হতে দিয়া বিসর্জ্জন। করিবেক সাধু সঙ্গ সেই সাধুজন॥
রাখিবে একান্ত ভক্তি পরম-ঈশ্বরে। এইত তাহার কাজ কহিনু তোমারে॥
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন। শুনিতেছি তব মুখে অপূর্ব্ব কথন॥
আরো নিবেদন আছে তোমার গোচরে। কৃপাকরি বল দেব অধীনী আমারে॥
শিব কহে ওগো দেবি শুনহ বচন। তোমার সমান প্রিয়া নাহি কোন জন॥
জীবন তোমারে দিতে অনায়াসে পারি। জগতের মূল তুমি জগত-ঈশ্বরী॥
জিজ্ঞাসা করিবে যাহা আমার সদনে। বলিব তখনি তাহা ওগো বরাননে॥
গোপন হলেও তাহা করিব বর্ণন। তোমারে অদেয় নাহি এ তিন ভুবন॥
শুনিয়া হরিষে কহে পার্ব্বতী সুন্দরী। শুন শুন ওহে প্রভু নিবেদন করি॥
লঘুত্বের মূল কিবা কহ বর্ণন। কি কাজ করিলে লঘু হয় জীবগণ॥
শিব কহে কি বলিব তোমার গোচর। যাচিঞা লঘুত্ব-মূল সংসার-ভিতর॥
যাচিঞা করিলে লঘু হয় নরগণ। অগ্রাহ্য করয়ে সবে করিলে দর্শন॥

তৃণ হতে লঘু সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
দেবী কহে ঠিক কথা ওহে দিগম্বর। শুনিয়া কুতুকী বড় হতেছে অন্তর॥
যত শুনি তত ইচ্ছা হয় বলবতী। কহ কহ নিবেদন করি পশুপতি॥
সংসার-মাঝারে জন্ম করিয়া ধারণ। সার্থক-জনম বল হয় কোন্ জন॥
কে আর প্রকৃত মৃত কহ ত্রিপুরারি। এই কথা জানিবারে অভিলাষ করি॥
শিব কহে শুন দেবি করিব বর্ণন। সংসার-মাঝারে জন্ম করিয়া ধারণ॥
পুণ্যকর্ম্ম করি যেই একান্ত অন্তরে। দৈবের যাতনা দূর অনায়াসে করে॥
সার্থক জনম তার সার্থক জীবন। সত্য সত্য এই কথা শাস্ত্রের বচন॥
পুনশ্চ মৃত্যুর মুখে সেই নাহি পড়ে। তাহারে প্রকৃত মৃত জানিবে অন্তরে॥
মুক্ত বলি সেই জন বিদিত ভুবন। কহিনু প্রকৃত কথা তোমার সদন॥
দেবী কহে শুন শুন ওহে পশুপতি। নিবেদন করি যাহা বলহ সংপ্রতি॥
কোন্ জন বোবা হয় সংসার-ভিতরে। কাহারে বধির কহে বল কৃপা করি॥
শিব কহে এই কথা কি বলিব আর। যে জন আগত হয়ে সভার মাঝার॥
উপযুক্ত কালে দিতে না পারে উত্তর। তাহারে প্রকৃত বোবা কহে সর্ব্বনর॥
সংসার-ধামেতে জন্ম করিয়া ধারণ। হিত কথা যেই জন না করে শ্রবণ॥
সুহৃদ্ বর্গের বাক্য যেই নাহি শুনে। যথার্থ বধির সেই জানিবেব মনে॥
এত শুনি পুনঃ দেবী কহেন বচন। বিশ্বাস কাহারে নাহি করিবে কখন॥
শিব কহে কি বলিব অবিশ্বাসী শারী। শাস্ত্রের বচন ইহা ওগো দিগম্বরী॥
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন॥
জগতের অদ্বিতীয় তত্ত্ব কিবা হয়। জগতে উত্তম কিবা কহ মহোদয়॥
কি কর্ম্ম করিলে জীব শোক নাহি পায়। সেই কথা কৃপা করি বলহ আমায়॥
শিব কহে শুন দেবী আমার বচন। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা করিব বর্ণন॥
মম তত্ত্ব অদ্বিতীয় জানিবে অন্তরে। সুশীলতা সর্ব্বোত্তম জগত-ভিতরে॥
আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ না করি যে জন। অভেদে অর্চ্চনা করে হয়ে একমন॥
শোকের অধীন সেই কভু নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। বিশ্বমাঝে সত্য কিবা করহ বর্ণন॥
শিব কহে যাহা হয় জীবহিতকর। তাহাই প্রকৃত সত্য সংসার ভিতর॥
দেবী কহে ওহে প্রভু করি নিবেদন। শুনিতে কৌতুকী বড় হইতেছে মন॥
সংসারেতে সর্ব্বাপেক্ষা কিবা শ্রেষ্ঠ দান। সেই কথা কৃপা করি কহ মতিমান
এতেক শুনিয়া শিব করেন উত্তর। অভয় প্রদান হয় দানের প্রবর॥
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান অভয় প্রদান। কোন দান নহে কভু ইহার সমান॥

দেবী কহে শুন প্রভু কৈলাস-নিবাস। বল বল কিবা মন-আত্যন্তিক নাশ॥
শিব কহে ওগো দেবি করহ শ্রবণ। ইহার উত্তর "মোক্ষ" শাস্ত্রের বচন॥
শুনিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ পার্ব্বতী সুন্দরী। নিবেদন করিপ্রভু শুন ত্রিপুরারি॥
কোন্ স্থান প্রাপ্ত হলে নাহি রহে ভয়।সেই কথা মোর পাশে কহ মহোদয়॥
শিব কহে শুন দেবি করিব বর্ণন। জিজ্ঞাসিলে সার কথা অতীব উত্তম॥
স্বরূপ মুকতি লাভ যেই জন করে। কোন ভয় নাহি রহে তাহার অন্তরে॥
এত শুনি দেবী পুনঃ করে নিবেদন। মহাশল্য কিবা হয় করহ বর্ণন॥
এত শুনি কহে দেব শিব মহোদয়। নিজের মূর্খতা মহাশল্য তুল্য হয়॥
দেবী কহে ওহে প্রভু নিবেদি তোমারে।কার উপাসনা করা উচিত সংসারে
শিব কহে ধরাধামে যেই গুরুজন। সেবিবে সতত তাঁরে করিয়া যতন॥
অধিকন্তু জ্ঞানিবৃদ্ধ যেই জন হয়। উপাসনা যোগ্য সেই নাহিক সংশয়॥
দেবী কহে ভাল ভাল করিনু শ্রবণ। এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন॥
যখন কৃতান্ত আসি উপনীত হয়। কি করিবে সেই কালে কহ মহোদয়॥
শিব কহে ওগো দেবি করহ শ্রবণ। যে কালে কৃতান্ত আসি উপনীত হন॥
সেই কালে কায়মনে একান্ত অন্তরে। মুরারির পাদপদ্ম চিন্তিবে সাদরে॥
মমতানাশক যিনি নিত্য নিরঞ্জন। যাঁহা হতে নিত্য সুখ লভে সাধুগণ॥
সেই মুরারির পদ চিন্তিবে যতনে। এই ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবেক মনে॥
দেবী বলে শুন শুন ওহে পঞ্চানন। দস্যু কারা ভূমণ্ডলে করহ বর্ণন॥
শিব বলে কুবাসনা দস্যু বলি গণি। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে ভবানী॥
শিবা বলে ওগো প্রভু করি নিবেদন। মাতৃ সম হিতকারী হয় কোন্ জন॥
শিব কহে তত্ত্ববিদ্যা জানিবেক সার। হেন হিতকারী নাহি জগত-মাঝার॥
পরম আনন্দ হয় তত্ত্ববিদ্যাবলে। কহিলাম তত্ত্ব কথা তোমার গোচরে॥
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন॥
কাহা হতে সদা ভয় করিবে অন্তরে। সেই কথা কহ দেব কৃপা করি মোরে॥
শিব কহে শুন দেবি করিব বর্ণন।ভববন হতে ভীত রবে সর্ব্বক্ষণ॥ দেবী
কহে এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে। কোন্ বস্তু জানি শেষ করিবারে নারে॥
শিব কহে মম তত্ত্ব শেষ নাহি হয়। নিত্যসুখতুল্য উহা জানিবে নিশ্চয়॥
মম তত্ত্ব জানি শেষ করিবারে নারে। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে॥
দেবী কহে কোন্ বস্তু হলে অবগত। অবশিষ্ট নাহি রহে জানিতে কিঞ্চিত॥
শিব কহে যেই ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন। আত্মার স্বরূপ যিনি যিনি সনাতন॥
তাঁহারে বিদিত হয় যেই সাধু নরে। সর্ব্বজ্ঞ তাহারে জান সংসার-ভিতর॥

জানিতে তাহার কিবা অবশিষ্ট রয়। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সম সেই জন হয়॥ এত শুনি দেবী পুনঃ করে নিবেদন। জগতে দুর্ল্লভ কিবা করহ বর্ণন॥ শিব কহে শুন দেবী কহিব তোমারে। দুর্ল্লভ সদ্গুরু মাত্র জানিবে সংসারে॥ শিবা কহে কেবা হয় সংসারে দুর্জ্জয়। শিব কহে মনোভব জানিবে নিশ্চয়॥ পশু হতে পশু কেবা জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী। উত্তর করেন তাহে দেব পশুপতি॥ ধর্ম্মপথে যেই নাহি করে বিচরণ। অধিকন্তু বেদ আদি করি অধ্যয়ন॥ তত্ত্ব বোধ নাহি জন্মে যাহার অন্তরে। পশু হতে পশু সেই জানিবে সংসারে॥ শিবা কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন। এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন॥ স্থূলদৃষ্টি নিক্ষেপিয়া করিলে দর্শন। মিত্র বলি যারে জ্ঞান করে জনগণ॥ প্রকৃত পরম শত্রু তাহারাই হয়। হেন জন কেবা কেবা কহ দয়াময়॥ শিব কহে পুত্র দারা আদি সর্ব্বজন। পরম শত্রুর সম শাস্ত্রের বচন॥ শিবা কহে এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে। বিদ্যুত সমান কিবা চপলতা ধরে॥ শিব কহে শুন দেবি করিব বর্নি। ধন আসা এই দুই তৃতীয় জীবন॥ পরম চঞ্চল তিন জানিবে অন্তরে। বিদ্যুত সমান গতি এই তিন ধরে॥ দেবী কহে ওগো প্রভু করি নিবেদন। কণ্ঠাগত হয় যবে মানব-জীবন॥ কি করিবে সেই কালে কহ কৃপাময়। অকর্ত্তব্য সেই কালে বল কিবা হয়॥ শিব কহে ইথে কিবা করিব বর্ণন। পুণ্যকর্ম্ম সেই কাল করিবে সাধন॥ পাপাঙ্গ অকর্ত্তব্য কভু না করিবে। তবে ত সেই সাধু তরিবেক ভবে॥ শিবা কহে কহ দেব করি নিবেদন। কাহারে করম কহে করহ বর্ণন॥ শিব কহে ওগো দেবি কি বলিব আর। করিবে মুরারি-প্রীতি ভুমে অনি-বার॥ যেই কাজে মুরারির সন্তোষ জনমে। করিবেক সেই কাজ একান্ত যতনে॥ তাহারে প্রকৃত কর্ম্ম কহে সাধুগণ। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন॥ শিবা কহে ওগো প্রভু নিবেদি তোমারে। আস্থা না করিবে কভু কোন্ দ্রব্যোপরে॥ শিব কহে ওগো দেবি করহ শ্রবণ। অসার সংসার এই শাস্ত্রের বচন॥ সংসারে যতেক বস্তু দরশন হয়। কিছুই নহেক সত্য অসত্য নিশ্চয়॥ যত বস্তু সংসারেতে কর দরশন। অসার সকলি জেনো শাস্ত্রের বচন॥ অতএব এই সবে আস্থা না করিবে। আস্থা কৈলে সংসারেতে বদ্ধ হতে হবে॥ সংসারে অনাস্থা করে সেই সাধুজন। বন্দী নাহি করে তারে ভবের বন্ধন॥ এত শুনি তুষ্ট হয়ে শিবানী সুন্দরী। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে ত্রিপুরারি॥ অহোরাত্র চিন্তনীয় কোন্ বস্তু হয়। কৃপা করি বল তাহা ওহে কৃপাময়॥ দিবানিশি হৃদে কিবা করিবে চিন্তন। সেই কথা কৃপা করি কহ

পঞ্চানন ॥ এত শুনি নিষ্টভাষে দেব দিগম্বর। ধীরে ধীরে হাসি হাসি করেন উত্তর ॥ জিজ্ঞাসা করেছ দেবি অতি অদ্ভুতম। ইহার বিষয় কিবা করিব বর্ণন ॥ সংসারের অসারত্ব চিন্তিবে অন্তরে। শুভময় আত্মতত্ত্ব চিন্তিবে সাদরে ॥ দিবানিশি এইরূপ করিবে চিন্তন। ইথে শুভা গতি হবে শাস্ত্রের বচন ॥ এত বলি বিধিসুত সনত-কুমার। সহাস্য-বদনে কহে ঋষির মাঝার ॥ শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে ঋষিগণ। অধিক বলিব কিবা সবার সদন ॥ যেরূপ শুনিয়াছিনু শ্রবণ-বিবরে। বলিলাম সেইরূপ সবার গোচরে ॥ অতি পুণ্যকথা এই সার হতে সার। ইহার সমান নাহি ভুবন মাঝার ॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। ধর্ম্মপথে রবে সদা যত সাধুগণ ॥ কদাপি ধরম নাহি বর্জ্জন করিবে। সদা সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মপথেতে রহিবে ॥ ধর্ম্মপথে যেই জন নিরন্তর রয়। তাহার বিপদ নাহি কোন দিন হয় ॥ গ্রহ প্রতিকূল-বশে যদ্যপি কখন। বিপদ আসিয়া তারে করে আক্রমণ ॥ তথাপি বিপদ হতে পরিত্রাণ পায। কহিলাম তত্ত্বকথা জানিবে সবায় ॥ গুরুদেব বৃহস্পতি অমর-নগরে। দেবপূজ্য হয়ে সদা নিবসতি করে ॥ গ্রহবশে কষ্ট পান সেই মহাত্মন্। কিন্তু নাহি কষ্ট রহে অতি বহুক্ষণ ॥ ধর্ম্মহেতু গুরুদেব লভে পরিত্রাণ। সুহৃদ্ নাহিক কেহ ধর্ম্মের সমান ॥ অতএব ধর্ম্মপথে রবে সর্ব্বক্ষণ। পুরাণে পুণ্যের কথা অতি মনোরম ॥

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সনৎকুমার উবাচ।

শনৈশ্চরো গ্রহরাজঃ কদাচিৎ রবিনন্দনঃ।
দদৌ দুঃখং মহাঘোরং গুরবে গুণশালিনে ॥

বৃহস্পতির অপূর্ব্ব উপাখ্যান ও গ্রহবশে তাঁহার বিপদ.

বিধিসুত-মুখে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী। আনন্দ সাগরে ভাসে যত মহামুনি। পরম আনন্দ হয় সবার অন্তরে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসে সবে সনৎ-কুমারে ॥ কিরূপ বিপদে পড়ে দেব বৃহস্পতি। কৃপা করি সেই কথা কহ মহামতি ॥ কোন্ গ্রহ প্রতিকূল তাঁহার উপরে। হয়েছিল সেই কথা কহ সবাকারে ॥ কিরূপে বিপদে গুরু লভে পরিত্রাণ। বিস্তারিয়া কহ তাহা ওহে মতিমান্ ॥ এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥ শনৈশ্চর এককালে গুরুর উপর। হয়েছিল প্রতিকূল তাপসনিকর ॥

যে হেতু বিপদে পড়ে গুরু বৃহস্পতি। বলিতেছি সেই কথা শুনহ সংপ্রতি॥ সূর্য্যের ঔরসে আর ছায়ার উদরে। নিদারুণ শনিগ্রহ নিজ জন্ম ধরে॥ একদা পিতারে শনি করি সম্বোধন। বিনয় বচনে ধীরে করে নিবেদন॥ তোমার চরণে পিতঃ করি নমস্কার। বিশ্বের কারণ তুমি বিশ্বের আধার॥ সবার অন্তর মাঝে বিরাজ আপনি। বহির্ভাগে থাক তুমি অন্তরেতে জানি॥ তব অবিজ্ঞাত কিছু নাহিক সংসারে। কৃপা দৃষ্টি কর পিতঃ আমার উপরে॥ বিদ্যাশিক্ষা করি আমি মনেতে বাসনা। কাহার নিকটে যাই সে কথা বলনা॥ কোথামাঝে কার কাছে করিলে গমন। রীতিমত হয় মম শাস্ত্র অধ্যয়ন॥ নির্দ্দেশ করুন, তাহা কৃপা করি মোরে। অবিলম্বে যাব আমি বিদ্যাশিক্ষা তরে॥ পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সস্নেহে ভাস্কর তারে কহেন তখন॥ শুন বৎস মম বাক্য একান্ত অন্তরে। গম্ভীর সুমতি তুমি এ ভব সংসারে॥ তোমার মঙ্গল যাহে অবিলম্বে হয়। বলিতেছি সেই কথা শুনহ তনয়॥ অমরকুলের গুরুদেব বৃহস্পতি। অধুনা মানবধামে করিছে বসতি॥ সুরলোক তেয়াগিয়ে বিশেষ কারণে। বিপ্রবংশে জন্মিয়াছে মানব-ভবনে॥ যদিও মানবরূপ করেছে ধারণ। কিন্তু নাহি শাস্ত্র তাঁরে করেছে বর্জ্জন॥ ধেনু অনুগামী যথা রহে বৎসগণ। বৃহস্পতি-অনুগামী শাস্ত্রাদি তেমন॥ লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছে তাঁহার আগারে। অন্ন দান দেন তিনি সেই সবাকারে॥ সবারে করান তিনি শাস্ত্র-অধ্যয়ন। সকলে তাহাঁর কাছে হতেছে পালন॥ তাঁহার নিকটে তুমি যাও ত্বরা গতি। অবিলম্বে পাবে তথা সমস্ত বেদাদি॥ পরম মঙ্গল তাহে হইবে তোমার। অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার॥ আমার পরম ভক্ত সেই বৃহস্পতি। তাঁহার গুণের কিছু নাহিক অবধি॥ অতএব শুন বৎস আমার বচন। অবিলম্বে মর্ত্ত্যলোকে করহ গমন॥ আরো এক কথা বলি শুনহ শ্রবণে। ব্রহ্মবিদ্যা লভিবারে রহিবে যতনে॥ যেইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা লভিবারে পার। সযতনে একমনে সে উপায় কর॥

পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। তাঁহার চরণপদ্মে করিয়া বন্দন॥ মর্ত্ত্যধামে চলি গেল ছায়ার তনয়। পিতৃবাক্য হৃদিমাঝে জাগরুক হয়॥ গণ্ডকী নদীর তীরে করিয়া গমন। পথিকগণের সহ হয় দরশন॥ পান্থগণ যায় চলি নিজ প্রয়োজনে। পড়িল সে সব পান্থ শনির নয়নে॥ তাহাদিগে সম্বোধিয়া ছায়ার নন্দন। মিষ্টভাষে জিজ্ঞাসিল ওহে পান্থগণ॥ বাচস্পতি মহোদয় রহে কোন্ ধামে। প্রকাশ করিয়া কহ আমার সদনে॥ দয়া করি সেই কথা বলহ আমায়। নিতান্ত উৎসুক আমি যাইতে তথায়॥ শনির

এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। একদৃষ্টে চাহি রহে যত পান্থগণ ॥ শনি ; দেহের কান্তি অতি মধুময়। দেখিয়া হইল সবে বিস্মিত-হৃদয় ॥ দেবতা সম্ভব রূপ আহা মরি মরি। চাহিয়া রহিল সবে উত্তর না করি ॥ ক্রমে ক্রমে পৌরবাসী দুই চারিজন। একত্র হইয়া তথা করে আগমন॥ সকলে চাহি রহে বিহ্বল-নয়নে। শনির মূরতি দেখি ভাবে সবে মনে॥ ছাত্রবেশধারী এরে করি দরশন। হেন রূপ নরে কিন্তু নহে কদাচন॥ আহা মরি কিবা মূর্ত্তি অতি চমৎকার। কোথা হতে আসিয়াছে রূপের আধার॥ সুতপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ। বিপ্রের তনয় বটে হতেছে দর্শন॥ কিন্তু দেব পুত্র বলি অনুমান হয়। সবাই হইনু মোরা বিস্মিত-হৃদয় ॥ এইরূপে নানা জনে নানাকথা বলি। প্রণাম করিল সবে অতি ভক্তি করি ॥ বিনয় বচনে সরে কহে তার পর। শুন শুন মহাত্মন্ করি যোড়কর॥ নিবেদন করি এই তোমার সদনে। বাচস্পতি মহোদয় রহে এই গ্রামে॥ বিদ্যার্থী হইয়া হেথা কৈলে আগমন। বিমুখ না হয় কেহ জানিবে বচন॥ যেই কেহ শিষ্য হয় তাঁহার আশয়ে। শিক্ষা দেন তারে তিনি একান্ত-হৃদয়ে॥ আপনার কিবা রূপ করি দরশন। হেরিলে হবেন গুরু আনন্দে মগন॥ যতনে রাখিবে তোমা তাঁহার আগারে। করিবেন অধ্যাপনা একান্ত অন্তরে॥ বাচস্পতি মহোদয় অতি বিজ্ঞতম। তাঁহার গুণের কথা কে করে বর্ণন॥ সর্ব্বগুণ একাধারে দরশন করি। তাঁহার গুণের কথা বর্ণিবারে নারি॥ আপনি তাঁহার গৃহে করুন্ গমন। মনস্কাম হবে সিদ্ধ ওহে মহাত্মন্॥ মিথ্যা না কহিনু মোরা তোমার গোচরে। সত্য সত্য বলিতেছি জানিবে অন্তরে॥ আপনি গুরুর গৃহে করিলে গমন। অপার গুণের রাশি হবে দরশন॥ মোদের বচন তবে বিশ্বাস হইবে। গুণের পরীক্ষা তথা দেখিতে পাইবে॥ হেন গুরু ভূমণ্ডলে আর কোথা নাই। বলিলাম সত্য কথা আপনার ঠাঁই॥ বিদ্যা লাভে বাঞ্ছা যদি থাকযে অন্তরে। ত্বরায় যাউন্ সেই গুরুর গোচরে॥

পথিকগণের মুখে শুনিয়া বচন। হৃদয়ে প্রফুল্ল হন ছায়ার নন্দন॥ সবারে সম্ভাষা করি সূর্য্যের তনয়। গুরুগৃহে যাইবারে সমুদ্যত হয়॥ ধীরে ধীরে পদব্রজে করিয়া গমন। বাটীর নিকটে ক্রমে উপনীত হন॥ দূর হতে গুরুদেবে দরশন করি। করযোড়ে পড়ে গিয়া চরণ উপরি॥ ভক্তিভরে পদতলে করেন বন্দন। তাঁহারে হেরিয়া গুরু বিস্ময়ে মগন॥ মনে ভাবে হেন রূপ কভু নাহি হেরি। দেবতা হইবে কিবা বুঝিবারে নারি॥ তার পর মিষ্টভাষে করি সম্ভাষণ। গুরুদেব জিজ্ঞাসিল শনিরে তখন॥

কে তুমি কহত ভদ্র কাহার সন্তান। কোথা হতে আসিয়াছ কিবা তব নাম ॥
কোন্ দ্বিজবংশে তব হয়েছে জনম। বংশ উজ্জ্বলতা কার করেছ সাধন ॥
যদি চ মনুষ্যমূর্ত্তি নেহারি তোমার। তবু হেন বোধ হয় দেবের কুমার ॥
এ হেন দেহের শোভা অতি অনুপম। মনুষ্য মাঝারে কভু না করি দর্শন ॥
আসিয়াছ মম পাশে কিসের কারণ। ব্যক্ত কর অকপটে আমার সদন ॥
বুঝিতে পেরেছি আমি তুমি মহোদয়। মহৎ বংশেতে জন্ম ধরেছ নিশ্চয় ॥
গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভক্তিভবে নতশিরে সূর্য্যের নন্দন ॥
প্রণাম করিয়া পদে একান্ত অন্তরে। কহিতে লাগিল কথা অতি ধীরে ধীরে ॥
শুন শুন গুরুদেব করি নিবেদন। ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ বংশে আমার জনম ॥
শরণ লইনু আমি তোমার সদনে। শিষ্য তব হৈনু আমি কহি তব স্থানে ॥
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি অভিপ্রায়। নিয়ত রহিব তব চরণ সেবায় ॥
তোমার নিকটে প্রভু করি অবস্থান। নিয়ত করিব ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান ॥
সঙ্কল্প করেছি আমি আপন অন্তরে। কিছুকাল রব আমি তোমার আগারে॥
ভক্তিভরে তব পদ করিব সেবন। অনুমতি চাহি ইথে ওহে মহাত্মন ॥
শনির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। বাচস্পতি গুরুদেব কহে তার স্থানে ॥
তোমার মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ। অন্তরে পরম প্রীতি লভিল জনম ॥
পরম সুখেতে থাক আমার আগারে। শিক্ষা দিব নানাশাস্ত্র অতি সমাদরে ॥
তোমারে নেহারি স্নেহ জন্মেছে আমার। হৃদয়ে হয়েছে মম আনন্দ সঞ্চার ॥
রাখিব তোমারে আমি অতীব যতনে। বাসনা হইবে পূর্ণ যাহা আছে মনে ॥
এত বলি গুরুদেব শনিরে তখন। আপন আশ্রম মাঝে করেন স্থাপন ॥
সানন্দ অন্তরে শনি রহেন তথায়। বিদ্যাশিক্ষা দেন গুরু নিয়মে তাহায় ॥
এইরূপে গ্রহরাজ দেব শনৈশ্চর। গুরুর গৃহেতে থাকি সানন্দ অন্তর ॥
সাঙ্গ বেদ উপবেদ যতেক পুরাণ। মন্বাদি সংহিতা শাস্ত্র পড়িল ধীমান ॥
শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব সকলি জানিল। সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদিমাঝে ধারণ করিল ॥
শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন। অল্পদিনে শনি সব করে অধ্যয়ন ॥
অল্পকালমাঝে সব শিখে শনৈশ্চর। ইথে নাহি হয়ো কেহ বিস্মিত অন্তর ॥
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ। গ্রহরাজ শনৈশ্চর অতি মহাত্মন্ ॥
পরম তত্ত্বজ্ঞ শনি অবনী মাঝারে। পিতৃকোপে পড়ি শনি কিছুদিন তরে ॥
সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় হয়েছেন তিনি। এইত কারণ মাত্র শুন যত মুনি ॥
যে দিন প্রসন্ন হয়ে দেব দিবাকর। যাইতে আদেশ দেন অবনী-ভিতর ॥
সেই দিন হতে পূর্ব্বস্মৃতির উদয়। হয়েছিল মনে ওহে তাপসনিচয় ॥

শাপ-অবসানকাল প্রতীক্ষা করিয়ে। গুরুগৃহে আছে শনি পৃথিবীতে গিয়ে॥ গুরুর গৌরবপদ করিতে রক্ষণ। শনিদেব পৃথিবীতে করেন গমন॥ গুরু-সেবাবলে শনি অতি অল্পদিনে। শিখিল সকল বিদ্যা গুরুর সদনে॥ তার পর করযোড় করিয়া বন্দন। নতশিরে গুরুদেবে কহেন বচন॥ নিবেদন ওহে প্রভু চরণে তোমার। মনোরথ পূর্ণ এবে হয়েছে আমার॥ তোমার প্রসাদে শাস্ত্র করি অধ্যয়ন। লভিয়াছি সূক্ষ্মতত্ত্ব ওহে মহাত্মন্॥ এখন নিবেদি প্রভু তোমার চরণে। বাসনা করেছি যেতে আপন ভবনে॥ কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন। দক্ষিণাস্বরূপ তাহা করিব অর্পণ॥ জগতে এমন বস্তু কিছুমাত্র নাই। যাহা দিয়া ঋণহীন হইবারে পাই॥ তথাপি শকতি মত করিব অর্পণ। তব পদে এইমাত্র মম আকিঞ্চন॥ পরিতুষ্ট হয় কিসে তোমার অন্তরে। কৃপা করি কহ তাহা অধীন গোচরে॥ দুর্লভ পদার্থ যদি সেই বস্তু হয়। তবু দিব তাহা আমি জানিবে নিশ্চয়॥ মহাবিজ্ঞ তুমি লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ। সুরাচার্য্য সম ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ॥ আচার্য্যত্বে আমি তোমা করেছি বরণ। সর্ব্বপূজ্য তুমি দেব গুরুর উত্তম॥ অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়। যা চাহিবে দিব তাহা জানিবে নিশ্চয়॥ এইরূপে নানাস্তুতি করি শনৈশ্চর। মৌনভাবে অবস্থান করে তার পর॥ মনে মনে ইচ্ছা তার লয়ে অনুমতি। অবিলম্বে সুরলোকে করিবেন গতি॥ এত ভাবি গ্রহরাজ ভাস্কর-নন্দন। নানামতে স্তুতিবাদ করিয়া তখন॥ প্রশান্ত বদনে অগ্রে দাঁড়ায়ে রহিল। গুরু-আজ্ঞা প্রতীক্ষা যে করিয়া থাকিল॥

শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। গুরুদেব ক্ষণকাল মৌনভাবে রন॥ কিছু না নিঃসৃত হয় রসনা হইতে। মূক সম রহে গুরু অধোবদনেতে॥ অবশেষে হৃদে ধৈর্য্য করিয়া ধারণ। মধুর বচনে কহে করি সম্বোধন॥ শুন বৎস তব বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। লভিনু পরম সুখ আপনার মনে॥ ভক্তিমাখা তব বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরম সন্তুষ্ট হৈনু ওহে মহাত্মন্॥ যথেষ্ট দক্ষিণা হৈল ইহাতে আমার। আশীর্ব্বাদ করি তোমা ওহে গুণাধার॥ মনোরথ সিদ্ধ তব হউক সত্বর। আপন অভীষ্টস্থলে যাহ দ্রুততর॥ কিন্তু এক কথা বলি শুনহ বচন। কৌতুহল জন্মিয়াছে জানিতে কারণ॥ সত্য করি বল দেখি ওহে গুণাধার। ছদ্মবেশী তুমি কি না নিকটে আমার॥ গুরুর গৌরব রক্ষা করিবার তরে। বাসনা যদ্যপি থাকে তোমার অন্তরে॥ তাহা হলে মিথ্যা কথা আমার সদন। কভু না কহিবে বৎস তুমি বিজ্ঞজন॥ যথার্থ করিয়া বল কাহার সন্তান। কোথা হতে আসিয়াছ মম বিদ্যমান॥

দ্বিজরূপী দ্বিজ তুমি নাহিক সংশয়। আমার মনেতে এই হতেছে প্রত্যয় ॥ ভাল ভাল বল দেখি ওহে মহাত্মন্। হও কি না হও তুমি দেবের নন্দন ॥ গুরুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। ধীরে ধীরে কহে শনি বিনীতবচনে ॥ শুন শুন গুরুদেব আমার বচন। আচার্য্যপদেতে তোমা করেছি বরণ ॥ তখন অসত্য নাহি বলিব তোমার। বলিব প্রকৃত কথা মম অভিপ্রায় ॥ বেদতত্ত্ব বিশারদ যত মুনিগণ। ব্রহ্মা বলি যাঁরে সদা করে সম্বোধন ॥ বিষ্ণু বলি যাঁরে কভু ডাকে সর্ব্বজনে। কভু সম্বোধন করে শিব-সম্বোধনে ॥ কখন যাঁহারে কহে দেব নারায়ণ। সূর্য্য বলি কভু যাঁরে করে সম্বোধন ॥ তিনিই আমার পিতা দেব দিবাকর। ছায়ার উদরে জন্ম ওহে গুরুবর ॥ পিতার আদেশে আমি তোমার সদনে। এসেছিনু ভক্তিভরে বিদ্যার কারণে ॥ তোমার প্রসাদে বাঞ্ছা হইল সফল। বাসনা এখন যাব আপনার স্থল ॥ বহুদিন পিতৃপদ না করি দর্শন। অনুমতি দিলে যাই তাঁহার সদন ॥ তোমার আদেশে গিয়া পিতার সদনে। ভক্তিভরে প্রণমিব তাঁহার চরণে ॥ শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভয়ে হর্ষে গুরুদেব বিমোহিত হন ॥ রোমাঞ্চিত কলেবর হইল তাঁহার। জড়ের সমান দেব রহে ক্ষণকাল ॥ প্রকৃতিস্থ হয়ে পরে কহেন বচন। শুন শুন ওরে বৎস আমার বচন ॥ লোকাতীত গুণরাশি দেখিয়া তোমার। বিস্ময় হইয়াছিল হৃদয়ে আমার ॥ মেধাবিনী বুদ্ধি তব করি দরশন। তোমার যতেক গুণ করি নিরীক্ষণ ॥ হয়েছিল মনে মনে আমার নিশ্চয়। মনুষ্য নহেক তুমি দেবতা তনয় ॥ হেন লোকাতীত শক্তি মানবশরীরে। কভু না থাকিতে পারে বুঝেছি অন্তরে সন্দেহ আছিল যত হৃদয়ে আমার। অপগত হৈল তাহা ওহে গুণাধার ॥ তোমার প্রকৃত তত্ত্ব এখন জানায়। অপগত হৈল তাহা কহিনু তোমায় ॥ তব পরিচয় এবে পাইয়া অন্তরে। কৃতার্থ হইনু আমি কহিনু তোমারে ॥ এখন শুনহ বৎস আমার বচন। দক্ষিণা অর্পিতে যদি করেছ মনন ॥ বাসনা করিছে যাহা আমার অন্তর। অর্পণ করহ তাহা ওহে গ্রহবর ॥ যাবত জীবন আমি করিব ধারণ। অশুভ দৃষ্টিতে যেন না হই পতন ॥ তোমার অশুভ দৃষ্টি আমার উপরে। ভ্রমেও ভুলেও যেন কভু নাহি পড়ে ॥ এই মাত্র চাহি আমি তোমার সদন। আর কিছু দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন ॥

গুরুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। কিছুকাল রহে শনি বিনম্রবদনে ॥ কোন কথা নাহি কহে গ্রহের ঈশ্বর। মৌনভাবে হয়ে রহে চিন্তিত অন্তর ॥ তার পর ধীরে ধীরে বিনীত বচনে। সহাস্যবদনে কহে গুরুর সদনে ॥

প্রার্থনা করিলে যাহা ওহে দ্বিজবর। অসাধ্য আমার তাহা শুন অতঃপর ॥
দিক্‌পালগণ আর গ্রহাদি সকল। কেহই স্বাধীন নহে ওহে দ্বিজবর ॥
নিয়তির বাধ্য মোরা জানিবে সকলে। কি করিতে পারি মোরা ভাবহ অন্তরে ॥
গুরুর গৌরব তবু করিতে রক্ষণ। সংক্ষেপে করেছি যাহা করহ শ্রবণ ॥
আমার বিরুদ্ধ দৃষ্টি তোমার উপরে। যাবত রহিবে প্রভু জানিবে অন্তরে ॥
তাবত তোমার কষ্ট না হবে কখন। একদিন হবেমাত্র কষ্ট উৎপাদন ॥
সম্পূর্ণ সকোপ দৃষ্টি একদিন হইবে। সেই দিন মহাকষ্ট তুমি যে পাইবে ॥
বিষম সঙ্কটে তুমি হবে নিপতন। পরিত্রাণ পাবে কিন্তু আমার বচন ॥
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হবে। সত্য সত্য সত্য ইহা অন্তরে জানিবে ॥
এতেক বচন বলি রবির নন্দন। নতশিরে গুরুপদে করিয়া বন্দন ॥
অন্তর্হিত হন তিনি দেখিতে দেখিতে। অবিলম্বে যান চলি অম্বর পথেতে ॥
পিতার চরণপদ্ম করিতে দর্শন। উৎসুক হইয়া চলে ভাস্কর নন্দন ॥
এদিকেতে বাচস্পতি ব্যাকুল অন্তরে। চিন্তিত হইয়া রহে অবনতশিরে ॥
শনির এতেক বাক্য করিয়া স্মরণ। ব্যাকুল অন্তরে হন সকাতর মন ॥
দৈববাক্য অনিবার্য্য ভাবি তার পর। অগত্যা রহেন স্থির করিয়া অন্তর ॥
তদবধি প্রতিদিন একান্ত অন্তরে। প্রত্যহ গণেন দিন অতি যত্ন করে ॥
এইরূপে দিন গণি লয়ে শিষ্যগণ। অস্থির অন্তরে করে সময় যাপন ॥
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে। একদা উঠিয়া দ্বিজ অতি প্রাতঃকালে ॥
সন্ধ্যা আদি করি দ্বিজ করেন চিন্তন। বহুচিন্তা করি শেষে বুঝে বিলক্ষণ ॥
মনে মনে চিন্তা করে গুরু দ্বিজবর। অদ্য মম সর্ব্বনাশ ঘটিবে সত্বর ॥
যেদিন শনির কোপ হবে মোর পরে। যেরূপ বলিয়াছিল শনিদেব মোরে ॥
সেই দিন অদ্য এই নাহিক সংশয়। কি করিবে নাহি জানি সূর্য্যের তনয় ॥
হায় হায় হতবিধে কি দোষে অমারে। বিপদ সঙ্কুলে ফেল নমামি আমারে ॥
অধিক বলিব কিবা তোমারে এখন। যাহা ইচ্ছা থাকে মনে করহ সাধন ॥
আজি বুঝি নাহি আর আমার নিস্তার। অদৃষ্টে আছয়ে কিবা বিধি জানে সার ॥
এইরূপে বহু চিন্তা করিয়া তখন। যথাবিধি প্রাতঃকৃত্য করেন সাধন ॥
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন নিত্য নিরঞ্জনে। একান্ত অন্তরে ভাবে নিজ মনে মনে ॥
অন্তর মথব্যারে করে হরিরে স্মরণ। কোথা হরি দয়াময় নিত্য নিরঞ্জন ॥
তোমা বিনা কে রাখিবে বিপদ সাগরে। রক্ষাকর ওহে প্রভু অধীন কিঙ্করে ॥
তোমার চরণপদ্ম ভবে মাত্র সার। তোমার চরণে করি শত নমস্কার ॥
দয়া কর দয়াময় অধীন উপরে। তোমা বিনা রক্ষিবারে আর কেবা পারে ॥

সবার অন্তরে আছ তুমি নিরঞ্জন। সর্ব্বসাক্ষী তুমি দেব নিত্য সনাতন ॥
আত্মারূপে থাক তুমি সবার শরীরে। তোমার চরণে নতি করি ভক্তিভরে ॥
সম্মুখে নেহারি প্রভু বিপদ সাগর। রক্ষ রক্ষ ওহে প্রভু দয়ার আকর ॥
তোমা বিনা নাহি জানি অন্তর মাঝারে।তোমার চরণে নতি করি ভক্তিভরে
তব পাদপদ্মে করি শত নমস্কার। রক্ষ রক্ষ ওহে দেব দয়ার আধার ॥
এইরূপে হরিপদ করিয়া স্মরণ। তার পর ধীরে ধীরে গুরু বিজ্ঞতম ॥
পুষ্পকরণ্ডিকা হাতে লইয়া যতনে। শনৈশ্চর গ্রহরাজে ভাবি মনে মনে ॥
ধীরে ধীরে তেয়াগিয়া আপন আশ্রম। পদব্রজে পথিমাঝে করেন গমন ॥
ধীরে ধীরে যান চলি ব্যাকুল অন্তরে। উপনীত হন গিয়া কিছুমাত্র দূরে ॥
উপনীত হয়ে তথা করেন দর্শন। উপত্যকা শোভে তথা অতি মনোরম ॥
তথায় শোভিছে এক কুসুম কানন। কুহু কুহু রব করে পুংস্কোকিলগণ ॥
মধুলোভে অলিকুল গুন্ গুন্ স্বরে। বসিতেছে পুষ্প হতে গিয়া পুষ্পান্তরে ॥
স্থানে স্থানে কলকণ্ঠ দাত্যুহাদি করি।শোভিতেছে কত পক্ষী শাখার উপরি॥
আনন্দ ভরেতে সবে করে কোলাহল। সঙ্কুলিত করিতেছে যত বনস্থল ॥
কাননমাঝারে শোভে দিব্য জলাশয়। ফুটিয়া রয়েছে তাহে কমলনিচয় ॥
কুমুদ কহ্লার আদি পুষ্প নানা জাতি। ফুটিয়া রহেছে কত নাহিক অবধি ॥
ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় পবন। অতিথিগণের দেহ করে আলিঙ্গন ॥
স্থানে স্থানে কত তরু কিবা শোভা পায়।আম জাম তাল আদি কি কব সবায়॥
ফলভরে অবনত পাদপনিকর। শোভিতেছে কিবা ওহে তাপসনিকর ॥
স্থানে স্থানে বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর। যক্ষ আদি আছে কত কত বা অপ্সর ॥
গীতবাদ্য করে সবে সানন্দ অন্তরে। তালে তালে দিব্যাঙ্গনা সবে নৃত্য করে ॥
উপত্যকা শোভা সব করি দরশন। গুরুদেব বাচস্পতি বিমোহিত হন ॥
ভবিতব্য মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে।প্রবৃত্ত হইলেন ক্রমে পুষ্প চয়নেতে ॥
বীরবাহু নামে সেই দেশের ঈশ্বর। হেনকালে উপনীত কানন ভিতর ॥
তাঁহার সহিতে সৈন্য কে করে গণন। মৃগয়া কারণে আসে গহন কানন ॥
অতি শিশু পুত্র এক সঙ্গেতে আছিল। চারিদিকে রক্ষা করে রক্ষক সকল ॥
অলক্ষ্যে সন্তান সেই হইল হরণ। রক্ষকেরা না দেখিল কিম্বা পৌরজন ॥
পুত্রের হরণ শুনি মহিলা সকলে। কান্দিয়া আকুল হয় ব্যাকুল অন্তরে ॥
পুত্রের হরণবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। বীরবাহু রাজা হয় ব্যাকুলিত মন ॥
যুগপৎ শোক রোষ উদিল অন্তরে। একান্ত বিমুগ্ধ করে নৃপতি প্রবরে ॥
অধরোষ্ঠ ঘন ঘন হইল কম্পন ॥ অধরে অধর রাজা করয়ে দংশন ॥

ভৃত্যগণে রথীগণে নগরপালকে। রোষান্ধ হইয়া রাজা ঘন ঘন ডাকে॥
আজ্ঞামাত্র উপনীত অনুচরগণ। সবারে আদেশ করে নৃপতি তখন॥
অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে যাইয়া সকলে। পুত্র অন্বেষণ কর একান্ত অন্তরে॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত ভৃত্যগণ। অবিলম্বে চারিদিকে করিল গমন॥
কত স্থান অন্বেষণ করিল সকলে। পুত্রের সন্ধান নাহি পায় কোন স্থলে॥
শোকের সাগরে সবে হয় নিমগন। কি করিবে কোথা যাবে ব্যাকুলিতমন॥
ছাড়িয়া প্রাণের আশা অনুচরগণ। চীৎকার করিয়া সবে করয়ে রোদন॥
কোনমতে কিছুমাত্র না দেখি উপায়। রোদন করিয়া সবে ব্যাকুলিতকায়॥
পরস্পর মুখ সবে করে নিরীক্ষণ। জীবনে হতাশ হয়ে করয়ে রোদন॥
কান্দিতে কান্দিতে সবে ফিরিয়া আসিল। বীরবাহু তাহা দেখি মূর্চ্ছিত হইল॥
রোষেতে অধীর হয়ে পরেনরপতি। লোহিত লোচনে সবে কহিছে সংপ্রতি॥
শোন্ শোন্ বর্ব্বরেরা আমার বচন। কি জন্য তোদের বল করিছি পালন॥
কোথায় আমার পুত্র বলহ সকলে। তাহারে রাখিয়া বল কি হেতু আসিলে॥
এখনো আমার বাক্য করহ শ্রবণ। অবিলম্বে পুত্রে মোর কর অন্বেষণ॥
নদীর পুলিনে সবে যাহ ত্বরা করে। নিকুঞ্জ কানন ক্ষেত্র পর্ব্বতগহ্বর॥
ঋষির আশ্রম যথা করিবে দর্শন। সর্ব্বত্র আমার পুত্রে কর অন্বেষণ॥
অধিক বলিব কিবা তোদের গোচর। পুত্রের কারণে সবে যাহ দ্রুততর॥
পুত্রেরে লইয়া নাহি কৈলে আগমন। তাহার মস্তক আমি করিব ছেদন॥
আমার আদেশ নাহি যে জন পালিবে। অচিরে শমনগৃহে সেজন যাইবে॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চিন্তিয়ে কাতর হয় অনুচরগণ॥
কি করিবে কোথা যাবে না দেখি উপায়। ধীরে ধীরে পদব্রজে সবে বাহি-
রায়॥ ভীষণ-মূরতি যত কিঙ্কর-নিকর। পুত্র অন্বেষণে যায় কানন-ভিতর॥
কেহ কেহ গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করে। নিকুঞ্জে নির্ঝরে আর পর্ব্বত-কন্দরে॥
চারিদিকে সাবধানে করি নিরীক্ষণ। পুঙ্খ অনুপুঙ্খরূপে করে অন্বেষণ॥
এইরূপে নানাস্থান ভ্রমিতে ভ্রমিতে। পূর্ব্ব-উপত্যকাপাশে আগত ক্রমেতে॥
উপত্যকামাঝে সেই সুরম্য কানন। উপনীত তথা আসি অনুচরগণ॥
এদিকে উদারমতি গুরু মহোদয়। ভাবিতেছে তথা বসি ভাগ্যের বিষয়॥
নিজ ভাগ্যবিপর্য্যয় করেন চিন্তন। শোভিতেছে নিজ হাতে কুসুম-ভাজন॥
ধীরে ধীরে মৃদু-মন্দ চরণ-সঞ্চারে। উদ্যান হইতে গুরু আসেন বাহিরে॥
দৈব-মহিমা কিবা অতি চমৎকার। ভাবিলে সকলি মিথ্যা অসার সংসার॥
ধীরে ধীরে গুরুদেব করেন গমন। তাঁহার হাতেতে ছিল কুসুম-ভাজন॥

বৃহস্পতি সম ইনি বিখ্যাত সংসারে। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মান্য জানে সর্ব্বনরে॥
সামান্য লোভের বশ হয়ে এই জন। বিনষ্ট করিবে রাজসুতের জীবন॥
অলঙ্কার লোভ হবে ইঁহার অন্তরে। সম্ভব নহে ত ইহা নিবেদি তোমারে॥
আরো এক কথা নৃপ করহ বিচার। আছিলেন এই বিপ্র পর্ব্বত মাঝার॥
ঈশ্বরের আরাধনা করিবার তরে। চয়ন করিতেছিল কুসুমনিকরে॥
বহুদূরে আপনার অন্তঃপুর মাঝে। রাজসুতে ঘেরি ছিল রক্ষক সমাজে॥
অন্তঃপুরে ক্রীড়া করে রাজার নন্দন। বহুদূরে করে বিপ্র কুসুম চয়ন॥
কিরূপে হরিবে শিশু এই বিপ্রবর। সম্ভব নহে ত ইহা ওহে নরবর॥
অথচ বিপ্রের পুষ্পসাজির ভিতরে। ছিন্নশিরা রাজশিশু সর্ব্বজনে হেরে॥
সাজিমধ্যে আছে যত অঙ্গ আভরণ। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম॥
নিগূঢ় কারণ আছে ইহার ভিতর। মানুষের নহে বোধ্য ওহে নরবর॥
এইরূপে রাজমন্ত্রী সভাস্থ সকলে। অদ্ভুত ব্যাপার লয়ে নানাতর্ক করে॥
হেন কালে বাচস্পতি বিপ্র মহোদয়। চেতনা লভিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হয়॥
ললাটে ভ্রুকুটী করি বিপ্রের নন্দন। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করি করেন চিন্তন॥
শনির পূর্ব্বের কথা ভাবি মনে মনে। চিন্তিত অন্তরে রহে উদ্গাত নয়নে॥
তাহা দেখি নরপতি অমাত্যপ্রবর। আর যত কেহ ছিল সভার ভিতর॥
নীরব হইয়া সবে মৌনভাবে রয়। কথা নাহি সরে মুখে বিকল হৃদয়॥
নিস্তব্ধ হইলে যত সভাসদগণ। বাচস্পতি একচিত্ত হইয়া তখন॥
শনিদেবে স্তব করে একান্ত অন্তরে।কোথা শনি গ্রহরাজ নমামি তোমারে॥
সূর্য্যের নন্দন তুমি গ্রহের ঈশ্বর। নমস্কার তব পদে ওহে গ্রহবর॥
পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে। কৃপা করি কৃপাদৃষ্টি করহ অধীনে॥
বিপদে করহ রক্ষা তুমি শনৈশ্চর। তোমার অধীন আমি ওহে গ্রহবর॥
জ্যোতির্ব্বস্তু যত আছে জগত মাঝারে।তাহার আধার যিনি খ্যাত চরাচরে॥
কালরূপে যেই দেব বিরাজিত হয়। কালশক্তিরূপী যিনি যিনি মহোদয়॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবরূপী যেই মহাত্মন্। জগত সংসার যিনি করেন পালন॥
সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা বলি যারে। জগতের অন্ধকার যেই দেব হরে॥
তমোনুদ বলি যাঁর বিখ্যাত আখ্যান। নারায়ণ বলি যিনি খ্যাত সর্ব্ব স্থান॥
যেই দেব দিবাকর বিদিত সংসারে। তাঁর পুত্র শনৈশ্চর জানে সর্ব্বনরে॥
ভাস্করের রূপান্তর শনিদেব হন। ভক্তিভাবে সেই গ্রহে করিছি স্মরণ॥
শুন শুন ওহে সৌরে আমার বচন। অখণ্ড বিক্রম তব বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার তুলনা নাহি জগত সংসারে। জনম লয়েছ তুমি ছায়ার উদরে॥

তথাপি নিশ্চয় জানি সূর্য্যের নন্দন। গ্রহরূপী জনার্দ্দন তুমি মহাত্মন॥
করুণা কটাক্ষ কর আমার উপরে। রক্ষা কর ওহে দেব বিপদ সাগরে॥
নিজ সত্য রক্ষা কর ওহে মহোদয়। বিপদ হেরিবা মম বিকল হৃদয়॥
সকোপ দৃষ্টিতে তব হয়ে নিপতন। অভিভূত হয়ে আছি ওহে মহাত্মন্॥
কৃপা কর কৃপাময় অধীন উপরে। রক্ষা কর দীন জনে বিপদ সাগরে॥
শাস্ত্রজ্ঞানে জানিয়াছি তুমি মহাত্মন। সূর্য্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি তুমি সাধুজন॥
সুপ্রসন্ন হও তুমি যাহার উপরে। ভাগ্যবান্ সেই জন এ ভবসংসারে॥
সামান্য মানব যদি হয় সেই জন। তবু ভাগ্যশালী হয় ওহে মহাত্মন॥
সুপ্রসন্ন হও তুমি যাহার উপরে। রাজ রাজেশ্বর সেই এ ভব সংসারে॥
সর্ব্বত্র সম্মান পায় সেই সাধুজন। তাহার সদৃশ নাহি এতিন ভুবন॥
মর্ত্ত্যলোকে সেই জন করি অবস্থান। পরম সুখেতে রহে ইন্দ্রের সমান॥
হস্তী অশ্ব রথ আর পদাতি নিচয়। চতুরঙ্গ সেনা তার অনুগত রয়॥
অতুল ঐশ্বর্য্য হয় তাহার আগারে। সর্ব্বজনে মান্য করে সর্ব্বত্র তাহারে॥
অতি দীনহীন মূঢ় যেই অভাজন। তাহারে করুণা যদি করহ অর্পণ॥
তোমার প্রসাদে সেই লভে সম্মান। মহাবীর হয় সেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥
তাহার সমান যোগী না রহে ভুবনে। বুদ্ধিমান হয় সেই খ্যাত সর্ব্বস্থানে॥
শুন শুন শনৈশ্চর আমার বচন। কৃতাঞ্জলি করি আমি করি নিবেদন॥
সুপ্রসন্ন হও দেব আমার উপরে। চরণ বন্দনা তব করি ভক্তিভরে॥
তোমার কোপেতে পড়ে যেই নরাধম। দুর্ভাগ্যের শেষ তার না রহে তখন॥
ঐশ্বর্য্যেতে পরিভ্রষ্ট হয় একেবারে। নিমগ্ন হইয়া পড়ে শোকের সাগরে॥
মানুষের কথা থাক্ দেব দৈত্যগণ। তোমার কোপেতে লক্ষ্মী না পায় কখন॥
যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ আদি অথবা কিন্নর। উরগ অপ্সর কিম্বা আর বিদ্যাধর॥
কেহ নাহি রক্ষা পায় তব কোপানলে। নিমজ্জিত হয় সেই বিপদ সাগরে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্। মহাযোগী তুমি দেব সূর্য্যের নন্দন॥
বক্র ভাবে তুমি কর কটাক্ষ যাহারে। হতবুদ্ধি হয়ে সেই রহে একেবারে॥
জীবন্মৃত সম হয় সেই অভাজন। অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন॥
গ্রহরূপী জনার্দ্দন তুমি যোগেশ্বর। পুনঃ পুনঃ নতি করি ওহে গ্রহবর॥
সুপ্রসন্ন হও দেব আমার উপরে। কৃপা করি কৃপা কর দীন হীন নরে॥
তোমার অসাধ্য নহে জগত মাঝার। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার॥
অঘট ঘটাতে পার তুমি মহাত্মন। বলেতে তোমার সম নাহি কোন জন॥
অতুল ঐশ্বর্য্য হয় তোমার কৃপায়। কটাক্ষে নাশিতে পার অখিল ধরায়॥

সুপ্রসন্ন হও তুমি যাহার উপরে। তাহার ভাবনা কিবা এ তিন সংসারে॥
বিদ্যার্থী লভয়ে বিদ্যা তোমার কৃপায়। যশস্কামী পায় যশ আসিয়া ধরায়॥
কামার্থীর কাম পূর্ণ তোমা হতে হয়। ধনার্থীর ধন হয় নাহিক সংশয়॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মতিমান্। বিপদ সাগরে মোরে কর পরিত্রাণ॥
এইরূপে স্তব করে গুরু বাচস্পতি। এদিকে সন্তুষ্ট হন সূর্য্যের সন্ততি॥
গুরুর এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ। পরম সন্তুষ্ট হন ভাস্কর নন্দন॥
শূন্যমার্গে অবস্থিতি করি শনৈশ্চর। ধীরে ধীরে গুরুদেবে করেন উত্তর॥
শুনিতে পাইল সেই দেশের রাজন। সভাস্থ সকলে তাহা করিল শ্রবণ॥
জলদগম্ভীর রবে শনিদেব কয়। শুন শুন মম বাক্য গুরু মহোদয়॥
রাজা হতে ভয়ে আর নাহি প্রয়োজন। তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ॥
তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তুমি বিদিত সংসারে। গুরুত্বে বরণ তাহে করেছি তোমারে॥
তোমার নিকটে মিথ্যা না বলি কখন। তোমারে বঞ্চিতে মম নাহি প্রযোজন
আমার নিকটে যথা চেয়েছিলে বর। স্মরণ করহ তাহা ওহে দ্বিজবর॥
মম বক্রদৃষ্টি হেতু যত কষ্ট হবে। একদিনে তাহার ফল সমস্ত পাইবে॥
বলেছিনু এই কথা করহ স্মরণ। আজি সেই দিন তব দ্বিজের নন্দন॥
অতএব ক্ষোভ নাহি রাখিও অন্তরে। ভবিতব্য কেবা বল খণ্ডিবারে পারে॥
এখন নিশ্চিন্ত হও ওহে মহাত্মন্। চিরসুখী হলে তুমি আমার বচন॥
আজীবনে আর কষ্ট কভু নাহি হবে। এ শরীরে দুঃখভোগ কভু নাহি পাবে॥ আচার্য্যেরে এত বলি ছায়ার নন্দন। নৃপতিরে তার পর করি সম্বোধন॥ কহিলেন শুন শুন ওহে নরপতি। অতি বুদ্ধিমান্ তুমি খ্যাত বসুমতী॥ তোমারে অধিক বলা নহে প্রয়োজন। এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ॥ মন্ত্রীবর্গ যত আছে সভার ভিতরে। আমার বচন সবে শুনুক সাদরে॥
মন্ত্রী সহ বিবেচনা করি নরপতি। উচিত করহ যাহা বুঝিবে সংপ্রতি॥
শুন শুন নরপতি আমার বচন। এই যে হেরিছ বৃদ্ধ বিপ্রের নন্দন॥
মহাপ্রাজ্ঞ দ্বিজবর বিদিত সংসারে। আচার্য্যত্বে বরিয়াছি জানিবে ইঁহারে॥
করেছি ইঁহার পাশে বেদ অধ্যয়ন। তাহার পরেতে শুন যে হয় ঘটন॥
অধ্যয়ন সমাপিয়া তার অবসানে। যখন চলিনু আমি আপন ভবনে॥
দক্ষিণা চাহিলা গুরু মম সন্নিধান। এইরূপ বলি শুন নৃপতি ধীমান্॥
"শুন শুন সূর্য্যপুত্র আমার বচন। যদ্যপি দক্ষিণা দিতে করেছ মনন॥
অশুভ দৃষ্টিতে যেন না পড়ি তোমার। এই মাত্র মাগি আমি ওহে গুণাধার॥"
গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বলেছিনু এইরূপ শুনহ রাজন॥ "একদিন

মাত্র কষ্ট লভিতে হইবে। কিন্তু সেই বিপদেতে পরে রক্ষা পাবে॥" এই-রূপ বলেছিনু জানিবে রাজন্। আজি সেই দিন এই হয়েছে ঘটন॥ বলিলাম যাহা যাহা ওহে নরপতি। সত্য সত্য এই বাক্য কহিনু সংপ্রতি॥ এখন বলিব যাহা করহ শ্রবণ। করিতে আছিল ক্রীড়া তোমার নন্দন॥ খেলিতে খেলিতে শিশু হইয়া কাতর। ধীরে ধীরে যায় অন্তঃপুরের ভিতর॥ অন্তঃপুরমাঝে পশি রত্ন কোষাগারে। সুখে নিদ্রা যায় শিশু শ্রান্তকলেবরে॥ যদ্যপি বিশ্বাস নাহি হয় হে রাজন। রত্নগৃহে গিয়া শীঘ্র কর দরশন॥ আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে। ছিন্ন শির হেরিয়াছ পুষ্পসাজি পরে॥ মম মায়া ভিন্ন নহে কিছুই অপর। শুন শুন মম বাক্য ওহে নৃপবর॥ কল্যাণ কামনা যদি করহ অন্তরে। পূজা কর অবিলম্বে বৃদ্ধ বিপ্রবরে॥ বিবিধ বসন আর বিবিধ ভূষণ। অবিলম্বে বৃদ্ধবিপ্রে কর সমর্পণ॥ বিশেষ সম্মান কর বিহিত বিধানে। মঙ্গল হইবে ইথে কহি তব স্থানে॥ যদ্যপি ইহাতে কর অন্যথাচরণ। অমঙ্গল হবে তব জানিবে রাজন॥

শনির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। বীরবাহু পুলকিত নিজ মনে মনে॥ করযোড় করি পরে মানুষ-ঈশ্বর। বিনত মস্তকে কহে ওহে বিজ্ঞবর॥ কোন্ দেবপুত্র তুমি বলহ বচন। তুমি কেবা জানিবারে করি আকিঞ্চন॥ দেব দৈত্য কিবা যক্ষ অথবা কিন্নর। সিদ্ধজন হও কিম্বা হও বিদ্যাধর॥ গন্ধর্ব্ব উরগ কিম্বা রাক্ষস-প্রধান। কেবা হও সত্য করি কহ মতিমান্॥ তোমার জ্বলন্ত মূর্ত্তি করি দরশন। অনুমানে বুঝিতেছি দেবের উত্তম॥ কিম্বা নিজে অগ্নিদেব জ্বলন্ত আকারে। উদিত হলেন আসি গগন-উপরে॥ বিমূঢ়-অজ্ঞান মোরা ওহে মহাত্মন্। আপনারে চিনিবারে না হই সক্ষম॥ কৃপা করি অধীনেরে দেহ পরিচয়॥ চরিতার্থ হব তাহে ওহে মহোদয়॥ মহাগ্রহ সূর্য্যপুত্র শনি মহাত্মন্। রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ॥ প্রসন্ন হইয়া কহে শুন নরপতি। বুঝিলাম তুমি বটে অতি মহামতি॥ তোমার কল্যাণ হবে নাহিক সংশয়। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥ আমার আদেশ যেই করয়ে পালন। বিপদ তাহারে নাহি করে আক্রমণ॥ এখন শুনহ তুমি মম পরিচয়। অন্ধকার নাশে যাঁর হইলে উদয়॥ সেই দেব দিবাকর জনক আমার। শনিদেব মম নাম সূর্য্যের কুমার॥ ছায়ার উদরে মম হয়েছে জনম। গ্রহরাজ বলি মোরে ডাকে সর্ব্বজন॥ এত বলি মৌন-ভাবে রহে গ্রহবর। শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন নরেশ্বর॥ শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হৃদি হতে ভয় সবে করে বিসর্জ্জন॥ রোমাঞ্চিত তনু হন

সেই নরপতি। তাঁহার অন্তরে জন্মে অসীম ভকতি॥ ঊর্দ্ধমুখে চাহি রাজা গগনের পানে। স্তুতিবাদে স্তব করে বিহিত বিধানে॥ শনিদেবে নানা-মতে করিয়া স্তবন। বাচস্পতি-পদতলে পড়েন তখন॥ পাছে অভিশাপ দেন গুরু মহামতি। এই ভয়ে ভীত হন সেই নরপতি॥ বৃদ্ধের চরণে পড়ি ক্ষত্রিয় রাজন। করযোড় করি কহে বিনয়-বচন॥ শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমারে। কোপ নাহি কোরো প্রভু অধীন উপরে॥ সুপ্রসন্ন হও দেব হইয়া সদয়। তব সম ধরাধামে নাহি মহোদয়॥ অজ্ঞানের অপ-রাধ করহ মার্জ্জন। তুমি দেব মহাগুরু তপঃপরায়ণ॥ আমাদের পূজনীয় তুমি মহামতি। তোমার গুণের প্রভু নাহিক অবধি॥ কোপ নাহি রহে প্রভু তোমার অন্তরে। তব কোপে নাহি ত্রাণ এ ভবসংসারে॥ যদি ক্রোধ হয়ে থাকে অধীন উপর। ক্ষমা কর ক্ষমাগুণে ওহে বিপ্রবর॥ অজ্ঞানে করেছি দোষ করহ মার্জ্জন। চিরাধীন তব আমি ওহে মহাত্মন॥ উদারতাগুণে ক্ষমা করহ আমারে। পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণ-উপরে॥ আমরা অজ্ঞান মূঢ় অতি নরাধম। সংসার-মায়ায় মুগ্ধ আছি সর্ব্বক্ষণ॥ পরম তত্ত্বজ্ঞ কিন্তু তুমি মহোদয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে সদা রয়েছ নিশ্চয়॥ ক্ষমা যদি নাহি কর এ অধীন জনে। তাহা হলে কোথা যাব কাহার সদনে॥ ক্ষমাগুণ রবে তবে শরীরে কাহার। বল দেখি ওহে প্রভু করিয়া বিচার॥ কাহার শরণ মোরা করিব গ্রহণ। দয়াদান কেবা বল করিবে অর্পণ॥ এইরূপে বীরবাহু অবনীর পতি। নানামতে গুরু দেবে করি স্তুতি নতি॥ তাহাঁর অন্তরে তুষ্টি করিয়া বিধান। অসংখ্য অসংখ্য দ্রব্য করেন প্রদান॥ বিধানে তাঁহারপূজা করেন সাদরে। কতদ্রব্য দেন তাহা কে গণিতে পারে॥ সবৎসা সহস্র ধেনু করেন অর্পন। অসংখ্য অসংখ্য দেন রোমজ বসন॥ হিরণ্ময় আভরণ কত দেন পরে। অশ্ব গজ দেন কত কে গণিতে পারে॥ এইরূপে নরপতি অতি বিচক্ষণ। সমাদরে গুরুদেবে করেন অর্পণ॥ পূজা পেয়ে বাচস্পতি আনন্দিত মতি। আশীর্ব্বাদ করে কত নৃপতির প্রতি॥ তার পর অনুমতি করিয়া গ্রহণ। আপন আশ্রমে পুনঃ করেন গমন॥ পরম সুখেতে পরে জীবন কাটায়। শনিগ্রহ আর নাহি আক্রমে তাঁহায়॥ এ দিকেতে বীরবাহু আনন্দে মগন। রত্নগৃহে নিজ শিশু করেন দর্শন॥ সুখেতে নিদ্রিত শিশু রয়েছে তথায়। হেরিয়া সকলে হয় পুলকিত কায়॥ মঙ্গল আচার কত করেন রাজন। অসংখ্য অসংখ্য ধন করে বিতরণ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন কত করান সাদরে। দীন দুখী ধন পায় রাজার গোচরে॥

এইরূপে মনসুখী হইয়া রাজন। আপন নগরে পুনঃ করেন গমন॥
চতুরঙ্গ সেনা চলে সহিতে তাঁহার। পদভরে বসুমতী কাঁপে অনিবার॥
নগরে যাইয়া রাজা আনন্দে মগন। উৎসব করেন কত কে করে বর্ণন॥
তদবধি নরপতি একান্ত অন্তরে। শনি-আরাধনা করে অতি ভক্তিভরে॥
শনিবারে শনিদেবে করেন পূজন। বিহিত বিধানে পূজা করেন সাধন॥
ভক্তিভবে শনিস্তব অধ্যয়ন করে। আর নাহি রাখে মতি কাহার উপরে॥
এত বলি মিষ্টভাষে বিধির নন্দন। ঋষিগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
অধিক বলিব কিবা তাপস নিকর। শনির অসাধ্য নাহি জগত-ভিতর॥
শনির মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে। কত কাণ্ড ঘটিয়াছে কত সাধুপরে॥
ভবিতব্য যাহা তাহা না হয় খণ্ডন। ললাটের লিপি যাহা হইবে ঘটন॥
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা তাপস নিকর। বর্ণন করিনু তাহা সবার গোচর॥
গ্রহ প্রতিকূল হয় যাহার উপরে। তাহার দুর্গতি বল কে বলিতে পারে॥
ভক্তিভরে ইহা যেই করে অধ্যয়ন। তাহার যতেক দুঃখ হয় বিমোচন॥
দুর্গতি বিনাশ পায় জানিবে তাহার। কুগ্রহ সুগ্রহ হয় শাস্ত্রের বিচার॥
ভক্তি করি অধ্যয়ন করে যেই জন। শনিদেব তার প্রতি পরিতুষ্ট হন॥
শনিকোপ নাহি হয় তাহার উপরে। সুখেতে সে জন সদা ধরায় বিচরে॥
রোগ শোক তারে নাহি করে আক্রমণ। শাস্ত্রের লিখন ইহা না হয় খণ্ডন॥
পুরাণে মধুর কথা সার হতে সার। পড়িলে তাহার হয় পুণ্যের সঞ্চার॥
তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ় মন। সব ত্যজি ভাব সেই সাধনের ধন॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সূর্য্যনন্দনের মাহাত্ম্য ও তৎপ্রসঙ্গে
বীরসেনোপাখ্যান।

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণুধ্বং ঋষয়ঃ সর্ব্বে কোপমূর্ত্তের্মহাত্মনঃ।
দিবাকরসুনোশ্চৈব মাহাত্ম্যমমলোত্তমম্॥

সনকাদি ঋষিগণ সানন্দ অন্তরে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সনত-কুমারে॥
শুন শুন নিবেদন বিধির নন্দন। তোমারে বলিব কিবা তুমি মহাত্মন॥

তোমার প্রশংসা কত করিব বদনে। কি পুণ্যকাহিনী কৈলে আমার সদনে॥
মোদের লালসা পুনঃ হয় বলবতী। পুনশ্চ বর্ণন কর ওহে মহামতি॥
শনির মাহাত্ম্য কথা করিতে শ্রবণ। পুনশ্চ হতেছি মোরা উৎকণ্ঠিত-মন॥
আর কারে কষ্ট দিল ভাস্কর-তনয়। প্রকাশ করিয়া কহ ওহে মহোদয়॥
কার প্রতি কৃপাবারি করিল বর্ষন। প্রকাশ করিয়া কহ ওহে মহাত্মন্॥
ইহলোকে যাঁরা যাঁরা যাচেন কল্যাণ। শনিবে কিরূপে তারা করিবে সম্মান॥
কিরূপ করিলে কাজ শনি তুষ্ট হন। প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মহাত্মন্॥
হেন কিছু নাহি আর জগত মাঝারে। তুমি যাহা নাহি জান আপন অন্তরে॥
বল বল সেই কথা বিধির নন্দন। কার প্রতি তুষ্ট হয়ে সূর্য্যের নন্দন॥
তাঁহারে প্রদান কৈল অভিমত বর। প্রকাশ করিয়া কহ বিধির কোঙর॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। মিষ্টভাষে ঋষিগণে করি সম্বোধন॥
কহিলেন শুন শুন অপূর্ব্ব কাহিনী। শনির মাহাত্ম্য কহি শুন যত মুনি॥
বীরসেন নামে ছিল ক্ষত্রিয় রাজন। কত কষ্ট দিল তারে সূর্য্যের নন্দন॥
নিজ অধিকারে পেয়ে গ্রহ শনৈশ্চর। কত কষ্ট দিল শুন তাপসনিকর॥
তার পর তুষ্ট হয়ে রাজার উপরে। করেছিল মহাসুখী জানিবে অন্তরে॥
সেই কথা প্রকাশিয়া করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে ঋষিগণ॥
বীরসেন নরপতি অতি বুদ্ধিমান্। তাঁহার সমান নাহি ছিল বীর্য্যবান্॥
যত রাজা ছিল এই অবনীমণ্ডলে। রেখেছিল সবাকারে নিজ করতলে॥
ঐশ্বর্য্যেতে নাহি ছিল তাঁহার সমান। অমিতবিক্রম তিনি খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
গুরু সেবা নিরন্তর করিত রাজন। বিপ্রগণে নিরন্তর করিত অর্চ্চন॥
কুলবৃদ্ধগণে পূজা করিত সাদরে। সৎকার করিত সদা তত্ত্বজ্ঞ সাধুরে॥
এই হেতু কুলধুর্য্য কহিত তাঁহায়। তাঁহার গুণের কথা কি বলি সবায়॥
তাঁহার মহিমা বল কে করে বর্ণন। যখন নৃপতি কোথা করিত গমন॥
শত শত ক্ষত্র তাঁর অনুগামী হৈত। চতুরঙ্গ বল সদা সঙ্গেতে যাইত॥
যখন যেতেন রাজা সমর-অঙ্গনে। কত সৈন্য যেতো সঙ্গে না যায় কহনে॥
হস্তী অশ্ব রথ আর কত বা পদাতি। নাচিতে নাচিতে যেতো নাহিক অবধি॥
অগ্রে অগ্রে কত সেনা করিত গমন। একমুখে সেই কথা কে করে বর্ণন॥
ধনুর্ব্বেদে বিশারদ অন্য রাজগণ। সতত তাঁহার আজ্ঞা করিত বহন॥
কিঙ্কর সমান সদা বিনত-বদনে। দাঁড়ায়ে থাকিত সবে রাজার সদনে॥
শৌর্য্য শক্তি প্রভাবেতে সেই নরপতি। একচ্ছত্র করেছিল এই বসুমতী॥
একদা দুর্ভাগ্যবশে বীরসেন রায়। শনির কোপেতে পড়ি কত কষ্ট পায়॥

বীরসেন নরপতি শনি-কোপানলে। আক্রান্ত হইয়া পড়ে বিপদসাগরে ॥
ক্রমেতে ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইল তাঁহার। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হৈল অস্থিমাত্র সার ॥
ক্রমে ক্রমে শত্রুগণ করি আক্রমণ। কাড়িয়া লইল রাজ্য ওহে মুনিগণ ॥
পলায়ন করে রাজা বন্ধুর আগারে। পাঞ্চালের নরপতি বিখ্যাত সংসারে ॥
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সেই নরপতি। বীরসেন তথা গিয়া করিল বসতি ॥
কালের কুটিল গতি কর দরশন। কালেতে কত বা হয় আশ্চর্য্য ঘটন ॥
বীরসেন নরপতি অতুল বিক্রম। কাঁপিত যাঁহার ভয়ে এ তিন ভুবন ॥
রাজলক্ষ্মী ভ্রষ্ট হয়ে সেই নরপতি। দীনদুঃখী সম আজি করিছে বসতি ॥
নিজের জীবনরক্ষা করিবার তরে। আশ্রয় লইল গিয়া পাঞ্চাল নগরে ॥
পাঞ্চালরাজের কাছে লইল শরণ। পাঞ্চালের নরপতি বন্ধু তাঁর হন ॥
বহুদিন পরে দেখা বন্ধুর সহিতে। পাঞ্চালের নরপতি সবিস্ময় চিতে ॥
বীরসেনে প্রথমতঃ চিনিতে না পারি। কত মতে তর্ক করে মনেতে বিচারি ॥
পঞ্চালের নাথ মনে করেন চিন্তন। এ কি হেরিতেছি হায় আশ্চর্য্য ঘটন ॥
বীরসেন মম বন্ধু অমিত বিক্রম। ইন্দ্রতুল্য ছিল সিন্ধু দেশের রাজন ॥
এই ভাবে আজি কেন আমার আগারে। বুঝিতে না পারি কিছু আপন অন্তরে ॥
পরম ধার্ম্মিক তিনি অতি মহোদয়। কৃতজ্ঞ তাঁহার সম নাহি কেহ হয় ॥
করিতেন পুত্র সম প্রজার পালন। এরূপ দুর্গতি হৈল কিসের কারণ ॥
এইরূপে বহুক্ষণ চিন্তিয়া অন্তরে। বিলক্ষণরূপে রাজা বুঝিলেন পরে ॥
বুঝিলেন এই সেই সিন্ধু অধিপতি। হইয়াছে কালবশে এরূপ দুর্গতি ॥
বহুদিন পরে বন্ধু করি দরশন। আনন্দে উন্মত্ত হন পাঞ্চালরাজন ॥
আলিঙ্গন সম্ভাষণা করিয়া সাদরে। জিজ্ঞাসা করেন পরে সৈন্ধব ঈশ্বরে ॥
বহুদিন পরে সঙ্গে হৈল দরশন। কিন্তু আজি কেন হেরি মলিন বদন ॥
দীনদুঃখী সম কেন নেহারি তোমারে। পূর্ব্বশ্রী নাহিক আর বদনবিবরে ॥
ধনুর্ব্বেদে বিশারদ তুমি একজন। ইন্দ্র সম তুমি ভূমে অমিত বিক্রম ॥
বীর্য্যবান্ নাহি ছিল তোমার সমান। হেন দুরবস্থা কেন কহ মতিমান্ ॥
হায় হায় ওরে বিধি কিসের কারণ। বন্ধুর এরূপ দশা করিলে সাধন ॥
সিন্ধুদেশ-অধিপতি বলের আধার। করিত শত্রুর মাথে চরণ-প্রহার ॥
তাঁহার দুর্দ্দশা আজি কিসের কারণ। হৃদয় বিদীর্ণ হয় করিলে দর্শন ॥
কি বলিব ওহে সখে এক্ষণ তোমারে। তোমার দুর্দ্দশা দেখি হৃদয় বিদরে ॥
ভুবনে বিখ্যাত ছিল তোমার বিক্রম। আজি কেন হেন দশা করি দরশন ॥
শত্রুর আনন্দ বৃদ্ধি করিলে ভূপতি। আমাদের চক্ষে জল বহে নিরবধি ॥

হেন দুর্দ্দশা বল কিসের কারণ। বলিয়া শীতল কর বন্ধুর জীবন॥
এরূপে জিজ্ঞাসা করে পঞ্চালভূপতি। কিছুতে উত্তর নাহি করে নরপতি॥
মৌনভাবে অধোমুখে করি অবস্থান। রোদন করিতে থাকে রাজা মতিমান॥
অবলা রমণী সম করেন রোদন। ক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধরি সিন্ধুর রাজন॥
শোকাশ্রু মার্জ্জন করি দুঃখিত-অন্তরে। দুঃখের কাহিনী কহে পাঞ্চাল ঈশ্বরে॥
শুন শুন ওহে সখে পাঞ্চাল-ঈশ্বর। আমার দুঃখের কথা কি বলি বিস্তর॥
দারুণ দুর্দ্দৈব যবে করে আগমন। আশ্চর্য্য ঘটন ঘটে জানিবে তখন॥
দুর্দ্দৈব-হস্তেতে কারো নাহি পরিত্রাণ। দুর্দ্দৈব সমান কেহ নাহি বলবান্॥
মহাত্মা সুজন যেই অবনীমণ্ডলে। দুর্দ্দৈব-হাতেতে রক্ষা নাহি কোন কালে॥
ধরাতলে যেই জন রাজ্যের ঈশ্বর। যে জন বিখ্যাত বলি মহাত্মা প্রবর॥
দুর্দ্দৈব বশতঃ সেই রাজাহীন হয়। দুঃখের সাগরে ডুবি মহাকষ্ট সয়॥
দুর্ভাগ্য আমারে এবে করি আক্রমণ। করিয়াছে এই দশা করহ শ্রবণ॥
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া সংসারে। আসিয়াছি দীনবেশে তোমার আগারে॥
মিত্রগণ আজি মোরে করিয়া দর্শন। শোকেতে কাতর হয়ে করিছে রোদন॥
একদিন গুপ্তভাবে যত শত্রুগণ। আমার নিকটে সবে করে আগমন॥
জীবিকার্থী হয়ে আসে আমার আগারে। কতমতে দুঃখ করে আমার গোচরে॥
তাহাদের গুণরাশি করিয়া দর্শন। মন্ত্রীত্ব পদেতে আমি রাখিনু তখন॥
তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি হেরি। দিলাম মন্ত্রীত্বপদ মনেতে বিচারি॥
তার পর ছদ্মবেশী দুরাত্মানিকর। কুমন্ত্রণা দিতে থাকে ওহে নরবর॥
মিত্রতার ভান করি কত কথা কয়। সহজে দুষ্টের বুদ্ধি বুঝিবার নয়॥
কুমন্ত্রণা জালে ক্রমে জড়িত হইয়ে। হলেম তাদের বশ বিকল হৃদয়ে॥
হতবুদ্ধি হয়ে যাই জানিবে তখন। সে কথা বলিতে লজ্জা হতেছে এখন॥
স্মরণ করিলে তাহা এখন অন্তরে। ভয়েতে রোমাঞ্চ হয় জানিবে শরীরে॥
ধনহীন যবে হয় ভুমে কোন জন। তারে পরিত্যাগ করে আত্মীয় যেমন॥
সেইরূপ দয়া আদি বিচার-শকতি। আমারে করিল ত্যাগ ওহে নরপতি॥
আমার অন্তরে দয়া না ছিল তখন। দাক্ষিণ্যাদি গুণ মোরে করিল বর্জ্জন॥
বিচার শকতি নাহি রহিল আমার। ক্রমে ক্রমে সব মম হৈল ছারখার॥
অধিক বলিব কিবা ওহে নরপতি। কুহকীর হাতে পড়ি মম দুরগতি॥
ক্রীড়ামৃগ রাখে যথা বান্ধিয়া শিকলে। সেরূপ রাখিল মোরে কুহকী দলে॥
কুমন্ত্রণা দিত মোরে পাপাত্মানিকর॥ তাহাদের বশ ছিল আমার অন্তর॥
হিতাহিত জ্ঞান নাহি ছিল মোর মনে। করিতাম যা বলিত কুহি তব স্থানে॥

বিবেচনা নাহি ছিল অন্তরে আমার। অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার॥
পুত্র মন্ত্রী বন্ধু আদি যে কেহ আছিল। আমার ব্যভার দেখি দুঃখেতে ভাসিল॥
অবিরল তারা সবে করয়ে রোদন। দৃষ্টিপাত তাহে আমি না করি কখন॥
অধীর হইয়া তারা কান্দে নিরন্তর। শোকাশ্রু বর্ষণ করে ওহে নরেশ্বর॥
ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া সকলে। আমারে ছাড়িয়া সবে গেল নানা স্থলে॥
বিলক্ষণ অবসর পাইয়া তখন। কুমন্ত্রণা দিতে থাকে কুহকীর গণ॥
কূটজাল ক্রমে ক্রমে করিয়া বিস্তার। রাজ্য ধন সব মম করে ছারখার॥
সিংহাসন হতে মোরে বিচ্যুত করিল। তাহাদের আশা পূর্ণ সর্ব্বথা হইল॥
তখন অগত্যা আমি হয়ে অসহায়। চারিদিকে আর কোন না হেরি উপায়॥
বিবেচিয়া দেহ মাত্র লইয়া সম্বল। নিশাভাগে পলায়ন করি দ্রুততর॥
পলায়ন করি আমি আসিবার কালে। কত কষ্ট লভিয়াছি কি কহি তোমারে॥
সে সব বর্ণিতে এবে রসনা অক্ষম। পথিমাঝে ঘোর বন হয় দরশন॥
হিংস্র জন্তু ঘন ঘন অসংখ্য বিচরে। মাঝে মাঝে চীৎকার ঘোর রবে করে॥
কত দস্যু হেরিয়াছি বিকট আকার। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অসি শোভে হাতে সবাকার॥
এ সব বিপদ পথে করি দরশন। জন্মেছিল মহা ঘৃণা জীবনে তখন॥ আত্ম-
হত্যা মহাপাপ জানিয়া অন্তরে। অতি কষ্টে রেখেছিনু আপন শরীরে॥
তার পর মহাকষ্টে করি আগমন। আপনার কাছে আসি লভিনু শরণ॥
কি বলিব সখে আর অধিক তোমারে। ভাগ্যদেব প্রতিকূল হয় যেই কালে॥
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নাহি থাকিবে তখন। শৌর্য্য বীর্য্য হয়ে যায় সমূলে নিধন॥

মিত্রমুখে দুঃখকথা করিয়া শ্রবণ। দুঃখের সাগরে ভাসে পাঞ্চালরাজন॥
অতীব কাতর হয় তাঁহার অন্তর। মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরন্তর॥
বালক সমান রাজা করেন রোদন। বহুকষ্টে ধৈর্য্য পরে করিয়া ধারণ॥
আশ্বাস প্রদান করি সৈন্ধব-ঈশ্বরে। বলিলেন শুন সখে যা বলি তোমারে॥
কালের বিচিত্র গতি জানে সর্ব্বজন। সমভাবে একরূপ না রহে কখন॥
এখন পড়েছ তুমি বিপদ-সাগরে। শুভদিন হবে পুনঃ অবশ্যই পরে॥
রাজ্য আর ঐশ্বর্য্যাদি হবে পুনরায়। কালের এরূপ গতি কহিনু তোমায়॥
যতদিন অনুকূল না হবে সময়। তাবত এখানে রহ ওহে মহোদয়॥ তব
গৃহে মম গৃহে কিছু ভিন্ন নাই। তুমি আমি এক দেহ কহি তব ঠাঁই॥
অবাধে এখানে তুমি কর নিবসতি। কালের প্রতীক্ষা কর ওহে মহামতি॥
এরূপ আশ্বাস বাক্য করিয়া শ্রবণ। বীরসেন করে হৃদে ধৈরযধারণ॥
সম্মত হইয়া পরে বন্ধুর কথায়। সুখে নিবসতি করে জানিবে তথায়॥

বন্ধুর নিকটে সেই পাঞ্চালনগরে। বীরসেন নরপতি নিবসতি করে॥ সনত-কুমার মুখে শুনিয়া সকল। অতি পুলকিত হয় তাপসনিকর॥ বারং-বার মিষ্টভাষে করি সম্বোধন। সনতকুমারে কহে যত ঋষিগণ॥ পুণ্যকর উপাখ্যান শুনিনু সকলে। মোহিত হইনু মোরা জানিবে অন্তরে॥ যত শুনি তত ইচ্ছা হয় বলবতী। বল বল তার পর ওহে মহামতি॥ বীরসেন পাঞ্চালেতে কৈল অবস্থান। তার পর কি ঘটিল ওহে মতিমান॥ বল বল পুণ্য কথা করিব শ্রবণ। পাপধ্বংস হবে ইথে ওহে মহাত্মন্॥ শুনিলে এ সব কথা অতি ভক্তিভরে। পাপ নাশ হয় তার শাস্ত্রের বিচারে॥ পুনঃ পুনঃ কথামৃত যত করি পান। তত ইচ্ছা বাড়ে আরো ওহে মতিমান্॥ ঋষিদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুরবচনে কহে বিধির নন্দন॥ শুন শুন ঋষিগণ বলি তার পরে। যেরূপ ঘটনা হল পাঞ্চালনগরে॥ অতি পুণ্যকথা এই অতি মনোরম। শুনিলে তাহার পাপ হয় বিনাশন॥ ভক্তিভরে যেই জন করয়ে শ্রবণ। পাতক তাহার দেহে না রহে কখন॥ বিপ্রমুখে যেই জন শুনে ভক্তিভরে। রোগ শোক নাহি থাকে তাহার শরীরে॥ বিপদ তাহারে নাহি করে আক্রমণ। পরম পবিত্র কথা অতি মনোরম॥ এ হেন পবিত্র কথা নাহি কোথা আর। শুনিলে তাহার হয় পুণ্যের সঞ্চার॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। একমনে পুণ্যকথা করহ শ্রবণ॥

এইরূপে বীরসেন পাঞ্চালনগরে। সুখে দুঃখে সখিগৃহে নিবসতি করে॥ দুর্ভাগ্য যখন হয় ওহে মুনিগণ। কোন স্থানে নাহি হয় সুখের ঘটন॥ ভাগ্যদোষে অকস্মাৎ পাঞ্চালনগরে। দুর্ঘটনা ঘটে এক শুন তার পরে॥ স্বর্ণকার একজন অন্য দেশ হতে। উপনীত একদিন রাজার সভাতে॥ স্বর্ণহার এক ছড়া অতি মনোরম। তাহার হাতেতে শোভে ওহে মুনিগণ॥ তেমন মোহন হার না হেরি কোথায়। কারুকাজ কত তাহে কি কব সবায়॥ স্বর্ণহার হাতে করি অতীব যতনে। উপনীত স্বর্ণকার রাজার ভবনে॥ রাজার আদেশে উহা করে আনয়ন। স্বর্ণকার বহু যত্নে করেছে গঠন॥ মহিষীর মনস্তুষ্টি করিবার তরে। দিয়াছিল মহারাজ সেই স্বর্ণকারে॥ রাজার আদেশে উহা করিয়া নির্ম্মাণ। আসিয়াছে স্বর্ণকার সভা বিদ্যমান॥ মনোহর কণ্ঠহার করিয়া দর্শন। ভুলিল রাজার মন রাজার নয়ন॥ মন্ত্রী আদি যেবা কেহ সভামাঝে ছিল। অনুপম হার হেরি সকলে ভুলিল॥ একদৃষ্টে হার প্রতি করে নিরীক্ষণ। পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন॥ বীরসেন বসি ছিল সেই সভাগারে। অদ্ভুতম কণ্ঠহার নয়নে নেহারে॥

আপনার পূর্ব্বাবস্থা হইল স্মরণ। মনোদুঃখে বক্ষ তাঁর হয় বিদারণ॥
পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরপতি। আত্মাকে ধিক্কার দিয়া ভাবেন দুর্গতি॥
অনিমেষে সেই হার করেন দর্শন। স্বর্ণকারে ধন্যবাদ দেন অনুক্ষণ॥
হায় হায় দৈবগতি কি বলিব আর। সিন্ধু-অধিপতি যিনি গুণের আধার॥
যাঁহার আজ্ঞায় বশ ছিল রাজগণ। শোভিত করিত যেই রাজ সিংহাসন॥
চতুরঙ্গ সেনা যাঁর গমন-সময়ে। অনুগামী হয়ে যেতো সানন্দ হৃদয়ে॥
যাঁহার অব্যর্থ শর বিদিত ভুবন। বীর্য্যবান্ শৌর্য্যশালী অমিতবিক্রম॥
সেই নরপতি আজি পাঞ্চাল আগারে। নিভৃতে আছেন বসি বিষণ্ণ অন্তরে॥
দীনহীন দুঃখী সম সেই নরপতি। পাঞ্চালের সভাগৃহে করে অবস্থিতি॥
আবরিল শোক-অশ্রু করে বিসর্জ্জন। কালের মহিমা হায় কি করি বর্ণন॥
জগতে এমন ব্যক্তি না হেরি কোথায়। কালবশ নহে যেই শুনহ সবায়॥
কালের বিচিত্রগতি কে ফিরাতে পারে। হেন জন নাহিএই জগত সংসারে॥
ইন্দ্রের সমান ছিল যেই নরেশ্বর। দীন হীন সম আজি সভার ভিতর॥
প্রাকৃত সমান বসি সভার ভিতরে। বিষণ্ণ বদনে আছে বিষণ্ণ অন্তরে॥
তাঁহার এতেক ভাব করি দরশন। বুঝিলেন মনোভাব পাঞ্চাল রাজন॥
দ্রুতগতি গাত্রোত্থান করিয়া সত্বরে। দ্রুতপদে যান সিন্ধুরাজের গোচরে॥
মধুর বচনে তাঁরে করি সম্বোধন। ধীরে ধীরে তার হস্ত করিয়া ধারণ॥
দিব্যহার কণ্ঠদেশে দিলেন পরায়ে। তাহা দেখি সভ্যগণ বিস্মিত হৃদয়ে॥
মন্ত্রী আদি পৌরবর্গ যত কেহ ছিল। তাহা দেখি সশঙ্কিত সকলে হইল॥
ধন্যবাদ দেয় সবে পঞ্চাল রাজনে। সত্য সত্য নরপতি মানব ভবনে॥
ধন্য ধন্য এ বন্ধুত্ব করি দরশন। এ হেন বন্ধুত্ব নাহি এ তিন ভুবন॥
প্রকৃত মিত্রতা এই নাহিক সংশয়। এ হেন মিত্রতা অতি দুর্ল্লভ নিশ্চয়॥
এই রূপ ধন্যবাদ দেয় কত জন। কত জনে হিংসাবশে হয় ক্রুদ্ধমন॥
ধূর্ত্ত আর লোভী যারা সভার ভিতরে। হিংসা বশে তারা কহে অতি উচ্চস্বরে॥ হায় হায় কি ঘটনা করি দরশন। উপযুক্ত নহে ইহা শুন সর্ব্বজন॥
রাজকণ্ঠযোগ্য দেখি যেই কণ্ঠহার। রাণীর কণ্ঠের যোগ্য যেই স্বর্ণহার॥
সে হার অর্পিল রাজা হতভাগ্যগলে। উপযুক্ত নহে ইহা বুঝিনু অন্তরে॥
দরিদ্র গলেতে ইহা শোভা নাহি পায়।শোভা পায় এই হার রাজার গলায়॥
দুঃখের বিষয় আজি করি দরশন। লক্ষ্মীছাড়া গলে হার নেহারি এখন॥
ধূর্ত্তগণ এইরূপ করয়ে চীৎকার। কিন্তু যারা সাধু ছিল সভার মাঝার॥
তাঁহার প্রশংসা করে সানন্দ অন্তরে। বলে হেন প্রেম নাহি জগত ভিতরে॥

প্রকৃত প্রণয় আজি করিনু দর্শন। ধন্যবাদ পাত্র এই পাঞ্চালরাজন।
ক্রূরস্বভাব যারা সভার ভিতরে। হিংসাবশে কটু কথা কহে বারম্বারে।
তাহাদের হিংসাবাক্য করিয়া শ্রবণ। পাঞ্চালের নরপতি অতি ক্রুদ্ধমন।
দশনে দশন রাজা ঘরষণ ক'রে। ঘন ঘন দৃষ্টি করে অতি রোষ ভরে।
ঘন ঘন রক্ত নেত্রে করেন দর্শন। তাহা দেখি ধূর্ত্তগণ অতি ভীতমন।
যেরূপে চাহেন রাজা অতি রোষভরে॥ অনুমানে বোধ হয় যেন দগ্ধ করে॥
পরশ্রীকাতর সেই অনুচরগণ। রাজার এতেক ভাব করি দরশন॥
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে অধোমুখ হয়। কাঁপিল শরীর আর কাঁপিল হৃদয়॥
অবশেষে ভীত হয়ে সেই সব জন। ধীরে ধীরে সভ হতে করে পলায়ন॥
পাঞ্চালরাজের হেন আশ্চর্য্য ব্যভার। নেহারিয়া বীরসেন অতি চমৎকার॥
পুলকে পূরিত হয় তাঁহার হৃদয়। ঘন ঘন কলেবর রোমাঞ্চিত হয়॥
কণ্ঠহার দিল তারে পঞ্চালরাজন। এ হেতু লজ্জায় তাঁর আনত বদন॥
তার পর দীনস্বরে সিন্ধু-অধিপতি। বন্ধুরে সম্বোধি কহে ওহে মহামতি॥
অপরাধ ক্ষমা কর ওহে মহোদয়। অপরাধী আমি বটে নাহিক সংশয়॥
সেরূপ পবিত্র প্রীতি করালে দর্শন। এ হেন বন্ধুত্ব নাহি এতিন ভুবন॥
সুরলোকে সুদুর্ল্লভ নাহিক সংশয়। এবে মম বাক্য শুন ওহে মহোদয়॥
এক ভিক্ষা করি আমি তোমার গোচরে। কৃপাকরি মোর কথা রাখহ সাদরে॥
কণ্ঠহার পুনঃ তুমি করিয়া গ্রহণ। রাণীর গলেতে উহা করহ অর্পণ॥
তাহা হলে মম হৃদি পুলকিত হয়। প্রার্থনা রাখহ মম ওহে মহোদয়॥

এতেক বচন শুনি পাঞ্চালরাজন। ধীরে ধীরে সখিহস্ত করিয়া ধারণ॥
হাসিতে হাসিতে কহে শুন নরপতি। যে কথা কহিলে তাহা শুনিনু সংপ্রতি॥
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ রাজন। সুহৃদ বঞ্চক নহে পাঞ্চাল রাজন॥
দত্ত-অপহারী নহে এই দুরাশয়। হেন বোধ নাহি কর ওহে মহোদয়॥
অনুমানে বুঝি তুমি ভাবিয়াছ তাই। নৈলে হেন কথা কেন কহ মম ঠাঁই॥
কিবা ছার কণ্ঠহার ওহে মহীপতি। তব লাগি তেয়াগিতে পারি বসুমতী॥
এই যে সমৃদ্ধ রাজ্য করিছ দর্শন। সকলি তোমার জন্য শুনহ রাজন॥
তোমার অধীন সব জানিও অন্তরে। এই দণ্ডে সব দিতে পারি তব করে॥
এখনি যাইতে পারি গহন কানন। এখনি করিতে পারি তপ আচরণ॥
শপথ করিয়া কহি তোমার গোচরে। কপটতা নাহি মম জানিবে অন্তরে॥
যদি তুমি অনুমতি করহ অর্পণ। এখনি পশিতে পারি গহন কানন॥
জীবন ত্যজিতে পারি সলিলমাঝারে। অধিক কহিব কিবা তোমার গোচরে॥

এরূপ বন্ধুরে বলি পাঞ্চাল-রাজন। ক্ষণকাল মৌনভাবে সভাতলে রন ॥
তাঁহার নয়নে বারি ঘন ঘন পড়ে। সিন্ধুরাজ এই সব নয়নে নেহারে ॥
শুন শুন ঋষিগণ আশ্চর্য্য ঘটন। তার পর ঘটে যাহা করিব বর্ণন ॥
যেই কালে রাজ্যচ্যুত হয়ে সিন্ধুপতি। ছদ্মবেশে বনমাঝে করিলেন গতি ॥
সেই কালে ভৃত্য এক সঙ্গেতে আছিল। পাঞ্চালনগরে সেই সহিতে আসিল ॥
সঞ্জয় তাহার নাম প্রভুপরায়ণ। ধার্ম্মিক তাহার সম না দেখি কখন ॥
প্রিয়ম্বদ তার সম না দেখি কোথায়। কৃতজ্ঞ তাহার সম নাহিক ধরায় ॥
তাহার গুণের কথা কি করি বর্ণন। প্রভুর দুঃখেতে সদা সকাতর মন ॥
পাঞ্চালরাজের সহ সিন্ধুর রাজন। যেই কালে করে সব কথোপকথন ॥
কণ্ঠহার কথা যবে দুই জনে বলে। উপনীত হয় আসি সঞ্জয় সেকালে ॥
দ্রুতপদে সেই স্থানে করি আগমন। কিঞ্চিৎ দূরেতে থাকি সঞ্জয় তখন ॥
প্রভুরে মধুর বাক্যে সম্বোধন করি। নিস্তব্ধ হইয়া রহে "দেব" মাত্র বলি ॥
এই বাক্য বদনেতে করি উচ্চারণ। রুদ্ধকণ্ঠে জড় সম রহিল তখন ॥
অধোমুখে অবস্থান করিল সঞ্জয়। নয়নেতে দর দর বারিধারা বয় ॥
নয়ন ভাসিল তার হৃদয় ভাসিল। অধোমুখে মৌনভাবে দাঁড়ায়ে রহিল ॥
তাহার এতেক ভাব করি দরশন। নরপতি দোঁহে হন ব্যাকুলিত মন ॥
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞাসেন পরে। এরূপ করিছ কেন কহ ত্বরা করে ॥
অনিষ্ট ঘটেছে কিবা করহ বর্ণন। পুরমধ্যে কি হয়েছে বলহ এখন ॥
কিছু কি দেখেছ তুমি বল দ্রুতগতি। হয়েছ কি অবমানী ওহে মহামতি ॥
শত্রুহস্তে অপমান যদি হয়ে থাকে। ত্বরা করি সেই কথা বলহ সম্মুখে ॥
অথবা রোগেতে তুমি হয়েছে কাতর। ত্বরা করি বল তাহা দোঁহার গোচর ॥
মানসিক পীড়া যদি ঘটেছে তোমার। অবিলম্বে বল তাহা ওহে গুণাধার ॥
তাহার উপায় মোরা করিব এখন। ভয়েতে কাতর বল কিসের কারণ ॥

এতেক বচন শুনি সঞ্জয় ধীমান। করযোড়ে কহে কথা দোঁহা বিদ্যমান ॥
আপন প্রভুরে সেই করি সম্বোধন। বিনয় বচনে কহে শুনহ রাজন ॥
চিরাধীন আমি তব ওহে নরপতি। সতত কাতর হেরি তোমার দুর্গতি ॥
তোমার দুর্গতি সদা করি দরশন। দিনের তরেতে নহে স্থির মম মন ॥
নিবেদন শুন হে প্রভু চরণে তোমার। দিয়াছিলে যাহা তুমি হাতেতে আমার ॥
শীতরশ্মি সম যাহা অতি সুশীতল। মহামূল্য হার সেই অতি সমুজ্জ্বল ॥
এইমাত্র যাহা তুমি দিয়াছিলে মোরে। অদৃষ্টদোষেতে বিধি লইয়াছে হরে ॥
সেই হার তব পাশে করিয়া গ্রহণ। ভিত্তিস্থিত গজদন্তে করিনু স্থাপন ॥

এইরূপে শব্দ শুনি যত প্রজাগণ। ভয়ে ভীত হয়ে সবে করয়ে রোদন॥
এইরূপে সৈন্যগণ সানন্দ অন্তরে। পথি মাঝে মনসুখে চলে দ্রুত করে॥
যথাকালে প্রতিদিন করিয়া গমন। উচিত সময়ে করে শিবির স্থাপন॥
এইরূপে আটদিন অতীত হইলে। নবম দিবসে উপনীত বিন্ধ্যাচলে॥
দেখিলেন দূর হতে পাঞ্চাল-ঈশ্বর। শোভিতেছে কিবা আহা বিন্ধ্য গিরিবর॥
ভীষণ শ্বাপদ কত করে বিচরণ। কত বৃক্ষ বড় বড় ভীষণ দর্শন॥
গগনে উঠিছে সব উন্নত শরীরে। হেন বুঝি যাবে সব অমর-নগরে॥ দুর
হতে গিরিশোভা দেখিতে দেখিতে। উপনীত হন গিয়া ক্রমে নিকটেতে॥
সন্নিধানে গিয়া সবে করেন দর্শন। স্বচ্ছজলা নদী এক হতেছে বহন॥গিরি
মাঝে নির্ঝরিণী কিবা শোভা পায়। তাহা হতে ঐই নদী ক্রমে বাহিরায়॥
নদীর পরম শোভা কি করি বর্ণন। হেন শোভা আর কোথা না হয় দর্শন॥
নদীর পুলিন দেশে ধবল বিমল। শোভিছে সৈকতরাশি অতি মনোহর॥
বালিরাশি সমুজ্জ্বল হইয়া বিকাশ। অপূর্ব্ব সুষমা তথা করিছে প্রকাশ॥
মনোহর সেই শোভা করিলে দর্শন। সহসা অন্তরে জন্মে বিভ্রম তখন॥
মনে হয় সমুজ্জ্বল সূর্য্যকান্ত আদি। নানা মণি পুলিনেতে আছে নিরবধি॥
ইতস্তত সুবিস্তৃত আছে মণিগণ। তাহার পরম শোভা না যায় বর্ণন॥
কলহংস আদি সব সানন্দ অন্তরে। জলক্রীড়া করি ভ্রমে নদীর উপরে॥
ঘন ঘন কলনাদ করে জলচর। কোলাহলে শব্দময় হয় বনস্থল॥
তটিনী বক্ষেতে কত শোভিছে নলিনী। বসিতেছে তাহে কত মধুকর শ্রেণী॥
মধুলোভে লুব্ধ হয়ে মধুকরগণ। গুন্ গুন্ রবে সদা করে বিচরণ॥
তাহাদের গুন্ গুন্ পশিলে শ্রবণে। পশুগণ হৃষ্ট হয় বিমোহিত-মনে॥
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় পবন। তরঙ্গ উঠিছে তাহে কে করে গণন॥
এরূপ মোহন স্থান দরশন করি। পাঞ্চালের অধিপতি মনেতে বিচারি॥
মিত্র সহ পরামর্শ করিয়া, তখন। করিলেন সেই স্থানে শিবির স্থাপন॥
আদেশ পাইয়া যত সামন্ত-নিকর। অবস্থিতি করে তথা কানন ভিতর॥
তীরভূমে স্কন্ধাবার করিয়া স্থাপন। পথশ্রান্তি ক্রমে সবে করে বিদূরণ॥
ক্ষণেক বিশ্রাম করি যত সৈন্যগণ। অমনি পুনশ্চ সবে উঠিল তখন॥
চতুরঙ্গ সেনা সাজি যত প্রহরণে। আহ্লাদে পশিল গিয়া গহন কাননে॥
সিংহনাদ করে কেহ করে আস্ফালন। কোলাহল করি কেহ করিছে গমন॥
তাহা দেখি মহাবীর পাঞ্চাল-ঈশ্বর। অনুগামী হয়ে চলে কানন ভিতর॥
চলিলেন সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুর নন্দন। তাঁহার অঙ্গেতে শোভে দিব্য আভরণ॥

এইরূপে দুই রাজা সানন্দ অন্তরে। মৃগয়া কারণে পশে কানন ভিতরে॥
চতুরঙ্গ সেনাদল গর্ব্বভরে ধায়। ঘন ঘন বিকম্পিত কানন তাহায়॥
হ্রেষারব ঘন ঘন করে অশ্বগণ। হস্তীর বৃংহণ শব্দ হতেছে শ্রবণ॥
ভীমবল যোধগণ ঘোররব করে। কোলাহল উঠে কত কানন ভিতরে॥
ভয়েতে চকিত হযে যত মৃগগণ। চকিত নয়নে সব করে দরশন॥
কোথা যাবে কি করিবে না দেখি উপায়। পলায়ন করে সবে যথা চক্ষু যায়॥
পলাবে কোথায় আর পলাতে না পারে। মরিতে লাগিল সব ক্ষত্রিয়ের করে॥
খড়্গাঘাত কারো পরে করে সৈন্যগণ। কারপরে তীক্ষ্ণ স্বর করে বরিষণ॥
এইরূপে বধ করে যত মৃগদলে। ছুটাছুটি করে সবে কানন ভিতরে॥
নিদারুণ শস্ত্রাঘাতে বহু মৃগগণ। অচেতন ভাবে হয় ধরায় পতন॥
প্রচণ্ড অসির ঘায় দ্বিখণ্ড হইয়ে। অচিরে চলিয়া গেল শমন-আলয়ে॥
বরাহ মহিষ রুরু আর মৃগসার। ইত্যাদি যতেক জন্তু কানন মাঝার॥
দ্বেষভাব পরস্পর করি বিসর্জ্জন। একত্র হইয়া সবে করে পলায়ন॥
হরিণীরা নবঘাস করিছে আহার। হেনকালে তথা হয় শরের প্রহার॥
অর্দ্ধ-কবলিত ঘাস করি উদ্গীরণ। সংকীর্ণ পথেতে দ্রুত করে পলায়ন॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছে দ্রুতগতি পলায়ন করে। কোথা যাবে কি করিবে বুঝিবারে নারে॥
স্থানে স্থানে ভল্লগণ ভীষণ দর্শন। বিদীর্ণ হৃদয়ে করে রুধির বমন॥
কত জন্তু দীর্ঘস্বরে করিছে চীৎকার। লম্ফ ঝম্ফ দেয় সবে কত অনিবার॥
দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেহ ব্যাদিত বদনে। অকস্মাৎ শর আসি পশিল আননে॥
অমনি আপন প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন। অবিলম্বে চলি গেল শমন ভবন॥
এইরূপে ক্ষত্রগণ উন্মত্ত অন্তরে। মৃগয়া লীলায় রত বনের ভিতরে॥
পশুবংশ ধ্বংস করে কে করে গণন। দেখিতে দেখিতে বেলা দ্বিপর তখন॥
তীব্রতাপে সন্তাপিত করিয়া সংসার। মধ্যস্থলে উপনীত সূর্য্য দয়াধার॥
একে ত নিদাঘবশে অতি বিভীষণ। তাহাতে প্রখর রশ্মি বিতরে তপন॥
বনস্থলী দগ্ধ যেন হয় নিরন্তর। দ্বাদশ মূর্ত্তিতে যেন উদিত ভাস্কর॥
অগ্নিরাশি সদা যেন হতেছে বর্ষণ। তাহাতে প্রচণ্ড যেন পবন তখন॥
খরস্পর্শ সেই বায়ু অতি ভয়ঙ্কর। শেল সম বিদ্ধ হয় যেন কলেবর॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডমূর্ত্তি অতি বিভীষণ। কার সাধ্য তার দিকে করে দরশন॥
প্রবল বেগেতে বায়ু হতেছে বহন। ধূলিরাশি তার সহ উড়ে ঘন ঘন॥
কর্কর উড়িছে কত কে গণিতে পারে। বিনাসে উন্যত যেন জগত-সংসারে॥
পাঞ্চাল-নৃপতি আর সিন্ধুর রাজন। তীব্রতাপে তপ্ত হয়ে অতি খিন্নমন॥

ঘন ঘন ঘর্ম্ম হয় দোঁহা কলেবরে। তাহে বায়ু প্রবাহিত অতি খরধারে॥
সতত কর্কর রাশি হতেছে বর্ষণ। অন্ধীভূত প্রায় হয় তাহাতে নয়ন॥
তাহা দেখি ক্ষণকাল বিচারি অন্তরে। ডাকেন পাঞ্চালরাজ যত সৈন্যদলে॥
মিষ্টভাষে সবাকারে করি সম্বোধন। আদেশ করেন সবে নিবৃত্তি কারণ॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যদল। ধীরভাবে সবে হয় সুস্থির অন্তর॥
মৃগয়াতে ক্ষান্ত হয় যত সৈন্যগণ। শিপ্রানদীতটে পরে করিল গমন॥
তথায় আসিয়া সবে তরঙ্গিণীনীরে। শীতল সলিল পান প্রাণ ভরি করে॥
কেহ কেহ স্নান আদি করে সমাপন। শ্রান্তি দূর করি সবে আনন্দিত মন॥
বটবৃক্ষতলে সবে বসে তার পরে। অবিলম্বে শ্রমক্লম চলি যায় দূরে॥
তখন সময় বুঝি মলয় পবন। ধীরে ধীরে মন্দ মন্দ হতেছে বহন॥
দেখিতে দেখিতে নিদ্রা আসি উপনীত। অচেতন হয়ে সবে হইল নিদ্রিত॥
এদিকে পাঞ্চালরাজ বন্ধুবর সনে। বসিয়া আছেন দোঁহে কুশের আসনে॥
সেনাগণ যেই স্থানে করে অবস্থান। তাহা হতে কিছু দূরে দোঁহে বিদ্যমান॥
বিশ্রাম করেন দোঁহে বসি কুশাসনে। ব্যাপিত আছেন দোঁহে কথোপকথনে॥
ভাবী শুভ বিষয়াদি তুলি দুই জন। নানামতে নানাকথা কহেন তখন॥
অকস্মাৎ দুই জন নয়নে নেহারে। মহাতেজা এক বীর রহে কিছু দূরে॥
জনকয় অনুচর সঙ্গেতে তাঁহার। সবার হাতেতে আছে নানা উপহার॥
তাঁহাদেরি অভিমুখে আসিছে সকলে। হেরিছেন দুইজন অতি কুতূহলে॥
দেখিতে দেখিতে সেই পুরুষপ্রবর। উপনীত ক্রমে আসি রাজার গোচর॥
অবনতশিরে নৃপে করিয়া প্রণাম। পুরোভাগে নম্রভাবে করে অবস্থান॥
তাহা দেখি মহারাজ পাঞ্চাল-ঈশ্বর। অবাক্ হইয়া রহে না আছে উত্তর॥
সিন্ধুরাজ বাক্যহীন চিন্তিত হৃদয়। আগন্তুক বীর প্রতি একদৃষ্টে রয়॥
অনিমেষে চেয়ে রহে পাঞ্চাল-রাজন। মনে ভাবে এই বীর হয় কোন্ জন॥
যত লোক এসেছিল আগন্তুক সনে। ক্রমে সবে উপনীত রাজার সদনে॥
রাজার অবাক্-ভাব করি দরশন। অনুচর একজন কহিছে তখন॥
শুন শুন মম বাক্য পঞ্চাল নৃপতি। এই যে হেরিছ বিন্ধ্য খ্যাত বসুমতী॥
ইহার দক্ষিণ ভাগে অতি মনোহর। নগরী আছয়ে এক ওহে নৃপবর॥
কিরাত-নগরী উহা জানে সর্ব্বজনে। সমৃদ্ধিশালিনী পুরী খ্যাত ত্রিভুবনে॥
এই যে হেরিছ বীর নিকটে তোমার। কিরাতের অধিপতি ওহে গুণাধার॥
ইহাঁর তেজের কথা বর্ণিবার নয়। বীরের প্রধান ইনি ওহে মহোদয়॥
ইহাঁর সমান বীর নাহিক ভুবনে। আকারে বুঝিতে পার কি কব বদনে॥

সামান্য কিঙ্কর মোরা শুনহ রাজন্। মোদের মুখেতে কিবা করিবে শ্রবণ॥ মহিমার পরিচয় কিবা দিতে পারি। শুন শুন এইমাত্র যাহা জানি বলি॥ চীন হূণ শিবি আর কিরাত শবর। বর্ব্বরাদি যত রাজ্য ওহে নরবর॥ সবার প্রধান এই কিরাত-রাজন। এ সবাকার হন ইনি মস্তক-ভূষণ॥ সকলে প্রণাম করে ইহাঁর চরণে। সবারে রেখেছে বীর আপন শাসনে॥ এমন কুত্রাপি নাহি হেরি কোন জন। মোদের নৃপের বাক্য করয়ে লঙ্ঘন॥ ইহাঁর শাসনদণ্ড সঙ্কুচিত করে। হেন জন কভু নাহি নয়নেতে পড়ে॥ অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্। আমরা কিঙ্করমাত্র অতি নরাধম॥

এতেক বচন শুনি কিঙ্কর-সদনে। পাঞ্চালের অধিপতি বীরসেন সনে॥ দুই জনে অবিলম্বে ত্যজিয়া আসন। কিরাত রাজের পাশে করেন গমন॥ বহ্নি সম জ্বলে বীর কিরাত-ঈশ্বর। শালতরু সম তার দীর্ঘ কলেবর॥ লোকাতীত রূপ তার করি দরশন। মোহিত হইয়া রহে পাঞ্চালরাজন॥ বীরসেন নিরুত্তর হেরিয়া তাহারে। একদৃষ্টে ঘন ঘন নিরীক্ষণ করে॥ স্তম্ভিত হইয়া দোঁহে রহে কিছুক্ষণ। জিজ্ঞাসিতে নারে কিছু নীরব-বদন॥ তার পর দুই জন অতি স্নেহ ভরে। ধরিলেন সমাদরে কিরাতের করে॥ হাসিতে হাসিতে কর করিয়া ধারণ। কুশল জিজ্ঞাসা করে যুগলরাজন॥ দোঁহাকার মিষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়ে। কিরাতের অধিপতি প্রফুল্ল হৃদয়ে॥ মধুর বচনে পরে করেন উত্তর। শুন শুন মহারাজ নৃপতি প্রবর॥ আপনারা দুই জন অতি বিচক্ষণ। ক্ষত্রিয় মাঝারে শ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবন॥ দেখিলেন প্রীতভাবে আপনারা মোরে। ধরিলেন স্নেহবশে নিজে মোর করে॥ তখন আমার আর কোথা অমঙ্গল। সর্ব্বত্র মঙ্গল মম ওহে নরেশ্বর॥ কিবা রাষ্ট্র কিবা কোষ কিবা দুর্গ আদি। কিবা বল কি প্রাসাদ আর বাহনাদি॥ সমস্ত বিষয়ে মম জানিবে কুশল। তোমা দোঁহে দেখি মম প্রফুল্ল অন্তর॥ এইরূপে পরস্পরে কত কথা হয়। অকস্মাৎ শুন সবে আশ্চর্য্য বিষয়॥ প্রচণ্ড বাতাস উঠে গগন উপরে। বনস্পতি পড়ে কত কে গণিতে পারে॥ সমূলে পাদপরাজি হয়ে উন্মূলিত। একেবারে ধরাতলে হয় নিপতিত॥ কিরাত-রাজের যত অনুচরগণ। সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী আছিল তখন॥ তার মধ্যে জন কয় সিন্ধুরাজপানে। চেয়েছিল একদৃষ্টে সুস্থির নয়নে॥ সহসা পড়িয়া গেল চরণে তাঁহার। হা নাথ বলিয়া সবে করয়ে চীৎকার॥ কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া রোদন। দুঃখিত হৃদয়ে শেষে কহিল বচন॥ শুন শুন মহারাজ নিবেদি তোমারে। পুত্র সম পেলেছিলে আমা সবাকারে॥

অন্যাবধি পুত্র সম করিয়া পালন। নিদয় হইয়ে কোথা রয়েছ এখন॥
চির-অনুগত মোরা দীনদুঃখী অতি। কি হেতু ত্যজিলে সবে ওহে নরপতি॥
আমরা নেহারি তোমা পিতার সমান। পিতৃজ্ঞানে পদ বন্দি ওহে মতিমান্॥
এত কাল পরে প্রভু করিনু দর্শন। সেবক-গণেরে আর না কর বর্জ্জন॥
চির-ভক্ত দাস মোরা ওহে নরপতি। তোমা বিনা লভিতেছি কত বা দুর্গতি॥
ভাগ্যবশে তব পদ করিনু দর্শন। দয়া কর আমা সবা উপরে রাজন্॥
তোমার গুণের কথা কি বলিব আর। হেন নৃপ নাহি দেখি ভুবন মাঝার॥
শৌর্য্যে তুমি বজ্রধারী ইন্দ্রের সমান। বদান্যতাগুণে যেন রাম কীর্ত্তিমান্॥
মরুত সদৃশ তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে। অধিক বলিব কিবা তব বিদ্যমানে॥
প্রজাপতি সম তুমি অবনীমাঝারে। লালন পালন কর প্রজা সবাকারে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে নরপতি। পৃথিবীতে হেন মূর্খ না হেরি সংপ্রতি॥
যে জন তোমার মত প্রভুরে পাইয়ে। পুনরায় ত্যাগ করে বিকল-হৃদয়ে॥
আমরা না পারিব আর করিতে বর্জ্জন। দয়া কর দয়াময় সবারে এখন॥
এইরূপে বহুতর করিয়া রোদন। সকলে বন্দিল পুন রাজার চরণ॥
পূর্ব্ব অনুরাগবশে একান্ত অন্তরে। পুনঃ পুনঃ নতি করে চরণ উপরে॥
পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করে লভিতে আশ্রয়। করযোড়ে পুরো ভাগে দাঁড়াইয়া রয়॥
তখন চিনিতে পারি সিন্ধুর রাজন। অবিরল অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন॥
সামন্ত নৃপতিগণে চিনিতে পারিয়ে। রোদন করেন নৃপ বিহ্বলহৃদয়ে॥
কিছুক্ষণ অশ্রু বারি করি বিসর্জ্জন। ধৈর্য্যবশে সুস্থ হয়ে কহেন তখন॥
কি আশ্চর্য্য দৈবগতি বুঝিবার নয়। আরো বা হইবে কত ভাগ্যেতে উদয়॥
নাহি জানি হতবিধি কি ঘটাবে পরে। ভাবিয়া বিকল হই আপন অন্তরে॥
শুন শুন যত আছ সামন্ত নৃপতি। মহাবীর বলি সবে খ্যাত বসুমতী॥
তথাপি এমন কষ্ট লভিছ সকলে। হায় হায় ধিক্ মোরে কি আছে কপালে॥
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। তোমাদের সঙ্গত্যাগ হইল যখন॥
তার পর এতদিন কোথায় আছিলে। বল বল সেই কথা আমার গোচরে॥
সেই সব রণদক্ষ সেনা-অধিপতি। সম্প্রতি কোথায় তারা করিছে বসতি॥
প্রভুভক্ত মহাবীর যত সৈন্যগণ। কোথায় রয়েছে সবে বলহ এখন॥
দুরাত্মা অরাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে। জীবিকা নির্ব্বাহ সবে কর কি উপায়ে॥
কিবা বৃত্তি সবে এবে করেছ আশ্রয়। প্রকাশ করিয়া কহ সে সব বিষয়॥
শুনহ সামন্তগণ আমার বচন। দুঃখের বিষয় আর কি বলি এখন॥
দুর্দ্দৈব আমার যথা করিল দুর্গতি। তোমাদেরো সেইরূপ নেহারি সংপ্রতি॥

ডুবাইল অন্ধকূপে হতবিধি মোরে। কূল না দেখিতে পাই বিপদসাগরে ॥
এত বলি নরপতি করয়ে রোদন। অবিরল অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন ॥
তাহা দেখি সামন্তেরা বিষণ্ণ-বদনে। বেষ্টন করিয়া রহে সিন্ধুর রাজনে ॥
ব্যথিত-হৃদয়ে তাঁরে করিয়া বেষ্টন। দাঁড়াইল চারিদিকে সামন্ত-রাজন ॥
দেবরাজে দেবগণ বেষ্টন করিলে। যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয় সেই কালে ॥
তেমতি শোভিল সেই সিন্ধুর রাজন। মরি কিবা অপরূপ অপূর্ব্ব দর্শন ॥
তার পর দীনভাবে করি যোড়কর। সামন্তগণেরা কহে শুন নৃপবর ॥
এই যে হেরিছ অগ্রে কিরাত-নৃপতি। সামান্য নহেন ইনি অতি মহামতি ॥
শৌর্য্যে-বীর্য্যে ইনি বটে সবার প্রধান। সেই হেতু প্রিয় পাত্র সবা বিদ্যমান ॥
কিন্তু আরো গুণ আছে ইহাঁর শরীরে। সেই হেতু সবে বশ জানিবে অন্তরে ॥
সত্যসন্ধ নাহি হেরি ইহাঁর সমান। পরহিতে রত সদা এই মতিমান ॥
যেরূপ দয়ালু ইনি কি বলিব আর। মূর্ত্তিমান যেন ভুমে ধর্ম্ম-অবতার ॥
বদান্যতাগুণে ইনি বিখ্যাত ভুবনে। ইহাঁর গুণের কথা কি বলি বদনে ॥
বিশুদ্ধ চরিত্র এই মহাবীরবর। বিষয় বুঝিতে নাহি ইহাঁর দোসর ॥
নীতিদর্শী নাহি দেখি ইহাঁর সমান। কার্য্যদক্ষ বেদবিজ্ঞ ওহে মতিমান্ ॥
বিবেকী পুরুষ ইনি বিখ্যাত সংসারে। মহতের মান্য জানে আপন অন্তরে ॥
নিরন্তর সাধুগণে করেন পূজন। মর্য্যাদার হানি নাহি করেন কখন ॥
যেমন মর্য্যাদা যার তাহারে তেমতি। অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনা করেন সুমতি ॥
বিপন্ন হইয়া কেহ লইলে আশ্রয়। রক্ষিবেন সেই জনে এই দয়াময় ॥
তাহে যদি প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার। তবু না প্রতিজ্ঞা টলে ওহে গুণাধার
বিপদ-সাগরে যদি পড়ি কোন জন। ইহাঁর শরণ আসি করয়ে গ্রহণ ॥
তাহা হলে সেই জনে প্রাণপণ করে। উদ্ধার করেন ইনি বিপদ-সাগরে ॥
ভবের কাণ্ডারী যথা শ্রীমধুসূদন। কিরাতের নরপতি বিপদে তেমন ॥
যেরূপে ইহাঁর সহ মিলিনু সকলে। কহিতেছি সেই কথা তোমার গোচরে ॥
রিপুচক্রে সমাক্রান্ত হলেন যখন। শুনিয়া সে সব মোরা শ্রবণে তখন ॥
সৈন্যের সংগ্রহ মোরা সাধ্য অনুসারে। করিলাম সযতনে শুন তার পরে ॥
সকলে সজ্জিত হৈনু সমর-কারণ। প্রাণ দিব এই মোরা করিলাম পণ ॥
তিমি তিমিঙ্গিল গ্রাহ আর যে মকর। ইত্যাদি জীবেতে হয়ে সঙ্কুল সাগর ॥
উদ্বেল হইয়া উঠে প্রলয়ে যেমন। সেরূপ মোদের সৈন্য হইল তখন ॥
আপনার শত্রুগণে গ্রাসিবার তরে। চতুরঙ্গ সেনা চলে আনন্দের ভরে ॥
দ্বাবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা বলবান্। আস্ফালন করি চলে ওহে মতিমান্ ॥

কত অশ্ব গজ চলে কে গণিতে পারে। পদাতি চলিল কত বাহ্বাস্ফোট করে॥
কি বলি দুর্দ্দৈব কথা শুনহ রাজন। অকস্মাৎ কর্ণে মোরা করিনু শ্রবণ॥
হইয়াছ নিরুদ্দিষ্ট তুমি মহোদয়। নিরুদ্যম হৈল তাহে যত সৈন্যচয়॥
অকস্মাৎ শুনি সবে তব পলায়ন। ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি আমরা তখন॥
ভগ্নপদ সিংহ যথা নিরুদ্যম হয়। তেমতি হইনু মোরা ওহে মহোদয়॥
সবার ভরসা আশা বিলুপ্ত হইল। অন্তরের সাধ যত অন্তরে মিশিল॥
উৎসাহ-বিহীন হৈল সবার অন্তর। হতজ্ঞান হই সবে ওহে নৃপবর॥
কি করিলে শ্রেয় হবে তাদৃশ সময়ে। না রহিল সেই জ্ঞান কাহারো হৃদয়ে॥
জড়-সম সেই কালে হইয়া সকলে। রণে ভঙ্গ দিয়া যাই সকলেরে ফেলে॥
চারিদিকে সবে মোরা করি পলায়ন। কেহ কারো দিকে নাহি ফেলিল নয়ন॥ অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন। করেছিনু যেইরূপ সমরে উদ্যম॥
শত শত শত্রু আসি একত্র হইলে। ভস্মসাৎ হয়ে যেতো রণে সেই কালে॥
অতুল বিক্রম সেই সেনা অগণন। তার কাছে কার সাধ্য করে আগমন॥
কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য ভাগ্য বিপর্য্যয়। প্রতিকূল বিধিবশে সব হয় ক্ষয়॥
যতনে করিনু মোরা যেই আয়োজন। বিধির কোপেতে তাহা হইল দহন॥
বস্তুতঃ শাস্ত্রের কথা মিথ্যা নাহি হয়। শুন শুন বলিতেছি তার পরিচয়॥
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আর যত বিভূষণ। সমস্ত যদ্যপি থাকে ওহে মহাত্মন্॥
মস্তক অভাবে তাহা শোভা নাহি পায়। প্রভুহীন ভৃত্য তথা কহিনু তোমায়
মহাবল ভৃত্য যদি থাকে অগণন। প্রভু যদি নাহি থাকে ওহে মহাত্মন্॥
সে বলে নাহিক ফল ওহে মহোদয়। সকলি বিফল হয় জানিবে নিশ্চয়॥
যদ্যপি নায়ক হয়ে থাকিতে আপনি। তবে কি আমরা সবে শত্রুগণে গণি॥
জগত-মাঝারে হেন সাধ্য ছিল কার। সিন্ধুদেশে আসি করে প্রভুত্ব বিস্তার
হায় হায় হতবিধে এই ছিল মনে। অনর্থ ঘটালে বল কিসের কারণে॥
বৃথা আক্ষেপেতে আর কিবা প্রয়োজন। অদৃষ্টের লিপি কভু না হয় খণ্ডন॥
তার পর যা করিনু আমরা সকলে। বলিতেছি সেই কথা তোমার গোচরে॥
অর্দ্ধরাত্রি কালে মোরা করি পলায়ন। সিন্ধুদেশ তেয়াগিয়া করিনু গমন॥
একত্র হইয়া সবে নিভৃত কাননে। ভাবিতে লাগিনু সব নিজ মনে মনে॥
সামান্য পুরুষ নহে বীরসেন রায়। অবশ্য আছেন তিনি যথায় তথায়॥
কাপুরুষ সম সেই বীর মহাত্মন্। কভু না আপন প্রাণ দিবে বিসর্জ্জন॥
বৈরনির্য্যাতন নাহি করি নৃপমণি। নাহি হবে ক্ষান্ত কভু মনে মনে জানি॥
ছদ্মবেশে সেই প্রভু হইয়া গোপন। সেনার্থ লাগিয়া আছে সচেষ্টিতমন॥

অতএব চল মোরা নানাদিকে যাই। অনুসন্ধান করি মোরা সকলে বেড়াই॥ পৃথিবীর সর্ব্বস্থান করি অন্বেষণ। অবশ্য পাইব মোরা তাঁহার দর্শন॥ এইরূপে পরামর্শ করিয়া সকলে। অন্বেষণ হেতু সবে যাই নানাস্থলে॥ কত রাজ্য নদীতীর করি অন্বেষণ। গিরিগুহা কান্তারাদি কে করে বর্ণন॥ কিন্তু কি দুর্ভাগ্য হায় শুন মহীপতি। নাহি জানি কোথা তুমি করিছ বসতি কুত্রাপি তোমার নাহি পাইনু দর্শন। মনদুখে সবে মোরা করি গো রোদন॥ কোন স্থানে কারো মুখে সংবাদ তোমার। কিছু মাত্র নাহি পাই ওহে গুণা-ধার॥ নিরাশ হইয়া সবে পড়িনু তখন। সে কথা বলিতে নাহি সময় এখন॥ বুদ্ধি লোপ সেই কালে হৈল সবাকার।নাহি ছিল হিতাহিত জ্ঞান যে কাহার পরস্পর সবা প্রতি করি নিরীক্ষণ। অবাক্ হইয়া রহি জানিবে তখন॥ জড় সম রহি মোরা নিশ্চল আকারে। কাষ্ঠের পুতুল সম রহি সেই কালে॥ মাঝে মাঝে একবার করি যে চিন্তন। আর নাহি রাজপদ হইবে দর্শন॥ এ দেহে রাজার পদ না হেরিব আর। জন্মের মতন সাধ ফুরাল সবার॥ এইরূপ বহুক্ষণ করিয়া চিন্তন। সপ্তচ্ছদ তরুতলে বসিনু তখন॥ ক্ষণেক বিশ্রাম করি তরুর ছায়ায়। উৎসাহী হইয়া সবে উঠি পুনরায়॥ পুনর্ব্বার পুণ্যক্ষেত্র করি অন্বেষণ। ভ্রমণ করিতে থাকি তাপস-আশ্রম॥ তার পর শূন্যদেহে ভ্রমিতে ভ্রমিতে। উপনীত হই আসি কিরাত-পুরেতে॥ আর এক কথা বলি শুনহ-রাজন। যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যবে করি পলায়ন॥ সমর-পণ্ডিত সেই সৈনিক-প্রবর। তব লাগি ভ্রমিতেছে কানন- ভিতর॥ সঙ্গেতে আছয়ে তার কতিপয় জন। মনে বাঞ্ছা তব পদ করিবে দর্শন॥ মোদের সঙ্গেতে তারা আসিয়া মিশিল। মিলিয়া কিরাত রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল॥ উপনগরীতে আসি আমরা সকলে। বিশ্রাম করিতে থাকি বসি তরুতলে॥পথিমাঝে দেখিলাম কিরাত ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী বহু অনু-চর॥ প্রজাগণ কিবা ভাবে করে অবস্থান। দেখিবারে গিয়াছিল রাজা মতি-মান্॥ সেই সব যথারীতি করিয়া দর্শন। পুনশ্চ ফিরিয়া যান আপন ভবন॥ আমরা সকলে আছি বিষণ্ণ-বদনে। কৃশকায় উপবাসে আর পর্য্যটনে॥ আমাদের এই ভাব করি দরশন। দয়াদ্র্র হইয়া নৃপ দাঁড়ান তখন॥ তার পর আমাদের পেয়ে পরিচয়। যতনে পুরীতে লয়ে যান মহোদয়॥ তদবধি আমা সবে করেন পালন। অনুত্তম অন্ন-বস্ত্র করেন অর্পণ॥ পুত্র সম রক্ষা করে আমা সবাকারে। সুখেতে রয়েছি মোরা ইঁহার আগারে॥ আমাদের একমাত্র ইনিই আশ্রয়। পিতার সমান ইনি ওহে মহোদয়॥

কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। এত সুখে আছি মোরা কিরাত ভবন॥
সমাদর করে নৃপ সবার উপরে। আত্ম সম হেরে সবে জানিবে অন্তরে॥
কিন্তু তবু মনসুখ নাহিক কাহার। তাহার কারণ বলি শুন গুণাধার॥
ইন্দ্রের বিহনে যথা অমরনিকর। স্বর্গধামে থাকি সুখী নহে নিরন্তর॥
সেরূপ তোমারে ছাড়ি আমরা সকলে। মনসুখে নাহি সুখী থাকি কোন স্থলে
যদ্যপি কিরাতপতি পরম যতনে। চেষ্টিত মোদের যত সুখের কারণে॥
তথাপি প্রভুরে ছাড়ি যত দাসগণ। কোন সুখে নহে সুখী ওহে মহাত্মন্॥
আরো এক কথা বলি শুভ সমাচার। মন দিয়া শুন প্রভু তুমি গুণাধার॥
যখন সকলে আসি করি পলায়ন। নয়নে তখন মোরা করিনু দর্শন॥
মহিষী রোদন করি সহচরী সনে। পলাযন করি যায় কাননে কাননে॥
দুইজন সহচরী সহিতে তাঁহার। কান্দিতে কান্দিতে যান কানন মাঝার॥
অগত্যা তাঁহারে মোরা সঙ্গেতে করিয়ে। আনিলাম সযতনে কিরাত আলয়ে
তদবধি মহাদেবী আছেন হেথায়। নিবেদন মহারাজ করিনু তোমায়॥
তোমার বিরহে দেবী কাতর অন্তরে। দিবানিশি অশ্রু বারি বিসর্জ্জন করে॥
দীনভাবে সেই দেবী করে নিবসতি। কহিলাম তব পাশে ওহে মহামতি॥
আমরা তোমার হই পুত্রের সমান। দিবানিশি থাকি সেই রাণী বিদ্যমান॥
তাঁহারে সান্ত্বনা করি অশেষপ্রকারে। সেবা করি সদা তাঁরে অতি ভক্তিভরে
কিরাতের পতি এই অতি মহোদয়। দেবীরে করেন যত্ন ওহে মহাশয়॥
যতনে রেখেছে তাঁরে নিজ অন্তঃপুরে। জননী সমান জ্ঞান করেন তাঁহারে॥
জননী সমান তাঁরে করেন পালন। অধিক কহিব কিবা ওহে মহাত্মন্॥
এত যত্নে আছে দেবী ওহে গুণাধার। তবু চক্ষে বারিধারা বহে অনিবার॥
অশ্রুবারি অবিরল করে বিসর্জ্জন। তোমার লাগিয়া সদা করেন রোদন॥
জীবন ধরিয়া আছে তোমার আশায়। শ্রীচরণ পাবে পুনঃ কহিনু তোমায়॥
সনতকুমার কহে ওহে ঋষিগণ। হইতেছে এইরূপে কথোপকথন॥
হেনকালে মহাভাগ কিরাতের পতি। বিনতবদনে হৃদে করিয়া ভকতি॥
সম্বোধি পাঞ্চালনাথে সৈন্ধব-ঈশ্বরে। কহিলেন মিষ্টভাষে স্তুতি নতি করে॥
শুন শুন মহোদয় তোমা দুইজন। ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হও অতি বিচক্ষণ॥
একান্ত শরণাগত আমি দোঁহাকার। দয়া কর দীন প্রতি ওহে গুণাধার॥
কৃপা করি মম পুরে চলহ এখন। পদধূলি পুরী মাঝে করহ অর্পণ॥
পবিত্র হউক মম কিরাত নগরী। পবিত্র হউক দেহ এই বাঞ্ছা করি॥
কিরাত-রাজের বাক্য করিয়া শ্রবণ। সিন্ধুনাথ বীরসেন আনন্দে মগন॥

প্রিয়ার কমলমুখ দর্শনের তরে। মনে মনে আকিঞ্চন নরপতি করে॥
অবিলম্বে যাত্রা করে কিরাত নগরী। সঙ্গেতে সামন্তগণ বর্ণিবারে নারি॥
পাঞ্চাল-ঈশ্বরে সঙ্গে লইয়া তখন। কিরাতপুরেতে যাত্রা করেন রাজন॥
বায়ুগামী অশ্বে সবে আরোহণ করি। ক্ষণমধ্যে উপনীত কিরাত নগরী॥
সুরপতি অনুগামী হয়ে দেবগণ। বৈজয়ন্তী নগরীতে প্রবেশে যেমন॥
কিরাত রাজের সনে সকলে তেমন। অবিলম্বে পুরীমধ্যে প্রবেশে তখন॥
উপনীত সবে গিয়া সভার-আগারে। বসিলেন যথাযথ আসন উপরে॥
পৌরবর্গে সম্বোধিয়া কিরাত রাজন। মধুর- বচনে কহে শুন সর্ব্বজন॥
শুন শুন প্রজাগণ বচন আমার। দুরজয় তোমা সবে অতি গুণাধার॥
শত্রুদেহ বিদারণে তোমরা সক্ষম। অতএব বলি যাহা করহ শ্রবণ॥
আমার বচন শুন অবহিত মনে। আমার আদেশ পাল একান্ত যতনে॥
এই যে হেরিছ দুই পুরুষ-প্রবর। ক্ষত্রিয় বংশের দোঁহে হন ধুরন্ধর॥
এই যে হেরিছ বীর সিন্ধুর রাজন। পাঞ্চালের পতি এই অতি মহাত্মন॥
ইহাঁদের কার্য্যসিদ্ধি যেই রূপে হয়। তাহাতে উদ্যোগ সবে করিবে নিশ্চয়॥
অতএব সজ্জীভূত হও সব জন। আমার বচন সবে করহ শ্রবণ॥
অকপটে যদি আজ্ঞা পালহ আমার। বৃথা কাল ক্ষেপ তবে নাহি কর আর॥
দুরাত্মা অরাতি কত মিলিয়া সকলে। আচ্ছন্ন করিয়া সবে নিজ মায়াজালে॥
সিন্ধু রাজ্য বল করি করেছে হরণ। রাজারে করেছে চ্যুত শুন সর্ব্বজন॥
অতএব শুন সবে বচন আমার। অবিলম্বে শত্রুকুল করিবে সংহার॥
শুক্লপক্ষ আসিতেছে শুন সর্ব্বজন। উহার প্রথমে সবে করিবে গমন॥
যেমনে পারিবে শত্রু করিবে নিধন। আমার আদেশ এই শুন সর্ব্বজন॥
বিশেষ বিদিত আমি শুনহে শ্রবণে। রণবীর বলি সবে বিখ্যাত ভুবনে॥
তোমরা সকলে হও অতি ভীমকায়। অতএব যাহা বলি শুনহ সবায়॥
সংগ্রামে নহেক কেহ কিরাত সমান। কূটযোধী বলি সবে খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
রণাঙ্গনে মায়াধারী তোমরা সকলে। অতএব সজ্জীভূত হও ত্বরা করে॥
শত্রুগণ পুরোভাগে কৈলে আগমন। তিষ্ঠিতে সক্ষম তারা না হবে কখন॥
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি কহিনু নিশ্চয়। মহাযোধী তোমা সবে নাহিক সংশয়॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে করিয়া গ্রহণ॥
শত্রু অভিমুখে সবে করহ গমন। অসংখ্য অসংখ্য শর করিবে বর্ষণ॥
করিবেক ছিন্ন ভিন্ন যত শত্রুগণে। মারিবে ভীষণ শূল কহি সবাস্থানে॥
শত্রুর বৃহৎ মুণ্ড করিয়া ছেদন। সিন্ধুরাজে উপহার করিবে অর্পণ॥

আমার আদেশ রক্ষা করহ সকলে। বৃথা কাল ক্ষেপে আর কিবা ফল ফলে ॥
সুসজ্জিত হও সবে কহিনু ত্বরায়। শত্রু-অভিমুখে যাও কহি সবাকায় ॥
শুন শুন সভাপাল আমার বচন। আমার আদেশ শীঘ্র করহ পালন ॥
এই যে হেরিছ ভেরী রয়েছে আমার। ইথে চারিদিকে কর ঘোষণা প্রচার ॥
চীন হূণ আদি করি সামন্ত-রাজন। পক্ষমধ্যে যেন সবে করে আগমন ॥
সসৈন্যে আসিবে সবে আমার নগরে। রণস্থলে যেতে হবে বলো সবাকারে ॥
এইরূপে আজ্ঞা দিয়া কিরাত-রাজন। বীরসেন-হস্ত পরে করিয়া ধারণ ॥
অবিলম্বে প্রবেশিল নিজ অন্তঃপুরে। বীরসেন নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে ॥
অন্তঃপুরে দুই জনে করিয়া গমন। রতন আসন দোঁহে করেন গ্রহণ ॥
রমণীগণেরে পরে ডাকিয়া সাদরে। কিরাতের রাজা কহে সুমধুর স্বরে ॥
হের হের বৃষস্কন্ধ যুবা মনোহর। বীরসেন এই বীর সিন্ধুর ঈশ্বর ॥
আজানু লম্বিত বাহু কর দরশন। শালতরু সম উচ্চ অতি মনোরম ॥
এরূপ বলিলে যত মহিলানিকর। আনন্দে বিস্তার করি নয়ন যুগল ॥
ঘন ঘন বীরসেনে করেন দর্শন। ঘন ঘন দেখে তাঁর কমল বদন ॥
তাঁহার মোহন রূপ দরশন করি। আসক্ত হইল যত পুরবাসী নারী ॥
একেবারে লজ্জা ত্যাগ করি সব জন। কামেতে কটাক্ষপাত করে ঘন ঘন ॥
লোকাতীত রাজরূপ দেখিয়া সকলে। মোহিত হইয়া পড়ে আপন অন্তরে ॥
কামেতে সবার হৃদি হয় জ্বর জ্বর। নিজবশে নাহি রহে কারো কলেবর ॥
পরস্পর বলাবলি করিছে তখন। রূপের মাধুরী কিবা করি দরশন ॥
হেন রূপ যেই জন নয়নে নেহারে। জনম সার্থক তার ভুবন ভিতরে ॥
ইহারে হেরিলে হয় আনন্দ উদয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি থাকে কহিনু নিশ্চয় ॥
পুরুষে হেরিলে হয় আনন্দে মগন। নারীতে যদ্যপি করে এ রূপ দর্শন ॥
কামেতে মোহিত হয় নাহিক সংশয়। ধৈর্য্য ধরে হেন নারী নাহিক ধরায় ॥
এইরূপে নারীগণ কহিছে বচন। নিজ নিজ পতিনিন্দা করে সর্ব্বজন ॥
তথায় আছিল বসি রাজার কুমারী। তাহার রূপের কথা বর্ণিবারে নারি ॥
মদনের রতি যেন রয়েছে বসিয়ে। অথবা উর্ব্বশী আছে সানন্দ-হৃদয়ে ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা কিরাত নন্দিনী। হেরিলে রূপের ছটা মোহে যত মুনি ॥
অন্তঃপুর আলো করি রয়েছে বসিয়ে। বরারোহা সেই কন্যা সানন্দ-হৃদয়ে ॥
অপরূপ রূপ তার করি দরশন। সিন্ধুনাথ কামশরে জর্জ্জরিত হন ॥
কিন্তু কিবা অত্যাশ্চর্য্য কর দরশন। মধুর-হাসিনী সেই নন্দিনী তখন ॥
যোগবলে কামবেগ ধরিয়া অন্তরে। মনে মনে ধীর ভাবে বিবেচনা করে ॥

যদ্যপি এখানে থাকি আর কিছুক্ষণ। কামশরে জর্জ্জরিত হতে পারে মন॥
অধীর হইতে পারি এখানে থাকিলে। অতএব নাহি থাকা যুক্তি কোন কালে॥ মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া তখন॥ অন্যত্র গমন করে অতি ধীরে ধীরে। মনোভাব গুপ্ত করে আপন অন্তরে॥ যদ্যপি অন্যত্র কন্যা করিল গমন। তবু কিন্তু মন নহে সুস্থির কখন॥
সিন্ধুনাথরূপ সদা ভাবয়ে অন্তরে। পুনঃ পুনঃ তাঁর কথা অন্তরেতে পড়ে॥
ধৈরয ধরিতে নাহি পারেন সুন্দরী। ভাসিয়া চলিল যেন যৌবনের তরী॥
ধৈর্য্য হেতু যত চেষ্টা করেন অন্তরে। কিছুতে ধৈরয নাহি ধরিবারে পারে॥
কিছুমাত্র শান্তি নাহি হৃদিমধ্যে পায়। পুনঃ পুনঃ যথা তথা ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
এদিকে যথায় ছিল সিন্ধুরাজরাণী। সঙ্গে সহচরী কত কিরাত-রমণী॥
পতি-সমাগমবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। পুলকে পুরিল হৃদি আনন্দে মগন॥
অন্তঃপুরে যথা আছে সৈন্ধব-ঈশ্বর। উপনীত সেই স্থানে অতি দ্রুততর॥
বিরহবিধুরা সেই রাজার রমণী। হইয়া আছেন যেন প্রভাতা যামিনী॥
বিরহ শোকেতে তাঁর অতি ক্ষীণ কায়। উদাসিনী সম যেন চারিদিকে চায়॥
আলুলিত রহিয়াছে কবরী-বন্ধন। মলিন অন্তর তাঁর মলিন বদন॥
যে অবধি রাজ্যচ্যুত পতি গুণমণি। তদবধি কেশপাশ না বান্ধে রমণী॥
জটারূপ কেশপাশ করেছে ধারণ। দুলিতেছে পৃষ্ঠদেশে নাগিনীমতন॥
পতির আশায় সতী ধরিছে জীবন। মনে ভাবে পুনঃ পাবে পতির চরণ॥
বহুদিন পরে পত্নী করিয়া দর্শন। ধৈরয ধরিতে রাজা না হৈল সক্ষম॥
হতোস্মি বলিয়া পড়ে ধরার উপরে। চৈতন্য বিলুপ্ত হৈল তাঁহার অন্তরে॥
এইরূপে সমতীত হলে কিছুক্ষণ। পুনশ্চ চৈতন্য লভে সিন্ধুর রাজন॥
গাত্রোত্থান করি পরে অতি ধীরে ধীরে। মৌনভাবে কিছুক্ষণ রহিলেন পরে॥
তার পর রাণী প্রতি করে নিরীক্ষণ। ঘন ঘন অশ্রু বারি হয় বিসর্জ্জন॥
উথলি উঠিল তাঁর শোকের সাগর। নয়ন ভেদিয়া জল পড়ে নিরন্তর॥
কিছুক্ষণ এইরূপে করিয়া রোদন। তার পর হৃদে ধৈর্য্য করিয়া ধারণ॥
জিজ্ঞাসিতে সমুদ্যত নিজ মহিষীরে। বদন উন্নত করে অতি ধীরে ধীরে॥
যেমন রাণীর চক্ষে পড়িল নয়ন। অমনি মূর্চ্ছিতা হন মহিষী তখন॥
ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সুন্দরী। প্রণাম করেন পতি-চরণ উপরি॥
পুনঃ পুনঃ পদতলে করেন বন্দন। কহিবেন নানা কথা মনে আকিঞ্চন॥
কিন্তু মুখে কিছুমাত্র বাক্য নাহি সরে। ঘন ঘন পতিমুখ দরশন করে॥
মহামতি সিন্ধুপতি আনন্দে মগন। নারীর তাদৃশ প্রেম করি দরশন॥

অকৃত্রিম পাতিব্রত্য হেরিয়া তাঁহার। আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল রাজার ॥
স্নেহভরে ভূমি হতে করি উত্থাপন। প্রেমভরে গাঢ়তর করি আলিঙ্গন ॥
বদন চুম্বেন রাজা হরিষ অন্তরে। বসালেন প্রেয়সীরে অঙ্কের উপরে ॥
মিষ্টভাষে নানারূপ করি সম্ভাষণ। প্রিয়ার হৃদয় তুষ্ট করেন রাজন ॥
ইতিমধ্যে সেই স্থানে কিরাত-নন্দিনী। কিশোর-বয়সী যিনি সুচারুহাসিনী ॥
আসিয়াছিলেন তিনি পুলক-অন্তরে। দম্পতীর সেই ভাব নয়নে নেহারে ॥
দাম্পত্য-প্রণয় তথা করি দরশন। সাত্ত্বিক ভাবেতে তাঁর মজি গেল মন ॥
ভজিলেন মনে মনে সিন্ধুর রাজনে। পতিত্বে বরণ কৈল বিকসিত মনে ॥
এদিকে সিন্ধুর রাণী আনন্দে মগন। পতির নিকটে পরে করে নিবেদন ॥
একান্ত অন্তরে পূজ গ্রহ শনৈশ্চরে। মঙ্গল হইবে তাহে জানিবে অন্তরে ॥
মার্কণ্ডেয়-মুখে আমি করেছি শ্রবণ। যেরূপে পূজিতে হয় ওহে মহাত্মন্ ॥
এত বলি ধীরে ধীরে পতির গোচরে। শনিপূজাবিধি কহে হরিষ অন্তরে ॥
শনির মাহাত্ম্যকথা করেন বর্ণন। শুনিয়া সিন্ধুর পতি আনন্দে মগন ॥
শনির মাহাত্ম্য কথা রাণীমুখে শুনি। পুলকে পূরিত হন সিন্ধু নৃপমণি ॥
ভকতি জন্মিল তাঁর অন্তর মাঝারে। সংযত হইয়া রহে একান্ত অন্তরে ॥
শনিবারে যথাবিধি করিয়া যতন। পবিত্র হৃদয়ে করে শনির পূজন ॥
সস্ত্রীক হইয়া নৃপ সংযত-অন্তরে। যথাবিধি পূজা করে গ্রহ শনৈশ্চরে ॥
এইরূপে পূজা আদি করি সমাপন। যথেষ্ট দক্ষিণা দেন আচার্য্যে তখন ॥
নানাবিধ অন্ন আদি করি আয়োজন। ব্রাহ্মণগণেরে রাজা করান ভোজন ॥
প্রসাদ বণ্টন করি একান্ত অন্তরে। অর্পণ করেন রাজা কিরাত-গণেরে ॥
এই সব ক্রিয়া ক্রমে করি সমাপন। মহিষী সহিতে রাজা হয়ে শুদ্ধমন ॥
গ্রহবর সূর্য্যাত্মজে অতি ভতি ভক্তিভরে। পুনঃ পুনঃ স্তব করে একান্ত অন্তরে
তার পর ভূয়োভূয়ঃ করেন প্রণাম। প্রার্থনা করেন কত শনি বিদ্যমান ॥
অশ্রুবারি প্রেমভরে হয় নিপতন। পুনঃ পুনঃ শনিপাশে করেন যাচন ॥
হৃত রাজ্য ভিক্ষা রাজা করেন যতনে। পুনঃ পুনঃ নতি করে শনির চরণে ॥
উভয়ের অতি ভক্তি করি দরশন। গ্রহরাজ শনিদেব মহাতুষ্ট হন ॥
আবির্ভূত হন পরে গগন উপরে। অঙ্গতেজ শূন্যপথ সমুজ্জ্বল করে ॥
প্রশান্তমূর্ত্তিতে দেখা দিল গ্রহবর। কি বলিব জ্যোতিঃ তাঁর বিস্ময়-আকর ॥
আশ্চর্য্য শনির রূপ করি দরশন। বিস্ময়ে আকুল হন সিন্ধুর রাজন ॥
ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। ভক্তিভরে নতি করে ভূমির উপর ॥
দণ্ডকাষ্ঠ সম হন ভূতলে পতিত। তার পর ধরা হতে হইয়া উত্থিত ॥

করযোড় করি পরে একান্ত অন্তরে। নিবেদন করে নৃপ গ্রহ শনৈশ্চরে ॥
গ্রহরাজ তব পদে করি নমস্কার। কৃপা কর দীন জনে ওহে দয়াধার ॥
সুপ্রসন্ন হও প্রভু দীনের উপরে। দুঃখজালে বিজড়িত দেখহ কিঙ্করে ॥
বিষম সঙ্কট হতে কর পরিত্রাণ। নিবেদন তব পদে ওহে কীর্ত্তিমান্ ॥
রাজার এতেক ভক্তি করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট হন সূর্য্যের নন্দন ॥
বরদান হেতু শনি হরিষ অন্তরে। কহিলেন মিষ্টভাষে সিন্ধুনৃপবরে ॥
শুন শুন নৃপবর আমার বচন। প্রসন্ন হইনু আমি তোমারে এখন ॥
শোক মোহ হৃদি হতে ত্যজহ অন্তরে। সুখী হও নৃপবর কহিনু তোমারে ॥
মনোমত বর তুমি করহ গ্রহণ। যা চাহিবে দিব তাহা জানিবে রাজন্
এইরূপে গ্রহবর প্রসন্ন অন্তরে। অমৃত-পূরিত বাক্য কহেন রাজারে
শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হরিষে পূরিত হন সিন্ধুর রাজন ॥
তার পর ধীরে ধীরে বিনয় বচনে। কহিলেন করযোড়ে শনি বিদ্যমানে ॥
প্রসন্ন যদ্যপি প্রভু ভক্তের উপর। তাহা হলে অবিলম্বে দেহ এই বর ॥
নিজ বাহুবলে আমি যত শত্রুকুল। যেন পারি অবিলম্বে করিতে নির্ম্মূল ॥
অপহৃত রাজ্য যেন লভি পুনরায়। এই বর মাগি আমি কহিনু তোমায় ॥
অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন। নিবেদন তব পদে ওহে মহাত্মন্ ॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরম সন্তুষ্ট হন সূর্য্যের নন্দন ॥
তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তাঁহারে। অবিলম্বে তিরোহিত আকাশ-উপরে ॥
গ্রহরাজ শনি দেব হলে তিরোধান। ঊর্দ্ধমুখে সিন্ধুনাথ করি অবস্থান ॥
নয়নে চাহিয়া ঊর্দ্ধে আকাশ উপরে। স্তব পাঠ আরম্ভিল অতি ভক্তিভরে ॥
যথাবিধি স্তবপাঠ করিয়া রাজন। ভূমিষ্ঠ হইয়া করে উদ্দেশে বন্দন ॥

এইরূপে শনিপাশে লভিয়া সুবর। আনন্দে পূরিত হন সিন্ধু-নৃপবর ॥
তার পর সম্বোধিয়া কিরাত রাজনে। কহিলেন মৃদুভাষে বিনয়-বচনে ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন। আপনার অনুগ্রহে মঙ্গল এখন ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ এবে হইল আমার। মম প্রতি তুষ্ট হৈল ছায়ার কুমার ॥
গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন আমার উপরে। দেখিয়াছি দিব্য মূর্ত্তি কহিনু তোমারে ॥
মূরতি মঙ্গলময়ী করি প্রদর্শন। অভিমত বর মোরে করিয়া অর্পণ ॥
স্বর্লোকে পুনশ্চ যাত্রা করেছেন তিনি। বলিলাম তব পাশে ওহে নৃপমণি ॥
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। অরাতি-নিকর যাহে হয় নিপতন ॥
তাহার উদ্যোগ কর ওহে নরপতি। শুভদিন স্থির কর ওহে মহামতি ॥
সৈন্যগণ কবে যাবে সমর-কারণে। সেই দিন কর স্থির কহি তব স্থানে ॥

চর মুখে সব বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। রাত্রি যোগে সৈন্য সব করে আয়োজন॥
সুদক্ষ তাঁহার সেনা অতি বলবান্। সবারে সজ্জিত করে যবন ধীমান॥
বিমল প্রভাতে পরে উঠিয়া সকলে। যুদ্ধের কারণে ত্বরা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে॥
নির্দ্দিষ্ট স্থানেতে সবে করিল গমন। সৈন্ধব সামন্ত সব করে দরশন॥
বীরসেন নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে। সৈন্য সহ অবস্থিত সমরের তরে॥
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ যবন-রাজন। যথাক্রমে নিজ সৈন্য করয়ে স্থাপন॥
দুই দলে ক্রমে সৈন্য সজ্জিত হইল। দুই দলে রণশঙ্খ বাজিতে লাগিল॥
তূর্য্যধ্বনি ক্রমে উঠে গগন উপরে। পটহ বাদিত হয় জলদ গম্ভীরে॥
চারি দিকে হয় কত গোমুখ বাদন। ক্রমেতে উঠিয়া শব্দ ঠেকিল গগন॥
ভীষণ আকার সব যবনের সেনা। কত অস্ত্র শোভে হাতে না যায় গণনা॥
কেহ রথী কেহ চক্রী কেহ খড়্গী হয়। গদা পাশ কারো কারো করতলে রয়॥
শূল প্রাস নানা অস্ত্র শোভে সৈন্যকরে। বিশারদ বিচক্ষণ সকলে সমরে॥
সবার প্রতিজ্ঞা হোক্ শরীর পতন। নতুবা অচিরে হোক্ কার্য্যের সাধন॥
এই রূপে সৈন্যগণ সাজিয়া সকলে। চারিদিক্-হতে অস্ত্র বিনিক্ষেপ করে॥
কেহ কেহ মারে শূল ভীষণ আকার। বেগভরে করে কেহ অসির প্রহার॥
শক্তি মারে প্রাস মারে কোন কোন জন। ঘন ঘন করে কেহ শর বরিষণ॥
কেহ কেহ ভল্লাঘাত করি বেগভরে। শত্রুশির কাটি ফেলে ভূতল উপরে॥
এইরূপে রণ করে যবনরাজন। তাহা দেখি সিন্ধুপতি অতি ক্রুদ্ধ মন॥
অবিলম্বে সৈন্যগণে সাজায়ে যতনে। রোষভরে মত্ত হন সমর-কারণে॥
রণেতে মাতিল ক্রমে কিরাত রাজন। পাঞ্চাল-ঈশ্বর রণে হন নিমগন॥
কিলাকিল শব্দ উঠে সমর ভূমিতে। কত বীর পড়ে রণে খণ্ডিতশিরেতে॥
এইরূপে যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয় যবন। কত শির রণভূমে হয় নিপতন॥
ধরাতলে ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি যায়। শোণিতের নদী ক্রমে প্রবাহিত তায়॥
রণভূমে পশে গিয়া কিরাত রাজন। সঙ্গে সঙ্গে কত সৈন্য করয়ে গমন॥
তাহা দেখি ক্রূরচিত্ত যবন-ঈশ্বর। লোহিত লোচন হয় সরোষ-অন্তর॥
ঘন ঘন বাণ মারে কিরাত উপরে। মনে বাঞ্ছা সেই নৃপে ভূমিতলে ফেলে॥
শরেতে হৃদয় বিদ্ধ যবন ঈশ্বর। তবু কিন্তু নহে নৃপ কাতর-অন্তর॥
তার পর অগ্নিমুখ ভল্ল লয়ে করে। ঘুরান যবনরাজ নিজ শিরোপরে॥
ঘুরায়ে নিক্ষেপ করে যবন উপর। তাহা দেখি মহারুষ্ট যবন-ঈশ্বর॥
গদাতে চূর্ণিত করে সেই ভল্লগণে। জয় জয় শব্দ হয় ম্লেচ্ছ সৈন্যগণে॥
মদভরে যবনেরা করয়ে গর্জ্জন। হৃদয়ে ব্যথিত তাহে কিরাত রাজন॥

রথ হতে মহাবেগে নামিয়া পড়িল। ভয়ঙ্কর গদা এক করেতে ধরিল॥
ভ্রকুটি করেন যেন কৃতান্ত সমান। ঘূরান মহতী গদা সবা বিদ্যমান॥
বেগেতে ফেলেন তাহা যবন-উপরে।তাহা দেখি ম্লেচ্ছপতি অতি রোষভরে॥
মহাশক্তি নিজকরে করয়ে ধারণ। অগ্নিশিখা সম জ্বলে অতি বিভীষণ॥
সেই শক্তি ক্ষেপ করে যবন রাজন। তাহে গদা চূর্ণ হয় ঘোর দরশন॥
হেনকালে সিন্ধু আর পাঞ্চাল ঈশ্বর। উপনীত আসি তথা সমর ভিতর॥
একাকী সমর করে কিরাত রাজন। দুই জনে সেই স্থানে উপনীত হন॥
তাহা দেখি মহাবল যত ম্লেচ্ছপতি। উপনীত সেই স্থানে অতি দ্রুতগতি॥
ক্ষত্রিয় প্রধান যত একত্র হইল। রণ ভূমে দুই দলে সমর বাধিল॥
মুদ্গার পাট্টিশধারী যত ম্লেচ্ছগণ। ক্ষত্রিয় উপরে করে শর বরিষণ॥
মহাতেজা ম্লেচ্ছগণ দারুণ মূরতি। রণ-ক্ষেত্রে দুরাধর্ষ মহাবল অতি॥
ক্ষত্রগণ মহাশূর বিদিত ভুবনে। দুই দলে হয় যুদ্ধ সমর অঙ্গনে॥
মহাবল দুই দল অতি -ভয়ঙ্কর। সমরে অটল দোঁহে কৃতান্ত-দোসর॥
কেহ নাহি টলে রণে মহা বলবান্। রণ হেরি ভয়ে সবে হয় কম্পবান্॥
শূন্যোপরি অবস্থান করি দেবগণ। দারুণ সমর সেই করে দরশন॥
যবনের মহাবল হেরিয়া নয়নে। ক্ষত্রগণ মহাক্রুদ্ধ নিজ মনে মনে॥
ভিন্দিপাল ভল্ল আর মুষল লইয়ে। আঘাত করয়ে সবে সরোষ-হৃদয়ে॥
শতঘ্নী করেতে কেহ করিয়া গ্রহণ। যবন-উপরে দ্রুত করে বরিষণ॥
অগ্নি সম ক্ষত্রগণ মহাতেজ ধরে। মহাবীর্য্য বিরাজিত সবার শরীরে॥
রোষভরে অস্ত্র রাজি করে বরিষণ। তাহাতে পতিত হয় অসংখ্য যবন॥
সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ রণমাঝে পড়ে। দারুণ বাধিল যুদ্ধ কে বর্ণিতে পারে॥
এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ। হেরিয়া বিস্মিত হয় দরশকগণ॥
দারুণ সমর হেরি সবার শরীরে। রোমাঞ্চ জনমে সব বিস্মিত অন্তরে॥
মুনিগণ সেই রূপ করি দরশন। বিস্ময়ে হলেন সবে বিমোহিতমন॥
এইরূপে ক্ষত্রগণ জয় বাসনায়। ঘোরতেজে রণমাঝে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥

এইরূপে মহাবল যত ক্ষত্রগণ। যবন সাগর রণে করিছে মথন॥
হেনকালে মহাশ্চর্য্য শুনহ সকলে। দিব্যরূপা নারী এক আসে রণস্থলে॥
সৌদামিনী সম কান্তি অতি মনোহর। চতুরঙ্গ দল সঙ্গে অতি ভয়ঙ্কর॥
নীলাম্বর পরিধান সুচারু-হাসিনী। ষোড়শী বয়সী বালা মধুর ভাষিণী॥
মন্দ মন্দ হাস্য শোভে কমল বদনে। অঙ্গ শোভা কব কত নানাবিভূষণে॥
গলদেশে শোভা পায় কাঞ্চনের হার। ইন্দীবর সম তাঁর নয়ন বিশাল॥

কেকেশী মনোলোভা অতীব সুন্দর। গম্ভীর নিনাদ করে অতি ভয়ঙ্করে॥
দানবমর্দ্দিনী চণ্ডী আসিয়া সমরে। পড়িলেন মহাবেগে যবন-উপর॥
মহারৌদ্রী সেই দেবী জলদনাদিনী। শূল চাপ শোভে করে খেটক ধারিণী॥
রণমাঝে নৃত্য করে অতি বিভীষণ। রথোপরি আছে দেবী করি আরোহণ॥
এইরূপে রণচণ্ডী আসিয়া সমরে। যবনগণেরে কহে জলদ গম্ভীরে॥
শোন্ শোন্ মূঢ় গণ আমার বচন। তোদের সমান পাপী নাহি কোন জন॥
শোন ওরে ম্লেচ্ছ জাতি বিকৃত আকার। শোন্ শোন্ মম বাক্য সবে দুরাচার॥
মহাত্মা সৈন্ধবরাজ অতি মহাত্মন্। তাঁর রাজ্য হরিয়াছে যেই নরাধম॥
তাহার মস্তক আমি সুশাণিত বাণে। ছেদন করিব রাজি শোন্ রে শ্রবণে॥
তাহার মস্তক আজি করিয়া ছেদন। মাংসাশী বিহঙ্গগণে করিব অর্পণ॥
শিবাগণ তার শির করিবে আহার। কুকুরেরা খাবে তারে শোন্ দুরাচার॥
অতএব শোন শোন্ যবন অধম। যদ্যপি বাসনা থাকে রাখিতে জীবন॥
পলায়ন কর্ অবে অতি দ্রুত করে। নতুবা বধিব আজি জানিবে অন্তরে॥
এইরূপে রোষভরে বলিয়া চচন। শঙ্খধ্বনি করে বামা অতি ঘন ঘন॥
ঘোররবে শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করে। ঘণ্টাবাদ্য করে কত কে বর্ণিতে পারে॥
মহিষ অসুর যবে হয় নিপাতন। সহস্র ভুজেতে দেবী ব্যাপিয়া ভুবন॥
করেছিল সংমর্দ্দন যথা দৈত্যগণে। অট্টহাস্য করেছিল যেরূপ বদনে॥
সেইরূপে জগদম্বা প্রবেশিয়া রণ। যবনের সৈন্যগণে করেন মথন॥
মুহুর্ম্মুহুঃ হাস্য দেবী করে ঘোর স্বরে। শরজাল বর্ষে কত যবন উপরে॥
ঘন ঘন ধনুকেতে দিতেছে টঙ্কার। তাহে কত সৈন্যগণ পড়ে অনিবার॥
খড়্গাঘাত করে দেবী কাহার উপরে। শূলেতে কাহার দেহ ছিন্নভিন্ন করে॥
ভিন্দিপাল কারোপরি করিয়া প্রহার। কার কলেবর দেবী করে ছারখার॥
পট্টিশ মারেন দেবী কাহার উপরে। মুদ্গার মারেন কত কে বর্ণিতে পারে॥
শতঘ্নী মারেন দেবী অতি ঘন ঘন। গদা প্রাস কত মারে কে করে গণন॥
অসংখ্য যবন পড়ে সমর-অঙ্গনে। ছিন্ন মুণ্ড কত পড়ে না যায় বর্ণনে॥
ভাদ্রমাসে বায়ুবেগে যথা তালফল। সবেগে পতিত হয় ধরণী উপর॥
সেইরূপ ম্লেচ্ছমুণ্ড হতেছে পতন। অসংখ্য অসংখ্য তাহা কে করে গণন॥
কেহ কেহ রণমাঝে পতিত হইয়ে। রুধির বমন করে বিকল হৃদয়ে॥
কেশপাশ আলুলিত কোন কোন জন। রণাঙ্গনে পড়ি তারা হতেছে লুণ্ঠন॥
তখনো জীবন আছে তাদের শরীরে। উঠিবার শক্তি কোথা উঠিতে না পারে
জগদম্বা এইরূপে সমর অঙ্গনে। কত সৈন্য পাত করে না যায় কহনে॥

শুম্ভনিশুম্ভেরে যবে করেন নিধন। সেই কালে করেছিল যে মূর্ত্তি ধারণ॥
সেইরূপে ঘোর মূর্ত্তি ধরিয়া সমরে। জগদম্বা ঘন ঘন বিচরণ করে॥
এরূপে সমর চলে অতি বিভীষণ। হেরিলে ভয়েতে হয় সকাতর-মন॥
মাঝে মাঝে জগদম্বা করেন হুঙ্কার। ঘন ঘন ধনুকেতে দিতেছে টঙ্কার॥
মুহুর্ম্মুহুঃ অট্টহাস্য শোভিছে বদনে। এইরূপে একাকিনী ভ্রমিছেন রণে॥
অসংখ্য অসংখ্য ভল্ল করেন বর্ষণ। অসির আঘাত দেবী করে ঘন ঘন॥
নিশিত কত বা শর বরিষণ করে। মুসল মুদ্গার কত কে বর্ণিতে পারে॥
রণমাঝে ঘন ঘন করিয়া নৃত্যন। জগদম্বা চারিদিকে করেন ভ্রমণ॥
এইরূপে অস্ত্রাঘাতে যত শত্রুগণে। ব্যথিত করেন দেবী সহাস্যবদনে॥
সম্বর্ত্তকঘনাকারা ঘণ্টানিনাদিনী। জগদম্বা মহাঘোরা দানব-নাশিনী॥
এইরূপে কত জনে বিমোহিত করে। পাঠালেন কত জনে শমন-আগারে॥
কাহারো মস্তক দেবী করেন ছেদন। চূর্ণিত হইয়া কেহ হতেছে লুণ্ঠন॥

এইরূপে অত্যাশ্চর্য্য করি দরশন। যবনের পতি হন অতি ক্রুদ্ধমন॥
সম্বোধন করি পরে সেনাপতিগণে। কহিলেন রোষভরে জলদবচনে॥
আমার বচন সবে করহ শ্রবণ। হৃদয়ে উৎসাহরাশি করহ ধারণ॥
বিশাল-হৃদয় যত ক্ষত্রিয় নিকর। সকলেরে বিমথিত কর দ্রুততর॥
মহাবল ধর সবে যবন-শরীরে। তবে বল কারে ভয় ভুবন মাঝারে॥
কিরাতের সৈন্যগণ হতেছে দর্শন। অস্ত্রাঘাতে সকলেরে করহ ছেদন॥
পাঞ্চালের সৈন্য দেখ রয়েছে সমরে। সবারে বিনাশ কর অতি দ্রুত করে॥
তুরঙ্গী মাতঙ্গী যত হতেছে দর্শন। পদাতি রথী বা যত হয় নিরীক্ষণ॥
সবারে মথিত কর আমার বচনে। কিবা ভয় কিবা ভয় এ তিন ভুবনে॥
গদাঘাতে মর সবে পতঙ্গ সমান। কেবা আছে মহাবল যবন সমান॥
আমার বচন কেহ না কর হেলন। নামে যেন নাহি কর কলঙ্ক রোপণ॥
রাজার আদেশ শুনি যত সৈন্যগণ। কোলাহল করি রণে পশিল তখন॥
লোহিত-লোচন সবে ভীষণ আকার। দুরাধর্ষ সমরেতে সবে বলাধার॥
ঘন ঘন শরজাল করয়ে বর্ষণ। শরেতে ব্যথিত হয় যত সৈন্যগণ॥
এদিকেতে রণচণ্ডী ভীষণা যুবতী। একাকিনী কত সৈন্য নাশে নিরবধি॥
তাহা দেখি যবনেরা অতি রোষভরে। ঘন ঘন শরজাল বরষে তাঁহারে॥
তাঁহার শরীর বিদ্ধ শরজালে হয়। কিরাতের সেনা হৈল ব্যথিত-হৃদয়॥
এইরূপে ঘোর যুদ্ধ করিছে যবন। তাহা দেখি সিন্ধুনাথ রোষেতে মগন॥
তাহা হেরি মহাবল সিন্ধু অধিপতি। যবনের অভিমুখে ধায় দ্রুতগতি॥

পাঞ্চালের সৈন্যগণ সঙ্গে সঙ্গে চলে। প্রবেশিল ...ণে অতি রোষভরে॥ যবন সহিতে সবে করিছে সমর। দারুণ সমর সেই অতি ভয়ঙ্কর॥ হস্তী অশ্ব রথ আর কত বা পদাতি। করিছে সমর সবে নাহিক অবধি॥ পদভরে বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন। বিকম্পিত হয় যত মহীধরগণ॥ ঘন ঘন শব্দ করে জলদ-নিকর। কম্পিত হইতে থাকে যতেক সাগর॥ প্রলয় সময় যেন সমাগত হয়। চারিদিকে কোলাহল ওহে ঋষিচয়॥ তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ যবন-ঈশ্বর। রোষভরে শরজাল বর্ষে নিরন্তর॥ নারাচ পরিঘ কত ঘন ঘন মারে। অস্ত্র শস্ত্র কত ফেলে কে বর্ণিতে পারে॥ জলদে আবৃত হয় আকাশ যেমন। শরেতে ঢাকিল শূন্য জানিবে তেমন॥ মহাভয়ে ক্ষত্রগণ মহাবলধর। যবনের ভাব দেখি কুপিত-অন্তর॥ অগ্নি-সম জ্বলে সবে অতি ভীমকায়। চারিদিকে রণ মাঝে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ অসংখ্য অসংখ্য শর করে বরিষণ। বজ্রশব্দে হুহুঙ্কার করে ঘন ঘন॥ আস্ফালন করে সবে অতি রোষভরে।বাহ্বাস্ফোট করে কেহ পশিয়া সমরে॥ ভিন্দিপাল কেহ করে করিয়া গ্রহণ। শত্রুর উপরে তাহা করে নিক্ষেপণ॥ কত অস্ত্র মারে সবে কে বর্ণিতে পারে। যবনের সৈন্য কত পড়িল সমরে॥ রণেতে দুর্মদ যত যবন-নিকর। ক্রমে ক্রমে পড়ে সবে ধরণী-উপর॥ কোটি কোটি যবনেরা রণভূমে পড়ে। মদোৎকট তারা সবে জানিবে সমরে॥ রুধিরের নদী কত বহিতে থাকিল। কত মুণ্ড রণমাঝে লুণ্ঠিত হইল॥ মাংসভোজী জন্তুগণ সমরে আসিয়ে। মৃতমাংস খায় কত প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥

হেনকালে মহাবল যবন-রাজন। নেত্রপাত করি অগ্রে করেন দর্শন॥ শ্যামাঙ্গী যুবতী এক পশিয়া সমরে। ঘোর রবে রণমাঝে হুহুঙ্কার করে॥ যবন উপরে করে শর বরিষণ। অস্ত্র শস্ত্র হাতে কত হতেছে শোভন॥ ইন্দীবর সম চক্ষু অতীব বিশাল। অস্ত্র শস্ত্র কত শোভে হাতেতে তাঁহার॥ দিব্যরূপা সেই দেবী রণে উন্মাদিনী। নবীনা যুবতী সতী সহাস্য-বদনী॥ পীনোন্নত পয়োধর অতি মনোহর। পদ্মগন্ধে আমোদিত তাঁর কলেবর॥ সৌদামিনী সম তেজ শোভিছে শরীর। নানারত্ন ধরে দেবী নিজ কলেবরে॥ ক্ষীণ কটি শোভে কিবা কেশরী সমান। চিকণ চিকুর শিরে করে অবস্থান॥ কন্দর্পের রতি সম বিরাজে সুন্দরী। মুনিমনোহরা সতী আহা মরি মরি॥ ম্লেচ্ছপতি পুনঃ পুনঃ করি দরশন। বিহ্বল হইয়া পড়ে সমরে তখন॥ বামারে সম্বোধি পরে সহাস্য-বদনে। কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে॥ শুন বালে বরারোহে আমার বচন। কোথা হতে আসিয়াছ বলহ এখন॥

বীরগণ ভয় পায় হেরিয়া তোমারে। কি হেতু এসেছ বল বিষম সমরে॥
কাহার নন্দিনী তুমি বলহ বচন। বল বল শশিপ্রভে আমারে এখন॥
পরম যুবতী তুমি অতি মনোহর। করিবে সুরত ক্রীড়া তুমি নিরন্তর॥
তাহা ছাড়ি রণমাঝে করি আগমন। শস্ত্র ক্রীড়া করিতেছ কিসের কারণ॥
আমার বচন শুন চপল-লোচনে। মম পাশে এসো সতি সহাস্য-বদনে॥
আমার অন্দরে আছে যতেক রমণী। তাহাদের মাঝে তুমি হবে শিরোমণি॥
সত্য করি বলিতেছি তোমার গোচরে। সুখেতে রাখিব আমি নিজ অন্তঃপুরে॥
দুরাত্মা লম্পট সেই যবনের পতি। দেবীরে সম্বোধি কহে এরূপ ভারতী॥
তাহা শুনি মহারুষ্ট ক্ষত্রিয়-নিকর। অধর দংশন করে রোষে নিরন্তর॥
বাহ্বাস্ফোট করি সবে কুপিত অন্তরে। অস্ত্র শস্ত্র মারে কত যবন-উপরে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র ঘন ঘন করয়ে ক্ষেপণ। ঐন্দ্র অস্ত্র কত মারে কে করে গণন॥
অস্ত্র শস্ত্র কত মারে কে গণিতে পরে। দশদিক সমাচ্ছন্ন ক্রমে শরজালে॥
প্রলয়ে যেরূপ হয় এই বসুমতী। সেরূপ হইল ধরা অন্ধকারে অতি॥
যবন উপরে অস্ত্র হয় বরিষণ। ব্যথিত হইল তাহে ম্লেচ্ছসৈন্যগণ॥
কত সৈন্য পড়ে ক্রমে ধরণী-উপরে। রক্তনদী বহে কত সমরের স্থলে॥
প্রলয় সময়ে ধরা কাঁপায়ে যেমন। সেইরূপ বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন॥
সৈন্যগণ পদভরে টলমল করে। হেরিয়া দর্শকগণ হৃদয়ে শিহরে॥
এত বলি সম্বোধিয়া যত ঋষিগণে। বলিলেন পুনরায় মধুর-বচনে॥
শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন। যেই সতী রণমাঝে করিতেছে রণ॥
যাহারে সম্বোধি সেই যবনের পতি। কামভরে বলেছিল দারুণ ভারতী॥
কিরাত-নন্দিনী তিনি পরম সুন্দরী। যাঁর চিত্ত বিমোহিত সিন্ধুরাজোপরি॥
রণচণ্ডীরূপে তিনি করেন সমর। রণেতে নিপুণা সতী অবনী ভিতর॥
কামার্ত্ত হইয়া সেই যবন-রাজন। কটুবাক্য কহে কত তাঁহারে তখন॥
তাহা শুনি সিন্ধুরাজ কুপিত অন্তরে। ঘন ঘন দৃষ্টি করে যবন ঈশ্বরে॥
তার পর সারথিরে কহেন বচন। আমার আদেশ শীঘ্র করহ পালন॥
ম্লেচ্ছপতি যেই স্থানে করে অবস্থিতি। রথ লয়ে সেই স্থানে চল দ্রুতগতি॥
কটুকথা কহে দুষ্ট কিরাত-কন্যারে। সমুচিত ফল দিব এখনি তাহারে॥
দুর্ম্মতির দর্প চূর্ণ করিব এখন। চল চল সেই স্থানে আমার বচন॥
এরূপ আদেশ পেয়ে সারথি তখন। দ্রুতগতি সেই স্থানে করয়ে গমন॥
যবনের সৈন্যগণে করি বিলোড়ন। মহাবেগে দ্রুত চলে সিন্ধুর রাজন॥
তাহা দেখি দুরাধর্ষ যবনের পতি। সিন্ধুরাজ অভিমুখে আসে দ্রুতগতি॥

অস্ত্রের ভৈরব রবে বিভ্রান্ত হইয়ে। চারিদিকে ধায় সবে সঘনে পলায়ে॥
কেহ কেহ নিজ প্রাণ রক্ষার কারণ। অস্ত্র শস্ত্র রণস্থলে করি বিসর্জ্জন।
পলায়ন করে চক্ষু যেই দিকে যায়। রোদন করিয়া কেহ সঘনে দৌড়ায়।
হা পিত হা ভ্রাত বলি কোন কোন জন। দ্রুতগতি রণ হতে করে পলায়ন।
কেহ কেহ পিতৃদেবে করি সম্বোধন। হা পিত বলিয়া ডাকে করিয়া রোদন॥
বল পিতঃ কোথা যাও আমারে ত্যজিয়ে। কৃপা করি লহ মোরে সঙ্গেতে করিয়ে
এইরূপে ভীত হয়ে ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ। নানা মতে চারিদিকে করে পলায়ন॥
রুধির বমন কেহ ঘন ঘন করে। মহাবেগে পড়ে সব বিকল শরীরে॥
প্রবল বায়ুর বশে জলদ যেমন। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে করে শূন্যেতে গমন॥
সেইরূপ ম্লেচ্ছপতি বিনিহত হলে। অবশিষ্ট যত সেনা ছিল রণস্থলে॥
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সবে করে পলায়ন। তাহাদের দুঃখ হায় কি করি বর্ণন॥
মৃহতী সেনার দুঃখ হেরিলে নয়নে। কিবা কষ্ট হয় তাহা কি বলি বদনে॥
এইরূপে হত হলে যবন-রাজন। অকস্মাৎ রণমাঝে আসে এক জন॥
যবনরাজার ভ্রাতা অতি মহাবল। অবিলম্বে উপনীত আসি রণস্থল॥
মহারোষে উপনীত অশ্ব আরোহণে। বেষ্টিত হইয়া আসে বহুসৈন্যগনে॥
সবার করেতে শোভে অস্ত্র বিভীষণ। সবার নয়ন যেন লোহিত বরণ॥
বৈরনির্যাতন ইচ্ছা করিয়া অন্তরে। উপনীত হয় আসি সমর ভিতরে॥
ভ্রাতার নিধনে রুষ্ট হয়ে মহাবল। প্রতিশোধ দিতে আসে সংগ্রাম ভিতর॥
মহাবল ধরে সেই যবনের রায়। মহামর্দ্দ নাম তার অতি ভীমকায়॥
এইরূপে পুনরায় ম্লেচ্ছ-সৈন্যগণ। একত্র হইল আসি করিবারে রণ॥
মহাক্রূর তারা সব কর্কশমূর্ত্তি। ক্ষিপ্রহস্ত দুরাধর্ষ আসে দ্রুতগতি॥
বর্ষাকালে মেঘ যথা করে বরিষণ। যবনেরা করে তথা অস্ত্র নিক্ষেপণ॥
পুনশ্চ যবনসৈন্য করি নিরীক্ষণ। ক্রোধ ভরে জ্বলি উঠে যত ক্ষত্রগণ॥
অগ্নি সম জ্বলে সবে আপন অন্তরে। পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করে কুপিত অন্তরে॥
মুহুর্ম্মুহুঃ কহে সবে বদনে বচন। যবন নিধন কর যবন নিধন॥
এত বলি ম্লেচ্ছসৈন্য পুনঃ ভেদ করি। ক্ষত্রগণ পশে গিয়া সংগ্রাম ভিতরি॥
ক্ষত্রিয় গণের এই ঔদ্ধত্য হেরিয়া। মহামর্দ্দ ধনু লয় করেতে ধরিয়া॥
হাসিতে হাসিতে লয় নিজ শরাসন। টঙ্কার শব্দেতে করে বিস্ময়োৎপাদন॥
মহাবেগে অগ্রগামী মহামর্দ্দ হয়। কালতুল্য মূর্ত্তি তার নাহিক সংশয়॥
ঐরাবত সম তার দেহ বিভীষণ। হেরিলে বিস্ময় হয় দর্শকের মন॥
বসিয়া রয়েছে বীর প্রমত্ত বারণে। সচল পর্ব্বত সম চলিছে সঘনে॥

ঘন ঘন সিংহনাদ করিয়া তখন। সিন্ধুরাজ প্রতি আসে যবন-রাজন॥
দূর হতে তাহা দেখি কিরাতের রায়। সৈন্ধবের প্রাণরক্ষা করা বাসনায়॥
সসৈন্যে সেখানে দ্রুত করে আগমন। যবনেরা তাহা চক্ষে করে দরশন॥
মহামর্দ্দ তাহা দেখি কুপিত অন্তরে। প্রবৃত্ত হইল পরে দারুণ সমরে॥
কিরাত সহিত যুদ্ধ বাঁধিল ভীষণ। মহাগদা নিজ হস্তে করিয়া গ্রহণ॥
নিক্ষেপ করিল তাহা কিরাত-ঈশ্বরে। মহাবেগে আসে গদা বক্ষের উপরে॥
তাহা দেখি রোষভরে কিরাত-রাজন। লম্ফ দিয়া সেই গদা করিল গ্রহণ॥
অনায়াসে সেই গদা ধরি নিজ করে। নিক্ষেপ করিল তাহা যবন উপরে॥
গদাঘাতে বিচূর্ণিত ম্লেচ্ছ সেনাপতি। তাহা দেখি যোদ্ধাগণ বিমোহিত অতি॥
অদ্ভুত ব্যাপার এই করিয়া দর্শন। যোদ্ধাগণ বিমোহিত হইল তখন॥
সেই কালে রোষভরে কিরাত-নন্দিনী। অধর দংশন করে শুন যত মুনি॥
তার পর শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন। মহাশূল রূপবতী করিল গ্রহণ॥
পূর্ব্বকালে ভার্গবেরে শুশ্রূষা করিয়ে। পেয়েছিল এই শূল সানন্দ হৃদয়ে॥
সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম সেই শূল হয়। জ্বলন্ত অনল সম নাহিক সংশয়॥
ত্রিশিখাবিশিষ্ট সেই শূল বিভীষণ। কিরাত-নন্দিনী তাহা করিল গ্রহণ॥
মন্ত্রপূত করি তাহা সানন্দ অন্তরে। ম্লেচ্ছরাজ ভ্রাতৃপরে নিক্ষেপণ করে॥
মহাবেগে সেই শূল উঠিয়া গগন। ঘন ঘন ঘোররবে করয়ে গর্জ্জন॥
তেজোরাশি তাহা হতে ঘন বাহিরায়। সূর্য্যবিম্ব সম উহা কি বলি সবায়॥
ঘোর শব্দ করি উহা গগন উপরে। সবেগে পড়িল গিয়া যবনের পরে॥
মহাশূলে ভিন্ন হৈল তাহার হৃদয়। বিদীর্ণ হইয়া গেল ওহে ঋষিচয়॥
গজোপরি সেই বীর করি অবস্থান। রুধির বমন করে নাহিক বিরাম॥
সিন্ধুপতি তাহা দেখি কুপিত অন্তরে। খড়্গাঘাতে যবনের শিরশ্ছেদ করে॥
পুনরায় করি এক অসির প্রহার। পাঠালেন গজরাজে শমন আগার॥
এইরূপে হত হলে যবনের পতি। ক্ষত্রগণ জয় শব্দ করে নিরবধি॥
নাথহীন হয়ে পড়ে ম্লেচ্ছসৈন্যগণ। কেহ কেহ প্রাণ হেতু করে পলায়ন॥
ব্যূহভঙ্গ করি সব আলুলিতকেশে। পলায়ন করি যায় ইচ্ছা যেই দেশে॥
জীবন ত্যজিয়া যারা হয়েছে পতন। শিবাগণ তার পাশে করি আগমন॥
ছিঁড়িয়া সবার মাংস ঘন ঘন খায়। চারিদিক বেড়ি আসি সকল দাঁড়ায়॥
শকুনি বায়স আদি করে আগমন। আকর্ষণ করি মাংস করয়ে ভক্ষণ॥
ভীষণ রাক্ষস আর পিশাচের দল। হর্ষভরে সমাগত হয় রণস্থল॥
বিকট হাসিয়া সবে করে বিচরণ। রক্তপান করি সবে আনন্দিত মন॥

ঘন ঘন মাংস খায় পুলক অন্তরে। এইরূপে রণস্থলে বিচরণ করে॥
স্থানে স্থানে মহাবল বিহঙ্গমগণ। বিরূপ-আকার সবে ভীম দরশন॥
চীৎকার করিয়া সবে ভয়ঙ্কর স্বরে। বিবাদ করিছে কত তারা পরস্পরে॥
কলহ করয়ে সবে মাংসের কারণ। এইরূপ রণস্থলে হয় দরশন॥
ভূত প্রেত আদি করি যত নিশাচর। উপনীত হয় আসি সমর ভিতর॥
শোণিত-কর্দ্দম হয় সেই রণস্থলে। বিকট হাসিয়া সবে বিচরণ করে॥
এরূপে বিনষ্ট হলে যবন- রাজন। তাহার যতেক সৈন্য হইল নিধন॥
তাহার অনুজ শেষে পড়িলে সমরে। ক্ষত্রকুল জয় ধ্বনি ঘন ঘন করে॥
শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি হয় ঘন ঘন। আনন্দেতে নৃত্য করে অমরের গণ॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে সুমধুর স্বরে। গন্ধর্ব্বেরা গান করে হরিষ অন্তরে॥
চারিদিক্ প্রকাশিত হইল তখন। জ্যোতিষ্কমণ্ডল করে প্রতিভা ধারণ॥
সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতে লাগিল। ভাস্কর অপূর্ব্ব প্রভা ধারণ করিল॥
প্রজ্বলিত হৈল অগ্নি পূর্ব্বের সমান। সকলে করিতে থাকে আহুতি প্রদান॥
এইরূপে জয়লাভ করিয়া সমরে। সিন্ধুরাজ পুলকিত আপন অন্তরে॥
পৈতৃক সাম্রাজ্য পুনঃ করেন উদ্ধার। পুনরায় হাস্যমুখ হইল তাহার॥
পরমপ্রহৃষ্ট হয়ে সিন্ধুর রাজন। কিরাত রাজারে করে গাঢ় আলিঙ্গন॥
আলিঙ্গন করে আর পঞ্চাল রাজনে। করিলেন অভ্যর্থনা মধুর ভাষণে॥
এইরূপে যবন সৈন্য করিয়া মথন। বিপক্ষ সাগর হতে উঠেন রাজন॥
বাহুবলে দগ্ধ করে যবন-নিকরে। মহাবল নরপতি জানে সর্ব্ব নরে॥
পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হন। সুপ্রসন্ন তাঁর প্রতি সূর্য্যের নন্দন॥
পুনরায় তুষ্ট হন গ্রহ শনৈশ্চর। অধিক বলিব কিবা তাপসনিকর॥
এইরূপে শত্রুকুল করিয়া নিধন। মনোব্যথা দূর করে সিন্ধুর নন্দন॥
পুনরায় প্রজাগণে করিয়া উদ্ধার। শাসন করেন সবে রাজা গুণাধার॥
ইন্দ্রের সমান প্রজা করেন পালন। তাঁহার গুণের কথা না যায় বর্ণন॥
অরি বিমথন করি সিন্ধুর ঈশ্বর। প্রজাগণে ধনদান করেন বিস্তর॥
শান্তিগুণ ধরি প্রজা করেন পালন। তাঁহার গুণেতে বশ যত প্রজাগণ॥
পুত্রের সমান প্রজা পালিতে লাগিল। তাঁহার যশেতে পৃথ্বী পূরিত হইল॥
এদিকে শুনহ পরে ওহে ঋষিগণ। রণমাঝে মহাবল কিরাত রাজন॥
কন্যার প্রভাব দেখি আপন নয়নে। বিস্মিত হয়েন কত না যায় কহনে॥
অলৌকিক বল তাঁর করি দরশন। স্নেহ পরবশ হন কিরাত রাজন॥
আনন্দেতে অশ্রুবারি ঘন ঘন পড়ে। কন্যারে নিলেন তুলি অঙ্কের উপরে॥

মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া কহেন তখন। এসো বৎসে মম বাক্য করহ শ্রবণ॥
আজি তুমি রণস্থলে করি আগমন। যেরূপ করেছ বৎসে বল প্রদর্শন॥
যেরূপে যবনকুল করিলে বিনাশ। ইহাতে হইল কীর্ত্তি জগতে প্রকাশ॥
লোকাতীত কার্য্য ইহা নাহিক সংশয়। হেন কাজ মানুষের কভু সাধ্য নয়॥
অধিক বলিব কিবা শুনহ কল্যাণি। আমি তব পিতা বটে তুমি যে নন্দিনী॥
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ। অম্বিকা সদৃশ ভাবি তোমারে এখন॥
এমন নৈপুণ্য রণে কভু নাহি হেরি। অধিক বলিব কিবা শুনহ কুমারি॥
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ। অনুরক্তা সিন্ধুরাজে হয়েছ এখন॥
তাহা দেখি মোরা ভাসি আনন্দ-সাগরে। অতএব শুন বৎসে বলি যে তোমারে
পাঞ্চালের অধিপতি করুন্ দর্শন। দেখুক্ যতেক আছে মম সৈন্যগণ॥
সবার সমক্ষে আমি সানন্দ অন্তরে। তোমারে অর্পিব আমি সৈন্ধব-ঈশ্বরে॥
এত বলি বীরবর কিরাত-রাজন। দুহিতার করপদ্ম করিয়া ধারণ॥
সিন্ধুরাজকর সহ যোজিত করিযে। বলিলেন সিন্ধুনাথে সানন্দ হৃদয়ে॥
শুন শুন বীরবর আমার বচন। সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যা কর দরশন॥
হইয়াছে অনুরক্তা তোমার উপরে। অতএব কন্যাদান করি তব করে॥
পত্নীত্বে ইহারে তুমি করহ গ্রহণ। তাহে তুষ্ট হব আমি শুনহ রাজন॥
সাধুশীলা এই কন্যা হেরিছ নয়নে। অযোগ্যা নহেক তব ভাবি দেখ মনে॥
কেবল নহেক কন্যা মাত্র রূপবতী। বহুতর গুণ আছে ওহে মহীপতি॥
শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান আছে শুনহ বচন। রণদক্ষা এই কন্যা করিলে দর্শন॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহীপতি। গ্রহণ করহ এরে কহিনু সংপ্রতি॥
তব পাশে কিবা আর কহিব বচন। সমরে পাণ্ডিত্য এঁর করিলে দর্শন॥
নামের সদৃশ কার্য্য করেছেন ইনি। বীরা নামে খ্যাত ইনি ওহে নৃপমণি॥
অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন। তোমা প্রতি একমাত্র অনুরাগী মন॥
বিবেচনা করি দেখ আপন অন্তরে। একমাত্র তব রাজ্য উদ্ধারের তরে॥
আমার নন্দিনী করে রণে আগমন। অধিক বলিব কিবা সিন্ধুর রাজন॥
বিবেচিয়া দেখ রাজা এ ভবসংসারে। প্রণয়ে বিমুগ্ধ যদি নাহি হয় নরে॥
তবে কি উদ্যত হয় দিতে নিজ প্রাণ। প্রাণ দিতে কেবা আসে ওহে মতিমান্॥
এই সব বিবেচিয়া আপন অন্তরে। প্রাণসমা নন্দিনীরে দিনু তব করে॥
জগতে নাহিক হেরি তোমার সমান। সকলের কর তুমি উচিত সম্মান॥
যেই জন যেইরূপ মাননীয় হয়। তাহারে সেরূপ মান্য কর মহোদয়॥
দিতেছি কন্যারে তব করে উপহার। মম অনুরোধ রক্ষা কর গুণাধার॥

যাহে তুমি মম কন্যা করহ গ্রহণ। অবশ্য হইবে মম বাসনা পূরণ॥
পুলকিত হব আমি আপন অন্তরে। অধিক বলিব আর কি বল তোমারে॥
এইরূপ সুললিত বচন-বিন্যাসে। কিরাতের অধিপতি বাসনা প্রকাশে॥
অনুনয় করে কত সেই মতিমান্। শুনিয়া শ্রবণে তাহা সৈন্ধব ধীমান॥
কহিলেন শুন শুন কিরাত-রাজন। আজ্ঞা কৈলে মোরে যাহা ওহে মহাত্মন॥
অবিচারে তাহা আমি করিব পালন। আপনার আজ্ঞা করি শিরেতে ধারণ॥
কৃতঘ্ন নহেক কভু সিন্ধু-অধিপতি। অন্তরে জানিবে ইহা ওহে মহামতি॥
তোমার নন্দিনী হয় পরম রূপসী। তাহার রূপের কথা ভাবি দিবানিশি॥
ললনাকুলের তিনি প্রধান ভূষণ। সমাদরে তাঁরে আমি করিব গ্রহণ॥
জগতে নাহিক কেহ তাঁহার সমান। সাদরে লইব তাঁরে ওহে মতিমান্॥
এত বলি ধর্ম্মনিষ্ঠ সিন্ধুর রাজন্। সবার সমক্ষে কন্যা করেন গ্রহণ॥
লক্ষ্মীরে গ্রহণ যথা করে নারায়ণ। সেইরূপ মহাবীর সিন্ধুর রাজন॥
পত্নীত্বে গ্রহণ করে কিরাত-কন্যারে। জয় জয় শব্দ করে যত সব নরে॥
এইরূপে সিন্ধুরাজ করিয়া সমর। পিতৃরাজ্য পুনরায় করে করতল॥
কিরাতরাজের আর পাঞ্চালপতির। সাহায্য লইয়া সেই সৈন্ধব প্রবীর॥
দুরাত্মা যবনগণে করিয়া নিধন। পৈতৃক সাম্রাজ্য পুনঃ করেন গ্রহণ॥
নিজহস্তে শত্রুগণে করিয়া সংহার। সিংহাসনে অধিরূঢ় হন পুনর্ব্বার॥
গুরুজন পাশে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ। লইলেন পুনরায় রাজ সিংহাসন॥
যেমন বসিল রাজা রাজসিংহাসনে। মাগধ আসিল সব নৃপবিদ্যমান॥
মাগধেরা চারিদিকে করি অবস্থান। স্তুতিপাঠ আরম্ভিল নৃপবিদ্যমানে॥
রাজার যতেক গুণ করিয়া কীর্ত্তন। পরম আনন্দ করে সেই সব জন॥
হেনকালে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ-নিকর। উপনীত হয় আসি রাজার গোচর॥
দুর্ব্বাক্ষত করে সবে করিয়া গ্রহণ। আশীর্ব্বাদ করে তারা কে করে বর্ণন॥
পুরনারী সবে আসি রাজার গোচরে। লাজ বর্ষে চারিদিকে হর্ষ সহকারে॥
চারিদিক হতে যত আসিয়া রাজন। নতশিরে রাজপদে করিল বন্দন॥
মুকুট সবার শিরে কিবা শোভা পায়। মণিতে খচিত তাহা কি বলি সবায়॥
সেই শিরে নতি করে সৈন্ধব-চরণে। আনন্দ উঠিল আহা সৈন্ধব ভবনে॥
অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্রনিকর। উপনীত হয় আসি রাজার গোচর॥
অভিমত অর্থ পাবে এই সে কারণে। রাজগুণ গান করে একান্ত যতনে॥
বংশের মাহাত্ম্য-কথা করিয়া কীর্ত্তন। রাজার প্রশংসা করে সেই সব জন॥
স্তুতিবাদ করে কত বর্ণিবার নয়। নগরী হইল ক্রমে কোলাহলময়॥

তার পর বীরসেন সিন্ধু-অধিপতি। রাজসিংহাসনে বসি সেই মহামতি ॥
বিধিমত বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। কিরাতের নন্দিনীরে করেন গ্রহণ ॥
দিব্যরূপা সেই নারী কি বলিব আর। তাহে সিন্ধু-অধিপতি অতি গুণাধার ॥
যোগ্য পতি সনে হৈল যেগ্যোর মিলন। কমলারে লয় যথা দেব নারায়ণ ॥
আনন্দে পূরিত হৈল সৈন্ধব নগরী। সে কালের সুখের কথা বর্ণিবারে নারি ॥
তদবধি নৃপবর সৈন্ধব-ঈশ্বর। সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ গুণীর প্রবর ॥
কুলাচার্য্য পাশে মন্ত্র করিয়া গ্রহণ। গ্রহরাজ শনিদেবে করেন পূজন ॥
শনিবারে সুসংযত হইয়া রাজন। সূর্য্যসুতে যথাবিধি করেন অর্চ্চন ॥
স্তব পাঠ করে রাজা মধুর-বচনে। প্রসন্ন করেন গ্রহে একান্ত যতনে ॥
এইরূপে সমতীত হইল বৎসর। গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন রাজার উপর ॥
পরিতুষ্ট হয়ে তিনি রাজার উপরে। শান্তভাবে আবির্ভূত হন শূন্যভরে ॥
জলদগম্ভীর রবে করি সম্ভাষণ। কহিলেন সিন্ধুনাথে মধুর বচন ॥
শুন শুন সিন্ধুপতি বচন আমার। সর্ব্বগুণে গুণবান্ তুমি গুণাধার ॥
আমার প্রসাদে তুমি অতীব অচিরে। রাজচক্রবর্ত্তী হবে কহিনু তোমারে ॥
সার্ব্বভৌমপদে তুমি হবে অধিষ্ঠিত। আমার বচন রাজা জানিবে নিশ্চিত ॥
যাবৎ করিবে তুমি ভূমে অবস্থান। বিপদ না হবে তব ওহে মতিমান্ ॥
বিঘ্ন না করিবে কভু তোমা আক্রমণ। আরো যাহা বলি রাজা করহ শ্রবণ ॥
আধি ব্যাধি না রহিবে রাজ্যের ভিতরে। অকালমরণ যাবে রাজ্য হতে দূরে ॥ দরিদ্রতা না রহিবে প্রজার ভিতর। আমার আদেশ ইহা ওহে নরবর ॥ দুঃখজালে মুক্ত হবে যত প্রজাগণ। পরম সুখেতে রবে জানিবে রাজন ॥
আর এক কথা বলি শুন গুণাধার। যেই ব্যক্তি দেহ ধরি ধরণী মাঝার ॥
তব সম ভক্তিভাবে আমার বাসরে। বিধানে করিবে পূজা আমারে সাদরে ॥
ভক্তিভরে মম স্তব করিবে পঠন। অথবা ভকতি করি করিবে শ্রবণ ॥
প্রসন্ন হইব আমি তাহার উপর। সুখেতে রহিবে সেই অবনীভিতর ॥
বিপদ তাহারে নাহি ঘেরিবে কখন। সুখেতে রহিবে সেই আমার বচন ॥
এত বলি পুনরায় মধুর বচনে। বিধিসুত কহে পুন যত ঋষিগণে ॥
শুন শুন ঋষিগণ বলি তার পর। রাজারে এতেক বলি গ্রহের ঈশ্বর ॥
অবিলম্বে অন্তর্হিত হলেন গগনে। নরপতি পুলকিত নিজ মনে মনে ॥
সভাতে আছিল যত মানব নিকর। জয় জয় ধ্বনি করি করে কোলাহল ॥
আনন্দের জয় ধ্বনি সবার বদনে। কত ধন দেন রাজা দীনদুঃখীগণে ॥
পরম সুখেতে রহে যত প্রজাগণ। পুত্র সম প্রজা রাজা করেন পালন ॥

এদিকে কিরাতরাজ পাঞ্চাল-ঈশ্বর। দুই জনে কিছুদিন রহে সেই স্থল ॥
প্রণয় বাড়িল ক্রমে সিন্ধুরাজ সনে। দুই জনে কিছুদিন রহে সেই খানে ॥
তার পর রাজপাশে যাচেন বিদায়। তাহা শুনি সিন্ধুপতি বিচলিত কায় ॥
অবিরল অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন। তার পর মনোবেগ করিয়া দমন ॥
দুই জনে নরপতি দিলেন বিদায়। বিদায় লইয়া তারা দুই জনে যায় ॥
নিজ রাজ্যে যাত্রা করে উভয় রাজন। যথাকালে উপনীত হন দুই জন ॥
এরূপে শ্বশুর আর সুহৃদ-প্রবরে। বিদায় প্রদান করি আপন অন্তরে ॥
বিষাদ লভেন সেই সিন্ধুর রাজন। তার পর ধৈর্য্য ধরি ওহে ঋষিগণ ॥
প্রজার পালন করে একান্ত যতনে। বিধিমতে পূজা করে যত দেবগণে ॥
অতিথি গণেরে সদা করেন পূজন। দীনদুঃখীজনে ধন করেন অর্পণ ॥
যাগ যজ্ঞ কত করে বর্ণিবার নয়। তাঁহার শাসনে সুখী প্রজাগণ হয় ॥
জনমে প্রচুর শস্য ধরণী মাঝারে। যথাকালে জল বর্ষে জলদনিকরে ॥
অনাবৃষ্টি নাহি হয় রাজ্যের ভিতর। অকালমরণ নাহি জানে কোন নর ॥
পরম সুখেতে থাকে যত প্রজাগণ। নারায়ণ সম রাজা করেন শাসন ॥
তাঁহার শাসন গুণে নৃপতি-নিকর। বশীভূত হয়ে কাছে রহে নিরন্তর ॥
বীরত্ব যেরূপ ধরে সিন্ধু-নরপতি। বিখ্যাত আছয়ে তাহা সর্ব্ব বসুমতী ॥
তাঁহার বীরত্বভরে অরাতি-নিকর। নিরন্তর হয়ে রহে সভয়-অন্তর ॥
মিত্রবর্গে সদা সুখী রাখেন রাজন। যাগ যজ্ঞ কত করে অমিত-বিক্রম ॥
নানাবিধ যজ্ঞ করি সিন্ধু অধিপতি। দেবতাগণের তুষ্টি করে নিরবধি ॥
দেবগণ তুষ্ট হয়ে পুলক-অন্তরে। অভিমত বর দেন নৃপতি-প্রবরে ॥
বর পেয়ে নরপতি আনন্দে মগন। বিপ্রগণে নানামতে করান ভোজন ॥
স্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেন বিপ্রগণে। বসন দিলেন কত না যায় কহনে ॥
নানাবিধ অলঙ্কার করেন প্রদান। এইরূপে বিপ্রগণে তোষেণ ধীমান ॥
তার পর নারায়ণে স্মরেন অন্তরে। অন্তিমে কাণ্ডারী যিনি ভবপারাবারে ॥
সর্ব্বজ্ঞানময় যিনি সুমঙ্গলময়। সেই দেবে স্মরে হৃদে রাজা গুণময় ॥
এইরূপে বাসুদেবে করিয়া স্মরণ। দিগ্বিজয়-অভিলাষ করেন রাজন ॥
চতুরঙ্গ অক্ষৌহিণী সেনা সহকারে। চলিলেন নরপতি দেশদেশান্তরে ॥
জৈত্ররথে বাহনাদি করিয়া যোজন। সেই রথে বীরসেন করি আরোহণ ॥
করিলেন শুভযাত্রা দিগ্বিজয় তরে। চারিদিকে রণবাদ্য বাজে ঘোরস্বরে ॥
ভারতাদি যত রাজ্যে করিয়া গমন। একে একে পরাজয় করেন রাজন ॥
ভারত কিম্পুরু হরি ইলাবৃত আদি। সব রাজাগণে জয় করেন নৃপতি ॥

আরণ্য পার্ব্বত্য খশ বর্ব্বর যবন। ক্রমে ক্রমে পরাজিত হয় সব জন॥
এইরূপে নরনাথ অতীব অচিরে। করিলেন পরাজয় সকল রাজারে॥
বশীভূত হয় তাহে যত রাজগণ। কত ধন রত্ন আদি করে বিতরণ॥
কত অশ্ব হস্তী রাজা উপহার পায়। কত দ্রব্য পান তাহা কি বলি সবায়॥
এইরূপে বহু ধন করিয়া গ্রহণ। পুনশ্চ স্বরাজ্যে রাজা প্রত্যাগত হন॥
অখণ্ডিত ভুজদণ্ড প্রতাপে রাজন। যাবতীয় শত্রুগণে করিয়া দমন॥
মহারাজ সিন্ধুপতি আপনার বলে। করিলেন স্বীয় বশ অরাতি মণ্ডলে॥
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ সম হতদর্প হয়ে। রহিল তাহারা সবে বিকল-হৃদয়ে॥
তাহাদের পাশে কর করিয়া গ্রহণ। আপন রাজ্যেতে আসে সিন্ধুর নন্দন॥
এইরূপে নরপতি আসিয়া নগরে। রাজসূয় জজ্ঞ করে অতি ভক্তিভরে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যেমত বিধান। দীনদুঃখী জনে ধন করেন প্রদান॥
প্রভুত দক্ষিণা দেন যত বিপ্রগণে। সম্মান করেন কত অভ্যাগত জনে॥
যত রাজা এসেছিল তাঁহার আলয়। সবারে সম্মান করে রাজা মহোদয়॥
এইরূপে যজ্ঞাবাধ হলে সমাপন। সবারে বিদায় দেন সিন্ধুর রাজন॥
অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনা বরিয়া যতনে। বিদায় দিলেন সবে বিহিত বিধানে॥
বিদায় পাইয়া সবে করযে গমন। আপন আপন স্থানে উপনীত হন॥
এইরূপে যজ্ঞ আদি করি সমাপন। বিশ্রাম কারণে রাজা সমুদ্যত হন॥
রাজকার্য্য সমর্পিয়া মন্ত্রীর উপরে। পশিলেন নৃপবর অন্দর ভিতরে॥
কিরাত-নন্দিনী সহ করেন বিহার। আরো যত নারী ছিল অন্তঃপুরে তাঁর॥
ধর্ম্ম অবিরোধে করে বিহার রাজন। সবাকার মনস্তুষ্টি করেন সাধন॥
এইরূপে কিছুকাল করিয়া বিহার। পুন রাজকাজে মন দেন গুণাধার॥
কিরাত নন্দিনীগর্ভে জনমে নন্দন। পরম সুন্দর সেই অতি বিমোহন॥
আনন্দে পূরিত হয় রাজার নগর। ঘরে ঘরে মহোৎসব করে সব নর॥
কদলী রোপিত হয় প্রতি দ্বারে দ্বারে। পুষ্পমাল্য শোভে কত কে বর্ণিতে পারে
দ্বারে দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ করযে স্থাপন। আনন্দে মগন যত হয় প্রজাগণ॥
সুখের সাগরে ভাসে সিন্ধু নরপতি। অন্তঃপুরে নারীগণ মহাসুখী অতি॥
দীনজনে ধন রাজা করেন অর্পণ। বিপ্রগণে নানামতে করান ভোজন॥
দেবতা উদ্দেশে পূজা করেন যতনে। এইরূপে শুভকার্য্য পুত্রের কারণে॥
এইরূপে মহাসুখে সুখী নরপতি। মনের হরিষে কাল যাপে নিরবধি॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণন॥
এ হেন মাহাত্ম্যকথা কহিনু সবারে। ভক্তিভরে তাঁর পদ ভাবহ অন্তরে॥

তাঁহার অসাধ্য নাহি জগত ভিতর। তাঁহার প্রসাদে সুখী হয় যত নর ॥
উচ্চ জনে নীচ করে সূর্য্যের নন্দন। নীচ জনে উচ্চ করে সেই মহাত্মন ॥
বিধানে তাঁহার পূজা করিলে যতনে। বিঘ্নরাশি নাহি আসে তার বিদ্যমানে ॥
তাঁর স্তব ভক্তিভরে করিলে পঠন। বাসনা পূরণ হয় ওহে ঋষিগণ ॥
অধনীর ধন হয় তাঁহার কৃপায়। তাঁর বরে পুত্রহীন পুত্র আদি পায় ॥
কামার্থীর কাম পূর্ণ প্রসাদে তাঁহার। ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম হয় জগত-মাঝার ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। যাহার যেমত আছে উচিত নিয়ম ॥
সেইরূপে ধর্ম্মরক্ষা করিলে যতনে। কর্ত্তব্য সাধন কৈলে ঐকান্তিকমনে ॥
বিপদ তাহারে নাহি করে আক্রমণ। বেদের বিধান এই শাস্ত্রের বচন ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বিচক্ষণ সিন্ধুনরপতি। কর্ত্তব্য সাধন কৈল সেই মহামতি ॥
সেই হেতু বিঘ্ন রাশি হৈল বিদূরণ। রাজচক্রবর্ত্তী হৈল এই সে কারণ ॥
রাজগণ রাজধর্ম্ম পালিলে যতনে। বিপদ নাহিক আসে তার বিদ্যমানে ॥
যাহার যেমন আছে কর্ত্তব্য বিধান। সেরূপ করিবে কাজ সেই মতিমান্ ॥
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর। শুনিলে পাতক তার যায় দূরান্তর ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

রাজার সাধারণতঃ কর্ত্তব্য।

সনৎকুমার উবাচ।

ব্যসনানি ত্যক্তব্যানি মূলোচ্ছেদকরাণি চ।
কর্ত্তব্যা মন্ত্রণা গূঢ়া ন প্রকাশ্যা কদাচন ॥

এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। মধুর বচনে পুনঃ করি সম্বোধন ॥
জিজ্ঞাসা করেন সবে সনত-কুমারে। শুন শুন নিবেদন করি হে তোমারে ॥
তোমার মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী। বলবতী হয় ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ শুনি ॥
নিজ কর্ম্ম বিধানেতে করিল সাধন। সে হেতু পরম সুখী সিন্ধুর রাজন ॥
এ কথা কহিলে তুমি মোদের গোচরে। তাই পুনঃ জিজ্ঞাসিছি জানিবে তোমারে
কি কাজ উচিত হয় করিতে রাজার। সেই কথা প্রকাশিয়া কহ গুণাধার ॥
সামান্যতঃ কিবা কাজ করিলে সাধন। সুখে কাল রাজগণ করয়ে যাপন ॥
কর্ত্তব্য কর্ম্মের বল কি আছে বিধান। এই সব বিবরিয়া কহ মতিমান ॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন যত ঋষিগণ ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অতি মধুময়। বর্ণন করিব তাহা ওহে ঋষিচয় ॥

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজন। ধর্ম্ম অবিরোধে প্রজা করিবে পালন॥ ধর্ম্ম লোপ নাহি হয় এমত প্রকারে। যথাবিধি নিরন্তর পালিবে প্রজারে॥ এই ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হতেছে রাজার। বেদের বচন ইহা শাস্ত্রের বিচার॥ রাজ্য নষ্ট হয় যাহে ওহে ঋষিগণ। সমূলে রাজ্যের নাশ করে যে করম॥ সে সব করম রাজা ত্যজিবে যতনে। জানিবে ব্যসন উহা শাস্ত্রের বচনে॥ মন্ত্রণা করিবে যাহা মন্ত্রীর সহিত। গূঢ়ভাবে তা রাখিবে শাস্ত্রের বিহিত॥ প্রকাশ কাহারো পাশে কভু না করিবে। গুপ্ত থাকে যাহে তাহে যত্নবান হবে॥ বিবেচিয়া মন্ত্রীগণে করিবে স্থাপন। কেবা দুষ্ট কেবা ভাল দেখিবে রাজন॥ কোন দোষ নাহি কভু যাহার শরীরে। মন্ত্রীত্বে বরণ তারে করিবে সাদরে॥ কি দোষ করেছে শত্রু করিয়া দর্শন। তার পর সেই জনে করিবে শাসন॥গুপ্তচর সর্ব্বস্থানে রাখিতে হইবে। সকল বিষয় তারা দেখিয়া বেড়াবে রাজ্যের সর্ব্বত্র তারা করিবে ভ্রমণ। কোন্ ব্যক্তি কিবা করে করিবে দর্শন॥ সেই সব নিবেদিবে রাজার গোচরে। বুঝিয়া করিবে রাজা যাহা হয় পরে॥ কিবা বন্ধু কিবা মিত্র কিবা আপ্তজন। কাহারে বিশ্বাস নাহি করিবে রাজন কিন্তু কার্য্যকাল যদি উপস্থিত হয়। বিশ্বাস করিবে শত্রু প্রতি সে সময়॥ শাস্ত্র আদি যেই কার্য্য করিতে হইবে। তাহাতে নৃপতি সদা কৌশল দেখাবে ক্ষয় বৃদ্ধি পরিশূন্য হবেন রাজন। মন্ত্রীগণে নিজবশে করিবে স্থাপন॥ ভৃত্যগণে বশীভূত সদত রাখিবে। পৌরজনে নিজায়ত্ত নিয়ত করিবে॥ বিরোধ করিতে হয় শত্রুর সহিত। কিন্তু কাল বিচারিবে যেমন বিহিত॥ বশীভূত নাহি করি নিজ ভৃত্যগণে। আয়ত্ত না করি আর যত মন্ত্রীগণে॥ শত্রু জয়ে বাঞ্ছা করে যেই নরপতি। বিঘ্নরাশি আসি তারে ঘেরে নিরবধি॥ তাহার বাসনা পূর্ণ না হয় কখন। অজিতাত্মা সেই জন শাস্ত্রের বচন॥ শত্রু হতে পরাভূত সেই জন হয়। নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা নাহিক সংশয়॥ কাম ক্রোধ না করিবে নৃপতি কখন। অই সব হৃদি হতে দিবে বিসর্জ্জন॥ কাম আদি না রাখিবে আপন অন্তরে। অন্তর হইতে তাহা বিসর্জ্জিবে দূরে॥ কাম ক্রোধ যেই রাজা করে পরাজয়। শত্রুগণ তার কাছে পরাভূত হয়॥ কাম আদি জয় যদি করিবারে নারে। শত্রুগণ নাশে তারে জানিবে অন্তরে তাহার রাজত্ব নাহি বহুদিন রয়। অচিরে জীবন সেই ত্যজয়ে নিশ্চয়॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মান হর্ষ আর। এই ছয় মহা রিপু শাস্ত্রের বিচার॥ রাজার পরম শত্রু এই ছয় হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়॥ কাম হেতু পাণ্ডুরাজ লভেছে পতন। অনুহ্লাদ শোক পান ক্রোধের কারণ॥

ক্রোধ হেতু তাঁর পুত্র অকালেতে মরে। লোভ হেতু ঐল মরে জানে সর্ব্বনরে॥
মদ হেতু বেণ রাজা লভিল বিনাশ। মান হেতু অনায়ুর পুত্র পায় নাশ॥
হর্ষ হেতু বিনাশিত হয় পুরঞ্জয়। অতএব মহাশত্রু এই ছয় হয়॥
এই সব পুনঃ পুনঃ করিয়া স্মরণ। অই সব দোষ রাজা করিবে বর্জ্জন॥
কভু না রাখিবে দোষ আপন শরীরে। তবে ত রহিবে সুখে এ ভবসংসারে॥
অই সব দোষ যদি করয়ে বর্জ্জন। পরম সুখেতে তবে রবে সে রাজন॥
শত্রুগণ তার কাছে বশীভূত রবে। তাঁহার বিনাশে শত্রু উদ্যত না হবে॥
এই ত রাজার কর্ম্ম ওহে ঋষিগণ। যতনে এ সব রাজা করিবে সাধন॥
বায়স কোকিল ভৃঙ্গ মৃগ ভুজঙ্গম। ময়ূর কুক্কুট হংস লোহ নর জন॥
ইহাদের স্বভাবাদি করি দরশন। নরপতি সেইরূপ করিবে করম॥
বিপক্ষ উপরে রাজা একান্ত অন্তরে। কীকটের সম ক্রিয়া করিবে সাদরে॥
উপহাস কালে রাজা করিয়া যতন। করিবেক পিপীলিকা-চেষ্টা প্রদর্শন॥
শাল্মলীবীজের চেষ্টা যেইরূপ হয়। অবগত হবে তাহা নৃপ মহোদয়॥
চন্দ্রের স্বরূপ রাজা অবগত হবে। সূর্য্যের স্বরূপ রাজা অবশ্য জানিবে॥
কুলটা রমণী পদ্ম শরভ ও শুনী। গুর্ব্বিণীর স্তন আর গোপের রমণী॥
এদের নিকটে প্রজ্ঞা করিলে গ্রহণ। রাজার মঙ্গল হয় ওহে ঋষিগণ॥
শুন শুন ঋষিগণ বলি পুনর্ব্বার। যে সব উচিত হয় করিতে রাজার॥ যখন
সাম্রাজ্য রাজা করিবে পালন। করিবেক ইন্দ্র সম আকার ধারণ॥ সূর্য্য
সম সোম আর বায়ুর আকৃতি। ধারণ করিবে সেই কালে নরপতি॥ বর্ষা-
কালে চারিমাস দেবেন্দ্র যেমন। আপ্যায়িত করে ধরা করি বরিষণ॥ সেই-
রূপ দান দ্বারা বিবেকী রাজন। সবার হৃদয়তুষ্টি করিবে সাধন॥ আট
মাস যেইরূপ দেব দিবাকর। আকর্ষণ করে জল দিয়া নিজকর॥ সেরূপ
করিয়া রাজা সুসূক্ষ্ম উপায়। শুল্ক আদি কর যত করিবে আদায়॥ কাল
উপস্থিত হলে শমন যেমন। প্রিয় বা অপ্রিয় সব করেন নিধন॥ সেরূপ
নৃপতি যদি অপরাধ হেরে। সমভাবে দণ্ড দিবে প্রজা সবাকারে॥ প্রিয়া-
প্রিয় বিচার না করিবে কখন। এইত রাজার কার্য্য ওহে ঋষিগণ॥ যেই-
রূপ পূর্ণচন্দ্র করি দরশন। প্রীতিমান্ হয় যত ভুবনের জন॥ সেইরূপ
নিরীক্ষণ করিয়া রাজারে। সকলে সন্তুষ্টি যদি লভয়ে অন্তরে॥ তাহা
হলে শশিব্রত হয় অনুষ্ঠান। বলিনু রাজার ধর্ম্ম সবা বিদ্যমান॥ সবার
অন্তর মাঝে পবন যেমন। নিগূঢ় রূপেতে সদা করে সঞ্চরণ॥ সেইরূপ
চর দ্বারা বিবেকী রাজন। সবার অন্তরমাঝে করিবে ভ্রমণ॥ সবার

মনের ভাব জানিতে হইবে। তবে ত মঙ্গল নৃপ অবশ্য লভিবে॥ অমাত্য বান্ধব পৌর যেই কোন জন। রাজার উপরে ভাব রাখেন কেমন॥ চর দ্বারা এই সব জানিবে নৃপতি। মঙ্গল হইবে তাহে শাস্ত্রের ভারতী॥ যাহার হৃদয়ে লোভ না আছে কখন। যেই রাজা হৃদে কাম না করে ধারণ॥ অন্তর আকৃষ্ট যার কিছুতে না হয়। সেই রাজা স্বর্গভোগী জানিবে নিশ্চয়॥ কুপথে গমন যদি করে প্রজাগণ। অথবা স্বধর্ম্ম তারা করে বিসর্জ্জন॥ শাসন করিবে রাজা বিহিত বিধানে। এই ত রাজার কর্ম্ম কহি সবা স্থানে॥ পুনশ্চ স্বধর্ম্মে রত যেই রূপে হয়। করিবেন সেই কাজ রাজা মহোদয়॥ সুপথে গমন করে যাহে প্রজাগণ। কায়মনে সেই কাজ করিবে সাধন॥ এইরূপে নিজকার্য্য করিলে নৃপতি। অন্তিমে তাহার হয় পরমা সুগতি॥ অন্তকালে দিব্য যানে করি আরোহণ। স্বর্গপুরে সেই রাজা করেন গমন॥ শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়। বলিলাম সবা পাশে ওহে ঋষিচয়॥ মঙ্গল কামনা করে যেই নররায়। সর্ব্বথা করিবে সেই এ সব উপায়॥ বিপ্র আদি চতুর্ব্বর্ণ রাজত্বে যাহার। আপন আপন ধর্ম্ম করে অনিবার॥ নিজ ধর্ম্ম কভু নাহি করয়ে বর্জ্জন। সেই রাজা অবসন্ন না হয় কখন॥ ইহকালে সুখে থাকে সেই নরপতি। অন্তিমে তাহার হয় পরমা সুগতি॥ শত্রুগণ তারে নাহি করে আক্রমণ। তাহার নিকটে বশ অন্য রাজগণ॥ সামন্ত রাজারা সব বিনত-বদনে। বন্দনা নিয়ত করে তাঁহার চরণে॥ বিঘ্নরাশি সেই নৃপে করি দরশন। দ্রুতপদে দূরস্থানে করে পলায়ন॥ ইহকালে নিত্য সুখ সেই রাজা পায়। পরকালে দিব্যরথে দিব্য পুরে যায়॥ দুর্ম্মতি যদ্যপি হয় রাজ্যের ভিতর। অন্যজনে কুমন্ত্রণা দিয়া সেই নর॥ স্বধর্ম্ম হইতে তারে বিচলিত করে। রাখিবেন দৃষ্টি রাজা তাহার উপরে॥ স্বধর্ম্মে তাহারে পুনঃ করিবে স্থাপন। হৃষ্টমনে বিধিমতে করিবে শাসন॥ এই ত রাজার ধর্ম্ম ওহে ঋষিচয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়॥ এই সব বিবেচিয়া আপন অন্তরে। যেই রাজা প্রজা পালে অতি যত্ন করে॥ প্রজার ধর্ম্মের অংশ পায় সে রাজন। স্বর্গবাসী হন পরে শাস্ত্রের বচন॥ রাজধর্ম্ম যেইরূপ করেছি শ্রবণ। সবাপাশে সেইরূপ করিনু কীর্ত্তন॥ অধিক বলিব কিবা তাপস-নিকর। রাজধর্ম্ম পালিবেক সদা নৃপবর॥ এইরূপে নরজন্ম করিয়া ধারণ। অন্য অন্য নরগণ করিবে করম॥ যাহার যেমন কর্ম্ম আছয়ে নির্ণয়। সেরূপ করিতে হবে ওহে ঋষিচয়॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন সর্ব্বজন। আপন করম বটে করিবে সাধন॥ বিপ্রের উচিত কাজ

ব্রাহ্মণে করিবে। ক্ষত্রিয়েরা নিজ কাজ যতনে সাধিবে॥ বৈশ্যগণ নিজ-কর্ম্ম করিবে সাধন। শূদ্রগণ করিবেক যেমত নিয়ম॥ নারীগণ নিজ কার্য্য করিবে যতনে। যেমন নির্দ্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের বিধানে॥ নানাবিধ ব্রত আছে শাস্ত্রের ভিতর। নারীরা করিবে তাহা করিয়া আদর॥ বিধানে যতেক ব্রত করিলে সাধন। অনুত্তম ফল পায় নারীজাতিগণ॥ নর নারী সবে ব্রত করিবে যতনে। যেমত নির্দ্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের বচনে॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু কীর্ত্তন॥ পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর। শুনিলে পাতক নাশ পূত কলেবর॥

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ব্রত মাহাত্ম্য।

সনৎকুমার উবাচ।

ব্রহ্মণা সমুপদিষ্টা ষষ্ঠী পাতকনাশিনী।
স্বর্ণোৎপলৈশ্চ বিধিনা পূজিতব্যো ন সংশয়ঃ॥

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত মুনিগণ। নিবেদন করি ওহে বিধির নন্দন॥ ব্রতের মাহাত্ম্য কথা শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥ কোন্ ব্রতফলে হয় কি পুণ্য সঞ্চার। প্রকাশ করিয়া কহ ওহে গুণাধার॥ তব পাশে পুণ্যকথা করিয়া শ্রবণ। সার্থক হউক এবে মোদের জীবন॥ ঋষিদের মুখে শুনি এতেক কাহিনী। সনৎকুমার কহে সুমধুর বাণী॥ বলিতেছি ঋষিগণ করহ শ্রবণ। ব্রতের মাহাত্ম্য কথা অতি অনুত্তম॥ ষষ্ঠীব্রত নামে আছে ব্রতের প্রধান। পাতক বিনাশ পায় কৈলে অনুষ্ঠান॥ এই ব্রত উপদেশ দেন প্রজাপতি। পাতক বিনাশ পায় শাস্ত্রের ভারতী॥ স্বর্ণোৎপল বিনির্ম্মাণ করিয়া যতনে। তাহা দিয়া পূজিবেক দেব নারায়ণে॥ এই রূপে যেই করে ব্রতের সাধন। বিষ্ণুপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন॥ আষাঢ়ের চারিদিন অভ্যঙ্গ ত্যজিলে। প্রীতিব্রত নাম তার শাস্ত্রে হেন বলে অইরূপ যেই জন করয়ে সাধন। শ্রীহরি পরম তুষ্ট তার প্রতি রন॥ পুণ্যদিনে হরগৌরী করিয়া পূজন। বিধানে নিয়ম আদি করিলে পালন॥ হরগৌরী পরিতুষ্ট তাহার উপরে। গৌরীব্রত নাম তার জানিবে অন্তরে॥ একাদশী দিনে যেই হয়ে ভক্তিমান্। অশোক কুসুম স্বর্ণে করিয়া নির্ম্মাণ॥ বিধানে অর্চ্চনা করি দেব নারায়ণে। কাঞ্চনের পুষ্প দেয় অতি শুদ্ধমনে॥

তার পর শ্রীহরির প্রীতির কারণ। বিপ্রগণে বস্ত্র দেয় আর বিভূষণ॥
কল্পকাল সেই জন রহে বিষ্ণুপুরে। শোক নাহি ঘেরে কভু তাহার শরীরে॥
কাম্যব্রত নামে এই ব্রতের নির্ণয়। বলিলাম সবাপাশে ওহে ঋষিচয়॥
কার্ত্তিকমাসেতে যেই হয়ে ভক্তিমান। স্বর্ণপদ্ম মনোরম করিয়া নির্ম্মাণ॥
রুদ্রের অর্চ্চনা করি বিহিত বিধানে। সেই পুষ্প দান করে যে কোন ব্রাহ্মণে॥
রুদ্রলোকে যায় সেই ত্যজি কলেবর। তথায় পরমসুখে রহে নিরন্তর॥
শিবব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবনে। মহাফলপ্রদ ব্রত শাস্ত্রের বচনে॥
হেমন্ত কালেতে কিম্বা শিশির-সময়ে। যেই জন পুষ্প সেবা যতনে ত্যজিয়ে॥
অপরাহ্নে মহেশের প্রীতির কারণ। অথবা হরির তুষ্টি করিতে সাধন॥
সুগন্ধি কুসুম দেয় ব্রাহ্মণের করে। নিত্য পদ পায় সেই মহেশের বরে॥
সৌমব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবন। বলিলাম সবা পাশে ওহে ঋষিগণ॥
ভাগ্যব্রত কথা বলি শুনহ এখন। অনুত্তম ব্রত সেই শাস্ত্রের বচন॥
ফাল্গুনের তৃতীয়াতে বিহিত বিধানে। করিবে লবণ দান বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে॥
বিপ্রদম্পতীরে পরে করিবে পূজন। অর্পণ করিবে তারে গৃহোপকরণ॥
এইরূপে ভাগ্যব্রত যেই জন করে। গৌরীলোকে রহে সেই কল্পকাল তরে॥
যেই জন মৌনব্রত করিয়া ধারণ। সন্ধ্যাকালে যথাবিধি করিয়া অর্চ্চন॥
বস্ত্র তৈল দান করে ব্রাহ্মণ-নিকরে। সম্বৎসর এইরূপ প্রতিদিন করে॥
সরস্বতী লোকে যায় সেই সাধুজন। সারস্বত ব্রত ইহা ওহে মুনিগণ॥
প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে। নর নারী যেই কেহ ভক্তিযুত চিতে॥
কমলার পূজা আদি করিয়া সাধন। উপবাসী হয়ে থাকে ওহে ঋষিগণ॥
সম্বৎসর এইরূপ নিয়মে থাকিয়া। উদ্‌যাপন করে শেষে পবিত্র হইয়া॥
স্বর্ণ পদ্ম সহ ধেনু দক্ষিণা বিতরে। অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু নরে॥
এই ব্রত যেই জন করয়ে সাধন। কীর্ত্তিশালী হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥
কীর্ত্তিব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবনে। বলিলাম সার কথা সবা বিদ্যমানে॥
যেই সব সাধুজন ধর্ম্মপরায়ণ। যথাবিধি নিয়মাদি করিয়া ধারণ॥
অহরহ ঘৃত দ্বারা দেবদেব হরে। সিনান করায় কিম্বা কেশব দেবেরে॥
সাষ্টাঙ্গ হইয়া পরে করয়ে প্রণাম। বিপ্রগণে ধেনু পরে করয়ে প্রদান॥
স্বর্ণপদ্ম দান করে ব্রাহ্মণের করে। শিবলোকে যায় সেই মহেশের বরে॥
শিবব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন। পরম পবিত্র ব্রত শাস্ত্রের বচন॥
প্রত্যেক নবমী তিথি পেয়ে যেই জন। এক বেলা অন্ন মাত্র করিয়া ভোজন॥
দশমীতে উপবাস যথাবিধি করে। ভোজন করায় বিপ্রে তৎপর বাসরে॥

পরিতোষরূপে সবে করায়ে ভোজন। বসন ভূষণ আদি করে বিতরণ॥
শিবপদ পায় সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিচয়॥
কিছুদিন শিবলোকে করি অবস্থিতি। মানবকুলেতে করে অবশেষে গতি॥
সুরূপ হইয়া সেই লভয়ে জনম। তার বশীভূত রহে যত শত্রুগণ॥
অর্ব্বুদ জনম তার এইরূপে যায়। শুভগতি পায় শেষে কহিনু সবায়॥
বীরব্রত বলি ইহা জানে সর্ব্বজন। ব্রতের প্রধান ব্রত অতি অনুত্তম॥
প্রত্যেক পূর্ণিমা তিথি পেয়ে যেই জন। দুগ্ধ ঘৃত দিবাকরে করে সমর্পণ॥
এইরূপে এক বর্ষ পরিপূর্ণ হলে। পঞ্চদশ গাভীদান করে বিপ্রকরে॥
বসন ভূষণ আদি করে সমর্পণ। বৈষ্ণব লোকেতে যায় সেই সাধুজন॥
তার পিতৃগণ যত থাকে স্বর্গপুরে। মহাতৃপ্ত রহে তারা বহুকল্প তরে॥
পিতৃব্রত নাম তার ওহে ঋষিগণ। মহাফলপ্রদ ব্রত শাস্ত্রের বচন॥
চৈত্র-আদি চারিমাস অযাচিত হয়ে। তিলদান করে যেই সানন্দ-হৃদয়ে॥
বসন হিরণ্য আর করে সমর্পণ। ব্রহ্মলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন॥
তাহার আনন্দব্রত জানিবে আখ্যান। সেই জন ব্রহ্মলোকে লভয়ে সম্মান॥
প্রতিদিন পঞ্চামৃত করিয়া অর্পণ। কেশবের স্নানবিধি করে সমাপন॥
একবর্ষ এইরূপ পালিয়া নিয়মে। বর্ষ পূর্ণে শঙ্খদান করয়ে ব্রাহ্মণে॥
শিবলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন। জন্মান্তরে রাজ্যলাভ করে সেই জন॥
জানিবেক ধৃতিব্রত আখ্যান ইহার। বলিলাম সবাপাশে শাস্ত্রের বিচার॥
এক বর্ষ মাংস ত্যাগ করি যেই জন। বর্ষ সমতীতে করে ধেনু সমর্পণ॥
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু নর। বৈষ্ণব ধামেতে যায় হরির গোচর॥
বিষ্ণুব্রত বলি ইহা জানে সর্ব্বজনে। ব্রতশ্রেষ্ঠ বলি ইহা বিখ্যাত ভুবনে॥
বৈশাখেতে পুষ্পসেবা করিয়া বর্জ্জন। পরিত্যাগ করি আর যতেক লবণ॥
প্রতিদিন বিপ্রগণে ধেনু দান করে। বিষ্ণুলোকে রহে সেই কল্পকাল তরে॥
জন্মান্তরে রাজপদ পায় সেই জন। শান্তিব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন॥
মহাফল ইথে হয় কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়॥
প্রতিদিন স্বর্ণ সহ তিলরাশি লয়ে। উৎসর্গ করিয়া যেই বিশুদ্ধ-হৃদয়ে॥
বিপ্রকরে সেই তিল করয়ে প্রদান। সে জন অবশ্য পায় অন্তিমে নির্ব্বাণ॥
ব্রহ্মব্রত মুনিগণ ইহারেই কয়। কহিলাম সবা পাশে ওহে ঋষিচয়॥
একমাস উপবাস করি যেই জন। বিপ্রকরে ধেনুদান করে অগণন॥
বৈষ্ণব পদেতে যায় সেই সাধুমতি। তীব্রব্রত বলি ইহা খ্যাত বসুমতী॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে যেই সাধুজন। বৃষোৎসর্গ যথাবিধি করিয়া সাধন॥

নক্তব্রত অনুষ্ঠান বিধানেতে করে। শৈব পদ পায় সেই জানিবে অন্তরে॥
বৃক্ষ ব্রত হয় এই ব্রতের আখ্যান। শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিধান॥
সপ্তরাত্র উপবাস করি যেই জন। বিপ্রকরে ঘৃতকুম্ভ করে সমর্পণ॥
ব্রহ্মলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিচয়॥
বীরব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন। বলিলমে সবাপাশে শাস্ত্রের বচন॥
আষাঢ় কার্ত্তিক মাঘ বৈশাখ যে আর। এই চারিমাসে যেই সাধু গুণাধার॥
পূর্ণিমাতে পয়স্বিনী ধেনু দান করে। কল্পকাল রহে সেই ইন্দ্রের নগরে॥
মিত্রব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন। বলিলাম সবা পাশে ওহে ঋষিগণ॥
তৃতীয়া তিথিতে যেই কোন সাধুমতি। বিসর্জ্জন করি অগ্নিপক্ক বস্তু আদি॥
অন্য অন্য দ্রব্য আদি করিয়া ভোজন। বিপ্রকরে ধেনুদান করে সমর্পণ॥
পুন নাহি আসে সেই এ ভবসংসারে। নির্ব্বাণ পাইয়া যায় হরির গোচরে॥
তিনদিন উপবাস করি যেই জন। ফাল্গুণের পূর্ণিমাতে হয়ে শুদ্ধমন॥
বিপ্রকরে গৃহদান ভক্তিভরে করে। আদিত্য লোকেতে সেই নিবসতি করে॥
ঋত-ব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন। কহিলাম সবা পাশে ওহে ঋষিগণ॥
প্রতিদিন ইন্দ্রদেবে করিলে পূজন। ইন্দ্রব্রত যথাবিধি হয় সমাপন॥
ইহার প্রসাদে যাব ইন্দ্রের নগরে। তথা গিয়া মহাসুখে নিবসতি করে॥
প্রতি শুক্ল দ্বিতীয়াতে লবণ ভাজন। যেই জন বিপ্রকরে করে সমর্পণ॥
বর্ষ পূর্ণে ধেনুদান বিপ্রগণে করে। অন্তিমে সেজন যায় শিবের গোচরে॥
সোমব্রত বলি ইহা খ্যাত চরাচর। বলিলাম সবা পাশে তাপসনিকর॥
প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে প্রতিপদ দিনে। একভক্ত হয়ে রহে বিহিত বিধানে॥
বর্ষ পূর্ণে বিপ্রে করে কাঞ্চন প্রদান। বৈশ্বানর-পদে যায় সেই মতিমান॥
শিবব্রত বলি ইহা জানে সর্ব্বজন। ব্রতের প্রধান ইহা শাস্ত্রের বচন॥
প্রতি প্রতিপদ দিনে একভক্ত হয়ে। যেই জন বর্ষ যাপে একান্ত হৃদয়ে॥
ব্রত সমাপনে করে কাঞ্চন প্রদান। দশ সংখ্য ধেনু দেয় যেই মতিমান॥
ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লভে সেই জন। শিবব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবন॥
কার্ত্তিকীপূর্ণিমা দিনে যেই সাধুজন। পবিত্র পুষ্কর তীর্থে করিয়া গমন॥
কন্যা দান করে যথাবিধি অনুসারে। তাহার পুণ্যের কথা কে বলিতে পারে॥
অই দিন তিলপিষ্টে গঠিয়া বারণ। রতনে ভূষিত তাহা করি সাধুজন॥
বিপ্রকরে যদি দেয় অতি ভক্তিভরে। ইন্দ্রলোকে পায় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
ব্রতের মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন। অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ॥
এই সব যেই জন অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে॥

শত মন্বন্তর কাল সেই সাধুজন। গন্ধর্ব্ব কুলের তিনি অধিপতি হন॥
মানব-কুলেতে দেহ ধারণ করিয়ে। অধ্যয়ন করে যদি একান্ত-হৃদয়ে॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হয় তার নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
ধনার্থী হইয়া যদি করে অধ্যয়ন। অভিমত ধন পায় শাস্ত্রের বচন॥
বিদ্যার্থী হইয়া যদি অধ্যয়ন করে। বিদ্যা লাভ হয় তার শাস্ত্রের বিচারে॥
কামার্থী হইয়া যদি করে অধ্যয়ন। অবশ্য হইবে তার কামনা পূরণ॥
বন্ধ্যা নারী যদি শুনে অতি ভক্তিভরে। সুপুত্র লভয়ে সেই অচিরে জঠরে॥
মৃত-পুত্রা যদি কভু করযে শ্রবণ। দীর্ঘজীবী হয় তার সকল নন্দন॥
অধিক বলিব কিবা তাপসনিকর। ব্রতের মাহাত্ম্য কথা অতীব বিস্তর॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিত মাত্র করিনু বর্ণন। কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ॥
স্নান বিনা ভাবশুদ্ধি কভু নহে হয়। নৈর্ম্মল্য জনমে নাহি ওহে ঋষিচয়॥
বিধানেতে স্নান করি ওহে ঋষিগণ। তার পর পূজাব্রত করিবে সাধন॥
বাসনা আছিল যাহা সবার অন্তরে। বর্ণন করিনু তাহা সবার গোচরে॥
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ ঋষিগণ। জিজ্ঞাসা করিবে যাহা করিব বর্ণন॥

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

চিত্তশুদ্ধ্যর্থ স্নানবিধি।

সনৎকুমার উবাচ।

বিনা স্নানং মনঃশুদ্ধির্দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।
তস্মাদাদৌ হি স্নানঞ্চ কর্ত্তব্যং সাধুভির্নরৈঃ॥

এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। পুনশ্চ মধুরবাক্যে করি সম্বোধন॥
কহিলেন শুন শুন সনত-কুমার। বিধির তনয় তুমি গুণের আধার॥
স্নানবিধি সবাপাশে করহ কীর্ত্তন। তব মুখে অই কথা করিব শ্রবণ॥
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন বলি ওহে ঋষিচয়॥
স্নান বিনা নাহি হয় মনের শোধন। দেহ শুদ্ধি নাহি হয় শাস্ত্রের বচন॥
এহেতু অগ্রেতে স্নান করিয়া বিধানে। তার পর পূজা আদি করিবে যতনে॥
যেইরূপে মন আদি শুদ্ধির কারণ। সিনান করিতে হয় শুনহ এখন॥
গৃহমধ্যে সমাহৃত যেই জল হয়। তাহাতেও হয় স্নান ওহে মুনিচয়॥
কিন্তু স্নানকালে সেই সলিল ভিতরে। কল্পনা করিবে তীর্থ অতি ভক্তিভরে॥
কুশহস্ত হয়ে অগ্রে করি আচমন। কল্পনা করিবে তীর্থ ওহে ঋষিগণ॥

চতুর্হস্ত পরিমিত চতুরস্র স্থান। তীর্থবৎ কল্পনা করি সেই মতিমান ॥
তন্মধ্যেতে মন্ত্রোচ্চারি গঙ্গা আবাহন। করিবেক ভক্তিভরে ওহে ঋষিগণ ॥
"তুমি দেবি বিষ্ণুপদে লভেছ জনম। তোমারে শ্রীহরি সদা করেন পূজন ॥
যত পাপ করিয়াছি জন্ম জন্মান্তরে। তাহা হতে ত্রাণ কর আমা সবাকারে ॥
দেবতারা এই কথা করেন কীর্ত্তন। ভূতলে স্বরগ আর মধ্যেতে গগন ॥
তিন স্থলে সার্দ্ধ তিন কোটি তীর্থ রয়। সে সব তোমাতে স্থিত নাহিক সংশয় ॥
এই মন্ত্র পাঠ করি অতি ভক্তিভরে। কল্পনা করিবে তীর্থ শুন তার পরে ॥
জাহ্নবীর সপ্ত নাম করিবে কীর্ত্তন। করিবেক তার পর মৃত্তিকা গ্রহণ ॥
পড়িবেক এই মন্ত্র অতি ভক্তিভরে। "শুন শুন বসুন্ধরে নিবেদি তোমারে ॥
অশ্ব দ্বারা সমাক্রান্ত হয়েছিলে তুমি। রথেতে আক্রান্ত হয়েছিলে হে অবনী ॥
বিষ্ণু দ্বারা সমাক্রান্ত হও তার পর। করিয়াছি পূর্ব্বে যাহা পাতক-নিকর ॥
সেই সব তুমি দেবী করহ হরণ"। এই মন্ত্র যথাবিধি করি উচ্চারণ ॥
যথাবিধি করিবেক পরে নমস্কার। শুন শুন বলি এবে মন্ত্র যে তাহার ॥
"শতবাহু হয়ে দেবি শ্রীহরি তোমারে। রসাতলতল হতে সহজে উদ্ধারে ॥
অতএব করি আমি তোমারে প্রণাম।" এই মন্ত্রে প্রণমিয়া করিবেক স্নান ॥
তার পর দেহ আদি করিয়া মার্জ্জন। উপরে উঠিয়া পরে পরিবে বসন ॥
তর্পণ করিবে পরে বিহিত বিধানে। ব্রহ্মার তর্পণ সাধু করিবে প্রথমে ॥
বিষ্ণুর তর্পণ আর রুদ্রের তর্পণ। যথাবিধি সমাপিয়া ওহে ঋষিগণ ॥
প্রজাপতি-তর্পণাদি করি ভক্তিভরে। দেব যক্ষ নাগ আদি তর্পিবেক পরে ॥
গন্ধর্ব্ব তর্পণ আর অপ্সর তর্পণ। অসুর তর্পণ পরে করিয়া সাধন ॥
ক্রুর সর্প সুপর্ণাদি তুষিবার তরে। তর্পণ করিবে সাধু একান্ত অন্তরে ॥
তরু সরীসৃপ খগ আর বিদ্যাধর। তর্পিবেক এই সবে আর জলধর ॥
শূন্যগামী নিরাধার পাপে রত জন। ধর্ম্মরত জীবদের তৃপ্তির কারণ ॥
জলদান করি পরে বিহিত বিধানে। করিবেক যাহা পরে শুনহ শ্রবণে ॥
দৈবপক্ষে উপবীতী হইয়া তর্পণ। করিবেক সাধুজন শাস্ত্রের বচন ॥
পিতৃপক্ষে তর্পণাদি করিতে হইলে। করিবে প্রাচীনাবীতী হইয়া সাদরে ॥
তার পর সনকাদি ঋষির তর্পণ। করিবেক সাধুমতি শাস্ত্রের বচন ॥
মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিরে তর্পিবেক পরে। যমের তর্পণ পরে করিবে সাদরে ॥
করিবেক কুশহস্তে পরে সাধুজন। অগ্নিষ্বাত্তা আদি পিতৃ-লোকের তর্পণ ॥
পিতৃ-আদি তিন মাতামহ আদি ত্রয়। করিবেক তর্পণাদি সেই মহোদয় ॥
তার পর অন্য অন্য বান্ধব-জনেরে। করিবেক জলদান বিধি অনুসারে ॥

তার পর সূর্য্য-অর্ঘ্য করিবে প্রদান। যথাবিধি করিবেক ভাস্করে প্রণাম ॥
"সবার ঈশ্বর তুমি ওহে দিবাকর। সুপ্ত জনে জাগরিত করে নিরন্তর ॥
সুকৃত দুষ্কৃত তুমি দেখ সবাকার। তোমারে প্রত্যহ আমি করি নমস্কার ॥
এই মন্ত্রে প্রণমিয়া দেব দিবাকরে। কাঞ্চন স্পর্শিয়া কিম্বা বিপ্রে স্পর্শি পরে ॥
নিজগৃহে সাধুমতি করিবে গমন। এইত স্নানের বিধি ওহে ঋষিগণ ॥
এইরূপে প্রতিদিন সিনান করিলে। চিত্তশুদ্ধি হয় তার সেই পুণ্যফলে ॥
ভাবশুদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন। নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে ঋষিগণ ॥
জিজ্ঞাসিয়া ছিলে যাহা কহিনু সবারে। বল বল কিবা আর বাসনা অন্তরে ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বিভূতি দ্বাদশীব্রত-মাহাত্ম্য।

প্রসাদাদস্য ব্রতস্যারাধনেন তথা হরেঃ।
ধনবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব ত্বং রাজা নরপুঙ্গব ॥

এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। মধুর বচনে পুনঃ জিজ্ঞাসে তখন ॥
শুনিনু তোমার মুখে ব্রতের কাহিনী। কিন্তু এক কথা বলি ওহে মহামুনি ॥
ব্রতফলে মহাসুখী হয় কোন্ জন। সেই কথা প্রকাশিয়া বলহ এখন ॥
কোন্ সাধু কোন্ ব্রত করিয়া সাধন। অনুত্তম ফল পায় কহ মহাত্মন্ ॥
এত শুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে। শুন শুন বলিতেছি সবার গোচরে ॥
ব্রতের মাহাত্ম্য কত করিব বর্ণন। কত ফল লভিয়াছে কত সাধুজন ॥
তার মধ্যে এক রাজা কুসুম-বাহন। অনুত্তম ফল পায় শুন সর্ব্বজন ॥
শিব-উপাসক ছিল সেই নরপতি। হরগৌরী পূজা সদা করে সাধুমতি ॥
পঞ্চানন মহাতুষ্ট তাহার উপরে। মধ্যে মধ্যে যায় রাজা শিবের গোচরে ॥
কৈলাস-শিখরে রাজা করিয়া গমন। ভক্তিভরে শিবপদ করয়ে বন্দন ॥
বিধানে তাঁহার পূজা করিয়া সাদরে। ফিরিয়া আসেন পুনঃ আপন নগরে ॥
একদিন নরপতি হয়ে ফুল্ল-মন। কৈলাস-গিরিতে গিয়া উপনীত হন ॥
দেখিলেন হরগৌরী বসি একাসনে। মিষ্টভাবে কত কথা কহেন দু-জনে ॥
পুরোভাবে নরপতি করিয়া গমন। দোঁহার চরণপদ্মে করিল বন্দন ॥
আশীষ করিয়া শিব নৃপতি-প্রবরে। স্বর্ণসিংহাসন দেন বসিবার তরে ॥
শিবের আদেশে রাজা বসিল তখন। কুশল জিজ্ঞাসা করে দেব পঞ্চানন ॥
দুইজনে নানাকথা চলিতে লাগিল। ধর্ম্মকথা শুনি রাজা আনন্দে ভাসিল ॥

তার পর কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসে রাজন। শুন শুন নিবেদন ওহে পঞ্চানন॥
অতুল ঐশ্বর্য্য কত হয়েছে আমার। সন্তান জন্মেছে বহু গুণের আধার॥
পতিব্রতা রূপবতী পেয়েছি রমণী। কিন্তু নিবেদন এক ওহে শূলপাণি॥
অতি পাপাচার আমি অতি নরাধম। আমার সমান হীন নাহি কোন জন॥
ধর্ম্মকর্ম্ম কিবা জানি আমি মূঢ়মতি। ধর্ম্মতত্ত্ব নাহি বুঝি ওহে পশুপতি॥
এত ধন হৈল মম কিসের কারণ। কোন্ কর্ম্ম ফলে পাই এমন নন্দন॥
পতিব্রতা রূপবতী হয়েছে রমণী। কিসের কারণ বল ওহে শূলপাণি॥
হেন ধর্ম্ম কিবা আমি করি আচরণ। আমার উপরে কৃপা কিসের কারণ॥
এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি। কহিলেন শুন শুন ওহে নৃপমণি॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলে তুমি ব্যাধের নন্দন। হয়েছিল ব্যাধকুলে তোমার জনম॥
পিতৃ-মাতৃহীন তুমি হয়ে বাল্যকালে। কোনরূপে সুরক্ষিত হলে তার পরে॥
যৌবনকালেতে দারা করিলে গ্রহণ। এইরূপে কিছুকাল করহ যাপন॥
একদিন রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি হয়। নিজ গৃহে বসেছিলে তুমি মহোদয়॥
ভার্য্যার সহিতে ছিলে আপন ভবন। মনে মনে কোন কিছু করিছ চিন্তন॥
হেনকালে দৈববাণী শুনিলে শ্রবণে। নিশ্চয় করিতে তার অর্থ মনে মনে॥
এইরূপ দৈববাণী হইল তখন। শুন শুন নরপতি করিব বর্ণন॥
"বৈশ্যকুলে কোন নারী একান্ত যতনে। মাঘমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীর দিনে॥
বিভূতি দ্বাদশীব্রত করি সমাপন। লবণ অচল বিপ্রে করিয়া অর্পণ॥
গুরুকে সর্ব্বস্ব দান করিলেন পরে।" এইরূপ দৈববাণী আকাশ-উপরে॥
এইরূপ দৈববাণী করিয়া শ্রবণ। আপন ভার্য্যারে সঙ্গে লইয়া তখন॥
লবণ-অচল স্থানে করিলে গমন। সেই স্থানে কেশবেরে করিলে পূজন॥
যেই বালা দান করে লবণ অচল। দেখিল তোমার কার্য্য ওহে নরবর॥
তব কার্য্যে তুষ্ট হয়ে সেই গুণবতী। তিন খানি বস্ত্র দানে দিল অনুমতি॥
কিন্তু তুমি তাহা নাহি করিলে গ্রহণ। তাহা দেখি সেই বালা হয়ে খুন্নমন॥
চারি খানি বস্ত্র দিতে কহে অনুচরে। তবু তুমি নাহি নিলে শুন তার পরে॥
চারি খানি নিতে তুমি কর অস্বীকার। হেন কালে তব পত্নী সঙ্গেতে তোমার
বিনয় করিয়া কহে সেই অবলারে। প্রসন্না হয়েছ যদি মোদের উপরে॥
বস্ত্র আদি কিছু নাহি করিব গ্রহণ। একবার চাহি যাহা কর বিতরণ॥
এই স্থানে থাকি মোরা পূজিব হরিরে। এইমাত্র ভিক্ষা চাহি কহিনু তোমারে॥
যদ্যপি করুণা হয় ওগো রূপবতী। এই ভিক্ষা দিতে তবে কর অনুমতি॥
অবলা সম্মতা তাহে সেইক্ষণে হয়। তব নারী হৈল তাতে প্রফুল্ল-হৃদয়॥

সেই স্থানে ভক্তিভরে করি অবস্থান। তব নারী হরিপূজা কার অনুষ্ঠান॥
দ্বাদশী তিথিতে সতী হয়ে একমন। বিধানে দ্বাদশীব্রত করয়ে সাধন॥
কেশব দেবেরে পূজে বিহিত বিধানে। স্তবপাঠ করে কত ভক্তিযুত মনে॥
সংযত-হৃদয়া হয়ে রমণী তোমার। যথাবিধি পূজা করে ওহে গুণাধার॥
সেই ফলে কীর্ত্তিশালী তুমি নরপতি। পেয়েছ মনের মত পত্নী রূপবতী॥
অতুল বিভব তব হয়েছে রাজন। সেই ফলে লভিয়াছ সুশীল নন্দন॥
এত বলি সেই স্থানে হন অন্তর্ধান। শুনিলে অপূর্ব্ব কথা অদ্ভুত আখ্যান॥
দ্বাদশী ব্রতের তুল্য ব্রত আর নাই। কহিনু অদ্ভুত কথা সবাকার ঠাঁই॥
এই ব্রত যথাবিধি করি সমাপন। বিপ্রকরে ধেনুদান করিবে অর্পণ॥
সেই রাজা তপ করি পবিত্র পুষ্করে। পুষ্কর-বাহন নাম পরিশেষে ধরে॥
সর্ব্বতীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পুষ্কর। অন্তরে জানিবে ইহা তাপসনিকর॥
পবিত্র নাহিক তীর্থ উহার সমান। ধরাতলে যত তীর্থ সবার প্রধান॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোরম॥

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

পুষ্করমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে পুষ্পবাহনোপাখ্যান।

সনৎকুমার উবাচ।

হেমপদ্মং দদৌ তস্মৈ রাজ্ঞে ততঃ প্রজাপতিঃ।
বহেত্যুক্ত্বা চ তস্মাদ্বৈ পুষ্পবাহনসংজ্ঞকঃ॥

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনত-কুমারে। শুন শুন নিবেদন বলি গো তোমারে॥
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কাহিনী। পবিত্র হইনু মোরা ওহে মহামুনি॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন। বাসনা করহ পূর্ণ করিয়া কীর্ত্তন॥
কি কারণে নরপতি সেই মতিমান্। ধরিলেন বল পুষ্পবাহন আখ্যান॥
বলিলে প্রধান তীর্থ পবিত্র পুষ্কর। তাহার প্রমাণ কিবা ওহে মুনিবর॥
এই সব বিবরিয়া করহ বর্ণন। শ্রবণ করিতে সবে করি আকিঞ্চন॥
ঋষিদের কৌতূহল দরশন করি। বিধির তনয় নিজ মনেতে বিচারি॥
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ। জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা করিব বর্ণন॥
নরপতি বহুদিন একান্ত অন্তরে। পুষ্কর তীর্থেতে তপ আচরণ করে॥

অনাহারে তপশ্চর্য্যা করেন সাধন। এইরূপে বহুকাল করেন যাপন॥
তাঁহার তপেতে তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি। রাজারে দর্শন দিতে যান দ্রুতগতি॥
সত্ত্বর গমন করি রাজার গোচরে। আবির্ভূত হন ব্রহ্মা শান্ত কলেবরে॥
রাজারে আপন মূর্ত্তি করায়ে দর্শন। কাঞ্চন কমল এক করেন অর্পণ॥
রাজার হস্তেতে পদ্ম দিয়া প্রজাপতি। বলিলেন শুন শুন ওহে নরপতি॥
তব করে দিব্য পুষ্প করিনু অর্পণ। বহন করহ তুমি ওহে মহাত্মন্॥
এই কথা বলি ব্রহ্মা করেন প্রদান। সেই হেতু হৈল পুষ্পবাহন আখ্যান॥
পুষ্কর রাজার করে অতি শোভা পায়। তাহা লয়ে নরপতি ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
রাজার হাতেতে করি পুষ্কর দর্শন। তথাকার লোকে সব করয়ে পূজন॥
সেই হেতু সেই স্থান পুষ্কর নামেতে। প্রসিদ্ধ হইল পরে এ তিন জগতে॥
পরম পবিত্র স্থান ধরণীমাঝার। হেন তীর্থ নাহি হেরি এ তিন সংসার॥
শুন শুন ঋষিগণ অদ্ভুত ঘটন। অপূর্ব্ব আখ্যান এক করিব বর্ণন॥
পুষ্পবাহনের রাজ্যে বহুদিন পরে। অনাবৃষ্টি হয় কভু জানিবে অন্তরে॥
অতি কষ্ট পায় তাহে যত প্রজাগণ। শস্যহীন হয় ধরা ওহে ঋষিগণ॥
অন্নাভাবে খিন্ন হয় মানবনিকর। ভাবিয়া সকলে হয় ব্যাকুল অন্তর॥
রাজ্যের এতেক দশা করি দরশন। ব্যাকুলিত হয়ে রাজা করেন চিন্তন॥
কি করিবে কোথা যাবে না দেখি উপায়। ঋষিগণ-সকাশেতে অবশেষে যায়॥
তাঁহাদের পুরোভাগে করিয়া গমন। বিনয়-বচনে রাজা কহেন তখন॥
শুন শুন ঋষিগণ নিবেদি সবারে। বিপ্রেরে করিবে দান শাস্ত্রে হেন বলে॥
প্রতিগ্রহ বিপ্রকরে করিলে অর্পণ। ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় ওহে ঋষিগণ॥
ধর্ম্ম হতে সুখে থাকে মানবনিকর। রাজার যতেক কষ্ট বিনাশে সত্ত্বর॥
অতএব শুন শুন ওহে ঋষিগণ। স্বর্ণ রৌপ্য আদি আমি করি আনয়ন॥
গ্রহণ করুন্ সবে হরিষ অন্তরে। নিবেদন এই মম কহি সবাকারে॥

রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে ঋষিগণ কহেন তখন॥
যা কহিলে সত্য বটে ওহে নরপতি। কিন্তু ইহা না পারিব জানিবে সম্প্রতি॥
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ। প্রতিগ্রহ ভয়ঙ্কর শাস্ত্রের বচন॥ মনের সন্তোষ বটে জনমে প্রথমে। বিষবৎ হয় কিন্তু উহা পরিণামে॥ অতএব অই সব করি প্রদর্শন। দেখাতেছ লোভ কেন বলহ রাজন্॥ শাস্ত্রের প্রমাণ শুন বলি হে তোমারে। বুঝিবে তা হোলে পরে আপন অন্তরে॥
দশটা কুক্কুর সম কলু জাতি হয়। দশ কলু সম হয় রজক নিশ্চয়॥
দশটা রজক সম হয় বেশ্যা জাতি। দশটা বেশ্যার সম জানিবে নৃপতি॥

আরো এক কথা বলি শুনহ রাজন্। যে কুক্কুরজীবী ভূমে লভিয়া জনম॥
অযুত কুক্কুর পরে ব্যবসায় করে। জঘন্য তাঁহার তুল্য জানিবে রাজারে॥
এই হেতু বলিতেছি শুনহ রাজন্। রাজপ্রতিগ্রহ মোরা না লব কখন॥
যেই বিপ্র লোভবশে বিমুগ্ধ হইয়ে। রাজপ্রতিগ্রহ লয় সানন্দ-হৃদয়ে॥
তমিস্র নরকে সেই করয়ে গমন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
অতএব যাহ রাজা অন্য কোন স্থলে। অর্পণ করহ দান অন্য কোন নরে॥
ঋষিদের এই বাক্য শুনি নরপতি। আপন নগরে পুনঃ করিলেন গতি॥
মলিনবদনে গৃহে করি আগমন। মন্ত্রীগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
গমন করহ সবে যথায় তথায়। বিপ্র অন্বেষণ কর আমার আজ্ঞায়॥
মম প্রতিগ্রহ যেই করয়ে গ্রহণ। হেন বিপ্র অবিলম্বে কর অন্বেষণ॥
নতুবা সাম্রাজ্য নাশ হইবে অচিরে। প্রজাগণ কত কষ্ট লভিছে অন্তরে॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মন্ত্রীগণ অবিলম্বে করিল গমন॥
অত্রি মুনি সহ দেখা পথিমাঝে হয়। তাহারে সম্বোধি যত মন্ত্রীগণ কয়॥
শুন শুন মহামুনে করি নিবেদন। রাজদত্ত নানারত্ন কর দরশন॥ স্বর্ণ
রৌপ্য আদি করি যতেক রতন। রয়েছে মোদের পাশে ওহে মহাত্মন্॥
বিপ্রকরে এই সব করিব প্রদান। অতএব লহ ইহা ওহে মতিমান্॥
এতেক বচন শুনি অত্রি ঋষিবর। কহিলেন শুন শুন যত মন্ত্রীবর॥
রাজপ্রতিগ্রহ মোরা লইবারে নারি। তাহার কারণ বলি শাস্ত্রের বিচারি॥
রাজপ্রতিগ্রহ হয় অতি ভয়ঙ্কর। তাহে স্বর্ণ রৌপ্য আদি রতননিকর॥
এই সব যদি আমি করি হে গ্রহণ। দুর্গতি লভিব তবে শাস্ত্রের বচন॥
অতএব লোভ নাহি দেখাবে আমারে। অন্যত্র গমন কর কহিনু সবারে॥
অত্রির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মন্ত্রীগণ মনোদুঃখে অতি খিন্ন হন॥
সকলে আসেন ফিরি রাজার ভবনে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী যান বিপ্র অন্বেষণে॥
সঙ্গেতে রহিল মাত্র দুই অনুচর। এইরূপে বিপ্র হেতু যান মন্ত্রীবর॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান বশিষ্ঠ-আশ্রমে। দেখিলেন বসি ঋষি কুশের আসনে॥
তাঁহার নিকটে মন্ত্রী করিয়া গমন। ভক্তিভাবে পদতলে করেন বন্দন॥
ঋষির আদেশে বসে কুশের আসনে। কুশল জিজ্ঞাসা ঋষি করেন যতনে॥
তার পর জিজ্ঞাসেন আসার কারণ। বিনয়-বচনে মন্ত্রী কহেন তখন॥
তুমি প্রভু দয়াময় অবনীমাঝারে। ঋষির প্রধান তুমি জানি গো অন্তরে॥
ত্রিকাল বিদিত তুমি ওহে মহামুনি। নিবেদন করি এবে তব পদে আমি॥
মোদের নরপতি বৃষদর্ভ-বাহন। সতত ব্যাকুলচিত্তে আছেন এখন॥

এই হেতু স্বর্ণ রৌপ্য বিবিধ রতন। বিপ্রকরে মহারাজ করিবে অর্পণ ॥
সেই সব এই আমি লইয়া সাদরে। আসিয়াছি ঋষিবর তোমার গোচরে ॥
রাজদত্ত এই সব বিবিধ রতন। গ্রহণ করহ প্রভু এই আকিঞ্চন ॥
মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে ঋষিবর কহেন তখন ॥
শুন শুন মন্ত্রীবর বচন আমার। তোমাদের নরপতি অতি গুণাধার ॥
দানধর্ম্মে রত থাকে রাজার ধরম। সৎকাজ করিবে সদা ধরায় রাজন ॥
শুদ্ধ অর্থ সঞ্চয়েতে যে রাজা তৎপর। বিঘ্নরাশি ঘেরে তারে ওহে মন্ত্রীবর ॥
স্বর্ণ আদি দান দিতে তোমার রাজন্। হয়েছেন যত্নবান করিনু শ্রবণ ॥
প্রশংসার যোগ্য বটে ইথে নরপতি। কিন্তু এক কথা কহি শুন মহামতি ॥
প্রতিগ্রহ নিকটেতে হলে উপস্থিত। তাহা পরিত্যাগ করি অতীব ত্বরিত ॥
দাতার প্রশংসা করি আপন বদনে। সুসন্তুষ্ট হন যিনি নিজ মনে মনে ॥
ব্রহ্মতেজঃ বৃদ্ধিশীল সেই জনের হয়। এই হেতু বলিতেছি ওহে মহোদয় ॥
এ দান লইতে আমি কভু নাহি পারি। অন্যের নিকটে তুমি যাহ ত্বরা করি ॥
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ। পূর্ব্বকালে হয়েছিল অদ্ভুত ঘটন ॥
রাজত্ব অকিঞ্চনত্ব এই বস্তুদ্বয়ে। তুলাদণ্ডে রেখেছিল যত্নবান হয়ে ॥
রাজত্ব বিপ্রের পক্ষে ন্যূন যে হইল। আকিঞ্চন্য সমধিক হইয়া পড়িল ॥
এই হেতু বলিতেছি করহ শ্রবণ। রাজ-প্রতিগ্রহ নাহি করিব গ্রহণ ॥
এতেক বচন শুনি অমাত্য-প্রবর। বিষাদে হলেন অতি বিষণ্ণ-অন্তর ॥
বিদায় লইয়া পরে বিষণ্ণ-বদনে। ধীরে ধীরে উপনীত কশ্যপ-আশ্রমে ॥
ঋষির পদেতে মন্ত্রী করিয়া বন্দন। রাজ-প্রতিগ্রহ কথা করে উত্থাপন ॥
কহিলেন কত কথা বিনয়-বচনে। শুনিয়া কহেন মুনি মন্ত্রীর সদনে ॥
শুন শুন মন্ত্রীবর আমার বচন। এই যে অখিল বিশ্ব করিছ দর্শন ॥
ইহাতে অর্থই যত অনর্থ ঘটায়। পুরুষের মোহ অর্থ কহিনু তোমায় ॥
নরকের হেতু অর্থ শাস্ত্রের বচন। এই হেতু কল্যাণার্থী যত নরগণ ॥
অর্থ পরিত্যাগ করে একান্ত অন্তরে। তাহে মুগ্ধ নাহি হয় কহিনু তোমারে ॥
অর্থ হতে ধর্ম্ম বটে হয় উপার্জ্জন। ধর্ম্মার্থ অর্থের চেষ্টা করিবে বর্জ্জন ॥
কেননা লেপন করি পরে প্রক্ষালন। কভু নাহি যুক্তিযুক্ত ওহে মহাত্মন্ ॥
তদপেক্ষা পঙ্কস্পর্শ নাহি করা ভাল। সত্য কিনা মন্ত্রীবর বিচারিয়া বল ॥
অতএব আমি নাহি করিব গ্রহণ। অন্যের নিকটে তুমি করহ গমন ॥
এত বলি ঋষিবর মৌনভাবে রয়। শুনিয়া রাজার মন্ত্রী বিষণ্ণ-হৃদয় ॥
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে তাঁর পদে করিয়া বন্দন ॥

ভাবিলেন মন্ত্রীবর বিষণ্ন বদনে। উপায় হইবে কিবা ভাবি মনে মনে॥
যাহার নিকটে তিনি করেন গমন। নিরাশ তথায় হন আশ্চর্য্য ঘটন॥
অকালে মরিল প্রজা নাহিক সংশয়। রাজকীর্ত্তি লোপ পায় জানিনু নিশ্চয়॥
এত ভাবি মন্ত্রীবর করেন গমন। ভরদ্বাজ-ঋষিপাশে উপনীত হন॥
দেখিলেন ঋষিবর বসিয়া আসনে। দিবাকর সম তেজ হেরেন নয়নে॥
শিরোপরে শ্বেতবর্ণ শোভে জটাভার। চারিদিকে শিষ্যগণ প্রশান্ত-আকার॥
তাঁহার নিকটে মন্ত্রী করিয়া গমন। পদতলে ভক্তিভরে করেন বন্দন॥
রাজার মানস মন্ত্রী জানালেন পরে। কহিলেন কত কথা সবিনয় করে॥
মন্ত্রীর মুখেতে সব করিয়া শ্রবণ। ভরদ্বাজ মিষ্টভাষে কহেন তখন॥
শুন শুন মন্ত্রীবর বচন আমার। বুদ্ধে বিচক্ষণ তুমি গুণের আধার॥
এই যে অসীম বিশ্ব করিছ দর্শন। কত জীব আছে ইথে কে করে গণন॥
বাল্য কালে ক্রীড়া করে যত জীবগণ। যৌবনে যৌবনসাধ করয়ে পূরণ॥
জরাতুর হয় যবে ওহে মন্ত্রীবর। কেশজাল শুভ্র হয় মস্তক উপর॥
দশন বিশীর্ণ হয় জরাতুর হলে। তথাপি ধনাশা রহে তাহার অন্তরে॥
জীবিতাশা হৃদে সে করয়ে ধারণ। আশ্চর্য্য ভাবিয়া দেখ ওহে মহাত্মন্॥
দুরত্যয়া তৃষ্ণা হয় এ ভবসংসারে। বিবেচনা করি ইহা আপন অন্তরে॥
সর্ব্বথা তৃষ্ণারে আমি করেছি বর্জ্জন। প্রতিগ্রহ কথা নাহি কর উত্থাপন॥
তব অনুরোধ আমি রক্ষিবারে নারি। বিচক্ষণ বুঝি মনে দেখহ বিচারি॥
অনুরোধ পুনঃ নাহি করিও আমারে। গমন করহ তুমি অন্যের গোচরে॥
আমা হোতে তব কার্য্য না হবে সাধন। অতএব যাহ ফিরি ওহে মহাত্মন্॥
এতেক বচন শুনি অমাত্য-প্রবর। নিরাশ হইয়া রন কাতর অন্তর।
অগত্যা বিদায় লয়ে মুনির গোচরে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান আপন অন্তরে॥
পথিমাঝে গৌতমের অপূর্ব্ব আশ্রম। মন্ত্রীর নয়নপথে হইল পতন॥
ঋষির আশ্রম দেখি প্রফুল্ল অন্তরে। প্রবেশ করেন মন্ত্রী তাহার ভিতরে॥
দেখিলেন মহাতপা সেই ঋষিবর। বসিয়া আছেন সুখে আসন উপর॥
রাজদত্ত দ্রব্য আদি লইয়া তখন। ঋষির সম্মুখে মন্ত্রী উপনীত হন॥
পুরোভাগে সেই সব রাখিয়া যতনে। বন্দন করেন মন্ত্রী ঋষির চরণে॥
তার পর করযোড়ে ধীরে ধীরে কয়। শুন শুন মহামুনে ওহে মহোদয়॥
এই সব রাজদত্ত অমূল্য রতন। গ্রহণ করহ প্রভো এই আকিঞ্চন॥
বিপ্রকরে দিতে বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। পাঠালেন নরপতি তোমার গোচরে॥
অতএব এই সব করিয়া গ্রহণ। রাজারে কৃতার্থ কর ওহে মহাত্মন॥

তুমি প্রভু দয়াময় বিদিত সংসারে। নিবেদন এই মম তোমার গোচরে ॥
মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। গৌতম মধুর বাক্যে কহেন তখন ॥
শুন শুন মন্ত্রীবর বচন আমার। সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহে মানস যাহার ॥
পরম মঙ্গল লাভ সে জনের হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥
সন্তোষ-অমৃতে তৃপ্ত যাহার অন্তর। ধনেতে তাহার বল কিবা আছে ফল ॥
এই সব ভাবি আমি আপন অন্তরে। সন্তোষ ধরেছি সদা বলিনু তোমারে ॥
অতএব প্রতিগ্রহে কিবা প্রয়োজন। স্বর্ণ রৌপ্যে কিবা কাজ ওহে মহাত্মন ॥
রতন লইয়া বল কি কাজ আমার। বুঝিতে পারহ সব তুমি গুণাধার ॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। অনুরোধ মোরে আর না কর কখন ॥
গমন করহ তুমি আপন আগারে। অথবা চলিয়া যাও অন্যের গোচরে ॥
ধনবাঞ্ছা ধরাধামে করে যেই জন। তাহার নিকটে তুমি করহ গমন ॥
তাহা হলে মনোবাঞ্ছা সফল হইবে। তাহার করেতে তুমি এ সব অর্পিবে ॥
লোভের বশগ মোরে না ভাব কখন। সন্তোষ হৃদয়ে মম রহে সর্ব্বক্ষণ ॥
ঋষির বচন শুনি আমাত্য প্রবর। ধীরে ধীরে পদতলে বন্দি তার পর ॥
কার্য্য সিদ্ধি উদ্দেশেতে করেন গমন। দানযোগ্য বিপ্রবর করে অন্বেষণ ॥
জমদগ্নি মহামুনি বিদিত ধরায়। তাঁহার আশ্রমে মন্ত্রী ধীরে ধীরে যায় ॥
জমদগ্নি পাশে মন্ত্রী করিয়া গমন। নিবেদন করে নিজ আসার কারণ ॥
তাহা শুনি জমদগ্নি হাসি হাসি কয়। শুন শুন ওহে মন্ত্রী তুমি মহোদয় ॥
অর্থেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন। অর্থ লয়ে কি করিব ওহে মহাত্মন ॥
তথাপি রাজার হিত সাধিবার তরে। গ্রহণ করিব ইহা কহিনু তোমারে ॥
সামর্থ্য থাকিতে নাহি লয় যেই জন। তাহার শাশ্বত লোক হয় বিনাশন ॥
বিশেষ রাজার রাজ্য বিলোপিত হয়। এ হেতু লইব ইহা ওহে মহোদয় ॥
স্বর্ণ রৌপ্য আর এই যতেক রতন। করিয়াছ মম পাশে যাহা আনয়ন ॥
রাজদত্ত এই সব লইব সাদরে। অর্পণ করহ মন্ত্রী এ সব আমারে ॥
এত বলি জমদগ্নি তাপসপ্রবর। নিলেন সে সব দান অতি দ্রুততর ॥
তাহা দেখি রাজমন্ত্রী আনন্দে মগন। যতন করিয়া সব করেন অর্পণ ॥
রাজদত্ত রত্ন আদি অর্পিয়া ঋষিরে। তাঁহার চরণ বন্দি অতি ভক্তিভরে ॥
রাজ পাশে মন্ত্রীবর করিয়া গমন। যতেক বৃত্তান্ত সব করে নিবেদন ॥
আনন্দে মগন হন সেই নরপতি। দীনজনে ধন দান করে দ্রুতগতি ॥
মঙ্গল আচার করে বিবিধ প্রকারে। অর্থীগণে কত অর্থ দেন অকাতরে ॥
অনাবৃষ্টি দূরে গেল সুবর্ষণ হয়। আনন্দ সাগরে ভাসে যত প্রজাচয় ।

শুন শুন ঋষিগণ, অপূর্ব্ব ঘটন। ক্রমে ক্রমে সব আমি করিব বর্ণন ॥
একদিন ঋষিগণ মিলিয়া সকলে। ভ্রমণ করেন সব ইচ্ছামত স্থলে।
প্রতিগ্রহ নাহি লন যেই ঋষিগণ। একত্র হইয়া তাঁরা করেন ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তাঁরা কানন ভিতরে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পাদপের মূলে॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সবে চলেন কাতর। ফলমূল হেতু ভ্রমে বনের ভিতর ॥
কিন্তু কিছু ভক্ষ্য নাহি কুত্রাপিও পায়। অস্থির হইয়া সবে পড়েন ক্ষুধায় ॥
অতি কষ্ট পায় সবে আপন অন্তরে। নাহি পারে কিছুমাত্র স্থির করিবারে॥
কাতর হইয়া সবে কহে পরস্পর। অন্নমূল এই বিশ্ব এই চরাচর ॥
অন্নে প্রতিষ্ঠিত হয় এ ভব সংসার। অন্নময় হয় সবে শাস্ত্রের বিচার ॥
দেব দৈত্য পিতৃ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর। গন্ধর্ব্ব মনুষ্য সর্প পতগ অপ্সর ॥
অন্নময় হয় সব নাহিক সংশয়। অন্নদান এই হেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥
ধার্ম্মিক যাহারা হয় এ ভব সংসারে। অন্নদান দিবে তারা অতি যত্ন করে ॥
অন্নদ পুরুষ হয় যেই সাধুজন। তাঁহাদের পুণ্যকথা কি করি বর্ণন ॥
অন্তকালে সেই জন যায় সুরপুরে। নিত্য তৃপ্তি পায় তারা জানিবে অন্তরে ॥
কন্যাদান প্রপাদ্দান আছে যত দান। কিছুই নহেক অন্নদানে সমান ॥
অন্নদান সর্ব্বদান হতে শ্রেষ্ঠ হয়। যেবা কোন দান আছে এই বিশ্বময় ॥
অন্ন দানে যেই পুণ্য হয় উপার্জ্জন। অন্য কোন দানে নাহি হইবে তেমন ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেই অতি সমাদরে। অন্নদান করে সদা ক্ষুধিত জনেরে ।
ব্রহ্মলোকে সেই জন অন্তকালে যায়। ব্রহ্ম সহ অবস্থিতি করয়ে তথায় ॥
চিরদিন সুখভোগে রহে সেই জন। তাহার সমান নাই এ তিন ভুবন ॥
এইরূপে নানা কথা ঋষিগণ কয়। আশ্চর্য্য ঘটনা পরে অন্য দিকে হয় ॥
হেনকালে রাজমন্ত্রী বিশেষ কারণে। সেই পথে যেতেছিল অন্য কোন স্থানে ॥
পথি মাঝে ঋষিগণে করেন দর্শন। তাঁহাদের কথা সব করেন শ্রবণ ॥
ঋষিগণে ক্ষুধাতুর করি দরশন। মন্ত্রীর হৃদয়ে ব্যথা জনমে তখন ॥
ব্যস্ত হয়ে রাজপাশে গমন করিয়ে। অন্ন আদি আনিলেন সাদর হৃদয়ে ॥
রাজদত্ত উপহার করিয়া গ্রহণ। ঋষিগণ পাশে পুনঃ করে আগমন ॥
রাজ-প্রতিগ্রহ দেখি তাপসনিকর। আনন্দে নিলেন তাহা করিয়া আদর ॥
তাহা দেখি মন্ত্রীবর আনন্দে মগন। বিধিমতে তাঁহাদের করান ভোজন ॥
আহার করিয়া সবে মহাতৃপ্তি পায়। তার পর মন্ত্রী কহে সম্বোধি সবায় ॥
শুন শুন ঋষিগণ মম নিবেদন। সন্দেহ হয়েছে এক কর বিদূরণ ॥
কিন্তু জিজ্ঞাসিতে মম হইতেছে ভয়। পাছে সবাকার হয় রোষের উদয় ॥

অন্যাপি অভয় দান করহ সকলে। নিবেদন পাদপদ্মে করি তাহা হলে॥
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। হাসিতে হাসিতে কহে মধুর বচন॥
কি ভয় তোমার মন্ত্রী আমা সবাকার। জিজ্ঞাসা করহ তুমি যাহা ইচ্ছা সার॥
খুধার্ত্ত হইয়া মোরা বনের ভিতরে। কাতর হইয়াছিনু পাদপের মূলে॥
দয়া করি তুমি আনি অন্নাদি ব্যঞ্জন। আমা সবাকার কৈলে জীবন রক্ষণ॥
পরম সন্তুষ্ট মোরা তোমার উপরে। জিজ্ঞাসা করহ যাহা সন্দেহ অন্তরে॥
কিছুমাত্র ভয় নাহি কর মহাত্মন্। তোমার উপরে তুষ্ট যত ঋষিজন॥
নির্ভয় পাইয়া তবে অমাত্যপ্রবর। ধীরে ধীরে বিনয়েতে করেন উত্তর॥
কি আর বলিব প্রভু তোমারা সকলে। সবাকার পূজনীয় এই ভূমণ্ডলে॥
তোমাদের সাধ্যাতীত কিছুমাত্র নাই। অন্তর্যামী সবে হও শুনহ গোঁসাই॥
ইতিপূর্ব্বে রাজদত্ত প্রতিগ্রহ লয়ে। গিয়াছিনু আমি অতি যত্নবান্ হয়ে॥
কিন্তু তাহে প্রত্যাখ্যান করিলে সকলে। এবে প্রতিগ্রহ সবে নিলে এই স্থলে॥
ইহার কারণ কিবা কহ ঋষিগণ। জানিবারে এই কথা করি আকিঞ্চন॥
প্রথমেতে তোমা সবে করি অস্বীকার। এখন সকলে নিলে এ কোন বিচার॥
মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে ঋষিগণ কহেন তখন॥
শুন শুন মন্ত্রীবর বলি হে তোমারে। বিচক্ষণ মন্ত্রী তুমি রাজার সংসারে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্। দেখিবে যে কালে হয় প্রাণ বিসর্জ্জন॥
সেই কালে প্রতিগ্রহ লইবারে পারে। তাহে কোন নাহি দোষ জানিবে অন্তরে॥
প্রাণাত্যয় কাল যবে করে আগমন। সবাকার দান নিতে পারিবে তখন॥
তাহাতে পাতক ভাগী কভু নাহি হবে। শাস্ত্রের বিচার ইহা অন্তরে জানিবে॥
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ। আমরা তপস্বী হই ওহে মহাত্মন্॥
এই প্রতিগ্রহ হেতু দোষ যদি হয়। তপোবলে বিনাশিব সেই সমুদয়॥
বিশেষতঃ শুন শুন মোদের বচন। পুষ্কর তীর্থেতে মোরা যাইব এখন॥
গুরুতর পাপ যদি হয় আচরণ। পুষ্করেতে সেই সব হবে বিমোচন॥
তাহার সমান তীর্থ নাহি কোথা আর। বলিলাম সার কথা ওহে গুণাধার॥
যেই রূপ পাপ আদি করি আচরণ। পুষ্কর তীর্থেতে যদি করয়ে গমন॥
যথাবিধি স্নান আদি সেই স্থানে করে। অমনি পাতক তার চলি যায় দূরে॥
তাহার শরীরে পাপ না রহে কখন। তাহারে হেরিলে হয় পুণ্য উপার্জ্জন॥
অধিক বলিব কিবা অমাত্য-প্রবর। সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ জানিবে পুষ্কর॥
সেই তীর্থে যেই জন করিয়া গমন। তিনরাত্রি উপবাসে করয়ে যাপন॥
তাহার অনন্ত ফল শাস্ত্রে হেন কয়। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাশয়॥

ঋষিগণ একমনে বসি তপোবনে। দ্বাদশ বরষ তপ করিলে যতনে ॥
যেই ফল লাভ হয় ওহে মন্ত্রীবর। তাহায় অধিক ফল দিবেন পুষ্কর ॥
পুষ্করে বারেকমাত্র যেই করে স্নান। সে জন সে ফল পায় ওহে মতিমান্ ॥
পুষ্কর তীর্থেতে যাত্রা যেই জন করে। পাতক নাহিক রহে তাহার শরীরে ॥
দুর্গতি তাহার নাহি কদাচই হয়। শাস্ত্রের বিধান ইহা নাহিক সংশয় ॥
এত বলি ঋষিগণ অমাত্য-প্রবরে। শ্রীহরি স্মরিয়া যান পবিত্র পুষ্করে ॥
হৃদিমাঝে শ্রীহরি করিয়া স্মরণ। পুষ্কর তীর্থেতে যাত্রা করেন তখন ॥
এদিকেতে মন্ত্রীবর পুলকিত মনে। আনন্দে চলিয়া যান আপন ভবনে ॥
এত বলি ঋষিগণে বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥
পুষ্কর-মাহাত্ম্য কথা শুনিলে সকলে। হেন তীর্থ নাহি আর এই ভূমণ্ডলে ॥
যেই জন এই সব করয়ে শ্রবণ। অন্তিমে সুগতি তার শাস্ত্রের বচন ॥
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয় সেই সাধু নর। দেহ অন্তে যায় সেই অমর-নগর ॥
পুরাণে ধর্ম্মের কথা সার হতে সার। মন দিয়া শুন যদি যাবে ভবপার ॥

—— * —

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বিশোক দ্বাদশী ও লবণ ধেনু প্রভৃতি ব্রতের বিবরণ।

সনৎকুমার উবাচ।

দশম্যাং সংযুতো ভূত্বা কুর্য্যাদ্বৈ লঘুভোজনং।
পরেহ্নি নিত্যক্রিয়ঃ স পূজয়েৎ কেশবং সুধীঃ ॥

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনত-কুমারে। কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে ॥
শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন। শুনিতেছি তব মুখে অপূর্ব্ব কথন ॥
ইতি পূর্ব্বে কত ব্রত বলেছ সবারে। আরো কিছু জিজ্ঞাসিছি এখন তোমারে
কোন্ কোন্ ব্রত নর কৈলে অনুষ্ঠান। শোক দুর হয় তাহা কহ মতিমান্ ॥
কোন্ দিনে উপবাস করিলে বিধানে। শোক দূর হয় তাহা কহ সবা স্থানে ॥
কিসে বহু ঐশ্বর্য্যাদি ভূমণ্ডলে হয়। অথবা কিরূপে হয় ভবভীতিলয় ॥
এই সব সবা পাশে করহ কীর্ত্তন। শুনিতে বাসনা বড় করিতেছে মন ॥
এত শুনি বিধিসুত কহে মধুস্বরে। শুন শুন ঋষিগণ বলি সবাকারে ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন সব ওহে ঋষিগণ ॥
ধর্ম্ম হতে ধরাতলে নাহি কিছু আর। ধর্ম্মই পরম বন্ধু সার হতে সার ॥
ধর্ম্মের প্রসাদে হয় আশ্চর্য্য ঘটন। ধর্ম্মের প্রসাদে হয় স্বর্গেতে গমন ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম যেই জন করে অনুষ্ঠান। অন্তিমে তাহার হয় সুরপুরে স্থান ॥
জন্মান্তরে জন্মে সেই সম্রাটের ঘরে। বিপুল ঐশ্বর্য্য হয় জানিবে অন্তরে ॥
বৃহৎ ক্ষেত্র নরপতি তাহার প্রমাণ। মহাসুখে ছিল সেই খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
ধর্ম্মকর্ম্মবলে সেই নরপতি হয়। ধর্ম্মের প্রসাদে হয় ভববন্ধ ক্ষয় ॥
এত শুনি পুনঃ কহে যত ঋষিগণ। শুন শুন নিবেদন বিধির নন্দন ॥
কি কার্য্য করিয়াছিল সেই নরপতি। সেই কথা কহ আগে ওহে মহামতি ॥
সেই ফলে কিবা সুখ পায় নররায়। সেই কথা কহ দেব আমা সবাকায় ॥
ঋষিদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধীরে ধীরে বিধিসুত কহেন তখন ॥
শুন শুন ঋষিগণ অপূর্ব্ব কাহিনী। বৃহৎক্ষেত্র নামে ছিল এক নৃপমণি ॥
শৌর্য্যে বীর্য্যে তাঁর সম কেও নাহি ছিল। তাঁহার গুণের কথা খ্যাত ভূমণ্ডল॥
কোন কালে দৈত্যগণে করিতে নিধন। দেবরাজ চিন্তাকুল নিরন্তর মন ॥
তার পর বৃহৎক্ষেত্রে লইয়া সাদরে। দৈত্য ধ্বংস করে ইন্দ্র জানিবে অন্তরে ॥
রাজার সাহায্য লয়ে দেব শচীপতি। দৈত্যগণে ধ্বংস করে খ্যাত বসুমতী ॥
এই হেতু সেই রাজা সদা সর্ব্বক্ষণ। করিতেন সুরলোকে গমনাগমন ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহচয়। নৃপতির তেজে সবে পরাভূত হয় ॥
তাঁহার সমান তেজ না ছিল কাহার। একচ্ছত্র সেই রাজা অবনীমাঝার ॥
বিপক্ষ তাঁহার নাহি আছিল ধরায়। সকলে অধীন ছিল জানিবে সবায় ॥
ভানুমতী নামে চিল তাঁহার মহিষী। ধরামাঝে সেই নারী অপূর্ব্ব রূপসী ॥
দ্বিতীয় লক্ষ্মীর সম সেই সে ললনা। অনুপমা সতী সাধ্বী সুন্দরী পরমা ॥
তাঁহার লাবণ্য রূপ করি দরশন। সুরাঙ্গনা সদা সবে সুলজ্জিতা হন ॥
নারীমাঝে যদি বসে সেই ভানুমতী। লক্ষ্মী সম শোভা ধরে সেই কান্তিমতী
এই হেতু নরপতি একান্ত অন্তরে। বাসিতেন ভাল সদা সেই মহিষীরে ॥
মহিষী সহিতে রাজা হয়ে একমন। করিতেন ধর্ম্মকর্ম্ম সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
গার্হস্থ্য ধরম কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান। নরপতি অনুক্ষণ করে অবস্থান ॥
একদা বশিষ্ঠ মুনি বিদিত ভুবনে। উপনীত হন আসি রাজার সদনে ॥
মুনিবরে সমাগত করি দরশন। নরপতি অভ্যর্থনা করেন তখন ॥
বিধানে সৎকার তাঁর করে নরপতি। সুখাসনে বসিলেন ঋষি মহামতি ॥
বিনয় বচনে পরে নরপতি কয়। শুন শুন নিবেদন ওহে মহোদয় ॥
পূর্ব্বজন্মে কিবা ধর্ম্ম করেছিনু আমি। যেই ফলে রাজ্য আদি লভেছি ইদানী ॥
এ হেন সম্পদ মম কিসের কারণ। এত বল দেহে মম ওহে মহাত্মন ॥
এই সব জানিবারে বাসনা আমার। অতএব কহ তাহা ওহে গুণাধার ॥

চরিতার্থ কর মোরে করিয়া বর্ণন। চিন্তা দূর কর মম ওহে মহাত্মন॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে ঋষিবর কহেন তখন॥
শুন শুন নরপতি কহিব তোমারে। লীলাবতী নামে নারী ছিল পূর্ব্বকালে॥
বৈশ্যার তনয়া ছিল সেই লীলাবতী। শিবপরায়ণা সাধ্বী আছিল যুবতী॥
তার মন সদা ছিল ধরম-করমে। ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিত যতনে॥
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করি সেই লীলাবতী। লবণ-অচল দেয় ওহে মহামতি॥
পুষ্কর তীর্থেতে দেয় লবণ-অচল। শুন শুন তার পর ওহে নরবর॥
স্বর্ণকার ছিলে তুমি জনম-অন্তরে। দৈবযোগে ঘটে যাহা শুন তার পরে॥
লীলাবতী অলঙ্কার করিতে নির্ম্মাণ। তোমারে নিযুক্ত করে ওহে মতিমান॥
একদিন লীলাবতী প্রতিষ্ঠা কারণ। করিতে আদেশ দেন প্রতিমা গঠন॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তুমি যত্ন সহকারে। প্রতিমা গড়িয়া তুমি দিলেহে তাহারে॥
তব শিল্পনৈপুণ্যাদি করি দরশন। লীলাবতী মনে মনে পুলকিত হন॥
সমধিক মূল্য দিতে চাহিলেন তিনি। কিন্তু তুমি নাহি নিলে ওহে নৃপমণি॥
ধর্ম্মকার্য্য বলি তুমি মূল্য নাহি নিলে। পুরস্কার নাহি নিলে তাহার গোচরে॥
এই যে তোমার পত্নী ভানুমতী সতী। পূর্ব্বজন্মে তব ভার্য্যা আছিল সুব্রতী॥
লীলাবতী স্বর্ণবৃক্ষ করিতে নির্ম্মাণ। ইহাঁরে আদেশ দেন ওহে মতিমান॥
ভক্তি করি নিরমিয়া দেয় ভানুমতী। মূল্য বা বেতন নাহি নিলেন যুবতী॥
প্রচুর ধনের কর্ত্রী ছিল লীলাবতী। ধর্ম্মকর্ম্মে বিত্তব্যয় করিলেন সতী॥
কালবশে মৃত্যু তাঁর হইল যখন। শিবলোকে সেই সতী করিল গমন॥
সেই জন্মে তুমি নৃপ আছিলে নিধন। সংসার-যাত্রায় কষ্ট পেতে সর্ব্বক্ষণ॥
মহাকষ্টে ছিলে তুমি ওহে নররায়। তার পর ঘটে যাহা বলি হে তোমায়॥
লীলাবতী ধর্ম্মকর্ম্ম করে আচরণ। সহায়তা তুমি তাহে করিলে সাধন॥
সেই ফলে ইহ জন্মে ধনের ঈশ্বর। হইয়াছ মহামতি তুমি নরবর॥
সূর্য্যসম মহাতেজা তুমি সেই ফলে। সপ্তদ্বীপ-অধিপতি জানিবে অন্তরে॥
তব ভার্য্যা ভানুমতী নিজ কর্ম্মফলে। হয়েছে মহিষী তব, জানিবে অন্তরে॥
যাহা হোক এক কথা করহ শ্রবণ। যথেষ্ট বিভব তব রয়েছে এখন॥
ধান্যাচল দান তুমি করহ যতনে। ব্রত উপবাস কর বিহিত বিধানে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে যেই জন। তার ফল সেই বটে করে উপার্জ্জন॥
কিন্তু উপদেশ দেয় যেই মহামতি। কিম্বা সহায়তা করে যেই মহামতি॥
সেই জন মহাফল করে উপার্জ্জন। অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ॥
পরম ধার্ম্মিক তুমি ওহে নররায়। অধিক বলিব কিবা এখন তোমায়॥

আমার বচন নাহি করিও হেলন। ধর্ম্মকর্ম্মে সদা মন কর নিয়োজন॥
এত বলি ঋষিবর করেন প্রস্থান। নরপতি ধর্ম্ম কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান॥
এত বলি বিধিসুত কহে পুনরায়। শুন শুন ঋষিগণ বলি সবাকায়॥
ইতি পূর্ব্বে যেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে। বলিতেছি সেই কথা শুনহ সাদরে॥
নানাবিধ ব্রত আছে শাস্ত্রের বিধান। উপবাস কত আছে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
সকলি জানিবে নরহিতের কারণ। একে একে বলিতেছি শুন সর্ব্বজন॥
বিশোক-দ্বাদশী ব্রত অতি অনুত্তম। সেই কথা আগে বলি করহ শ্রবণ॥
সংযত হইয়া রবে দশমীর দিনে। আহার করিবে লঘু বিহিত বিধানে॥
পরদিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোত্থান। প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া করিবেক স্নান॥
তার পর যথাসাধ্য নানা উপহারে। পূজিবে কেশব দেবে সম্যক্ প্রকারে॥
উপবাসে সেই দিন করিবে যাপন। তার পর দিন শুন ওহে ঋষিগণ॥
সর্ব্বৌষধিজলে আর পঞ্চগব্য জলে। স্নান করি শুভ মাল্য ধরিবেক গলে॥
শুভ্র বস্ত্র নিজ অঙ্গে করিবে ধারণ। শ্রীপতির পূজা পরে করিবে সাধন॥
বিশোকায় নম বলি পূজি পদদ্বয়ে। বরদায় নম এই মন্ত্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে॥
গণেশায় নম এ মন্ত্র করি উচ্চারণ। জানুদ্বয়ে পূজা আদি করিবে সাধন॥
কন্দর্পায় নম বলি পূজি গুহ্যদেশে। মাধবায় নম মন্ত্রে পূজি কটিদেশে॥
বৈকুণ্ঠায় নম বলি কণ্ঠেতে পূজিবে। বামনায় নমঃ বলি সানন্দ হৃদয়ে॥
ললাটেতে পূজা আদি করিবে সাধন। স্থণ্ডিল কুণ্ডাদি পরে করিয়া গঠন॥
তার মধ্যে সোম সূর্য্য লক্ষ্মীরে পূজিবে। তুষ্টি পুষ্টি সিদ্ধি ঋদ্ধি শ্রীহরে অর্পিবে॥
"অশেষ সন্তাপহারী শোকবিনাশন। বরপ্রদ ভগবান্ দেব নারায়ণ॥
বিশোক করুন্ মোরে" এই মন্ত্র পড়ে। পূজিবেক নারায়ণে অতীব সাদরে॥
যথাবিধি কুণ্ড পরে করিয়া স্থাপন। বিধানে করিবে হোম ওহে ঋষিগণ॥
তার পর নৃত্যগীত উৎসব করিবে। এইত ব্রতের বিধি অন্তরে জানিবে॥
পর দিন নিমন্ত্রণ করিয়া যতনে। বিপ্রদম্পতিরে খাদ্য দিবেক বিধানে॥
বিধানে সবারে পরে করাবে ভোজন। যথাশক্তি বসনাদি করিবে অর্পণ॥
অলঙ্কার মাল্য আদি দিবেক সাদরে। বিপ্রদম্পতির পূজা করিবেক পরে॥
এইরূপে মাসে মাসে ব্রত আচরণ। করিবেক যথাবিধি ওহে ঋষিগণ॥
সমাপন কাল যবে হবে উপস্থিত। শয্যাদান দিবে পরে লবণ সহিত॥
গুড়ধেনু সহ কিম্বা করিবে অর্পণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥
বিপুল ঐশ্বর্য্য বাঞ্ছা করে যেই জন। স্বর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি করিয়া গঠন॥
লক্ষ্মী সহ সেই মূর্ত্তি করিবে প্রদান। এইত ব্রতের বিধি খ্যাত সর্ব্ব স্থান॥

ইথে যেই যেই পুষ্প করিবে অর্পণ। বলিতেছি সেই কথা শুন সর্ব্বজন॥
উৎপল করবী জাতি আর সিন্ধুবার। মল্লিকা কর্দ্দম আদি আর যে মন্দার॥
এই সব পুষ্প দিবে শাস্ত্রের বচন। কহিলাম সবাপাশে ওহে ঋষিগণ॥
এত শুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে সাদরে। শুন শুন বিধিসুত নিবেদি তোমারে॥
লবণ ধেনুর বিধি করহ বর্ণন। তাহার স্বরূপ কিবা ওহে মহাত্মন॥
কি মন্ত্রে করিবে দান ওহে মহাশয়। এই সব শুনিবারে উৎসুক হৃদয়॥
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। শুন শুন ঋষিগণ করিব বর্ণন॥
লবণ ধেনুর বিধি বলিব সবারে। তাহার স্বরূপ শুন একান্ত অন্তরে॥
কিবা ফল হয় তাহে করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে ঋষিগণ॥
গোময়ে লেপন করি ভূমির উপর। দর্ভ আস্তরণ তাহে করিবে সত্বর॥
কৃষ্ণসার চর্ম্ম পরে করিবে স্থাপন। মুণ্ডশুদ্ধ শুষ্ক চর্ম্ম ওহে ঋষিগণ॥
চারি হস্ত পরিমিত সেই চর্ম্ম হবে। পূর্ব্বাস্য করিয়া তাহা স্থাপন করিবে॥
পরে তাহা লবণেতে করিয়া পূরণ। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক মৃগের চরম॥
লইয়া তাহাতে পূর্ণ করিবে লবণ। করিবেক বৎসাকার ওহে ঋষিগণ॥
পরে সেই দুই ধেনু আর যে বৎসেরে। করিবে শ্বেতকম্বলে আচ্ছাদিত পরে॥
পৃষ্ঠদেশে তাম্রপাত্র করিবে অর্পণ। রোমস্থানে চামর শ্বেত দিবে সাধুজন॥
ভ্রূদ্বয়ে বিদ্রুম আর নবনীত স্তনে। অর্পিয়া আবৃত পরে করিবে বিধানে॥
করিবে কৌষেয় বস্ত্রে তাহা আচ্ছাদন। এরূপে সবৎস ধেনু করিয়া গঠন॥
ধূপ দীপ আদি দিয়া অর্চ্চনা করিবে। প্রার্থনা করিবে পরে শুন বলি সবে॥
"কামধেনু রূপে লক্ষ্মী দেবমধ্যে রয়। সেই ধেনু এই ধেনু নাহিক সংশয়॥
আমার সকল পাপ করুন মোচন। এই ভিক্ষা মাগি আমি ধেনুর সদন॥
যেই লক্ষ্মী অবস্থিতা বিষ্ণু-বক্ষঃস্থলে। সেই লক্ষ্মী এই ধেনু জানিগো অন্তরে॥
চন্দ্র-সূর্য্যে শক্তিরূপে যেই লক্ষ্মী রয়। সেই লক্ষ্মী এই ধেনু নাহিক সংশয়॥
সর্ব্বশান্তি এই ধেনু করুন আমার।" প্রার্থনা করিয়া সাধু এ হেন প্রকার॥
বিপ্রগণে সেই ধেনু করিবে অর্পণ। বলিলাম বিধি এই ওহে ঋষিগণ॥
অন্য অন্য ধেনু যাহা পাপ নাশ করে। বলিতেছি সেই কথা শুনহ সাদরে॥
বহুবিধ ধেনু আছে শাস্ত্রের বচন। কত বা বলিব তাহা ওহে ঋগণ॥
গুড়ধেনু ঘৃতধেনু তিলধেনু আর। জলধেনু ক্ষীরধেনু সার হতে সার॥
মধুধেনু রসধেনু কত ধেনু হয়। শর্করা লবণ আদি ওহে ঋষিচয়॥
ভুক্তিমুক্তি ইচ্ছা করে যেই সাধুজন। পর্ব্বে পর্ব্বে এই ধেনু করিবে অর্পণ॥
বিশোক দ্বাদশী ব্রত করি অনুষ্ঠান। গুড়ধেনু সমর্পিবে শাস্ত্রের বিধান॥

বিশোক দ্বাদশী ফল অতি চমৎকার। পাপরাশি ভস্ম হয় প্রভাবে তাহার॥ সকল সৌভাগ্য লভে সেই ব্রতীজন। বিষ্ণুপুরে অন্তকালে করয়ে গমন॥ এই ব্রত যথাবিধি করি আচরণ। গুড়ধেনু সমর্পিলে ওহে ঋষিগণ॥ মহাফল পায় সেই শাস্ত্রের প্রমাণ। বলিলাম সবাপাশে শাস্ত্রের বিধান॥ এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। জিজ্ঞাসেন পুন ওহে বিধির নন্দন॥ যে যে দান দেবলোকে নাহি হয় ক্ষয়। সেই সব ফল কহ ওহে মহোদয়॥ এত শুনি বলে পুনঃ বিধির নন্দন। শুন শুন বলিতেছি ওহে ঋষিগণ॥ অচল দানেতে পুণ্য হয় যে অক্ষয়। দশধা অচল দান শাস্ত্রের নির্ণয়॥ ধান্যাচল প্রথমতঃ জানিবে অন্তরে। লবণ অচল দুই গুড়াচল পরে॥ চতুর্থ সুবর্ণাচল পরে তিলাচল। কার্পাস অচল আর ঘৃতের অচল॥ রত্নাচল তার পর জানিবে অন্তরে। রজত অচল পরে কহি সবাকারে॥ দশম শর্করাচল শাস্ত্রের বচন। সংক্ষেপে বলিনু সব ওহে ঋষিগণ॥ অয়ন বিষুব দ্বয় আর ব্যতীপাতে। দিনক্ষয়ে বিবাহেতে আর উৎসবেতে॥ যজ্ঞদিনে দ্বাদশীতে পৌর্ণমাসীদিনে। কর্ত্তব্য অচল দান শাস্ত্রের বিধানে॥ ভূমির উপরে করি গোময় লেপন। তার পর দর্ভরাশি দিবে আস্তরণ॥ তার পর ধান্যাচল স্থাপন করিবে। সহস্র দ্রোণ প্রমাণ ধান্য দিতে হবে॥ তিনটী স্বর্ণের বৃক্ষ করিয়া গঠন। মধ্যভাগে পরে তাহা করিবে স্থাপন॥ চারিটী রজতশৃঙ্গ চারিদিকে দিবে। এরূপেতে ধান্যাচল স্থাপন করিবে॥ মুক্তাফল সম শুভ্র লইয়া বসন। তাহার উপরে পরে দিবে আচ্ছাদন॥ রতনে ভূষিত তাহা করিবেক পরে। আনাইবে লোকপালগণেরে সাদরে॥ নানাবিধ ফলপুষ্প মাল্য আদি দিয়ে। শোভিত করিবে পরে সানন্দ হৃদয়ে॥ এইরূপে ধান্যাচল করিয়া স্থাপন। যথাবিধি পূজা পরে করিবে সাধন॥ প্রার্থনা করিবে পরে যেই মন্ত্র পড়ি। মন দিয়া শুন তাহা সবাকারে বলি॥ "অচল তোমার কাছে প্রার্থনা আমার। হয়েছ আমার গৃহে পর্ব্বত-আকার॥ পর্ব্বতের নাম তুমি করেছ ধারণ। আমার মঙ্গল তুমি করহ সাধন॥ পূজিত হইয়া তুমি আমার আগারে। কল্যাণ বিধান কর নির্বেদ তোমারে॥ পরা শান্তি দেও তুমি ওহে গিরি-বর। ভগবান্ ঈশ তুমি অচল-ঈশ্বর॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি দিবাকর। তুমি সনাতন ওহে অচলপ্রবর॥ সতত আমার রক্ষা করহ বিধান।" এরূপ প্রার্থনা করি সাধু মতিমান। বহুবিধ উপচারে করিয়ে পূজন। উৎসর্গ করিবে পরে ওহে ঋষিগণ॥ অর্পণ করিবে পরে ব্রাহ্মণ-নিকরে। শাস্ত্রের বিধান এই কহি সবাকারে॥ এইরূপে ধান্যাচল করিলে অর্পণ। মহাফল পায় সেই শাস্ত্রের

বচন॥ সে ফল না হয় ক্ষয় জান কোন কালে। শাস্ত্রের বচন এই কহি ... প্রকারে॥"

এখন শুনহ যত ওহে ঋষিগণ। লবণ-অচলবিধি করিব কীর্ত্তন॥ দশ ভার লবণেতে করিলে নির্ম্মাণ। উত্তম অচল হয় শাস্ত্রের বিধান॥ পাঁচ ভার লবণেতে জানিবে মধ্যম। তিন ভারে অধম যে শাস্ত্রের বচন॥ স্বর্ণ-বৃক্ষ স্বর্ণশৃঙ্গ সাজাবে সাদরে। যেরূপ নিয়ম আছে ধান্যের অচলে॥ ইন্দ্র আদি লোকপাল করি আবাহন। যথাবিধি পূর্ব্বমত করিবে পূজন॥ যেরূপ প্রার্থনা মন্ত্র শুন ঋষিগণ। যেরূপ প্রার্থনা বাক্য করিবে পঠন॥ "দেবগণ মধ্যে যথা শ্রেষ্ঠ নারায়ণ। যোগীর প্রধান যথা দেব পঞ্চানন॥ সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ যেমন ওঙ্কার। সেরূপ প্রধান তুমি সামগ্রী-মাঝার॥ যত কিছু দ্রব্য আছে জগত-মাঝারে। সবার প্রধান তুমি জানিগো অন্তরে॥ আমার সৌভাগ্য তুমি করহ বিধান। সম্পদ বিস্তার কর অচল ধীমান॥" এরূপ প্রার্থনা করি অতি ভক্তিভরে। বিধানে অর্চ্চনা পরে করিবে সাদরে॥ তার পর বিপ্রকরে করিবে প্রদান। এই ত শাস্ত্রের বিধি খ্যাত সর্ব্বস্থান॥ লবণ-অচল দান করে যেই জন। ব্রহ্মলোকে অন্তকালে সে করে গমন॥ কল্পকোটি ব্রহ্মধামে সেই জন রয়। শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়॥ কনক অচল দান যেই রূপে করে। বলিতেছি সেই কথা শুনহ সাদরে॥ সহস্রেক পলমিত কাঞ্চন লইয়ে। করিবেক স্বর্ণাচল একান্ত হৃদয়ে॥ উত্তম অচল এই শাস্ত্রের বিধান। মধ্যম পঞ্চাশ পলে খ্যাত সর্ব্বস্থান॥ তদর্দ্ধ প্রমাণে হয় অচল অধম। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥ লোকপালগণে ইথে করিয়া স্থাপন। যথাবিধি আবাহন করিবে সাধন॥ পূজিবেক তার পর বিহিত বিধানে। প্রার্থনা করিবে পরে ভক্তিযুক্ত মনে॥ "কনক অচল তুমি অচলপ্রবর। স্থাপিয়াছি মম গৃহে শুন অতঃপর॥ ব্রহ্মবীর্য্য তেজোমূর্ত্তি তুমি হে কাঞ্চন। তোমারে প্রণাম করি অচল-রাজন॥ সবে রক্ষা কর অচল-ঈশ্বর।" এরূপে প্রার্থনা করি পূজিবেক পর॥ ...সর্গ করিয়া পরে বিপ্রগণ-করে। করিবেক সমর্পণ সানন্দ অন্তরে॥ এইরূপে স্বর্ণাচল যে করে অর্পণ। ব্রহ্মলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন॥ কল্পকোটি ব্রহ্মলোকে তাহার বসতি। পরম আনন্দে তথা করে অবস্থিতি॥ ভোগ অন্তে ধরাধামে সে করে গমন। মহাসুখী হয় সেই লভিয়া জনম॥ তিলাচল যেই রূপে করিবে প্রদান। বলিতেছি সেই কথা কর অবধান॥ তিলাচল যেই জন করে সমর্পণ। বিষ্ণুলোকে সেই জন করয়ে গমন॥

দশভার তিল দিয়া অচল গঠিলে। উত্তম অচল হয় শাস্ত্রে হেন বলে॥ মধ্যম পঞ্চম ভারে অধম যে তিনে। শাস্ত্রের বিধান এই কহি সবাস্থানে॥ তিলাচল যথাবিধি করিয়া গঠন। পূর্ব্বমত দেব আদি করিয়া স্থাপন॥ আরাহন যথাবিধি করিয়া সাদরে। প্রার্থনা করিবে পরে কহি সবাকারে॥ "বিষ্ণুদেহ হতে তুমি লভেছ জনম। হব্যকব্যে সুপবিত্র তুমি মহাত্মন॥ আমাকে পবিত্র করি করহ উদ্ধার।" প্রার্থনা কবিবে বিধি এ হেন প্রকার॥ এইরূপে আমন্ত্রণ করি যেই জন। তিলাচল দান করে ওহে ঋষিগণ॥ দুর্লভ বৈষ্ণব পদ সেই জন পায়। বদ্ধ নাহি হয় সেই ভববন্ধ দায়॥ পুনরায় নাহি আসে ভবকারাগারে। নিত্যানন্দে রহে সেই বৈকুণ্ঠ-নগরে॥ তিলাচল দান কথা করিলে শ্রবণ। কার্পাস অচলদান বলিব এখন॥ বিংশ ভারে সর্ব্বোত্তম কার্পাস-অচল। মধ্যম দশমভারে জানে সর্ব্বনর॥ পঞ্চভারে সর্ব্বাধম শাস্ত্রের বচন। যেমন শকতি যার করিবে তেমন॥ এইরূপে নির-মিয়া কার্পাস-অচল। পূর্ব্বমত পূজা আদি করিয়া সকল॥ প্রার্থনা করিবে পরে একান্ত অন্তরে। শুন শুন সেই মন্ত্র কহি সবাকারে॥ "তোমা হতে লোক সব লভেছে জনম। নমস্কার তব পদে ওহে মহাত্মন॥ আমারে পাতক হতে করহ উদ্ধার।" প্রার্থনা করিবে এই শাস্ত্রের বিচার॥ কার্পাস অচল দান করিনু কীর্ত্তন। যেই জন এই দান করে সমর্পণ॥ অন্তকালে লভে সেই পরমা সুগতি। করতলে রহে তার ভুকতি মুকতি॥ ঘৃতাচল যেই রূপে করিবে অর্পণ। বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ॥ বিংশ কুম্ভ পরিমিত ঘৃতেতে গঠিলে। উত্তম অচল হয় শাস্ত্রে হেন বলে॥ দশকুম্ভ দিয়া কৈলে মধ্যম অচল। পাঁচ কুম্ভ সর্ব্বাধম কয় ঘৃতাচল॥ এইরূপে ঘৃতাচল করিয়া স্থাপন। পূর্ব্বমত লোকপালে করি আবাহন॥ যথাবিধি পূজা আদি করিয়া সাদরে। প্রার্থনা করিবে পরে অতি ভক্তিভরে॥ "অমৃতের তেজযোগে তোমার জনম। বিষ্ণুর সদৃশ তুমি ওহে মহাত্মন॥ তোমাতে সংস্থিত ব্রহ্ম যিনি তেজোময়। পরিত্রাণ কর মোরে ওহে মহোদয়॥" এরূপ প্রার্থনা করি অতি ভক্তিভরে। উৎসর্গ করিবে তাহা একান্ত অন্তরে॥ তার পর বিপ্রগণে করিবে অর্পণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥ ঘৃতাচল দান করে যেই মহামতি। মহাপাপে সেই সাধু পায় অব্যাহতি॥ অন্তকালে সেই জন ত্যজি কলেবর। শিবের সমীপে যায় কৈলাস নগর॥ আনন্দে কৈলাসপুরে করে অবস্থান। কল্পকোটি রহে তথা সেই মতিমান॥ এইরূপে পুণ্যভোগ করিয়া তথায়। মানবলোকেতে সেই আসে পুন—

মহত কুলেতে হয় তাহার জনম। শিবভক্ত হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥ বিপুলসম্পত্তিশালী সেই জন হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥

অতঃপর রত্নাচল দানের বিধান। বলিতেছি শুন সবে শাস্ত্রের প্রমাণ॥ সহস্র মুক্তাফল লইয়া সাদরে। অচল যদ্যপি করে অতি ভক্তিভরে॥ উত্তম অচল তারে কহে ঋষিগণ। শাস্ত্রের প্রমাণ এই স্বরূপ বচন॥ পঞ্চশত মুক্তা দিয়া করিলে গঠন। মধ্যম তাহারে কহে ওহে ঋষিগণ॥ দুইশত পঞ্চাশেতে অধম যে হয়। কহিনু সবার পাশে ওহে ঋষিচয়॥ এইরূপে মুক্তা দ্বারা অচল গঠিয়ে। পূর্ব্বদিকে বজ্র তার বিন্যাস করিয়ে॥ দক্ষিণেতে ইন্দ্রনীল করিবে বিন্যাস। নিয়ম আছয়ে এই শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥ বিন্যাস করিবে পরে বৈদূর্য্য পশ্চিমে। পদ্মরাগ বিন্যাসিবে উত্তরেতে ক্রমে॥ তার পর শুন শুন ওহে ঋষিগণ। পূর্ব্বমত লোকপালে করিবে স্থাপন॥ আবাহন পূজনাদি করিবে যতনে। প্রার্থনা করিবে পরে শুন সর্ব্বজনে॥ "শুন শুন রত্নাচল আমার বচন। "রত্নমধ্যে ব্যবস্থিত যত দেবগণ॥ তুমি সেই রত্নময় শুনহ অচল। আমারে উদ্ধার কর ওহে গিরিবর॥ রত্নদান হেতু সেই দেব নারায়ণ। করিছেন জগতেতে সবার সৃজন॥ বজ্র দান হেতু তিনি পূজ্য সবাকার। অতএব শুন শুন ওহে গুণাধার॥ তোমাকে অর্পণ আমি করিব যতনে। আমারে উদ্ধার কর কহি তব স্থানে॥" এরূপে প্রার্থনা করি সাধু তার পর। বিপ্রগণে দিবে তাহা করি যোড়কর॥ এইরূপে রত্নাচল যে করে প্রদান। কোটিকল্প বিষ্ণুলোকে করে অবস্থান॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হয় বিনাশন। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি করয়ে সাধন॥ রত্নাচল-দান কথা শুনিলে সকলে। রজত অচল দান শুন অতঃপরে॥ রজত অযুত পলে করিলে নির্ম্মাণ। উত্তম অচল হয় শাস্ত্রের বিধান॥ তাহার অর্দ্ধেকে হয় মধ্যম অচল। তদর্দ্ধে কনিষ্ঠ ওহে তাপস সকল॥ ইথেও অশক্ত যদি হয় কোন জন। বিশপল রজতেতে করিবে গঠন॥ তার পর পূর্ব্বমত অর্চনাদি করি। প্রার্থনা করিতে পারে করযোড় করি॥ "রজত অচল শুন আমার বচন। পিতৃলোকপ্রিয় তুমি ওহে মহাত্মন॥ ধর্ম্মের বল্লভ তুমি ইন্দ্রপ্রিয়তম। তোমারে বাসেন ভাল দেব পঞ্চানন॥ অতএব নিবেদন তোমার গোচরে। সংসার-সাগর হতে উদ্ধার আমারে॥ শোক দুঃখ মোর যত কর বিনাশন। তোমার চরণে করি এই নিবেদন॥" এরূপ প্রার্থনা করি রজত-অচলে। অর্পণ করিবে পরে দ্বিজাতির করে॥ এইরূপে যেই জন করে সমর্পণ। সহস্র গোদানফল পায় সেই জন॥ অন্তকালে

সেই জন শিবলোকে যায়। কোটিকল্প মহানন্দে রহিবে তথায়॥ পুণ্যভোগ অন্তে পরে সেই সাধুজন। মহত কুলেতে আসি লভয়ে জনম॥ এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে। শর্করাচলের কথা শুন অতঃপরে। অষ্টভার শর্করাতে করিলে গঠন। উত্তম অচল হয় শাস্ত্রের বচন॥ তদর্দ্ধে মধ্যম হয় জানিবে অন্তরে। তদর্দ্ধে কনিষ্ঠ জান কহি সবাকারে॥ তিনরূপ হতে পারে শাস্ত্রের বচন। যাহার যেরূপ শক্তি করিবে গঠন॥ অচল গঠিয়া পরে মস্তকে তাহার। রচিবে মন্দর-আদি শাস্ত্রের বিচার॥ বৃক্ষ শৃঙ্গ আদি পরে রচিবে যতনে। পূর্ব্বমত আবাহিবে লোকপালগণে। যথাবিধি তাঁহা সবে করিয়া পূজন। প্রার্থনা করিবে পরে ওহে ঋষিগণ॥ "হরিধনু-মধ্য হতে শর্করা জনমে। তা দিয়ে অচল এই গঠেছি যতনে॥ অতএব ইনি মোরে করুন উদ্ধার। বিনয়ে প্রার্থনা করি নিকটে ইহাঁর॥" এরূপে প্রার্থনা করি শর্করা-অচলে। উৎসর্গ করিবে পরে অতিভক্তিভরে॥ তার পর বিপ্রগণে করিবে প্রদান। কহিনু সবার পাশে শাস্ত্রের বিধান॥ এইরূপে যেই জন করে সমর্পণ। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন॥ অন্তকালে শিবলোকে সেই জন যায়। আনন্দে বসতি করে যাইয়া তথায়॥ অচলদানের কথা করিনু বর্ণন। অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ॥ যে কোন অচল দান করিতে হইবে। অক্ষার লবণ পূর্ব্বদিনেতে খাইবে॥ পরদিন ব্রাহ্মণেরে করিয়া বরণ। যথাবিধি অর্চ্চনাদি করিবে সাধন॥ পরেতে উৎসর্গ সাধু করিবে বিধানে। এই ত শাস্ত্রের বিধি কহি সবাস্থানে॥ অচল দানের কথা করিনু বর্ণন। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ ঋষিগণ॥

এত শুনি ঋষিগণ কহে পুনরায়। নিবেদন করি প্রভু এখন তোমায়॥ সংসারে নিস্তার হয় যেরূপ করিলে। সে সব ব্রতের কথা কহ সবাকারে॥ এত শুনি পুনঃ কহে বিধির নন্দন। শুন শুন বলিতেছি ওহে ঋষিগণ॥ কল্যাণ-সপ্তমী নামে এক ব্রত হয়। বিশোক সপ্তমী নামে ওহে ঋষিচয়॥ সূর্য্য সম্বন্ধীয় ব্রত জানিবে অন্তরে। এ দুয়ে অনন্ত ফল শাস্ত্রের বিচারে॥ শুক্ল পক্ষে সপ্তমীতে রবিবার হয়। কল্যাণ-সপ্তমী ব্রত তাহারেই কয়॥ স্নান আদি সমাপিয়া সে দিন প্রভাতে। বসিবে পূর্ব্বাস্য হয়ে ভক্তিযুক্ত চিতে॥ অষ্টদল পদ্ম করি সম্মুখে নির্ম্মাণ। আবাহিবে বিষ্ণুদেবে সেই মতিমান॥ পুষ্প আদি দিয়া তাঁরে করি আবাহন। যথাবিধি যথাশক্তি করিবে পূজন॥ তার পর যথাশক্তি নানা উপচারে। অর্চ্চনা করিবে সাধু একান্ত অন্তরে॥ এরূপ সপ্তমীযুক্ত প্রতি রবিবারে। ত্রয়োদশ মাসাবধি পূজিবে

সাদরে ॥ তার পর ত্রয়োদশ ধেনু দিবে দান। বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া সাধু মতি মান ॥ কল্যাণ-সপ্তমী ব্রত ইহারেই কয়। যেই জন করে ইহা ওহে ঋষিচয়। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন। আরোগ্য লভয়ে সেই শাস্ত্রের বচন অন্তকালে সূর্য্যলোকে সেই জন যায়। মনের আনন্দে রহে যাইয়া তথায় অনন্ত ফলদ ব্রত শাস্ত্রের বচন। দেবগণ করে ইহা ওহে ঋষিগণ ॥ কল্যাণ সপ্তমী কথা শুনিলে সকলে। বিশোকসপ্তমী শুন কহি সবাকারে ॥ বিধানে সপ্তমী দিন পাইয়া সুজন। উপবাস করি রবে ওহে ঋষিগণ ॥ যেই জন এই ব্রত করে ভক্তিভরে। শোক নাহি পায় সেই আপন অন্তরে ॥ মাঘ-মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে। একভক্ত হয়ে রবে বিহিত বিধানে। বসন ভূষণ আদি করিয়া অর্পণ। পূজিবে ভাস্করদেবে ওহে ঋষিগণ ॥ তার পর ষষ্ঠীদিনে একান্ত অন্তরে। পূজিবে পুনশ্চ তথা অতি ভক্তিভরে ॥ উপবাসে ষষ্ঠীদিন করিবে যাপন। সপ্তমীতে বিধানেতে করিবে ভোজন ॥ লবণ তৈলাদি ভিন্ন করিবে আহার। একভক্ত হয়ে রবে শাস্ত্রের বিচার ॥ এরূপে বিশোক ব্রত করে যেই জন। ইহ লোকে শোক দুঃখ না পায় কখন॥ পরলোকে ইন্দ্রপদ সেই জন পায়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবায় ॥ অন্য এক ব্রত আছে শুন সর্ব্বজনে। যেরূপ বিধান আছে শাস্ত্রের বচনে। মার্গশীর্ষে শুক্লাষষ্ঠী পেয়ে সাধুজন। উপবাস করি রবে ওহে ঋষিগণ ॥ সপ্তমীতে শর্করাতে পদ্ম বিরচিয়ে। কুটুম্ব বিপ্রেরে দিবে একান্ত হৃদয়ে ॥ বর্ষাবধি এইরূপ যেই করে দান। সে পায় অনন্ত ফল শাস্ত্রের বিধান ॥ এই ত শুনিলে সব ওহে ঋষিগণ। মন্দার সপ্তমী ব্রত শুনহ এখন ॥ মাঘ-মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে। সংযত হইয়া রবে বিহিত বিধানে ॥ লঘুভোজী হয়ে রবে ওহে ঋষিগণ। ষষ্ঠীতে প্রভাতে পরে উঠিয়া তখন ॥ নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া বিহিত বিধানে। উপবাস করি রবে শাস্ত্রের প্রমাণে॥ পরদিন প্রাতঃকালে করি গাত্রোত্থান। নিত্যক্রিয়া সমাপিবে সেই মতিমান ॥ সুবর্ণ পুরুষ এক গঠিয়া সাদরে। ভাস্কর সমান জ্ঞান করিবে অন্তরে ॥ যথাশক্তি উপচারে করিবে পূজন। একভক্ত হয়ে রবে নিজে সাধুজন ॥ তৈল ও লবণ নাহি সেবন করিবে। বিত্তশাঠ্য বিসর্জ্জন করিতে হইবে ॥ এইরূপে ব্রত করে যেই সাধুজন। সৌভাগ্য সম্পদ পায় শাস্ত্রের বচন ॥ এই ব্রত কথা শুনে যেই সাধু নর। অতীব পবিত্র হয় তাহার অন্তর ॥ কিছু পাপ নাহি রহে তাহার শরীরে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় শাস্ত্রের বিচারে॥ শুভ সপ্তমীর কথা শুনহ এখন। মহাশ্রেষ্ঠ ব্রত সেই শাস্ত্রের বচন ॥

তাঁহে উপবাস করে যেই সাধু নর। রোগ শোক নাহি ঘেরে তার কলেবর ॥
আশ্বিন মাসেতে শুক্লা সপ্তমীর দিনে। স্নান আদি নিত্যক্রিয়া করিয়া বিধানে ॥
যথাবিধি স্বস্তিবাক্য করি উচ্চারণ। কপিলা দেবীর পূজা করিবে সাধন ॥
গন্ধ মাল্য আদি দিয়া পূজিবে যতনে। তার পর শুন শুন কহি সবাস্থানে ॥
এক প্রস্থ তিল রাখি তাম্রের আধারে। কাঞ্চনের বৃষ এক রাখিবে সাদরে ॥
উৎসর্গ করিবে তাহা সেই সাধুজন। সূর্য্যের প্রীত্যর্থে মাত্র ওহে ঋষিগণ ॥
এইরূপ ব্রত যেই করে অনুষ্ঠান। জন্মে জন্মে হয় সেই অতি কীর্ত্তিমান ॥
সুরবালাগণ তারে অমরনগরে। সেবা করে নিরন্তর অতি ভক্তিভরে ॥
পুণ্যভোগ অন্তে পরে সেই সাধুজন। মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় লভয়ে জনম ॥
সপ্তদ্বীপ-অধিপতি সেই জন হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয় ॥
শত শত ব্রহ্মহত্যা করি যেই জন। ভ্রূণহত্যা কত শত করিয়া সাধন ॥
এই ব্রত যদি করে একান্ত অন্তরে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় শাস্ত্রের বিচারে ॥
ব্রতের মাহাত্ম্য যেই করয়ে শ্রবণ। অথবা ভকতি করি করে অধ্যয়ন ॥
বিদ্যাধর-নায়কত্ব সেই জন পায়। শাস্ত্রের বচন এই কহিনু সবায় ॥
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ। বিধিসুতে পুনঃ কহে ওহে মহাত্মন ॥
সপ্ত দেবলোক আছে শাস্ত্রে হেন কয়। ভূর্লোক করিয়া আদি ওহে মহোদয় ॥
সর্ব্বলোকে আধিপত্য হয় কি প্রকারে। সেই কথা কহ দেব আমা সবাকারে
শুভ আয়ু কিবা রূপে পায় নরগণ। আরোগ্য লভয়ে কিসে ওহে মহাত্মন ॥
লক্ষ্মীবন্ত কিসে হয় বল কৃপা করে। এই সব শুনিবারে বাসনা অন্তরে ॥
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। শুন শুন বলিতেছি ওহে ঋষিগণ ॥
পূর্ব্বকালে দেবরাজ অমর-নগরে। অসুরগণেরে ধ্বংস করিবার তরে ॥
বায়ু সহ অনলেরে করি সম্বোধন। আদেশ দিলেন দৈত্য ধ্বংসের কারণ ॥
আজ্ঞা পেয়ে অগ্নিদেব বায়ু সহকারে। অসংখ্য অসংখ্য দৈত্য বিনাশিত করে
কমলাক্ষ কালদংষ্ট্র আর বিরোচন। সংহ্লাদ তারক আদি ওহে ঋষিগণ ॥
কতিপয় দৈত্যমাত্র প্রাণে বেচেঁ রয়। সমুদ্রে প্রবেশ করে সেই দৈত্যচয় ॥
দৈত্যগণ পশে সেই সাগরের জলে। আপন আপন প্রাণ রক্ষিবার তরে ॥
তাহাদিগে বিনাশিতে হইয়া অক্ষম। বায়ু সহ অগ্নিদেব করেন গমন ॥
গমন করেন দোঁহে আপনার স্থানে। মনে মনে ক্ষুন্ন হন এই সে কারণে ॥
এদিকে দানবগণ থাকিয়া সাগরে। নানা উপদ্রব করে দেবগণ পরে ॥
একবার জল হতে করি গাত্রোত্থান। এখানে সেখানে সবে যায় নানাস্থান ॥
মুনি ঋষি জনগণে করিয়া পীড়ন। পুনরায় জলগর্ভে হয় নিমগন ॥

এইরূপে জলসুর্গ করিয়া আশ্রয়। সকলেরে পীড়া দেয় দানবনিচয়॥
তাহা দেখি দেবরাজ হয়ে ক্রুদ্ধমন। পুনশ্চ অনলদেবে করি সম্বোধন॥
আদেশ দিলেন পুনঃ দানব নিধনে। শুন শুন অগ্নিদেব কহি তব স্থানে॥
সাগরের জল তুমি করহ শোষণ। তাহা হলে দানবেরা হবে বিনাশন॥
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অগ্নিদেব ধীরে ধীরে কহেন তখন॥
শুন শুন দেবরাজ বচন আমার। দেবের অধিপ তুমি গুণের আধার॥
তোমার আদেশে কৈলে সাগর শোষণ। অধর্ম্ম হইবে মম শুনহ রাজন॥
কোটি কোটি জীবকুল যাহার আশ্রয়ে। জীবন ধরিয়া আছে সানন্দ হৃদয়ে॥
তাহারে বিনাশ করা নহেত উচিত। বলিতেছ যাহা নহে শাস্ত্রের বিহিত॥
অগ্নির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হইলেন দেবরাজ অতি ক্রুদ্ধমন॥
রোসভরে অগ্নিদেবে সম্বোধিয়া পরে। বলিলেন শুন শুন কহি যা তোমারে
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি কভু দেবের শরীরে। আদেশ পালন কর বলি যা তোমারে॥
আমার আদেশ তুমি করিলে লঙ্ঘন। অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ॥
বায়ু সহ জন্ম লও অবনীমণ্ডলে। মানুষ হইয়া রহ মনুষ্যভিতরে॥
আরো এক কথা বলি শুনহ দহন। তোমার গণ্ডুষে হবে সাগর শোষণ॥
এ কার্য্যে কখন তুমি না পাবে নিস্তার। বিফল নাহিক হবে বচন আমার॥
ইন্দ্রের শাপেতে পরে বায়ু ও দহন। মানবকুলেতে গিয়া লভেন জনম॥
কুম্ভজন্মা হয়ে জন্মে সেই দুই জন। তপস্বী হইলেন দোঁহে ওহে ঋষিগণ॥
বশিষ্ঠ একের নাম হইল ধরায়। অগস্ত্য হইল আর শুনহ সবায়॥
কুম্ভ হতে যে প্রকারে অগস্ত্য জনমে। বলিতেছি সেই কথা শুনহ শ্রবণে॥
পুর্ব্বকালে দেবদেব নিত্য ভগবান। ধর্ম্মপুত্র হয়ে জন্মে খ্যাত সর্ব্ব স্থান॥
সেই বিষ্ণু ধরাধামে লভিয়া জনম। বিপুল তপস্যা করে ওহে ঋষিগণ॥
কঠোর তপস্যা তাঁর করি দরশন। ভীত হন দেবরাজ ওহে ঋষিগণ॥
তপস্যার বিঘ্ন তাঁর করিবার তরে। উপনীত হন গিয়া পর্ব্বত-উপরে॥
অপ্সরা সহিতে তথা করেন গমন। সঙ্গেতে চলিল আর বসন্ত মদন॥
অপ্সরারা সেই স্থানে হরিষ অন্তরে। নৃত্যগীত করে কত আমোদের ভরে॥
ধর্ম্মপুত্র হবে কিসে বিমোহিতমন। সেই জন্য অপ্সরারা করয়ে যতন॥
কিছুতে তপস্যাভঙ্গ করিতে নারিল। কামদেব তাহা দেখি মনেতে ভাবিল॥
বহুচিন্তা করি কাম আপনার মনে। নারীর সৃজন এক করিল যতনে॥
অপ্সরার উরুদেশ হইতে তাহার। জনম হইল সেই রূপের আধার॥
তাহার মোহন রূপ করি দরশন। বিমোহিত-মন হয় যত দেবগণ॥

ঊরুদেশ হতে জন্ম লভিল সুন্দরী। এ হেতু উর্ব্বশী নাম ধরে সেই নারী॥
উর্ব্বশী হইতে হৈল তপস্যাভঞ্জন। শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ॥
ইন্দ্র নিজে মুগ্ধ হন তাহার রূপেতে।তাহারে আহ্বান করে নিজ সমীপেতে॥
কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচন। বরাননে মম বাক্য করহ শ্রবণ॥
আত্মদান কর মোরে তুমি গো সুন্দরী। তোমার সৌন্দর্য্য আমি হৃদিমাঝে স্মরি॥ ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। উর্ব্বশী সম্মতা তাহে হলেন তখন॥
তার পর মিত্র আর বরুণ প্রবর। উর্ব্বশীরে সম্বোধিয়া কহে অতঃপর॥
মোদের দোঁহারে তুমি করহ বরণ। তব রূপে মোরা দোঁহে বিমোহিতমন॥
উর্ব্বশী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন শুন আমার বচন॥
আগে দেবরাজে আমি করেছি বরণ। তোমাদিগে ভজিবারে না পারি এখন॥
এতেক বচন শুনি সেই দেবদ্বয়। হইলেন ক্রোধবশে মোহিত-হৃদয়॥
অভিশাপ দিয়া কহে সেই রূপসীরে। জনম লভহ গিয়া মানব-আগারে॥
সোমোদ্ভব নরপতি হবে তব পতি। তাহার নিকটে যাও তুমি লো যুবতী॥
এত বলি অভিশাপ দিলেন তখন। শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ॥
মিত্রাবরুণের রেত পড়ে সেই কালে। কুম্ভের মধ্যেতে পড়ে জানিবে অন্তরে
তাহাতে অগস্ত্য ঋষি লভেন জনম। এই ত নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে ঋষিগণ॥
আরো এক কথা বলি শুনহ সকলে। নিমি নামে রাজা এক ছিল পূর্ব্বকালে॥
একদা করেন তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান। কত ঋষি মুনি আসে সেই যজ্ঞস্থান॥
মহর্ষি বশিষ্ঠ আসে সেই যজ্ঞস্থলে। আরো কত ঋষি আসে কে গণিতে পারে
সকলের অভ্যর্থনা করিল রাজন। ভ্রমবশে বশিষ্ঠের না করে পূজন॥
বশিষ্ঠ কুপিত হয়ে আপন অন্তরে। অভিশাপ দেন সেই নৃপতিপ্রবরে॥
বিদেহত্ব হোক্ তব বচনে আমার। এত শুনি শাপ দেন নিমি গুণাধার॥
মানবকুলেতে জন্ম ধর তপোধন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
পরস্পর শাপ দোঁহে দিয়া সেইক্ষণে। উপনীত হন গিয়া ব্রহ্মার সদনে॥
ব্রহ্মার আদেশে পরে নিমি নরপতি। লোকের নিমেষে গিয়া করে অবস্থিতি॥ বশিষ্ঠ সলিলকুম্ভে লভেন জনম।অবিলম্বে কুম্ভ হতে করি নির্গমন॥
অক্ষসূত্র কমণ্ডলু করিয়া ধারণ। হইলেন ব্রহ্মচারী ওহে ঋষিগণ॥
অগস্ত্য নামেতে খ্যাত হলেন ধরায়। বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমা সবাকায়॥
এরূপে অগস্ত্য ঋষি লভিয়া জনম। ভার্য্যা সহ গিরি পরে রহেন তখন॥
দারুণ তপস্যা করে রহি সেই স্থানে। এইরূপে বহুকাল গত হয় ক্রমে॥
তার পর তারকাদি যত দৈত্যগণ। পুনশ্চ করিতে থাকে জগত পীড়ন॥

[illegible] মিলি সবে [illegible]। উপনীত হয়ে গিয়া [illegible]॥
তার পাশে দেবগণ করিয়া গমন। কহিলেন সাগরেরে করিতে শোষণ॥
অগস্ত্য গণ্ডূষে পান করেন সাগর। তাহা দেখি চমৎকৃত দেবতানিকর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ। অগস্ত্য সমীপে আসি উপনীত হন॥
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিবর। অবিলম্বে চাহ যাহা দিব সেই বর॥
অগস্ত্য এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ॥
সহস্রেক যুগ যেন ওহে সুরগণ। শূন্যচারী হয়ে রহি সদা সর্ব্বক্ষণ॥
আমার বিমান যবে হইবে উদয়। সেই কালে অর্ঘ্য দিবে যেই নরচয়॥
তাহারা হইবে সপ্ত লোকের ঈশ্বর। এই বর দেহ মোরে দেবতানিকর॥
মম নাম যেই জন করিবে কীর্ত্তন। মম নামে পুষ্করেতে করিবে গমন॥
লভিবে অক্ষয় পুণ্য সেই সাধুনর। এই বর দেহ মোরে অমরনিকর॥
আমারে স্মরিয়া যেই সাধু সব জন। শ্রদ্ধা করি দ্বিজে দান করিবে অর্পণ॥
তাহাদের পিতৃগণ আমার সহিতে। করিবে স্বর্গেতে বাস পরম সুখেতে॥
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তখন॥
অতএব শুন শুন তাপসনিকর। অগস্ত্যার্ঘ্য দিবে ভূমে যত সব নর।
যেই জন অর্ঘ্যদান করে ভক্তিভরে। সপ্ত স্বর্গ আধিপত্য লভয়ে অচিরে॥
এত শুনি পুনঃ কহে যত ঋষিগণ। নিবেদন ওহে প্রভু বিধির নন্দন॥
কিরূপেতে অর্ঘ্যদান করিবে প্রদান। সেই কথা কহ এবে ওহে মতিমান॥
পূজার বিধান কহ আমা সবা স্থানে। শুনিতে বাসনা বড় হইতেছে মনে॥
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। শুন শুন বলিতেছি ওহে ঋষিগণ॥
রাত্রিতে অগস্ত্য যদি হয়েন উদয়। প্রভাতেতে দিবে অর্ঘ্য শাস্ত্রে হেন কয়॥
শুক্ল পুষ্পাদিতে অর্ঘ্য করিবে প্রদান। এইরূপ আছে শাস্ত্রে খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
বস্ত্র মাল্য দিয়া কুম্ভ করিবে স্থাপন। পঞ্চরত্ন তদুপরি করিবে অর্পণ॥
স্বর্গেতে ব্রহ্মার মূর্ত্তি নিরখিয়া পরে। স্থাপিবেক কুম্ভ সুখে অতি ভক্তিভরে॥
পুষ্পাক্ষত হিরণ্যাদি প্রতিমাতে দিয়ে। বিপ্রেরে করিবে দান একান্ত হৃদয়ে
শ্বেতবর্ণ গাভী পরে লইয়া সাদরে। অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে তাহারে॥
রৌপ্যময় খুর তার করিবে গঠন। স্বর্ণের হইবে শৃঙ্গ ওহে ঋষিগণ॥
তাম্রময় পৃষ্ঠ হবে জানিবে অন্তরে। গন্ধ পুষ্প আদি দিয়া পূজিবে তাহারে॥
এইরূপে পূজা আদি করিয়া সাধন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে করিবে অর্পণ॥
অবশেষে অভ্যর্থনা করিয়া যতনে। অগস্ত্য উদ্দেশে দিবে বিহিত বিধানে॥
যথাযথ মন্ত্র পড়ি করিবে অর্চ্চন। শাস্ত্রের বিধান এই কহে সাধুজন॥

এইরূপে অর্ঘ্য দিলে বিধি অনুসারে। আরোগ্য সে জন লভে শাস্ত্রের [illegible]
সপ্তলোক অধিপতি সেই জন হন। বেদের প্রমাণ এই ওহে ঋষিগণ॥
অগস্ত্যের জন্ম কথা যেই জন পড়ে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে॥
অর্ঘ্যদান কথা শুনে যেই সাধুজন। কিম্বা অধ্যয়ন করে হয়ে [illegible]
অন্তকালে সেই জন ত্যজি কলেবর। বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ [illegible]

এত শুনি ঋষিগণ কহে পুনবায। শুন শুন বিধিসুত নিবেদি তোমায়॥
সৌভাগ্য কি কর্ম্মে হয় কহ তপোধন। আরোগ্য লভয়ে নর কিসের কারণ॥
কি কাজ করিলে নর বিনাশিত হয়। ভোগ মোক্ষ হয় কিসে ওহে মহোদয়॥
এই সব কৃপা করি করহ বর্ণন। শুনিবারে বিধিসুত করি আকিঞ্চন॥
এতেক শুনিয়া কহে সনতকুমার। শুন শুন ঋষিগণ করিব বিস্তার॥ পূর্ব্বকালে
পার্ব্বতীরে দেব পঞ্চানন। বলিয়াছিলেন যাহা করিব বর্ণন॥ আনন্দ
তৃতীয়া নামে ব্রতের উত্তম। সেই কথা বলিতেছি শুন সর্ব্বজন॥ পুণ্যাবহ
সেই ব্রত জানিবে অন্তরে। নরনারী উভযেতে করিবারে পারে॥ ইহার
প্রসাদে হয় সৌভাগ্য উদয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥ বৈশাখ
অথবা অগ্রহায়ণ মাসেতে। অথবা শ্রাবণ মাসে ভক্তিযুত চিতে॥ শুক্লপক্ষে
তৃতীয়াতে হযে একমন। বিধানে করিবে স্নান ওহে ঋষিগণ॥ শ্বে[illegible]
সরিষার দ্বারা সিনান করিবে। বিধানে তিলক শেষে ললাটেতে দিবে॥
গোরোচনা ঘৃত দধি আর যে চন্দন। এসবে তিলক দিবে ওহে ঋষিগণ
সৌভাগ্য কামনা আর আরোগ্য কামনা। করিবে ভকতি ভরে নর বা ললনা॥
তদবধি প্রতি শুক্ল তৃতীযার দিনে। ঐরূপে পবিত্র হয়ে বিহিত বিধানে॥
রক্তবস্ত্র দিয়া পূজা করিবে কুমারী। দেবীরে করিবে পূজা শুন পরে বলি॥
পঞ্চগব্য ক্ষীর দিয়া করিবে স্নপন। নানা উপচারে পূজা করিবে সাধন॥
অর্চ্চনা করিবে পরে যে যে দেবীগণে। তাঁহাদের নাম বলি শুন একমনে॥
বরদা অশোকা উমা মঙ্গলদাযিনী। শ্রী পার্ব্বতী কামদেবী সৌভাগ্যদায়িনী॥
পদ্মোদ্ভবা কাত্যায়নী গৌরী সুমঙ্গলা। বাসুদেবী ও শ্রীরম্যা ললিতা উৎপলা॥
গন্ধ পুষ্প আদি দিয়া এ সব দেবীরে। পূজিবেক যথাবিধি ভক্তি সহকারে॥
তার পর অগ্রভাগে ওহে ঋষিগণ। কমল দ্বাদশদল করিবে রচন॥ পদ্মের
পূরব দিকে গৌরীর প্রতিমা। বিন্যাস করিবে পরে অতি অনুপমা॥ অনন্ত
দেবেরে পরে করিবে স্থাপন। তার পর শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥ রুদ্রাণী
স্থাপন পরে করিবে দক্ষিণে। মদনবাসিনী স্থাপি পরেতে পশ্চিমে॥
বায়ুকোণে পাটলারে করিবে স্থাপন। উমারে উত্তরে স্থাপি পরে সাধুজন॥

রাধা পদ্মা সৌম্যা সতী ভদ্রা মঙ্গলারে। কুমুদা দেবীরে আর স্থাপি মধ্যস্থলে।
বিধানে করিবে শেষে সবে আবাহন। তার পর শুন বলি ওহে ঋষিগণ॥
আরাহিবে ললিতায়ে কর্ণিকা উপর। পূজিবেক গন্ধ পুষ্প দিয়া তার পর।
গীত বাদ্য তার পর করিবে সাদরে। করিবে মঙ্গল ধ্বনি অতি ভক্তিভরে॥
কুমারী পূজন শেষে করিবে সাধন। রক্ত বস্ত্র রক্ত মাল্য করিবে অর্পণ॥
বিধানে গুরুর পূজা করিতে হইবে। নতুবা সকল কর্ম্ম বিফলে যাইবে॥
যেই কাজে গুরুপূজা কভু নাহি হয়। তাহার বিফল সব জানিবে নিশ্চয়॥
তার পর নানাবিধ গন্ধপুষ্প দিয়ে। করিবে কৃষ্ণের পূজা একান্ত হৃদয়ে॥
নানাবিধ উপহার করিবে অর্পণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥
যেই মাসে যেই পুষ্পে করিবে পূজন। বলিতেছি সেই কথা শুনহ এখন॥
পূজিবে কার্ত্তিকমাসে বন্ধুক কুসুমে। মার্গশীর্ষে জাতি পুষ্প দিবেক বিধানে॥
পৌষমাসে পীতবর্ণ কুরুণ্ট কুসুমে। পূজিবেক যথাবিধি ঐকান্তিক মনে॥
কুসুম্ভ কুসুম মাঘে করিবে অর্পণ। ফাল্গুনেতে সিন্ধুবার শাস্ত্রের বচন॥জাতি-
পুষ্প দিতে পারে ফাল্গুন মাসেতে। মল্লিকা অশোক কিবা দিবেক চৈত্রেতে॥
বৈশাখে গন্ধপাটল শাস্ত্রের বিধান। কমল মন্দার জ্যৈষ্ঠে কহি সবা স্থান॥
জবা কিম্বা পদ্ম দিবে আষাঢ় মাসেতে।শ্রাবণে পূজিবে পদ্মে মালতী পুষ্পেতে
[illegible]ত্র গোময় ক্ষীর দধি কুশোদক। ঘৃত দুগ্ধ বিল্লপত্র আর গন্ধোদক॥
[illegible]াসে এই সব নানা উপহারে। স্নপন করিবে সাধু অতি ভক্তিভরে॥
অভিষেক করি পরে সাধু ভক্তিমান। পূজিবেক নানাপুষ্পে যেমত বিধান॥
আশ্বিন মাসে ঐরূপ পূজিয়া যতনে। সাধন করিবে হোম বিহিত বিধানে।।
এইরূপ যথাবিধি করিয়া পূজন। ভক্তিভরে বিপ্রগণে করাবে ভোজন॥
দ্বিজগণে বস্ত্র দান করিবে সাদরে। মহাফল হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে॥
পুরুষে যদ্যপি করে ব্রত অনুষ্ঠান। পট্টাম্বর ব্রতকালে পরিবে ধীমান।।
নারীরা কৌষেয় বস্ত্র করিবে ধারণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥
প্রতিমাসে যথাবিধি পূজিয়া যতনে। প্রার্থনা করিবে পরে দেবীগণ স্থানে॥
ভবানী বসুধা শিবা কুমুদবিমলা। নন্দা গৌরী সতী আর ললিতা কমলা॥
সকলের প্রীতি হেতু প্রার্থনা করিবে। ইথে ভগবতী তুষ্টা অবশ্যই হবে॥
আনন্দ তৃতীয়া ব্রত করিনু কীর্ত্তন। ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে সাধন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুমতি। সৌভাগ্য আরোগ্য বৃদ্ধি শাস্ত্রের ভারতী॥
পরমায়ু বৃদ্ধি পায় নাহিক সংশয়। বলিনু সবার পাশে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পরন্তু শঠতা করি আপন অন্তরে। এই ব্রত অনুষ্ঠান যেই জন করে॥

দর্শন হয় অতি শুভতর। দর্শন হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে স্পর্শন॥
জানিবে শ্রেষ্ঠ স্পর্শন হইতে। তাহে শুদ্ধ হয় দেহ জানিবেক চিতে॥
দযে পূজা নাহি করি যেই জন। মোহবশে অন্ন আদি করয়ে ভোজন॥
বর্ষ রহে সেই পিশাচ আকারে। তাহার যাতনা দেখি হৃদয় বিদরে॥
ব মহেশেরে না করি পূজন। কভু না খাইব আমি ওহে তপোধন॥
ক বচন শুনি ভগমালী কয়। ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজ অতি মহোদয়॥
ভকতি তব শিবের উপরে। এখন জিজ্ঞাসি কিছু তোমার গোচরে॥
র মাহাত্ম্য তুমি করহ বর্ণন। ভক্তিভরে তাহা আমি করিব শ্রবণ॥
বর দর্শনে বল কিবা ফল হয়। পূজনে বা কিবা ফল ওহে মহোদয়॥
নতে কিবা ফল করহ বর্ণন। অভিষেকে কিবা ফল ওহে মহাত্মন॥
ক বচন শুনি বিপ্রবর কয়। শুন শুন বলিতেছি ওহে মহোদয়॥
ভরে শিবলিঙ্গ করিলে দর্শন। সহস্রাশ্বমেধ ফল পায় সেই জন॥
কালেতে যেই শিবলিঙ্গে হেরে। আজন্ম দুরিত তার অবশ্যই হরে॥
লোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
ন্ধ্যাকালে শিবলিঙ্গ যেই জন হেরে। সে জন যে ফল পায় শুনহ সাদরে॥
ইহ লোকে মহাসুখ সেই জন পায়। অন্তকালে শিবলোকে বিমানেতে যায়॥
নন্দীশ্বর তুল্য হয় সেই মহাত্মন। শিবলোকে মনসুখে করয়ে গমন॥
সায়ংকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে। মহাফল হয় তাহে হেরিলে শিবেরে॥
সন্ধ্যাকালে শিবলিঙ্গ যে করে দর্শন। শিবতুল্য হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥
প্রদোষে শঙ্কর দেবে নয়নে হেরিলে। ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ ধ্বংসে অবহেলে॥
পাতক তাহার যত হয় বিনাশন। শিবদেহে লীন হয় সেই সাধুজন॥
প্রতিদিন শিবলিঙ্গ যেই জন হেরে। শিবপ্রিয় হয় সেই জানিবে অন্তরে॥
কার্ত্তিক গণেশ যথা শিবপ্রিয়তম। সেই রূপ প্রিয় হয় সেই সাধুজন॥
শিবলিঙ্গে পূজা নাহি করি ভক্তিভরে। যেই জন অন্ন নাহি উপভোগ করে॥
শিবতুল্য হয় সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥
ক্রোশান্তর ভ্রমি যেই শিবলিঙ্গ হেরে। অশ্বমেধ ফল সেই উপার্জ্জন করে॥
রণ ক্ষালন নাহি করি যেই জন। শিবলিঙ্গে ব্যস্তভাবে করে দরশন॥
ন্ম জন্ম জন্মে সেই দরিদ্রের ঘরে। শিবের আদেশ ইহা কহিনু তোমারে॥
দক্ষিণ করিবার কালে যেই জন। ভ্রমবশে করে সোমসূত্র বি [illegible] স্ত্রের বচন॥
নের ফল তার কভু নাহি হয়। শিবের দর্শন তার বিফল য়া পাশে শুচি-
ব বৃষ যোনিমধ্যে করিলে গমন। ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়

বিত্তশাঠ্য করি কিম্বা করয়ে সাধন। বিফল তাহার হয় যতেক করম॥
ব্রত লয়ে রজস্বলা যদি নারী হয়। অথবা গর্ভিণী হয় ওহে ঋষিচয়॥
অথবা সূতিকা হলে ওহে ঋষিগণ। অন্য দ্বারা ব্রতকার্য্য করাবে সাধন॥
আনন্দ-তৃতীয়া ব্রত শুনিলে সকলে। আরো এক ব্রত বলি শুন অতঃপরে॥

কল্যাণ তৃতীয়া হয় ব্রতের উত্তম। তাহার মাহাত্ম্য বলি শুন ঋষিগণ॥
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে। তিলস্নান করি পরে মনের হরিষে॥
মধু ইক্ষুরস আর সগন্ধ সলিলে। ললিতা দেবীরে স্নান করাবেক পরে॥
নানাবিধ উপচারে করিয়া পূজন। দক্ষিণেতে অন্যদেবে করিবে অর্চ্চন॥
রোম সকলের পূজা সমাপিয়া পরে। পূজিবেক পদদ্বয় যথা উপচারে॥
জানুতে শান্তির পূজা করিবে সাধন। জঙ্ঘাদেশে শ্রীরে পরে করিবে পূজন॥
কটিদেশে মদালসা পুজিবেক পরে। পূজিবেক অমলারে পরেতে উদরে॥
পূজিবেক স্তনদ্বয়ে মদনবাসিনী। কন্দরে কুমুদা দেবী শুন যত মুনি॥ পূজিবে
ভুজাগ্রে পরে শ্যামলা দেবীরে। মুখদেশে পূজিবেক কমলা সতীরে॥
ভ্রূদেশে ললাটে আর চন্দ্রার পূজন। অলকাতে শঙ্করীরে করিবে অর্চ্চন॥
ললাটে মদনপূজা করিতে হইবে। পরেতে ভ্রূদ্বয়ে মহেশ্বরীরে পূজিবে॥
এইরূপে পূজাবিধি করিয়া সাধন। ব্রাহ্মণ দম্পতী পরে করিবে পূজন॥
ভোজন করাবে পরে সে দুই জনেরে। সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে হরিষ অন্তরে॥
এইরূপে তুষ্ট করি তাঁহাদের মন। বিদায় করিবে পরে ওহে ঋষিগণ॥
এইরূপে মাসে মাসে পূজা যেই করে। অনন্ত তাহার ফল শাস্ত্রের বিচারে॥
এই ব্রত অনুষ্ঠান করি সাধুজন। মাঘমাসে নাহি খাবে লবণ কখন॥
ফাল্গুনেতে গুড় নাহি সেবন করিবে। চৈত্র মাসে ইক্ষু সেবা সর্ব্বথা ত্যজিবে॥
বৈশাখেতে মধু নাহি করিবে সেবন। না করিবে জ্যৈষ্ঠমাসে তাম্বুল ভক্ষণ॥
আষাঢ়ে জীরক নাহি ভোজন করিবে। শ্রাবণেতে ক্ষীর সেবা সর্ব্বথা ত্যজিবে॥
ভাদ্রমাসে দধি নাহি করিবে ভোজন। আশ্বিন মাসেতে ঘৃত করিবে বর্জ্জন॥
কার্ত্তিক মাসেতে দুগ্ধ না করিবে পান। মার্গশীর্ষে ধান্যত্যাগ করিবে ধীমান॥
করিবেক পৌষমাসে শর্করা বর্জ্জন। এইরূপে ব্রতক্রিয়া করিবে সাধন॥
ব্রত পূর্ণ হলে পরে ভোজন আধারে। সেই সেই দ্রব্য দিয়া পূরিবে সাদরে॥
বিপ্রকরে সেই পাত্র করিবে অর্পণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥
মাঘমাসে যথাবিধি পূজিয়া যতনে। প্রার্থনা করিবে প্রীতি কুমুদা সদনে॥
ফাল্গুনে মালতী পাশে করিবে প্রার্থন। রম্ভাপাশে চৈত্রমাসে শাস্ত্রের বচন॥
বৈশাখে রাধার পাশে জ্যৈষ্ঠে ভদ্রা পাশে। প্রার্থনা করিবে জয়া পাশে শুচি-

মাসে ॥ শ্রাবণে শিবায় পাশে করিবে যাচন। ভাদ্রমাসে উমা পাশে এইত নিয়ম ॥ প্রার্থনা করিবে গৌরী-গোচরে আশ্বিনে। কার্ত্তিকে প্রার্থিবে পরে জীবন্তী সদনে ॥ প্রার্থনা করিবে পরে মঙ্গলাগোচর। মার্গশীর্ষ মাসে সাধু হয়ে একান্তর ॥ প্রার্থনা করিবে পৌষে কমলাগোচরে। এই ত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে ॥ এই ব্রতে উপবাস শাস্ত্রের নিয়ম। অশক্তে করিতে পারে রাতে ভোজন ॥ কল্যাণ তৃতীয়া ব্রত যেই জন করে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় শাস্ত্রের বিচারে ॥ সহস্র বরষ সেই দুঃখ নাহি পায়। শাস্ত্রের বচন এই কহিনু সবায় ॥ অগ্নিষ্টোম সহস্রেক করিলে সাধন। যেই ফল সাধুগণ করে উপার্জ্জন ॥ এই ব্রতে সেই ফল অনায়াসে হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই নাহিক সংশয় ॥ বিধবা কুমারী বন্ধ্যা যেই কোন জন। এ ব্রত করিতে পারে শাস্ত্রের বচন ॥ তৃতীয়ার ব্রত আছে অপর প্রকার। বলিতেছি সেই কথা করিয়া বিস্তার ॥ আত্মানন্দকারী ব্রত তাহার আখ্যান। অনুত্তম ব্রত এই খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥ মাঘমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে। স্নান করি সাধুজন মনের হরিষে ॥ শুক্ল মাল্য গলদেশে করিয়া ধারণ। সাধ্যমতে ভবানীরে করিবে অর্চ্চন ॥ যথাশক্তি উপচারে পূজিবে সাদরে। কমল করিবে দান উদ্দেশে শিবেরে ॥ পাদদ্বয়ে বাসুদেবী করিবেক ধ্যান। জঙ্ঘাদ্বয়ে পরে শোকবিনাশিনী ধ্যান ॥ আনন্দিনী ধ্যান করি কটিদেশে পরে। নাভিস্থলে শাম্ভবীরে চিন্তিবে সাদরে বাহুদ্বয়ে হত্যাপ্রিয়া করিয়া চিন্তন। সবারে বিধান মতে করিবে পূজন ॥ তার পর স্বর্ণপাত্র লয়ে চতুষ্টয়। পরিপূর্ণ ঘট লয়ে ওহে ঋষিচয় ॥ উৎসর্গ করিবে সাধু অতি ভক্তিভরে। প্রদান করিবে তাহা ব্রাহ্মণের করে ॥ যেই কালে বিপ্রকরে করিবে প্রদান। গৌরীর প্রীতি প্রার্থনা করিবে ধীমান ॥ সস্ত্রীক বিপ্রেরে পরে করিয়া পূজন। দক্ষিণা করিবে দান ক্ষমতা যেমন ॥ এইরূপে ভক্তি করি ব্রত যেই করে। সে পায় পরম পদ জানিবে অন্তরে ॥ আয়ু বৃদ্ধি ধন বৃদ্ধি বিত্ত বৃদ্ধি হয়। আরোগ্য তাহার হয় নাহিক সংশয় ॥ দুঃখ নাহি হয় তার জানিবে কখন। মহাসুখে থাকে সেই শাস্ত্রের বচন ॥ এই ব্রত কথা যেই শুনে ভক্তিভরে। অন্তিমে সে জন যায় [illegible] নগরে ॥ দেবগণ তার পূজা করেন সাধন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥

এত শুনি ঋষিগণ কহে পুনরায়। শুন শুন বিধিসুত নিবেদি তোমায় ॥ কোন্ ব্রত ফলে হয় মধুর বচন। সৌভাগ্য উদয় হয় ওহে মহাত্মন ॥ সুখ হয় বিদ্যা হয় আয়ু বৃদ্ধি হয়। বন্ধুজন সহ সদা অবিচ্ছেদে রয় ॥

এই সব বিস্তারিয়া করহ বর্ণন। এই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন॥
বিধিসুত ইহা শুনি মধুর বচনে। কহিলেন শুন শুন কহি সবাস্থানে॥
সারস্বত নামে আছে ব্রতের উত্তম। শুন শুন বলিতেছি তার বিবরণ॥
ইহার কীর্ত্তনমাত্র দেবী সরস্বতী। অন্তরে লভেন দেবী পরম পীরিতি॥
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীদিবসে। প্রত্যুষ সময়ে উঠি মনের হরিষে॥
কৃতস্নান হয়ে পরে যেই সাধুজন। সরস্বতীর পূজা আদি করিবে সাধন॥
পড়িবে তাঁহার স্তব একান্ত অন্তরে। ব্রাহ্মণ ভোজন পরে করাবে সাদরে॥
করাবে ব্রাহ্মণগণে পায়স ভোজন। সাধ্যমত শুক্ল চন্দ্র করিবে অর্পণ॥
হিরণ্য দক্ষিণা দিবে দ্বিজাতি-নিকরে। বিদায় করিবে পরে স্তুতি নতি করে॥
শ্রীসরস্বতীরে পরে করিয়া বন্দন। তাঁহার পরম স্তব করি অধ্যয়ন॥
মৌনী হয়ে নিজে পরে করিবে ভোজন। এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥
প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী দিবসে। এরূপে করিবে পূজা মনের হরিষে॥
একবর্ষ এইরূপ করিয়া পূজন। করিবেক যথাবিধি ব্রত সমাপন॥ শুক্ল
তণ্ডুলের ভোজ্য উৎসর্গ করিয়ে। বস্ত্র সহ দিবে বিপ্রে সানন্দ হৃদয়ে॥
আরো এক কথা বলি শুন ঋষিগণ। এই ব্রতে উপদেশ দেয় যেই জন॥
যথাশক্তি পূজা তার করিবে যতনে। নতুবা বিফল সব শাস্ত্রের বচনে॥
সারস্বত ব্রত করে যেই সাধু জন। সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী সেই জন হন॥
সৌভাগ্য তাহার হয় নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়॥
যেই নারী এই ব্রত করে অনুষ্ঠান। তিন কল্প ব্রহ্মলোকে করে অধিষ্ঠান॥
শ্রদ্ধা করি ব্রত কথা যেই জন শুনে। বিদ্যাধর পুরে যায় সে জন অন্তিমে॥
নানাবিধ ব্রতকথা করিনু কীর্ত্তন। মহাফল পায় ইহা করিলে সাধন॥
এত শুনি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সনত-কুমারে॥
শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন। শুনিতেছি তব মুখে অপূর্ব্ব কথন॥
কিন্তু এক কথা বলি ওহে মহোদয়। উপবাসে যারা নাহি ক্ষমবান্ হয়॥
অনভ্যাসবশে কিবা রোগের কারণ। উপবাসে শক্ত নাহি হয় যেই জন॥
অথচ বাসনা করে উপবাসফল। কি ব্রত করিবে তারা কহ বিজ্ঞবর॥
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। শুন বলি মম বাক্য ওহে ঋষিগণ॥
উপবাসে শক্ত নাহি যেই জন হয়। রাত্রিতে ভোজন তারা করিবে নিশ্চয়॥
ইহাতে ফলের হানি কভু নাহি হবে। উপবাস ফল তাহে অবশ্য পাইবে॥
যাহা হোক্ শুন শুন ওহে ঋষিগণ। আদিত্যশয়ন ব্রত করিব বর্ণন॥
সপ্তমী যদ্যপি হয় রবিবার দিনে। নক্ষত্র হইবে হস্তা জানিবেক মনে॥

কিম্বা হবে যেই দিন রবি সংক্রমণ। মহাফলপ্রদ দিন শাস্ত্রের বচন॥
সূর্য্যনাম দ্বারা সেই পবিত্র দিবসে। অর্চ্চনা করিবে সাধু উমা ও মহেশে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। উমাপতি দিনপতি অভেদাত্মা হন॥
রবির অর্চ্চনা যদি ভক্তিভরে করে। শিবের অর্চ্চনা হয় জানিবে অন্তরে॥
শ্রীসূর্য্যায় নম মন্ত্র করি উচ্চারণ। হস্তানক্ষত্রেতে সাধু হয়ে একমন॥
উমাপতি-পদদ্বয়ে অর্চ্চনা করিবে। অক্ষয় পরম ফল তাহাতে হইবে॥
চিত্রাতে অর্কায় নম করি উচ্চারণ। গুহ্যদেশে পূজা তার করিবে সাধন॥
পুরুষোত্তমায় নম বলি তার পরে। স্বাতীতে করিবে পূজা জঙ্ঘার যুগলে॥
বিশাখাতে জানুদেশে ঐ মন্ত্রে পূজন। অনুরাধা নক্ষত্রেতে উহাই নিয়ম॥
অনুরাধা নক্ষত্রেতে উরুর যুগলে। অর্চ্চনা করিবে সাধু একান্ত অন্তরে॥
জ্যেষ্ঠাতে ইন্দ্রায় নম করি উচ্চারণ। গুহ্যদেশে পূজা আদি করিবে সাধন॥
মূলাতে ভীমায় নম বলি ভক্তিভরে। পূজিবেক কটিদেশে শাস্ত্রের বিচার॥
ত্বষ্ট্রে নম এই মন্ত্র করি উচ্চারণ। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রেতে করিবে পূজন॥
নাভিদেশে অই পূজা করিতে হইবে। উত্তরাষাঢ়াবত তথা অন্তরে জানিবে॥
সপ্ততুরঙ্গায় নম করি উচ্চারণ। উত্তরাষাঢ়াতে পূজা করিবে সাধন॥
শ্রবণা নক্ষত্রে তীক্ষ্ণাংশবে নমঃ বলে। পূজিবেক কুক্ষিদেশে শ্রদ্ধাসহকারে॥
শ্রীবিকর্ত্তনায় নম করি উচ্চারণ। ধনিষ্ঠাতে বক্ষঃস্থলে করিবে পূজন॥
ভাদ্রপদে বাহুদ্বয়ে রেবতীতে করে। অশ্বিনী নক্ষত্রে পূজা করিবে নখরে॥
ভরণীতে বাহুদেশে করিবে পূজন। কৃত্তিকাতে আস্যদেশে শাস্ত্রের বচন॥
রোহিণীতে পূজাবিধি হয় ওষ্ঠাধরে। দশনে করিবে পূজা আর মৃগশিরে॥
পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেতে সর্ব্বাঙ্গে পূজন। পুষ্যাতে ললাটে পূজা শাস্ত্রের বচন॥
পূর্ব্বফল্গুনীতে পূজিবেক নেত্রদ্বয়ে। উত্তরফল্গুনে পূজা হয় কর্ণদ্বয়ে॥
এইরূপে পূজা আদি করিয়া সাধন। পাশাদি অস্ত্রেরে পরে করিবে পূজন॥
পাশাঙ্কুশ গদা পদ্ম শূল আদি করে। অস্ত্রের করিবে পূজা একান্ত অন্তরে॥
শ্রীবিশ্বেশ্বরায় নম করি উচ্চারণ। সর্ব্বশেষে মস্তকেতে করিবে পূজন॥
এইরূপে পূজা আদি সমাপিত হলে। অতৈল অক্ষার খাবে শাস্ত্রে হেন বলে॥
এইরূপে ব্রতকার্য্য করি সমাপন। শালিতণ্ডুলের প্রস্থ করিবে অর্পণ॥
উৎসর্গ করিয়া তাহা দিবে বিপ্রকরে। ভোজন করাবে বিপ্রে অতি সমাদরে॥
যথাশক্তি সমর্পিবে দক্ষিণা কাঞ্চন। তার পর শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
বিলক্ষণা শয্যা করি হরিষ অন্তরে। পাদুকা চামর ছত্র দর্পণাদি করে॥
উৎসর্গ করিয়া সব সেই সাধুজন। বৎস সহ ধেনু পরে সাজাবে তখন॥

হেম শৃঙ্গ রৌপ্য খুর কাংস্য ক্রোড় দিয়ে।ধেনুরে ভূষিত করি সানন্দ হৃদয়ে॥
যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিয়া সুজন। প্রদান করিবে তাহা শাস্ত্রের বচন॥
প্রার্থনা করিবে পরে যেমন প্রকারে। বলিতেছি সেই কথা সবার গোচরে॥
" হে আদিত্য তুমি দেব অতি মহাত্মন। অশূন্য নিয়ত প্রভু তোমার শয়ন॥
কান্তিমান্ তুমি দেব তুমিই শ্রীমান। তোমার সমান নাহি কোথাও বিদ্বান॥
তোমা ভিন্ন নাহি জানি অপর কাহারে। রক্ষা কর মোরে তুমি সংসারসাগরে॥
এরূপ প্রার্থনা করি পরেতে সুজন। করিবে প্রণাম করি শেষে বিসর্জ্জন॥
যেই যেই দ্রব্য দান করিতে হইবে। বিপ্রের গৃহেতে তাহা পাঠাইয়া দিবে॥
শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন। দাম্ভিক বিদ্বেষী হয় যেই সব জন॥
এ ব্রত তাদের কাছে কভু নাহি কবে।প্রকাশে সিদ্ধির হানি সর্ব্বথা জানিবে॥
বেদজ্ঞ ভকত হয় যেই সব জন। তাদের নিকটে ইহা করিবে কীর্ত্তন॥
শ্রদ্ধা সহ এই ব্রত যেই জন করে। মহাপপে উপপাপে সেই জন তরে॥
এই ব্রত যথাবিধি করিলে সাধন। আত্মীয় বিয়োগ নাহি হয় কদাচন॥
রোগ শোক দুঃখ মোহ তারে নাহি ঘেরে। পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে॥
এত শুনি পুনঃ কহে যত ঋষিগণ। আহা কি আশ্চর্য্য ব্রত করিনু শ্রবণ॥
পুরুষ দীর্ঘায়ু হয় কি ব্রত করিলে। আরোগ্য লভয়ে বল কোন্ ব্রতফলে॥
ধনসম্পদাদি যুক্ত কোন্ ব্রতে হয। বর্ণন করহ তাহা ওহে মহোদয়॥
বিধিসুত কহে শুন ওহে ঋষিগণ। কত ব্রত আছে তাহা কে করে বর্ণন॥
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা অতীব গোপন। বলিতেছি শুন শুন ওহে মুনিগণ॥
রোহিণীচন্দ্রশয়ন ব্রতের আখ্যান। বাঞ্ছিত সুসিদ্ধ হয় কৈলে অনুষ্ঠান॥
চন্দ্রের পবিত্র নাম করি উচ্চারণ। এই ব্রতে নারায়ণে করিবে পূজন॥
শুক্ল পক্ষে সোমবারে একাদশী হলে। রেবতী নক্ষত্র কিম্বা পূর্ণিমাতে পেলে॥
পঞ্চগব্য ও সর্ষপে করিবেক স্নান। যথাবিধি জপ পরে করিবে ধীমান॥
তার পর গৃহে আসি নানা উপচারে। শ্রীমধুসূদনে পূজা করিবে সাদরে॥
শ্রীহরির নাম গান করিবে কীর্ত্তন। তার পর শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
পদদ্বয়ে সোমেশ্বরে অর্চ্চনা করিবে। অনন্তধামেরে জঙ্ঘাযুগলে পূজিবে॥
গণেশেরে জানুদ্বয়ে করিবে পূজন। অনন্তের পূজা মেঢ্রে করিবে সাধন॥
কামসুখাত্মকে পরে পূজি কটিদেশে। শশাঙ্কে পূজিতে হবে শেষে নাভি দেশে॥ ওষ্ঠদ্বয়ে শ্রীদশনপ্রিয়ের পূজন। নাসাদ্বয়ে শ্রীঈশানে করিবে অর্চ্চন॥
নেত্রদ্বয়ে পদ্মনাভে পূজিবে সাদরে। ছন্দের করিবে পূজা তার পর করে॥
উদারপ্রিয়ের পূজা ললাটে করিবে। পুণ্যাধিপতিরে কেশে পূজিতে হইবে॥

বিশ্বেশ্বরে মস্তকেতে করিবে পূজন। রোহিণী দেবীরে পরে করিবে অর্চ্চন ॥
এইরূপে যথাবিধি পুজিয়া সাদরে। জলপূর্ণ কুম্ভ দান দিবে বিপ্রকরে ॥
যেই সব পুষ্পে চন্দ্র করিবে পূজন। বলিতেছি সেই কথা শুনহ এখন ॥
কদম্ব কেতক জাতি নীলোৎপল আর। মল্লিকা করবী শতপত্র সিন্ধুবার ॥
এই সব পুষ্পে চন্দ্রে করিবে পূজন। এইরূপে এক বর্ষ ব্রতের নিয়ম ॥
বর্ষপুর্ণে ভোজ্য সব করিয়া সজ্জিত। বিপ্রের হস্তেতে তাহা দিবেক ত্বরিত ॥
স্বর্ণের প্রতিমা করি করিবে পূজন। বিপ্রকরে সেই মূর্ত্তি করিবে অর্পণ ॥
স্বর্ণের প্রতিমা যাহা করিবে নির্ম্মাণ। চন্দ্রের হইবে তাহা শাস্ত্রের বিধান ॥
রোহিণীর অইরূপ মূরতি গঠিয়ে। অর্পণ করিবে তাহা সানন্দ হৃদয়ে ॥
এইরূপে ব্রত করে যেই সাধুজন। চন্দ্রলোকে অন্তকালে সে করে গমন ॥
নারীজাতি এই ব্রত কৈলে অনুষ্ঠান। সৌভাগ্য লভয়ে সেই রোহিণী সমান।
ইহলোকে পুত্র পৌত্র সেই নারী পায়। অন্তকালে মহাসুখে সুরপুরে যায়।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোরম। শুনিলে পাতক তার হয় বিমোচন।
ভক্তি করি যেই জন অধ্যযন করে। অথবা যে জন শুনে একান্ত অন্তরে।
কোন পাপ নাহি রহে শরীরে তাহার। অবহেলে তরে সেই ভব কারাগার
ভবভোর তারে নাহি করয়ে বন্ধন। তারে প্রতিকূল নহে যত গ্রহগণ
গরুড়ে হেরিয়া যথা ভুজঙ্গ-নিকর। পলায়ন করি যায় অতি দ্রুততর
সেইরূপ তারে হেরি বিপদ নিচয়। পলাইয়া যায় দূরে নাহিক সংসয় ॥
যাহার মানস রহে ধর্ম্মের উপরে। ধর্ম্ম বোধ সদা রহে যাহার অন্তরে ॥
তারে পরাভব করে সাধ্য হেন কার। ত্রিলোক বিজয়ী হয় সেই গুণাধার ॥
ধর্ম্ম বিনা নাহি কিছু এভব সংসারে। ধর্ম্ম গতি ধর্ম্ম বন্ধু জানিবে অন্তরে ॥
অতএব শুন শুন ওহে ঋষিগণ। ধর্ম্মের উপরে সদা রাখিবেক মন ॥
ধর্ম্ম রক্ষা করে সদা ধার্ম্মিক জনেরে। ধর্ম্মের সমান নাহি জগত সংসারে ॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। সংক্ষেপে সকল আমি করিনু কীর্ত্তন ॥
এখন শুনিতে আর কিবা বাঞ্ছা হয়। বল বল তাহা এবে ওহে ঋষিচয় ॥
ধর্ম্মের সমান নাহি জগত ভিতর। ধর্ম্ম পিতা ধর্ম্ম মাতা ধর্ম্ম বন্ধুবর ॥ এ ধর্ম্ম
পালন নাহি যেই জন করে। অন্তিমে সে জন যায় নরক ভিতরে ॥ অতএব
শুন শুন ওহে ঋষিগণ। ধর্ম্মপরি সদা সবে রাখিবেক মন ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

তড়াগাদি জলাশয় ও বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা।

সনৎকুমার উবাচ।

কূপবাপীতড়াগানামারামমন্দিরস্য চ।
প্রতিষ্ঠাং কীর্ত্তয়িষ্যামি পুরাবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতাং॥

জিজ্ঞাসিল ঋষিগণ মধুর বচনে। নিবেদন ওহে প্রভু করি তব স্থানে॥ বাপীকূপ তড়াগাদি দেব-আয়তন। ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাবিধি করহ কীর্ত্তন। কিরূপ ঋত্বিক হবে অই সব কাজে। বিস্তারিয়া কহ তাহা আমাদের কাছে। যাদৃশ হইবে বেদী করহ বর্ণন। দক্ষিণা কত বা দিবে ওহে মহাত্মন। কিরূপ হইবে বল স্থানের নির্ণয়। কিরূপ আচার্য্য হবে ওহে মহোদয়। এই সব বিবরিয়া করহ কীর্ত্তন। শুনিবারে মোরা সবে করি আকিঞ্চন। এত শুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে। তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার যেরূপ বিধান কহিব সে সব আমি সবাকার স্থান। যেরূপ কীর্ত্তিত আছে পুরাণ আদিতে। বলিব সে সব কথা সবার সাক্ষাতে॥ যখন আগত হবে উত্তর অয়ন। শুভদিন সেই কালে করি দরশন॥ বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে। তড়াগ সমীপে যাবে পুলক হৃদয়ে॥ চতুর্হস্ত বেদী তথা করিবে নির্ম্মাণ। চতুষ্কোণ হবে উহা শাস্ত্রের বিধান॥ অপর ষোড়শ হস্ত পরিমিত করে। মণ্ডপ করিবে এক জানিবে অন্তরে॥ চতুর্ম্মুখ হবে উহা ওহে ঋষিগণ। শুন শুন তার পর করিব বর্ণন॥ বেদির উত্তর দিকে অরত্নি প্রমাণ। মেখলা করিবে এক শাস্ত্রের বিধান॥ ধ্বজ পতাকাদি দিয়া বেদীবে সাজাবে। প্রতিদিকে দ্বার এক করিতে হইবে॥ প্লক্ষ বট ডুম্বর অশ্বত্থশাখায়। করিবেক দ্বার চারি কহিনু সবায়॥ বেদি মধ্যে অষ্ট হোতা অষ্ট দ্বারপাল। জাপক থাকিবে অষ্ট শাস্ত্রের বিচার॥ দেবজ্ঞ হইবে সবে আর সুলক্ষণ। জিতেন্দ্রিয় কুলশীলে অতি মান্যতম॥ পূর্ণ কুম্ভ, তাম্রপাত্র রতন আসন। মণ্ডপের প্রতিস্তম্ভে করিবে স্থাপন॥ যজ্ঞ-উপকরণাদি আহৃত হইবে। অরত্নিপ্রমিত যূপ নির্ম্মিত করিবে॥ ক্ষীরিকাষ্ঠে যজ্ঞযূপ করিবে নির্ম্মাণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি খ্যাত সর্ব্বস্থান॥ ঋত্বিক-

গণেরে দিবে স্বর্ণ বিভূষণ। উত্তম বসন দিবে তুষ্টির কারণ॥ শুন শুন ঋষিগণ বলি তার পরে। তড়াগ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করিলে অন্তরে। স্বর্ণমৎস্য স্বর্ণকূর্ম্ম স্বর্ণশিশুমার। গঠিবে ইত্যাদি জন্তু শাস্ত্রের বিচার॥ করিবেক স্বর্ণ-পাত্র আরো আহরণ। এই সব যথাবিধি করি সঙ্কলন॥ শুক্ল মাল্য শুক্ল বস্ত্র ধরি যজমান। সর্ব্বৌষধিজলে পরে করিবেক স্নান॥ পুত্র কলত্রাদি সহ পশ্চিম দুয়ারে। অবশেষে যাবে সাধু হরিষ অন্তরে॥ সেই দ্বার দিয়া যাগমণ্ডপে যাইবে। তুরী ভেরী নানা বাদ্য বাজিতে থাকিবে॥ মঙ্গল নিনাদ হবে অতি ঘন ঘন। শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ॥ পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা ষোল কোণ করি। মণ্ডল আঁকিবে এক বেদীর উপরি॥ তার মাঝে গ্রহ আর গ্রহপতিগণে। স্থাপন করিবে সাধু বিহিত বিধানে॥ এই-রূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব মহেশ্বরে। স্থাপন করিতে হবে শাস্ত্রের বিচারে॥ দ্বার রক্ষা হেতু পরে সাধু যজমান। বরণ করিবে দ্বিজে শাস্ত্রের বিধান॥ অবশেষে আচার্য্যেরে করিয়া বরণ। বেদীপূর্ব্বে করিবেক বহ্বৃচ স্থাপন॥ দুই জন বহ্বৃচেরে স্থাপিতে হইবে। যজুর্ব্বেদী দুই জন দক্ষিণে থাকিবে॥ পশ্চিমে সামগ দুই করিয়া স্থাপন। উত্তরে আথর্ব্ব দুই স্থাপিবে তখন॥ দক্ষিণ ভাগেতে পরে উত্তরাস্য হয়ে। বসিবেক যজমান সানন্দ হৃদয়ে॥ ঋত্বিক গণেরে পরে কহিবে বচন। বেদ পাঠ কর সবে ওহে মহাত্মন॥ যজ্ঞ কার্য্য কর সবে বিহিত বিধানে। জাপকগণেরে পরে কহিবে বদনে॥ আপনারা জপকার্য্য কর আরম্ভন। এইরূপ নিবেদন করিয়া শ্রবণ॥ জপ-কার্য্যে জাপকেরা নিযুক্ত হইবে। যজমান হোমকার্য্য সমাধা করিবে॥ চারিদিকে হোতাগণ বসিয়া তখন। বিধি অনুসারে হোম করিবা সাধন॥ জ্যেষ্ঠ সামগেরা সবে হরিষ অন্তরে। বৈরাজাদি সূক্ত পাঠ করিবে সাদরে॥ করিবেক সামবেদী যত দ্বিজগণ। বৃহৎ সোম রথন্তর সূক্ত অধ্যয়ন॥ অথর্ব্ব বেদজ্ঞগণ হরিষ অন্তরে। শান্তি পৌষ্টিকাদি সূক্ত পড়িবে সাদরে॥ পূর্ব্বদিনে অধিবাস করার কারণ। গোকুল হইতে মাটি করি আনয়ন॥ বেদি মধ্যে সেই মাটী নিক্ষেপ করিবে। রোচনা চন্দন চারিদিকেতে স্থাপিবে সিদ্ধার্থ গুগ্‌গুলু আদি করি আনয়ন। চারিদিকে সেই সব করিবে স্থাপন॥ হোম আদি যথাবিধি সমাপিত হলে। তড়াগ সমীপে যাবে বাদ্য সহকারে॥ স্বর্ণ অলঙ্কারে এক গাভীরে সাজায়ে। জলমধ্যে সেই গাভী দিবেক নামায়ে॥ তার পর সেই গাভী করিবে প্রদান। বিপ্রের করেতে উহা শাস্ত্রের প্রমাণ॥ মৎস্য কূর্ম্ম আদি পরে করিয়া গ্রহণ। জলমধ্যে দিবে ফেলি শাস্ত্রের বচন॥

মহানদী প্রভৃতির সলিলে আনায়ে। জলমধ্যে দিবে কেলি সানন্দ হৃদয়ে॥
সহস্র ব্রাহ্মণে পরে করাবে ভোজন। অষ্টোত্তর শত কিম্বা না হলে সক্ষম॥
এইরূপে কর্ম্ম সাঙ্গ করিবে ধীমান। বলিনু সবার পাশে শাস্ত্রের বিধান॥
বাপী কূপ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে। এইরূপ বিধি আছে জানিবেক চিতে॥
তড়াগ প্রতিষ্ঠা আদি করে যেই জন। অনন্ত ফলের ভাগী হয় সেই জন॥
তড়াগে যদ্যপি জল রহে গ্রীষ্মকালে। অগ্নিষ্টোম ফল হয় জানিবে অন্তরে॥
শরৎকালে জল যদি রহে বিদ্যমান। মহা মহা ফল হয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥
হেমন্তে শিশিরে কিম্বা জল যদি রয়। বাজপেয় তুল্য ফল হইবে নিশ্চয়॥
যদ্যপি সলিল থাকে বসন্ত সময়ে। অশ্বমেধ ফল হয় জানিবে হৃদয়ে॥
তড়াগ প্রতিষ্ঠা আদি করে যেই জন। ব্রহ্মলোকে সেই জন করয়ে গমন॥
কল্পকাল সেই স্থানে করে অবস্থিতি। তার পর সুরপুরে করয়ে বসতি॥
চিরদিন সুরপুরে করে অবস্থান। ভবডোরে নহে বন্দী সেই মতিমান॥

এত শুনি ঋষিগণ কহে পুনরায়। শুন শুন বিধিসুত নিবেদি তোমায়॥
বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করে কিরূপ বিধানে। সেই কথা কহ প্রভু মোদের সদনে॥
বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করে যেই সাধুজন। অন্তিমে কি ফল পায় করহ কীর্ত্তন॥
এত শুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে॥
পাদপ প্রতিষ্ঠাবিধি করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিগণ॥
তড়াগ প্রতিষ্ঠা হয় যেরূপ বিধানে। পাদপ প্রতিষ্ঠা হবে সেরূপ নিয়মে॥
প্রভেদ আছয়ে যাহা শুন ঋষিগণ। ক্রমে ক্রমে সেই সব করিব কীর্ত্তন॥
যথাবিধি বেদী অগ্রে করিয়া নির্ম্মাণ। নানা দ্রব্য আয়োজন করিবে ধীমান॥
স্নান করি শুদ্ধমনে প্রথমে ব্রাহ্মণে। স্বর্ণ বস্ত্র দিয়া পূজা করিবে বিধানে॥
গন্ধ অনুলেপনাদি করিবে প্রদান। সর্ব্বৌষধিজলে বৃক্ষে করাইবে স্নান॥
ধৌতবস্ত্র দ্বারা পরে করিয়া বেষ্টন। পুষ্পমাল্য চন্দনেতে সাজাবে তখন॥
সূচি দ্বারা কর্ণবেধ করিতে হইবে। কাঞ্চনশলাকাযুক্ত কুণ্ডল পরাবে॥
আটটী স্বর্ণের ফল করায়ে গঠন। বৃক্ষেতে লম্বিত ভাবে করিবে স্থাপন॥
তাম্রপাত্রে ধূপ আদি করিবে প্রদান। উত্তম গুগ্গুলু দিবে ব্রতী মতিমান॥
এক এক ধান্যপূর্ণ কলস লইয়ে। প্রতি বৃক্ষ তলে দিবে সানন্দ হৃদয়ে॥
সেই কুম্ভ সুশোভিত করিবে বসনে। গন্ধ আদি দিবে তাহে বিহিত বিধানে॥
অপরাহ্ণে সেই সব করিয়া পূজন। বিনয়ে করিবে যত দ্বিজে নিমন্ত্রণ॥
বৃক্ষবরে অধিবাস করিতে হইবে। অধিবাস লোকপালগণেরে করিবে॥
পর দিন প্রাতঃকালে ব্রতী যজমান। করিবেক শুক্ল বস্ত্র অঙ্গে পরিধান॥

বৃক্ষতলে ধেনু এক করিবে স্থাপন। পয়স্বিনী-অঙ্গে দিবে নানাবিভূষণ॥
সুবর্ণ মুকুট দিবে তার শিরোপরে। স্বর্ণ শৃঙ্গ কাংস্য ক্রোড়ে সাজাবে তাহারে
উত্তরমুখেতে ধেনু করায়ে স্থাপন। উৎসর্গ করিবে মন্ত্র করি উচ্চারণ॥
গীত বাদ্য নানারূপ হবে চারি ভিতে। করিবেক বেদপাঠ হরষিত চিতে॥
কুম্ভজলে বৃক্ষে পরে করাইবে স্নান। বেষ্টন করিবে শুক্ল বস্ত্রেতে ধীমান॥
মৎস্যাদি আমিষ দ্বারা বলি দিতে হবে। তার পর যথাবিধি আহুতি অর্পিবে
ঘৃত সহ কৃষ্ণ তিলে হোমের বিধান। পলাশ সমিধে হোম করিবে ধীমান॥
এইরূপে যথাবিধি করি সমাপন। দক্ষিণা বিভব মত করিবে অর্পণ॥
দ্বিগুণ দক্ষিণা দিবে আচার্য্যের করে। প্রণামাদি দ্বারা তুষ্টি করিবেক পরে॥
পাদপ প্রতিষ্ঠা করে যেই সাধুজন। ইহলোকে সুখে সেই করয়ে যাপন॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার অবশ্যই হয়। অন্তকালে স্বর্গে যায় নাহিক সংশয়॥
সমাহিত হয়ে বৃক্ষ করিলে স্থাপন। স্বর্গলোকে বাস তার শাস্ত্রের বচন॥
তিন শত ইন্দ্রপাত যত দিনে হয়। তাবত স্বর্গেতে সেই রহিবে নিশ্চয়॥
ঊর্দ্ধ তিন অধ তিন পুরুষ লইয়ে। মোক্ষভাগী হয় শেষে জানিবে হৃদয়ে॥
পাদপ প্রতিষ্ঠাবিধি শুনে যেই জন। অথবা বিধানে যেই করে অধ্যয়ন॥
ব্রহ্মলোকে বাস করে সেই সাধুমতি। দেবগণ তার পূজা করে নিরবধি॥
পাদপ প্রতিষ্ঠা যদি করয়ে সাধন। অপুত্রের পুত্র হয় শাস্ত্রের বচন॥
পরম ধার্ম্মিক হয় সেই পুত্রবর। যশেতে পূরিত হয় দিক দিগন্তর॥
অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা করে যেই সাধুজন। মহাফল পায় সেই শাস্ত্রের বচন॥
ধনবান হয় সেই নারায়ণবরে। শোক নাহি রহে কভু তাহার শরীরে॥
বটবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতে যজ্ঞ ফল হয়। নিম্ববৃক্ষে আয়ুবৃদ্ধি শাস্ত্রে হেন কয়॥
চম্পক প্রতিষ্ঠা করে যেই সাধুজন। স্বর্গবাসী হয় সেই শাস্ত্রের বচন।
দাড়িম্ব প্রতিষ্ঠা যদি ভক্তিভরে করে। ভার্য্যালাভ করে সেই জানিবে অন্তরে
উডুম্বর প্রতিষ্ঠাতা যেই সাধুজন। আরোগ্য লভয়ে সেই শাস্ত্রের বচন।
পলাশ প্রতিষ্ঠা যদি ভক্তি করি করে। ব্রহ্মলাভ হয় তার জানিবে অন্তরে।
অর্ক বৃক্ষে সূর্য্যদেব করে অধিষ্ঠান। এ হেতু প্রতিষ্ঠা করে যেই মতিমান।
সূর্য্যদেব তার প্রতি পরিতুষ্ট হন। মহাফল হয় তাহে শাস্ত্রের বচন।
শ্রীবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করে যেই মহামতি। শঙ্কর তাহার প্রতি পরিতুষ্ট অতি।
পাটল প্রতিষ্ঠা করে যেই সাধুজন। পার্ব্বতী তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন।
শিংশপা প্রতিষ্ঠা যদি ভক্তিভরে করে। অপ্সরারা তুষ্ট হয় তাহার উপরে
কুন্দবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা হয় যেই জন। গন্ধর্ব্বেরা তার প্রতি পরিতুষ্ট হন

বিভীতক প্রতিষ্ঠাতা যেই মহামতি। দাসবৃদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের ভারতী ॥
বান্দুল প্রতিষ্ঠা যদি করে কোন জন। দাসক্ষয় হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
তালবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা যেই জন হয়। পুত্র নাশ হয় তার শাস্ত্রে হেন কয় ॥
বকুলে বংশের বৃদ্ধি শাস্ত্রের বচন। নারিকেলে বহু ভার্য্যা পায সাধুজন ॥
দ্রাক্ষাতে সুন্দর অঙ্গ সাধু জন পায। কেলীবৃক্ষে রতি লাভ কহিনু সবায় ॥
কেতকী প্রতিষ্ঠা যদি করে কোন জন। সর্ব্বনাশ হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
বটবৃক্ষে খ্যাতি লাভ শাস্ত্রে হেন কয়। বলিনু সবার পাশে ওহে ঋষিচয় ॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। সবার পাশেতে তাহা করিনু কীর্ত্তন ॥
এখন শুনিতে বাঞ্ছা আর কিবা হয়। প্রকাশিয়া বল তাহা কহিব নিশ্চয় ॥
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোরম। শুনিলে ভকতিভরে পাপের মোচন ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সৌভাগ্যশযন ব্রত।

সনৎকুমার উবাচ।

পুরা মহাপ্রলযে তু দগ্ধে প্রলয়বহ্নিনা।
সৌভাগ্যং প্রযযৌ সর্ব্বং বৈকুণ্ঠং হরিবক্ষসি ॥

সনতকুমারে কহে যত ঋষিগণ। শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন ॥
সৌভাগ্য শয়ন ব্রত শুনেছি শ্রবণে। বিস্তার করিয়া তাহা কহ সবা স্থানে ॥
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। জিজ্ঞাসা করিলে বটে প্রশ্ন মনোরম ॥
শুন শুন সেই কথা কহিব সবারে। অনুত্তম কথা সেই জানিবে অন্তরে ॥
প্রলয় পূর্ব্বেতে যবে হইল ঘটন। দগ্ধ হয় সেই কালে অখিল ভুবন ॥
ভূর্লোকাদি সর্ব্ব লোক দগ্ধীভূত হলে। সৌভাগ্য একত্র হয় জানিবে অন্তরে ॥
সেই সেই লোকবাসী ছিল যত জন। সবার সৌভাগ্য হয় একত্র তখন ॥
একত্র হইয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগরে। অবস্থিতি করি রহে হরিবক্ষোপরে ॥
এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। সৃষ্টির সময় ক্রমে আসিয়া পড়িল ॥
তখন সৌভাগ্যরাশি বহ্নিশিখাকারে। পিঙ্গল বরণ হয়ে বিশ্ব আলো করে ॥
বিভক্ত হইয়া পরে করয়ে গমন। অচ্যুতে আমাতে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদন ॥
বিষ্ণুর নিকটে যাহা উপনীত হয়। রত্নরূপে পরিণত সেই সমুদয় ॥
রত্নরূপে ধরাতলে করিল গমন। শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ ॥ সৌভাগ্য
আছিল যাহা ব্রহ্মার গোচরে। গমন করিল দক্ষ প্রজাপতি পরে ॥

সেই হেতু দক্ষ হেল মহাবলবান। রূপলাবণ্যাদি পায় আর যে বিজ্ঞান॥ অবশিষ্ট কিছু যাহা সৌভাগ্য আছিল। তাহা হতে মহৌষধ সকল জন্মিল॥ কিছুকাল এইরূপে অতীত হইলে। সৌভাগ্য যতেক ছিল দক্ষের শরীরে॥ তাহা হতে সতী কন্যা লভিল জনম। তাঁহারে শঙ্কর করে পত্নীত্বে বরণ॥ সে সব শুনেছ পূর্ব্বে ওহে ঋষিগণ। অধিক বলিয়া আর কিবা প্রয়োজন॥ নর নারী যেই কেহ সতী সেবা করে। মহাফল পায় সেই জানিবে অন্তরে॥ সতী আরাধনা যদি করে কোন জন। সৌভাগ্য লভয়ে সেই শাস্ত্রের বচন॥ এত শুনি ঋষিবর কহে পুনরায়। শুন শুন বিধিসুত নিবেদি তোমায়॥ কাত্যায়নী আরাধনা করহ কীর্ত্তন। শুনিবারে সবে মোরা করি আকিঞ্চন॥ এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। শুন শুন ঋষিগণ করিব বর্ণন॥ বাসন্তী তৃতীয়া তিথি হবে যেই কালে। পূর্ব্বাহ্নেতে তিলস্নান করিবে সাদরে॥ নানাবিধ ফলমূল করি আহরণ। ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করি আয়োজন॥ মহেশ সহিত পূজা করিবে সতীরে। বিধান বলিব সব শুনহ সাদরে॥ স্বর্ণপ্রতিমাতে অগ্রে করাইবে স্নান। পঞ্চগব্যে গন্ধোদকে এইত বিধান॥ কোটিচন্দ্র সমতুল্যা দেবীরে তখন। হৃদয়-আকাশে সাধু করিবে চিন্তন॥ তার পর পাদদ্বয়ে পূজিবে পার্ব্বতী। শিবাকে পূজিবে গুল্‌ফে ব্রতী মহামতি॥ জঙ্ঘাদ্বয়ে রুদ্রাণীরে করিবে পূজন। জানুযুগে বিজয়ারে করিবে অর্চ্চন॥ কটিতে কোটিনীপূজা করিতে হইবে। শূলপাণি সহ পূজা অন্তরে জানিবে॥ মঙ্গলাকে উদরেতে করিয়া পূজন। ঈশানীরে স্তনদ্বন্দ্বে করিবে অর্চ্চন॥ সর্ব্বাত্মা সহিতে পূজা করিবে ঈশনী। কণ্ঠেতে চিদাত্মা সহ পূজিবে রুদ্রাণী॥ ত্রিপুরনাশিনীপূজা গ্রীবাতে করিবে। করদ্বয়ে অনন্তারে পূজিতে হইবে॥ কালাননপ্রভা পূজা বাহুদ্বয়ে হয়। ত্রিলোচন সহ উহা শাস্ত্রের নির্ণয় সৌভাগ্যাভরণা পূজা ভূষণে করিবে। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা অন্তরে জানিবে॥ অশোকবনবাসিনী সম্পত্তিদায়িনী। ওষ্ঠাধরে পূজা তাঁর শুন যত মুনি॥ চন্দ্রমুখশ্রীকে পূজা করিবে বদনে। স্থাণু সহ অই পূজা শাস্ত্রের বিধানে॥ ভীমোগ্রভীমরূপিণী পরেতে পূজন। সর্ব্বাত্মা সহিতে শিরে শাস্ত্রের বচন॥ তার পর অষ্টমূর্ত্তি দেব মহেশ্বরে। বিধানে করিবে পূজা কহিনু সবারে॥ নীবার কুঙ্কুম ক্ষীর নীর দ্বারা পরে। সেই স্থানে বলি দিবে জানিবে অন্তরে॥ পর দিন প্রভাতেতে করি গাত্রোত্থান। যথাবিধি প্রাতঃ কৃত্য করি প্রাতঃস্নান॥ শুদ্ধাচারে জপ আদি সমাধা করিবে। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পরে সাদরে আনিবে॥ বস্ত্র মাল্য আদি দিয়া করিবে পূজন। তার পর মহেশ্বরে করিবে

অর্চ্চন ॥ পর্য্যঙ্ক উপরে পরে হর-পার্ব্বতীরে। শয়ন করাবে ব্রতী অতি ভক্তি-ভরে॥ বৃষ সহ গাভী সহ সে প্রতিমাদ্বয়। বিপ্রের করেতে দিবে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে। পূজিবেক ব্রহ্মা বিষ্ণু ভক্তিযুত চিতে॥
মহালক্ষ্মী পূজা ব্রতী করিবে সাধন। একবর্ষ এই রূপ জানিবে নিয়ম॥
সৌভাগ্য শয়ন ব্রত ইহারেই কয়। সৌভাগ্য-আরোগ্যপ্রদ শাস্ত্রের নির্ণয়॥
দশ অষ্ট কিম্বা সপ্ত বরষ ধরিয়ে। এই ব্রত করে যেই সানন্দ হৃদয়ে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় জানিবে তাহার। অযুতেক কল্প বাস সুরপুরে তার॥
অমরগণেরা পূজা করে সেই জনে। নিত্যানন্দ পায় সেই নিজ মনে মনে॥
বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মলোকে শঙ্করগোচরে। সে জন যাইতে পায়ে ইচ্ছা অনুসারে॥
বালক বালিকা আর নর কিম্বা নারী। এই ব্রতে সবে হয় সম অধিকারী॥
ইহার মাহাত্ম্য কথা যে করে বর্ণন। অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ॥
কিম্বা উপদেশ দেয় এ ব্রত করিতে। বিদ্যাধর হয় সেই জানিবেক চিতে॥
বহুকাল স্বর্গে বাস করে যেই জন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে বদাচন॥
পূর্ব্বকালে উমা সতী একান্ত অন্তরে। ভক্তিভরে এই ব্রত অনুষ্ঠান করে॥
উপদেশ দেন তাঁরে দেব পঞ্চানন। কহিনু সবার পাশে ওহে ঋষিগণ॥
ইহার যতেক ফল কে বর্ণিতে পারে। অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে॥
আরো এক ব্রত আছে ওহে ঋষিগণ। রম্ভাতৃতীয়ার ব্রত অতি অনুত্তম॥
তাহার বিধান বলি শুনহ সকলে। শুনিলে পাতক পুঞ্জ চলি যায় দূরে॥
পার্ব্বতীর প্রিয় হেতু দেব পঞ্চানন। এই ব্রত তাঁর পাশে করেন কীর্ত্তন॥
মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া হরিষে
দন্তধাবনাদি কার্য্য করি সমাধান। যথাবিধি শুদ্ধজলে করিবেক স্নান॥
তদন্তর নিত্যক্রিয়া করি সমাপন। ভক্তিভাবে উপবাস করিবে সাধন॥
নিয়ম করিয়া পরে সংকল্প করিবে। শুন শুন সেই কথা বলিতেছি তবে॥
"শুন শুন ওগো দেবি করি নিবেদন। বর্ষাবধি আমি এই করিনু নিয়ম॥
প্রতিমাসে তৃতীয়াতে উপবাসী হয়ে। করিব ব্রতের কাজ সানন্দ-হৃদয়ে॥
পরদিন যথাবিধি করিব পারণ। অনুগ্রহ মমোপরি কর বিতরণ॥
নির্ব্বিঘ্নে আমার ব্রত যেন সিদ্ধ হয়, এই ভিক্ষা চাহি আমি হও গো সদয়॥"
এরূপে সংকল্প করি পরে সাধুজন। নদীতে তড়াগে কিবা করিবে গমন॥
যথাশক্তি উপচারে একান্ত অন্তরে। বিধানে করিবে পূজা হরপার্ব্বতীরে॥
তার পর কুশোদক করিবেক পান। স্মরণ করিবে সদা হরগৌরী নাম॥
এইরূপে রাত্রিকাল করিয়া যাপন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সুজন॥

শিবভক্ত গৌরীভক্ত ব্রাহ্মণনিকরে। ভোজন করাবে সবে অতি ভক্তি করে॥ লবণ কাঞ্চন দিবে দক্ষিণা সবায়। এরূপে করিলে ব্রত মহাফল পায়॥ যেই জন এই ব্রত করয়ে সাধন। শত কুল পরিত্রাণ করে সেই জন॥ ইহকালে মহৈশ্বর্য্য সেই সাধু পায়। পরকালে সুরপুরে বিমানেতে যায়॥ শাস্ত্রের বিধান এই ওহে ঋষিগণ। ইহাতে সংশয় নাহি জানিবে কখন॥ শিবের মুখের বাক্য কে খণ্ডাতে পাবে। নিজে উমা এই ব্রত ভক্তিভরে করে মার্গশীর্ষে এইরূপ করিয়া পূজন। উপবাসে সুনিয়মে করিয়া যাপন॥ পৌষ মাসে তৃতীয়াতে একান্ত অন্তরে।অর্চনা করিবে ব্রতী গিরিজা সতীরে গিরিজা নামেতে হবে পার্ব্বতী-পূজন। তার পর শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥ রাত্রিতে গোমূত্র মাত্র করিবেক পান। আর কিছু নাহি খাবে এইত বিধান॥ পর দিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ-নিকরে। ভোজন করাবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে॥ ভোজন করায়ে বিপ্রে দক্ষিণা অর্পিবে। নতুবা সকল কর্ম্ম বিফলে যাইবে॥ এইরূপে ব্রত করে যেই সাধুজন। বাজপেয় ফল পায় শাস্ত্রের বচন॥ অতি-রাত্র যাগজন্য যেই ফল হয়। সে জন লভয়ে তাহা নাহিক সংশয়॥ তার পর মাঘমাসে তৃতীয়া দিবসে। পার্ব্বতীর পূজা ব্রতী করিবে হরিষে॥ সুদেবী নামেতে হবে দেবীর পূজন। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥ রাত্রিতে গোময় মাত্র করিবেক পান। বলিলাম সবা পাশে এই ত বিধান॥ প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া করি সমাপন। ব্রাহ্মণগণেরে ব্রতী করাবে ভোজন॥ সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে দ্বিজাতিনিকরে। এই ত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে॥ এইরূপে সুদেবীরে করিলে পূজন। বিষ্ণুলোকে চলি যায় সেই সাধুজন॥ শিবের সাযুজ্য পায নাহিক সংশয়। ব্রতের মাহাত্ম্য কভু অন্যথা না হয়॥ তার পর ফাল্গুনের তৃতীয়া দিবসে। করিবে দেবীর পূজা মনের হরিষে॥ গৌরী নামে পার্ব্বতীরে করিবে পূজন। রাত্রিকালে উপবাসে রহিবে সুজন॥ গোক্ষীর কেবলমাত্র করিবেক পান। এই ত নিয়ম আছে শাস্ত্রের বিধান॥ তার পর প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সারি। শিবভক্ত বিপ্রগণে নিমন্ত্রণ করি॥ ভোজন করাবে সাধু তাহা সবাকায়। দক্ষিণা প্রচুর দিয়া করিবে বিদায়॥ কুমারীগণেরে পরে করাবে ভোজন। কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে ওহে ঋষিগণ॥ এইরূপে গৌরীপূজা ফাল্গুনে করিলে। বাজপেয় ফল পায় শাস্ত্রে হেন বলে॥ অতিরাত্র যাগফল পায় সেই জন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥ তার পর চৈত্রমাসে তৃতীয়া দিবসে। ভক্তিযুক্ত হয়ে সাধু মনের হরিষে॥ বিশালাক্ষী পূজা আদি করিবে সাধন। পার্ব্বতীর পূজামাত্র নহে অন্যতম॥

রাত্রিকালে দধিমাত্র ভোজন করিয়ে। বিধানে রহিবে ব্রতী উপবাসী হয়ে ॥
পরদিন প্রাতঃকালে দ্বিজাতি নিকরে। ভোজন করাবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে
কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে কুঙ্কুম সহিত। বলিলাম সবা পাশে শাস্ত্রের বিহিত ॥
এইরূপে বিশালাক্ষী করিলে পূজন। অতুল সৌভাগ্য পায় সেই সাধুজন ॥
বিশালাক্ষী ভগবতী হয়ে কৃপাবতী। নিঃসন্দেহ করে তারে অতি ভাগ্যবতী॥
বৈশাখ মাসেতে পরে ওহে ঋষিগণ। সুতিথি তৃতীয়া যবে দিবে দরশন ॥
শ্রীমুখী নামিকা সেই পার্ব্বতী দেবীরে। অর্চ্চনা করিবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে
নিশাকালে ঘৃতমাত্র করিয়ে ভোজন। উপবাসে রবে ব্রতী এই ত নিয়ম ॥
প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া পরে। ভোজন করাবে বিপ্রে অতি ভক্তি-
ভরে ॥ সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদায়। কামনা সফল হবে হেন অর্চ্চনায়॥
এইরূপে যেই জন করয়ে পূজন। সর্ব্বকাম সিদ্ধ তার শাস্ত্রের বচন ॥
তার পর জ্যৈষ্ঠমাসে বিবিধ কুসুমে। পার্ব্বতীর পূজা পুনঃ করিবে বিধানে ॥
তৃতীয়া দিবস যবে দিবে দরশন। বিধানে করিবে পূজা ওহে মুনিগণ ॥
নারায়ণী নামে তাঁরে পূজিতে হইবে। ভক্তিভরে নানাবিধ কুসুম অর্পিবে ॥
রাত্রিতে কেবলমাত্র খাইবে লবণ। উপবাসে নিশাকাল করিবে যাপন ॥
প্রাতঃকালে শিবভক্ত যত বিপ্রগণে। নিমন্ত্রণ করি সবে আনিবে সদনে ॥
ভোজন করাবে সবে নানা উপহার। তাম্বূল অর্পিবে পরে ব্রতী গুণাধার ॥
লবণ দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদায়। এই ত শাস্ত্রের বিধি কহি সবাকায় ॥
এইরূপে পূজা করে যেই কোন জন। পুত্র লাভ হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
আষাঢ় মাসেতে পরে তৃতীয়ার দিনে। এই রূপে পার্ব্বতীরে পূজিবে বিধানে ॥
মাধবী নামেতে হবে দেবীর পূজন। রাত্রিকালে উপবাসে রহিবে সুজন ॥
তিলোদক পান মাত্র করিবে নিশায়। উপবাসী রবে ব্রতী কহি সবাকায় ॥
তার পর প্রাতঃকালে উঠি ভক্তিভরে। নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া একান্ত অন্তরে॥
বিপ্রগণে নিমন্ত্রণ করি তার পর। ভোজন করাবে ব্রতী হয়ে একান্তর ॥
সুতৃপ্ত রূপেতে সবে করায়ে ভোজন। কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে শাস্ত্রের বচন ॥
অথবা দক্ষিণা দিবে গুড় মাত্র করে। এই ত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে ॥
এইরূপে মাধবীরে করিলে পূজন। শুভগতি হয় তার শিবের বচন ॥
শিবের আদেশ কভু মিথ্যা নাহি হয়। শুভ লোকে যাবে সেই নাহিক সংশয়
শ্রাবণ মাসেতে পরে তৃতীয়া দিবসে। ভগবতী-পূজা ব্রতী করিবে হরিষে ॥
শ্রী নামে অর্চ্চনা তাঁর করিতে হইবে। শাস্ত্রের বিধান এই জানিবেক সবে ॥
গোশৃঙ্গ-নিঃসৃতমাত্র জল করি পান। রাত্রে উপবাসী রবে এই ত বিধান ॥

প্রাতঃকালে শিবভক্ত দ্বিজাতি-নিকরে। যথাবোধ পূজা করি অতি ভক্তিভরে॥
তিল সহ স্বর্ণদান করিবে সবায়। বিনয় করিয়া পরে দিবেক বিদায়॥
এইরূপে শ্রীর পূজা করিলে সাধন। ইহলোকে রাজ্যভোগ করে সেই জন॥
অন্তকালে গোলোকেতে করে নিবসতি। কহিনু সবার পাশে শাস্ত্রের ভারতী॥
তার পর ভাদ্র মাসে তৃতীয়ার দিনে। পুনশ্চ পূজিবে ব্রতী বিহিত বিধানে॥
ভদ্রা নামে পার্ব্বতীরে করিবে পূজন। রাত্রিকালে বিল্বপত্র করিয়া ভোজন॥
উপবাসে নিশাপাত করিতে হইবে। শাস্ত্রের বিধান এই সকলে জানিবে॥
প্রাতঃকালে বিপ্রগণে কুমারী-নিকরে। ভোজন করাবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে
নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য করায়ে ভোজন। বস্ত্র স্বর্ণ করিবেক দক্ষিণা অর্পণ॥
এরূপে ভদ্রার পূজা যেই জন করে। অতুল সম্পত্তি আসে তার করতলে॥
সকল কামনা তার হইবে পূরণ। শিবের আদেশ মিথ্যা নহে কদাচন॥
আশ্বিন মাসেতে পুনঃ তৃতীয়া দিবসে। গিরিপুত্রী এই নামে পূজিবে হরিষে॥
তণ্ডুলের জল মাত্র করিয়া ভোজন। রাত্রিকালে উপবাসে রহিবে সুজন॥
প্রাতঃকালে স্নান আদি নিত্যক্রিয়া করে। বিপ্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিবে সাদরে
ভোজন করাবে পরে তাঁহা সবাকায়। দক্ষিণা অর্পিয়া সবে দিবেক বিদায়॥
এইরূপে ব্রতকার্য্য কৈলে অনুষ্ঠান। অন্তকালে শিবলোকে সে করে পয়াণ।
পূজিত হইয়া তথা করে নিবসতি। মিথ্যা কভু নহে এই শিবের ভারতী॥
কার্ত্তিক মাসেতে পরে তৃতীয়া দিবসে। পুনশ্চ করিবে পূজা মনের হরিষে॥
পদ্মোদ্ভবা এই নামে করিবে পূজন। পার্ব্বতীর পূজা মাত্র নহে অন্যতম॥
রাত্রিকালে পঞ্চগব্য করিবেক পান। জাগরণ করি রবে এই ত বিধান॥
প্রাতঃকালে শুদ্ধাচারে গাত্রোত্থান করে। বিপ্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিবেক ঘরে॥ কুমারীগণেরে পরে করি আনয়ন। সবারে বিধানে ব্রতী করাবে ভোজন॥ এরূপে দ্বাদশ মাস পূর্ণ হলে পরে। যথাবিধি উদ্‌যাপন করিবে সাদরে॥সাধ্যমত নানাদ্রব্য করি আহরণ। বিপ্রগণে সেই সব করিবে অর্পণ॥
শ্বেতচ্ছত্র কমণ্ডলু আসন লইয়ে। বিপ্রগণে দিবে তাহা প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥
পাদুকা দর্পণ আদি করিবে প্রদান। যজ্ঞ-উপবীত দিবে শাস্ত্রের বিধান॥
তার পর নানাবিধ উপচার দিয়ে। উমার করিবে পূজা সানন্দ হৃদয়ে॥
মহেশ্বরে পূজিবেক হয়ে একমন। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥
নৈবেদ্য মোদক পুষ্পমাল্য করি আদি। নানাদ্রব্য দিবে ব্রতী করিয়া ভকতি
বীজপূর ঘৃতপক্ক লড্ডুক অর্পিবে। দাড়িম ও নারিকেল ভক্তিভরে দিবে॥
এইরূপে নানাদ্রব্য করিবে অর্পণ। শঙ্খ আদি বাদ্য ধ্বনি হবে ঘন ঘন॥

তার পর বেদশব্দ উচ্চারণ করি। আরতি করিবে পরে অতি ভক্তি করি ॥ রম্ভাতৃতীয়ার ব্রত এইরূপ হয়। ইহাতে অনন্ত ফল নাহিক সংশয় ॥ এই-রূপে ব্রত করে যেই সাধুজন। দেবগণ তারে সদা করেন পূজন ॥ এই ব্রত ভূমিতলে যেই জন করে। কল্পকোটি রহে সেই সুখে সুরপুরে ॥ শিবের সাযুজ্য পরে পায় সেই জন। ইহাতে সন্দেহ নাহি শাস্ত্রের বচন ॥ রম্ভা সতী এই ব্রত সর্ব্ব আগে করে। সেই হেতু এই নাম হয়েছে সংসারে ॥ যোগিনীরা এই পূজা করিয়া সাধন। পার্ব্বতীর প্রিয়তমা হয় সব জন ॥ নিরন্তর রহে তারা পার্ব্বতী সদনে। সৌভাগ্য লভিল সবে এই সে কারণে ॥ অধিক বলিব কিবা শুন ঋষিগণ। পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি বিমোহন ॥

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

যোগিনীগণের উৎপত্তি।

শ্রুত্বা তু মুনয়ঃ সর্ব্বং ব্রতখ্যাতোজনির্গতং।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সূতং বৈ পবিত্রং পরমং মহৎ।
যোগিনীনাং প্রকথনং ত্রৈলোক্যখ্যাতি লক্ষণং।
যন্মহাদেবেন লোকানন্দদায়িতং ॥

এত শুনি ঋষিগণ সদয় অন্তরে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ বিধির কুমারে ॥ শুন শুন নিবেদন বিধির নন্দন। শুনিয়েছি তব মুখে অপূর্ব্ব কথন ॥ যোগিনীরা যেই ব্রত করেন সাদরে। উমা প্রমথ হয় সেই ব্রত ফলে ॥ তোমার মুখেতে তাহা করিনু শ্রবণ। এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন ॥ সেই সব যোগিনীরা কিরূপে জনমে। বর্ণন করহ তাহা সবার সদনে ॥ অই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন। বিবরিয়া কৌতূহল করহ পূরণ ॥ এত শুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে। শুন শুন সেই কথা বলিব সবারে ॥ যেমন বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন। বলিব সে সব আমি সবার সদন ॥ বিনয় করিয়া উমা অতি ধীরে ধীরে। সম্বোধিয়া কহিলেন দেব মহেশ্বরে ॥ নিবেদন করি দেব করহ শ্রবণ। শুনিনু তোমার মুখে বিবিধ সাধন ॥ যোগিনীগণের জন্ম শুনিতে বাসনা। অতএব কৃপা করি বলহ অধুনা ॥ এত শুনি হাসি হাসি কহে পঞ্চানন। বিস্মৃত হয়েছ প্রিয়ে পর্ব্বের ঘটন ॥ স্মরণ করায়ে আমি দিতেছি তোমারে। শুনিলে অবশ্য সব উদিবে অন্তরে ॥ অতি গোপনীয় ইহা অতি পুরাতন। সারাৎসার পরাৎপর করহ শ্রবণ ॥

মহাপ্রলয়ের কাল ঘটিল যেকালে। সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিত সংসার হইলে॥
ভূমি আদি পঞ্চতত্ত্ব কেবল-আত্মায়। হইল তখন স্থিত কহিনু তোমায়॥
শুন শুন মহেশ্বরি আমার বচন। সেই কালে শূন্য হয় এ তিন ভুবন॥
তুমি আর আমি ভিন্ন কেহ নাহি ছিল। শুন শুন তার পর যা যাহা ঘটিল॥
জিজ্ঞাসা করিনু আমি সহাস্যে তখন। শুন শুন প্রিয়তমে আমার বচন॥
আমা হতে তব শক্তি অধিক কি কম। বিবেচনা করি তাহা দেখহ এখন॥
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল এই দেখ শূন্যাকার। কুত্রাপি নাহিক স্থান দেখি থাকিবার॥
বলহ ভাবিনি এবে রহিব কোথায়। এ হেতু জিজ্ঞাসা করি পার্ব্বতী তোমায়॥
যাহা যাহা করেছিনু কর দরশন। বিগত হয়েছে তাহা নাহিক এখন॥
সকল জানহ তুমি ওগো সুলোচনে। যেরূপেতে থাকি আমি সংসার করমে॥
সংস্পর্শবিহীন হয়ে রহি নিরন্তর। এইমাত্র ইচ্ছা করে সদত অন্তর॥
অবস্থিতি স্থান এবে করহ নির্ণয়। উচিত করহ যাহা বিবেচনা হয়॥
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষবশে হলো তব লোহিত লোচন॥
নিষ্ঠুর বচনে তুমি কহিলে আমারে। "শুন শুন মহেশ্বর বলি হে তোমারে॥
যখন যে কোন কার্য্য কর আচরণ। আমাতে নির্ভর সব কর পঞ্চানন॥
আমি ভিন্ন শব রূপে কর অবস্থান। এই ত তোমার শক্তি ওহে মতিমান॥
যোগ্যতা তোমায় কিছু দেখিতে না পাই। অধিক বলিব কিবা কহ তব ঠাঁই॥
কারণ-অবস্থাপন্না বিধাতৃরূপিণী। আমারে জানিবে তুমি ওহে শূলপাণি॥
অকার্য্য কিছুই নাহি জানিবে আমার। সতত অক্ষয়া আমি জগত মাঝার॥
পরমা রূপেতে আমি আছি বিদ্যমান। কার্য্যভাবসমাযুক্তা ওহে মতিমান॥
কার্য্যভাব যবে আমি করিয়া আশ্রয়। প্রকৃতিরূপেতে থাকি ওহে সদাশয়॥
ব্রহ্মাদিরা আবির্ভূত হয় সেই কালে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥
এই চরাচর বিশ্ব আমারই মায়ায়। হইয়াছে বিনির্ম্মিত কহিনু তোমায়॥
দুই শক্তি আছে মম জানিবে অন্তরে। আবরণ এক আর বিক্ষেপ অপরে॥
এই দুই শক্তিবলে সর্ব্বকার্য্য হয়। কহিলাম তব পাশে ওহে সদাশয়॥"
তোমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বজ্রাঘাত যেন শিরে হলো নিপতন॥
কিছুমাত্র নাহি আর কহিনু তোমারে। তুষ্ণীভূত হয়ে রহি মৌনভাব ধরে॥
আন্তরিক দুঃখভারে হইয়া তাপিত। মৌনভাবে কিছুকাল রহি অবস্থিত॥
তোমার নিগ্রহ হেতু শুন তার পরে। একটী উপায় স্থির করিনু অন্তরে॥
ব্রহ্মাণ্ডেরে পশ্চিমেতে করিয়া গমন। নিজদেহমল আমি করিয়া গ্রহণ॥
তাহা দিয়া দৈত্য এক সৃজিনু ত্বরায়। বিকট আকার তার অতি মহাকায়॥

মহাঘোর দেখি তারে হরিষ অন্তরে।ঘোর নাম দিনু তারে জানিবে অচিরে॥ দৈর্ঘ্যে কোটি যোজন যে তার কলেবর। বিস্তারে বত্রিশ লক্ষ অতি ভয়ঙ্কর॥ কোটি সংখ্য হাত আর উজ্জ্বল লোচন। পঞ্চাশৎ লক্ষ তার ভীষণ বদন॥ এইরূপে দৈত্যবরে সৃজন করিয়ে। অষ্ট সিদ্ধি দিনু তারে সানন্দ হইয়ে॥ আমার সদৃশ হলো দানবরাজন। তখন আসিনু আমি তোমার সদন॥ এদিকে দানবপতি বিকট আকারে। জলার্ণব গ্রাস যেন করে একবারে॥ আমার মনের ভাব বুঝিয়া তখন। আমারে সম্বোধি তুমি কহিলে বচন॥ "শুন শুন মহেশ্বর বচন আমার। জীবহীন দেখ এই জগত সংসার॥ আজ্ঞা কর সব পুন করি দরশন।" তোমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ॥ হাসিতে হাসিতে আমি কহিনু তোমারে। শুন শুন মহাদেবি একান্ত অন্তরে॥ আমার সঙ্গেতে তুমি কর আগমন। পশ্চিম দিকেতে যাই চলহ এখন॥ আমার এতেক বাক্য শুনিয়া তখনি। পশ্চাৎ পশ্চাৎ তুমি হলে অনুগামী॥ প্রথমতঃ নানাস্থান করিয়া ভ্রমণ। পশ্চিমে যাইতে শেষে করিলে মনন॥ প্রথমে নিসেধ আমি করিনু তোমারে। মম বাক্য নাহি তুমি ধরিলে অন্তরে॥ আমার সহিতে তুমি করিলে গমন। উপনীত সেই স্থানে হলে সেইক্ষণ॥ কেদারকেশ্বর তথা আছে বিরাজিত। সেই স্থানে দৈত্যবর করে অবস্থিত॥ তোমারে দেখিয়া সেই দৈত্যের রাজন। কামশরে অভিভূত হইল তখন॥ হস্ত প্রসারণ করি সেই দুরাচার। তোমারে ধরিতে দুষ্ট হয় আগুসার॥ কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া দুর্জ্জন। তব প্রতি চাটুবাক্য কহিল তখন॥ তোমারে সম্বোধি কহে সেই দুরাচার। "শুন শুন বরাননে বচন আমার॥ ত্বরা করি এসো মম অঙ্কের উপরে। জুড়াও আমার হৃদি অতি ত্বরা করে॥ সর্ব্বেশ্বরী হও মম বচনে আমার। অঙ্গ দান করি মোরে করহ উদ্ধার॥ নিমগ্ন হয়েছি আমি মদন সাগরে। ত্রাণ কর ত্রাণ কর প্রেয়সী আমারে॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিবারে নারি। পতিভাবে অঙ্গদান দেহলো সুন্দরি॥"

এইরূপে চাটুবাক্য কহে দুরাচার।রোষেতে লোহিত হয় লোচন তোমার॥ কটাক্ষ করিয়া তুমি তাহার উপরে। বলিতে লাগিলে প্রিয়ে সুগভীর স্বরে॥ শুন শুন দৈত্যরাজ আমার বচন। দৈত্য-অধিপতি তুমি বিদিত ভুবন॥ স্বর্গভোগী তুমি দৈত্য নাহিক সংশয়। দেবগণাপেক্ষা বলী তুমি মহোদয়॥ সর্ব্বসংহারক তোমা করিছি দর্শন। বীর্য্যবান্ নাহি কেহ তোমার মতন॥ আমার প্রতিজ্ঞা যদি সাধিবারে পার। বরণ করিব তোমা দিনু এই বর॥

শুনহ প্রতিজ্ঞা মম ওহে দৈত্যরায়। একে একে সব কথা কহিব তোমায়॥ আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ এখন। আমার সহিতে যেবা করিবেক রণ॥ আমারে হারাতে যদি সেই জন পারে। বরণ করিব আমি জানিবে তাহারে॥ নতুবা অপর কেহ নাহি হবে পতি। প্রতিজ্ঞা আমার এই ওহে দৈত্যপতি॥ ইথে যদি বাঞ্ছা হয় তোমার অন্তরে। ত্বরা করি হও তবে উদ্যত সমরে॥" তোমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ঘন ঘন দৈত্যরাজ করয়ে গর্জ্জন॥ প্রলয়-জলধির মত ঘরঘর স্বরে। ভর্ৎসনা করিল কত জানিবে তোমারে॥ রোষবশে করি পরে লোহিত লোচন। উঠিল দানববর সমর-কারণ॥ তখন তাহার রূপ দরশন করি। বিহ্বল হইনু আমি জানিবে সুন্দরি॥ তাহারে দেখিয়া মনে হলো অনুমান। সংহার করিবে বিশ্ব নাহি পরিত্রাণ॥ তোমারে ধরিতে সেই দুষ্ট দুরজন। ধাবিত হইয়া চলে অতি ঘন ঘন॥ কিন্তু সাধ্য কিবা তার ধরিতে তোমারে। ধরে ধরে এই ধরে ধরিবারে নারে॥ বেগেতে দানবরাজ করিছে গমন। হস্তস্পর্শে চূর্ণীভূত হয় গিরিগণ॥ পদাঘাতে কত গিরি বিক্ষিপ্ত হইয়ে। সবেগে পড়িল সব সাগরেতে গিয়ে॥ তদীয় অঙ্গের বায়ু বহিতে লাগিল। জলধি তাহে উচ্ছলিত হৈল॥ শুন শুন মহামায়ে আমার বচন। তোমাকে ধরিতে সেই করিছে গমন॥ কিছুতেই কিন্তু নাহি ধরিবারে পারে। পাছে পাছে যায় শুদ্ধ ধরিতে তোমারে॥ তার পর দুইজনে বাধিল সমর। নাহি হেরি হেন যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর॥ যুদ্ধ দেখি ভয় জন্মে আমার অন্তরে। জলধি সহিতে বিশ্ব কাঁপে থরে থরে॥ নানা অস্ত্র সেই দুষ্ট করিল ক্ষেপণ। সকলি বিফল কিন্তু হইল তখন॥ সেই সব অস্ত্র পড়ি তোমার শরীরে। ভস্মীভূত হয়ে পড়ে ভূতল উপরে॥ তাহা দেখি ক্রোধভরে দানবরাজন। ভয়ঙ্কর তেজোরাশি করে প্রদর্শন॥ শুন শুন তার পর আশ্চর্য্য ঘটন। এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ॥ কেহ নাহি সেই যুদ্ধে হারে কিবা জিনে। কোটিবর্ষ সেই যুদ্ধ চলে অবিরামে॥ তাহা দেখি ভয়াতুর হইয়া তখন। যোগবলে সূক্ষ্মতনু করিয়া ধারণ॥ তোমারে আশ্রয় করি রহি নিরন্তর। শুনহ আশ্চর্য্য যাহা ঘটে তার পর॥ কোনরূপে দৈত্য তোমা ধরিবারে নারে। অথবা কিছুতে নাহি বধিবারে পারে॥ তোমারে বধিতে করে বিবিধ উপায়। আকুল হইয়া পড়ে চিন্তায় চিন্তায়॥ শরীর বর্দ্ধিত দুষ্ট করে তার পরে। বাহু ঘরষণ করে আপন শরীরে॥ মনে মনে শেষে দুষ্ট করয়ে চিন্তন। নারীরে যেরূপে পারি করিব নিধন॥ কটাহে নিক্ষিপ্ত করি করিব সংহার। মনে মনে এইরূপ ভাবি দুরাচার॥

বর্দ্ধিত করিতে থাকে নিজ কলেবর। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিল ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর॥ কলেবর বৃদ্ধি দেখি দানবরাজন। মনে মনে অতি হৃষ্ট হইল তখন। তোমারে সম্বোধি পরে কহে দুরাচার। "শুন শুন দুষ্টা নারী বচন আমার॥ পলায়ন কর তুমি কি হেতু বলনা। কভু না পূরিবে তব মনের বাসনা॥ এখনি তোমারে আমি করিব নিধন। পরিত্রাণ করে কেবা বলহ এখন॥ পলাইতে আর সাধ্য নাহিক তোমার।" এইরূপ কটু কথা কহে দুরাচার॥ তাহার বচন তুমি করিয়া শ্রবণ। রোষভরে গরজিয়া কহিলে তখন॥ "শোন শোন মম বাক্য ওরে দুরাচার। অবলীলাক্রমে তোরে করিব সংহার॥ জানিতে না পারিছিস্ তুই রে আমারে। এই সৃষ্টি আমা হতে জানিবি অন্তরে॥ আমাতেই পুনরায় হয়ে যায় লয়। আমা হতে রক্ষা পায় নাহিক সংশয়॥ এই যে অখিল বিশ্ব করিছ দর্শন। আমিই সদায় করি লালন পালন॥ জগত-সংসার সব মম মায়াময়। আমা হতে ভিন্ন কভু কিছুমাত্র নয়॥ সনাতন ব্রহ্ম যারে কর বিবেচনা। আমি হই সেই ব্রহ্ম তাহা কি জাননা॥ আমার মঙ্গল ভাব করহ শ্রবণ। মূর্ত্তিমতি জ্ঞান গাবি স্বরূপ বচন॥ দুষ্টভাবে শিষ্ট-ভাবে যে কোন প্রকারে। যে জন ভজনা করে সদত আমারে॥ যে ভাবে যে জন মোরে করয়ে ভজন। সেই ভাবে তারে ফল করি বিতরণ॥ তাহার কামনা পূর্ণ সেই ভাবে করি। এই ত মঙ্গলভাব জানিবে বিচারি॥ অনুত্তম মহাফল জানিবে আমারে। আমার প্রসাদে মুক্তি পায় সব নরে॥ নির্ব্বাণ মুকতি আমি করি যে প্রদান। অতএব শুন শুন ওহে মতিমান॥ বহুদিন তুমি মোরে করিলে ভজন। এই হেতু তব প্রতি সন্তুষ্ট এখন॥ দুষ্টভাবে মোরে তুমি লভিবার তরে। বাসনা করেছ দৈত্য আপন অন্তরে॥ তাহাতেও মহাপ্রীত হইয়াছি আমি। তোমারে নিরখি আমি যেন শূলপাণি॥ শিবের সদৃশ ভাবি তোমারে এখন। বহু শ্রম করিয়াছ আমার কারণ॥ এখন আমার রূপ কর দরশন। পরম মঙ্গলময় অখিল-কারণ॥ ব্রহ্মানন্দ সেই রূপ অতি মনোহর। দেখাব তোমারে তাহা ওহে দৈত্যবর॥ সে রূপ পরম পদ জানিবে অন্তরে। শিবময় সেই রূপ কহিনু তোমারে॥ বহু ধ্যান করিয়াও যত যোগীগণ। সেই রূপ হেরিবারে না হয় সক্ষম॥ সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোমার উপরে। এ হেতু সে রূপ আমি দেখাব তোমারে॥ অবিলম্বে তাহা তুমি কর দরশন। বিলম্বেতে বল আর কিবা প্রয়োজন॥ অকস্মাৎ অন্য কেহ আসিবারে পারে। সবার বাসনা হয় তাহা দেখিবারে॥ কিবা সুর অসুরাদি গন্ধর্ব্ব কিন্নর। যক্ষ রক্ষ পন্নগাদি পিশাচ অপ্সর॥

সকলে বাসনা করে সেরূপ হেরিতে। কিরূপে দর্শন হয় সবে ভাবে চিতে ॥ অতএব শীঘ্র উহা কর দরশন। কালীরূপ' সেই রূপ অতি মনোরম॥ পরব্রহ্মে তাহা ভিন্ন অন্য রূপ নাই। নিগূঢ় তত্ত্বের কথা কহি তব ঠাঁই ॥" এত বলি তুমি দেবী ভববিমোচনী। ধেয়াইলে পরম রূপ তুমি সনাতনী॥ নিজরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। 'আমি কালী আমি কালী' কৈলে উচ্চারণ॥ অমনি কালিকামূর্ত্তি ধরিলে আপনি। আহা মরি কিবা রূপ ধ্যানে নাহি জানি ॥ কৃষ্ণবর্ণা ঘোররূপা অতি মনোহর। অবস্থিতি করি মহাকালের উপর॥ মুণ্ডমালা শোভে গলে আহা মরি মরি। মুক্তকেশী হাস্যমুখী হাতে অসি ধরি ॥ লোল জিহ্বা লহ লহ দেখি ভয় হয়। রক্তবর্ণ কিবা তাহে শোভে নেত্রত্রয় ॥ কিরীট শোভিছে শিরে অতি মনোহর। অমাকলা সম শোভা অতীব বিমল ॥ তেজোরাশি দেহ হতে সদা বাহিরায়। ঘোররব ঘন ঘন বদনে তাহায় ॥ সহস্র সহস্র শিবা চারিদিকে বেড়ি। রহিয়াছে কিবা শোভা আহা মরি মরি ॥ দেখিতে দেখিতে শুন আশ্চর্য্য ঘটন। কালীদেহ হতে রশ্মি পড়ে ঘন ঘন ॥ চারি দিকে রশ্মিবিন্দু বিস্তৃত হইল। সে রশ্মি হইতে যত যোগিনী জন্মিল ॥ কোটি কোটি যোগিনারা লভিয়া জনম। চারিদিকে কালিকারে বেড়িল তখন ॥ যুদ্ধ লাগি সমুদ্যত তাহারা সকলে। ঘন ধনকালী-স্তব বদনেতে বলে ॥ সূর্য্য সম দীপ্তিমতী যোগিনীর দল। ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে ভয়ঙ্কর ॥ অপূর্ব্ব সুন্দরী সবে অতি মনোরম। সবাকার অঙ্গে শোভে দিব্য বিভূষণ ॥ এইরূপে যোগিনীরা জনম লভিয়ে। কালিকারে বেড়ি রহে সানন্দ হৃদয়ে ॥ তাঁহার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ। আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে ওহে ঋষিগণ ॥ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যে সব আমায়। বলিলাম সেই কথা শুনিলে সবায় ॥ ভক্তি করি যেই ইহা করে অধ্যয়ন। অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ ॥ পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়। অন্তিমে সে জন যায় কৈলাস-আলয় ॥ এইরূপে কালিধ্যান যেই জন করে। অন্তিমে সে জন যায় অমরনগরে ॥ বিঘ্নরাশি তার কাছে না করে গমন। অমরেরা সেই জনে করয়ে পূজন ॥ কালীর আশ্রয়ে রহে সদা মহেশ্বর। কেবা বুঝে সেই তত্ত্ব জগত ভিতর ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

—*—

ঘোরদৈত্যবধ।

সনৎকুমার উবাচ।

এবং তাং কালিকাং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতো দানবেশ্বরঃ।
সুপ্রীতোসৌ মহাকাল্যা দৃষ্ট্বা শ্রীমুখমণ্ডলং॥

এত শুনি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে বিধির কুমারে॥
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন। কিন্তু এক কথা বলি ওহে মহাত্মন্॥
তার পর ঘোর দৈত্য কিবা কাজ করে। সেই কথা কৃপা করি কহ সবাকারে॥
তাহা শুনি বিধিসুত কহেন উত্তর। শুন শুন বলিতেছি তাপসনিকর॥
তার পর শিব কহে পার্ব্বতী সতীরে। এইরূপে কালীমূর্ত্তি মহাদেবী ধরে॥
দেবীর শরীরে শোভে জগত-সংসার। কত যে ব্রহ্মাণ্ড তাহে নহে বর্ণিবার॥
ব্রহ্মাণ্ড কত যে শোভে প্রত্যেক রোমেতে। হেরিলে আশ্চর্য্য সব লাগিবেক চিতে॥ দেবীর এতেক রূপ করি দরশন। মূর্চ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল তখন॥
দেবীর বদনপদ্ম দরশন করে। পরম আনন্দ লভে আপন অন্তরে॥
ব্রহ্মজ্ঞান জনমিল অন্তরে তাহার। জানিল সে কালী দেবী সার হতে সার॥
করপুট করি পরে দানব-রাজন। দেবীরে গদগদ বাক্যে করিল স্তবন॥
নমো নমঃ মহাদেবি চরণে তোমার। অপরাধ ক্ষমা কর আমি দুরাচার॥
না বুঝে করেছি দোষ শুন গো জননি। অপরাধ ক্ষমা কর তোমারে নমামি॥
সন্তানের দোষ মাতা কভু নাহি লয়। জগতের মাতা তুমি নাহিক সংশয়॥
প্রকৃতিরূপিণী তুমি নিত্যা সনাতনী। সৃষ্টিস্থিতি-লয়কর্ত্রী তুমি গো ভবানী॥
তোমার নিমেষে হয় বিশ্বের প্রলয়। তোমার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়।
প্রকৃতি রূপেতে তুমি ইচ্ছা প্রকাশিলে। দেব নর জীব আদি জন্মে ভূমণ্ডলে॥
নিদ্রাকাল যবে তব হয় উপস্থিত। প্রলয় সেকালে ঘটে জানিসে নিশ্চিত॥
বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া তুমি তুমি বিশ্বেশ্বরী। সংসার তারিণী দেবী তুমি বিদ্যাধরী॥
এখন সফল হইল আমার জনম। তব পাদপদ্ম নেত্রে করি দরশন॥
কত তপ করেছিনু জন্মজন্মান্তরে। সেই ফলে তব রূপ নেহারি অন্তরে॥
একমাত্র গতি তুমি সংসার-মাঝার। অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার॥
পরাৎপর ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয়। তোমার প্রসাদে যায় শমনের ভয়॥

তুমি যারে কৃপা কর ওগো ভগবতী। অন্তিমে তাহার হয় পরমা সুগতি ॥
যে রূপ তোমার আমি করি দরশন। কার ভাগ্যে হেন রূপ হয় সংঘটন ॥
শরণ লইনু দেবি নিকটে তোমার। পূর্ব্ব অপরাধ যত ক্ষমহ আমার ॥
ঈশানি পরমেশ্বরি করি নিবেদন। তোমার চরণে যেন সদা থাকে মন ॥
একমাত্র মম গতি তুমি সনাতনী। আমার আধার তুমি শুনগো জননী ॥
আহা কিবা তব রূপ বিকার বিহীন। তোমার কৃপায় হয় ভববন্ধ ক্ষীণ ॥
তমোগুণ-পরবর্ত্তী তুমি গো জননী। তোমার চরণপদ্মে নতি করি আমি ॥
এইরূপে স্তব করে দানবরাজন। স্তবে পরিতুষ্ট দেবী হলেন তখন ॥
রণমাঝে লোলজিহ্বা প্রসারিয়া পরে। আকর্ষণ করিলেন দানববরেরে ॥
দেখিতে দেখিতে তারে করিয়া চর্ব্বণ। অবিলম্বে ক্ষণমধ্যে করেন নিধন ॥
হাসিতে হাসিতে দৈত্য ত্যজে কলেবর। মহাকালী অট্টহাস্য করে নিরন্তর ॥
কালীমূর্ত্তি তেয়াগিয়া পূর্ব্ব রূপ ধরে। জয় জয় ধ্বনি যত যোগিনীরা করে ॥
পতাকা তুলিয়া সবে গগন উপর। কালী কালীরব মুখে করে নিরন্তর ॥
জয় বাদ্য চারিদিকে বাজিতে লাগিল। বিমানে চড়িয়া দৈত্য কৈলাসে চলিল ॥ এইরূপে ঘোর দৈত্যে করিয়া নিধন। মহাদেবী তার পর স্থিরচিত্ত হন ॥ ঘটেছিল এই সব অতি পূর্ব্বকালে। বিস্মৃত হয়েছ কি তা আপন অন্তরে ॥ তোমার কথায় আমি করিনু বর্ণন। সেই সব পূর্ব্বকথা করহ স্মরণ ॥
এত বলি মহেশ্বর পার্ব্বতী সতীরে। হাস্যমুখে কৈলাসেতে মৌনভাব ধরে ॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। সাধ্যমতে তাহা সব করিনু বর্ণন ॥

একষষ্ঠিতম অধ্যায়।

দেবীর দেহাভ্যন্তরে শিবের অদ্ভুত দর্শন।

সনৎকুমার উবাচ।

সুষুম্নাবর্ত্মনা দেবি তত্র গত্বা ময়া কিল।
সমুদ্দিষ্টং শ্রুতং যদ্‌যৎ কথিতুং নৈব শক্যতে।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবি ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কচিৎ।
অতীব বৃহদাকারাঃ ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটিকোটিশঃ ॥

ঋষিগণ এই সব করিয়া শ্রবণ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসে গুহে বিধির নন্দন ॥
পরম আশ্চর্য্য কথা শুনিনু শ্রবণে। সন্দেহ আছয়ে কিন্তু কহি তব স্থানে ॥
দৈত্য সহ যুদ্ধ যবে করে সনাতনী। ডরেতে কাতর হয়ে ছিল শূলপাণি ॥

সেই কালে শিবানীরে করিয়া আশ্রয়। সূক্ষ্ম তনু ধরেছিল সেই মহোদয়॥
ইতিপূর্ব্বে এই কথা করেছ কীর্ত্তন। তাহাতে সন্দেহ আছে ওহে মহাত্মন॥
দৈত্যবধ হলে পরে দেব মহেশ্বর। কি করিল কোথা গেল কহ অতঃপর॥
এত শুনি ধীরে ধীরে বিধির নন্দন। মধুর বচনে কহে ওহে ঋষিগণ॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা বলিব সবারে। অদ্ভুত ঘটনা সব শুনহ সাদরে॥
শিবারে সম্বোধি কহে দেব পঞ্চানন। অতঃপর প্রিয়তমে করহ শ্রবণ॥ তব
দেহমধ্যে ছিনু লইয়া আশ্রয়। এইরূপ দৈত্যবধ যেই কালে হয়॥ সুষুম্না
পথেতে পশি দেহের ভিতরে। দেখিলাম কিবাশ্চর্য্য বলিব তোমারে॥
কভু কোথা সেই রূপ না করি দর্শন। কুত্রাপি কাহার মুখে না করি শ্রবণ॥
দেখিলাম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল। সদত শরীর মাঝে বিরাজে সকল॥
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড সেই কে করে গণন। কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত পঞ্চানন॥
কোটি কোটি মুখ ব্রহ্মা বিরাজে তথায়। কোটি কোটি মুখ বিষ্ণু পুলকিতকায়॥
অষ্টসিদ্ধি সহ শোভে কত মহেশ্বর। বিচরণ করে সবে শরীর ভিতর॥ এই
সব দেহমধ্যে করি দরশন। ভয়েতে বিহ্বল হয়ে রহি কতক্ষণ॥ বিস্মৃত
হইল মন বুঝিবারে নারি। আমি কে বিস্মৃত হই শুনহ সুন্দরি॥ মনে মনে
এই চিন্তা করিনু তখন। আমি কেবা কোথা হতে কৈনু আগমন॥ কেহই
জিজ্ঞাসা কিছু না করিল মোরে। কি হইনু কিবা ছিনু না বুঝি অন্তরে॥
এইরূপ নানাবিধ করিয়া চিন্তন। বিস্মৃত হইনু আমি এ তিন ভুবন॥ দেহ-
মধ্যে নানাস্থানে বিচরণ করি। তবু কিছু স্মৃতিপথে না উদে শঙ্করি॥
এই রূপে কোটিবর্ষ ভ্রমিবার পরে। উপনীত হই আসি হৃদয়-কমলে॥
তোমার হৃদয়-পদ্মে করি আগমন। পরিতৃপ্ত হই তবে শুনহ বচন॥ হৃদয়-
পদ্মেতে গিয়া দেখিনু নয়নে। কি বলিব কি আশ্চর্য্য না যায় কহনে॥
দেখিলাম ধর্ম্মশাস্ত্র বিরাজে তথায়। সুখ-মোক্ষ-হেতু তাহা কহিনু তোমায়॥
জীব-আত্মা সেই স্থানে করি দরশন। ইন্দ্রিয় সমূহ তথা করে বিচরণ॥
বিরাজ করিছে তথা যতেক পুরাণ। সাঙ্গোপাঙ্গ স্মৃতিশাস্ত্র আছে বিদ্যমান॥
হৃদয়-প্রদেশে শোভে অপূর্ব্ব কমল। চারিদিকে শোভে কিবা মনোহর দল॥
পত্র-অগ্রে পত্রমধ্যে পত্র-অন্তদেশে। কি দেখিনু কি বলিব তোমার সকাশে॥
বিচিত্র বিচিত্র কত করি দরশন। শুভকরী বর্ণাবলী করি নিরীক্ষণ॥ তীব্র-
তেজোময়ী সেই বর্ণাবলী হয়। দর্শন করিয়া হই বিস্মিত-হৃদয়॥ জ্যোতিষ
নিরুক্ত ছন্দ কল্প ব্যাকরণ। শিক্ষা আদি যত শাস্ত্র করি দরশন॥ অন্য
অন্য ক্ষুদ্র শাস্ত্র আছে বিদ্যমান। তথায় বিরাজ করে সদা অবিরাম॥

দিব্যতেজে সেই স্থান আলোকিত হয়। হেন জ্যোতি নাহি কোথা ভুবন-ত্রিতয়॥সেই আলোকেতে আমি করি দরশন।কর্ণিকামধ্যেতে বর্ণপুঞ্জ মনোরম সেই সব বর্ণরাশি অতি সমুজ্জ্বল। তেজেতে বিরাজে যেন কোটি দিবাকর॥ কোটি কোটি চন্দ্র সম অপূর্ব্ব কিরণ। বর্ণপুঞ্জে শোভা পায় কি কহি বর্ণন॥ কোটি কোটি মহাবহ্নি যেন শোভা পায়। জগতের তেজ দেখি হারিয়া পলায়॥ ব্রহ্মজ্ঞান সেই স্থানে করি দরশন। সর্ব্বযজ্ঞময় উহা অদ্ভুত দর্শন॥ সর্ব্ব-তীর্থময় উহা সর্ব্বপুণ্যময়। সর্ব্ব ধর্ম্মময় উহা ব্রহ্মানন্দময়॥ বিরাজ করিছে তথা শাস্ত্রের প্রমাণ। বিদ্যমান আছে তথা সাক্ষাত নির্ব্বাণ॥ আগম তথায় আমি করিনু দর্শন। সর্ব্বসিদ্ধিময় উহা অতি মনোরম॥ সর্ব্ববেদময় উহা সর্ব্বলোকময়। সর্ব্বভোগময় উহা সর্ব্বশাস্ত্রময়॥ সর্ব্বমুক্তিময় উহা সর্ব্ববেদময়। সর্ব্বানন্দময় তাহে পূর্ণানন্দময়॥ এই সব অত্যদ্ভুত করি দরশন। পরম আনন্দ হৃদে লভিনু তখন॥ অজ্ঞানান্ধ বিদূরিত হইল আমার। চারিদিক হেরি আমি অতি চমৎকার॥ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশে যেমন। মোহান্ধ বিগত তথা আমার তেমন॥ কালীর প্রসাদে আমি শুন বরাননে। শিখিনু সে সব শাস্ত্র অতীব যতনে॥ কিঞ্জল্কপুঞ্জেতে পরে করিয়া গমন। দেখিলাম যাহা যাহা শুনহ এখন॥ বৈশেষিক পাতঞ্জল মীমাংসা ও ন্যায়। সাংখ্য আদি শোভে সব বর্ণপুঞ্জময়॥ এই সব সেই স্থানে করি দরশন। অভ্যস্ত করিনু আমি জানিবে তখন॥ কর্ণিকার প্রান্তদেশে দেখিলাম শেষে। বর্ণাবলী দীপ্তিমতী অপূর্ব্ব বিকাশে॥ শতসূর্য্য সম শোভে সেই বর্ণাবলী। রঞ্জনকারিণী উহা অতি দীপ্তিশালী॥ সেই স্থানে আরো দেখি শোভে আয়ুর্ব্বেদ। বিরাজ করিছে তথা কিবা ভিষগ্বেদ॥ সেই সব দেখি আমি করিনু অভ্যাস। মনের আঁধার ঘুচি হইল বিকাশ॥ দেখি-লাম তার পর যতেক পুরাণ। ইতিহাস আদি করি আছে বিদ্যমান॥ তখনি সে সব আমি করি অধ্যয়ন। লভিনু পরম জ্ঞান অন্তরে তখন॥ হোমের পদ্ধতি আমি দেখিলাম পরে।বেদান্ত রয়েছে তথা দিক আলো করে বেদান্ত শোভিছে কোটি সূর্য্যের সমান। ব্রহ্মতেজে শরীরত সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান॥ অচিরে অভ্যাস আমি করিনু সকল। আমার অন্তর হৈল অতীব বিমল॥ বর্ণপুঞ্জে শেষে আমি করি দরশন। সাম আদি চারি বেদ অতি মনোরম॥ সর্ব্বজ্ঞানময় উহা সর্ব্বতীর্থময়। সর্ব্বযজ্ঞময় উহা সর্ব্বধর্ম্মময়॥ সকল শাস্ত্রের হয় প্রমাণ স্বরূপ। কি বলিব চারিবেদ অত্যদ্ভুত রূপ॥ কোটি সূর্য্য সম দীপ্তি চারিবেদ ধরে। কোটি চন্দ্র সম স্নিগ্ধ জানিবে অন্তরে॥

এই সব যথাযথ করি দরশন। তথাপি সন্তোষ মম না হয় তখন।
যত দেখি তত ইচ্ছা হয় বলবতী। শুন শুন তার পর শুন গো পার্ব্বতী।
চারি বেদ অধ্যয়ন করিনু তখন। তার পর অন্য দিকে করি দরশন।
ক্রমে ক্রমে হই আমি সর্ব্বসিদ্ধি ময়। সর্ব্বসত্ত্বময় হই সর্ব্বজ্ঞানময়।
দেখিলাম তার পর কালী সন াতনী। সর্ব্বদেব নমস্কৃতা ব্রহ্মস্বরূপিণী।
শিবাগণে পবিবৃতা হইয়া তখন। আনন্দে করিছে নৃত্য অতি ঘন ঘন।
চারিদিকে বেড়ি আছে যোগিনীর দল। তাহারাও নৃত্য করি হরিষে বিহ্বল
থাকি থাকি নৃত্য করে দেবী সনাতনী। তাহা হেরি হৃদে প্রীতি লভিলাম
আমি॥দেবীর শ্রীমুখ আমি করি দরশন। দ্বিদল পদ্মেতে পরে করিনু গমন॥
ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে গিয়ে। অবস্থিতি করি তথা সানন্দ হৃদয়ে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু স্মৃতি পথে উদিল তখন। শুন শুন তার পর আশ্চর্য্য ঘটন॥
অমনি সম্মুখে দেখি দেবী সনাতনী। নৃত্য করে অবিরাম ব্রহ্মস্বরূপিণী॥
তাঁহার চিবুকদ্বয় হইতে তখন। স্বেদবিন্দু দ্বয় পড়ে করি দরশন॥ সেই
বিন্দু দ্বয় হতে ব্রহ্মা নারায়ণ। দুই জনে অবিলম্বে লভিল জনম॥ দুই
জনে জনমিয়া দেবীরে হেরিয়ে। পলাইয়া চলি যায় ভয়েতে কাঁপিয়ে॥
নাসারন্ধ্র দিয়া দোঁহে করিল গমন। পিঙ্গলাতে বিধি গিয়া রহিল তখন॥
ইড়াতে গমন করে বিষ্ণু মহামতি। দেখিলাম এইরূপ শুনহ যুবতি॥ ইড়া
পিঙ্গলাতে দোঁহে করি অবস্থান। রোদন করিতে থাকে আমা বিদ্যমান॥
পূর্ব্বকালে ঘটেছিল এ সব ঘটন। বিস্মৃত হতেছ প্রিয়ে কেন গো এখন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে দুঃখিত অন্তরে। ইতস্ততঃ বিচরণ দুই জনে করে॥
বিষ্ণুর পাশেতে আমি যাইয়া তখন। জ্ঞানমন্ত্র অবিলম্বে করিনু অর্পণ॥
জ্ঞানমন্ত্র লাভ করি বিষ্ণু মহামতি। হইলেন মম তুল্য শুন গো পার্ব্বতি॥
আমার বামাঙ্গে তিনি রহেন তখন। সর্ব্বশাস্ত্র তাঁরে আমি করিনু অর্পণ॥
কেবল আগমমাত্র নাহি দিনু তাঁরে। শুন শুন তার পর বলিব তোমারে॥
তদবধি গরুড়েতে করি আরোহণ। হৃষ্ট পুষ্ট হতে থাকে বিষ্ণু মহাত্মন॥
তার পর ব্রহ্মাপাশে গমন করিয়ে। মন্ত্রজ্ঞান দিনু তাঁরে সানন্দ হৃদয়ে॥
পরম অদ্ভুত জ্ঞান করিনু প্রদান। লভিলেন ব্রহ্মা তাহে অতি মহাজ্ঞান॥
আমার সদৃশ ব্রহ্মা হলেন তখন। আমার দক্ষিণ অঙ্গে রহে পদ্মাসন॥
আমার আদেশ পেয়ে বিষ্ণু মহামতি। ব্রহ্মারে যতেক শাস্ত্র দিলেন সুমতি॥
গতব্যথ হয়ে তাহে কমল-আসন। হৃষ্ট পুষ্ট হতে থাকে জানিবে তখন॥
আদি গুরু বলি মোরে করেন স্বীকার। আনন্দ লভিনু আমি অন্তর মাঝার॥

শুন শুন প্রিয়তমে কহি তার পর। মহানৃত্য করি কালী আনন্দে বিহ্বল॥
শতকোটি দিব্য বর্ষ বিগত হইল। তবু নৃত্যে মহাকালী ক্ষান্ত না রহিল॥
সঙ্গে সঙ্গে যোগিনীরা করিছে নর্ত্তন। শিবাগণ নাচি নাচি আনন্দে মগন॥
চারিদিকে নানাবাদ্য বাজে ঘন ঘন। মহোল্লাস করি দেবী আনন্দে মগন॥
অলঙ্কার কিবা শোভে দেবীর শরীরে। নির্জ্জনে নর্ত্তন করে আনন্দের ভরে॥
পতাকা শোভিছে কত কে করে গণন। এই সব মহাসুখে করি দরশন॥
আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু এই তিনজন মিলি। নানামতে স্তববাক্যে কালিকারে বলি॥
প্রথমত স্তব করে কমল-আসন। শাস্ত্রযুক্ত বেদবাক্য করি উচ্চারণ॥
তুমি শিবা তুমি উমা পরমা শকতি। অনন্তা নিষ্কলা শান্তি অপূর্ব্ব মূরতি॥
অচিন্ত্যা কেবলা শুদ্ধা তুমি দিগম্বরী। চরাচর তব হৃদে সতত নেহারি॥
তোমার শরীরে শোভে ব্রহ্মাণ্ড নিচয়। তোমার নিমেষে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
তব তত্ত্ব বুঝিবারে কোন্ জন পারে। ত্রিগুণ অতীত তুমি জানি গো অন্তরে॥
সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী। তোমার চরণে মাতঃ সতত প্রণমি॥
করুণা কটাক্ষ কর অধীন উপরে। ভক্তি যেন রহে সদা তব পাদোপরে॥
কোটি বর্ষ স্তব করে কমল আসন। তার পর দেবী তাঁরে কহেন তখন॥
শুন শুন হে বিধাতঃ বচন আমার। সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত তুমি হৃদয় মাঝার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হও তুমি আমার বচনে। পুনঃ বিশ্ব সৃষ্টি কর যেমত বিধানে॥
দেবীর আদেশ পেয়ে কমল আসন। কৃতার্থ হলেন অতি অন্তরে তখন॥
তার পর স্তব করে বিষ্ণু মহামতি। শুন শুন ওগো দেবি নিবেদি সম্প্রতি॥
কি বলি করিব স্তব আমি যে অজ্ঞান। তোমার কৃপায় হয় পরম নির্ব্বাণ॥
পরব্রহ্মরূপা তুমি নাহিক সংশয়। তব তত্ত্বজ্ঞানী নাহি কোন জন হয়॥
বিকারবিহীন হয় তোমার স্বরূপ। আদি মধ্য অন্ত শূন্য তব দিব্য রূপ॥
যোগীগণ একমনে একান্ত অন্তরে। ওঙ্কাররূপেতে ধ্যান করয়ে তোমারে॥
সর্ব্বভূত-অন্তরেতে বিরাজ আপনি। ত্রিজগতীতলে দেবি তুমি অন্তর্যামী॥
চতুর্দ্দশ লোকাত্মক জগদণ্ড নাম। সেই রূপে জলোপরি কর অবস্থান॥
ভক্তিভরে তব পদে প্রণিপাত করি। পরমেষ্ঠিরূপ তব হৃদিমাঝে স্মরি॥
সহস্র মস্তক কভু করহ ধারণ। কভু সহস্রেক বাহু হয় দরশন॥ অনন্ত
শকতি ধরি আশ্চর্য্য আকারে। শয়ন করিয়া থাক জলের উপরে॥
কাল নামে তব দংষ্ট্রা অতীব করাল। তাহাতে করহ তুমি জগত সংহার॥
প্রণিপাত করি আমি সেই দন্তবরে। করুণা কটাক্ষ কর অধীন উপরে॥
এক রূপ আছে তব সর্পের আকার। সহস্রেক ফণা তাহে আছয়ে বিস্তার॥

অসংখ্য অসংখ্য সর্ব্ব চারিভিতে বেড়ি। স্তব করে তোমা ধনে দিবা বিভাবরী॥ সেই রূপে নমস্কার করি ভক্তিভরে। করুণা কটাক্ষ কর অধীন-উপরে॥ অত্যাশ্চর্য্য তব রূপ বর্ণিবার নয়। অব্যাহত তবৈশ্বর্য্য খ্যাত জগন্ময়॥ কিবা স্তব তব দেবি করিব এখন। অধীন উপরে কর দয়া বিতরণ॥ এইরূপে স্তব করে বিষ্ণু মহামতি। কোটি বর্ষ গত হল শুন গো পার্ব্বতী॥ তার পর সম্বোধিয়া বিষ্ণুরে তখন। গম্ভীর রবেতে কালী কহেন বচন॥ শুন শুন মহাবিষ্ণো বচন আমার। বেদজ্ঞ সুভক্ত তুমি জগত মাঝার॥ ধর্ম্মজ্ঞানী তুমি হও গুণের আকর। আমার আদেশ তুমি পাল অতঃপর॥ পালক হইয়া কর সৃষ্টির রক্ষণ। করিবেন পুন সৃষ্টি কমল-আসন॥ দেবীর আদেশ পেয়ে বিষ্ণু মহামতি। মানিলেন কৃতার্থতা জানিবে পার্ব্বতি॥ আগম-বাক্যেতে পরে আমি পঞ্চানন। নানামতে কালিকারে করিনু স্তবন॥ পরমাত্মা নিত্যা তুমি ব্রহ্ম সনাতনী। তব স্তব করিবারে কিবা জানি আমি॥ নিয়ত র'য়েছি তোমা করিয়া আশ্রয়। তব হৃদে শোভা পায় ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়॥ তোমার মায়ায় হয় জগত সৃজন। তোমাতেই লয় পায় অখিল ভুবন॥ এ হেতু পরমা গতি তোমারেই জানি। অধিক বলিব কিবা ওগো সনাতনী॥ আদিমা প্রকৃতি তোমা কেহ কেহ বলে। প্রকৃতি-অতীতা কেহ ক'হেন তোমারে॥ আশ্রয় করিয়া তোমা রহিয়াছি আমি। এ হেতু শিবা নাম ধর সনাতনী॥ অবিদ্যা নিয়তি মায়া মহদাদি করি। তব মায়াবশে হয় শুন গো সুন্দরী॥ সর্ব্বভেদবিরহিতা তুমি সর্ব্বক্ষণ। অভয় প্রদান কর সবারে এখন॥

এইরূপে স্তব করি কালিকা সতীরে। বিংশ কোটি বর্ষ গত হল তার পরে॥ তখন সম্বোধি মোরে কহেন বচন। সদাশিব মম বাক্য করহ শ্রবণ॥ আগমেতে বিশারদ তুমি মহামতি। সগুণ নির্ম্মম তুমি মহাযোগী অতি॥ অতএব মম বাক্য করহ পালন। সৃষ্টিসংহারক তুমি হও ত্রিলোচন॥ দেবীর আদেশ আমি ধরি শিরোপরে। পুনরায় স্তব করি একান্ত অন্তরে॥ পঞ্চ কোটি দিব্য বর্ষ পুনরায় যায়। তার পর মহাকালী কহেন আমায়॥ শুন শুন সদাশিব আমার বচন। তোমার স্তবেতে তুষ্ট হয়েছি এখন॥ কি বাসনা আছে বল তোমার অন্তরে। তাহাই অর্পিব আমি বলহ আমারে॥ এত শুনি আমি তাঁরে কহিনু তখন। অন্য কোন বাঞ্ছা মম নাহি কদাচন॥ এই মাত্র চাহি আমি তোমার গোচরে। সদা যেন স্থান পাই চরণ-কমলে॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মহাকালী মিষ্টবাক্যে কহেন তখন॥ শুন শুন মহেশ্বর বচন আমার। ঘোর নামা দৈত্যে আমি করিনু সংহার॥

তব দেহ হতে দৈত্য লভিয়া জনম। আমার সহিতে তুমি করিল সমর॥
যেরূপ সমর কৈল দানবের পতি। হেন যুদ্ধ নাহি হেরি ওহে পশুপতি॥
কোটি অংশ এক অংশ এরূপ সমর। যে করিবে মম সনে ওহে মহেশ্বর॥
মহিষ অসুর নাম হইবে তাহার। ভদ্রকালীরূপে তারে করিব সংহার॥
সেই কালে বামাঙ্গুষ্ঠ তোমার হৃদয়ে। স্থাপন করিব আমি পুলকিত হয়ে॥
এবে তুমি শবরূপে হইয়া আসন। থাক থাক মহেশ্বর আমার বচন॥
দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। উপনীত হই তাঁর পদসন্নিধানে॥
নিপতিত হয়ে পদে করিনু প্রণাম। লক্ষ বর্ষ এইরূপে করি অবস্থান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে করিয়া বন্দন। নত শিরে অইরূপে করেন যাপন॥
লক্ষ বর্ষ পরে সবে করি গাত্রোত্থান। চারিদিকে দেখি সবে বিহ্বল সমান॥
দেবীরে কোথাও নাহি দেখিবারে পাই। রোদন করিয়া সবে চারিদিকে চাই॥ নিমগ্ন হইনু সবে শোকের সাগরে। দুঃখিত হইয়া ডাকি উদ্দেশে তাঁহারে॥ কোথা ওগো মহাকালী দেহ দরশন। নাহি হেরি আর তব কমল বদন॥কোটি কোটি চন্দ্র জিনি বদন তোমার। করুণা সাগর তুমি দয়ার আ-ধার॥তব নখ জ্যোতিঃ হৃদে হতেছে স্মরণ। তোমা বিনা কোথা মোরা করিব গমন॥ আহা মরি তব রূপ অক্ষয় অব্যয়। হেন রূপ নাহি আর জগতত্রিতয়॥
বালকে যেরূপ ভ্রমে করিয়া রোদন। সেরূপ হয়েছি মোরা কাতর এখন॥
এরূপে রোদন করি আমরা সকলে। পঞ্চ লক্ষ বর্ষ ক্রমে গত হয় পরে॥
তথাপি দেবীর নাহি পাই দরশন। উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ করি যে রোদন॥
কেন দেবি নিক্ষেপিলে দুঃখের সাগরে। কৃপাকর কৃপাময়ি সবার উপরে॥
যদি তুম রক্ষা নাহি কর সবাকায়। তবে বল মোরা সবে যাইব কোথায়॥
কেবা বল আমা সবে করিবে রক্ষণ। তোমা ভিন্ন নাহি জানি অন্য কোন জন॥ নিশ্চয় আনরা সবে ত্যজিব পরাণ। যদি নাহি তুমি দেবি কর পরি-ত্রাণ॥ এইরূপে মোরা সবে হইয়া কাতর। কৃপা ভিক্ষা করিতেছি দেবীর গোচর॥ হেনকালে সেই নিত্যা দেবী সনাতনী। নিরাকারে থাকি কহে সুমধুর বাণী॥ শুন শুন ভগবন্ কমল আসন। শুন শুন মম বাক্য ওহে পঞ্চা-নন॥শুন শুন বিষ্ণু সবে বচন আমার। ভয় নাহি রাখ কেহ অন্তর মাঝার॥
নিরন্তর আছি আমি সবা সন্নিধানে। অব্যয়া জানিবে মোরে সবে মনে মনে॥
সচ্চিৎ-আনন্দরূপী জানিবে আমায়। আমি সেই পরব্রহ্ম কহি সবাকায়॥
শুন শুন এবে সবে আমার বচন। আমার নির্ম্মল রূপ করেছ দর্শন॥
আমার শরীর মধ্যে করি অবস্থান। যে রূপ দেখেছ তথা সুখে মতিমান্॥

ই রূপ হৃদিমধ্যে করহ চিন্তন। সেই মন্ত্র জপ কর হয়ে একমন॥
এইরূপ যদি কর তোমরা সকলে। অচিরে মঙ্গল হবে কহিনু সবারে॥
শুন শুন ওহে বিষ্ণো আমার বচন। এই যে হেরিছ ব্রহ্মা কমল-আসন॥
প্রবেশ করহ তুমি ইহার শরীরে। থাকিবে যাবত তথা শুন অতঃপরে॥
জ্ঞানক্রিয়াময়ী সৃষ্টি যাবত না হয়। তাবত থাকিবে তুমি ওহে মহোদয়॥
অই সৃষ্টি ব্রহ্মা নাহি করেন যাবত। উহাঁর শরীরে তুমি থাকিবে তাবত॥
শুন শুন মহেশ্বর আমার বচন। তুমিও ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ এখন॥
যত দিন বিষ্ণু তথা করে অবস্থান। তুমিও তাবত থাক ওহে মতিমান॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শিরোপরি আজ্ঞা তাঁর করিনু ধারণ॥
তখন সে মহাকালী হরিব অন্তরে। তিন শক্তি আমা তিনে দিলেন সাদরে॥
ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি আর। দিলেন এ তিনশক্তি করিয়া বিচার॥
ইচ্ছাশক্তি বিষ্ণুদেবে করেন অর্পণ। পাইলেন ক্রিয়া শক্তি কমল-আসন॥
জ্ঞানশক্তি সমর্পণ করিলেন মোরে। তিন শক্তি তিন জনে দিলেন সাদরে॥
এইরূপে তিন শক্তি করিয়া অর্পণ। মধুর বচনে দেবী কহেন তখন॥
শুন শুন পরমেশ তোমরা সকলে। তোমাদিগে ছাড়ি নাহি যাব কোন কালে॥
তিনের শরীরে আমি করিব প্রবেশ। কিন্তু তাহে আছে কিছু শুনহ বিশেষ॥
পূর্ণরূপে প্রবেশিব শঙ্কর-শরীরে। তাহার কারণ শুন কহি সবাকারে॥
সর্ব্বগুরু এই শিব নাহিক সংশয়। পরমেশ্বর শ্রীশিব সদা দয়াময়॥
সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা ইনি জানিবে অন্তরে। ইহাঁর সমান কেহ নাহিক সংসারে॥
কিবা হরি কিবা ব্রহ্মা তোমা দুই জন। শিবের সমান দোঁহে না হও কখন॥
অপর কেহই নাহি শিবের সমান। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমাদের স্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দেব মহেশ্বর। আগম নিগমবেত্তা দয়ার সাগর॥
সর্ব্ব-তন্ত্র-মন্ত্রবেত্তা এই পঞ্চানন। সকল অপর ফল ইনি মাত্র হন॥
এত বলি মহাকালী সানন্দ অন্তরে। প্রবেশ করেন পরে মোদের শরীরে॥
বিধির শরীরে আমি প্রবেশি তখন। তাহে মহাজ্ঞান পান কমল-আসন॥
অধিকন্তু প্রবেশিনু বিষ্ণুর শরীরে। তার পর শুন শুন বলিব তোমারে॥
জ্ঞান লাভ করি ব্রহ্মা পুলক অন্ত। হেম অনুষ্ঠান করে দেব দয়াকর॥
মহাকালী উদ্দেশেতে একান্ত অন্তরে। বিধাতা করেন হোম বিধি অনুসারে॥
স্বয়ং দেব হোম করে এই সে কারণ। স্বয়ম্ভু নামেতে খ্যাত হন পদ্মাসন॥
তার পর চিন্তা করে কমল-আকর। কোথায় যাইব নাহি বুঝি অতঃপর॥
কি করিব কিছু মাত্র বুঝিবা পায় করহ দেবি কোথা মহেশ্বরী॥

এইরূপ চিন্তা করি কমল-আসন। এক বর্ষ ক্রমে ক্রমে করেন যাপন॥
মহৎ জলের পরে করেন সৃজন। সে জল ব্যাপিল এই অখিল ভুবন॥
গুণ-অভিমানযুক্ত সেই জল হয়। কারণ-অর্ণবরূপী নাহিক সংশয়॥
সেই জলে অধিষ্ঠিত থাকি পদ্মাসন। হেমরূপ বীর্য্য তাহে করেন ক্ষেপণ॥
ক্রমে বীর্য্য উপনীত বুদ্বুদ আকারে। ব্রহ্মাণ্ড নামেতে খ্যাত হল তার পরে॥
কারণ-অর্ণবে উহা হয় ভাসমান। শুন শুন তার পর কহি তব স্থান॥
ক্রমেতে ব্রহ্মাণ্ড আরো হইল সৃজন। রুদ্রমূর্ত্তি সেই কালে করিনু ধারণ॥
আমি নিজে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়ে। ব্রহ্মাণ্ড-রক্ষণ করি একান্ত হৃদয়ে॥
আবার সংহার করি আমিই সাধন। তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ॥
প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের পার্শ্বে রুদ্ররূপ ধরি। শূলপাণি হয়ে রহি জানিবে সুন্দরী॥
আমারি আদেশে বিষ্ণু হয়ে একমন। ব্রহ্মাণ্ড পালনকার্য্য করেন সাধন॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এ হেন প্রকারে। তিন জনে রহি মোরা জানিবে অন্তরে॥
তার পর জগদ্বিধি কমল-আসন। ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশি তখন॥
এক একরূপে সৃজে তত্ত্বচতুষ্টয়। ভূমি অগ্নি বায়ু শূন্য এই চারি হয়॥
এই চারি আর জল পঞ্চ তত্ত্ব লয়ে। সকলি সৃজেন বিধি সানন্দ হৃদয়ে॥
আপন ইচ্ছাতে বিষ্ণু করেন পালন। রুদ্ররূপে আমি করি সকলি নিধন॥
অধিক বলিব কিবা শুন গো পার্ব্বতি। আদিমা প্রকৃতি তুমি আদিমা শকতি॥
এই সব পূর্ব্বকথা হলে বিস্মরণ। সেই হেতু কহিলাম তোমার সদন॥
তোমার মায়াতে হয় বিশ্বের সৃজন। তোমার মায়ায় হয় বিশ্বের পালন॥
তোমার মায়ায় হয় ইহার সংহার। পরাৎপরা দেবী তুমি সার হতে সার॥
মহাকালী তুমি দেবী যাহার উপরে। সতত সন্তুষ্টা থাক সানন্দ অন্তরে॥
নির্ব্বাণ মুকতি তার করতলে রয়। ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়॥
এত বলি বিধিসুত যত ঋষিগণে। কহিলেন সম্বোধিয়া মধুর বচনে॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ। বলিলাম সবিস্তার সবার সদন॥
প্রকৃতি বা মহাকালী যে কোন আখ্যান। ব্রহ্মের অর্পণ কর সবে মতিমান্॥
ব্রহ্ম কিন্তু সদা শুদ্ধ পবিত্রতাময়। কার্য্য ও কারণশূন্য ব্রহ্ম মাত্র হয়॥
সেই ব্রহ্মে এই বিশ্ব আছে অবস্থিত। অন্তরে জানিবে ইহা কহিনু নিশ্চিত॥
অতএব সেই ব্রহ্মে রাখিবেক মন। ব্রহ্ম ভিন্ন গতি নাহি জানিবে কখন॥
এত বলি বিধিসুত মৌনভাব ধরে। তাপসেরা মহাতুষ্ট আপন অন্তরে॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

---*---

ব্রহ্মে বিশ্বের স্থিতি প্রসঙ্গে শুক্রের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

সনৎকুমার উবাচ।

পুরা ভৃগুস্তপস্তেপে মন্দরে ভূধরে সানৌ।
শুক্রশ্চ তস্য পুত্রোভূদতিবালক এব চ॥

সহাস্যবদনে পরে যত ঋষিগণ। সম্বোধিয়া বিধিসুতে জিজ্ঞাসে তখন॥ বিশুদ্ধ ব্রহ্মেতে স্থিত এই বিশ্ব হয়। বলিলে এ কথা প্রভু তুমি দয়াময়॥ ইহার প্রমাণ কিবা করহ বর্ণন। বুঝিবারে নাহি মোরা হতেছি সক্ষম॥ এত শুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে॥ সামান্য আকাশ যাহা হয় দরশন। ইথে ইন্দ্রজাল যথা হয় প্রদর্শন॥ কিম্বা স্বপ্নে যথা বস্তু প্রকাশিত হয়। সেরূপ বিচিত্র বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়॥ এই বিশ্ব প্রকাশিত হয় চিদাকাশে। তাহার কারণ বলি সবার সকাশে॥ চিৎ-স্বরূপ সব জান ওহে ঋষিগণ। চিদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাহিক কখন॥ অতএব কর্ত্তা নাই স্রষ্টা কেহ নাই। স্বপ্নসম বিশ্ব এই দেখিবারে পাই॥ নিদ্রাকালে স্বপ্ন যথা হয় দরশন। সেরূপ জগত এই হয় নিরীক্ষণ॥ মুখ-প্রতিবিম্ব পড়ে যেমন দর্পণে। সেরূপ চিদাত্মা জান কহি সবা স্থানে॥ চিদাত্মা মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়ে। জগত প্রকাশ করে জানিবে হৃদয়ে॥ কার্য্য ও কারণ-শূন্য বিশুদ্ধ ব্রহ্মেতে। যেইরূপে স্থিত বিশ্ব শুনহ পরেতে॥ এক ব্রহ্ম আছে মাত্র জান অখণ্ডিত। চিদাকাশরূপ তিনি জানিবে নিশ্চিত॥ তদ্ব্যতীত অন্য কিছুমাত্র আর নাই। এইরূপ চিন্তা কর শুনহ সবাই॥ চিত্তের চাঞ্চল্য শান্তি করিয়া যতনে। এইরূপ চিন্তা কর নিজ মনে মনে॥ একটা শিলার রেখা দেখহ যেমন। অন্য উপরেখা সহ হয় সম্মিলন॥ সেইরূপ এক ব্রহ্মমাত্র পরাৎপর। ত্রৈলোক্যে মিলিত হন তাপসনিকর॥ এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। এই ভাবে জগতেরে করন দর্শন॥ যতেক উৎপত্তিশীল পদার্থ জগতে। সবারি কারণ আছে জানিবেক চিতে॥ কিন্তু পরব্রহ্ম শুদ্ধ একমাত্র হয়। তাঁহার দ্বিতীয় নাই জানিবে নিশ্চয়॥ কার্য্য নাই কিছু নাই নাহিক কারণ। এরূপ তাঁহারে সদা করিবে চিন্তন॥ শুন শুন মহা-তপা তাপস নিকর। শুক্রের বৃত্তান্ত কহি সবার গোচর॥ তাহা হলে

সব কথা বুঝিতে পারিবে। মনের আঁধার ঘুচি বিশ্বাস হইবে॥ উৎপত্তি-বিহীন বিশ্ব যেইরূপে রয়। বুঝিতে পারিবে তাহা তাপসনিচয়॥

মন্দর পর্ব্বত খ্যাত এ তিন ভুবন। মনোরম শৃঙ্গ তার অতি সুশোভন॥ পূর্ব্বকালে যেই স্থানে ভৃগু মহামতি। বহুদিন তপ করে করি অবস্থিতি॥ বহুকাল তপ করে অতি ঘোরতর। তপ হেরি দেবকুল ভয়েতে কাতর॥ ভৃগুর তনয় ছিল শুক্র নাম তাঁর। অতি শিশু সেই শুক্র রূপের আধার॥ শিশু বটে তবু তেজ সূর্য্যের সমান। পিতার নিকটে সদা করে অবস্থান॥ বাল্যকালে অবস্থিতি করি পিতৃপাশে। তপস্যায় স্বীয় মন বালক নিবেশে॥ পিতার নিকটে থাকি শুক্র মহামতি। তাঁর উপাসনা করে করিয়া ভকতি॥ কিন্তু এক কথা শুন ওহে ঋষিগণ। ত্রিশঙ্কু নৃপতি ছিল শূন্যেতে যেমন॥ গমন করিতে নারি অমর-নগরে। শূন্যমার্গে ছিল যথা জানহ অন্তরে॥ সেরূপ শুক্রের ভাগ্যে অবস্থা ঘটিল। মধ্যাবস্থ হয়ে শিশু তখন রহিল॥ বিদ্যাবিদ্যা দুই দৃষ্টি-মধ্যগত হয়ে। রহিলেন শিশু শুক্র বিকল হৃদয়ে॥ একদিন তাঁর পিতা ভৃগু মহামতি। বাহ্যভেদজ্ঞানশূন্য হলেন সুমতি॥ সেই কালে শিশু শুক্র স্বচ্ছন্দ অন্তরে। বিশ্রাম করিতে থাকে গিরি শৃঙ্গোপরে॥ সহসা অপ্সরা এক সেই পথে যায়। শুক্রাচার্য্য সেই দিকে নয়ন ফিরায়॥ তাহার অপূর্ব্ব রূপ করি দরশন। শুক্রের অন্তর হয় চঞ্চল তখন॥ শূন্যমার্গ দিয়া বেশ্যা করিছে গমন। কিরূপে তাহারে শুক্র করিবে ধারণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া নাহি দেখেন উপায়। বিহ্বল হইয়া শুক্র চারি দিকে চায়॥ তার পর দুই চক্ষু করিয়া মুদ্রণ। অপ্সরার রূপ ধ্যান করেন তখন॥ মনে মনে রূপ ধ্যান করি [illegible]। সম্ভোগ করেন সুখ সানন্দ অন্তর। মনে মনে এইরূপ করেন [illegible]। "অপ্সরা সহিতে মম হইল মিলন॥ এই আমি সুরপুরে অপ্সরা সহিতে। বিচরণ করিতেছি অনান্দিতচিতে॥ কামমদে মত্ত হয়ে দেবনারীগণ। দেবেন্দ্র সহিতে সুখে করে আলিঙ্গন॥ আমিও ইন্দ্রের কাছে আছি উপস্থিত। অপ্সরা বামেতে মম রয়েছে নিশ্চিত॥ ইন্দ্রকে প্রণাম আমি করিছি এখন।" এইরূপ মনে মনে করেন চিন্তন॥ তার পর পুন চিন্তা করেন অন্তরে। "আসন হইতে ইন্দ্র উঠিয়া সত্বরে॥ অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনা করেন আমায়। রতন আসনে মোরে ত্বরিতে বসায়॥ ইন্দ্রের আদেশে যত স্বর্গবাসীগণ। প্রত্যুত্থান সম্মাননা করেন তখন॥ এইরূপ নানা চিন্তা করি মনে মনে। আবার ভাবেন যেন অপ্সরার সনে॥ বিহার করিছে সুখে অমর-নগরে। অপ্সরা তাঁহার মুখে চুম্বনাদি করে॥

মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। কিছু কাল শুক্রাচার্য্য করেন যাপন ॥
দ্বাত্রিংশ বরষ শুক্র এ হেন প্রকারে। মনো দ্বারা স্বর্গসুখ অনুভব করে ॥
তার পর স্থূল দেহ করি বিসর্জ্জন। অমর নগরে শুক্র করেন গমন ॥
পুণ্যক্ষয় হলে পরে ওহে ঋষিগণ। তাঁর জীব স্বর্গচ্যুত হইল তখন ॥
প্রবেশ করিল তাহা চন্দ্রের জ্যোতিতে। ধান্যরূপ হল পরে জানিবেক চিতে ॥
দশার্ণদেশেতে সেইধান্য জনমিল। অনেক ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিল ॥
সেই ধান্য জীর্ণ হয়ে বিপ্রের উদরে। রেতরূপে পরিণত হল তার পরে ॥
সেই রেতে বিপ্রনারী গর্ভবতী হয়। পুনশ্চ জনমে শুক্র ওহে ঋষিচয় ॥
এইরূপে পুন শুক্র ধরিয়া জনম। ঋষিপুত্রগণ সহ লভেন মিলন ॥
অবশেষে যান তিনি সুমেরু-শিখরে। তপস্যাতে নিজ মন নিবেশিত করে ॥
একদা অপ্সরা এক হয় দরশন। শুক্রের নয়নে রূপ হয় নিপতন ॥
পুনরায় কামবেগ জন্মিল অন্তরে। রেতঃপাত হল তাঁর ভুমির উপরে ॥
সেই রেতঃ এক মৃগী করিল ভক্ষণ। গর্ভবতী হল সেই ত্রই সে কারণ ॥
যথাকালে মৃগী এক প্রসবে সন্তান। মনুষ্য-আকার তার অতি রূপবান্ ॥
প্রসূত হইয়া পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে। শুক্রাচার্য্য সেই পুত্রে অতীব সাদরে ॥
যতন করিয়া তারে করেন পালন। পুনরায় সংসারেতে মজে তাঁর মন ॥
সদত চিন্তেন শুক্র আপন অন্তরে। কিরূপে আমার পুত্র রহিবে সংসারে ॥
কিরূপেতে ধনবান্ হইবে সন্তান। কিরূপেতে ধরামাঝে হবে বিদ্যাবান্ ॥
কিরূপেতে দীর্ঘ আয়ুধরিবে তনয়। এইরূপ সদা চিন্তে শুক্র মহোদয় ॥
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। ব্রহ্মচিন্তা হৃদি হতে দেন বিসর্জ্জন ॥
এইরূপে বহুচিন্তা করিতে অন্তরে। জীর্ণ শীর্ণ হন ক্রমে সংসার মাঝারে ॥
দেহ ক্ষীণ মন ক্ষীণ হইয়া পড়িল। সুদুঃসহ ব্যাধি আসি তাঁহারে ঘেরিল ॥
আপন জীবন শেষে দেন বিসর্জ্জন। কোথা গেল জপ তপ ব্রহ্মের চিন্তন ॥
আজীবন ভোগচিন্তা করিল অন্তরে। এই হেতু শুন শুন ঘটে যাহা পরে ॥
এই রূপে সেই দেহ করি বিসর্জ্জন। মদ্রদেশে পুনরায় লভেন জনম ॥
মদ্রদেশে রাজকুলে জনম ধরিল। শশিকলা সম ক্রমে বাড়িতে থাকিল ॥
বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করেন যতনে। আয়ুর্ব্বিদ্যা ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিলেন ক্রমে॥
উপনীত হয় ক্রমে যৌবন সময়। অপূর্ব্ব ধরিলেন শ্রী শুক্র মহোদয় ॥
উপযুক্তা কন্যা সহ বিবাহ হইল। যৌবরাজ্যে অভিষেক নৃপতি করিল ॥
রাজপদ লভি শেষে একান্ত অন্তরে। প্রজাগণে পুত্র সম শাসনাদি করে ॥
তাঁহার শাসনে তুষ্ট যত প্রজাগণ। পুত্রনির্ব্বিশেষে করে প্রজার পালন ॥

বৃদ্ধ রাজা যথাকালে জীবন ত্যজিয়ে। অমর-নগরে গেল সানন্দ-হৃদয়ে ॥
যথাযথ শ্রাদ্ধকার্য্য করি সম্পাদন। শুক্রাচার্য্য সদা করে রাজ্যের শাসন ॥
ধর্ম্ম রক্ষা করি করে রমণী-বিহার। চারিদিকে হলো তাঁর যশের বিস্তার ॥
ক্রমে পুত্র জনমিল তাঁহার ঔরসে। যতনে পালেন পুত্রে অশেষ-বিশেষে ॥
যথাকালে পুত্রকরে দিয়া রাজ্যভার। জীবন ত্যজেন শুক্র গুণের আধার ॥
ভোগ অন্তে নিজদেহ করি বিসর্জ্জন। সমঙ্গা-তীরেতে গিয়া লভেন জনম ॥
সেই স্থানে ছিল এক তপস্বী ধীমান্। জনমিল শুক্র তাঁর হইয়া সন্তান ॥
শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ। এদিকেতে ভৃগু ছিল তপে নিমগন ॥
শুক্র যবে দেহত্যাগ করেন তথায়। যেকালে অপ্সরা শূন্যপথে চলি যায় ॥
সেই দেহ পড়েছিল ভূমির উপরে। রৌদ্র লাগি ক্রমে তাহা শুষ্ক হয়ে পড়ে ॥
হিংস্র জীব নাহি ছিল ভৃগুর আশ্রমে। হিংসা দ্বেস নাহি ছিল জানিবেক মনে ॥
এই হেতু তথাকার পশুপক্ষীগণ। শুক্র-মৃতদেহ নাহি করিল ভক্ষণ ॥
সহস্র বরষ শব পড়িয়া রহিল। তথাপি ভক্ষণ নাহি কেহই করিল ॥
তার পর ধ্যানভঙ্গে ভৃগু মহামতি। দেখিলেন পুরোভাগে আপন সন্ততি ॥
দেখিলেন অস্থিমাত্র পতিত ধরায়। পক্ষীতে করেছে ছিদ্র করিতে কুলায় ॥
অস্থিমধ্যে ছিদ্র করি যত পক্ষীগণ। কুলায় নির্ম্মাণ করি রয়েছে তখন ॥
শুষ্ক নাড়ী সুবিস্তৃত রয়েছে ধরায়। ভেকেরা রয়েছে সুখে তাহার ছায়ায় ॥
পুত্রের এরূপ দশা করি দরশন। মহামতি ভৃগু ঋষি দুঃখেতে মগন ॥
কিছুমাত্র বিবেচনা না করি অন্তরে। অতি ক্রুদ্ধ হন মুনি কালের উপরে ॥
কালেরে উদ্দেশ করি কহেন তখন। এ কি কাল হেরি তব মন্দ আচরণ ॥
অকালে আমার পুত্রে করিলে বিনাশ। ইহার কারণ কিবা করহ প্রকাশ ॥
এখনি তোমারে আমি করিব শাসন। সমুচিত ফল পাবে শুনহ বচন ॥
এইরূপে মহামুনি কুপিত অন্তরে। ভয়ে কাল কম্পান্বিত হন থরে থরে ॥
করযোড়ে উপনীত ঋষিসন্নিধান। বিনয়-বচনে কহে ওহে মতিমান্ ॥
প্রণমি তোমার পদে ওহে ঋষিবর। দয়ার আধার তুমি গুণের আকর ॥
বিবেচনা কর প্রভু আপন অন্তরে। কি হেতু করিছ কোপ অধীন উপরে ॥
কিবা দোষ ইথে মম ওহে মহাত্মন্। পরের অধীন আমি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
নিয়ম করেছে যাহা পরম-ঈশ্বর। সেরূপ করম করি ওহে মুনিবর ॥
নিয়মের বাধ্য হয়ে রহি সর্ব্বক্ষণ। ইচ্ছামতে কোন কাজ না করি কখন ॥
পূজনীয় হও তুমি ওহে মহামতি। তোমার উপরে রাখি সদত ভকতি ॥
বৃথা রোষ কর কেন আপন অন্তরে। তপঃক্ষয় হয় ইথে দেখহ বিচারে ॥

তোমারে সতত মোরা করি সজম্পূন। মমোপরি কেন রোষ কর অকারণ ॥ ক্ষমা কর ক্ষমাশীল দয়ার্দ্র হইয়ে। তোমারে প্রণমি দেব একান্ত-হৃদয়ে ॥ যেরূপ নিয়ম আছে আমার উপরে। শুন শুন বলিতেছি তোমার গোচরে ॥ গ্রাস করিয়াছি আমি অসংখ্য সংসার। কত রুদ্র নাশিয়াছি নহে গণিবার ॥ অসংখ্য বিষ্ণুকে আমি করেছি ভোজন। কত ব্রহ্মা নাশিয়াছি কে করে গণন ॥ ঈশের নিয়ম এই আমার উপরে। ইথে কিবা দোষ মম ভাবহ অন্তরে ॥ নিজ ইচ্ছাবশে কিছু করিবারে নারি। মনে মনে তুমি দেব দেখহ বিচারি ॥ মায়াবশে বৃক্ষে যথা পুষ্প ফল হয়। সেইরূপ জীবগণ জানিবে নিশ্চয় ॥ সৃষ্টিকালে ধরাতলে করে আগমন। প্রলয়ে পুনশ্চ লয় এই ত নিয়ম ॥ অতএব তুমি জ্ঞানী জগত-সংসারে। তবে কেন কর কোপ অধীন উপরে ॥ বিমুগ্ধ হতেছ কেন অজ্ঞান-সমান। স্থিরচিত্তে ভাবি দেখ ওহে মতিমান্ ॥ বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই জানহ আপনি। অধিক তোমার পাশে কি বলিব আমি ॥ নিজ কর্ম্মদোষে তব পুত্র মহোদয়। লভিয়াছে হেন দশা জানিবে নিশ্চয় ॥ ইথে কেন ক্ষোভ কর ওহে মহামতি। আমার উপরে কেন কুপিত সংপ্রতি ॥ অভিশাপ কেন দিবে আমার উপরে। কিবা দোষ অধীনের বলহ বিচারে ॥ এই যে মানবজাতি কর দরশন। মনই প্রধান ইথে ওহে মহাত্মন্ ॥ মন দ্বারা যাহা কৃত হইবে সংসারে। তাহারেই কৃত কহে জানিবে অন্তরে ॥ যখন সমাধিস্থ তুমি হলে মহাত্মন্। সেই কালে আপনার তনয়ের মন ॥ আপনার বীর্য্যজাত শরীর ত্যজিয়ে। গিয়াছিল সুরপুরে সানন্দ হৃদয়ে ॥ তথায় অপ্সরা সহ করিল বিহার। শুন শুন তার পর ওহে গুণাধার ॥ স্বর্গভোগ অবসানে দশার্ণ দেশেতে। বিপ্রগৃহে জনমিল তাহার পরেতে ॥ তদন্তর পুনরায় ত্যজিয়া জীবন। সুরপুরে কিছুকাল করেন যাপন ॥ তার পর নানাযোনি ভ্রমণ করিয়ে। অধুনা সমঙ্গা-তীরে সানন্দ হৃদয়ে ॥ তপস্যা করিছে তব পুত্র মহাত্মন। জটাধারী হয়ে আছে মুদিত লোচন ॥ আটশত বর্ষ হৈল সমঙ্গার তীরে। তব পুত্র ঘোরতর তপশ্চর্য্যা করে ॥ অতএব শুন শুন ওহে মহাত্মন্। মনোভ্রম নিবন্ধন তোমার নন্দন ॥ নানা দেহ লভিয়াছে জানিবে অন্তরে। জ্ঞানচক্ষু দিয়া প্রভু দেখহ অন্তরে ॥

কালের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জ্ঞানচক্ষে ঋষিবর দেখেন তখন ॥ পুত্রের ব্যভার যত দেখিতে পাইল। পুত্রের বৃত্তান্ত হৃদে প্রতিভাত হৈল ॥ যেরূপ যেরূপ করে তাঁহার নন্দন। বুদ্ধি দর্পণেতে সব দে[illegible] তখন ॥ বৃত্তান্ত সকল কার্য্য দেখিবার পরে। জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন সমঙ্গার তীরে ॥

তাহা দেখি ভৃগুহৃদে লাগিল বিস্ময়। কালকে কহেন তিনি করিয়া বিনয়॥
শুন শুন ওহে কাল তুমিই ঈশ্বর। সকলি করিতে পার জগত-ভিতর॥
অজ্ঞান আমরা সবে ওহে মহামতি। অধিক বলিব কিবা তোমারে সম্প্রতি॥
বুঝিনু বুঝিনু সব এখন অন্তরে। নমস্কার করি তোমা ভকতির ভরে॥
ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাস্যমুখে তাঁর হস্ত করিয়া ধারণ॥
কহিলেন শুন শুন ভৃগু মহামতি। সমঙ্গা-তীরেতে এবে চলহ সম্প্রতি॥
এত বলি দুই জনে করেন গমন। উপনীত তথা গিয়া হন সেইক্ষণ॥ দেখি-লেন সেই স্থানে ভৃগু মহোদয়। আপন সন্তান তথা সমাধিস্থ রয়॥ তাঁহারে দেখিয়া ভৃগু স্নেহনিবন্ধন। মনে মনে এইরূপ কহেন তখন॥ সমাধি করিয়া ত্যাগ আমার নন্দন। বোধযুক্ত ত্বরা করি হোক্ এইক্ষণ॥ এরূপ সংকল্প ভৃগু করেন যেমন। অমনি প্রবুদ্ধ হন তাঁহার নন্দন॥ চক্ষু মেলি শুক্রাচার্য্য হেরেন তথায়। পুরোভাগে পিতা তাঁর অতি শোভা পায়।
ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করি তার পর। প্রণাম করেন পিতৃচরণ-উপর।
বিনয় বচনে কহে অতি ধীরে ধীরে। শুন শুন ওহে পিতঃ নিবেদি তোমারে।
তব পদ এবে আমি করি দরশন। হইনু পরম সুখী ওহে মহাত্মন্।
এইরূপে পিতৃস্তব করে মহামতি। তাহে পরিতুষ্ট ভৃগু হইলেন অতি।
অনন্তর শুক্রাচার্য্যে করি সম্বোধন। মহামতি ভৃগু কহে মধুর বচন।
শুন শুন মম বাক্য ওহে গুণাধার। বিস্মৃত না হও আত্ম বচন আমার।
আত্মাকে স্মরণ কর ওহে মহাত্মন্। অজ্ঞানী নহ ত তুমি অতি বিজ্ঞতম।
তোমার সমান নাহি হেরি জ্ঞানবান্। জ্ঞানযোগে সব জান ওহে মতিমান।
ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ক্ষণকাল শুক্রাচার্য্য মৌনভাবে রন।
জন্মান্তরী কথা সব করেন স্মরণ। জ্ঞানচক্ষে সব পরে করে দরশন।
তখন বিস্ময় লাগে তাঁহার অন্তরে। হাসিয়া কহেন পরে পিতার গোচরে।
শুন শুন ওহে পিতঃ আমার বচন। তোমার নিকটে কহি সব বিবরণ।
ভ্রমরূপ কোন দৃষ্টি চিত্তেতে আমার। প্রকাশ পাইয়াছিল ওহে গুণাধার।
সেই হেতু পূর্ব্বে হই আত্মবিস্মরণ। ভোগযুক্ত বিশ্ব মর্ম্মে উদে সে কারণ।
এখন জ্ঞাতব্য বস্তু বিদিত হইল। অক্ষয় দ্রষ্টব্য বস্তু পরিদৃষ্ট হৈল॥ এখন জানিনু আমি আপন অন্তরে। চিন্মাত্র বস্তুই সত্য কহিনু তোমারে।
চিদ্বিকার সত্য নহে জানিবে কখন। চিৎভিন্ন নাহি কিছু ওহে মহাত্মন্।
একমাত্র চৈতন্যেতে ভ্রমনিবন্ধন। জগৎ প্রকাশ পায় ওহে মহাত্মন।
অসত্য জগত কিন্তু জানিবে অন্তরে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে

হয়ে এতকাল অসত্য জগতে। ভ্রমণ করিনু আমি জানিবেক চিতে ॥
ভ্রম বিদুরিত এবে হইল আমার। এত দিনে ঘুচিয়াছে মনের আঁধার ॥
স্বস্বরূপ পরব্রহ্মে আমি হে এখন। বিশ্রাম করিব পিতঃ কহিনু বচন ॥
চল চল পিত এবে মন্দর ভূধরে। নেহারিব পূর্ব্বদেহ বাসনা অন্তরে ॥
কৌতুক হতেছে উহা করিতে দর্শন। আরো এক কথা বলি শুনহ বচন ॥
সেই দেহে বিহরিব আরো একবার। এরূপ বাসনা হৃদে হতেছে আমার ॥
কিন্তু তব পাশে শুন বলি হে বচন। কিছুতেই বাঞ্ছা কিন্তু নাহিক এখন ॥
জগতে বাঞ্ছিত মম কিছুমাত্র নাই। অবাঞ্ছিত নাহি কিছু কহি তব ঠাঁই ॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে। তিন জন সমবেত হইয়া পরেতে ॥
জগতের স্বভাবাদি করেন বিচার। ব্রহ্মজ্ঞানী তিন জন গুণের আধার ॥
কথায় কথায় সবে হয়ে নিমগন। সমঙ্গার তীর ক্রমে করিয়া বর্জ্জন ॥
উপনীত হন গিয়া মন্দর ভূধরে। শুক্রাচার্য্য হাসি হাসি কহেন পিতারে ॥
এই দেখ পূর্ব্বদেহ রয়েছে আমার। প্রাক্তন শরীর ইহা ওহে গুণাধার ॥
এদেহ হয়েছে শুষ্ক কর দরশন। এই দেহ তুমি পিত করেছ পালন ॥
নানারূপ সুখভোগে অতীব যতনে। রক্ষেছিলে এই দেহ ভাবি দেখ মনে ॥
করেছিলে সযতনে আমারে পালন। সেই দেহ শুষ্ক হয়ে হতেছে লুণ্ঠন ॥
এত শুনি মহাকাল সম্বোধি শুক্রেরে। কহিলেন শুন শুন বলি হে তোমারে ॥
শুন শুন ওহে সাধু আমার বচন। নিজ রাজ্যে নরপতি প্রবেশে যেমন ॥
সেইরূপ এই দেহে প্রবেশ আপনি। এই দেহে হবে তুমি অতি মহাজ্ঞানী ॥
অসুরের গুরু তুমি হবে এ শরীরে। করিবে হে গুরুকর্ম্ম একান্ত অন্তরে ॥
শুক্রেরে এতেক বলি কাল মতিমান। দেখিতে দেখিতে তথা হন অন্তর্দ্ধান ॥
অন্তর্হিত হলে কাল শুক্র মহামতি। পূর্ব্ব শরীরেতে পুনঃ পশিল সুমতি ॥
নিয়তির বশীভূত হইয়া তখন। নিজদেহে পশিলেন শুক্র মহাত্মন ॥
প্রবিষ্ট হইলে জীব পুত্র-কলেবরে। মহামতি ভৃগু ঋষি সানন্দ অন্তরে ॥
কমণ্ডলু হতে জল করিয়া গ্রহণ। তদুপরি অবিলম্বে করেন প্রোক্ষণ ॥
সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন দেহ তাহাতে হইল। মাংস চর্ম্ম বসা আদি সকলি জন্মিল ॥
অস্থিমাত্র হয়ে ছিল সেই কলেবর। সম্পূর্ণ হইল এবে পেয়ে ভৃগুজল ॥
পঞ্চ বায়ু প্রবেশিল তাহার শরীরে। যথাযথ রহে সবে সানন্দ অন্তরে ॥
পূর্ব্ব দেহ লভি শুক্র করি গাত্রোত্থান। আনন্দে পিতার পদে করেন প্রণাম ॥
তার পর দুই জনে নানাকথা কয়। ব্রহ্ম জ্ঞান কথামাত্র আর কিছু নয় ॥
জগৎ স্থিত সেই কথা লয়ে। যাপিলেন কিছুকাল সানন্দ হৃদয়ে ॥

মনের মনন পরে করি বিসর্জ্জন। নিস্তরঙ্গ হ্রদতুল্য হয়ে দুই জন॥ সমাধি নিশ্চল দোঁহে হন পুনরায়। শুনিলে এ ব্রহ্ম জ্ঞান ঘুচে ভবদায়॥ এত বলি বিধিসুত কহেন তখন। শুন শুন ঋষিগণ করহ শ্রবণ॥ ভবদুঃখ বিনাশনে যদি ইচ্ছা হয়। মনের নিগ্রহ কর কহিনু নিশ্চয়॥ এমন উপায় আর কিছুমাত্র নাই। ভববন্ধ ঘুচে ইথে কহি সবা ঠাঁই॥ ভোগেচ্ছার নাম বন্ধ জানিবে অন্তরে।ভোগত্যাগ যাহা তাহা মোক্ষ বলি ধরে॥অন্য শাস্ত্র অভ্যা-সেতে কিবা প্রয়োজন। ভোগত্যাগে সব কাজ হয় সুসাধন॥ যাহে যাহে কাম লোভ জনমে অন্তরে। তেয়াগ করিবে তাহা অতি যত্ন করে॥ করিবে বিষাগ্নি সম তাহা দরশন। তবে ত ঘুচিবে জান ভবের বন্ধন॥ বিষয়-সকল-ভোগ অতীব বিষম। পরিণামে দুঃখপ্রদ ওহে ঋষিগণ॥ এই সব মনে মনে করিয়া বিচার। যদ্যপি তদ্রূপ কার্য্য কর অনিবার॥ তবে ত পরম সুখ লভিবে অন্তরে। কহিনু নিগূঢ় কথা সবার গোচরে॥ ভোগার্থ মনেতে হলে ঔৎসুক্য উদয়। নিবারণ করি তাহা ওহে ঋষিচয়॥ ঔদা-সীন্য সমাশ্রয় যদি করা যায়। মনো নাশ কহে তারে কহিনু সবায়॥ তত্ত্বজ্ঞানী যারা হয় এ ভবসংসারে। তৃষ্ণাশূন্য হয় তারা জানিবে অন্তরে॥ এই হেতু তাহাদের মনোলয় হয়। অজ্ঞানীর নাহি যাহা ঘটিবে নিশ্চয়॥ অজ্ঞানী যাহারা হয় এ ভব-সংসারে। লুব্ধমনা হয় তাহা জানিবে অন্তরে॥ তৃষ্ণাযুক্ত সদা রহে তাহাদের মন। সুতরাং তাদের বন্ধ না হয় মোচন॥ বন্ধন-রজ্জুর সম তাহাদের মন। ভবদুঃখ পায় তারা শাস্ত্রের বচন॥ জ্ঞানবান্ যেই জন এ ভব-সংসারে।বিচলিত সেই জনে কে করিতে পারে॥ সানন্দ তাদের মন নহে ত কখন। নিরানন্দ নহে কভু ওহে ঋষিগণ॥ তাহাদের মন নহে কখন চঞ্চল। অচঞ্চল নহে কভু তাদের অন্তর॥ সৎ নহে কিম্বা নহে অসৎ কখন। চিদ্রূপ তাদের মন সদা সর্ব্বক্ষণ॥ এ হেতু তাদের মন সকল বস্তুতে। সদা অবস্থিত রহে জানিবেক চিতে॥

এত শুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে তখন। শুন শুন বিধিসুত মোদের বচন॥ চিদাত্মাতে এই বিশ্ব স্থিত যে প্রকারে। বিশেষ করিয়া তাহা কহ সবাকারে॥ সম্যক্ বুঝিতে মোরা না হই সক্ষম। বিশেষিয়া কহ তাহা ওহে মহাত্মন্॥ এত শুনি বিধিসুত কহে পুনরায়। শুন শুন ঋষিগণ কহিব সবায়॥ ইন্দ্রিয়-বিষয় নহে আকাশ যেমন। চিদ্রূপ ব্রহ্মেরে সবে জানিবে তেমন॥ সর্ব্বস্থানে অবস্থিত সেই ব্রহ্ম রয়। তবু তাঁরে জানা বড় কঠিন নিশ্চয়॥ ইন্দ্রিয়-গোচর তিনি নহেন কখন। মন দ্বারা কেবা পারে করিতে গ্রহণ॥

আকাশ হতেও সূক্ষ্ম জানিবে তাঁহারে। অবিনাশী সেই জন জানিবে অন্তরে ॥ সর্ব্বসংজ্ঞাবিবর্জ্জিত সেই জন হন। ব্রহ্ম বলি তাঁরে ডাকে যত জ্ঞানী-জন ॥ কেহ কেহ তত্ত্ব নাম করয়ে অর্পণ। কলাদি বিহীন তিনি ওহে ঋষি-গণ ॥ সাগরের জল যথা তরঙ্গ আকারে। আন্দোলিত হয় সদা জানে সর্ব্ব-নরে ॥ বুদ্বুদ আকার কোথা করয়ে ধারণ। বিম্বরূপ হয় কোথা ওহে ঋষিগণ॥ সেই রূপ সর্ব্বব্যাপী চিতেরে জানিবে। চিৎ-সমুদ্রেতে মোরা রহিয়াছি সবে॥ তুমি আমি নারী নর যত সব জন। চিৎ-সমুদ্রেতে সবে আছি সর্ব্বক্ষণ ॥ চিৎ হতে ভিন্ন কিছু নহেক কখন। একমাত্র সেই চিৎ ওহে ঋষিগণ ॥ এক ব্রহ্ম মাত্র উহা জ্ঞানীর গোচরে। অখিল জগৎরূপে অজ্ঞানীরা হেরে ॥ চিদ্ব্রহ্মের অন্ত নাই নাহিক উদয়। ক্রিয়াশূন্য হয় উহা জানিবে নিশ্চয় ॥ গমনাগমনশূন্য জানিবে চিতেরে। উত্থান ও স্থিতিহীন জানিবে তাঁহারে ॥ অথচ এমন স্থান কুত্রাপিও নাই। যথায় তাঁহারে নাহি দেখিবারে পাই ॥ নাস্তিত্বরূপেতে তাঁরে দেখে মূর্খজন। জ্ঞানীরা অস্তিত্বরূপে করে দরশন ॥ চিদ্বস্তু আকারশূন্য জানিবে অন্তরে। আপনাতে স্বয়ংস্থিত কহিনু সবারে ॥ মায়াযোগে সেই চিৎ জগৎ নাম ধরে। প্রকাশ পাইতেছে সদা জানিবে অন্তরে ॥ চিদ্ব্রহ্ম উদয়শালী সদা সর্ব্বক্ষণ। নিরাকার সদা তিনি ওহে ঋষি-গণ ॥ সংকল্প যখন তিনি করেন অন্তরে। সে কালে আশ্রয় করে জানিবে আমারে ॥ "আমি বহু হই" এই সংকল্প করিয়ে। মায়ারে আশ্রয় করে জানিবে হৃদয়ে ॥ তখন প্রকাশরূপী সেই ব্রহ্ম হয়। অবয়বযুক্ত হয় জানিবে নিশ্চয় ॥ অপ্রকাশবস্তুরূপ হন তার পরে। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব সবার গোচরে ॥ অনিত্য বস্তুরে পরে করিয়া স্মরণ। ভাবাভাব চিদ্ ব্রহ্ম করেন গ্রহণ ॥ তদবস্থকালে তিনি সামান্য বিষয়ে। স্থিতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে জানিবে হৃদয়ে॥ স্থূলদেহ-ক্রিয়া দ্বারা করেন সৃজন। ব্রহ্মরূপে কিছুমাত্র না করে কখন ॥ এইরূপে চরাচর যাবত সংসার। ব্রহ্ম হতে সমাগত হয় অনিবার ॥ পুনশ্চ ব্রহ্মেতে পরে লয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মই জানিবে সব ওহে ঋষিচয় ॥ একমাত্র হয় জীব মত্ততা কারণ। প্রকাশিত হয় অন্যরূপেতে যেমন ॥ সদা-নন্দরূপ ব্রহ্ম তদ্রূপ প্রকারে। মায়া যোগে জীববৎ অবস্থিতি করে॥ বস্তুতঃ তাঁহার ভেদ কিছুমাত্র নাই। উপাধিকল্পিত ভেদ দেখিবারে পাই ॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। যে বিজ্ঞান বলে কর শব্দাদি গ্রহণ ॥ আত্মা ও পরম ব্রহ্ম সে বিজ্ঞান হয়। জগত ব্যাপিয়া তিনি আছেন নিশ্চয় ॥ প্রত্যক্ষ যে সব বস্তু হয় দরশন। সকলই ব্রহ্মমাত্র নহে অন্যতম ॥

ভ্রমেতে রজ্জুতে যথা সর্পভ্রম হয়।এই বিশ্ব সেইরূপ জানিবে নিশ্চয়॥ অজ্ঞান বশতঃ সেই পরম ব্রহ্মেতে। জগত কল্পিত হয় জানিবেক চিতে॥ সাগর-তরঙ্গ যথা কর দরশন। নানারূপে প্রকাশিত হয় সর্ব্বক্ষণ॥ স্বরূপতঃ জল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সেরূপ জানিবে এই জগত নিশ্চয়॥ নানারূপে প্রকাশিত হয় দরশন। ব্রহ্ম ভিন্ন কিন্তু উহা নহে অন্যতম॥ বস্তুগত্যা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য, বস্তু নাই। যাহা দেখি তাহা ব্রহ্ম জানিবে সবাই॥ ব্রহ্ম শিক্ষা যেইরূপে করিবে প্রদান। বলিতেছি সেই কথা সবা বিদ্যমান॥ প্রথমতঃ শম দম আদি শিক্ষা দিয়ে। শিষ্যকে করিবে শান্ত একান্ত-হৃদয়ে॥ ব্রহ্ম উপদেশ পরে করিবে প্রদান। এই ত নিয়ম আছে শাস্ত্রের প্রমাণ॥ অর্দ্ধজ্ঞান জন্মিয়াছে যাহার অন্তরে। ব্রহ্ম-উপদেশ নাহি দিবেক তাহারে॥ ব্রহ্ম উপদেশ তারে করিলে প্রদান। নরকে সে জন করে অন্তিমে পয়াণ॥ ভোগ ইচ্ছা নাহি কভু যাহার অন্তরে। যে জন নিষ্কামভাবে অবস্থিতি করে॥ জ্ঞানযুক্ত যেই জন সদা সর্ব্বক্ষণ। ব্রহ্ম উপদেশ তারে করিবে অর্পণ॥ সেই জনে উপদেশ করিলে প্রদান। অবিদ্যা বিনাশ পায় শাস্ত্রের প্রমাণ॥ যেমন প্রদীপ থাকে উজ্জ্বল যাবত। সমানভাবেতে থাকে আলোক তাবত॥ সূর্য্যদেব যতক্ষণ করে অবস্থান। তাবত পর্য্যন্ত দিবা থাকে বিদ্যমান॥ নিকটেতে পুষ্প আদি রহে যতক্ষণ। সৌগন্ধ তাবত রহে ওহে ঋষিগণ॥ তদ্রূপ যাবত ব্রহ্ম তাবৎ পরিমাণ। জগৎ প্রকাশ পায় কহি সবাস্থান॥ ব্রহ্মের সত্তাতে হয় জগৎ-পরিচয়। প্রতিবিম্বরূপ বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়॥ বস্তুগত্যা সত্য নহে জগত কখন। ব্রহ্মের সত্তাতে মাত্র হয় দরশন॥ এত শুনি ঋষিগণ কহে পুনরায়। নিবেদন ওহে প্রভু করি গো তোমায়॥ জগত কল্পিত সেই চিদ্‌ব্রহ্মে হয়। বলিলে হে এই কথা ওহে মহোদয়॥ সম্যক্‌ বুঝিতে ইহা আমরা অক্ষম। প্রকাশ করিয়া বল ওহে মহাত্মন॥ বিধিসুত কহে শুন তাপসনিকর। কহিলাম যাহা যাহা সবার গোচর॥ অযুক্ত কিছুই নাহি করিবেক জ্ঞান। কহিলাম অর্থযুক্ত সবা বিদ্যমান॥ অসঙ্গত কথা আমি না কহি কখন। বিরুদ্ধ বচন নাহি করি উচ্চারণ॥ জ্ঞানদৃষ্টি প্রকাশিত হইলে অন্তরে। তত্ত্বজ্ঞান সমুদিলে হৃদয়-মাঝারে॥ আমার বাক্যের মর্ম্ম বুঝে সেই জন। অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ॥ অবিদ্যা নাশের মূল জানিবে সংসারে। অবিদ্যা বশতঃ মোহ জনমে অন্তরে॥ অবিদ্যাই আত্মবুদ্ধি করে বিনাশন। কিন্তু এক কথা বলি শুন ঋষিগণ॥ আবার অবিদ্যা হতে বিদ্যালাভ হয়। তাহার কারণ বলি শুন ঋষিচয়॥

এক অস্ত্র হস্তে যথা করিয়া ধারণ। তাহা দিয়া অন্য অস্ত্র করয়ে ছেদন॥
এক মল দ্বারা অন্য মল নষ্ট হয়। এক বিষে বিষান্তর প্রশমিত রয়॥
এক শত্রু দিয়া অন্য রিপুর দমন। সেরূপ অবিদ্যা দিয়া বিদ্যাবিনাশন॥
কি বলিব ঋষিগণ মায়ার বিষয়। যখন শরীর নাশ উপস্থিত হয়॥ তখনো
আনন্দ মায়া করয়ে প্রদান। দুর্জ্জেয় মায়ায় বল খ্যাত সর্ব্ব স্থান॥ কিন্তু
জ্ঞানী হয় যেই এ ভব-সংসারে। বিবেক দ্বারাতে মায়া দরশন করে॥
তাহার নিকটে মায়া বিনাশিত হয়। কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ঋষিচয়॥
অতএব জ্ঞানলাভ করহ সকলে। অবিদ্যা কোথায় যাবে ত্যজিয়া সবারে॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত অন্তরে যাহার। মুক্তি লাভ হয় তার শাস্ত্রের বিচার॥
জগতের যাহা কিছু হয় দরশন। ব্রহ্মের স্বরূপ সব ওহে ঋষিগণ॥
এইরূপ জ্ঞান যার সদত অন্তরে। মুক্তি লাভ হয় তার কহিনু সবারে॥
আমি তুমি ভেদজ্ঞান ভাবে যেই জন। অবিদ্যা তাহার নাম ওহে ঋষিগণ॥
অবিদ্যা সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে যতনে। তবে ত লভিবে ফল কহি সবা স্থানে॥
ব্রহ্মজ্ঞান যদি নাহি করয়ে অর্জ্জন। অবিদ্যা কিরূপে বল হবে বিনাশন॥
অবিদ্যা নদীর পারে যেতে ইচ্ছা হলে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন তাহা কভু নাহি ফলে॥
অবিদ্যা উত্তীর্ণ হয় যেই কোন জন। ব্রহ্মলাভ হয় তার স্বরূপ বচন॥
শুন শুন ঋষিগণ বলি সবাকারে। কোন্ বস্তু হতে মায়া জনমে সংসারে॥
সে বিচারে কাজ নাই জানিবে সবাই। কিরূপে হইবে নাশ বুঝিবারে চাই॥
অবিদ্যা বিনাশ হয় যে কোন প্রকারে। বিচার করিবে তাহা সবাই অন্তরে॥
অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে যখন। তখন জানিতে পাবে উহার জনম॥
যাবত অবিদ্যা নাহি বিনাশিত হয়। তাবত জনম নাহি বুঝিবে নিশ্চয়॥
অবিদ্যা কেবল হয় রোগের আগার। অবিদ্যা বিনাশে যত্ন কর অনিবার॥
অবিদ্যা যাহাতে নাহি জনমে অন্তরে। দুঃখ নাহি হৃদে আসি ঘেরিবারে
পারে॥ তাহার উপায় সবে কর সর্ব্বক্ষণ। যত্নবান্ হও তাহে আমার বচন॥
আপনি আকাশে যায় বাতাস যেমন। আত্মাকেও ঋষিগণ জানিবে তেমন॥
স্বীয় শক্তি দ্বারা আত্মা আপন আত্মাতে। চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয় জানিবেক
চিতে॥ সাগরে তরঙ্গ পায় প্রকাশ যেমন। সেইরূপ চিদ্ ব্রহ্ম ওহে ঋষিগণ॥
চিৎশক্তি বিক্ষুভিত হয় যেই কালে। চিদ্ব্রহ্ম প্রকাশিত হয় সেই কালে॥
"তদ্বস্তু আমার" বলি প্রকাশিত হয়। সর্ব্বশক্তিযুত চিৎ নাহিক সংশয়॥
চিতেরে জীবাত্মা বলি জানিবে অন্তরে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যিনি খ্যাত চরাচরে॥
ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনাযুক্ত হয়েন যখন। অহঙ্কার সেই কালে লভয়ে জনম॥

অহঙ্কার কর্ত্তা হয়ে ক্রমে তার পর। মনবুদ্ধিযুক্ত হয় তাপসনিকর ॥ সঙ্কল্প-সংযুক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে পরে। ইন্দ্রিয় স্বরূপ হয় কহিনু সবারে ॥ এরূপে সঙ্কল্প আর বাসনা-রজ্জুতে। সদা জীব বদ্ধ আছে জানিবেক চিতে॥ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ দুঃখে হইয়া কাতর। চিন্তা দ্বারা চিত্তরূপী হন তার পর ॥ সেই চিত্ত মনরূপ তার পর হয়। অহঙ্কাররূপ হয় জানিবে নিশ্চয় ॥ কোষকারক্রমিবৎ চিত্ত তার পরে। বাসনাদি যোগে বদ্ধ হয়ে স্থিতি করে ॥ সঙ্কল্পিত জগদ্বস্তু করিয়া সৃজন। তার মধ্যবর্ত্তী হয় ওহে ঋষিগণ ॥ পরন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের মতন। সে চিত্ত বিরক্ত আশু হয় ঋষিগণ ॥ সেই চিত্ত কভু কভু মনোরূপী হয়। বুদ্ধিরূপী হয় কভু নাহিক সংশয় ॥ জ্ঞানরূপী ক্রিয়ারূপী কখন কখন। অহঙ্কাররূপী হয় ওহে ঋষিগণ ॥ পুর্য্যষ্টক-জীবরূপী কভু কভু হয়। নিজরূপে ব্যক্ত হয় কভু বা নিশ্চয় ॥ প্রকৃতিরূপেতে হয় কল্পিত কখন। মায়ারূপে কিম্বা অর্থরূপেতে কখন ॥ অবিদ্যা লোকেতে বলে কখন তাহার। ইচ্ছা বলি সম্বোধন কখন বা করে ॥ যাহা হোক এক কথা শুন ঋষিগণ। বটবৃক্ষ বটধারা ধরয়ে যেমন ॥ সেইরূপ মন ধরে অখিল সংসারে। বলিনু নিগূঢ় কথা নিকটে সবার ॥ চিন্তানলে দগ্ধীভূত মানবের মন। কোপরূপ সর্প মনে করিছে দংশন ॥ কামরূপ সাগরের তরঙ্গ-মাঝারে। সদা মন ক্ষিপ্ত হয় জানিবে অন্তরে ॥ এই হেতু হয় মন ব্রহ্ম বিস্মরণ। এই জন্য বলি শুন ওহে ঋষিগণ ॥ মনেরে উদ্ধার আগে করিবে যতনে। তবে ত হইবে কাজ জানিবেক মনে ॥ জন্ম মৃত্যু হর্ষ দুঃখ শুভাশুভ ফলে। আত্মমন যুক্ত হয় জানিবে অন্তরে ॥ অতএব সেই মনে করহ উদ্ধার। ফলিবে মনের বাঞ্ছা জানিবেক সার ॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব সবার সদন ॥ এই সব যোগতত্ত্ব দেব মহেশ্বর। বর্ণন করিয়াছিল পার্ব্বতী-গোচর ॥ আদিগুরু দেবদেব দেব পঞ্চানন। একবক্ত্র কভু ধরে পঞ্চম কখন ॥ তাঁহার বচন বৃথা কভু নাহি হয়। তাঁহার কৃপায় পূরে বাসনা নিশ্চয় ॥ পঞ্চবক্ত্র বলি তিনি বিখ্যাত ভুবনে। তাঁরে পূজা করে যেই ঐকান্তিক মনে ॥ তাহার অসাধ্য নাহি জগত ভিতর। শিবতুল্য হয় সেই তাপসনিকর ॥

ত্রিষষ্টিত অধ্যায়।

পঞ্চবক্ত্র পূজা।

সনৎকুমার উবাচ।

ওঁ নমো বিষ্ণবে আদিভূতায় তদনন্তরং।
সর্ব্বাধার পদং প্রোচ্য মূর্ত্তয়েচ সমুচ্চরেৎ।
অন্তে বহ্নিবধূং প্রোচ্য সদ্যোজাতং প্রপূজয়েৎ॥

এত শুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে তখন। শুন শুন নিবেদন বিধির নন্দন॥
পঞ্চবক্ত্র পূজা বিধি শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
তখন বিধির সুত সহাস্য-বদনে। কহিলেন শুন শুন বলি সবা স্থানে॥
পঞ্চবক্ত্র পূজাবিধি করিব কীর্ত্তন। ভোগ মোক্ষপ্রদ ইহা ওহে ঋষিগণ॥
ওঁ নমো বিষ্ণবে আদি করি উচ্চারণ। ভূতায় এ শব্দ পরে করিবে পঠন॥
সর্ব্বাধার পদ মুখে বলি তার পরে। মূর্ত্তয়ে স্বাহা এ শব্দ উচ্চারণ করে॥
প্রথমতঃ সদ্যোজাতে করিবে পূজন।* তার পর শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
অষ্টকলা পূজা পরে করিবে সুজন। যেরূপ বিধান আছে শাস্ত্রের নিয়ম॥
সিদ্ধি ঋদ্ধি ধৃতি লক্ষ্মী মেধা কান্তি ছয়। স্বধা স্থিতি এই আট অষ্টকলা হয়॥
ইহাদের যথাবিধি করিযা পূজন। বামদেবে তার পর করিবে অর্চ্চন॥
ত্রয়োদশ কলা পরে পূজিতে হইবে। তাহাদের নাম শুন বলিতেছি তবে॥
বলাক্ষতা রাত্রি পাল্যা কান্তি তৃষ্ণা মতি। ক্রিয়া কামা বৃদ্ধি রূপা মোহনী ও রতি॥ এই সবে যথাবিধি করিয়া পূজন। পুন অষ্ট অষ্টকলা করিবে অর্চ্চন॥
উমা মোহা ক্ষুধা কলা নিদ্রা মৃত্যু মায়া। এই সপ্ত শেষ আর জানিবে অভয়া॥
এই অষ্ট কলাপূজা করিয়া যতনে। অবশিষ্ট কলাপূজা করিবে বিধানে॥
অঞ্জনা মরীচি দুই কলারে পূজিয়ে। পূজিবেক জ্বালিনীরে একান্ত অন্তরে॥
এইরূপে যথাবিধি করিবে পূজন। পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া যেমত নিয়ম॥
পঞ্চবক্ত্র পূজা যেই করয়ে যতনে। অসাধ্য তাহার নাহি এ তিন ভুবনে॥
ইহকালে ভোগ সুখ লভে সেই জন। অন্তকালে মোক্ষ পায় শাস্ত্রের বচন॥
অন্যরূপ শিবপূজা আছয়ে বিধান। বলিতেছি সেই কথা সবাকার স্থান॥
সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণ তাহাতেই হয়। শিবের আদেশ ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
স্বাহান্ত মন্ত্রেতে আগে করি আচমন। জ্ঞানেন্দ্রিয় সাধুবর করিবে স্পর্শন॥

* ওঁ নমো বিষ্ণবে আদিভূতায় সর্ব্বাধারমূর্ত্তয়ে স্বাহা। এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

মাতৃকাদিন্যাস করি পরে মতিমান। করিবেক তার পর সূর্য্য উপস্থান॥
তার পর সূর্য্যমন্ত্রে সূর্য্যেরে পূজিবে। ভদ্রাচার বিভূতিরে পূজিতে হইবে॥
তার পর আদিত্যেরে করিবে পূজন। চন্দ্র কুজ বুধ গুরু করিবে অর্চ্চন॥
শুক্র শনি রাহু কেতু পূজি ভক্তিভরে। পুনরায় ন্যাস যত করিবে সাদরে॥
তার পর অর্ঘ্যপাত্র করিয়া গ্রহণ। সেই জলে পূজাদ্রব্য করিবে প্রোক্ষণ॥
নন্দি মহাকাল গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী। যমুনা ও ব্রহ্মা সাত আর গণপতি॥
দ্বার দেশে এই আটে করিবে পূজন। মধ্যস্থলে ধর্ম্মাদির করিবে অর্চ্চন॥
পূর্ব্বাদি ক্রমেতে পূজা করিতে হইবে।শিব-অগ্রে গণেশেরে সাদরে পূজিবে॥
তার পর আবাহন দ্বিতীয় স্থাপন। তৃতীয় সন্নিধাপন পরে বিবোধন॥
সুকলীকরণ আদি মুদ্রা প্রদর্শিয়ে। স্নপন করিবে পরে একান্ত হৃদয়ে॥
নির্ম্মঞ্ছন করি পরে বিহিত বিধানে। বস্ত্র অলঙ্কার দিবে অতীব যতনে॥
নানাবিধ উপচারে করিবে পূজন। যথাশক্তি জপ পরে করিবে সাধন॥
স্তুতি নতি করি পরে ভকতির ভরে। জপ সমর্পিতে হবে একান্ত অন্তরে॥
প্রার্থনা করিবে পরে যেমত বিধান। শুন শুন ঋষিগণ কহি সবা স্থান॥
"নিবেদন ওহে দেব তোমার গোচরে। সুকৃত দুষ্কৃত মম নাশহ অচিরে॥
শিবস্বরূপতা পাই এই নিবেদন। শিব দাতা শিব ভোক্তা নহে অন্যতম॥
এই যে জগত বিশ্ব হয় দরশন। শিবময় হয় সব ওহে ভগবন॥
সেই বিশ্বময় আমি নাহিক সংশয়। কৃপা কর কৃপাময় হইয়া সদয়॥
যাহা যাহা ওহে দেব করেছি সাধন। পরেতে করিব যাহা ওহে ভগবন॥
সেই সব আপনাতে করিনু অর্পণ। দয়া কর দয়াময় অধীনে এখন॥
পৃথ্বী জল বহ্নি শব্দ উপস্থ পবন। পাণি পাদ চক্ষু শ্রোত্র আর যে গগন॥
রস গন্ধ জিহ্বা ঘ্রাণ ত্বক্ মন বুদ্ধি। স্পর্শ রূপ বাক পায়ু আর যে প্রকৃতি॥
এই সব যাহা কিছু আছে বিদ্যমান। তোমার স্বরূপ সব ওহে ভগবান॥
তোমার স্বরূপ যেই করে বিবেচনা। তব তুল্য হয় সেই পূরয়ে কামনা॥"
এইরূপেতে প্রার্থনা করিতে হইবে। ভূতশুদ্ধি বলিতেছি শুন পরে সবে॥
সংক্ষেপেতে ভূতশুদ্ধি করিব কীর্ত্তন। ইথে শুদ্ধ হয় দেহ শাস্ত্রের নিয়ম॥
সাক্ষাৎ শিবের তুল্য ইথে হ(ও)য়া যায়।নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু সবায়॥
পৃথিব্যাদি তত্ত্ব চিন্তি হৃদয়-কমলে। পাপ পুরুষেরে দগ্ধ করিবেক পরে॥
তথায় বিরাজ করে যেই শশধর। তাহা হতে ক্ষরে যেই অমৃতনিকর॥
তাহা দ্বারা জীবাত্মাকে সুস্থির করিয়ে। ভাবিবেক নিজদেহে দৃঢ়চিত্ত হয়ে॥
ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি তিনে। আত্মস্থ করিবে জ্ঞান জানিবেক মনে॥

এইরূপ জ্ঞান করি সাধু মহামতি। শিবতুল্য আপনাকে ভাবিবে সুমতি ॥
এইরূপে ভূতশুদ্ধি করি যেই জন। শিবের অর্চ্চনা করে ওহে ঋষিগণ ॥
শিবতুল্য হন তিনি নাহিক সংশয় ॥ শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
এইরূপে মৃত্যুঞ্জয়ে পূজে যেই জন। চতুর্ব্বর্গ পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
প্রথমতঃ বীজোদ্ধার করিবা যতনে। ত্র্যক্ষর মন্ত্রেরে পরে সাধিবে যতনে ॥
একমনে সেই মন্ত্র জপে যেই জন। সাক্ষাৎ শিব হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
মৃত্যু জয় করে সেই জানিবে অন্তরে। মৃত্যুঞ্জয় তার দেহে সদা বাস করে ॥
শত সংখ্যা জপ যদি করে কোন জন। বেদপাঠ ফল সেই করে উপার্জ্জন ॥
সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটনে যেই ফল হয়। সেই ফল হয় তার নাহিক সংশয় ॥
তিন সন্ধ্যা অষ্টোত্তর শত জপ করে। মৃত্যু জয়ী হয় সেই জানিবে অন্তরে ॥
জপকালে যেইরূপ করিবেক ধ্যান। বলিতেছি সেই কথা সবা বিদ্যমান ॥
শ্বেতপদ্ম শোভিতেছে দেবতার করে। অভয় ও বর আছে অতি শোভা করে ॥
রহিয়াছে বাম অঙ্গে সম্পূর্ণ সুন্দরী কিবা শোভা হয় তাহে আহা মরি মরি ॥
দেবীর দক্ষিণ করে কুম্ভ শোভা পায়। বামকরে শ্বেতপদ্ম মরি কিবা তায় ॥
এইরূপ ধ্যান করি যেই সাধু জন। তিন সন্ধ্যা মন্ত্র জপ করে অনুক্ষণ ॥
একমাস এইরূপ যেই জন করে। কভু মৃত্যু নাহি আসে তাহার গোচরে ॥
ব্যাধি নাহি তারে কভু করে আক্রমণ। শত্রুনাশ হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
পরাশান্তি লভে সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
তার পর যথাবিধি করিয়া পূজন। ন্যাস আদি যথাযথ করিবে সাধন ॥
আত্মারে তাহার পর করিয়া পূজন। জ্যোতিঃ রূপ মনে মনে করিবে চিন্তন ॥
অঙ্গপূজা স্তুতিপাঠ পরেতে করিবে। তবে ত তাহার সব কামনা পূরিবে ॥
এইরূপে পূজা করে যেই সাধুজন। ভোগমোক্ষ পায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
তীর্থস্থানে এই পূজা যদি কেহ করে। দ্বিগুণ লভয়ে ফল জানিবে অন্তরে ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। তীর্থেতে দ্বিগুণ ফল হয় উপার্জ্জন ॥
গয়া ধামে পিণ্ডদানে যেই ফল হয়। শিবপূজা কৈলে তাহা লভয়ে নিশ্চয় ॥
পিণ্ডদানে তিন কুল উদ্ধারে যেমন। সেইরূপ ফল দেয় শিবের পূজন ॥
শিবের সমান নাহি এ তিন ভুবনে। সদা ভাব তাঁর পদ ঐকান্তিক মনে ॥

ষষ্ঠষষ্টিতম অধ্যায়।

পিণ্ডদানমাহাত্ম্য।

সনৎকুমার উবাচ।

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎফলঞ্চ ন কুত্রাপি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

এত শুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে তখন। শুন শুন নিবেদন ওহে মহাত্মন॥
গয়ার মাহাত্ম্য কথা শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন॥
গয়ার মাহাত্ম্য কথা কে বলিতে পারে। অনন্ত অনন্তমুখে বর্ণিবারে নারে॥
গয়াধামে পিণ্ডদান করে যেই জন। পিতৃকুল তার প্রতি মহাতুষ্ট হন॥
সপ্ত পিতৃকুল তার পরিত্রাণ পায়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু সবায়॥
যত কিছু পাপ আছে এ তিন সংসারে। সেই সব পাপ যদি কোন জন করে॥
তাহার মরণ অন্তে তাহার উদ্দেশে। গয়াশ্রাদ্ধ করে কেহ বিষ্ণুপদ পাশে॥
পাতক তাহার যত হয় বিমোচন। বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠভুবন॥
ইতিহাস বলি এক শুনহ সকলে। বুঝিতে পারিবে সব সে কথা শুনিলে॥
বিশালা নগরে এক ছিল মহীপাল। দয়াবান্ ক্ষমাশীল নামেতে বিশাল॥
সন্তান সন্ততি তাঁর কিছু নাহি হয়। এই হেতু নরপতি সদা দুঃখে রয়॥
সংসারে নাহিক সুখ পুত্রের বিহনে। এত ভাবি রহে নৃপ বিষাদিত মনে॥
মনে মনে নরপতি করেন চিন্তন। পুত্রধনে প্রবঞ্চিত যেই কোন জন॥
সদ্গতি তাহার নাহি পরলোকে হয়। নরাধম সেই জন নাহিক সংশয়॥
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। বিচক্ষণ বিপ্রগণে করি আমন্ত্রণ॥
মনের বাসনা সব নিবেদন করে। কহিলেন তার পর সবিনয় স্বরে॥
শুন শুন বিপ্রগণ করি নিবেদন। যজ্ঞ বাঞ্ছা করি আমি পুত্রের কারণ॥
কিরূপ করিব যজ্ঞ দেহ অনুমতি। করিব সেরূপ কাজ করিয়া ভকতি॥
এত শুনি মিষ্টভাবে কহে বিপ্রগণ। শুন শুন হিতবাক্য শুনহ রাজন॥
পুত্রবাঞ্ছা যদি কর আপন অন্তরে। অবিলম্বে গয়াধামে যাহ ত্বরা করে॥
সেই স্থানে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া বিধানে। অন্নদান কর তুমি মৃত পিতৃগণে॥

তবোপরি যদি প্রীত হন পিতৃগণ। সন্তান জন্মিবে তব অতীব উত্তম॥
এতেক বচন শুনি ব্রাহ্মণ-বদনে। মহা আনন্দিত রাজা হইলেন মনে॥
অবিলম্বে গয়া যাত্রা করেন তখনি। উপনীত হন তথা আশু নৃপমণি॥
শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে গিয়া সেই স্থানে। যথাবিধি পিণ্ডদান করে পিতৃগণে॥
মঘাযুক্তা ত্রয়োদশী দিন সেই হয়। পিতৃগণে পিণ্ড দেয় নৃপ মহোদয়॥
হেনকালে অনুমান করে নৃপমণি। তিনটী পুরুষ যেন সম্মুখে তখনি॥
উপনীত হন আসি দেখিতে দেখিতে। তাহা দেখি সবিস্ময় নরপতি চিত্তে॥
তিন বর্ণ তিন জন করেন ধারণ। শ্বেত পীত কৃষ্ণ এই ওহে ঋষিগণ॥
তাঁহাদিগে দরশন করি নৃপবর। কৌতূহলপরবশ হইয়া সত্বর॥ জিজ্ঞাসা
করেন নৃপ বিনয় বচনে। আপনারা কেবা কহ আমার সদনে॥ কি
মানসে হেথা সবে কৈলে আগমন। মনের কামনা কিবা করহ বর্ণন॥
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। শ্বেতবর্ণ ব্যক্তি কহে মধুর বচনে॥
শুন শুন নৃপ এবে আমার বচন। তোমার জনক আমি নহি অন্য জন॥
মহা খ্যাতি ছিল মম অবনী ভিতরে। বংশের মর্য্যাদা ছিল খ্যাত চরাচরে॥
সেই যেই কার্য আমি করেছি সাধন। তাহাতে সুখ্যাতি আমি করেছি
অর্জ্জন॥ তার পর যিনি মার জনক আমার। ব্রহ্মহত্যা করি দোঁহে শুন
গুণাধার॥ সেই হেতু দুই জনে মহাপাপী হই। কহিলাম পূর্ব্বকথা বৎস তব
ঠাঁই॥ মম পিতামহ ছিল খ্যাত অধীশ্বর। কুৎসিত আচারে তিনি ছিলেন
তৎপর॥ বহু ঋষি পুত্র জন্মে করেন হনন। এহেতু মলিন হন জানিবে রাজন্॥
কাজে কাজে তিন জনে নরক ভিতরে। নিমগ্ন হইনু মোরা কহিনু তোমারে॥
বহুদিন ছিনু মোরা নরক ভিতর। উদ্ধার করিলে তুমি ওহে গুণধর॥ তোমা
হতে তিন জনে লভিনু উদ্ধার। সেই হেতু আসিয়াছি নিকটে তোমার॥
গয়াধামে পিণ্ড তুমি করিলে অর্পণ। ইহার মাহাত্ম্য বল কি করি বর্ণন॥
ইহার প্রসাদে পেতে পারি ইন্দ্রাসন। অধিক বলিব কিবা শুনহ নন্দন॥
তর্পণ করেছ তুমি এই তীর্থধামে। ইহার মাহাত্ম্য শুন কহি তব স্থানে॥
পিতৃলোকে মোরা সবে করিব গমন। রহিব পরম সুখে তথা সর্ব্বক্ষণ॥
মম পিতা পিতামহ আছেন দাঁড়ায়ে। কর্ম্মফলে ছিল সবে বিষম নিরয়ে॥
কর্ম্মফলে দুরগতি লভেছে বিস্তর। সে যাতনা কি বলিব ওহে বংশধর॥
ব্রহ্মঘ্নের পুত্র বলি সকলে আমারে। অবজ্ঞা করিত বৎস নরক ভিতরে॥
তব দত্ত পিণ্ড পেয়ে এবে তিন জন। উদ্ধার হইনু মোরা শুনহ নন্দন॥
দুর্গতি মোচন বৎস হলো এতদিনে। প্রকৃত তনয় তুমি জানিলাম মনে॥

তোমা হতে হৈল এবে মহা উপকার। এই হেতু আসিয়াছি নিকটে তোমার। তোমার বদনপদ্ম করিব দর্শন। মনে মনে সবে মোরা করি আকিঞ্চন॥ আশীর্ব্বাদ করি তোমা একান্ত অন্তরে। এখন যাইব মোরা সুখের আগারে॥ তুমি যেই শ্রাদ্ধ আর করিলে তর্পণ। তার ফল ভোগ এবে করি তিন জন॥ ধন্য ধন্য তুমি পুত্র এ তিন ভুবনে। আসিয়াছ গয়াতীর্থে এই সে কারণে॥ গয়াতীর্থে আগমন অতীব দুর্লভ। ইথে পিণ্ড দান নহে কখন সুলভ॥ ভাগ্যবশে পিণ্ড দান ঘটে এই খানে। সৌভাগ্য বশেতে নর আসে এই ধামে॥ এই স্থানে তুমি বৎস করি আগমন। করিয়াছ পিণ্ডদান আর যে তর্পণ॥ তোমার পুণ্যের সীমা কে বলিতে পারে। ধন্য ধন্য তুমি বৎস এতিন সংসারে॥ অহরহ গদাপাণি দেব নারায়ণ। এই স্থানে বিরাজিত সদা সর্ব্বক্ষণ। সেই হেতু গয়াতীর্থ আখ্যান ইহার। কহিলাম তব পাশে ওহে গুণাধার॥ সেই নারায়ণে তুমি সদা সর্ব্বক্ষণ। ভক্তি ভরে দুনয়নে করিছ দর্শন॥ অতএব ধন্য তুমি জগত সংসারে। তোমার পুণ্যের সীমা কেবা দিতে পারে॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। একমনে গদাধরে করহ স্তবন॥ তাঁহার প্রসাদে হবে পূর্ণ মনোরথ। অবশ্য লভিবে পুত্র অতি মহারথ॥ এত বলি পিতৃগণ হন তিরোধান। পিতৃলোকে চলি যান চড়িয়া বিমান॥ পিতার মুখেতে শুনি এতেক বচন। আনন্দে পূরিত হয় নৃপতির মন॥ একমনে করযোড়ে করি তার পর। গদাধরে করে স্তব কোথা হে ঈশ্বর॥ বিবুধগণের স্তুত্য যেই মহোদয়। ক্ষমাশীল দুঃখহারী সদা শুভময়। ক্ষুভিত জনের দুঃখ যেই জন হরে। অসুরান্তকারী যিনি এ ভবসংসারে॥ যাঁহার পবিত্র নাম করিলে স্মরণ। সকল অশুভ দূর হয় সেইক্ষণ। ভক্তিভরে তাঁরে আমি প্রণিপাত করি। কোথায় হে দয়াময় বিপদে কাণ্ডারী॥ পুরাণ পুরুষ যিনি অতীব বিমল। সকল লোকের গতি খ্যাত চরাচর॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে বিক্রম যাঁহার। সতত প্রকাশ পায় এতিন সংসারে॥ ধরণী উদ্ধার করে যেই মহাত্মন। সদা হৃদে ভাবি আমি তাঁহার চরণ॥ বিশুদ্ধ স্বভাব যিনি জগত মাঝারে। বিবিধ বিভবে যুক্ত হইয়া বিহরে॥ লক্ষ্মী সমন্বিত যিনি সদা সর্ব্বক্ষণ। নির্ম্মল নিষ্পাপ পৃথ্বীপতি বিচক্ষণ॥ সকলে যাঁহার স্তব করে নিরন্তর। তাঁহারে প্রণাম আমি তিনি গদাধর॥ যাঁহারে প্রণাম কৈলে নিত্য সুখ হয়। ভক্তগণে যেই প্রভু সতত সদয়॥ যাঁর পাদপদ্ম সদা সুরগণ সেবে। সতত অর্চ্চন করে অসুরেরা সবে॥ কেয়ূর অঙ্গদ [illegible] যাঁহার বিভূষণ। নিয়ত যাঁহার অঙ্গে হতেছে শোভন॥ যেই

দেব সদা থাকে সাগরে শয়ান। গয়াক্ষেত্রে সেই দেব সদা বিদ্যমান॥
চক্রপাণি গদাধর দয়ার আকর। তাঁহার চরণে নতি করি নিরন্তর॥
তাঁহারে প্রণাম যদি করে ভক্তিভরে। মহাসুখ পায় সেই থাকিয়া সংসারে।
সুখের ইয়ত্তা তার কভু নাহি হয়। অতএব কোথা প্রভু ওহে দয়াময়॥
সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ ধরে যেই জন। ত্রেতায় অরুণ বর্ণ করেন ধারণ॥
দ্বাপরেতে পীতবর্ণ কৃষ্ণ কলিকালে। সেই দেবে বন্দি সদা একান্ত অন্তরে॥
চতুর্ম্মুখ রূপে যিনি করেন সৃজন। বিষ্ণুরূপে যিনি বিশ্ব করেন পালন॥
রুদ্ররূপে যেই জন করেন সংহার। সেই দেব গদাধর সার হতে সার॥
সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ হতে। বিশ্বের উদ্ভব হয় বিদিত জগতে॥
গদাধর সেই তিন করেন ধারণ। তাঁহা হতে গুণত্রয় হয় উৎপাদন॥
প্রত্যক্ষ নেহারি এই সংসার-সাগর। ভাসিতেছি সদা ইথে ওহে গদাধর॥
সংযোগ-বিয়োগ রূপ নক্র ভয়ঙ্কর। সতত ঘেরিয়া আছে সংসার-সাগর॥
বিপন্ন হয়েছি ইথে ওহে ভগবন্। কাণ্ডারী ইহাতে প্রভু হও হে এক্ষণ॥
উদ্ধার করহ মোরে কৃপাদৃষ্টি করে। পোতসম হও প্রভু সাগর-মাঝারে॥
তিন মূর্ত্তি ধর তুমি ওহে ভগবন্। নিজশক্তি বলে বিশ্ব করেছ সৃজন॥
প্রণমি তোমার পদে ওহে দয়াময়। করুণা কটাক্ষ কর হইয়া সদয়॥
যজ্ঞমূর্ত্তি ধরি তুমি বিশ্বের মাঝারে। দেবগণে পালিতেছ কৃপাদৃষ্টি করে॥
মনোরথ পূর্ণ প্রভু করহ আমার। তোমার চরণে নতি করি বার বার॥
রাজার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ। গদাধর পরিতুষ্ট হলেন তখন॥
আবির্ভূত হন আসি গরুড় বাহনে। আহা মরি কিবা রূপ না যায় বর্ণনে॥
পীতবাস পরিধান অতি মনোহর। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভে কলেবর॥
রাজার নিকটে আসি দিয়া দরশন। গম্ভীর স্বরেতে প্রভু কহেন তখন॥
তব স্তুতি শুনি তুষ্টি লভিনু অন্তরে। তব সম ভক্ত নাহি হেরি চরাচরে॥
সন্তুষ্ট হইল তাহে আমার হৃদয়। আসিয়াছি সেই হেতু ওহে মহোদয়॥
বরদান হেতু এবে মম আগমন। কিবা বাঞ্ছা কর হৃদে কহ নৃপোত্তম॥
প্রভুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। করযোড়ে কহে রাজা বিনীত-বদনে॥
যদি তুষ্ট হয়ে থাক ওহে দয়াময়। মনের বাসনা মম পূর্ণ যেন হয়॥
তব ভক্ত পুত্র এক যেন লাভ করি। এই ভিক্ষা দেহ প্রভু ভবের কাণ্ডারী॥
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে কহে দেব জনার্দ্দন॥
শুন শুন নৃপবর বচন আমার। অতি বিচক্ষণ তুমি গুণের আধার॥
গয়াতীর্থ মহাক্ষেত্র অবনীমাঝারে। আসিয়াছ তুমি নৃপ ভকতির ভরে॥

পিণ্ডদান এই স্থানে করেছ অর্পণ। যথাবিধি পিতৃগণে করেছ তর্পণ ॥
তাহাতেই তব বাঞ্ছা হয়েছে সফল। অচিরে লভিবে তুমি বিজ্ঞ পুত্রবর ॥
পিতৃগণ মহাপ্রীত তোমার উপরে। সেই হেতু পুত্র লাভ হইবে অচিরে ॥
আর কি মনেতে বাঞ্ছা বলহ রাজন। যা মাগিবে দিব তাহা আমার বচন ॥
এতেক বচন শুনি কহে নরপতি। কি বলিব ওহে প্রভু অগতির গতি ॥
ধ্যানে নাহি যাঁরে পায় যত যোগীজন। যাঁহার স্বরূপ চিন্তা করে সুরগণ ॥
সেই চিন্তামণি ধন সম্মুখে আমার। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল কিবা আছে আর ॥
আর কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন। তোমার চরণে যেন সদা থাকে মন ॥
তব পদে থাকে যেন নিয়ত ভকতি। অন্তকালে পাই যেন পরমা সুগতি ॥
অন্তে যেন স্থান পাই তোমার চরণে। এই ভিক্ষা ওহে প্রভু তোমার সদনে ॥
এত বলি নরপতি করেন প্রণাম। তথাস্তু বলিয়া হরি হন অন্তর্ধান ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। সেই ফলে পুত্র লাভ করিল রাজন ॥
নরপতি দান ধ্যান করিল বিস্তর। স্থাপন করিল শিবলিঙ্গ বহুতর ॥
দেব দেবী মূর্ত্তি কত প্রতিষ্ঠা করিল। রাজার যশেতে দিক দিগন্ত পূরিল ॥
শিবলিঙ্গ সংস্থাপন ফলে নরপতি। লভিলেন অন্তকালে পরমা সুগতি ॥
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ। শুনিবেন সাধগণ হয়ে ভক্তিমান ॥

পঞ্চষষ্টিত অধ্যায়।

শিবলিঙ্গ স্থাপন, স্নপন, পুষ্পদান ইত্যাদির
ফল ও শিবের সন্তুষ্টিবিধান

লিঙ্গঞ্চ স্থাপনে কিঞ্চ পুষ্পদানে চ কিং ফলং।
অভ্যঙ্গে চৈব কিং প্রোক্তং ক্ষীরস্নানেন কিং ফলং।
উদকস্নপনে কিঞ্চ মুখবাদ্যেন কিং ফলং।
এতচ্চ তত্ত্বতো ব্রূহি প্রশ্নং বুদ্ধিমতাম্বর ॥

ঋষিদের অভিলাষ করিয়া শ্রবণ। পুনশ্চ বলিতে থাকে বিধির নন্দন ॥
বহুসংখ্য স্বর্ণদানে যেই ফল হয়। শিবলিঙ্গ স্থাপনেতে সে ফল নিশ্চয় ॥
কিবা নারী কিবা নর যেই কোন জন। কিবা যতি কিবা ক্লীব ওহে ঋষিগণ ॥
শিবলিঙ্গ যেই জন করয়ে স্থাপন। পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় তাহার কখন ॥
ভূমিদানে স্বর্ণদানে যেই ফল হয়। গন্ধ দিলে মহেশ্বরে সে ফল নিশ্চয় ॥

নমস্কার করে যেই দেব মহেশ্বরে। সর্ব্ব কাম সিদ্ধ তার জানিবে অন্তরে ॥
ঘৃত দ্বারা মহেশ্বরে স্নান করাইলে। রুদ্রলোকে যায় সেই শিবের গোচরে ॥
চৌষট্টী হাজার ধেনু করিলে প্রদান। যেই ফল লাভ করে সেই পুণ্যবান্ ॥
ক্ষীর দ্বারা মহেশ্বরে স্নান করাইলে। সেই ফল লভে সেই অতি কুতূহলে ॥
পক্ষে পক্ষে একবার করিলে ভোজন। কিম্বা মাসে তিনবার করিলে অশন ॥
যেই ফল লাভ করে সেই সাধুমতি। উদকস্নপনে তাহা জানিবে সুমতি ॥
শত সহস্রেক ধেনু করিলে অর্পণ। যেই ফল লাভ করে সেই সাধুজন ॥
পুষ্পদানে সেই ফল হইবে নিশ্চয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
করবীর অর্ক পদ্ম বিল্বপত্র আর। ধুস্তূর কুসুম বক পুণ্যের আধার ॥
এই সব পুষ্প শিবে করিবে অর্পণ। অনুত্তম ফল ইথে ওহে ঋষিগণ ॥
শ্রাবণে উৎপল দিবে পদ্ম ভাদ্রমাসে। আশ্বিনেতে অপামার্গ দিবে ভক্তি-বশে ॥ সহস্র করবী হতে উৎপল প্রধান। সহস্র উৎপল এক অর্কের সমান॥
সহস্র পদ্মরাগেতে যেই ফল হয়। একমাত্র বকে তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
বক হতে শ্রেষ্ঠ পুষ্প আর কিছু নাই। বলিয়াছে নিজে ইহা মহেশ গোঁসাই ॥
সহস্র জাতীর চেয়ে চম্পক প্রবর। ধুস্তূর চম্পক হতে শ্রেষ্ঠ বহুতর ॥
সিন্ধুপুষ্প শ্রেষ্ঠ হয় ধুস্তূর হইতে। পুন্নাগ তাহার শ্রেষ্ঠ জানিবেক চিতে ॥
সহস্র পুন্নাগ হতে শ্রেষ্ঠ কর্ণিকার। বৃহতী তাহার চেয়ে জানিবেক সার ॥
সর্ব্বপুষ্প হতে শ্রেষ্ঠ বিল্বপত্র হয়। ইহাতে পরম তুষ্ট শঙ্কর নিশ্চয় ॥
যেই সব পুষ্প আমি করিনু কীর্ত্তন। সভাবে ইহার পত্র করিবে অর্পণ ॥
এই সব পুষ্প পত্র করিলে প্রদান। দুর্গতি তাহারে ছাড়ি করয়ে প্রস্থান ॥
শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত হয়ে যেই জন। শিবের উদ্দেশে দীপ করয়ে অর্পণ ॥
অশ্বমেধ হতে ফল দ্বিগুণ সে পায়। ধূপদানে রুদ্রলোকে সেই সাধু যায় ॥
এত শুনি ব্যাস কহে ওহে মতিমান্। কিসে তুষ্ট হন শিব কহ ভক্তিমান॥
সনত কুমার কহে শুনহ বচন। নন্দীমুখে পূর্ব্বে যাহা করেছি শ্রবণ ॥
বলেছিল মহেশ্বর পার্ব্বতী-সকাশে। যে জন আমার লিঙ্গ স্থাপে ভক্তিবশে॥
তার গৃহ সদা রম্য কৈলাস সমান। তুমি আমি দোঁহে তথা করি অধিষ্ঠান ॥
আমারে উদ্দেশ করি যেই কোন জন। ধেনু দান করে কিম্বা হিরণ্য অর্পণ ॥
কামদুঘা পৃথ্বী দান করি সেই জনে। কহিলাম সত্য প্রিয়ে তোমার সদনে ॥
বৃষদান অন্ন দান অথবা কুঞ্জর। আমার উদ্দেশে দেয় যেই কোন নর ॥
বৃষযুক্ত রথে সেই কৈলাসেতে যায়। তাহার বিনাশ নাই কহিনু তোমায় ॥
নানাবিধ উপহার দিয়া ভক্তিভরে। মোরে যেই পূজে গীতবাদ্যসহকারে ॥

ব্রহ্মলোকে সেই জন করয়ে গমন। তাহারে অর্চনা করে ব্রহ্মবাদিগণ॥
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা আমারে পূজিলে। যক্ষগুরু হয় সেই নিজ বীর্য্যবলে॥
গন্ধ অনুলেপনাদি মাল্য ও স্নপন। ইত্যাদিতে মম পূজা করিলে সাধন॥
মম পার্শ্বচর হয় সেই সধুমতি। কহিলাম তব পাশে শুন গো পার্ব্বতী॥
স্বর্ণ রৌপ্য দিয়া লিঙ্গে পূজে যেই জন। রুদ্রলোকে যায় সেই আমার বচন॥
গাণপত্য পায় সেই নাহিক সংশয়। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥
অভ্যঞ্জনে পঞ্চশত ফল লাভ হয়। স্নপনে দ্বিগুণ তার জানিবে নিশ্চয়॥
গন্ধোদক পঞ্চগব্য কর্পূর অর্পিলে। চারিগুণ ফল হয় জানিবে অন্তরে॥
ক্ষীরস্নানে পঞ্চশত ফল লাভ হয়। কপিলার দুগ্ধ দিলে দ্বিগুণ নিশ্চয়॥
মাল্য দিয়া গীতবাদ্যে করিলে পূজন। রুদ্রলোকে যায় সেই আমার বচন॥
গাণপত্যে তারে আমি নিয়োজিত করি। বলিলাম তব পাশে শুন গো সুন্দরী
অগুরু অর্পিলে মোরে যেই ফল হয়। চন্দনে দ্বিগুণ তার জানিবে নিশ্চয়॥
গুগ্‌গুলু ও কৃষ্ণ সার ঘৃতযুক্ত করি। আমারে যে জন দেয় শুনগো সুন্দরী॥
নন্দী সম হয় সেই আমার বচন। আমার দক্ষিণামূর্ত্তি করিলে অর্চ্চন॥
স্কন্দ সম হয় সেই জানিবে অন্তরে। কৈলাসেতে থাকে সেই আমার গোচরে॥
ঘৃতরূপ চরু আছে শাস্ত্রের প্রমাণ। যাবকান্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহি তব স্থান॥
যাবকান্ন মমোদ্দেশে করিলে অর্পণ। তার প্রতি পরিতুষ্ট যত পিতৃগণ॥
ঘৃতে অভিষেক মোরে যেই জন করে। যমভয় নাহি থাকে তাহার অন্তরে॥
গাণপত্য লাভ করে সেই সাধুজন। আমার উদ্দেশে দীপ করিলে অর্পণ॥
রুদ্র সম হয়ে সেই বৃষ আরোহণে। বিচরণ করে সদা আনন্দিত মনে॥
অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী এই দুই দিনে। যে জন আমারে পূজে ঐকান্তিকমনে॥
অনিয়মযুত যদি হয় সেই জন। কিম্বা যদি হয় ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ॥
ব্যোমচারী হয়ে সেই বিহঙ্গ সমান। সর্ব্বভূত সমাদৃত হয় সর্ব্বস্থান॥
স্বর্গধামে যায় সেই ত্যজি কলেবর। স্বচ্ছন্দে বসতি করে সেই সাধু নর॥
মম নাম শুনি যদি ভক্তি করে মনে। গাণপত্য দিই তারে ওগো বরাননে॥
মম অভিপ্রেত স্থান যথা যথা হয়। সেই জন তথা থাকে জানিবে নিশ্চয়॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে তাহার কখন। আরো এক কথা প্রিয়ে করহ শ্রবণ॥
বাসনা ত্যজিয়ে যেই একভক্ত হয়ে। কায়মনে মোরে পূজে একান্ত-হৃদয়ে॥
প্রলয় অবধি সেই স্বর্গপুরে রয়। আমার বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় হয়ে যেই জন। একমনে মোরে করে নিত্য দরশন॥
কোটিশত যুগে তার নাহিক সংশয়। নির্ব্বাণ মুকতি পায় জানিবে নিশ্চয়॥

শুন শুন মম বাক্য কমললোচনে। লিঙ্গোপরি মম পূজা করিলে যতনে॥ সর্ব্বদেব পূজা তাহে হয় সুসাধন। জরামৃত্যুশূন্য হয় সেই সাধুজন॥ মাল্য গন্ধ ধূপ বস্ত্র ইত্যাদি অর্পিয়ে। যে জন আমারে পূজে একান্ত হৃদয়ে॥ গাণপত্য তারে আমি করি সমর্পণ। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥ একরাত্রি উপবাস করিয়া বিধানে। যেই জন মোরে পূজে অতীব যতনে॥ পুণ্ডরীক ফল পায় সেই মহামতি। স্বর্গেতে বিপুল ফল লভয়ে পার্ব্বতি॥ পবিত্র হইয়া যেই ভক্তি সহকারে। স্নপন করায়ে পরে পূজয়ে আমারে॥ তিন লোক অতিক্রম করি সেই জন। রুদ্র লোকে মনসুখে করয়ে গমন॥ সাংখ্যযোগবিশারদ মম ভক্তগণ। মদীয় লোকেতে সুখে করয়ে গমন॥ দেবগণ মোরে নাহি দেখিবারে পায়। যোগীগণ ধ্যানে দেখে কহিনু তোমায়॥ চরাচর সর্ব্বভূত বিনাশিত হয়। আমার ভক্তের কিন্তু নাহি কভু ক্ষয়॥ যত কিছু জীব আছে ধরণী-মাঝারে। আমার পদেশে সব জানিবে অন্তরে॥ পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া আমারে। যে জন অর্চ্চনা করে ভক্তি সহকারে॥ মূর্ত্তিমান্ হই আমি তাহার গোচর। প্রসন্ন সদত রহি তাহার উপর॥ সর্ব্বভূতে মোরে যেই করে দরশন। আমাতে ব্রহ্মাণ্ড যেই করে নিরীক্ষণ॥ তাহার বিনাশ নাহি জানিবে কখন। তাহার নিকটে থাকি সদা সর্ব্বক্ষণ॥ মন বুদ্ধি সমর্পণ করি মমোপরে। যেই জন চিন্তে মোরে একান্ত অন্তরে॥ আমার প্রসাদে সেই পাপে মুক্তি পায়। কহিলাম তথ্য কথা পার্ব্বতি তোমায়॥ যে কোন অবস্থাগত হয়ে ভক্তিভরে। যদি দেবি স্মরে কেহ সদত আমারে॥ রুদ্রলোকে যায় সেই আমার বচন। বৃষধ্বজ-মূর্ত্তি সদা করে দরশন॥ ষড়ঙ্গ যোগেতে মোরে অর্চ্চনা করিলে। প্রবেশে সে জন দেবি আমার শরীরে॥ ধুস্তুর চম্পক বক বিল্বপত্র আর। করবীর আদি করি বিবিধ প্রকার॥ এই সব পুষ্পে মোরে পুজে যেই জন। গাণপত্য তারে আমি করি সমর্পণ॥ উগ্রমূর্ত্তি মম গণ পূজে সেই জনে। কহিলাম তব পাশে কমল-আননে॥ ধুস্তুর সবার শ্রেষ্ঠ পুষ্পের মাঝার। উহাতে পরম তুষ্ট অন্তর আমার॥ একমনে মম পূজা করে যেই জন। মম তুল্য হয় সেই আমার বচন॥ কুত্রাপি তাহার গতি রুদ্ধ নাহি হয়। বায়ুর সমান গতি লভয়ে নিশ্চয়॥ নিত্য নিত্য মোর পূজা করে যেই জন। মনোবাঞ্ছা হয় তার সকলি পূরণ॥ কহিলাম যাহা যাহা ওগো বরাননে। যদ্যপি এ সব কেহ পড়ে একমনে॥ অথবা অনিচ্ছাবশে করে অধ্যয়ন। রুদ্র লোকে যায় সেই আমার বচন॥

এত শুনি ব্যাস আদি যত ঋষিগণ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন্॥

পুনশ্চ বিস্তারি কহ সবার সদনে। কিসে প্রীতি মহেশ্বর লভে নিজ মনে॥ কিরূপ কুসুম হয় অতি প্রীতিকর। পরিমাণ কিবা তার কহ অতঃপর॥ ধূপের বিধান বল ওহে মহাত্মন। উপাসনা কিবা রূপ করহ কীর্ত্তন॥ এত শুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে। কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে॥ একদিন মহেশ্বরী বিনীত বচনে। এই কথা জিজ্ঞাসিল মহেশ সদনে॥ এ[illegible] শুনি হাস্য করি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন প্রিয়ে করিব কীর্ত্তন॥ [illegible]ত্তম প্রশ্ন তুমি করিয়াছ মোরে। ভক্তগণে কৃপা হেতু বলিব তোমারে॥ [illegible] পীত শ্বেত কিম্বা যেই পুষ্প হয়। দুর্গন্ধ না হবে কিছু জানিবে নিশ্চয়॥ [illegible]গ্রগন্ধ নাহি হবে ওগো বরাননে। গন্ধহীন নাহি হবে কহি তব স্থানে॥ এইরূপ পুষ্প মোরে করিবে অর্পণ। অতঃপর বলি যাহা করহ শ্রবণ॥ [illegible]কল দ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ প্রধান। আমার উদ্দেশে তাহা করিলে প্রদান॥ মম লোকে সেই জন অন্তকালে যায়। অপ্সরা সহিতে তথা হরিষে বেড়ায়॥ [illegible]যুত বরষ তথা রহে সেই জন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥ দ্রোণপুষ্প কুন্দপুষ্প বিল্বপত্র আর। ইহাতে যেই জন পূজা করয়ে আমার॥ স্বর্ণ পূজনফল সেই জন পায়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমায়॥ কংশুক কুসুমে কিম্বা উজ্জ্বল ফুলে। আমারে যে জন পূজে মন কুতূহলে॥ [illegible]র্ণ-পূজন ফল লভে সেই জন। কোটি বর্ষ রহে সেই কৈলাস-ভবন॥ [illegible]াবে তৈল দীপ যেই করে দান। শিববৎ সদা ভ্রমে সেই মতিমান॥ [illegible] মন্দির যেই করে সম্মার্জ্জন। শত গুণ ফল পায় সেই মহাজন॥ [illegible]লেপনে সহস্র গুণ ফল হয়। ধূপে তার শতগুণ জানিবে নিশ্চয়॥ [illegible]রণ পুষ্পে মোরে করিলে পূজন। দশ স্বর্ণ সম ফল লভে সেই জন॥ [illegible] গন্ধানুলেপ করিবে প্রদান। ঘৃত সহ মিশাইবে সেই মতিমান॥ [illegible] মম লিঙ্গে স্নান করাইবে। কিবা দেব নর ইথে সুফল লভিবে॥ যক্ষ রক্ষ [illegible]াগ পিতৃ গন্ধর্ব্ব নিকর। ইহাদের হিত হেতু জগত-ভিতর॥ তোমার নিকটে সব করিনু কীর্ত্তন। এই রূপে যেই জন করয়ে পূজন॥ [illegible]মার সমান হয় সেই সাধুমতি। নন্দীগণ আদি সহ রহে নিরবধি॥ এত [illegible] বিধিসুত যত ঋষিগণে। কহিলেন সম্বোধিয়া মধুর-বচনে॥ অধিক বলিব কিবা তাপস-নিকর। নিত্য পাঠ করে যেই হয়ে একান্তর॥ অথবা শ্রবণ করে ভকতির ভরে। নিষ্পাপী হইয়া যায় কৈলাস-নগরে॥ অধিক [illegible]ব কিবা ওহে ঋষিগণ। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

মাস ও দিনবিশেষ উপবাসের ফল।

মহেশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি যথান্যায়মুপবাসফলং শুভং।
উপবাসফলং স্বর্গমোক্ষঞ্চাপি ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বমেতদশেষেণ প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ॥

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত ঋষিগণ। উপবাসবিধি কহ ওহে মহাত্মন॥
এত শুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে। উপবাস বিধি শুন কহি সবাকারে॥
পার্ব্বতীসকাশে দেবদেব পঞ্চানন। বলেছিল যেই রূপ করিব বর্ণন॥
পার্ব্বতীরে সম্বোধিয়া দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন ওগো ভগবতি॥
উপবাসে যেই ফল করিব বর্ণন। স্বর্গ মোক্ষ হয় ইথে শাস্ত্রের বচন॥
উপবাস সুপ্রশস্ত যে যেই দিনে। শুন তাহা বলিতেছি তোমার সদনে॥
পঞ্চমী পূর্ণিমা [illegible] [illegible] দিবসে। যেই জন দিনপাত করে উপবাসে॥
ধনবান্ পুত্রবান যেই জন হয়। বিদ্যাবান হয় সেই নাহিক সংশয়॥
[illegible]মীতে একবেলা করিয়া ভোজন। যে জন বিধানে করে দিবস যাপন॥
[illegible]দের মূরতি ধরে সেই গুণাধার। ধনে পরিপূর্ণ হয় ধনের আগার॥
[illegible]দশীতে এক ভক্ত হয়ে যেই জন। বিধানে মদীয় লিঙ্গে করয়ে পূজন॥
[illegible]নবান্ জ্ঞানবান্ সেই জন হয়। ক্রবিভাগী হয় সেই নাহিক সংশয়॥
[illegible]র্ষাবধি অমাবস্যা দিনে যেই জন। উপবাস করি করে দিবস যাপন॥
[illegible]ক্ষ বর্ষ স্বর্গলোকে সেই জন রয়। ভোগ অন্তে ধনী-গৃহে জনমে নিশ্চয়॥
[illegible]র্ষাবধি মাসে মাসে যেই কোন জন। বিধানে ত্রিরাত্র ব্রত করয়ে সাধন॥
[illegible]বমানে চড়িয়া সেই সুরপুরে যায়। অপ্সরাগণের সহ আনন্দে বেড়ায়॥
[illegible]মার উদ্দেশে যেই কার্ত্তিকমাসেতে। প্রদীপ প্রদান করি যথাবিধানেতে॥
[illegible]কভক্ত হয়ে দিন কবযে যাপন। দুগ্ধমাত্র পান করে করিয়া সংযম॥
[illegible]স অন্তে মোর পূজা করিয়া বিধানে। ভোজন করায় যত সাধু দ্বিজগণে॥
[illegible]ক্ষিণা শকতিমত করে সমর্পণ। কামচারী হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥
[illegible]ঃখের কনিকা তার না রহে অন্তরে। অন্তকালে যায় সেই অমর-নগরে॥
[illegible]ব্যবর্ষ সহস্রেক সেই স্থানে রয়। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয়॥

একভক্ত হয়ে যদি রহে পৌষমাসে।মাস অন্তে মোরে পূজে অশেষ বিশেষে॥
বিপ্রগণে অন্ন পান করে সমর্পণ। দক্ষিণা শকতিমত দেয় যেই জন॥
হংসসারসাদিযুক্ত বিমানে চড়িয়ে। স্বর্গলোকে যায় সেই আনন্দ হৃদয়ে॥
দিব্য বর্ষ সহস্রেক সেই স্থানে রয়। তাহারে বন্দনা করে দেবতানিচয়॥
জাতিস্মর হয়ে পরে লভয়ে জনম। মহাধনে ধনবান হয় সেই জন॥
মাঘমাসে মোরে চিন্তা করিয়া অন্তরে। যেই জন একবেলা উপবাস করে॥
স্বর্গধামে সেই জন করযে গমন। বহুবর্ষ তথা গিয়া করে বিচরণ॥
একভক্ত হয়ে যদি রহে ফাল্গুনেতে। মাস অন্তে পূজে মোরে ঐকান্তিক চিতে॥ বিপ্রগণে অন্নপান করে বিতরণ। সাধ্যমতে দক্ষিণাদি করে সমর্পণ॥
বরুণ লোকেতে যায় সেই সাধুমতি। বহু বর্ষ সেই পুরে করে নিবসতি॥
বৈশাখ মাসেতে যেই একভক্ত হয়ে। দিনপাত করে সুখে সানন্দ হৃদয়ে॥
মাস অন্তে মোরে পূজি যত দ্বিজগণে। ভোজন করায়ে দেয় দক্ষিণা বিধানে॥
স্বর্গ লোকে সেই জন করয়ে গমন। ভোগ অন্তে ধনীগৃহে লভয়ে জনম॥
জ্যৈষ্ঠমাসে একভক্ত হইয়া থাকিলে। অখিল পাতকে মুক্ত হয অবহেলে॥
ভ্রূণ হত্যা ব্রহ্মহত্যা পাপনাশ হয। মাস অন্তে মোরে কিন্তু পূজিবে নিশ্চয॥
বিপ্রগণে পরিতৃপ্ত করিবে যতনে। ভববন্ধ ঘুচে তার কহি তব স্থানে॥
একবিংশবার সেই জাতিস্মর হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়॥
আষাঢ়ে অষ্টমীদিনে একভক্ত হযে। শৃঙ্গাটকে মম লিঙ্গ সন্নিধানে গিযে॥
মম আরাধনা করে যেই সাধুজন। পুণ্যফলে যায সেই অমর ভবন॥
শ্রাবণেতে একাহারী হইয়া থাকিলে।মাস অন্তে মোর পূজা বিধানে করিলে
বিপ্রগণে অন্ন পান করিলে প্রদান। দক্ষিণা শকতি মত যদি করে দান॥
অযুত বরষ সেই রহে স্বর্গপুরে। পিতৃগণ তুষ্ট থাকে তাহার উপরে॥
এইরূপে ভাদ্রমাসে করিলে যাপন। লক্ষ বর্ষ বায়ুলোকে রহে সেই জন॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মে তার পর। বলিনু নিগূঢ় কথা সবার গোচর॥
একভক্ত হয়ে যদি আশ্বিনেতে রয়। মাসান্তে পূজয়ে হয়ে একান্ত-হৃদয়॥
তিন গুণ ফল পায় রাজসূয় হতে। বাইট হাজার বর্ষ রহিবে স্বর্গেতে॥
তার পর ধনীগৃহে লভয়ে জনম। মেধাবান্ বীর্য্যবান্ হয় সেই জন॥
চাতুর্ম্মাস্য যথাবিধি করিলে সাধন। ভক্তিভরে মম লিঙ্গ করিলে পূজন॥
অযুত বরষ রহে অমর ভবনে। দেবগণ সহ থাকে পুলকিত মনে॥
গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করে যেই জন। বর্ষাকালে বর্ষাজলে রহে সর্ব্বক্ষণ॥
অহিংসা নাহিক রাখে আপন অন্তরে। অযুত বরষ সেই থাকে স্বর্গপুরে॥

ভোগ অন্তে ধনীঘরে লভয়ে জনম। রোগহীন দীর্ঘজীবী হয় সেই জন॥ দ্বাদশ বরষ যেই একাহারে রয়। আমারে পূজয়ে হয়ে একান্ত হৃদয়॥ সর্ব্বযজ্ঞ ফল পায় সেই সাধুজন। বিমানে চড়িয়া যায় অমর ভবন॥ ভোগ অন্তে মহাকুলে লভয়ে জনম। রোগহীন দীর্ঘ আয়ু হয় সেই জন॥ ব্রাহ্মণে অথবা দেবে দীপদান দিলে। সে জন আমাকে পায় মন-কুতুহলে॥ এত বলি মৌনভাব ধরে পঞ্চানন। পার্ব্বতী শুনিয়া হৃদে পুলকিত হন॥

এত শুনি ব্যাস আদি যত ঋষিগণ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন্॥ বিপ্রগণে দান দিলে কিবা ফল হয়। সেই কথা কহ এবে হইয়া সদয়॥ বিপ্রগণে জল দান যেই জন করে। যমালয়ে জল পায় জানিবে অন্তরে॥ছত্র-দান বিপ্রকরে করে যেই জন। সে জন অবশ্য পায় হর্ম্ম্য মনোরম॥ ধেনুদান বিপ্রগণে যদি কেহ করে। রূপবান্ শীলবান্ হয় সেই নরে॥ বসন দানের ফল ক্ষয় নাহি হয়। লক্ষবর্ষ স্বর্গপুরে সেই জন রয়॥ কপিলা যদ্যপি দান করে কোন জন। রোমসংখ্য বর্ষ রহে অমর-ভবন॥ বিপ্রকরে কন্যাদানে যেই ফল হয়। বলিতেছি সেই কথা শুন পরিচয়॥ বহুকাল স্বর্গধামে থাকি সেই জন। ভোগ অন্তে মহাকুলে লভয়ে জনম॥ শয্যাদান যদি দেয় ব্রাহ্মণের করে। ষষ্টি বর্ষ সহস্রেক রহে সুরপুরে॥ উপবাসবিধি এই করিনু কীর্ত্তন। কহিলাম দানবিধি ওহে ঋষিগণ॥ পর্ব্বে পর্ব্বে এই কথা যেই জন পড়ে। পুণ্যলাভ হয় তার জানিবে অন্তরে॥ তাহার যতেক পাপ বিনাশিত হয়। রোগ শোক ধ্বংস হয় নাহিক সংশয়॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

অষ্টমীবিধি।

শ্রীদেব্যুবাচ।

যক্ষরক্ষঃপ্রমথন শূলপাণে ধনঞ্জয়।
প্রমথাধিপতে দেব নীলকণ্ঠারিসূদন।
কপর্দ্দিন্ ভুতসংসর্গ ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসন।
ভগবংস্তুষ্যসে কেন ভক্তানাং ভক্তবৎসল॥

সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ। যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন॥ সম্বোধিয়া মহেশেরে দেবী ভগবতী। কহিলেন শুন শুন ওহে পশুপতি॥

দক্ষ রক্ষ ধ্বংস কর তুমি ভগবন্‌। শূলপাণি ধনঞ্জয় অরি-নিসূদন॥ কপর্দ্দী প্রমথপতি ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর। ভূতগণসংসর্গেতে রহ নিরন্তর॥ ভকতবৎসল তুমি ভকত উপরে। কিসে তুষ্ট হও তুমি বলহ আমারে॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে কহে দেব পঞ্চানন॥ চতুর্দ্দশী দিনে কিম্বা অষ্টমীর দিনে। যেই জন ভক্তিযুক্ত হয়ে নিজ মনে॥ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দৃঢ়ব্রত হয়ে। আমার অর্চ্চনা করে অনাহারে রয়ে॥ গন্ধ মাল্য স্নপনাদি মন্ত্র জপ আর। এই সব সমাপিয়া করে নমস্কার॥ ভূমিষ্ঠ হইয়া মোরে করয়ে বন্দন। গীত বাদ্য করে কত আর যে নর্ত্তন॥ সে পূজা গ্রহণ করি অতীব আদরে। পরম সন্তুষ্ট থাকি তাহার উপরে॥ ভক্তিহীন হয়ে যদি কোন অভাজন। ঘৃত আদি দিব্য দ্রব্য করে সমর্পণ॥ সে দ্রব্য অগ্রাহ্য করি জানিবে অন্তরে। বিমুখ সর্ব্বদা আমি তাহার উপরে॥ যথাবিধি মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ। আমার অর্চ্চনা আদি করিবে সাধন॥ যেই মন্ত্র পড়ি মোরে করিবে প্রণাম। বলিতেছি সেই মন্ত্র তব বিদ্যমান॥ “নমোস্তু তে মহাদেব ভক্তানাং ভক্তবৎসল। অর্দ্ধং মাহেশ্বরং রূপং হরে রর্দ্ধকরূপকং॥ দ্বাবেতৌ দেবসংঘাতৌ প্রসীদেতাং মমৈকদা। যোগেশ্বরং নমস্যামি দেবন্তু বরদং হরিং॥ ত্রিদশাধিপতিং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরং। গঙ্গাধরং নমস্যামি দেবং ত্রিভুবনেশ্বরং॥ উমাপতিং নমস্যামি তথা জম্বুপতিং পতিং। দ্বাবেতৌ দেবসংঘাতৌ প্রসীদেতাং মমৈকদা॥”

এই মন্ত্র পাঠ করি একান্ত অন্তরে। প্রণাম করিবে মোরে অতি ভক্তিভরে॥ প্রতিদিন যদি ইহা করে অধ্যয়ন। দিনরাত্রিকৃত পাপ হয় বিমোচন॥ রজস্বলা নারী যথা অবস্থিত করে। ভ্রমে নাহি ইহা কভু পড়িবে সে স্থলে॥ কিবা গৃহে কিবা পথে যেই কোন জন। একমনে এই মন্ত্র করে অধ্যয়ন॥ তাহার উপরে তুষ্ট সদা রহি আমি। অশুভ না রহে তার জানিবে ভবানী॥ চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে পূজার বিধান। কহিলাম বিস্তারিয়া তব বিদ্যমান॥ আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন। যা কহিবে তা বলিব স্বরূপ বচন॥ তখন পার্ব্বতী কহে ও গো পশুপতি। নিবেদন তব পদে করি গো প্রণতি॥ নামাষ্টমী বিধি কহ আমার সদনে। শুনিতে বাসনা বড় হইতেছে মনে॥ এত শুনি পশুপতি কহেন তখন। শুন শুন বরাননে করিব বর্ণন॥ শ্রবণ করিলে ইহা রুদ্রলোকে যায়। শুন শুন সেই কথা বলিব তোমায়॥ মার্গশীর্ষে অষ্টমীতে একান্ত অন্তরে। নানাবিধ গন্ধপুষ্পে পূজিয়া আমারে॥ গোমূত্র সেবন করি করিবে যাপন। সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুজন॥

পৌষমাসে অইরূপ অষ্টমীর দিনে। পূজিবেক পশুপতি একান্ত যতনে॥
ঘৃতমাত্র সেই দিন করিয়া সেবন। যাপন করিবে দিন যেই সাধুজন॥
লভিবে অক্ষয় পুণ্য এরূপ করিলে। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমারে॥
অইরূপ মাঘমাসে অষ্টমী দিবসে। পূজিবেক মহেশ্বরে অশেষ বিশেষে॥
ক্ষীর মাত্র সেই দিন করিয়া সেবন। উপবাসে পুলকেতে করিবে যাপন॥
ধর্ম্ম লাভ হবে ইথে নাহিক সংশয়। বর্ণন করিতে তাহা কেবা শক্ত হয়॥
ফাল্গুন মাসেতে পরে অষ্টমী তিথিতে। পূজিবেক মহাদেবে ভক্তিযুতচিতে॥
তিলমাত্র সেই দিন করিয়া ভোজন। জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাল করিবে যাপন॥
যে রূপ হইবে পুণ্য এরূপ করিলে। বলিতে না পারি তাহা তোমার গোচরে॥
তার পর চৈত্রমাসে অষ্টমী পাইয়ে। পূজিবেক মহেশ্বরে ভক্তিযুক্ত হয়ে॥
গোময় অশনমাত্র করি সেই দিন। যাপন করিবে সাধু সুমতি প্রবীণ॥
বৈশাখেতে অইরূপ করিবে পূজন। যবমাত্র সেই দিন করিবে ভোজন॥
জ্যৈষ্ঠে [illegible]যবমাত্র করিয়া আহার। পূজিবেক একচিত্তে সাধু গুণাধার॥
আষাঢ়েতে অইরূপ করিবে পূজন। গঙ্গা জল শুদ্ধ মাত্র কবিবে ভোজন॥
শ্রাবণে লবণোদক পান করি পরে। অর্চ্চনা করিবে সাধু অতি ভক্তিরে॥
বিল্বপত্র ভাদ্রমাসে করিয়া সেবন। একমনে মহেশেরে করিবে পূজন॥
তণ্ডুল-উদক পান করিয়া আশ্বিনে। পূজিবেক ভগবানে একান্ত যতনে॥
কার্ত্তিকে পূজিবে পুনঃ দধি পান করি। মহাপুণ্য হবে ইথে শুন গো সুন্দরী॥
এরূপে দ্বাদশমাসে করিবে পূজন। যে নামে যে মাসে পূজা করহ শ্রবণ॥
শঙ্কর নামেতে পূজা প্রথমে করিবে। দেবদেব নামে পৌষে পূজিতে হইবে॥
মহেশ্বর নামে পূজা মাঘমাসে হয। ফাল্গুনে ত্র্যম্বক নাম শাস্ত্রেতে নির্ণয়॥
ভগবান্ নামে পূজা চৈত্রেতে করিবে। বৈশাখে পিঙ্গল নামে পূজিতে হইবে॥
দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বলি জ্যৈষ্ঠেতে পূজন। আষাঢ়েতে নীলকণ্ঠ করি উচ্চারণ॥
স্থাণু নামে পূজা পরে করিবে শ্রাবণে। শম্ভু নামে ভাদ্রমাসে পূজিবে বিধানে॥
আশ্বিনে ঈশ্বর নামে করিবে পূজন। দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বলি কার্ত্তিকে অর্চ্চন॥
এরূপে অষ্টমীপূজা যেই জন করে। গন্ধ মাল্য আদি [illegible]য় ভক্তি সহকারে॥
মহাফল হয় তার শাস্ত্রের বচন। শাস্ত্রমত তব পাশে করিনু কীর্ত্তন॥
সমাপ্ত করিয়া পূজা ব্রাহ্মণের করে। সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে অতি ভক্তিভরে॥
যেই ব্যক্তি এইরূপ করে আচরণ। দেহান্তে সে জন যায় কৈলাস ভবন॥
অপ্সরাগণের সহ মিলিয়া তথায়। মনের আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়॥
উদ্বেগ কিছুই তার না রহে অন্তরে। বৃষযুক্ত রথে সদা সানন্দে বিহরে॥

পুণ্যক্ষয় অবসানে সেই মহাত্মন্। ধনীর আগারে গিয়া লভয়ে জনম॥
সর্ব্বসুখ ভোগ করে যাইয়া তথায়। মনের বাসনামত সর্ব্ব দ্রব্য পায়॥
বিদ্যাবিশারদ হয় ভূমে সেই জন। সর্ব্বত্র তাহারে মান্য করে নরগণ॥
দম্ভ মোহ নাহি রহে তাহার অন্তরে। শিবপূজা করে সদা ভক্তি সহকারে॥
এইরূপে সুখে কাল করিয়া যাপন। দেহ-অন্তে পুন যায় অমর-ভবন॥
অষ্টমীবিধান এই করিনু কীর্ত্তন। মহাফলপ্রদ ইহা শাস্ত্রের বচন॥
আচরণ করে জীব অতি ভাগ্যবশে। অধিক বলিব কিবা তোমার সকাশে॥
পুরাণের সার শ্রীশিবপুরাণ হয়। শুনিলে লভয়ে জীব আত্মতত্ত্বজ্ঞান॥

ঊনসপ্ততম অধ্যায়।

লক্ষণাষ্টমী।

মহেশ্বর উবাচ।

শৃণু দেবি পরং দিব্যমুপবাসপরং মম।
লক্ষণাষ্টমীং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বায়তলোচনে॥

লক্ষণ অষ্টমী কথা করিতে শ্রবণ। জিজ্ঞাসা করিল যত তাপসের গণ॥
তাহা শুনি বিধিসুত কহে মধুস্বরে। শুন শুন বলিতেছি তোমা সবাকারে॥
বলেছিল মহেশ্বর যেমন যেমন। বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ॥
পার্ব্বতীরে সম্বোধিয়া কহে পশুপতি। লক্ষণ অষ্টমীকথা শুন ভগবতি॥
কার্ত্তিকে অষ্টমী তিথি আসিবে যখন। ভক্তিভরে উপবাস করিয়া তখন॥
শিব নামে সযতনে পূজিবে আমারে। গন্ধ মাল্য ধূপ আদি নানা উপহারে॥
রোচনা শিবের মুখে করিবে অর্পণ। এরূপে পূজিলে হয় ফল অনুত্তম॥
যেই স্থানে যেই নামে করিবে পূজন। বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ॥
নখে শিরে পদে আর শঙ্কর নামেতে। অর্চ্চনা করিবে সাধু ভক্তিযুক্ত চিতে॥
রুদ্রনামে জঙ্ঘাদেশে করিবে পূজন। কটিতে ঈশান নামে করিবে অর্চ্চন॥
ত্র্যম্বক নামেতে মেঢ্রে পূজিতে হইবে। কপর্দ্দী নামেতে অঙ্গে যতনে পুজিবে॥
শূলপাণি বলি বক্ষে করিবে পূজন। বৃষধ্বজ নামে চক্ষে করিবে অর্চ্চন॥ ত্র্যক্ষ
নামে কক্ষদেশে পূজিতে হইবে। ত্র্যম্বক নামেতে পরে গ্রীবাতে পূজিবে॥
উমাপতি পশুপতি এই দুই নামে। পূজিবেক কর্ণদ্বয়ে বিহিত বিধানে॥
ত্রিপুর নামেতে পুনঃ চক্ষুতে পূজন। জ্রমধ্যে শ্মশানবাসী বামেতে পূজন॥

কপালে ভুতেশ নামে পূজিতে হইবে। স্মরহর নামে তারে চিবুকে পূজিবে॥ হর নামে ওষ্ঠদ্বয়ে করিবে পূজন। দক্ষযজ্ঞনাশী বলি দন্তেতে অর্চ্চন॥ এইরূপে যথাবিধি নানা উপহারে। অর্চ্চনা করিবে সাধু অতি ভক্তিভরে॥ সমাপ্ত হইলে পরে করি নিমন্ত্রণ। বিপ্রগণে ভক্তিভরে করাবে ভোজন॥ জলপূর্ণ তাম্রঘট করিবে অর্পণ। দক্ষিণা শকতিমত শাস্ত্রের নিয়ম॥ মৃণ্ময় পাত্রেতে তিল পূরিয়া যতনে। করিবেক বিতরণ যত বিপ্রগণে॥ এই রূপ যেই জন করে আচরণ। শিবলোকে যায় সেই আমার বচন॥ অপ্সরা গণের সহ রহে সেই স্থানে। সহস্র বরষ দিবা পুলকিত মনে॥ ভোগ অন্তে পুনরায় ধরাধামে যায়। ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ হয় নাহিক সংশয়॥ সার্ব্বভৌম হয় সেই গিয়া ধরাতলে। আনন্দে সতত থাকে মনকুতুহলে॥ লক্ষণ অষ্টমী কথা করিনু কীর্ত্তন। মহাফল হয় ইথে শাস্ত্রের নিয়ম॥ মনের বাসনা পূর্ণ হয় এই ফলে। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে সকলে॥ পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর। শুনিলে তাহার হয় পবিত্র অন্তর॥

সপ্ততিতম অধ্যায়।

দানধর্ম্ম বিধি।

অন্নদানাৎ পরং দানং নৈব কিঞ্চিদ্বিশিষ্যতে।
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি তস্মাত্তদধিকং স্মৃতং।
অন্নং যস্তু সুসংস্কৃত্য প্রযচ্ছতি দ্বিজাতয়ে।
স সর্ব্বকামমাপ্নোতি পূজ্যতে চ ত্রিপিষ্টপে॥

পুনরায় সম্বোধিয়া দেব পঞ্চানন। কহিলেন পার্ব্বতীরে করহ শ্রবণ॥ দানধর্ম্ম বিধি কহি তোমার গোচরে। অন্ন দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে সংসারে॥ ইহা হতে শ্রেষ্ঠ দান নাহি কিছু আর। অন্ন হতে জন্মে জীব জগত মাঝার॥ সংস্কৃত করিয়া অন্ন যেই কোন জন। বিপ্রজনে পুলকেতে করে সমর্পণ॥ মনের বাসনা তার পরিপূর্ণ হয়। সুরধামে পূজে তারে দেবতা নিচয়॥ হংসময়ূরাদিযুক্ত উত্তম বিমানে। চড়িয়া সে জন যায় অমর-ভুবনে॥ ভোগ অন্তে পুনঃ সেই ধরাতল যায়। মহাসুখ মনসুখ লভয়ে তথায়॥ ধনধান্যে পরিপূর্ণ তাহার অগার। অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার॥ প্রতিদিন অন্নদান করে যেই জন। তাহার ফলের কথা কি করি বর্ণন॥

প্রজাপতি সলোকতা সেই জন পায়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব পার্ব্বতী তোমায়॥
মধ্যে মধ্যে যেই জন অন্ন দান করে। সুখভোগ করে সেই গিয়া সুরপুরে॥
অসংস্কৃত অন্ন দান করে যেই জন। অন্তিমে সে জন করে নরকে গমন॥
নরক ভোগের পর মানব-আগারে। তির্য্যক যোনিতে গিয়া নিজ জন্ম ধরে॥
বহুজন্মে যদি ধরে মানব-জনম। জন্মিবে ম্লেচ্ছের ঘরে শাস্ত্রের বচন॥
প্রজাপতি সম অন্ন জানিবে অন্তরে। অন্ন দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহিনু তোমারে॥
যেই জন অন্ন দান করে বিতরণ। সর্ব্বযজ্ঞ হয় তার সম্পূর্ণ সাধন॥ অন্ন
হতে জন্মে এই বিশ্বচরাচর। এই হেতু অন্ন শ্রেষ্ঠ জানে সর্ব্বনর॥ সুগন্ধ
শীতল জল যেই করে দান। তাহার ফলের কথা কহি তব স্থান॥ সূর্য্যসম
দীপ্তিমান্ বিমানে চড়িয়ে। বরুণ লোকেতে যায় সানন্দ হৃদয়ে॥ অষ্ট
অযুতেক বর্ষ সেই স্থানে রয়। দেবতুল্য সুখী সেই নাহিক সংশয়॥ ভোগ
অন্তে ধনীগৃহে লভয়ে জনম। ধনধান্যে পূর্ণ হয় তাহার ভবন॥ অন্ন-
পূর্ণ ধাতুপাত্র যেই করে দান। পিতৃগণ তার প্রতি সদা প্রীতিমান্॥
গরুগণে জল দিতে করিয়া মনন। তড়াগ খনন করে যেই সাধুজন॥ পিতৃ-
গণ দেবগণ তাহার উপরে। সদত সন্তুষ্ট থাকে জানিবে অন্তরে॥ অন্ত-
কালে সেই জন সুরপুরে যায়। পরম সুখেতে থাকে যাইয়া তথায়॥ স্বর্ণ-
দান ভূমিদান গন্ধ দান দিলে। শুন শুন বলিতেছি যেই ফল ফলে॥ মনো-
বাঞ্ছা পূর্ণ হয় জানিবে তাহার। বিমানে চড়িয়া যায় ইন্দ্রের আগার॥
দেবগণ সহ তথা আনন্দেতে থাকে। বহু দিব্য বর্ষ রহে অন্তরের সুখে॥
ভোগ অন্তে ধরাতলে লভয়ে জনম। লোকেশ্বর সুখভোগী হয় সেই জন॥
পথিমধ্যে যেই করে পাদপরোপণ। পথিকের শ্রমক্লম করিতে বারণ॥
পিতৃগণ পরিত্রাণ লভয়ে তাহার। সর্ব্ব পাপ হতে সবে লভয়ে উদ্ধার॥
যত পত্র বিদ্যমান থাকে তরুবরে। তত বর্ষ রহে সেই অমর-নগরে॥
পিতৃগণ তত বর্ষ স্বর্গধামে রয়। শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়॥
জন্তুগণ বৃক্ষপত্র করয়ে ভক্ষণ। তাহাতেই যত পাপ হয় বিনাশন॥
ফলদান বিপ্রগণে যেই জন করে। রূপবান্ সেই জন হইবে সংসারে॥
ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয় সেই সাধুজন। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন॥ হেমন্ত
কালেতে যদি শয্যাদান করে। অগ্নিলোকে যায় সেই সেই পুণ্যফলে॥ হেম-
রত্ন বিভূষিত অমূল্য-ভাজন। যেই জন বিপ্রগণে করে বিতরণ॥ অপ্সরা
সহিতে সেই চড়িয়া বিমানে। আনন্দে বিহার করে জানিবেক মনে॥
রজতের পাত্র যদি বিপ্রে করে দান। গন্ধর্ব্ব-পদবী পায় সেই মতিমান্॥

উর্ব্বশী সহিতে সেই হরিষ-অন্তরে। দিবানিশি বিমানেতে বিচরণ করে॥ তাম্রপাত্র বিপ্রকরে যদি করে দান। যক্ষ-অধিপতি হয় সেই মতিমান্॥ বিবিধ রতনপূর্ণ গৃহদান দিলে। ব্রহ্মলোকে যায় সেই মনকুতূহলে॥ সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় জানিবে তাহার। সপ্ত কুল সেই ব্যক্তি করয়ে উদ্ধার॥ ব্রহ্মলোকে কোটি বর্ষ করিবা যাপন। গৃহমেধী হয়ে পুন লভয়ে জনম॥ ঔষধী বিপ্রেরে যেই করে বিতরণ। মনোরথ তার যত হয় সম্পূরণ॥ অন্ত-কালে সেই জন সোমলোকে যায়। সপত হাজার বর্ষ রহিবে তথায়॥ তার পর ধনীগৃহে লভযে জনম। মহাবুদ্ধিমান্ হয় সেই সাধুজন॥ ভূমিদান বিপ্রকরে যেই জন করে। সর্ব্বলোকে সুখী সেই জানিবে অন্তরে॥ মহা-তেজ দেহে তার হয় উৎপাদন। দিব্য দেহে বিমানেতে করে আরোহণ॥ কামরূপী হযে সেই সদত বিহরে। বহু বর্ষ থাকে সেই এ হেন প্রকারে॥ তার পর যদি ধরে পুনশ্চ জনম। ধনবান্ বুদ্ধিমান হয় সেই জন॥ গৃহীর প্রধান সেই হয় সাধুমতি। চারিদিকে রটে তার অতুল সুখ্যাতি॥ বিপ্র-করে পিণ্ডদান যেই জন করে। সোমলোকে যায় সেই সেই পুণ্যফলে॥ বিস্তৃত অমূল্য শয্যা যদি করে দান। ভার্য্যা সহ হয় তার সুরপুরে স্থান॥ স্বর্গসুখ লভে তথা সেই দুইজন। মনের বাসনা যত হয় সম্পূরণ॥ উত্তম পাত্রেতে কন্যাদান যেই করে। পিতৃলোকে যায় সেই সেই পুণ্যফলে॥ শতাযুত বর্ষ তথা পুলকেতে রয়। তার পর জন্মে আসি ধনীর আলয়॥ রূপবতী ভার্য্যা লাভ করে সেই জন। পুত্রবান হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥ বিচিত্র অপূর্ব্ব রথ যেই করে দান। গরুড়লোকেতে যায় সেই মতিমান্॥ অশ্ব গজ দাসী দান যেই জন করে। রাজা হয় সেই জন জানিবে অন্তরে॥ দ্বিজকরে ধেনুদান করে যেই জন। কূপদান করে কিম্বা যেই মহাত্মন॥ জলপূর্ণ কুম্ভ কিম্বা করে বিতরণ। ইন্দ্রলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন॥ গোদানেতে মহাপুণ্য জানিবে অন্তরে। সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় সেই পুণ্যফলে॥ অন্তকালে সেই জন সুরপুরে যায়। পরম সুখেতে থাকে যাইয়া তথায়॥ তার পর মহাকুলে লভযে জনম। মহাবল মহামনা হয় সেই জন॥ রূপবান্ বলবান্ সেই জন হয়। ধন ধান্য ধেনু পূর্ণ তাহার আলয়॥ দুগ্ধবতী ধেনু দান যেই জন করে। স্বর্ণেতে সাজায়ে শৃঙ্গ অতি সমাদরে॥ রজ-তের খুর করি করে বিতরণ। মহা সুখ পায় সেই অমর-ভবন॥ ভোগ অন্তে জাতিস্মর হইয়া জনমে। শাস্ত্রের বিধান এই কহি তব স্থানে॥ যেমন তেমন ধেনু কৈলে বিতরণ। তথাপি নরক তার হয় বিমোচন॥

যতি ব্রহ্মচারীজনে কৃষ্ণাজিন দিলে। পৃথিবীর অধিপতি হয় পুণ্যফলে ॥
যোগী ব্রহ্মচারী দ্বিজ এই সব জনে। গৃহদান দেয় যেই অতীব যতনে ॥
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুজন। জাতিস্মৃতি জন্মে তার শাস্ত্রের বচন ॥
যোগ লাভ করে সেই জানিবে অন্তরে। শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা কহিনু তোমারে ॥
বিপ্রকরে কমণ্ডলু যদি করে দান। অশ্বমেধ ফল পায় সেই মতিমান্ ॥
সেই ফলে ধর্ম্মে মতি জনমে তাহার। অন্তিমে সে জন যায় অমর-আগার ॥
ব্যাধিত দ্বিজেরে কৈলে ঔষধ অর্পণ। মহাপুণ্য হয় তার শাস্ত্রের বচন ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ যদি থাকয়ে শরীরে। অবিলম্বে নাশ পায় জানিবে অন্তরে ॥
বিশুদ্ধ বিপ্রেরে যদি দেয় স্বর্ণ দান। দশ অশ্বমেধ ফল পায় মতিমান্ ॥
অধিক বলিব কিবা তোমার সদন। এই যে দানের কথা করিনু কীর্ত্তন ॥
সমস্ত এ সব দান যেই জন করে। একছত্র রাজা হয় জানিবে অন্তরে ॥
কি বলিব তব পাশে ওগো ভগবতি। যেই জন পড়ে ইহা করিয়া ভকতি ॥
অথবা শ্রবণ করে হয়ে একমন। স্বর্গধামে যায় সেই শাস্ত্রের বচন ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

দান এবং প্রাজাপত্য ও শান্তপনাদির ফল

ঈশ্বর উবাচ।

একভক্তেন যো দেবি মাসং মার্গশিরঃ ক্ষপেৎ।
স তেন কর্ম্মণা দেবি ভজতে মাঞ্চ নিত্যশঃ ॥

সনতকুমার কহে যত ঋষিগণে। শুন শুন তার পর কহি সবাস্থানে ॥
দেবীরে সম্বোধি পুন কহে পশুপতি। শুন শুন তার পর ওগো ভগবতি ॥
মার্গশীর্ষে একাহারে রহে যেই জন। আমারে সে জন পায় স্বরূপ বচন ॥
মাঘমাসে একাহারী হইয়া থাকিলে। রূপবতী নারী পায় সেই পুণ্যফলে ॥
ফাল্গুনেতে অই ফল জানিবে অন্তরে। চৈত্রমাসে যেই জন রহে একাহারে ॥
ধনধান্যবান্ হয় সেই সাধু জন। রূপবান্ হয় সেই শাস্ত্রের বচন ॥
বৈশাখেতে একাহারী হইয়া থাকিলে। মান্য করে সবে তারে এই ভূমণ্ডলে ॥
ধনধান্য যুক্ত হয় তাহার আগার। অন্তিমে সে জন যায় অমর-আগার ॥
জ্যেষ্ঠা মূলা দু নক্ষত্রে যেই সাধুজন। একাহার করি করে দিবস যাপন ॥
জন্মান্তরে জ্যেষ্ঠপুত্র হয় সেই জন। সুখভোগ করে সেই শাস্ত্রের বচন ॥

আষাঢ়েতে একভক্ত হইয়া থাকিলে। মহামান্য হয় সেই রাজার গোচরে॥
শ্রাবণেতে একাহার করে যেই জন। সেনাধ্যক্ষ হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥
মহা বল হয় তার জানিবে শরীরে। কারো পাশে সেই জন কভু নাহি হারে॥
আশ্বিনেতে একাহার করে যেই জন। অগ্নিলোকে যায় সেই ত্যজিয়া জীবন॥
কার্ত্তিকমাসেতে যদি একাহারে রয়। বিমানে চড়িয়া যায় অমর-আলয়॥
সম্বৎসর একাহার করিয়া থাকিলে। মহীপতি হয় সেই সেই পুণ্যফলে॥
যাবত জীবন যেই অনাহারে রয়। নির্ব্বাণ মুকতি তার জানিবে নিশ্চয়॥
মাসে মাসে অহোরাত্র কৈলে অনাহার। ধার্ম্মিক প্রধান হয় সেই গুণাধার॥
কিবা শুক্ল কিবা কৃষ্ণ উভয় পক্ষেতে। চতুর্দ্দশী দিনে কিম্বা অষ্টমী তিথিতে
অহোরাত্র অনাহারে রহে যেই জন। সর্ব্বপাপশূন্য হয় সেই মহাত্মন॥
যমালয় তারে নাহি দেখিবারে হয়। কভু নাহি দেখে সেই দারুণ নিরয়॥
মাসে মাসে তিন দিন উপবাসী হলে। কুবের লোকেতে যায় সেই পুণ্যফলে
মহাসুখে সেই স্থানে করে নিবসতি। দেবলোকে রটে তার অতুল সুখ্যাতি॥
তিন দিন উপবাস করি যেই জন। চতুর্থ দিনেতে করে বিহিত ভোজন॥
পুনরায় তিন দিন করি অনাহার। ঐ রূপ চতুর্থ দিনে করয়ে আহার॥
পর্য্যায়ক্রমেতে যেই এইরূপ করে। গন্ধর্ব্ব পদবী পায় জানিবে অন্তরে॥
ইন্দ্র সম মহাসুখে থাকে সেই জন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
ঐরূপ পঞ্চম দিনে করিলে আহার। বায়ুলোক লাভ করে সেই গুণাধার॥
অইরূপে ষষ্ঠ দিনে করিলে ভোজন। বারুণ লোকেতে যায় সেই মহাত্মন॥
আপদ তাহারে নাহি ঘেরিবারে পারে। কহিলাম শাস্ত্রকথা তোমার গোচরে
ঐরূপ সপ্তমদিনে করিলে ভোজন। সূর্য্যসম তেজ সেই করয়ে ধারণ॥
সকলের প্রিয় হয় সেই মহামতি। দশদিকে রটে তার অতুল সুখ্যাতি॥
দশভার্য্যা হয় তার শাস্ত্রের বচন। অকালে মরণ তার না হয় কখন॥
একাদশ দিনে যেই করয়ে ভোজন। একাদশীফল পায় সেই মহাত্মন॥
রুদ্র সম হয় সেই জানিবে অন্তরে। শাস্ত্রের বচন এই কহিনু তোমারে॥
রুদ্রলোকে সেই জন অন্তকালে যায়। অষ্ট শত দিব্য বর্ষ থাকয়ে তথায়॥
তার পর বিপ্রকুলে লভয়ে জনম। শাস্ত্রের প্রমাণ মিথ্যা নহে কদাচন॥
দ্বাদশ দিবসে যেই করয়ে আহার। অন্তকালে যায় সেই ইন্দ্রের আগার॥
সেই স্থানে বহুকাল সুখভোগ করি। জনম লভয়ে গিয়া মানবের পুরী॥
রাজমন্ত্রী হয় সেই সংসার মাঝারে। ধনবান্ বিদ্যাবান্ জানিবে অন্তরে॥
ত্রয়োদশ দিনে যেই করয়ে ভোজন। ভৃগুলোকে অন্তকালে সে করে গমন॥

দিব্য ভোগে বহু কাল করিয়া বিহার। তার পর জন্ম লভে মানব-আগার ॥
ধনধান্যসমাযুক্ত হয় সেই জন। মহাবংশে হয় তার জানিবে জনম ॥
চতুর্দ্দশ দিবসেতে করিলে আহার। নৈমিষ লোকেতে যায় সেই গুণাধার ॥
একমাস অনাহারে থাকি যেই জন। তার পর শুদ্ধভাবে করয়ে ভোজন ॥
জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ সেই জন হয়। বিমানে চড়িয়া সেই মনসুখে রয় ॥
অপ্সরা সহিতে থাকে হরিষ অন্তরে। দেবগণ তারে স্তব নিরন্তর করে ॥
অগ্নি হতে দিব্য তেজ সে করে ধারণ। গণপতি সম হয় সেই সাধু জন ॥
এত বলি মহেশ্বর পার্ব্বতী সতীরে। পুনশ্চ সম্বোধি কহে সুমধুর স্বরে ॥
উপবাসভেদফল করিনু কীর্ত্তন। ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ শুনহ এখন ॥
স্নান করি শুদ্ধভাবে সমাহিত হয়ে। তিনরাত্রি উপবাস বিধানে করিয়ে ॥
যথাবিধি অগ্নিহোম করিয়া সাধন। হৃদি হতে দম্ভ রোষ করিয়া বর্জ্জন ॥
সত্যবাদী ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যতনে। গায়ত্রী করিবে জপ পুলকিত মনে ॥
গণপতি পূজা পরে করিয়া সাধন। মম লিঙ্গ যথাবিধি করিবে পূজন ॥
রাত্রিকালে কুশাসনে শয়ন করিবে। নারী শূদ্র বিবর্জ্জন করিতে হইবে ॥
মাৎসর্য্য অন্তরে নাহি রাখিবে কখন। বিপ্রগণে ভক্তিভরে করি নিমন্ত্রণ ॥
এক শত অষ্ট বিপ্রে ভোজন করাবে। সক্ষমে সহস্র বিপ্রে খাদ্য দান দিবে ॥
হবিষ্য ভোজন কিন্তু করাবে সুজন। স্বর্ণপাত্র প্রত্যেকেরে করিবে অর্পণ ॥
এইরূপ যেই জন করে আচরণ। তাহার পুণ্যের কথা কে করে বর্ণন ॥
কথন তাহার ফল বলা নাহি যায়। সে জন দুর্ল্লভ অতি জানিবে ধরায় ॥
নীলবর্ণ বৃষ যেই করি আনয়ন। বিধানে উৎসর্গ করি করে বিতরণ ॥
অথবা তাহার মূল্য দ্বিজে দান করে। পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে ॥
তার পিতৃগণ যত গুণের আধার। সে জন মহাত্মা অতি সংসার মাঝার ॥
যত রোম বিদ্যমান বৃষের শরীরে। সহস্র বরষ তত রহে সুরপুরে ॥
তিলপাত্র বিপ্রে দান করে যেই জন। অমাবস্যা তিথি কিন্তু হবে সেই ক্ষণ ॥
সোমলোকে সেই জন মহাসুখে যায়। মহাসুখ লাভ করে যাইয়া তথায় ॥
পরিত্রাণ লাভ করে তার পিতৃগণ। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
চান্দ্রায়ণ ব্রত করে যেই মহামতি। অন্তকালে হয় তার সোমলোকে গতি ॥
সোমের সদৃশ হয় সেই সাধুজন। মহাসুখে তথা গিয়া করয়ে যাপন ॥
প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান যেই জন করে। প্রজাপতি সম হয় এ ভবসংসারে ॥
প্রজাপতি লোকে যায় সেই সাধুজন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥
কৃচ্ছ্র শান্তপন ব্রত যেই জন করে। অগ্নিলোকে যায় সেই জানিবে অন্তরে ॥

মহাশান্তপন যদি করে কোন জন। সর্ব্বজন্তু লভি যায় ব্রহ্মার সদন॥ তুলাপুরুষক করে যেই মহামতি। সর্ব্বপাপে সেই জন লভয়ে মুকতি॥ স্বর্গলোকে সবে তারে করয়ে পূজন। স্বচ্ছন্দে বিহার করে সেই মহাত্মন॥ কষ্টকর ধর্ম্মকর্ম্ম করে যেই জন। মনোরথ সব তার হয় সম্পূরণ॥ কৃচ্ছ্র ব্রত যদি করে একান্ত অন্তরে। সিদ্ধ হয় সেই জন ঈশ্বরের বরে॥ দুগ্ধমাত্র যেই জন করিযা ভোজন। একবর্ষ নিরন্তর করয়ে যাপন॥ অথবা যাবক অন্ন গোমূত্র মিশায়ে। বর্ষাবধি খায় যেই একান্ত-হৃদয়ে॥ শিবের উপরে ভক্তি রাখে নিরন্তর। লবণ ত্যজিয়া থাকে যেই সাধুনর॥ অশ্বমেধফল পায় সেই মহামতি। অন্তকালে হয় তার ব্রহ্মলোকে গতি॥ মোচন লভয়ে সেই যতেক বন্ধনে। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় জানিবেক মনে॥ রক্তবর্ণ বিমানেতে করি আরোহণ। ব্রহ্ম সম নিরন্তর করয়ে ভ্রমণ॥ দানবিধি যাহা যাহা করিনু কীর্ত্তন। যথাবিধি মন্ত্র পড়ি করিবে অর্পণ॥ শূদ্রগণ কিন্তু মন্ত্র কভু না পড়িবে। অমন্ত্রক শূদ্রগণ অন্তরে জানিবে॥ কিন্তু এক কথা বলি শুনগো পার্ব্বতি। যত কিছু কার্য্য বল নারীজাতি প্রতি॥ কিছুই কিছুই নহে জানিবে অন্তরে। একমাত্র সার পতি এভবসংসারে॥ নারীর দেবতা পতি একমাত্র হয়। পতিসেবা মহাধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়॥ পতিসেবাফলে যাহা হয উপার্জ্জন। কোন ধর্ম্মে ফল কভু না হয় তেমন॥ দানবিধি ধর্ম্মবিধি ব্রতবিধি আর। কীর্ত্তন করিনু এই সার হতে সার॥ ধর্ম্মকর্ম্মে মতি যার রহে নিরন্তর। তাহার অসাধ্য কিবা ভুবন ভিতর॥ তাহার সমান কেহ নাহিক ভুবনে। সদা ভয় করে তারে যত দেবগণে॥ অতএব ধর্ম্মপথে সদা রাখ মন। মনের বাসনা হবে অবশ্য পূরণ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

শিবশিরে চন্দ্রোৎপত্তি।

পার্ব্বতী উবাচ।

একঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং ভুবনেশ্বর।
ধার্য্যতেসৌ কলা চান্দ্রী কথমেব ত্বয়া প্রভো।
কারণঞ্চৈব দেবেশ মম বক্তুমিহার্হসি॥

পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে দেবী ভগবতী। নিবেদন মম প্রভু শুন পশুপতি॥ শুনিলাম নানাকথা তোমার বদনে। যত শুনি তত ইচ্ছা পুনশ্চ শ্রবণে॥

রহস্য আছয়ে এক শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
নিরন্তর চন্দ্রকলা- ধর শিরোপরে। ইহার কারণ কিবা বলহ আমারে॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নীলকণ্ঠ মিষ্টভাষে কহেন তখন॥
বাহুপাশে পার্ব্বতীরে আলিঙ্গন করি। কহিলেন মৃদুভাষে দেব ত্রিপুরারি॥
তুমি মম প্রাণপ্রিয়ে ওগো সুলোচনে। এক অঙ্গ দুই জনে জানিবেক মনে॥
তপস্যা ছাড়িয়া যথা তাপস না রয়। তুমি আমি সেইরূপ জানিবে নিশ্চয়॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি না রহি কখন। তুমিই পরাণ মম তুমিই জীবন॥
যাহা হোক শুন শুন কহিব তোমারে। জিজ্ঞাসা করিলে যাহা আমার গোচরে॥ একদা তোমার সহ অতি পূর্ব্বকালে। বিচ্ছেদ হইয়া ছিল ভাবহ অন্তরে॥ পরম নির্ব্বেদ আমি লভিনু তাহায়। ভ্রমণ করিয়া ফিরি যথায় তথায়॥ কখন গৃহেতে থাকি কখন পুলিনে। তীর্থে তীর্থে ঘুরি কভু নানা স্থানে স্থানে॥ কভু থাকি গিরিপরে বৃক্ষের উপর। কভু বা আশ্রয় হয় বিস্তৃত প্রান্তর॥ যেখানে যেখানে বৃক্ষে করি অবস্থান। সেই সেই বৃক্ষ সব হয় দহ্যমান॥ মম তপ-অনলেতে হইয়া দহন। গিরি বৃক্ষ আদি করি হয় নিপতন॥ মম তেজে গিরিশৃঙ্গ দগ্ধীভূত হয়। ত্রিলোক হেরিয়া তাহা অতীব বিস্ময়॥ হীনতেজা দিনমণি হলেন তখন। অম্বর মলিন হলো বিষণ্ণ ভুবন॥
তাহা দেখি দেবগণ মিলিয়া সকলে। উপনীত হন আসি অমর-নগরে॥
উপনীত হলে সবে নন্দন কানন। ব্রহ্মারে দেবেন্দ্র কহে করি সম্বোধন॥
কারণ কিবা কহ ভগবন্। তেজোহীন হই মোরা কিসের কারণ॥
অভয় প্রদান কর তুমি মহামতি। আমাদের প্রভু তুমি অগতির গতি॥
জলদগম্ভীর রবে দেবের রাজন। ব্রহ্মারে এতেক বলি মৌনভাবে রন॥
তাঁহার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পিতামহ ধীরে ধীরে কহেন তখন॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা ওহে শচীপতি। বলিতেছি সেই কথা কর অবগতি॥
শিবের প্রভাবে দগ্ধ হতেছে ভুবন। জগত মলিন দেখি ইহার কারণ॥
উপায় বিধান এবে করহ সকলে। যাহে শিব সৌম্যভাব অবিলম্বে ধরে॥
ইন্দ্র কহে কি বলিব অধিক বচন। স্থির করিবারে কিছু না হই সক্ষম॥
অগতির গতি তুমি প্রভু মহোদয়। তোমার প্রভাবে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়॥
বিবেচনা কর তুমি আপন অন্তরে। যাহে মোরা রক্ষা পাই এভব-সংসারে॥
দেখ দেখ যত সৃষ্টি হতেছে দহন। নিস্তেজ হইল সূর্য্য কর দরশন॥
অম্বর মলিন হের আপন নয়নে। তারকা নিস্তেজ দেখ সবা বিদ্যমানে॥
এতেক বচন শুনি কমল-আসন। ক্ষণকাল অধোমুখে মৌনভাবে রন॥

তার পর মধুস্বরে দেবের রাজনে। কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে ॥
শিবতেজ নিবারিতে পারে কোন্ জন। হেন জন ত্রিভুবনে না করি দর্শন ॥
অন্য কেহ হরতেজ নিবারিতে নারে। অতএব বলি শুন বিবেচি অন্তরে ॥
যাহাতে বিশ্বের হিত হয় সম্পাদন। অবশ্য করিব তাহা দেবের রাজন ॥
চন্দ্রকে লইয়া চল করিব গমন। তাহা হলে হরতেজ হবে নিবারণ ॥
ভার্য্যার বিরহে সেই দেব পশুপতি। প্রদীপ্ত অনল সম হইয়াছে অতি ॥
সেই তেজে বিশ্বসৃষ্টি হতেছে দহন। চন্দ্র হতে হতে পারে তাহা নিবারণ ॥
তাঁহার ললাটে ইন্দু স্থাপন করিলে। নিবারিত হবে তেজ অতি অবহেলে ॥
আমাদের মনোবাঞ্ছা হবে সুসাধন। অধিকন্তু তুষ্ট হবে দেব পঞ্চানন ॥
চন্দ্রের প্রভাব তাহে রটিবে ধরায়। এত বলি পিতামহ মৌনভাবে রয় ॥
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে আনন্দিত যত দেবগণ ॥
চন্দ্রকে লইয়া সবে মনকুতূহলে। উপনীত হয় আসি আমার গোচরে ॥
অমৃত পূরিত কুম্ভ সঙ্গেতে সবার। তার মধ্যে ইন্দুদেব গুণের আধার ॥
আমার নিকটে আসি যত দেবগণ। বিনয়-বচনে কহে ওহে পঞ্চানন ॥
পীড়িত হইয়া মোরা এসেছি সকলে। পরিত্রাণ কর প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে ॥
তোমার তেজেতে প্রভু জগৎ সংসার। দগ্ধীভূত হয়ে দেখ হয় ছারখার ॥
অতএব কৃপা কর সবার উপরে। গ্রহণ করহ প্রভু চন্দ্রমা দেবেরে ॥ অমৃত
পূরিত কুম্ভ কর দরশন। পান কর ইহা প্রভু এই নিবেদন ॥ দেবতাগণের
স্তব শুনিয়া শ্রবণে। আনন্দিত হই আমি নিজ মনে মনে ॥ অঙ্গুলী দ্বারায়
সুধা করিতে গ্রহণ। কুম্ভমধ্যে হস্ত দিই করহ শ্রবণ ॥ নখাঘাতে অর্দ্ধচন্দ্র
আসিল হাতেতে। সেই চন্দ্র রাখি আমি নিজ ললাটেতে ॥ অমনি
আমার তেজ হয় নিবারণ। বিষরূপে করে তেজ কণ্ঠেতে গমন ॥ সেই
হেতু নীলকণ্ঠ নাম যে আমার। কহিলাম গূঢ় কথা নিকটে তোমার ॥ যেরূপে
আমার শিরে রহে শশধর। বলিলাম সেই কথা তোমার গোচর ॥ এক-
মনে যেই ইহা করয়ে শ্রবণ। গাণপত্য লভে সেই আমার বচন ॥ কলি পাপ
তারে নাহি ঘেরিবারে পারে। মহাপুণ্য হয় তার জানিবে অন্তরে ॥

ত্রিসপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

বিভূতিকীর্ত্তন প্রসঙ্গে পর্ণাদ ঋষির উপাখ্যান।

শ্রীশিব উবাচ।

অদ্রিজে চন্দ্রবদনে চারুপঙ্কজবাসিনি।
শৃণু দেবি যথা ভূতিবিলেপনমভূন্মম ॥

সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। পার্ব্বতী পুনশ্চ কহে ওহে পঞ্চানন ॥
কিরূপে বিভূতি হৈল তোমার শরীরে। কেন বা ধরিছ ইহা বলহ আমারে ॥
এত শুনি মিষ্টভাষে দেব পঞ্চানন। কহিলেন পার্ব্বতীরে করি সম্বোধন ॥
শুনহ অদ্রিজে চারুপঙ্কজবাসিনি। ভূতিবিলেপনকথা বলিব এখনি ॥
বিভূতি যেরূপে হয় আমার ভূষণ। সেই কথা শুন প্রিয়ে করিব বর্ণন ॥
পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশে বৈদর্ভ নামেতে। ব্রাহ্মণ আছিল এক জানিবেক চিতে ॥
নিয়ম করিয়া সেই সুতপা ব্রাহ্মণ। ঘোরতর তপশ্চর্য্যা করে আচরণ ॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা করে সেই মহামতি। হেমন্তেতে জলাশয়ে করে অবস্থিতি ॥
বর্ষাকালে শূন্যস্থানে করে অবস্থান। অনিল আহার করি সেই মতিমান ॥
এক দুই তিন করি ক্রমে দিন যায়। প্রথমতঃ মিতাহার করিয়া কাটায় ॥
[illegible] তার পর করযে ভক্ষণ। আশ্চর্য্য শুনহ দেবি করিব বর্ণন ॥
[illegible] গজ সিংহ আদি করি। যত সব জীব জন্তু আশ্রম-ভিতরি ॥
[illegible] করি আহরণ। ফল মূল আনি দেয় বিপ্রের কারণ ॥
[illegible] কার্য্য করে তাহারা সকলে। এইরূপ ঘটে শুদ্ধ তপস্যার বলে ॥
[illegible] জন্তুরা তৃণ করয়ে ভক্ষণ। মাংসাশী আরণ্য আর যত জন্তুগণ ॥
[illegible] বৈর পরিহরি তাহারা সকলে। সখ্যভাবে আশ্রমেতে বিচরণ করে ॥
[illegible] তেজেতে দীপ্ত সেই ঋষিবর। জ্বলন্ত অনল সম জ্বলে কলেবর ॥
[illegible] কালেতে রবি প্রজ্বলে যেমন। তাহার তেজেতে দহে এতিন ভুবন ॥
[illegible] বিপ্রতেজে ব্রহ্মর্ষি সকলে। দিবানিশি দগ্ধীভূত জানিবে অন্তরে ॥
[illegible] যত দ্রব্য আদি করিয়া বর্জ্জন। পর্ণপাত্র সেই বিপ্র করয়ে ভক্ষণ ॥
[illegible] পর্ণাদ নাম রটিল তাহার। এইরূপে তপ করে গুণের আধার ॥
[illegible] কিছু দিন করয়ে ভোজন। পক্ক পর্ণ খেয়ে পরে করয়ে যাপন ॥

ক্রমে পর্ণ পরিত্যাগ করি বিপ্রবর। বায়ুমাত্র খেয়ে শুষ্ক করে কলেবর॥ এইরূপে বহুকাল সমতীত হয়। মম চিন্তা করে সদা তাহার হৃদয়॥ আমার স্বরূপ চিন্তা করে সেই জন। মম রূপ হৃদি মাঝে স্মরে অনুক্ষণ॥ এই হেতু সুপবিত্র হইল হৃদয়। কল্মষ-বিহীন হয় সেই মহোদয়॥ দুশ্চর তপস্যা তার করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট হই আমি পঞ্চানন॥ যোগাগ্নিতে শুষ্ক বপু সেই বিপ্রবর। একদা পতিত হয় ধরণী উপর॥ তাহা দেখি আমি তথা হয়ে উপস্থিত। তুলিলাম করে ধরি অতীব ত্বরিত॥ জিজ্ঞাসা করিনু তারে শুন বরাননে। এরূপ বিকার তব কিসের কারণে॥ কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন। যা চাহিবে দিব তাহা কহিনু বচন॥ আমার এতেক বাক্য শুনি বিপ্রবর। বিনয়-বচনে মোরে করিল উত্তর॥ শুন শুন ওগো প্রভু মম নিবেদন। পাদপদ্মে দেহ স্থান এই আকিঞ্চন॥ ভববন্ধে পুনঃ যাহে বন্দী নাহি হই। তাহার উপায় কর তুমি গো গোঁসাই॥ বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। উত্তর করিনু আমি করি সম্বোধন॥ এ বাঞ্ছা এখন ত্যাগ কর বিপ্রবর। কালেতে হইবে তব বাসনা সফল॥ এত বলি বিপ্রে ত্যাগ করিয়া তখনি। আপন আলয়ে যাই শুনগো ভবানি॥ এদিকেতে বিপ্রবর নিজ মনে মনে। বিবেচনা করে যাহা শুন বরাননে॥ "কীর্ত্তি যশ ধরাতলে করিব স্থাপন।" এইরূপ চিন্তা করি দ্বিজের নন্দন॥ যোগাশ্রয় করি বিপ্র বসে তার পর। নিশ্চল নিস্পন্দ করে নিজ কলেবর॥ আমার স্বরূপ মনে করিয়া স্মরণ। ষটচক্র ভেদ করে সেই নরোত্তম॥ অকস্মাৎ যোগতেজ উদিয়া শরীরে। দেখিতে দেখিতে তারে ভস্মীভূত করে॥ সুবিমল অন্তরাত্মা জানিবে তাহার। মম পদে প্রবেশিল কহিলাম সার॥ যখন তাহার দেহ ভস্মসাৎ হয়। তখন অপূর্ব্ব ভস্ম হইল উদয়॥ সেই ভস্ম আমি দেবি করি দরশন। মনে মনে এইরূপ করিনু চিন্তন॥ আহা কি অপূর্ব্ব ভস্ম দরশন করি। মনের মালিন্য যায় ইহারে নেহারি॥ ক্ষীর ধারা সম প্রভা নেহারি ইহার। দর্শন করিলে হয় আনন্দ সঞ্চার॥ ঘনধারা শোভে যথা অম্বর-উপরে। শোভিতেছে ভস্মধারা তদ্রূপ ভূতলে॥ এত বলি সেই ভস্ম করিয়া গ্রহণ। আপন অঙ্গেতে আমি করিনু লেপন॥ ভক্তের শরীরভস্ম হরিষে লইয়ে। সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি লেপিনু হৃদয়ে॥ সে বিভূতি ধরি আমি আপন শরীরে। অপূর্ব্ব শোভিনু প্রিয়ে কি বলি তোমারে॥ ভূতিস্নান করি আমি আনন্দে মগন। হেন কালে শুন দেবি অদ্ভুত গঠন॥ দিব্য দেহ ধরি সেই বিপ্রের কুমার। আবির্ভূত অকস্মাৎ সম্মুখে আমার॥

প্রণাম করিয়া মম চরণ উপর। নানামতে স্তব করে সেই বিপ্রবর॥ আমার পরম রূপ দেখাই তাহারে। পুলকে পুরিল বিপ্র মজিল অন্তরে॥ আমার চরণে পরে করিয়া বন্দন। নানামতে মোর স্তব করিল তখন॥ ব্রহ্মরূপী তুমি প্রভু তোমা নমস্কার। মহাদেব শূলপাণি ওহে গুণাধার॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণু আদি যত দেবগণ। সকলে তোমার পূজা করে অনুক্ষণ॥ পর-ব্রহ্ম তুমি দেব তোমারে প্রণমি। ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ তুমি শূলপাণি॥ উৎপত্তি-বিকারহীন তুমি মহাত্মন্। দুঃখশোকহারী প্রভু ফলের কারণ॥ বিপ্রের এতেক স্তব শুনিয়া শ্রবণে। কহিলাম শুন বিপ্র কহি তব স্থানে॥ তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইয়াছি আমি। বিশুদ্ধ-অন্তর তব জিতেন্দ্রিয় তুমি॥ অতি প্রিয়তম তুমি হইলে আমার। গণাধিপ হবে তুমি কহিলাম সার॥ আমার বচনে সেই বিপ্রের নন্দন। গণাধিপ হয়ে রহে কৈলাসভবন॥ পরম আনন্দে তথা করে অবস্থিতি। কহিলাম তব পাশে ওগো ভগবতী॥ যেরূপে সুগন্ধী ভূতি জন্মে সুলোচনে। অঙ্গেতে যেরূপে ধরি পুলাক-চয়নে॥ সেই সব তব পাশে করিনু কীর্ত্তন। পরম পবিত্র কথা অতি অনুত্তম॥ প্রয়াগে পুষ্করে পায় যেই পুণ্যফল। ভূতিস্নানে হয় দোষ সে ফল সকল॥ প্রভাসেতে যেই ফল লভে নরগণ। বিভূতি স্নানেতে হয় তাহা উপার্জ্জন॥ ভৃগুতুঙ্গতীর্থে কিম্বা শ্রীগৌরীশিখরে। যেই পুণ্য পায় নর কিম্বা আদি করে॥ ভূতিস্নানে সেই ফল অবশ্যই হয়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু নিশ্চয়॥ সাগরে মহেন্দ্র শৈলে গেলে যেই ফল। অপত্য জন্মিলে পুণ্য হয় যে সকল॥ ভূতিস্নানে সেই পুণ্য পায় নরগণ। সত্য সত্য ওগো প্রিয়ে আমার বচন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র অগ্নি বরুণ শমন। ভূতি স্নান যদি কেহ করে আচরণ॥ সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে জানিবে অন্তরে। কহিলাম সার কথা তোমার গোচরে॥ আদিত্য মরুৎ বসু রুদ্র আদি বরি। অশ্বিনীকুমার কিম্বা ওগো সুরেশ্বরি॥ যেই কেহ ভূতিস্নান করে আচরণ। দেবদেব-অধিপতি হয় সেই জন॥ গন্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ তপোধনগণ। যদ্যপি বিভূতিস্নান করে আচরণ॥ তাহার প্রভাবে সিদ্ধি লভিবারে পারে। কহিলাম সার কথা তোমার গোচরে॥ ভক্তিভরে ভূতিস্নান করে যেই জন। যক্ষ-রক্ষভয় তার না রহে-কখন॥ পিশাচ হইতে ভয় কভু নাহি হয়। মম তুল্য হয় সেই নাহিক সংশয়॥ মম অনুচর হয়ে রহে সেই জন। প্রমথগণের সহ করে বিচরণ॥ সর্ব্ব তীর্থ-অবগাহে যেই ফল হয়। তদপেক্ষা ভূতিস্নানে অধিক নিশ্চয়॥ ভূতি-স্নান সম কিছু নাহিক সংসারে। ভূতি সম নাহি শান্তি জানিবে অন্তরে॥

উহার সমান তপ আর কিছু নাই। নিগূঢ় তত্ত্বের কথা কহি তব ঠাঁই॥ বিভুতি অঙ্গেতে যেই করে বিলেপন। যমভয় নাহি তার থাকে কদাচন॥ হিংসকেরা তারে নাহি হিংসিবারে পারে। পিশাচাদি তারে হেরে চলি যায় দূরে॥ যেরূপে পর্ণাদ হতে ভূতির জনম। তোমার নিকটে দেবি করিনু কীর্ত্তন॥ অমর-সেবিতা ভূতি জানিবে অন্তরে। অমৃতবচন দেবি কহিনু তোমারে॥ পরম পবিত্র কথা করিলে শ্রবণ। বিমোচন হয় তার ভবের বন্ধন॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেবের অষ্টনামের ব্যুৎপত্তি ও লিঙ্গার্চ্চনের ফল।

শ্রীশিব উবাচ।

মাঞ্চ সর পাণিনা স্পৃষ্ট্বা লোকেশঃ প্রাহ সত্বরং।
যস্মাচ্চ রুদ্যতেঽত্যর্থং রুদ্রস্তে নাম পুত্রক॥

সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী পুনঃ ওহে পঞ্চানন॥ জগতের কর্ত্তা তুমি ওহে পশুপতি। শ্মশানে মশানে সদা কর অবস্থিতি॥ ভস্মাস্থি-ভূষিত স্থান যথা যথা হয়। তথায় তথায় তুমি ভ্রমহ নিশ্চয়॥ সিদ্ধচারণেরা থাকে যেই যেই স্থানে। ভ্রমণ করহ তুমি তাদৃশ শ্মশানে॥ প্রেতভূত-সমাকীর্ণ যেই যেই স্থান। তথায় তথায় তুমি কর অবস্থান॥ বায়স উলূকে সদা যেখানে বেড়ায়। শিবারব কর্ণে যথা সদা শুনা যায়॥ কেশজাল সুবিস্তৃত যেখানে যেখানে। সদা তুমি থাক প্রভু সেখানে সেখানে॥ রাক্ষসগণেরা যথা করে বিচরণ। খট্টাপাটকাদি যথা হয় দরশন॥ বীভৎস রসের যথা সতত উদয়। সদা তথা থাক তুমি ওহে মহোদয়॥ কালসম দুরাসদ যেই যেই স্থান। তথায় তথায় তুমি কর অবস্থান॥ তব নাম মহাদেব জগত সংসারে। কিরূপে হইল নাম বলহ আমারে॥ কত নাম আছে তব ওগো পঞ্চানন। প্রধান তাহার কিবা করহ বর্ণন॥ এই সব শুনিবারে কৌতূহলবতী। অতএব বল বল ওহে পশুপতি॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাসিতে হাসিতে কহে দেব পঞ্চানন॥ শুন শুন ওগো দেবি বলিব তোমারে। অতিগুহ্য মহাগুহ্য জানিবে অন্তরে॥ তুমি মম অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রাণের ঈশ্বরী। তব কাছে অবক্তব্য কি আছে সুন্দরী॥ আমি আর কাল দোঁহে জন্মিনু যখন। ঈশ্বর হইতে দেবি শুনহ তখন॥ পুরাণ অব্যয়

সেই অনাদি ঈশ্বর। আমার দিকেতে চাহি রহে নিরন্তর॥ যখন শুনহ দেবি লভিনু জনম। তখন সতত করেছিলাম রোদন॥ কান্দিতে কান্দিতে আমি কহিনু তাঁহায়। কি করিব তাহা প্রভু বলহ আমায়॥ কিসের কারণে মম হইল জনম। প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ এখন॥ কিবা নাম মোর তাহা বলহ আমারে। এই নিবেদন প্রভু করি গো তোমারে॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কর দ্বারা মম অঙ্গ করিয়া স্পর্শন॥ বলিলেন শুন শুন ওহে মহামতি। স্থির হয়ে মম বাক্য কর অবগতি॥ জনমিয়া অবিরত করিছ রোদন। এই হেতু রুদ্র নাম করিলে ধারণ॥ আরো তব অন্য নাম শুন তোমা বলি। মহাদেব দিনু নাম অন্তরে বিচারি॥ সকল বিষয়-বেত্তা এই সে কারণ। মহাদেব এই নাম করিনু অর্পণ॥ আরো এক কথা বলি শুনহ শ্রবণে। বিশ্ব বিদ্রাবিত হবে তোমার সদনে॥ এই হেতু রুদ্র নাম হইল তোমার। মহাকাল নাম মোরে দিল গুণাধার॥ সকল সংহার আমি কালরূপে করি। এই হেতু অই নাম হইল সুন্দরি॥ আমা হতে এই বিশ্ব হয়েছে সৃজন। আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে সর্ব্বক্ষণ॥ এই হেতু সর্ব্ব নাম হইল আমার। কহিলাম গূঢ় কথা নিকটে তোমার॥ করিতে সক্ষম আমি বিশ্বের রক্ষণ। আত্মারে উদ্ভব করি এই সে কারণ॥ ভব নাম হলো মম জানিবে অম্বিকে। কহিলাম গূঢ় কথা তোমার সম্মুখে॥ দেব দৈত্য আদি করি যেই কোন জন। মম তেজ নিবারিতে না পারে কখন॥ আমার ধর্ষণে যোগ্য কেহ নাহি হয়। এই হেতু উগ্র নাম ধরিনু নিশ্চয়॥ সহস্র হতেও মহা আমি মাত্র হই। জগতের অধীশ্বর কহি তব ঠাঁই॥ এ হেতু মহেশ নাম হইল আমার। কহিলাম তব পাশে করিয়া বিস্তার॥ ঈশ্বরের হই আমি জানিবে ঈশ্বর। কর্ত্তা হর্ত্তা সর্ব্বগন্তা জগত ভিতর॥ এ হেতু পরমেশ্বর হলো মম নাম। নিগূঢ় বৃত্তান্ত এই কহি তব স্থান॥ মম অষ্ট নাম এই করিনু কীর্ত্তন। যেই জন এই নামে করয়ে পূজন॥ ত্রিদশ-বন্দিত হয় সেই মহামতি। কহিলাম তব পাশে নিগূঢ় ভারতী॥ মম অষ্ট নাম যেই করয়ে ধারণ। শাশ্বতী পদবী পায় সেই মহাত্মন্॥ গাণপত্য লভে সেই নাহিক সংশয়। কহিলাম তব পাশে জানিবে নিশ্চয়॥ আমার মহিমা বল কে জানিতে পারে। একমাত্র জান তুমি এ ভব সংসারে॥ তোমার সমান নারী নাহি কোন জন। পুরুষ আমার সম নাহিক কখন॥ পুণ্য-ক্ষেত্র যেই স্থান ধরণী-মাঝারে। মনোরম সিদ্ধক্ষেত্র ভারত-ভিতরে॥ যথায় যথায় দেবি বিরাজে শ্মশান। তথায় তথায় আমি করি অবস্থান॥

এতেক বচন শুনি দেবী ভগবতী। কহিলেন শুন শুন ওগো পশুপতি ॥
লিঙ্গোপরি তব পূজা করে যেই জন। কি ফল লভয়ে সেই কহ মহাত্মন্ ॥
নৃত্য গীতে তব পূজা যেই জন করে। নমস্কার করে তোমা একান্ত অন্তরে ॥
ঘৃত দ্বারা দধি দ্বারা ক্ষীর দ্বারা আর। তোমারে যেজন পূজে ওহে গুণাধার ॥
গোময়েতে তব গৃহ করয়ে মার্জ্জন। ঘৃতদীপ তৈল দীপ করয়ে অর্পণ ॥
নানাবিধ মাল্য আর দিয়া উপহার। যে জন তোমারে পূজে ওহে গুণাধার॥
কি ফল লভয়ে তারা কহ ত্রিলোচন। এই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন ॥
পর্য্যুষিত মাল্য যদি অর্পয়ে তোমারে। কিবা ফল ঘটে তাহে বলহ আমারে॥
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাসিতে হাসিতে কহে দেব পঞ্চানন ॥
শুন শুন গিরিসুতে বচন আমার। প্রশ্ন করিয়াছ তুমি সার হতে সার ॥
জল দ্বারা মোরে স্নান করায় যে জন। অগ্নিষ্টোমফল পায় সেই মহাত্মন ॥
সুগন্ধ তৈলেতে মোরে করাইলে স্নান। অশ্বমেধ ফল করি তাহারে প্রদান ॥
লিঙ্গোপরি মম পূজা করে যেই জন। অতি প্রিয়তম মম সেই মহাত্মন ॥
তাহাপেক্ষা প্রিয় মম নাহি কেহ আর। কহিলাম সত্য কথা নিকটে তোমার॥
ঘৃত দ্বারা দুগ্ধ দ্বারা দধি দ্বারা আর। ক্ষীর দ্বারা কিম্বা স্নান করায় আমার ॥
এরূপে আমারে স্নান করায়ে যে জন। চতুর্দ্দশী দিনে লিঙ্গে করয়ে পূজন ॥
অজর অমর হয় সেই মহামতি। তার সম ভক্ত নাহি হেরি বসুমতী ॥
ইচ্ছামত লোকে যায় সেই সাধুজন। ব্রহ্ম বিষ্ণুলোক কিম্বা গোলোক ভুবন ॥
অথবা কৈলাসপুরে সেই জন যায়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমায় ॥
ইন্দ্র সোম বায়ু অগ্নি আর দিবাকর। সতত পূজয়ে তারে দেবতা-নিকর ॥
লিঙ্গার্চ্চনরত থাকে যেই কোন জন। সে জন আমার প্রিয় স্বরূপ বচন ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আদি স্বর্গবাসীগণ। নৃত্যগীতে তারে পূজা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
লিঙ্গে মম পূজা কৈলে যেই ফল হয়। জ্ঞাত আছে তাহা দেব-ঋষি মহোদয় ॥
নর নারায়ণ আর জৈগীষব্য জানে। কহিলাম তথ্য কথা তোমার সদনে ॥
এক বর্ষ ভক্তিযুত হয়ে যেই জন। লিঙ্গোপরি মমোদ্দেশে করয়ে অর্চ্চন ॥
সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় জানিবে তাহার। অন্তে মম পুরে যায় সেই গুণাধার ॥
নানাবিধ উপহার করিয়া অর্পণ। যে জন আমার পূজা করয়ে সাধন ॥
মহাগণপতি হয় সেই মহামতি। আমার বচন মিথ্যা নহে ভগবতি ॥
পর্য্যুষিত মাল্য যদি করয়ে অর্পণ। তবু স্বর্গপুরে যায় সেই মহাজন ॥
অনন্ত সুখের ভাগী সেই জন হয়। আমার বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়।
বহুসংখ্য মাল্য যেই করিয়া অর্পণ। দধি ক্ষীর ঘৃত দিয়া করায়ে স্নপন।

লিঙ্গোপরি মম পূজা করে ভক্তিভরে। বিমানে চড়িয়া যায় কৈলাসনগরে ॥
কৈলাসেতে মম গণ সেই জন হয়। বহুকাল রহে তথা জানিবে নিশ্চয় ॥
আমার সহিতে ক্রীড়া করে সেই জন। আমিও তাহার সহ রহি অনুক্ষণ ॥
তোমার সহিতে যথা আনন্দে বিহরি। সেরূপ তাহার সহ জানিবে সুন্দরী ॥
লিঙ্গোপরি রুদ্রপূজা করে যেই জন। দেবপুত্র হয় সেই আমার বচন ॥
এই কথা যেই জন ভক্তিভরে পড়ে। সে জন কৈলাসে যায় আমার গোচরে॥
পূজিত হইয়া তথা করে অবস্থিতি। আমার সহিতে তথা থাকে নিরবধি।
লিঙ্গের মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন। আরো কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

শিবের অষ্টষষ্টিসংখ্যক অবস্থানপীঠ ও নন্দীশ্বরযোগ।

সনৎকুমার উবাচ।

কৈলাসস্থং সুখাসীনং দেবী পৃচ্ছতি শঙ্করং।
কেষু কেষু চ স্থানেষু দ্রষ্টব্যোসি ময়া প্রভো ॥

সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। পার্ব্বতী-সকাশে যাহা কহে পঞ্চানন ॥
কৈলাস-শিখরে বসি আছে পশুপতি। সম্বোধন করি কহে দেব ভগবতী ॥
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্। কোথায় কোথায় তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ ॥
কোথায় কোথায় দেখা পাইব তোমারে। কৃপা করি বল তাহা আমার গোচরে
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পঞ্চানন। জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব বর্ণন ॥
মহাদেব মম নাম বারাণসী ধামে। প্রয়াগেতে মহেশ্বর জানিবেক মনে ॥
[illegible]য় প্রপিতামহ আমার আখ্যান। দেবদেব নৈমিষেতে খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
[illegible]ভাসে শশিভূষণ আখ্যান আমার। কুরুক্ষেত্রে মহাদেব পুণ্যের আধার ॥
[illegible]তনাথ মম নাম পবিত্র পুষ্করে। বিমল-ঈশ্বর নাম বিন্ধ্যগিরিপরে ॥
অট্টহাসে মহানাদ আমার আখ্যান। আকটেতে মহেশ্বর কহি তব স্থান ॥
[illegible]কর্ণে মহাতেজা জানিবে অন্তরে। মহাবল গোকর্ণেতে কহিনু তোমারে ॥
[illegible]কোটি তীর্থে মম মহাযোগ নাম। স্থলেশ্বরে যমলিঙ্গ খ্যাত সর্ব্ব স্থান ॥
[illegible]পথে হর্ষনাম জানে সর্ব্বজন। মহেশ্বরে সর্ব্বমেধ্য শাস্ত্রের বচন ॥
[illegible]দারে ঈশান দেব ওগো সুলোচনে। হিমালয়ে রুদ্রদেব কহি তব স্থানে॥

সুবর্ণাক্ষে সহস্রাক্ষ আমার অখ্যান। বৃষে বৃষধ্বজ নাম কহি তব স্থান॥
ভৈরবে ভৈরবাকার ওগো ভগবতী। বস্ত্রাপথে ভব নাম ওগো গুণবতি॥
কনখলে উগ্র নাম জানিবে আমার। ভদ্রকর্ণে শিবরুদ্র জানিবেক সার॥
দণ্ডী নাম মম দেবি দেবদারু বনে। ভূমিজঙ্গলেতে চণ্ড জানে সর্ব্বজনে॥
তুদণ্ডেতে ঊর্দ্ধরেতা আমার আখ্যান। কপর্দ্দী ছাগল-অণ্ডে কহি তব স্থান॥
বরদ আমার নাম কৃত্তিবাসে হয়। আম্রাতকেশ্বরে সূক্ষ্ম নাম যে নিশ্চয়॥
নীলকণ্ঠ মম নাম গিরি কালঞ্জরে। শ্রীকণ্ঠ আমার নাম মণ্ডল-ঈশ্বরে॥
ধ্যানযোগেশ্বরে মম যোগ নাম হয়। উত্তর-ঈশ্বরে হয় গায়ত্র্য নিশ্চয়॥
যম-অঙ্কে স্থাণু নাম জানিবে আমার। কপালী করম-ঈশে জানিবেক সার॥
রেণুকরে কামবেতা আমার আখ্যান। দেবিকাতে উমাপতি কহি তব স্থান॥
হরিশ্চন্দ্রে হরি নাম ওগো ভগবতি। শঙ্কর যে ভদ্রচন্দ্রে কহি ওগো সতি॥
বামেশ্বরে জটি নাম কহিনু তোমায়। কুক্কুটকে সৌম্য নাম বিখ্যাত ধরায়॥
বিন্ধ্যায় ত্র্যম্বক নাম ওগো বরাননে। ত্রিলোকেতে ত্রিলোচন কহি তব স্থানে॥
ত্রিশূলী আমার নাম জান জল্পেশ্বরে। শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক জানিবে অন্তরে॥
নেপালেতে মম নাম হয় পশুপতি। অঙ্গেশ্বরে দীপ্ত নাম ওগো ভগবতি॥
গঙ্গাসাগরেতে নাম অমর আমার। অমরকণ্টকে নাম জানিবে ওঙ্কার॥
সপ্তগোদাবরে মম ভীম নাম হয়। পাতালে হাটকেশ্বর জানিবে নিশ্চয়॥
গণাধ্যক্ষ মম নাম জান কর্ণিকারে। গণাধিপ ওগো দেবি কৈলাস নগরে॥
হেমকূটে বিরূপাক্ষ আমার আখ্যান। গন্ধমাদনেতে হর্ত্তা কহি তব স্থান॥
দণ্ডীশ্বরে মম নাম হয় দণ্ডধর। জলেশ্বরে জললিঙ্গ খ্যাত চরাচর॥
ছূতেশ্বরে গণাধ্যক্ষ আমার আখ্যান। কৈরাত নিরাতকেতে কহি তব স্থান॥
দানববধের জন্য বিন্ধ্যগিরিপরে। বরাহ আমার নাম জানিবে অন্তরে॥
গঙ্গাহ্রদে হিমস্থান আমার আখ্যান। অমল বড়বামুখে কহি তব স্থান॥
কোটেশ্বর তীর্থে মম শ্রেষ্ঠ নাম হয়। বরেষ্ট ইষ্টকাপথে কহিনু নিশ্চয়॥
প্রহস আমার নাম কুসুমপুরেতে। অলক-ঈশ্বর নাম লঙ্কানগরীতে॥
অষ্টষষ্টি নাম এই করিনু কীর্ত্তন। পুরাণে কীর্ত্তিত আছে জানে সর্ব্বজন॥
পবিত্র প্রয়ত হয়ে যেই সাধুমতি। দুই সন্ধ্যা পাঠ করে ওগো ভগবতি॥
দশ অশ্বমেধফল সেই জন পায়। কহিলাম সার কথা পার্ব্বতী তোমায়॥

সনতকুমার-মুখে শুনি ঋষিগণ। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন॥
তোমার মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী। পরিতৃপ্ত হলো হৃদি ওহে মহামুনি॥
বিভূতি তাঁহার শুনি মনেতে বাসনা। বর্ণন করিয়া দেন পূরাও কামনা॥

ইত্যুক্ত নি বিধিসুত,কহে ধীরে ধীরে। শুন শুন ঋষিগণ কহি সবাকারে॥
মন্দর গিরিতে বসি আছে পঞ্চানন। নন্দীশ্বর হেনকালে জিজ্ঞাসে বচন॥
শুন শুন ত্রিপুরারে বচন আমার। তোমার মাহাত্ম্য কহ ওহে দয়াধার॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন নন্দী করিব বর্ণন।
একাগ্র হইয়া শুন বচন আমার। যেই কালে সতী দেহ করে পরিহার।
ব্যাকুল হইয়া আমি দুঃখিত অন্তরে। যথায় তথায় আমি ভ্রমি ঘুরে ঘুরে।
অখিল ধরণী আমি করি বিচরণ। সসাগরা সপ্তদ্বীপা অখিল ভুবন॥
যথায় তথায় মম তৃপ্তি বোধ হয়। তথায় তথায় আমি ভ্রমিনু নিশ্চয়॥
পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমি করি অবস্থান। কহিলাম তব পাশে ওহে মতিমান্।
যথায় তথায় আমি করিনু বসতি। মহাপুণ্য সেই সেই ওহে মহামতি॥
সেই সেই দেশ যদি প্রদক্ষিণ করে। মহাফল হয় তার জানিবে অন্তরে।
অযুত সহস্র ধেনু দানে যেই ফল। সেই ফল পায় সেই জানিবে সকল।
আমি চন্দ্র আমি সূর্য্য অরুণ অনল। পৃথ্বী দিন রাত্রি সন্ধ্যা আমিই সকল॥
আমি মৃত্যু আমি কাল জানিবে অন্তরে। প্রলয়ে বড়বা-রূপী জানিবে আমারে॥
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-অর্থ সকলই আমি। অসৎ সদত আমি জানিবেক তুমি।
আমি জল জলবাসী জলের ঈশ্বর। পবন দহন আমি ভূধর সাগর॥ আমা
হতে হয় সর্ব্ব ভুতের সৃজন। যুগে যুগে পুন করি সকলি হরণ। আমার
মায়ায় যত জীব জন্তুগণ। শত শত যোনি মধ্যে করে বিচরণ। ত্রিপুর
অসুরে আমি করেছি সংহার। বধিয়াছি তারকেরে ওহে গুণাধার। কত
দৈত্য মারিয়াছি কে বলিতে পারে। যাহাদের বল বীর্য্য খ্যাত চরাচর॥
যাদের নিশ্বাস বায়ু হইয়া প্রবল। ভুবন কম্পিত করে খ্যাত চরাচরে॥ সেই
সেই দৈত্যগণে করেছি নিধন। আমার মাহাত্ম্য বল জানে কোন্ জন॥
সর্ব্বভূতে নিরন্তর করি অবস্থান। সর্ব্বভূতে ক্ষয় আমি করি মতিমান॥
ইতিহাস পুরাণেতে সদা মম স্থিতি। বেদমাঝে নিরন্তর করি অবস্থিতি॥ হেন
দেশ নাহি দেখি জগত সংসারে। মম স্থিতি কভু নাহি আছে যেই স্থলে॥
আমা-শূন্য স্থান নাহি করি দরশন। ভকত-বৎসল আমি ওহে মহাত্মন॥
আমার শরণ লয় যেই মহামতি। অনন্য মনেতে মোরে পূজে নিরবধি।
তাহার উপরে তুষ্ট রহি সর্ব্বক্ষণ। গাণপত্য তারে আমি করি সমর্পণ।
পরম সন্তুষ্ট হই তাহার উপরে। নারীর যৌবন আমি জানিবে অন্তরে।
শম দম নিয়মাদি আমি মাত্র নাই। কহিনু নিগূঢ় কথা এবে তব ঠাঁই॥
সত্ত্ব রজ তম আমি আমি অহঙ্কার। কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার॥

আমার মাহাত্ম্য কথা যেই জন পড়ে। সর্ব্ব তীর্থফল পায় জ৺।
উপবাসে যেই ফল হয় উপার্জ্জন। সে ফল অর্জ্জন করে সেই মহা
ব্যাধি কভু নাহি ঘেরে তাহার শরীরে। কামজয় করে সেই নিজ শক্তিব
ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে যেই ফল পায়। সত্যবাদিতায় যাহা ফলে মহোদয়।
ইহার পাঠেতে তাহা হয় উপার্জ্জন। তোমার নিকটে নন্দী করিনু কীর্ত্তন॥
ভক্তিভরে যেই জন অধ্যয়ন করে। পাপশূন্য হয় সেই জানিবে অন্তরে॥
মানব-প্রধান হয় সেই মহাত্মন। সর্ব্বপাপ দেহ হতে হয় বিমোচন॥
অন্তকালে রুদ্রলোকে সেই জন যায়। কহিনু মাহাত্ম্য কথা নন্দি গো তোমায়
এত শুনি নন্দী কহে ওহে ভগবন্। যোগের নিগূঢ় কথা বলহ এখন॥
সর্ব্বদানফল হয় কি কাজ করিলে। সর্ব্বযজ্ঞফল পায় মানবনিকরে॥ চণ্ডাল
ক্রব্যাদ ব্যাধ পশুযোনিগণ। কি কাজ করিলে মুক্ত হয় ভগবন্॥ এই
সব কৃপা করি বলহ আমারে। নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে॥
এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি॥
যত দিন ধ্যানযোগ না জন্মে অন্তরে। তাবত ভ্রময়ে জীব এ ভবসংসারে॥
জন্মকর্ম্মবশবর্ত্তী ততদিন রয়। বলিনু নিগূঢ় কথা ওহে মহোদয়॥ দেব
দৈত্য ঋষি পিতৃ ব্রহ্মাদি সকলে। ধ্যানযোগ হেতু দীপ্তি ধরে কলেবরে।
কিবা গৃহী বাণপ্রস্থ ব্রহ্মচারী আর। অথবা ভিক্ষুক আদি ওহে গুণাধার॥
সকলেই ধ্যানযোগে দীপ্তি লাভ করে। কর্ম্মে লিপ্ত নহে তারা জানিবে
অন্তরে॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শূদ্রজাতি। ধ্যানযোগ যদি লাভ করে
মহামতি॥ মহাদীপ্তি ধরে তারা নিজ কলেবরে। কর্ম্মে লিপ্ত নাহি হয়
জানিবে অন্তরে॥ চণ্ডাল হইয়া যদি ধ্যানযোগ পায়। শুভলোক পায় তারা
কহিনু তোমায়॥ যাবত পাতক তার হয় বিনাশন। নাহিক সন্দেহ ইথে
ওহে মহাত্মন্॥ গোপনীয় ধ্যানযোগ লভে যেই জন। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়
সেই মহাত্মন॥ ধ্যানযোগমাহাত্ম্যাদি শুন মহামতি। মাহাত্ম্যের নাহি
সীমা নাহিক অবধি॥ অগম্যা গমন যদি করে কোন জন। ব্রহ্মঘাতী সুরা-
পায়ী যেই নরাধম॥ গুরুদারা অপহরি যেই জন লয়। ধ্যানযোগ সেই যদি
লভে মহোদয়॥ যতেক পাতক তার হয় বিমোচন। কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে
যেমন দহন॥ কুমারী-গমন পাপ ধ্যানযোগে হরে। অভক্ষ্যভক্ষণ দোষ
বিনাশে অচিরে॥ যে জন অপেয় পান করে সর্ব্বক্ষণ। ধ্যানযোগ সেই যদি
করে আচরণ॥ তাহার যতেক পাপ বিনাশিত হয়। কহিলাম তব পাশে
ওগো মহোদয়॥ ধ্যানযোগবিধি জানে যেই মহাত্মন্। মুক্তিমার্গ লভে

[illegible] ॥ অথবা যেমন ইচ্ছা করয়ে অন্তরে। সেইরূপ স্থানে যায় কহিনু তোমারে ॥ ব্রহ্মলোকে সেই জন করয়ে গমন। অথবা সে জন যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ সোমলোকে সূর্য্যলোকে কিম্বা সেই যায়। ধ্রুবলোকে যায় কিম্বা কহিনু তোমায় ॥ ধ্যানযোগ উপার্জ্জন করে যেই জন। আমারে সে জন পায় স্বরূপ বচন ॥ চারি বেদ অধ্যয়নে যেই ফল হয়। তদপেক্ষা ধ্যান-যোগে জানিবে নিশ্চয় ॥ অশ্বমেধ সহস্রেতে হয় যেই ফল। রাজসূয় শতে হয় যে ফল সকল ॥ সেই ফল ধ্যানযোগী করে উপার্জ্জন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন ॥ যেমন আকাশ ব্যাপি আছে সর্ব্বস্থানে। অথচ কিছুতে লিপ্ত নহেক ভুবনে ॥ সেইরূপ পাপে লিপ্ত ধ্যানী নাহি হয়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয় ॥ সহস্র গৃহস্থ আর ব্রহ্মচারী শত। সহস্রেক বাণপ্রস্থ ওহে মহারথ ॥ এই সব হতে ধ্যানী অতীব প্রধান। কহিনু নিগূঢ় কথা তব বিদ্য-মান ॥ ধ্যানযোগী পরিতুষ্ট যাহার উপরে। বংশবৃদ্ধি হয় তার জানিবে অন্তরে ॥ ধ্যানযোগী যেই দেশে করয়ে গমন। পবিত্র সে দেশ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ প্রতিগ্রহ ধ্যানযোগী যদি কভু করে। পাপে লিপ্ত নাহি সেই হয় কোনকালে ॥ পর্ব্বত আশ্রয় করি গজ আদি গণ। সেইরূপ অবস্থান করে সর্ব্বক্ষণ ॥ পর্ব্বত তাজিয়া কভু কোথা নাহি যায়। যোগীগণ যেইরূপ কহিনু তোমায় ॥ যোগীরে ছাড়িয়া যোগ না যায় কখন। বলিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন ॥ ধ্যানযোগ বলিলাম তোমার গোচরে। বিবেচিয়া যাহা হয় করহ অন্তরে ॥ একমনে যদি ইহা করে অধ্যয়ন। অথবা ভকতি করি করয়ে শ্রবণ ॥ মহাপুণ্য হয় তার জানিবে অন্তরে। তারে হেরি বিঘ্নরাশি চলি যায় দূরে ॥ অমর-নিকর সদা পূজয়ে তাহারে। অপ্সরারা সদা তারে অভিলাষ করে ॥ তাহারে হেরিতে বাঞ্ছা করে সিদ্ধগণ। তার পরে পরিতুষ্ট যত পিতৃগণ ॥ রোগ শোক তারে নাহি করে আক্রমণ। শমন তাহার পাশে সদত দমন ॥ হিংস্র শ্বাপদেরা তারে নেহারি নয়নে। ভয়ে ভীত হয়ে পশে গহন কাননে ॥ দুস্তর প্রান্তরে কিম্বা কানন ভিতর। যদ্যপি প্রবেশ করে সেই দ্বিজবর ॥ বিঘ্ন নাহি হয় তার জানিবে অন্তরে। দেব সম রহে সেই জগত সংসারে ॥ পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ। শুনিলে অন্তরে হয় দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

ধ্যানের ফল।

ধ্যানং কতিবিধং দেব যেন ত্বাং চিন্তয়েন্নরঃ।
এতন্মে সংশয়ো দেব তত্ত্বমাখ্যাহি সুব্রত ॥

সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন ॥
নন্দীর নিকটে যথা কহে পশুপতি। বলিব সে সব কথা কর অবগতি ॥
জিজ্ঞাসা করিল নন্দী দেব মহেশ্বরে। শুন প্রভু নিবেদন করি যে তোমারে ॥
কিরূপ তোমার ধ্যান করহ বর্ণন। কিরূপে করিবে চিন্তা কহ মহাত্মন্ ॥
সন্দেহ আছয়ে মম এসব জানিতে। কৃপা করি কহ দেব নমামি পদেতে ॥
নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাসি হাসি কহে তাহে দেব পঞ্চানন ॥
এই যে হেরিছ নন্দী মম কলেবর। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইথে আছে নিরন্তর ॥
দক্ষিণ পার্শ্বেতে রহে কমল-আসন। বামভাগে অধিষ্ঠিত দেব নারায়ণ ॥
মধ্যভাগে রুদ্রদেব জানিবে অন্তরে। এরূপে করিবে চিন্তা সতত আমারে ॥
একমনে এইরূপে করিলে চিন্তন। নিষ্পাপী হইবে ধ্যানী আমার বচন ॥
যেই জন এইরূপে চিন্তয়ে আমারে। রুদ্রসাযুজ্যতা পায় জানিবে অন্তরে ॥
প্রতিদিন মোরে যেই করয়ে স্মরণ। পাতক তাহার দেহে না রহে কখন ॥
ওঙ্কাররূপক মোরে জানিবে অন্তরে। ওঙ্কাররূপেতে ধ্যান করিবে আমারে ॥
তিন বর্ণ মিলি হয় ওঙ্কার আকার। অকার উকার আর জানিবে মকার ॥
অকারেতে নারায়ণ উতে মহেশ্বর। মকারেতে স্বয়ং ব্রহ্মা ওহে বিজ্ঞবর ॥
উকার মকার মাত্রা করিয়া যোজন। অকারেতে সেই দুই করিবে যোজন ॥
তার পর সেই ওম্ চিন্তিবে অন্তরে। এরূপ করিলে তুষ্ট জানিবে আমারে ॥
যেই ব্যক্তি এইরূপে করয়ে চিন্তন। নিত্য ধামে যায় সেই আমার বচন ॥
নির্ব্বাণ মুকতি পায় সেই মহামতি। পুনঃ নাহি আসে সেই এই বসুমতী ॥
ত্র্যক্ষর-আত্মক ওম্ জানিবে অন্তরে। উহাই পরম ব্রহ্ম কহিনু তোমারে ॥
যোগরত যেই জন এ ভবমাঝার। সতত হৃদয়ে ধ্যান করিবে ওঙ্কার ॥
সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ওম্ মাত্র হয়। আমার বচন সত্য জানিবে নিশ্চয় ॥
ওঙ্কার নিয়ত ধ্যান করে যেই জন। পুনর্জ্জন্ম নাহি সেই ধরয়ে কখন ॥
ত্রিদেব সদৃশ নন্দী জানিবে ওঙ্কার। আমি ব্রহ্মা আর সেই বিষ্ণু গুণাধার ॥

ওঙ্কার-যোগীর পুণ্য কি করি বর্ণন। অক্ষর অজর সেই জানিবে বচন॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি যোগবিৎ জন। একমনে ওঙ্কারেরে করিবে স্মরণ॥
এইরূপ সদা চিন্তা করিবে অন্তরে। বিরাজে পুরুষ এক হৃদয় মাঝারে॥
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ সেই পুরুষ-প্রবর। ওঁরূপী হয়েন তিনি খ্যাত চরাচর॥
এইরূপ চিন্তা করে যেই মহামতি। ওঙ্কার সতত জপ করে যে সুমতি॥
ব্রহ্ম-আরাধনা হয় জানিবে তাহার। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব নিকটে তোমার॥
প্রাণায়াম সুসাধন করে যেই জন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি হয়ে একমন॥
সর্ব্বপাপ হতে মুক্তি সেই জন পায়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমায়॥
অব্যয় শিবের পদ পায় সেই জন। অত্যদ্ভুত তেজ করে শরীরে ধারণ॥
বায়ুহীন স্থানে দীপ যেইমত রয়। সেইমত থাকে সেই নাহিক সংশয়॥
ওঙ্কার যখন ধ্যান করিবে সুজন। কম্পিত শরীর নাহি করিবে তখন॥
বিশুদ্ধ অন্তরে ধ্যান করিতে হইবে। তবে ত মনের বাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে॥
ইন্দ্রিয়গণেরে বশ প্রাণায়ামে করি। ওঁঙ্কারে করিবে ধ্যান শাস্ত্রের বিচারি॥
অকার উকার আর জানিবে মকার।এতিনে চিন্তিবে যোগী ওহে গুণাধার॥
ইহাতেই যোর চিন্তা হইবে সাধন। কহিনু শাস্ত্রের কথা তোমার সদন॥
অকারেরে ঋগ্ বেদ জানিবে অন্তরে। যজুর্ব্বেদ বিবেচনা করিবে উকারে॥
মকারেরে সামবেদ করিবেক জ্ঞান। একত্রে অথর্ব্ব বেদ ওহে মতিমান্॥
ওঙ্কার পরম সূক্ষ্ম শাস্ত্রের বচন। ওঙ্কার পরম প্রভু ওহে মহাত্মন্॥
যম-নিয়মাদি করি হয়ে একমন। ওঙ্কারেরে হৃদিমাঝে করিবে স্মরণ॥
সহস্র সহস্র পাপ যেই জন করে। ওঙ্কার যদ্যপি সেই হৃদিমাঝে স্মরে॥
তাহার পাতকরাশি হয় বিমোচন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥
শিবের সমান হয় জানিবে ওঙ্কার। ওঙ্কার পরম ব্রহ্ম কহিলাম সার॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একান্ত অন্তরে। নিরন্তর ওঙ্কারেরে হৃদিমাঝে স্মরে॥
ইহার প্রসাদে মুক্তি সর্ব্বজন পায়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবে তোমায়॥
সামান্য যোগের কথা করিনু কীর্ত্তন। ইহাতে মহৎ পুণ্য পায় জীবগণ॥
ভক্তিভরে যেই জন অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে॥
অথবা দ্বিজের দ্বারা করায় পঠন। শ্রবণ করায় কিম্বা যেই কোন জন॥
সর্ব্বতীর্থফল পায় সেই মহামতি। মিথ্যা কভু নহে এই শাস্ত্রের ভারতী॥
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ। পড়িলে শুনিলে পায় দিব্য তত্ত্বজ্ঞান॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

ধ্যানযোগ ও প্রাণায়ামাদি।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ধ্যানযোগস্য বিস্তরং।
কথয়স্ব মহাভাগ শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥

পুনশ্চ জিজ্ঞাসে নন্দী ওহে ভগবন্। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥
যত শুনি তত ইচ্ছা হয় বলবতী। অতএব বল বল ওহে পশুপতি॥
বিস্তারেতে ধ্যান যোগ করহ কীর্ত্তন। শুনিবারে কৌতূহলী হইতেছে মন॥
নন্দীর এতেক বাক্য শুনি পশুপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি॥
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব বর্ণন। শুনিলে লভিবে মুক্তি ওহে মহাত্মন্॥
প্রাণায়াম যোগে হয় সকল সাধন। তিনরূপ প্রাণায়াম শাস্ত্রের বচন॥
উত্তম মধ্যম হয় অধম যে আর। শুন শুন বলিতেছি ওহে গুণাধার॥
বত্রিশ মাত্রায় যদি করে প্রাণায়াম। উত্তম তাহারে কহে শাস্ত্রের প্রমাণ॥
চব্বিশ মাত্রায় হয় জানিবে মধ্যম। অধম দ্বাদশমাত্রা ওহে মহাত্মন॥
ত্রিবিধ লক্ষণ এই করিনু কীর্ত্তন। শক্তি অনুসারে ইহা করিবে সাধন॥
মদমত্ত সিংহ যথা দুরাধর্ষ হয়। আরণ্য কুঞ্জর যথা ওহে মহোদয়॥
সেইরূপ হয় যোগী প্রাণায়ামবলে। মনের বাসনা তার অবশ্যই ফলে॥
ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে। বায়ুসিদ্ধি হয় তার জানিবে অন্তরে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্। প্রাণচিন্তা যেই জন করয়ে সাধন॥
নাহি থাকে জগতেতে অসাধ্য তাহার। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব নিকটে তোমার॥
প্রাণচিন্তা করি আমি ওহে মহাত্মন। চিত্ত শ্রান্তি অনুভব করি সর্ব্বক্ষণ॥
শুভদৃষ্টিবলে আমি মেরুর সমান। অচল হইয়া আছি ওহে মতিমান॥
জাগ্রৎ সুষুপ্তি স্বপ্ন কোন অবস্থাতে। বিচলিত নাহি আমি জানিবেক চিতে॥
প্রাণ ও অপান দুয়ে হয়ে অনুগামী। আত্মারে নিয়ত হৃদে নিরখি যে আমি
তাহাতে অশোক পদ হয়েছে আমার। স্থিরচিত্ত হয়ে আছি সংসার-মাঝার।
প্রলয় যখন আসি দিবে দরশন। তখন দেখিব আমি জীবের পতন॥
ভূত কিম্বা ভবিষ্যৎ চিন্তা নাহি করি। নিরন্তর আছি আমি স্থির দৃষ্টিকরি॥
ফলবাঞ্ছা কিছু মম নাহিক অন্তরে। নিশ্চল সমান আছি সংসার মাঝারে॥
ভাবাভাবময়ী চিন্তা করি সর্ব্বক্ষণ। আত্মাতে সংস্থিত আমি আছি মহাত্মন॥

এই হেতু নিরন্তর হয়ে অনাময়। চিরজীবী হয়ে আছি ওহে মহোদয়॥
প্রাণাপান সমাযোগ যে সময় হয়। তাহা' স্মরি তুষ্ট মম হয় যে হৃদয়॥
এই হেতু অনাময় আছি সর্ব্বক্ষণ। চিরজীবী হয়ে আছি ওহে মহাত্মন॥
"এ সব হয়েছে লাভ অদ্যই আমার। পেযেছি উত্তম দ্রব্য সার হতে সার॥"
এইরূপ চিন্তা নাহি আমার অন্তরে। অনাময় হয়ে আছি এই জ্ঞানবলে॥
প্রাণচিন্তা করি আমি ওহে মহামতি। লভিয়াছি এই ফল জানিবে সুমতি॥
দেহের মধ্যস্থ যত অসংখ্য নাড়ীতে। সঞ্চারিত হয় বায়ু জানিবেক চিতে॥
তার নাম প্রাণ বায়ু ওহে মহাত্মন। পঞ্চ ভাগে সুবিভক্ত সেই বায়ু হন॥
ঐ বায়ু স্পন্দিত হলে অন্তর মাঝারে। কল্পনা উন্মুখী সম্বিৎ অমনি সঞ্চারে॥
তাহাকেই চিত্ত কহে যত সুধীগণ। প্রাণ রোধে চিত্তশান্তি হয় উৎপাদন॥
চিত্ত শান্তি হয় যবে ওহে মহোদয। জগতের লয় হয় তখনি নিশ্চয়॥
এতেক বচন শুনি কহে নন্দীশ্বর। শুন শুন নিবেদন ওহে দিগম্বর॥
প্রাণ বায়ু দেহমাঝে করে সঞ্চরণ। কিরূপে রোধিবে তারে কহ মহাত্মন॥
শিব কহে শুন শুন বলিব তোমারে। যেই রূপে প্রাণরোধ করিবারে পারে॥
শাস্ত্রচর্চ্চা সাধুসঙ্গ বৈরাগ্য যে আর। এই তিন হতে হয় সংসারে বিকার॥
সংসারে অনিচ্ছা জন্মে জানিবে যখন। ব্রহ্ম ধ্যানে মন হয় নিরত তখন॥
এইরূপে ধ্যানযোগ হলে গাঢতর। প্রাণের স্পন্দন নাহি থাকে তার পর॥
পূরক কুম্ভক আর রেচক সহায়ে। প্রাণায়াম সু-অভ্যস্ত করিলে হৃদয়ে॥
ঘনতর ধ্যানযোগ হয় উৎপাদন। প্রাণের স্পন্দন আর না রহে তখন॥
সম্বিদ সুষুপ্ত হলে ওঙ্কারোচ্চারণে। স্পন্দহীন হয় প্রাণ জানিবেক মনে॥
রেচক অভ্যাস হেতু প্রাণের স্পন্দন। তিরোহিত হয়ে যায় ওহে মহাত্মন॥
পূরক বলেতে রুদ্ধ হয় যে সঞ্চার। তাহে প্রাণ স্পন্দহীন জানিবেক সার॥
কুম্ভক অভ্যাস যদি করে কোন জন। স্তম্ভিত শরীর হয় জানিবে তখন॥
কাজে কাজে প্রাণ স্পন্দহীন হয়ে রয়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয়॥
জিহ্বা দ্বারা ক্ষুদ্র জিহ্বা কৈলে আক্রমণ। ঊর্দ্ধগতি হেতু প্রাণ না হয় স্পন্দন॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে হৃদয়-আকাশে। সম্বিদের অন্তর্দ্ধান হয় যোগবশে॥
প্রাণবায়ু সেই হেতু স্পন্দহীন হয়। এইত নিয়ম আছে জানিবে নিশ্চয়॥
দ্বাদশ অঙ্গুল স্থান নাসাগ্র-বাহিরে। প্রাণের সঞ্চার স্থল জানিবে অন্তরে॥
সেই স্থান আর মন নিরুদ্ধ করিয়ে। সম্বিদকে রোধ কৈলে একান্ত হৃদয়ে॥
তখন নাহিক রহে প্রাণের স্পন্দন। এই ত বিধান আছে ওহে মহাত্মন॥
তালু হতে ব্রহ্মরন্ধ্রে অভ্যাসের বলে। প্রাণে আনি সম্বিৎ রুদ্ধ করিতে পারিলে

প্রাণের স্পন্দন আর না রহে তখন। অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্॥ ভ্রূর মধ্যে অক্ষিতারা করি নিয়োজন। জ্ঞানেন্দ্রিয় রোধ করি যোগবিৎ জন॥ জিহ্বা ও প্রাণবায়ুকে কপালকুহরে। ব্রহ্মরন্ধ্রে সংস্থাপিত করিতে পারিলে॥ প্রাণের স্পন্দন আর না রহে তখন। প্রাণরোধ কথা এই করিনু কীর্ত্তন॥ আরো এক কথা বলি শুন মহোদয়। সংসার কিছুই নহে জানিবে নিশ্চয়॥ কল্পনা কল্পিত হয় অখিল সংসার। শূন্যময় এই সব ওহে গুণাধার॥ এইরূপ মনে মনে করি বিবেচনা। বর্জ্জন যদ্যপি করে যতেক বাসনা॥ তখন নাহিক রহে প্রাণের স্পন্দন। অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্॥ ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম করিবে সাধন। নতুবা বিফল সব হয় অকারণ॥ ধীরে ধীরে কার্য্য যদি কভু নাহি করে। বিপদ ঘটিবে তার জানিবে অন্তরে॥ প্রাণচিন্তা তব পাশে করিনু কীর্ত্তন। ধ্যানযোগ বলি ইহা প্রসিদ্ধ ভুবন॥ একমাত্র যোগীজন হৃদয়-মাঝারে। দিবানিশি প্রাণচিন্তা সযতনে করে॥ তাদের অসাধ্য কিছু নাহি থাকে আর। ত্রিলোক-বিজয়ী তারা ভবের মাঝার॥ এতেক বচন বলি বিধির নন্দন। কহিলেন ঋষিগণে করি সম্বোধন॥ শুনিতে বাসনা যাহা আছিল সবার। সাধ্যমত সেই সব করিনু বিস্তার॥ মুক্তি-লাভে বাঞ্ছা থাকে যাহার অন্তরে। সে জন সাধিবে ইহা অতি যত্ন করে॥ যোগের সমান ভূমে নাহি কিছু আর। শিবের বচন ইহা জানিবেক সার॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়।

যোগসাধন।

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যোগস্য পরমং বিধিং।
তদহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তৎপ্রসাদাদ্দ্বিজোত্তম।
ভগবন্ কেন মুচ্যন্তে নরাঃ পাপেষু যে রতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব তথা বিভো॥

ব্যাস আদি ঋষিগণ সনত-কুমারে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে॥ শুন শুন ভগবন্ করি নিবেদন। যোগের বিধান কহ ওহে মহাত্মন্॥ পাপীগণ কিবা রূপে মুক্তিলাভ করে। এই কথা কহ দেব মোদের গোচরে॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদিগণ। মুক্তি লাভ করে কিসে কহ মহাত্মন॥

এত শুনি বিধিসুত কহে মধুস্বরে। শুন শুন বলিতেছি তোমা সবাকারে॥ যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন। বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ॥ যোগের বিধান শুন কহিব সবারে। যোগ হতে মুক্তিলাভ খ্যাত চরাচরে॥ জীবের হৃদয়ে পদ্ম আছে মনোহর। শোভিতেছে সেই পদ্মে দ্বাদশটী দল॥ রক্তবর্ণ সেই পদ্ম জানিবে অন্তরে। শোভিতেছে সেই পদ্ম দ্বাদশ অক্ষরে॥ ককারাদি ঠ পর্য্যন্ত দ্বাদশ অক্ষর। দ্বাদশ দলেতে শোভে অতি মনোহর॥ পদ্মমধ্যে শোভা পায় যেই কর্ণিকার। তার মাঝে আছে পীঠ ত্রিকোণ-আকার সে পীঠে যংবীজ শোভে ওহে ঋষিগণ। বায়ুযন্ত্র তার নাম বিদিত ভুবন॥ সেই যন্ত্রে প্রাণবায়ু করে অবস্থিতি। প্রাপ্ত-অভিমানী প্রাণ জান নিরবধি॥ বাসনাতে অলঙ্কৃত হইয়া পরাণ। জীবের হৃদয়ে সদা করে অবস্থান॥ কার্য্য-ভেদে প্রাণবায়ু নানা নাম ধরে। সে কথা বাহুল্য বলা শুন তার পরে॥ সংক্ষেপে সকল কথা কহিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে ঋষিগণ॥ দুইরূপ প্রাণ হয় জানিবে অন্তরে। অন্তস্থ বহিঃস্থ এই খ্যাত চরাচরে॥ অন্তঃস্থ প্রাণের নাম শুনহ এখন। তাহার মাঝেতে প্রাণ জানিবে প্রথম॥ অপান সমান পরে উদান যে হয়। ব্যানবায়ু তার পর জানিবে নিশ্চয়॥ অন্তঃস্থ পাঁচটী প্রাণ করিনু কীর্ত্তন। বহিঃস্থ প্রাণের কথা করহ শ্রবণ॥ নাগ কূর্ম্ম এই দুই তৃতীয় কৃকর। দেবদত্ত ধনঞ্জয় খ্যাত চরাচর॥ এই দশ প্রাণ থাকি জীবের শরীরে। স্ব-আধিকারিক কার্য্য সম্পাদন করে॥ বহিঃস্থ হইতে জান অন্তঃস্থ প্রধান। তার মাঝে শ্রেষ্ঠ প্রাণ আর যে অপান॥ হৃদয়েতে প্রাণ রহে গুহ্যেতে অপান। নাভিদেশে অবস্থিত জানিবে সমান॥ কণ্ঠেতে উদান বায়ু করে অবস্থিতি। ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে আছে নিরবধি॥ নাগ আদি পঞ্চ বায়ু বহির্ভাগে রয়। বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধয়ে নিশ্চয়॥ নাগ বায়ু সম্পাদন করয়ে উদ্গার। কূর্ম্মের করম হয় উন্মীলন আর॥ কৃকরের কর্ম্ম ক্ষুধা জানিবে অন্তরে। দেবদত্ত তৃষ্ণাকার্য্য সম্পাদন করে॥ ধনঞ্জয় সম্পাদন করয়ে জৃম্ভণ। নাগাদি বায়ুর কার্য্য করিনু বর্ণন॥ এইরূপ বিধানেতে সাধকপ্রবর। যদ্যপি জানিতে পারে নিজ কলেবর॥ সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সেই সাধুজন। বিষ্ণুপদ লাভ করে স্বরূপ বচন॥ গুরুদেব উপ-দেশ দিবেন যেমন। সেরূপে সাধনা সাধু করিবে সাধন॥ কপোলকল্পিত কার্য্য নতুবা করিলে। ফলহীন হয় কার্য্য জানিবে অন্তরে॥ নিজযুক্তি যেই জন করিয়া আশ্রয়। সাধনা কার্য্যেতে রত নিরন্তর হয়॥ নির্ব্বীর্য্য তাহার কার্য্য হইবে সকল। নিরর্থক দুঃখমাত্র হয় তার ফল॥ গুরুবে

সন্তুষ্ট করি অতীব যতনে। বিদ্যা উপাসনা যেই করয়ে বিধানে॥ অচিরে সুফল পায় সেই সাধু-জন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥ সর্ব্বকর্ত্তা গুরুদেব নাহিক সংশয়। পিতা মাতা সেই জন জানিবে নিশ্চয়॥ কায়-মনোবাক্য দ্বারা সদা যেই জনে। সন্তুষ্ট করিবে সাধু বিহিত বিধানে॥ পরম আরাধ্য তিনি সেবনীয় হন। সর্ব্বকার্য্য শুভ হয় তাঁহার কারণ॥ ইহার অন্যথা হলে ঘটে অমঙ্গল। কহিলাম সার কথা তোমার গোচর॥ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুরে। গুরুর চরণ পদ্ম স্পর্শি দক্ষকরে॥ পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করি তার পর। প্রণাম করিবে সাধু চরণ-উপর॥ আত্মবান্ যেই জন এ ভবসংসারে। সুদৃঢ় বিশ্বাস যার আছয়ে অন্তরে॥ আশু সিদ্ধি হয় তার জানিবে বচন। নতুবা বিফল সব হয় অকারণ॥ যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা নাহিক কখন। অনাত্ম পুরুষ হয় যেই অভাজন॥ সিদ্ধিলাভ সেই জন করিবারে নারে। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমারে॥ এই হেতু শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সুজন। সাধনা সাধিবে সদা ওহে ঋষিগণ॥ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত যেই জন হয়। অসতের মধ্যে সদা যেই জন রয়॥ অবিশ্বাস হৃদি মাঝে যেই জন ধরে। গুরুপূজা যেই জন কভু নাহি করে॥ বহুসঙ্গ সদা করে যেই অভাজন। লোলুপ সতত রহে যে জনের মন॥ মিথ্যাবাক্যে অনুরত যেই জন রয়। নিষ্ঠুরবচনে সদা কটু কথা কয়॥ গুরুর সন্তোষ যেই কভু নাহি করে। সিদ্ধি নাহি সেই জন লভিবারে পারে॥

সিদ্ধির লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ। "অবশ্য কর্ম্মের ফল হইবে সাধন॥" সিদ্ধির এই ত হয় প্রথম লক্ষণ। শ্রদ্ধাবান হলে তাহা দ্বিতীয় লক্ষণ॥ তৃতীয় লক্ষণ হয় গুরু আরাধনা। পরম মঙ্গল ইথে পূরয়ে কামনা॥ সর্ব্ব-জীবে সমদৃষ্টি চতুর্থ লক্ষণ। জিতেন্দ্রিয় হলে তাহা জানিবে পঞ্চম॥ শাস্ত্র-উক্ত পরিনিষ্ঠা ষষ্ঠ বলি জান। সিদ্ধির লক্ষণ এই করিবেক জ্ঞান॥ ইহা ভিন্ন নাহি আর অপর লক্ষণ। শাস্ত্রের বিধান এই করিনু কীর্ত্তন॥ গুরুদেব উপদেশ দিবেন যেমন। সেরূপে সাধনা সদা করিবে সাধন॥ সুন্দর শোভন মঠে কুশাসনোপরে। বসিবেক যোগীবর একান্ত অন্তরে॥ প্রাণা-য়াম সাধনার্থ পরে যোগীজন। পবন-অভ্যাসক্রমে করিবে সাধন॥ বক্র-ভাবে না রাখিবে নিজ কলেবর। বসিবেক সমভাবে করি যোড়কর॥ তার পর গুরুজনে করিবে প্রণাম। বামভাগে গণেশেরে এই ত বিধান॥ প্রণমিবে দক্ষিণেতে ক্ষেত্রপালগণে। অম্বিকারে নমস্কার করিবে যতনে॥ তার পর দক্ষ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারায়। করিবেক অবরোধ দক্ষিণ নাসায়॥ ইড়া নাড়ী-

রন্ধ্রে পরে বাম নাসিকাতে। পূরণ করিবে বায়ু যথাসংখ্যামতে॥ মধ্য নাড়ীরন্ধ্রে পরে সংখ্যা অনুসারে। পূরিত বায়ুকে রোধ করিবে সাদরে॥ অবেগে বায়ুকে পরে ত্যজিবে সুজন। তাহার বিধান বলি করহ শ্রবণ॥ যথাশক্তি সংখ্যামতে দক্ষিণ নাসাতে। পিঙ্গলার ছিদ্র দিয়া ত্যজিবে ক্রমেতে॥ বিলোমমার্গেতে পুনঃ দক্ষিণনাসায়। যথাসংখ্য বায়ু পূরি স্তম্ভিবে তাহায়॥ মধ্যনাড়ীরন্ধ্রে উহা করিয়া স্তম্ভন। অল্পে অল্পে যথাশক্তি করিবে বর্জ্জন॥ প্রাণায়াম যোগ এই অভ্যাসসময়ে। একাসনে বিংশবার করিবে বসিয়ে॥ অলসতা পরিত্যাগ করিয়া সুজন। বিংশতি কুম্ভক ক্রমে করিবে সাধন॥ করিবেক এইরূপ ক্রমে চারিবার। প্রাতঃকালে প্রথমতঃ হয় একবার॥ মধ্যাহ্নকালেতে পুনঃ দ্বিতীয় সময়। তৃতীয় সন্ধ্যার কালে জানিবে নিশ্চয়॥ চতুর্থ মধ্যমরাত্রে জানিবে অন্তরে। কুম্ভকের বিধি এই কহিনু সবারে॥ আলস্য ত্যজিয়া যেই একান্ত অন্তরে। তিনমাস এইরূপ প্রাণায়াম করে॥ নাড়ীশুদ্ধি হয় তার নাহিক সংশয়। কাজে কাজে ফলে ফল জানিবে নিশ্চয়॥ নাড়ীশুদ্ধি এইরূপে হইবে যখন। সমস্ত দোষের ক্ষয় জানিবে তখন॥ নড়ীশুদ্ধি হলে পরে সাধক-শরীরে। যেই যেই চিহ্ন হয় কহি সবাকারে॥ নাতি কৃশ নাতি স্থূল নাতি বক্র হয়। সমকায় হয়ে সেই সাধুবর রয়॥ সুগন্ধ বাহির হয় তাহার শরীরে। লাবণ্য কত যে ধরে কে বলিতে পারে॥ ইহাকেই যোগাবস্থা কহে সুধীগণ। অন্য অন্য চিহ্ন বলি করহ শ্রবণ॥ নাড়ীশুদ্ধি যেই কালে লভে সুধীজন। জঠর-অনল বৃদ্ধি হইবে তখন॥ উত্তম ভোগেতে শক্ত সেই কালে হয়। সুখগৃহে রহে চিত্ত নাহিক সংশয়॥ যোগীর সর্ব্বাঙ্গ হয় অতীব সুন্দর। ক্ষুণ্নমনা নাহি হয় যোগীর প্রবর॥ উৎসাহ-বিশিষ্ট হয় অন্তর তাহার। বলাধান হয় দেহে জানিবেক সার॥ এই সব চিহ্ন হয় যোগীর শরীরে। কহিলাম সংক্ষেপেতে সবার গোচরে॥

এখন শুনহ বলি ওহে ঋষিগণ। যাহে যাহে যোগবিঘ্ন হয় সম্পাদন॥ বিঘ্নকর দ্রব্য যদি পরিত্যাগ করে। অনায়াসে তরে সেই দুঃখপারাবারে॥ অম্ল রুক্ষ ঝাল দ্রব্য করিবে বর্জ্জন। কটু দ্রব্য সর্ষপাদি ত্যজিবে লবণ॥ অনেক ভ্রমণ নাহি কদাচ করিবে। তৈল-আদি শৈত্যদ্রব্য সর্ব্বথা ত্যজিবে॥ অন্যায়ে করিবে নাহি পরস্ব হরণ। প্রাণিহিংসা লোকদ্বেষ করিবে বর্জ্জন॥ অহঙ্কার না রাখিবে আপন অন্তরে। কুটিলতা তেয়াগিবে অতি যত্ন করে॥ ভ্রমে নাহি কহিবেক অসত্য বচন। কদাচ করিবে নাহি জীবের পীড়ন॥ ত্যজিবেক নারীসঙ্গ একান্ত অন্তরে। বহু কথা না কহিবে কাহার গোচরে॥

অধিক ভোজন নাহি করিবে কখন। যোগবিঘ্ন হয় ইথে ওহে ঋষিগণ। আশু সিদ্ধি হয় যাহে শুনহ সকলে। শাস্ত্রের বিধান মত বলিব সবারে। ঘৃত দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন করিবে ভোজন। কর্পূরবাসিত পান করিবে সেবন। বলিবেক প্রিয়বাক্য সবার গোচরে। মিষ্টবাক্যে সন্তোষিবে সবার অন্তরে। ক্ষুদ্রদ্বার মন্দিরাদি করিয়া গঠন। তাহার মধ্যেতে বাস করিবে সুজন॥ সিদ্ধান্ত বচন সদা শুনিবে সাদরে। তর্ক কভু না করিবে জানিবে অন্তরে॥ সংসারের কার্য্য বটে করিবে সাধন। বৈরাগ্য চিত্তেতে কিন্তু করিবে স্থাপন লাভে হর্ষ না করিবে আপন অন্তরে।অলাভে করিবে ত্যাগ সদা বিষাদেরে কিবা স্তব কিবা নিন্দা করিয়া শ্রবণ। সমভাব সদা জ্ঞান করিবে সুজন॥ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবে সাদরে। ব্যাকুলতা না রাখিবে অন্তর মাঝারে॥ সদত করিবে হৃদে ধৈর্য্যাবলম্বন। ক্ষমাশীল হবে সদা সেই মহাত্মন॥ কথা-শাস্ত্র তপশ্চর্য্যা করিবে যতনে। রহিবেক শৌচাচারে বিহিত বিধানে॥ জলাদি দ্বারায় বাহ্য হবে পরিষ্কার। সন্তোষে করিবে শুদ্ধ চিত্তের মাঝার॥ ভগবদ্বিষয়ে বুদ্ধি করিবেক স্থির। করিবেক গুরুসেবা হইয়া সুধীর॥ পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু পশিবে যখন। সেই কালে যোগীজন করিবে ভোজন॥ প্রাণবায়ু যেই কালে পশিবে ইড়াতে। শয়ন করিবে যোগী তখন শয্যাতে॥ বামনাসিকাতে বায়ু বহিবে যখন। কুণ্ডলীর নিদ্রাকাল জানিবে তখন॥ সেই কালে যোগীজন নিদ্রারে ভজিবে। দক্ষিণ নাসাতে বায়ু যখন বহিবে॥ জাগ্রত অবস্থা সেই কুণ্ডলীর হয়। তখন আহার যোগী করিবে নিশ্চয়॥ কেননা তখন যদি করয়ে ভোজন। কুণ্ডলী মুখেতে হবে আহুতি অর্পণ॥ কুণ্ডলী মুখেতে যোগী আহুতি অর্পিলে। যোগীর আহার শুদ্ধি হয় সেই কালে॥ আহারের পরক্ষণে পবন-অভ্যাস। কভু না করিবে যোগী শাস্ত্রেতে প্রকাশ॥ ক্ষুধার্ত্ত কালেতে নাহি করিবে ভজন। তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ॥ যেই কোন জীব কিছু আহার করিলে। নাড়ীরন্ধ্র রসান্বিত হয় সেই কালে॥ বায়ুর গতির বিঘ্ন জনমে তাহাতে। শ্বাস আদি রোগ জন্মে এই কারণেতে॥ ক্ষুধিত ব্যক্তির ধাতু অতিক্ষীণ হয়। সেকালে পবনাভ্যাস সমুচিত নয়॥ পবন-অভ্যাস যদি করয়ে তখন। ক্ষয় রোগ তাহা হলে হয় উৎপাদন॥ প্রথম অভ্যাসকালে কিছু নাহি খাবে। ঘৃত দুগ্ধ অন্ন মাত্র ভোজন করিবে॥ অভ্যাস ক্রমেতে স্থির হইবে যখন। সেই কালে নিয়মের নাহি প্রয়োজন॥ ইতিপূর্ব্বে যেইরূপ করেছি কীর্ত্তন। সেরূপে কুম্ভক সাধু করিবে সাধন॥ বায়ুর অভ্যাস যবে স্থিরীভূত হয়। ইচ্ছামত শক্তি জন্মে জানিবে

নিশ্চয় ॥ যোগীর যেমন ইচ্ছা সেই অনুসারে। বায়ু ধারণেতে শক্তি জনমে অন্তরে ॥ সেই শক্তি জনমিলে জানিবে তখন। কুম্ভক হয়েছে সিদ্ধ ওহে ঋষিগণ ॥ প্রাণায়াম সাধনেতে প্রথম প্রথম। সাধকের দেহে ঘর্ম্ম হয় উৎপাদন ঘর্ম্মোদয় যবে যোগী দেখিবে শরীরে। মর্দ্দন করিবে দেহে অতি যত্ন করে ॥ সেরূপ যদ্যপি নাহি করে যোগীজন। ধাতু ক্ষয় হবে তবে ওহে ঋষিগণ ॥ প্রথমেতে এই চিহ্ন যোগীর জনমে। তার পর হয় যাহা শুনহ শ্রবণে ॥ দ্বিতীয় কল্পেতে দেহে কম্পের উদয়। তৃতীয় কল্পেতে ভেকসম গতি হয় ॥ সেই কালে পদ্মাসনস্থিত যোগীবরে। প্রাণবায়ু থাকি থাকি বিচালিত করে ॥ অভ্যাসবশেতে ক্রমে যেই যোগীজন। বায়ুকে রোধিতে পারে অতি বহুক্ষণ ॥ তাহা হলে অবিলম্বে ভূতল ত্যজিয়ে। শূন্যেতে উঠিতে পারে সানন্দ হৃদয়ে ॥ শূন্যে বিচরণ যোগী করিবারে পারে। তাহার অসাধ্য নাহি জগত মাঝারে ॥ পদ্মাসনে থাকি যোগী ত্যজি ধরাতল। যখন উঠিতে পারে শূন্যের উপর ॥ সেই কালে বায়ুসিদ্ধি হইবে তাহার। ভবঘোর-বিনাশিনী সার হতে সার ॥ যাবৎ এরূপে বায়ু সিদ্ধি নাহি হয়। তাবৎ নিয়মবশ রহিবে নিশ্চয় ॥ তার পর কোন কিছু নাহিক নিয়ম। যথা ইচ্ছা যোগীবর করিবে তেমন ॥ যোগসিদ্ধি হলে পরে অল্প নিদ্রা হয়। মল মূত্র অল্প হয় জানিবে নিশ্চয় ॥ সংসার মাঝারে যেই হয় যোগীজন। রোগ শোক তার দেহে না রহে কখন॥ শারীরিক মানসিক রোগ নাহি থাকে। সদা কাল যায় তার অন্তরের সুখে ॥ সতত প্রফুল্ল রহে তাহার অন্তর। ঘর্ম্ম ক্লমি কফ তার ছাড়ে কলেবর ॥ কফ বায়ু আর পিত্ত তাহার শরীরে। সমভাবে সদাকাল অবস্থিতি করে ॥ সেইকালে পথ্যাপথ্য যে কোন ভোজন। কিছুতে নিয়ম নাহি করিবে গ্রহণ॥ যোগীজন যদি রহে করি অনাহার। অথবা যদ্যপি করে অত্যল্প আহার ॥ কিম্বা বহুবিধ দ্রব্য করয়ে ভোজন। রোগ শোক দেহে তার না হয় কখন ॥ সাধক ভূচরী সিদ্ধি লভিবারে পারে। গম্যাগম্য সর্ব্বস্থানে পারে যাইবারে ॥ যেরূপে করিবে জপ যোগীবর জন। বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ ॥ ইন্দ্রিয় সংযত করি জনশূন্য স্থানে। উপবিষ্ট হইবে সাধু বিহিত আসনে ॥ দীর্ঘমাত্রা ওম্ জপ করিবে তখন। যাবতীয় যোগবিঘ্ন করিতে বারণ ॥ * প্রাণায়াম যথাবিধি সাধন করিলে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বিনাশে অচিরে ॥ ইহ জন্মকৃত কর্ম্ম বিনাশিত হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয় ॥ ষোড়শ সংখ্যক যোগী করি প্রাণায়াম। পাপ পুণ্য সব ধ্বংস করিবে ধীমান ॥

* এস্থলে দীর্ঘমাত্রা জপ অর্থে স্পষ্টাক্ষরে প্রণবজপ বুঝিতে হইবে।

প্রাণায়াম দ্বারা যোগী পুলক অন্তরে। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লভিবারে পারে॥
ত্রিলোকে অটন করে সেই যোগীবর। সদা সর্ব্বক্ষণ তার প্রফুল্ল অন্তর॥
অভ্যাস বশেতে ক্রমে যেই যোগীজন। তিন ঘণ্টা প্রাণায়াম করয়ে সাধন॥
বাক্যসিদ্ধি হয় তার নাহিক সংশয়। দূরদৃষ্টি শক্তি জন্মে জানিবে নিশ্চয়॥
ইচ্ছামত সর্ব্বস্থানে যাইবারে পারে। দূরশ্রুতি শক্তি জন্মে জানিবে অন্তরে॥
পরকায়ে পশিবারে পারে সেই জন। তিরোধান শক্তি জন্মে শাস্ত্রের বচন॥
তাহার পুরীষ মূত্র লেপন করিলে। অন্য ধাতু স্বর্ণ হয় জানিবে অন্তরে॥
শূন্যপথে অবিরোধে করে বিচরণ। তাহার অসাধ্য নাহি এ তিন ভুবন॥
প্রহর অবধি বায়ু রোধিতে পারিলে। প্রত্যাহার শক্তি তার জনমে অন্তরে॥
সাধনার বিঘ্ন আর না রহে তখন। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥
যোগীজন যাহা কিছু দরশন করে। আত্মা বলি বিবেচনা করযে সবারে॥
আত্মা ভিন্ন নহে বিশ্ব এই করে জ্ঞান। সে জন জানিতে পারে ইন্দ্রিয়-বিধান
ইন্দ্রিয়েরে পরাজয় সেই জন করে। বলিলাম গূঢ় তত্ত্ব সবার গোচরে॥
কুম্ভক প্রহরকাল করে যেই জন। তাহার শকতি বল কি করি বর্ণন॥
অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করি দাঁড়াইতে পারে। বাতুলের মত সেই যথা তথা ঘুরে॥
আপন জ্ঞানের ভাব করিয়া গোপন। পাগলসমান ভ্রমে এ তিন ভুবন॥
পিঙ্গলাকে ত্যাগ করি ইড়া যেই কালে। নিশ্চল হইয়া বায়ু রহে সেই স্থলে॥
সুষুম্নার ছিদ্রমধ্যে প্রাণবায়ু রয়। পরিচযাবস্থা সেই যোগীর নিশ্চয়॥
পরিচয়াবস্থা হয় যোগীর যখন। কর্ম্মের ত্রিকূট হয় তখন দর্শন॥ সাধক
প্রণব জপ করি তার পর। ত্রিবিধ তাপের ধ্বংস করে অতঃপর॥ পুনর্জ্জন্ম
আর যোগী না করে গ্রহণ। নির্ব্বাণ মুকতি পায় শাস্ত্রের বচন॥ সেই
কালে প্রতি চক্রে যোগীর প্রবর। পঞ্চধা ধারণ করে তাপসনিকর॥ এক
এক চক্রে পঞ্চ কুম্ভক করিবে। পঞ্চভূত সিদ্ধি তাহে নিশ্চয় জানিবে॥
পৃথ্বী আদি পঞ্চভূত খ্যাত ত্রিভুবন। ইহা হতে ভয় তার না রহে কখন॥

শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ। যোগসমাপ্তির কাল করিব বর্ণন॥
জিহ্বাকে তালুর মধ্যে করিয়া স্থাপন। প্রাণবায়ু পান যদি করে যোগীজন॥
সাধনা সমাপ্তি হয় জানিবে সেকালে। জপ তপে আর তার কিবা ফল ফলে॥
যত দিন অইরূপে না হয় সক্ষম। তাবত সাধনা যোগী করিবে সাধন॥
যদি তাহা নাহি করে আলস্য করিয়ে। সকল হইবে নষ্ট জানিবে হৃদয়ে॥
কুণ্ডলী হইতে হয় অমৃত ক্ষরণ। নাদবিন্দু দিয়া তাহা করিবে সেবন॥
এইরূপ যেই যোগী করিবারে পারে। জীবন্মুক্ত হয় সেই জানিবে অন্তরে॥

প্রতিদিন এইরূপে যেই করে পান। রোগ শোক তার দেহে নাহি পায় স্থান॥ শ্রম দাহ জরা নাহি ঘেরিবারে পারে। জীবন্মুক্ত হয় সেই জানিবে অন্তরে॥ জিহ্বা দ্বারা তালুমূল করিয়া পীড়ন। কুণ্ডলীকে হৃদিমাঝে করিয়া চিন্তন॥ বায়ু সহ সুধাধারা যেই করে পান। মহাকবি হয় সেই শাস্ত্রের প্রমাণ॥ ছয় মাস মধ্যে তার কবিত্ব জনমে। কহিলাম ঋষিগণ সবার সদনে॥ কুণ্ডলিনী-সুধাপান যেই যোগী করে। ক্ষয়রোগ নাহি থাকে তাহার শরীরে॥ দূরদৃষ্টি দূরশ্রুতি শক্তি তার হয়। অসাধ্য সাধন সেই করয়ে নিশ্চয়॥ দন্ত দ্বারা দন্ত চাপি যেই যোগী জন। রসনাকে ঊর্দ্ধপথে করি আনয়ন॥ অল্পে অল্পে প্রাণ বায়ু যদি করে পান। মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে সেই মতিমান্॥ যথাবিধি ছয় মাস সাধনা করিলে। সর্ব্বপাপে সেই যোগী মুক্তি লাভ করে॥ সর্ব্বরোগে অব্যাহতি সেই জন পায়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবায়॥ একবর্ষ যেই জন করয়ে সাধন। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লভে সেই জন॥ সর্ব্বভূতে সেই যোগী করি পরাজয়। ভৈরব স্বরূপ হয় নাহিক সংশয়॥ রসনাকে ঊর্দ্ধগামী করি কোন জন। ক্ষণার্দ্ধ যদ্যপি হয় থাকিতে সক্ষম॥ জরা ব্যাধি মৃত্যুমুক্ত সেই জন হয়। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয়॥ প্রাণসহ রসনাকে করি নিষ্পীড়ন। ধ্যানপর সদা থাকে যেই যোগীজন॥ মৃত্যু নাহি তারে কভু আক্রমিতে পারে। কামদেব তুল্য রূপ সেই জন ধরে॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা মূর্চ্ছা না রহে তখন। পরম নির্ব্বাণ পায় সেই যোগী জন॥ এরূপ বিধিতে যোগ যেই জন করে। কামচারী হয় সেই এ ভব-সংসারে॥ ইচ্ছামত যথা তথা করে বিচরণ। দূরীভূত হয় তার ভবের বন্ধন॥ সদা বাস করে সেই অমর-নগরে। দেবগণ সহ সদা আনন্দে বিহরে॥ পুণ্য পাপে লিপ্ত নাহি হয় সেই জন। জীবন্মুক্ত সেই জন শাস্ত্রের বচন॥ আরো এক কথা বলি শুনহ সকলে। আসন করিবে যোগী সাধনার কালে॥ যোগ সাধনাতে আছে অনেক আসন। চারিটী প্রধান তাহে ওহে ঋষিগণ॥ সিদ্ধাসন পদ্মাসন উগ্র তার পরে। চতুর্থ স্বস্তিক হয় জানিবে অন্তরে॥ চারির লক্ষণ এবে করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিগণ॥ পাদমূল দিয়া যোনি করিয়া পীড়ন। অন্য পাদমূল শিশ্নে করিবে স্থাপন॥ জিতেন্দ্রিয় হবে আর নিশ্চল-হৃদয়। ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে রবে জানিবে নিশ্চয়॥ ভ্রূর মধ্যভাগ পরে করিবে দর্শন। সিদ্ধাসন কহে এরে শাস্ত্রের বচন॥ অবক্র-শরীর হয়ে নির্জ্জন প্রদেশে। বসিবেক সিদ্ধাসনে মনের হরিষে॥ সিদ্ধিলাভ হয় ইথে নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥

যোগের নিষ্পত্তি হয় ইহার প্রসাদে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ আসন কহিনু সাক্ষাতে॥ পদ্মাসন কথা এবে করহ শ্রবণ। পরা গতি লভে যাহে যোগী মহাত্মন্॥ সংসারের মায়া যোগী পরিত্যাগ করি। দিবানিশি ভাবে সেই ভবের কাণ্ডারী। গুহ্য হতে গুহ্য হয় এই পদ্মাসন। সর্ব্বব্যাধি ইহা হতে হয় বিনাশন বাম উরূপরি রাখি দক্ষিণ চরণ। বাম হস্ত উত্তানেতে করিবে স্থাপন॥ নাসা-অগ্রে দৃষ্টি পরে রাখিতে হইবে। দন্তমূলে রসনারে স্থাপন করিবে॥ চিবুক উন্নত করি আর বক্ষঃস্থল। পূরিবেক অল্পে অল্পে বায়ু তার পর॥ শক্তি অনুসারে পরে করিবে রেচন। পদ্মাসন কথা এই করিনু বর্ণন॥ অতীব দুর্ল্লভ এই পদ্মাসন হয়। সকল জনের পক্ষে কভু সাধ্য নয়॥ যেই জন পদ্মাসন অনুষ্ঠান করে। সমস্ত বন্ধনে সেই মুক্তিলাভ করে॥ প্রাণবায়ু সমভাবে নাড়ীরন্ধ্রে তার। অবশ্য সরল ভাবে করয়ে সঞ্চার॥ উগ্রাসন কথা এবে করহ শ্রবণ। শাস্ত্রমত বিবরিব তাহার লক্ষণ॥ পাদদ্বয় প্রসারিত করি পরস্পর। অসংযুক্ত করি তাহা তাপসনিকর॥ দুই হাতে দৃঢ়রূপে করিবে ধারণ। জানুদ্বয়ে শিরোদেশ করিবে স্থাপন॥ উগ্রাসন এই হয় শাস্ত্রের প্রমাণ। আসনের মধ্যে ইহা জানিবে প্রধান॥ উগ্রাসনে সমাসীন হয় যেই জন। জরা ব্যাধি তার দেহে না রহে কখন॥ অতি গুহ্য উগ্রাসন জানিবে অন্তরে। প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে॥ বায়ুসিদ্ধি হয় ইথে শাস্ত্রের বচন। শোক দুঃখ অচিরেতে হয় বিনাশন॥ স্বস্তিক-লক্ষণ এবে বলিব সবারে। মন দিয়া শুন তাহা শ্রবণ-বিবরে॥ জানু উরু দোঁহামাঝে পাদতলদ্বয়। স্থাপন করিবে যোগী হয়ে সমকায়॥ সুখে সমাসীন হবে শাস্ত্রের বচন। স্বস্তিক আসনকথা করিনু বর্ণন॥ ইহার প্রসাদে ব্যাধি বিদুরিত হয়। বায়ু সিদ্ধি হয় ইথে নাহিক সংশয়॥ সুখাসন বলি ইহা বিদিত সংসারে। যাবতীয় দুঃখরাশি বিনাশিত করে॥ দেহের সুস্থতা লাভ ইহাতেই হয়। গুহ্য হতে গুহ্য ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ আসনের কথা এই করিনু বর্ণন। তার পর শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥ পূরক-অভ্যাসযোগ দ্বারায় প্রথমে। পূরিবে আধারপদ্মে বায়ু সহ মনে॥ মনকে বায়ুর সহ করিবে পূরণ। শাস্ত্রের নিয়ম এই করিনু বর্ণন॥ গুহ্য হতে শিশ্নাবধি যাবতীয় স্থান। যোনি বলি পরিগণ্য শাস্ত্রের বিধান॥ যোনিস্থান আকুঞ্চিত করিয়া যতনে। প্রবৃত্ত হইবে পরে মুদ্রার বন্ধনে॥ মনে মনে কামদেবে করিবে চিন্তন। বন্ধুক-পুষ্পের সম তাঁহার বরণ॥ কোটি সূর্য্য সম দীপ্তি ধরে কলেবরে। কোটি চন্দ্র সম স্নিগ্ধ জানিবে অন্তরে॥ এই রূপে কাম-

দেবে করিয়া চিন্তন। তার ঊর্দ্ধে পরমাত্মা করিবে ভাবন॥ পরমাত্মা শক্তি সহ বিরাজে তথায়। চিন্তিবে এরূপে যোগী পরম-আত্মায়॥ কুণ্ডলী হইতে সুধা হতেছে ক্ষরণ। পান করিবেক তাহা সেই যোগীজন॥ এইরূপে যেই যোগী চিন্তয়ে অন্তরে। না থাকে অসাধ্য তাব জগত-সংসারে॥ যোনি-মুদ্রা বন্ধনের যেরূপ নিয়ম। শাস্ত্রেতে বর্ণিত আছে ওহে ঋষিগণ॥সেই রূপে মুদ্রাবন্ধ যদি কেহ করে। যাবত পাতক তার সমূলে সংহারে॥ ব্রহ্মহত্যা শত শত করে যেই জন। জীবের জীবনধন করে বিনাশন॥ গুরুহত্যা সুরাপান চৌর্য্যবৃত্তি করে। গুর্ব্বঙ্গনা সহ যেই আনন্দে বিহরে॥ সে যদি করয়ে যোনিমুদ্রার বন্ধন। যাবত পাতক তার হয় বিনাশন॥ মোক্ষবাঞ্ছা যেই যোগী করয়ে অন্তরে। যোনিমুদ্রা আচরণ করিবে সাদরে॥ অভ্যাস করিলে সিদ্ধি অবশ্যই হয়। মোক্ষলাভ হয় ইথে নাহিক সংশয়॥অভ্যাসেতে জ্ঞানলাভ জানিবে অন্তরে। অভ্যাসে মুদ্রার সিদ্ধি খ্যাত চরাচরে॥ অভ্যা-সেতে মৃত্যুঞ্জয় হয় যোগীজন। বাক্যসিদ্ধি লাভ হয় শাস্ত্রের বচন॥ কামচারী হতে পারে অভ্যাসের বলে। যোগেতে প্রবৃত্তি জন্মে অভ্যাসের ফলে॥ যোনিমুদ্রা অতি গুহ্য শিবের বচন। গোপনেতে এই মুদ্রা করিবে সাধন॥ প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে।প্রকাশে সিদ্ধির হানি জানিবে অন্তরে কণ্ঠাগত প্রাণ যদি কোন কালে হয়। তথাপি প্রকাশ নাহি করিবে নিশ্চয়॥ অধিকারী বিবেচনা করিয়া অন্তরে। প্রকাশ করিবে যোগী তাহার গোচরে আরো দশ মুদ্রা আছে শাস্ত্রের প্রমাণ। ক্রমে ক্রমে বলিতেছি তাহার বিধান মহামুদ্রা মহাবন্ধ মহাবেধ পরে। খেচরী ও জালন্ধর জানিবে অন্তরে॥ মূল-বন্ধ বিপরীত করণ উড্ডান। বজ্রোণি শক্তিচালন শাস্ত্রের প্রমাণ॥ এই দশ মুদ্রা হয় সবার প্রধান। ইহার প্রসাদে সিদ্ধি পায় মতিমান॥ এ দশ মুদ্রার ক্রমে বলিব লক্ষণ। মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিগণ॥

মহামুদ্রা গোপনীয়া সর্ব্বতন্ত্রে হয়। তাহার লক্ষণ বলি শুন পরিচয়॥ বামপাদমূল অগ্রে করি প্রসারণ। যোনিমণ্ডলেরে যোগী করিবে পীড়ন॥ দক্ষিণ চরণ পরে প্রসারিত করি। ধরিবেক দুই হাতে অতি দৃঢ় করি॥ নবদ্বার সংযমন করি যোগীজন। করিবেক হৃদয়েতে চিবুক স্থাপন॥ চিত্তকে চৈতন্যমার্গে সমর্পণ করে। কুম্ভক করিবে যোগী একান্ত অন্তরে॥ মহামুদ্রা এরে বলে জানিবে অন্তরে। ইহার প্রসাদে যোগী সিদ্ধি লাভ করে॥ বামাঙ্গে প্রথমে ইহা করিয়া অভ্যাস। দক্ষিণ অঙ্গেতে পরে করিবে অভ্যাস॥ উভয় অঙ্গেতে পরে বিহিত বিধানে। করিবেক প্রাণায়াম অতীব যতনে॥

রুর নিকটে ইহা করিয়া গ্রহণ। যথাবিধি যোগী যদি করে আচরণ ॥ অল্পভাগ্য যদি হয় সেই যোগীবর। তবু সিদ্ধি লভে সেই মহেশের বর ॥ ই মুদ্রা যথাবিধি করিলে সাধন। সমস্ত নাড়ীর তাহে হয় সঞ্চালন ॥ শুক্র-স্তম্ভ হয় ইথে নাহিক সংশয়। জীবনকে আকর্ষিত করয়ে নিশ্চয় ॥ ইহার সাদে পাপ হয় বিনাশন। রোগ শোক দেহমধ্যে না আসে কখন ॥ জঠর-নল বৃদ্ধি ইহাতেই হয়। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয় ॥ নির্ম্মল াবণ্য জন্মে শরীর মাঝারে। জরা মৃত্যু ধ্বংস হয় জানিবে অন্তরে ॥ গোপনে াখিবে মুদ্রা শাস্ত্রের বচন। ইহার প্রসাদে ঘুচে ভবের বন্ধন ॥ যেই যাগী এই মুদ্রা আচরণ করে। অনায়াসে তরে সেই ভবপারাবারে ॥ কাম-ধেনু রূপা এই মহামুদ্রা হয়। বাঞ্ছিত সফল হয় জানিবে নিশ্চয় ॥ গোপন াখিয়া ইহা করিবে সাধন। সবার নিকটে নাহি বলিবে কখন ॥ মহামুদ্রা থা এই শুনিলে সবাই। মহাবন্ধ শুন এবে কহি সবা ঠাঁই ॥ বাম উরু-রি রাখি বাম চরণ। গুহ্যদেশ যোনিদেশ করি আকুঞ্চন ॥ অপান-ায়ুর সহ সমান বায়ুরে। সংযুক্ত করিবে যোগী একান্ত-অন্তরে ॥ কুম্ভক রিবে পরে যেমত বিধান। মহাবন্ধ এই হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ এইরূপে াই যোগী করয়ে সাধন। মনোবাঞ্ছা হয় তার অবশ্য পূরণ ॥ দেহস্থ ারীর রস উঠে শিরোপরে। কহিলাম তথ্য কথা সবার গোচরে ॥ মহা-ন্ধ যেই জন করে আচরণ। তাহার শরীরে হয় পুষ্টির সাধন ॥ সুষুম্না-বরে বায়ু যাতায়াত করে। বিঘ্ন নাহি হয় তার জানিবে অন্তরে ॥ সর্ব্বদা ন্তুষ্ট রহে তাহার অন্তর। মহাসুখী হয় সেই যোগীর প্রবর ॥ মহাবেধ থা এবে শুনহ সকলে। ইহার প্রসাদে জরা মৃত্যু নাশ করে ॥ বায়ু-াদ্ধি বাঞ্ছাসিদ্ধি সেজনের হয়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয় ॥ াণবায়ু সহ ঐক্য করিয়া অপান। বায়ুতে উদর পূরি যোগী মতিমান ॥ ভয় পার্শ্বকে পরে করিবে তাড়ন। মহাবেধ কথা এই করিনু কীর্ত্তন ॥ হামুদ্রা মহাবন্ধ করে যেই জন। মহাবেধ সেই জন করিবে সাধন ॥ বেধহীন লে ফল কিছু নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয় ॥ মহাবন্ধ হামুদ্রা মহাবেধ আর। এ তিনে সাধন করে সেই গুণাধার ॥ ছয়মাস ধ্য মৃত্যু সেই করে জয়। জীবন্মুক্ত হয় সেই নাহিক সংশয় ॥ ইহার হাত্ম্য জানে যত সিদ্ধগণ। অপরে জানিতে নারে ওহে ঋষিগণ ॥ গোপনে খিবে ইহা অতীব যতনে। মুদ্রাসিদ্ধি নাহি ফলে অন্যথাচরণে ॥ খেচরী দ্রার বিধি করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন এবে ওহে ঋষিগণ ॥ উপক্রব-

শূন্য স্থানে বসিয়া বিধানে। হৃদয়মাঝারে দৃষ্টি রাখিবে যতনে॥ যত্ন করি বিপরীতগামিনী জিহ্বারে। যোজনা করিবে সাধু তালুর কুহরে॥ সিদ্ধির জননী রূপা এই মুদ্রা হয়। পবিত্র শরীর হয় জানিবে নিশ্চয়॥ ইহার অভ্যাস করি যেই সাধুজন। সহস্রারাচ্যুত সুধা করয়ে সেবন॥ পবিত্র তাহার দেহ সর্ব্বথাই হয়। শাস্ত্রের বচন এই জানিবে নিশ্চয়॥ প্রত্যহ ক্ষণার্দ্ধ কাল যে করে সাধন। পাপরাশি দেহে তার না রহে কখন॥ স্বর্গ-সুখ লভে সেই অমর নগরে। দেবগণ সহ সেই আনন্দে বিহরে॥ ভোগ অন্তে ধরাতলে লভয়ে জনম। সৎকুলেতে জন্ম হয় ওহে ঋষিগণ॥ খেচরী মুদ্রার সিদ্ধি যেই জন করে। দীর্ঘ আয়ু হয় তার মহেশের বরে॥ শত ব্রহ্মপাত দেখে সেই সাধুজন। প্রাণের সদৃশী মুদ্রা করিনু বর্ণন॥ প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে। গোপনে রাখিবে ইহা অতি যত্ন করে॥ জালন্ধরবন্ধ এবে করহ শ্রবণ। গলশিরা আকুঞ্চিত করিবে প্রথম॥ চিবুক স্থাপন হৃদে করিতে হইবে। তার পর যথাবিধি কুম্ভক করিবে॥ জালন্ধর-বন্ধ এই করিনু কীর্ত্তন। জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয় ইহার কারণ॥ শিরঃস্থ সহস্রদল কমল হইতে। যে সুধা পতিত হয় বিদিত জগতে॥ সে ধারা পতিত হয় জঠর-অনলে। অমৃতত্ব হয় ইথে জীবের শরীরে॥ সিদ্ধি কামী যোগীগণ যারা যারা হয়। করিবেক জালন্ধর তাহারা নিশ্চয়॥ মূলবন্ধ এইবার করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিগণ॥ পাদ-মূল দ্বারা গুহ্য করিয়া পীড়ন। করিবে অপান বায়ু ঊর্দ্ধে আকর্ষণ॥ ইহার প্রসাদে জরা বিনাশিত হয়। মরণ বিনাশ পায় জানিবে নিশ্চয়॥ মূলবন্ধ আচরণ করি যেই জন। প্রাণাপান দোঁহা ঐক্য করয়ে সাধন॥ যোনিমুদ্রা সুসম্পন্ন সে জনের হয়। শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়॥ যোনিমুদ্রা সুসাধন করিতে পারিলে। অসাধ্য কি রহে তার বসুমতীতলে॥ সর্ব্বমুদ্রা সিদ্ধ হয় জানিবে তাহার। বলিলাম সার কথা নিকটে সবার॥ বিপরীতকরী মুদ্রা শুনহ সকলে। গোপনীয় এই মুদ্রা শাস্ত্রের বিচারে॥ ভূমিতলে নিজ শিরঃ করিয়া স্থাপন। চারিদিকে পাদদ্বয় করিবে ক্ষেপণ॥ বায়ু রোধ করি পরে কুম্ভক করিবে। মনের বাসনা তাহে সফল হইবে॥ প্রহর যাবত ইহা করিলে সাধন। মৃত্যু পরাজয় করে সেই সাধুজন॥ প্রলয়েতে অবসন্ন কভু নাহি হয়। শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়॥ উড্ডানবন্ধের কথা করহ শ্রবণ। অনুত্তম কথা এই ওহে ঋষিগণ॥ নাভির নিম্নেতে থাকে যে নাড়ী সকলে। উত্তোলিবে ঊর্দ্ধভাগে তাহা যোগীবর॥

করিবেক কুম্ভকেতে তাহা উত্তোলন। উড্ডানবন্ধের এই কহিনু লক্ষণ॥ প্রতিদিন চারিবার এ বন্ধ করিলে। নাভিশুদ্ধি হয় তার জানিবে অন্তরে॥ নির্ব্বিরোধ বায়ুশুদ্ধি সেজনের হয়। ছয় মাসমধ্যে তার মৃত্যু হয় জয়॥ এই বন্ধ যেই জন করে আচরণ। সংবর্দ্ধিত হয় তার জঠর-দহন॥ আহারীয় পরিপাক সে জনের হয়। শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়॥ আধি ব্যাধি নাহি রহে যোগীর শরীরে। স্বীয় বশে দেহ থাকে জানিবে অন্তরে॥ গুরুর নিকট শিক্ষা লইয়া বিধানে। নির্জ্জন স্থানেতে গিয়া বসিলে যতনে॥ তার পর এই বন্ধ করিবে সাধন। গোপন হইতে ইহা অতীব গোপন॥ ভব-অন্ধকার ইথে বিনাশিত হয়। শাস্ত্রের বচন এই কহিনু নিশ্চয়॥ বজ্রোণী মুদ্রার কথা শুনহ এখন। গোপন হইতে ইহা অতীব গোপন॥ যোনিদেশ হতে রজঃ করি আকর্ষণ। শিশ্নদ্বারা নিজদেহে পশাবে তখন॥ নিজ বিন্দু তার পর করিয়া বন্ধন। করিবেক যোনিদেশে শিশ্নের চালন॥ দৈববশে বিন্দু যদি প্রচলিত হয়। যোনিমুদ্রা দ্বারা তাহা রোধিবে নিশ্চয়॥ সেই বিন্দু বামভাগে ইড়া নাড়ী যোগে। স্থাপন করিয়া পরে অতি ধীরবেগে॥ শিশ্নের চালনা ক্রমে করিবে বারণ। স্থিরভাবে যোগীবর রহিবে তখন॥ ক্ষণকাল এইরূপে অবস্থান করে। চালনা করিবে পুনঃ হুঙ্কার উচ্চারে॥ অপান বায়ুকে পরে করি আকুঞ্চন। করিবে সবলে পরে রজ আকর্ষণ॥ এইরূপ করি ক্রমে কুম্ভক করিবে। বজ্রোণী ইহার নাম অন্তরে জানিবে॥ বিন্দুপাত হলে মৃত্যু জানিবে নিশ্চয়। বিন্দুধারণেতে আয়ু-সম্বর্দ্ধিত হয়॥ এই হেতু যত্ন করি যত যোগীজন। বিহিত বিধানে বিন্দু করিবে ধারণ॥ বিন্দু হতে জন্মে জীব নাহিক সংশয়। কহিলাম গূঢ় কথা ওহে ঋষিচয়॥ বিন্দু ধারণের শক্তি যদ্যপি জনমে। অসাধ্য কি রহে তার এ তিন ভুবনে॥ শিবের মহিমা যত করিছ দর্শন। ইহার প্রসাদে মাত্র ওহে ঋষিগণ॥ বিন্দু হতে সুখ দুঃখ জানিবে অন্তরে। শুভকর যোগ এই কহিনু সবারে॥ সর্ব্বভোগযুক্ত হয় যেই কোন জন। যদ্যপি সে জন করে এযোগ সাধন॥ সিদ্ধিলাভ হয় তার নাহিক সংশয়। সুখী হয় সেই যোগী জানিবে নিশ্চয়॥ অকস্মাৎ বিন্দু যদি প্রপতিত হয়। চন্দ্র সূর্য্য মিলে তাহে নাহিক সংশয়॥ * অমরাণী মুদ্রা জান ইহারই নাম। বজ্রোণীর এক মূর্ত্তি শাস্ত্রের প্রমাণ॥ গলিত বিন্দুকে যোগী যোনিমুদ্রাবলে। রাখিবেক বন্ধ করি যত্ন সহকারে॥ সহজোনিমুদ্রা হয় ইহারই নাম। অতি গোপনীয় ইহা শাস্ত্রের বিধান॥

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শুক্র ও শোণিতের একত্র মিলন হয়।

একমাত্র ভক্তপাশে করিবে কীর্ত্তন। অন্যথা সিদ্ধির হানি শাস্ত্রের বচন॥
ইহা হতে গুপ্ত কিছু নাহিক ভূতলে। শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ ইহা জানিবে অন্তরে॥
মূত্রত্যাগ যেই কালে করিবারে হয়। সেই কালে বল করি যেই মহোদয়॥
বায়ু দ্বারা মূত্রবেগ করি আকর্ষণ। অবেগে অবেগে মূত্র করয়ে বর্জ্জন॥
প্রভুত মূত্রকে পুনঃ আকর্ষণ করে। সযতনে উর্দ্ধভাগে লইবারে পারে॥
গুরু উপদিষ্ট পথে করয়ে গমন। বিন্দুসিদ্ধি হয় তার শিবের বচন॥
যথাবিধি গুরুপাশে উপদেশ লয়ে। যোগাভ্যাস করিবেক একান্ত হৃদয়ে॥
এইরূপে যোগাভ্যাস করিবে সুজন। শত নারী ভোগে যেন সে হয় সক্ষম॥
তবু দেখ বিন্দুপাত না হয় তাহার। এইত নিয়ম আছে শাস্ত্রের বিচার॥
বিন্দুসিদ্ধি হলে আর কিসে থাকে ভয়। অসাধ্য সাধন করে সেই মহোদয়॥
বিন্দুসিদ্ধিবলে শিব সবার উপর। নিশ্চয় জানিবে ওহে তাপস নিকর॥
এখন শুনহ সবে শক্তির চালন। এই মুদ্রাবলে হয় অসাধ্য সাধন॥
মূলাধারপদ্মে আছে কুলকুণ্ডলিনী। প্রসুপ্তা আছেন তিনি শুন যত মুনি॥
অপান বায়ুতে তারে করি আরোপণ। আকর্ষণ করি বলে করিবে চালন॥
এই ত মুদ্রার কথা কহিনু সবারে। শক্তিচালনের চর্চ্চা যেই জন করে॥
প্রতিদিন ইহা যেই করয়ে সাধন। তাহার সমস্ত রোগ হয় বিনাশন॥
পরমায়ু বৃদ্ধি পায় জানিবে তাহার। কহিনু নিগূঢ় কথা নিকটে সবার॥
এই মুদ্রা যেই জন আচরণ করে। মৃত্যুভয় নাহি থাকে এ ভবসংসারে॥
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সেই জন পায়। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবায়॥
দশটী মুদ্রার কথা করিনু কীর্ত্তন। যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন॥
এত বলি বিধিসুত মৌনভাব ধরে। ঋষিরা জিজ্ঞাসে পুনঃ তাহার গোচরে॥
শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন। শুনিতেছি তব মুখে অপূর্ব্ব কথন॥
যোগবিঘ্ন শুনিবারে হতেছে বাসনা। কৃপা করি আমাদের পূরাও কামনা॥
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন। শুন শুন ঋষিগণ করিব বর্ণন॥ যেরূপ
বলিয়াছিল দেব পশুপতি। বিবরিব সেই কথা কর অবগতি॥
নারীভোগ সুখশয্যা উত্তম বসন। ধনের আকাঙ্ক্ষা আর তাম্বুল সেবন॥
এই সব যোগবিঘ্ন জানিবে অন্তরে। এ সব ত্যজিবে যোগী অতিযত্ন করে॥
শকট শিবিকা কিম্বা রথে আরোহণ। ভ্রমে কভু না করিবে যোগী যেই জন
ঐশ্বর্য্য হইতে হয় মুক্তির ব্যাঘাত। ঐশ্বর্য্যে ঘটায় জান কত উৎপাত॥
স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র হীরা প্রবাল রতন। গন্ধদ্রব্য গোধনাদি বিবিধ ভূষণ॥
পাণ্ডিত্যের অভিমান নৃত্য গীত আদি। জানিবে এ সব হয় ব্যাঘাত সুস্তুতি

যোগীজন এই সব করিবে বর্জ্জন। নতুবা বিফল তার সব অকারণ ॥ স্ত্রীপুত্রাদি ধরা মাঝে যতেক বিষয়। ভোগরূপ বিঘ্ন সব জানিবে নিশ্চয় ॥ ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন এবে করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিগণ ॥ উপবাস ব্রত আর যতেক নিয়ম। কভু না করিবে ইহা যারা যোগীজন ॥ যশোগান কীর্ত্তিগান কারো না করিবে। দান আদি যত কাজ সর্ব্বথা ত্যজিবে ॥ না করিবে বাপী কূপ তড়াগ নির্ম্মাণ। অট্টালিকা না করিবে যোগী মতিমান্ ॥ মন্দির প্রতিষ্ঠা নাহি করিবে সেজন। চান্দ্রায়ণ আদি নাহি করিবে সাধন ॥ প্রায়শ্চিত্ত না করিবে কভু কোনকালে। তীর্থপর্য্যটনে তার কিবা ফল ফলে ॥ ধর্ম্মকর্ম্ম বটে ইহা নাহিক সংশয়। যোগবিঘ্ন কিন্তু ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ এসব করম চিত্তশুদ্ধির কারণ। যোগীর এ সবে বল কিবা প্রয়োজন ॥ যত দিন নাহি হয় চিত্তের শোধন। তাবত করিবে এই সব আচরণ ॥ যোগীজন যাহা যাহা করিবে লক্ষণ। বলিতেছি সেই কথা শুন সর্ব্বজন ॥ নূতন সরস বস্ত্র সেবন করিবে। যোগীজন শুণ্ঠীচূর্ণ যতনে খাইবে ॥ সাধুসঙ্গ সযতনে করিবে অর্জ্জন। দুর্জ্জনের সঙ্গে নাহি থাকিবে কখন ॥ যোগাভ্যাসে যেই কালে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপ আচরণ তখন করিবে এত শুনি জিজ্ঞাসিল যত ঋষিগণ। সাধক কাহারে বলে করহ বর্ণন ॥ তাহার লক্ষণ বল কিবা রূপ হয়। এই সব শুনিবারে কৌতুকী হৃদয় ॥ এত শুনি বিধিসুত কহে মিষ্টস্বরে। শুন শুন ঋষিগণ কহি সবাকারে ॥ মন্ত্রযোগ হটযোগ লয়যোগ আর। রাজযোগ আদি করি জানিবেক সার ॥ চতুর্ব্বিধ যোগ হয় বিদিত ভুবন। তার মধ্যে রাজযোগ উত্তম-উত্তম ॥ সকলের নাহি হয় তাহে অধিকার। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব নিকটে সবার ॥ মৃদু মধ্য অধিমাত্র অধিমাত্রতম। সাধক এ চারিবিধ জানে সর্ব্বজন ॥ অধিমাত্রতম তাহে সবার প্রধান। ভববন্ধ ঘুচে তার শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ মৃদু সাধকের এবে শুনহ লক্ষণ। মুগ্ধচিত্ত নিরন্তর হয় সেই জন ॥ অল্প উৎসাহযুক্ত সেই জন রয়। কুষ্ঠরোগী সেই জন নাহিক সংশয় ॥ গুরু উপদেশ সেই করয়ে লঙ্ঘন। লোভের উপরে সদা রহে তার মন ॥ দুষ্টকর্ম্মে রত থাকে সেই মহামতি। অনেক ভোজনে তার নাহি হয় তৃপ্তি ॥ নারীসঙ্গে সদা রহে সেই অভাজন। চপল সতত রহে সেজনের মন ॥ সহিষ্ণুতা নাহি থাকে তাহার অন্তরে। পরাধীন রহে সদা পরের আগারে ॥ দয়াশূন্য হয় তার জানিবে হৃদয়। কুৎসিত আচারে রত নিরন্তর রয় ॥ অল্পবীর্য্য, হয় সেই শাস্ত্রের বচন। মৃদু সাধকের এই কহিনু বচন ॥

সাধনা করিতে ইচ্ছা মৃদু যদি করে। মন্ত্রযোগ অগ্রে শিক্ষা করিবে সাদরে॥ মন্ত্রযোগে অধিকারী মৃদু যোগী হয়। এ হেতু শিখিবে তাহা ওহে ঋষিচয়॥ দ্বাদশ বরষ মৃদু অভ্যাস করিলে। চিত্তশুদ্ধি হবে তার জানিবে অন্তরে॥ তার পর হঠযোগে অধিকারী হয়। এইত নিয়ম আছে জানিবে নিশ্চয়॥ মধ্যসাধকের কথা করহ শ্রবণ। সমবুদ্ধি হবে সেই শাস্ত্রের বচন॥ ক্ষমাশীল প্রিয়বাদী সেই জন হবে। পুণ্যকর্ম্মে অভিলাষ সর্ব্বদা করিবে॥ সর্ব্বত্রে সমতা জ্ঞান করিবে সে জন। মধ্য সাধকের এই জানিবে লক্ষণ॥ হঠযোগে অধিকারী এই জন হয়। প্রথমে শিখিবে উহা শাস্ত্রের নির্ণয়॥ দ্বাদশ বরষ শিক্ষা করিবার পরে। চিত্তশুদ্ধি হবে তার জানিবে অন্তরে॥ লয়-যোগে অধিকারী হইবে তখন। মধ্য সাধকের এই কহিনু লক্ষণ॥ অধি-মাত্র কথা এবে কহিব সবারে। মন দিয়া শুন তাহা অতি সমাদরে॥ স্থির-বুদ্ধি বীর্য্যবান্ হয় সেই জন। সমাধিযোগেতে সেই হয় যে সক্ষম॥ পরের অধীনে সেই কভু নাহি রয়। সর্ব্বজীবে দয়াবান্ সে জন নিশ্চয়॥ ক্ষমাগুণ সদা থাকে তাহার অন্তরে। সত্যবাক্য সদা কহে সবার গোচরে॥ হৃদয়-আশয় তার অতি উচ্চতর। সমাধিতে বিশ্বাস সে রাখে নিরন্তর॥ গুরু-পাদপদ্ম পূজা করে সর্ব্বক্ষণ। যোগাভ্যাসে রত থাকে সদা তার মন॥ অধি-মাত্র সাধকের কহিনু লক্ষণ। ছয় বর্ষে সিদ্ধ হয় ইহার সাধন॥ তার পর রাজযোগে অধিকারী হয়। শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়॥ অধিমাত্র-তম কথা শুনহ এক্ষণে। ইহার সমান যোগী নাহিক ভুবনে॥ উৎসাহ-বিশিষ্ট সেই মহাবীর্য্যবান্। মনোহর কলেবর অতীব ধীমান্॥ সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী অতি শ্রুতিধর। মোহ না আক্রমে কভু তাহার অন্তর॥ আকুলতা নাহি থাকে তাহার হৃদয়ে। ভয়শূন্য রহে সদা জিতেন্দ্রিয় হয়ে॥ নবীন যৌবন তার অতি মনোরম। পরিমিতরূপে সদা করয়ে ভোজন॥ শৌচা-চারে সদা রহে সেই সাধুবর। আশ্রিত-রক্ষক সদা দানেতে তৎপর॥ স্থির বুদ্ধি ধরে সেই অন্তর মাঝারে। সন্তোষ নিয়ত হৃদে অবস্থিতি করে॥ ক্ষমাগুণে বিভূষিত সদা সর্ব্বক্ষণ। সরল স্বভাব তার অতীব উত্তম॥ বাসনা সতত করে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে। সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করয়ে গোপনে॥ প্রিয়বাক্য সত্য বাক্য নিরন্তর কয়। শ্রদ্ধাবান্ শান্ত হয়ে অনুক্ষণ রয়॥ গুরুপূজা সদা করে অতীব যতনে। ভক্তি শ্রদ্ধা রাখে সদা যত দেবগণে॥ বহুসঙ্গ সেই নাহি করয়ে কখন। মহাব্যাধি দেহ নাহি করে আক্রমণ॥ অধিমাত্র-তম হয় যেই সাধুবর। তাহার লক্ষণ এই খ্যাত চরাচর॥ সর্ব্বযোগে

অধিকারী হয় এই জন। তিনবর্ণে সিদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন॥ জ্ঞানযোগ জন্মে তার হৃদয় মাঝারে। প্রতীকোপাসনা পরে যেই জন করে॥ প্রতীক সাধক হয় যেই সাধুজন। তাহারে দেখিলে হয় সুপবিত্র মন॥ প্রগাঢ় রৌদ্রেতে সেই আকাশমণ্ডলে। ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দরশন করে॥ ব্যাকুল তাহার চক্ষু কভু নাহি হয়। একদৃষ্টে সূর্য্যপানে চাহি সেই রয়॥ চক্ষুর অনিষ্ট নাহি হইবে যখন। ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিবে তখন॥ ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আকাশ উপরে। সেই জন নিরন্তর দরশন করে॥ আপনার প্রতি-বিম্ব দেখিবারে পাব। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমা সবাকায়॥ প্রতীকোপা-সনা কহে জানিবে ইহারে। আপনার প্রতিবিম্ব দরশন করে॥ ঈশ্বরের বিম্ব সদা করে দরশন। সাধনার শ্রেষ্ঠ হয় এরূপ সাধন॥ প্রতিদিন স্বপ্রতীক আকাশ উপরে। যেই জন নিজ চক্ষে দরশন করে॥ পরমায়ু বৃদ্ধি হয় জানিবে তাহার। মৃত্যু জয় করে সেই শাস্ত্রের বিচার॥ অনুক্ষণ স্বপ্রতীক হেরে যেই জন। তাহার যোগেতে আর কিবা প্রয়োজন॥ সমস্ত ধরণী জয় সেই জন করে। বায়ু জয় করে সেই অতি অবহেলে॥ আত্মবশে অনুক্ষণ করে বিচরণ। পরমাত্মা পায় সেই শাস্ত্রের বচন॥ আত্মার সাযুজ্য পায় সেই সাধুনর। হৃদি মাঝে স্বপ্রতীক হেরে নিরন্তর॥ ক্রমে ক্রমে মুক্তি লাভ করে সেই জন। ইচ্ছামৃত্যু হয় সেই ওহে ঋষিগণ॥ জীবন্মুক্ত সেই জন জানিবে অন্তরে। অবহেলে তরে সেই ভবপারাবারে॥ সানন্দে ত্রিলোক সেই করে বিচরণ। যথা ইচ্ছা তথা যায় কে করে বারণ॥ শরীর ত্যাগের ইচ্ছা যেই কালে হয়। পরাত্মাতে সেই কালে হয়ে যায় লয়॥

প্রতীকোপাসনা কথা কহিনু বর্ণন। রাজযোগ কথা এবে করহ শ্রবণ॥ অঙ্গুষ্ঠযুগল দ্বারা ধরি কর্ণদ্বয়। ধরিবেক তর্জ্জনীতে আর নেত্রদ্বয়॥ মধ্যমা-দ্বয়ের দ্বারা ধরিবে বদন। কুম্ভকেতে বায়ু শেষ করিবে পূরণ॥ এইরূপ যেই যোগী করিবারে পারে। জ্যোতিরূপী হেরে সেই আপন শরীরে॥ জ্যোতির্ম্ময় নিজ-আত্মা করে দরশন। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন॥ পরম পদেতে শেষে হয়ে যায় লয়। কহিলাম গূঢ় তত্ত্ব ওহে ঋষিচয়॥ শুদ্ধচিত্তে যেই যোগী সদা সর্ব্বক্ষণ। এই যোগ শিক্ষা করে হয় একমন॥ দেহধর্ম্মে লিপ্ত নাহি সেই জন হয়। আত্মাতে অভিন্ন হয় জানিবে নিশ্চয়॥ যে যোগী অভ্যাস করে অতি গুপ্তাচারে। পাপ মহাপাপ যদি সেই জন করে॥ তবু পরব্রহ্মে লীন সেই জন হয়। আনন্দে হইয়া রহে সদা ব্রহ্মময়॥ এই যোগ শিবপ্রিয় জানিবে অন্তরে। নির্ব্বাণফলদ ইহা শাস্ত্রের বিচারে॥

যতনে সতত ইহা করিবে গোপন। এই যোগ শিক্ষা করে যেই সাধুজন॥ নাদোৎপত্তি হয় তার জানিবে অন্তরে। শুন শুন বলিতেছি বিশেষি সবারে॥ মধুকর যেইরূপ করয়ে ঝঙ্কার। প্রথমে সেরূপ ধ্বনি হইবে প্রচার॥ তার পর বেণুধ্বনি হইবে শ্রবণ। বীণাবাদ্য হবে শেষে ওহে ঋষিগণ॥ তার পর ঘণ্টানাদ শ্রুতিগত হয়। মেঘ শব্দ হয় শেষে জানিবে নিশ্চয়॥ সেই শব্দে মন দিয়া যদি যোগীজন। নির্ভয়ে থাকিতে ক্রমে হয় সে সক্ষম॥ মুক্তিপ্রদ লয় হয় জানিবে সেকানে। শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবারে॥ যখন সে নাদে চিত্ত করিবে রমণ। বাহ্যজ্ঞান না রহিবে জানিবে তখন॥ এইরূপে যোগাভ্যাস করিতে করিতে। হৃদাকাশে লীন হয় জানিবে ক্রমেতে॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। এইরূপে যোগশিক্ষা করিবে সুজন॥ সিদ্ধাসনে বসি যোগ করিতে হইবে। আসন ইহার সম নাহি আর ভবে॥ খেচরী মুদ্রার সম মুদ্রা নাহি আর। নাদসম লয় নাহি বিশ্বের মাঝার॥ মুক্তাবস্থা কারে বলে করহ শ্রবণ। একে একে সেই কথা করিব বর্ণন॥ সাধক যদ্যপি পাপে অনুরক্ত রয়। তবু মুক্তি হবে তার নাহিক সংশয়॥ ঈশ্বরেরে বিধিমতে করিয়া পূজন। যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে সাধুজন॥ গুরুকে সম্যক্‌রূপে সন্তুষ্ট করিয়ে। যোগশিক্ষা লবে পরে সানন্দ হৃদয়ে॥ গুরুর উপরে সব করিয়া অর্পণ। তাঁহারে করিবে তুষ্ট ওহে ঋষিগণ॥ তার পর যোগ শিক্ষা গ্রহণ করিবে। তবে ত সকল কাজ সফল হইবে॥ আরম্ভ করিবে যোগী যবে সাধুজন। বিপ্রগণে পরিতুষ্ট করিবে তখন॥ মঙ্গলবিশিষ্ট হয়ে বিবিধ প্রকারে। পবিত্র হইয়া যাবে শিবের মন্দিরে॥ সেই খানে গুরুপাশে করিবে গ্রহণ। এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ॥ একমনে চিন্তা যোগ করিবে অন্তরে। দেহ আদি দিনু সব শ্রীগুরুদেবেরে॥ গুরুর প্রসাদে এই মম কলেবর। স্বর্গীয় সমান হলো সবার গোচর॥ এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন। পদ্মাসনে সুস্থমনে বসিবে তখন॥ একাকী বসিবে যোগী নির্জ্জনে আসনে। নিশ্চল করিবে মন অতীব যতনে॥ অঙ্গুলীযোগেতে পরে বিজ্ঞান নাড়ীরে।* নিরোধ করিবে সাধু অতীব সাদরে॥ এই যোগ যেই জন করয়ে সাধন। তাহার যতেক দুঃখ হয় বিনাশন চৈতন্যের আবির্ভাব তাহার যে হয়। শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়॥ নিরন্তর এই যোগ অভ্যাস করিলে। উপনীত হয় সিদ্ধি তার করতলে॥ বায়ু সিদ্ধি হয় তার জানিবে নিশ্চয়। সুখ্যাতি লভয়ে সেই নাহিক সংশয়॥

* বিজ্ঞাননাড়ী অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা।

প্রতিদিন একবার করিলে সাধন। পাপরাশি তার দেহে না থাকে স্থরে॥ দেবগণ পূজা করে জানিবে তাহারে। দেবতা সমান সেই ত্রিলোকে বিচরে॥ যোগাভ্যাসে পরিশ্রম করিবে যেমন। তাহার হইবে সিদ্ধি জানিবে তেমন॥ প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে। কহিলাম গূঢ় কথা তোমা সবাকারে॥ পদ্মাসনে সমাসীন হয়ে যোগীজন। কণ্ঠকূপে নিজ মন করিয়া যোজন॥ তালুমূলে জিহ্বা দিয়া ক্ষুধা পিপাসায়। নিরস্ত করিবে সদা কহিনু সবায়॥ কণ্ঠকূপ হতে নিচে আরো অধস্থানে। কূর্ম্ম নামে নাড়ী আছে বিদিত ভুবনে॥ সেই নাড়ীতে মনোযোগ যদি যোগী করে। চিত্তের স্থিরতা হয় জানিবে অন্তরে॥ শিবনেত্র হয়ে যদি একান্ত অন্তরে। চিন্তা করে যোগী জন আপন আত্মারে। হৃদাকাশে পরজ্যোতি প্রকাশিত হয়। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয়॥ এই রূপ চিন্তা করে যেই যোগী জন। কিছুমাত্র পাপ তার না রহে কখন॥ হৃদাকাশে জ্যোতি সদা করিলে দর্শন। দেবতা তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন॥ দেবতা সহিত কথা সেই জন কয়। শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়॥ গমন কালেতে কিম্বা শয়নের কালে। অথবা আহার কালে একান্ত অন্তরে॥ পরম আত্মারে সেই করয়ে চিন্তন। সিদ্ধি লাভ করে সেই শাস্ত্রের বচন॥ সিদ্ধির বাসনা থাকে যাহার অন্তরে। যোগাভ্যাস সেই জন করিবে সাদরে॥ যোগাভ্যাস যেই জন করে সর্ব্বক্ষণ। শিবের পরম প্রিয় হয় সেই জন॥ যাবতীয় ভূতগণে করি পরাজয়। বাসনা তেয়াগ করি যেই মহোদয়॥ পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া যতনে। নাসাগ্রেতে দৃষ্টি পাত করে সর্ব্বক্ষণে॥ আত্মাতে তাহার মন লয় হযে যায়। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমা সবাকায়॥ মনোলয় হলে পরে সেই সাধুজন। খেচরত্ব লাভ করে জানিবে তখন॥ দেবতুল্য হয়ে সেই এ তিন ভুবনে। ইচ্ছামত বিচরণ করে সর্ব্বস্থানে॥ পরম জ্যোতিরে সদা করিলে দর্শন। আর তার অন্য যোগে কিবা প্রয়োজন॥ যেমন কামনা করে আপন অন্তরে। সেই রূপ ফল লাভ সেই জন করে॥ সংক্ষেপেতে যোগকথা করিনু কীর্ত্তন। যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন॥ শ্রবণ করিলে ইহা ভক্তি সহকারে। আত্মতত্ত্ব বোধ হয় জানিবে অন্তরে॥

অশীতিতম অধ্যায়।

বারাণসীমাহাত্ম্য।

অবিমুক্তস্য মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
তথা ওঙ্কারদেবস্য মাহাত্ম্যঞ্চ বদস্ব মে॥

ব্যাস আদি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে।পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে বিধির কুমারে॥
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কাহিনী। এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহামুনি॥
কাশীর মাহাত্ম্য কথা শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
ওঙ্কার মাহাত্ম্য তুমি করহ বর্ণন। এই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন॥
এতেক বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়॥
গুহ্য হতে অতি গুহ্য এসব কাহিনী। বর্ণন করিয়াছিল দেব শূলপাণি॥
উমার নিকটে তিনি করেন কীর্ত্তন। বলিতেছি সেই কথা শুন ঋষিগণ॥
দেবগণ এই কথা জানিবারে নারে। জানিতে বাসনা করে আপন অন্তরে॥
অতীব দুর্লভ কথা ওহে ঋষিগণ। শিবের কৃপায় আমি করিব বর্ণন॥
উমারে সম্বোধি কহে দেব শূলপাণি। শুন শুন ওগো দেবি তুমি কাত্যায়নী॥
বারাণসীপুরী মম অতি প্রিয়তম। তথা অবস্থিতি আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥
সেই স্থানে শিবপূজা যেই জন করে। আমারে দর্শন করে অতি ভক্তিভরে॥
অন্তকালে পরা গতি সেই জন পায়। বিমানে চড়িয়া সেই মম লোকে যায়॥
গৃহস্থ অথবা যতি যেই কোন জন। পাশুপত ব্রতধারী কিম্বা শৈবগণ॥
ত্রিদণ্ড অথবা একদণ্ড আদি নর। সেই স্থানে যারা বাস করে নিরন্তর॥
নিজ নিজ ব্রত সবে করিয়া ধারণ। মম উপাসনা করে হয়ে একমন॥
সবার শরীরে আমি করি অবস্থিতি। মোক্ষপদ দিই সবে জানিবে পার্ব্বতী॥
তথায় শ্মশান আছে অতি মনোরম। মুক্তিপ্রদ সেই স্থান বিদিত ভুবন॥
পাশুপত দ্বিজগণ একান্ত অন্তরে। মনের সুখেতে তথা অবস্থিতি করে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা করে অবস্থান। তথা আমি নিরন্তর করি অধিষ্ঠান॥
যারা যারা সেই স্থানে করে অবস্থিতি।সবার নিকটে আমি রহি গো পার্ব্বতি
সর্ব্বজীবে আমি তথা করি পরিত্রাণ। বারাণসী ধামে মম সদা অবস্থান॥
বারাণসী ধামে যারা করে অবস্থিতি। বিশ্বেশ্বরে সদা দেখে করিয়া প্রণতি॥
সংসার-বন্ধনে তারা হয় বিমোচন। পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় তাদের কখন॥

সেই স্থানে দরশন করি বিশ্বেশ্বরে। ওঙ্কার জপয়ে যেই অতি ভক্তিভরে॥ ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়। কহিলাম সার কথা ওহে ঋষিচয়॥ সিদ্ধক্ষেত্র তপক্ষেত্র বারাণসীধাম। অবিমুক্তেশ্বর দেব করে পরিত্রাণ॥ বাপীজল আছে তথা অতি মনোহর। স্পর্শন যদ্যপি তাহা করে কোন নর॥ কৃতার্থ সেজন হয় এই ধরাধামে। দুর্ল্লভ সে জন হয় এতিন ভুবনে॥ অমৃত সমান জল অতি মনোহর। তারণ পাচন উহা খ্যাত চরাচর॥ সেই জল পান যদি করে কোন জন। অখিল পাতক তার হয় বিনাশন॥ দেবনদী গঙ্গাদেবী বারাণসী ধামে। বসিছেন অনুক্ষণ আনন্দিত মনে॥ অতএব বিশালাক্ষি কি বলিব আর। কাশীতে থাকিতে রুচি না হয় কাহার॥ কাশীর সমান স্থান নাহিক ভুবনে। পাপে তরে জীবগণ যেই পুণ্য স্থানে॥

একাশীতিতম অধ্যায়।

হরিকেশ নামক যক্ষের উপাখ্যান।

পূর্ণভদ্রস্য যক্ষস্য আসীৎ পুত্রঃ প্রতাপবান্।
হরিকেশ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যো ধার্ম্মিকশ্চ সঃ।
তস্য জন্মপ্রভৃত্যেব সর্ব্বে ভক্তিরনুত্তমা॥

সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। বলিতেছি অতঃপর অদ্ভুত ঘটন॥ পূর্ণভদ্র নামে যক্ষ ছিল পূর্ব্বকালে। পুত্র এক জন্মে তার হরিকেশ বলে॥ পরম ধার্ম্মিক পুত্র অতি বীর্য্যবান্। ব্রহ্মণ্য নাহিক ছিল তাহার সমান॥ জন্মাবধি সেই পুত্র শঙ্কর উপরে। অনুত্তমা ভক্তি রাখে একান্ত অন্তরে॥ দিবানিধি শিবরূপ করয়ে চিন্তন। তন্ময় হইযা করে নেত্র নিমীলন॥ তাহার এতেক ভাব করি দরশন। পূর্ণভদ্র সম্বোধিয়া কহিল তখন॥ শুন শুন ওহে বৎস বচন আমার। যক্ষকুলে জন্মিযাছ গুণের আধার॥ যক্ষের উচিত কার্য্য কেন নাহি কর। চক্ষু মুদি সদা ভাব কিবা তাহা বল॥ আমার বচন হৃদে করহ ধারণ। অন্তরের এই ভাব কর বিসর্জ্জন॥ যক্ষের উচিত কার্য্য করহ যতনে। অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে॥ পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিনয়-বচনে কহে তনয় তখন॥ অনিত্য সংসারে জন্ম ধরিয়াছি আমি। সংসারের সারবত্তা কভু নাহি জানি॥ ইহাতে বাসনা মম কিছুমাত্র নাই। কহিনু মনের কথা তাত তব ঠাঁই॥

পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষবশে পূর্ণভদ্র কহিল তখন॥ তবে আর কিবা কাজ থাকিয়া আগারে। যথা ইচ্ছা তথা যাহ অতি দ্রুত করে॥ পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হরিকেশ গৃহ হতে করি নিষ্ক্রমণ॥ অনিমেষে গেল চলি বারাণসীপুরে। তপ আরম্ভিল তথা একান্ত অন্তরে চক্ষুর নিমেষ তার না হয় পতন। স্থাণু সম হয়ে তপ করে আচরণ॥ শুষ্ক কাষ্ঠ সম তার হলো কলেবর। সদা ভাবে কোথা সেই যোগীর ঈশ্বর॥ ইন্দ্রিয় সংযম করি সেই মহাত্মন্। নিশ্চল হইয়া তপ করে আচরণ॥ সহস্র বরষ দিব্য অতীত হইল। তথাপি শিবের নাহি করুণা জন্মিল॥ বল্মীক জন্মিল ক্রমে তাহার শরীরে। পিপীলিকা তার মাঝে নিবসতি করে॥ সূচিমুখ মুখ দিয়া পিপীলিকাগণ। তাহার দেহেতে সদা করয়ে দংশন॥ রুধিরের বিন্দু তাহে ঘন ঘন পড়ে। সংজ্ঞা নাহি তবু চিন্তে একান্ত অন্তরে এইরূপে তপ করে যক্ষের নন্দন। দিবানিশি ভাবে কোথা দেব পঞ্চানন॥

হেনকালে উমাদেবী দেব মহেশ্বরে। নিবেদন করি কহে সুমধুর স্বরে॥ শুন শুন ভগবন্ করি নিবেদন। উদ্যান দর্শনে বাঞ্ছা হতেছে এখন॥ কাশীর উদ্যানমাঝে করি বিচরণ। কাশীর মাহাত্ম্যকথা করিব শ্রবণ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনি মহেশ্বর। সহাস্য বদনে হন প্রফুল্ল অন্তর॥ পার্ব্বতী সহিতে পরে হরিষ অন্তরে। বাহির হলেন প্রভু ভ্রমণের তরে॥ উদ্যানমাঝেতে ক্রমে করিয়া গমন। দেবীরে যতেক দ্রব্য করান দর্শন॥ একে একে কত শোভা দেখাতে লাগিল। উদ্যান হেরিয়া হৃদে আনন্দ জন্মিল॥ অশোক পুন্নাগ আদি পুষ্পতরুগণ। উদ্যানমাঝেতে সব হতেছে শোভন॥ শত শত ভ্রমরেরা পুলক অন্তরে। কুসুমে কুসুমে গিয়া বসিছে সাদরে॥ স্থানে স্থানে সরোবরে কত শতদল। ফুটিয়া রয়েছে কিবা অতি সুবিমল॥ দাত্যুহ সারস আদি বিহঙ্গমগণ। সরোবরে জলকেলি করে সর্ব্বক্ষণ॥ চক্রবাক স্থানে স্থানে বিচরণ করে। কপোত ভ্রমিছে কত না যায় গগনে॥কাদম্ব-কদম্ব ভ্রমে পুলকে মগন। কারণ্ডব রব করে অতি বিমোহন॥ মত্ত অলিকুল কত গুন্ গুন্ করি। ভ্রমিতেছে চারিদিকে সবে সারি সারি॥ বিকসিত পুষ্প ভরে যত তরুগণ। শোভিতেছে কিবা আহা অতীব মোহন॥ সহকার পুষ্প কত শোভে তরুপরে। দুলিতেছে মন্দ মন্দ পবনহিল্লোলে॥ শিশু সনে মৃগীগণ করে বিচরণ। নব নব ঘাস সবে করিছে ভক্ষণ॥ আনন্দে মৃগেন্দ্রগণ বিচরণ করে। হিংসা দ্বেষ নাহি কভু কাহারো অন্তরে॥ তড়াগ শোভিছে কিবা উদ্যান-ভিতর। ফুটিয়া রয়েছে তাহে কত শতদল॥

ফলভারে অবনত হয়ে তরুগণ। নমস্কার ভূমিতলে করে ঘন ঘন॥ শুক গণ বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট হয়ে। কলরব করে কত সানন্দ হৃদয়ে॥ মাধবী লতিকা যত বেড়ি সহকারে। আনন্দে করিছে স্থিতি প্রণয়ের ঘোরে॥ গন্ধর্ব্ব কিন্নর সব করে বিচরণ। সবার হৃদয় সদা আনন্দে মগন॥ উদ্যানের শোভা কেবা বর্ণিবারে পরে। হেন স্থান নাহি আর ভুবন মাঝারে॥ রাত্রিকালে সদা চন্দ্র করে অবস্থিতি। কানন শোভিত করে চন্দ্রমার দীপ্তি॥ শিখিকুল সদা বসি তরুর উপরে। তালে তালে মনসুখে সদানৃত্য করে॥ স্থানে স্থানে শোভে পুষ্প কাঞ্চন সমান। রজত সমান কত শোভে স্থানে স্থান॥ অঞ্জন সমান বর্ণ কোন পুষ্প ধরে। পীতবর্ণ কত পুষ্প কানন-ভিতরে॥ স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ হতেছে শোভন। বসিলে জুড়ায় তথা তাপিত জীবন॥

এইরূপে বনশোভা দেখিতে দেখিতে। ভ্রমণ করিছে শিব দেবীর সহিতে॥ সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী আছে গণগণ। মুখবাদ্য কক্ষবাদ্য করে ঘন ঘন॥ তখন গিরিজা সতী পুলকিতমনে। জিজ্ঞাসা করেন শিবে মধুর বচনে॥ উদ্যানের শোভা প্রভু করিছি দর্শন। এখন তোমার কাছে করি নিবেদন॥ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য পুনঃ বলহ আমারে। শুনিতে কৌতুকী বড় হতেছি অন্তরে॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন শুন করিব বর্ণন॥ গুহ্য হতে গুহ্য এই বারাণসীধাম। ইহার প্রসাদে জীব লভয়ে নির্ব্বাণ॥ কত সিদ্ধ এই স্থানে করে অবস্থিতি। কেবা সংখ্যা করে তার শুন গো পার্ব্বতি॥ মম লোক অভিলাষে পুণ্যবান্ গণ। কতরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম করে সর্ব্বক্ষণ॥ জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা একান্ত অন্তরে। যোগ অনুষ্ঠান সবে সযতনে করে॥ দেখ দেখ কত পক্ষী করে বিচরণ। কাকণ্ঠে রব করে বিহঙ্গমগণ॥ দেখ দেখ প্রিয়তমে অই সরোবরে। ফুটিয়া রয়েছে পদ্ম কিবা শোভা ধরে॥ এই স্থানে অপ্সরারা সদা সর্ব্বক্ষণ। নৃত্য গীত করি হয় পুলকে মগন॥ গন্ধর্ব্বগণেরা হেথা করে অবস্থান। গান করি সদা তারা জুড়ায় পরাণ॥ আমার পরম প্রিয় বারাণসী পুরী। তাহার কারণ বলি শুন গো সুন্দরী॥ আমার পরম ভক্ত পুণ্যবান্‌গণ। আমার উপরে মন করিয়া অর্পণ॥ পরম সুখেতে হেথা করে অবস্থিতি। এ হেতু পরম প্রিয় জানিবে পার্ব্বতী॥ এই স্থানে যারা যারা করে অবস্থান। অন্তিমে তাহারা পায় পরমনির্ব্বাণ॥ গুহ্য হতে অতি গুহ্য বারাণসী পুরী। কি বলিব তব পাশে শুন গো সুন্দরী॥ ইহার মাহাত্ম্য জানে ব্রহ্মা আদি সবে। মম প্রিয়তম ক্ষেত্র জানিবেক ভবে॥ যখন যখন পুরী করি দরশন। আনন্দে আমার মন হয় নিমগন॥

মহামোক্ষ হয় দেবি এখানে থাকিলে। মহাক্ষেত্র নাম তাই জানিবে অন্তরে॥
অবিমুক্ত নাম তাই বিদিত ভুবন। তোমার নিকটে দেবি করিনু কীর্ত্তন॥
কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে নৈমিষ কাননে। পুষ্কর তীর্থেতে কিম্বা অন্য তীর্থস্থানে॥
স্নান আদি পুণ্যকর্ম্ম করিলে সাধন। মোক্ষ নাহি জীবগণ লভে কদাচন॥
এইস্থানে কিন্তু প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে। মুক্তিলাভ হয় তার সেই পুণ্যফলে॥
প্রয়াগ হইতে শ্রেষ্ঠ এই স্থান হয়। সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়॥
এই স্থানে জৈগীষব্য করি অবস্থিতি। আরাধনা করেছিল করিয়া ভকতি॥
করেছিল মম রূপ সতত চিন্তন। সেই হেতু মহাসিদ্ধি লভে যেই জন॥
এইস্থানে ধ্যানযোগ করিলে সাধন। পরম কৈবল্য হয় শাস্ত্রের বচন॥
দেবতাদুর্ল্লভ স্থান বারাণসী পুরী। যোগীগণ চিন্তা করে দিবাবিভাবরী॥
এই স্থানে মোক্ষ লাভ শাস্ত্রের বচন। অন্য স্থানে মুক্তি নাহি হয় কদাচন॥
কুবের তপস্যা করি বারাণসীধামে। যক্ষ অধিপতি হলো জানিবেক মনে॥
পরাশরসুত ব্যাস যোগী মহোদয়। ইহার প্রসাদে সিদ্ধি পেয়েছে নিশ্চয়॥
ইহার প্রসাদে তিনি পুরাণ-প্রণেতা। বেদের বিভাগকর্ত্তা ধর্ম্মের ভরতা॥
এই স্থানে বেদব্যাস করি অবস্থান। ঋষি-অধিপতি হলো সেই মতিমান্॥
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি যত দেবগণ। কাশী উপাসনা করে হয়ে একমন॥
অনন্যমনেতে তাঁরা করি অবস্থিতি। দিবানিশি হৃদে ভাবে কোথা পশুপতি॥
আমার প্রসাদে ইন্দ্র দেবের রাজন। পেয়েছে অমরাবতী অতি বিমোহন॥
চতুর্ব্বর্ণ এই স্থানে করে অবস্থান। জনপদ কত আছে কে করে সন্ধান॥
এই স্থানে বাস করি আমার উপরে। মন প্রাণ যেই জন সমর্পণ করে॥
দুর্ল্লভ নির্ব্বাণ পায় সেই সাধু জন। আমার বচন মিথ্য নহে কদাচন॥
কাশীর মাহাত্ম্য কথা কি বলিব আর। যত বলি তত হয় ক্রমশঃ বিস্তার॥
সংক্ষেপে তোমার পাশে করিনু কীর্ত্তন। গুহ্য হতে গুহ্য ইহা অতি গুহ্যতম॥
ইহা হতে গুপ্ত মম আর কিছু নাই। কহিলাম গূঢ় তত্ত্ব দেবি তব ঠাঁই॥
পরব্রহ্ম সম এই বারাণসী পুরী। পরম সুরম্য ইহা জানিবে সুন্দরী॥
এইরূপে কত কথা কহে পঞ্চানন। তার পর গিরিজারে করি সম্বোধন॥
কহিলেন শুন শুন ওগো প্রিয়তমে। একবার ফিরি দেখ আপন নয়নে॥
অই দেখ যক্ষসুত একান্ত অন্তরে। দিবানিশি তপ করে থাকি অনাহারে॥
উহার উপরে দয়া কর বিতরণ। চল চল অই স্থানে করি গো গমন॥
এত বলি পশুপতি পার্ব্বতী সহিতে। উপনীত ত্বরা করি যক্ষ সন্নিহিতে॥
তথা গিয়া দেবদেব দেব পঞ্চানন। যক্ষসুতে দিব্যচক্ষু করেন অর্পণ॥

কহিলেন শুন শুন যক্ষের নন্দন। বর দানে হেতু আমি করি আগমন ॥
চক্ষু মেলি দরশন করহ আমারে। দিব্য চক্ষু সমর্পণ করিনু তোমারে ॥
দেবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুলকে পূরিত হয় যক্ষের নন্দন ॥
প্রণাম করিয়া পরে শিবের চরণে। করযোড় করি রহে ভক্তিযুত মনে ॥
ধীরে ধীরে মৃদুবাক্যে কহিল তখন। শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন ॥
একমাত্র ভক্তি চাহি তোমার গোচরে। প্রয়োজন নাহি কিছু অন্য কোন বরে ॥ অবিমুক্তে সদা আমি করি অবস্থিতি। এই ভিক্ষা তব পাশে ওগো পশুপতি ॥ এই মাত্র হৃদে আমি করি আকিঞ্চন। তব পদ অবিরত করিব দর্শন ॥ এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি॥
জরা মৃত্যু বিবর্জ্জিত হয়ে সর্ব্বক্ষণ। কাশীধামে থাক তুমি আমার সদন ॥
গণাধ্যক্ষ হবে তুমি আমার প্রসাদে। কহিলাম সার কথা তব সন্নিহিতে ॥
সকলে সর্ব্বদা পূজা করিবে তোমার। অজেয় হইবে তুমি কহিলাম সার ॥
ক্ষেত্রপাল হবে তুমি আমার বচনে। মহাবল মহাসত্ত্ব জানিবেক মনে ॥
মহাযোগী দণ্ডপাণি হবে মহাত্মন। তোমার সেবক সদা রবে দুইজন ॥
অভ্রম সংভ্রম নাম সেই দোঁহে ধরে। তব আজ্ঞা শিরোপরি ধরিবে সাদরে ॥
তোমার আদেশ তারা করিয়া গ্রহণ। করিবে লোকের মনে ভ্রম উৎপাদন ॥
এত বলি দেবদেব শিব পশুপতি। যক্ষসুতে কৃপাবশে করি গণপতি ॥
আপন আবাসে সুখে করেন গমন। কহিলাম দিব্য কথা সবার সদন ॥
ভক্তিভরে এই কথা যেই জন পড়ে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে ॥
শোক তাপ তার দেহে না রহে কখন। অন্তিমে সে জন যায় অমর ভবন ॥
পুরাণ কাহিনী এই কহিনু সবারে। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ আমারে ॥
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ। ইহার প্রসাদে হয় সুরপুরে স্থান ॥

—*—

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

শিবের তপশ্চরণাদি ব্রতানুষ্ঠানের কারণ ও তৎপ্রসঙ্গে অপূর্ব্ব উপাখ্যান।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনত-কুমারে। নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে ॥
তার পর কি করিল দেব শূলপাণি। আরো কিবা শুনেছিল দেবী কাত্যায়নী॥

তার পর শুন শুন ওগো হৈমবতী। অপূর্ব্ব ঘটনা ক্রমে কর অবগতি॥ যে রক্ত সঞ্চিত হলো কপাল ভিতরে। মন্থন করিনু তাহা অতি যত্ন করে॥ কলল প্রথমে তাহে হয় উৎপাদন। বুদ্বুদ ক্রমেতে পরে হইল সৃজন॥ তাহা হতে ক্রমে এক পুরুষ হইল। ধনুর্ব্বাণ করে তার শোভিতে লাগিল॥ অপূর্ব্ব কিরীট শোভে মস্তক উপরে। শোণিতের বর্ণ ধরে লোচন যুগলে॥ পৃষ্ঠদেশে তূণ শোভে অতি মনোহর। কবচ শোভিত করে তার কলেবর॥ অঙ্গুলীতে অঙ্গুলিত্র হতেছে শোভন। রূপ হেরি হই আমি আনন্দিত মন॥ তাহারে হেরিয়া বিষ্ণু জিজ্ঞাসেন মোরে। কোন নর আছে তব কপাল-ভিতরে॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে আমি কহিনু তখন॥ নর নামা এই ব্যক্তি জানিবে অন্তরে। বিশারদ এই নর অতীব সমরে॥ নর বলি জিজ্ঞাসিলে তুমি নারায়ণ। এই হেতু নরনামা হলো এই জন॥ ইহার সহিতে তুমি মিলি কলিকালে। সংগ্রাম করিবে কত হরিষ অন্তরে॥ দেবকার্য্য শত শত করিব সাধন। লোকপালগণে সদা করিবে রক্ষণ॥ তোমার হইবে সখা এই মহামতি। কহিনু নিগূঢ় কথা কর অবগতি॥ তব ভুজরক্তে হলো ইহার জনম। এই হেতু মহাতেজা হবে এই জন॥ ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ স্বরূপ হইবে। সমরে অমিতবীর্য্য হইয়া থাকিবে॥ অব-হেলে যত শত্রু কবিবে নিধন। অজেয় অবধ্য হবে আমার বচন॥ দেবগণ সদা ভয় করিবে ইহারে। দেবরাজ রবে সদা সভয় অন্তরে॥ এতেক বচন আমি বলিয়া তখন। বিষ্ণুর সাক্ষাতে মৌন করিনু ধারণ॥ তার পর সেই নর করযোড় করে। বিষ্ণুরে আমারে স্তব কবিল সাদরে॥ নানামতে স্তব আদি করি উচ্চারণ। কহিল কি আজ্ঞা হয় বলহ এখন॥

তাহার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি। কহিলাম সম্বোধিয়া শুন গুণমণি॥ আমার বচনে তুমি অতীব অচিরে। ব্রহ্মার বিনাশ হেতু যাহ ত্বরা করে॥ এত বলি তার হস্ত করিয়া ধারণ। ভিক্ষাপাত্র মধ্য হতে তুলিনু তখন॥ সম্বোধি কহিনু পরে দেব নারায়ণে। শুন শুন নিবেদন তোমার সদনে॥ যে বীর আসিযাছিল পশ্চাতে আমার। কর্ণে শুনি সেই জন তোমার হুঙ্কার॥ বিমুগ্ধ হইয়া আছে কর দরশন। উহারে অচিরে তুমি করহ চেতন॥ এত বলি আমি তথা হই অন্তর্ধান। বিষ্ণু বীরবরে, কহে ওহে মতিমান॥ উঠ উঠ মম বাক্য করহ শ্রবণ। অবিলম্বে গাত্রোত্থান করহ এখন॥ এইরূপে কত কহে দেব নারায়ণ। তবু নাহি গাত্রোত্থান করে সেই জন॥ তাহা দেখি বিষ্ণু করে পদাঘাত তারে। তখন উঠিল বীর অতি দ্রুত করে॥

যরূপে পারিবে শিবে করিবে নিধন। আমার বচন নাহি করিও লঙ্ঘন ॥
ামার এতেক বাক্য শুনি বীরবর। ধনুখানি রাখে সেই পৃষ্ঠের উপর ॥
নজ করে বাণ পরে করিয়া ধারণ। মম অভিমুখে দ্রুত আসে সেই জন ॥
ামার বিনাশ হেতু সেই বীরবর। দ্রুতগতি ঘন ঘন হয় অগ্রসর ॥ তাহার
ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন। আমার হৃদয় মন কাঁপে ঘন ঘন ॥ পলায়ন
করি আমি সভয় অন্তরে। উপনীত হই গিয়া বিষ্ণুর গোচরে ॥ ত্রাহি
াহি বলি আমি করি আর্ত্তনাদ। বিষ্ণুর চরণে গিয়া করি প্রণিপাত ॥
বনয় বচনে পরে কহিনু তাঁহারে। নিবেদন করি বিষ্ণু শুনহ তোমারে ॥
ই দেখ পাপ নর করে আগমন। আমার বিনাশ অই করিতে সাধন ॥
াম্মা হতে অই বীর লভেছে জনম। পশ্চাতে পশ্চাতে দেখ করে আগমন ॥
াহে রক্ষা পাই আমি পাপাত্মার করে। তাহার উপায় কর নিবেদি তোমারে ॥
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হুঙ্কার নিনাদ করে দেব নারায়ণ ॥
সই শব্দে বিমোহিত পুরুষ হইল। আমারে সম্বোধি পরে কহিতে লাগিল ॥
ভয় নাই ভয় নাই ওহে পঞ্চানন। অভিলাষ কিবা তব বলহ এখন ॥
কি কাজ করিব তব বলহ আমারে। তোমার বাসনা আমি পুরিব সাদরে ॥
এতেক বচন আমি করিয়া শ্রবণ। করযোড়ে বিষ্ণুপাশে করি নিবেদন ॥
ন শুন ভগবন্ কহি যে তোমারে। কপাল রয়েছে প্রভু দেখ মম করে ॥
ভক্ষা কিছু দেহ তুমি ইহার ভিতর। এইমাত্র চাহি আমি ওহে গদাধর ॥
ামার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে নারায়ণ করেন চিন্তন ॥
কিবা ভিক্ষা দিব আমি মহেশের করে। ইহার উচিত কিবা না বুঝি অন্তরে
ক্ষণ এইরূপ করিয়া চিন্তন। দক্ষ হস্ত ভিক্ষাপাত্রে করেন অর্পণ ॥
াহা দেখি আমি নিজ শূলের প্রহারে। সে হস্ত কর্ত্তন করি অতি দ্রুত করে ॥
ছিন্ন হস্ত হতে রক্ত অবিরল ধারে। পতিত হইতে থাকে ভুমির উপরে ॥
াই রক্তে নদী এক তখনি হইল। বহ্নিশিখা সম তাহা বহিতে লাগিল ॥
মহাবেগে সেই নদী হয় বহমান। সহস্র বরষ নদী রহে বিদ্যমান ॥
ইরূপে হস্ত ভিক্ষা দিয়া নারায়ণ। কহিলেন মোরে পুনঃ করি সম্বোধন ॥
ন শুন মহেশ্বর বচন আমার। ভিক্ষা দিনু তোমা করে ওহে গুণাধার ॥
খন বলহ দেখি স্বরূপ বচন। ভিক্ষাপাত্র হলো কি না সম্পূর্ণ পূরণ ॥
তেক বচন শুনি হরিষ অন্তরে। চাহিলাম একদৃষ্টে কপাল ভিতরে ॥
হিলাম তার পর করি সম্বোধন। পূর্ণ হলো ভিক্ষাপাত্র ওহে নারায়ণ ॥
ামার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। শোণিত সংহারে বিষ্ণু আনন্দিত মনে

তার পর শুন শুন ওগো হৈমবতী। অপূর্ব্ব ঘটনা ক্রমে কর অবগতি।
যে রক্ত সঞ্চিত হলো কপাল ভিতরে। মন্থন করিনু তাহা অতি যত্ন করে।
কলল প্রথমে তাহে হয় উৎপাদন। বুদ্বুদ ক্রমেতে পরে হইল সৃজন।
তাহা হতে ক্রমে এক পুরুষ হইল। ধনুর্ব্বাণ করে তার শোভিতে লাগিল।
অপূর্ব্ব কিরীট শোভে মস্তক উপরে। শোণিতের বর্ণ ধরে লোচন যুগলে।
পৃষ্ঠদেশে তূণ শোভে অতি মনোহর। কবচ শোভিত করে তার কলেবর॥
অঙ্গুলীতে অঙ্গুলিত্র হতেছে শোভন। রূপ হেরি হই আমি আনন্দিত মন।
তাহারে হেরিয়া বিষ্ণু জিজ্ঞাসেন মোরে। কোন নর আছে তব কপাল ভিতরে॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে আমি কহিনু তখন।
নর নামা এই ব্যক্তি জানিবে অন্তরে। বিশারদ এই নর অতীব সমরে।
নর বলি জিজ্ঞাসিলে তুমি নারায়ণ। এই হেতু নরনামা হলো এই জন।
ইহার সহিতে তুমি মিলি কলিকালে। সংগ্রাম করিবে কত হরিষ অন্তরে॥
দেবকার্য্য শত শত করিব সাধন। লোকপালগণে সদা করিবে রক্ষণ।
তোমার হইবে সখা এই মহামতি। কহিনু নিগূঢ় কথা কর অবগতি।
তব ভুজরক্তে হলো ইহার জনম। এই হেতু মহাতেজা হবে এই জন।
ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ স্বরূপ হইবে। সমরে অমিতবীর্য্য হইয়া থাকিবে॥ অব হেলে যত শত্রু কবিবে নিধন। অজেয় অবধ্য হবে আমার বচন॥ দেবগণ সদা ভয় করিবে ইহারে। দেবরাজ রবে সদা সভয় অন্তরে॥ এতেক বচন আমি বলিয়া তখন। বিষ্ণুর সাক্ষাতে মৌন করিনু ধারণ॥ তার পর সেই নর করযোড় করে। বিষ্ণুরে আমারে স্তব করিল সাদরে॥
নানামতে স্তব আদি করি উচ্চারণ। কহিল কি আজ্ঞা হয় বলহ এখন॥

তাহার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি। কহিলাম সম্বোধিয়া শুন গুণমণি॥
আমার বচনে তুমি অতীব অচিরে। ব্রহ্মার বিনাশ হেতু যাহ ত্বরা করে॥
এত বলি তার হস্ত করিয়া ধারণ। ভিক্ষাপাত্র মধ্য হতে তুলিনু তখন॥
সম্বোধি কহিনু পরে দেব নারায়ণে। শুন শুন নিবেদন তোমার সদনে॥
যে বীর আসিয়াছিল পশ্চাতে আমার। কর্ণে শুনি সেই জন তোমার হুঙ্কার॥
বিমুগ্ধ হইয়া আছে কর দরশন। উহারে অচিরে তুমি করহ চেতন॥
এত বলি আমি তথা হই অন্তর্ধান। বিষ্ণু বীরবরে কহে ওহে মতিমান॥
উঠ উঠ মম বাক্য করহ শ্রবণ। অবিলম্বে গাত্রোত্থান করহ এখন॥
এইরূপে কত কহে দেব নারায়ণ। তবু নাহি গাত্রোত্থান করে সেই জন॥
তাহা দেখি বিষ্ণু করে পদাঘাত তারে। তখন উঠিল বীর অতি দ্রুত করে॥

যেরূপে পারিবে শিবে করিবে নিধন। আমার বচন নাহি করিও লঙ্ঘন॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনি বীরবর। ধনুখানি রাখে সেই পৃষ্ঠের উপর॥ নিজ করে বাণ পরে করিয়া ধারণ। মম অভিমুখে দ্রুত আসে সেই জন॥ আমার বিনাশ হেতু সেই বীরবর। দ্রুতগতি ঘন ঘন হয় অগ্রসর॥ তাহার ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন। আমার হৃদয় মন কাঁপে ঘন ঘন॥ পলায়ন করি আমি সভয় অন্তরে। উপনীত হই গিয়া বিষ্ণুর গোচরে॥ ত্রাহি ত্রাহি বলি আমি করি আর্ত্তনাদ। বিষ্ণুর চরণে গিয়া করি প্রণিপাত॥ বিনয় বচনে পরে কহিনু তাঁহারে। নিবেদন করি বিষ্ণু শুনহ তোমারে॥ অই দেখ পাপ নর করে আগমন। আমার বিনাশ অই করিতে সাধন॥ ব্রহ্মা হতে অই বীর লভেছে জনম। পশ্চাতে পশ্চাতে দেখ করে আগমন॥ যাহে রক্ষা পাই আমি পাপাত্মার করে। তাহার উপায় কর নিবেদি তোমারে॥

আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হুঙ্কার নিনাদ করে দেব নারায়ণ॥ সেই শব্দে বিমোহিত পুরুষ হইল। আমারে সম্বোধি পরে কহিতে লাগিল॥ ভয় নাই ভয় নাই ওহে পঞ্চানন। অভিলাষ কিবা তব বলহ এখন॥ কি কাজ করিব তব বলহ আমারে। তোমার বাসনা আমি পুরিব সাদরে॥ এতেক বচন আমি করিয়া শ্রবণ। করযোড়ে বিষ্ণুপাশে করি নিবেদন॥ শুন শুন ভগবন্ কহি যে তোমারে। কপাল রয়েছে প্রভু দেখ মম করে॥ ভিক্ষা কিছু দেহ তুমি ইহার ভিতর। এইমাত্র চাহি আমি ওহে গদাধর॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে নারায়ণ করেন চিন্তন॥ কিবা ভিক্ষা দিব আমি মহেশের করে। ইহার উচিত কিবা না বুঝি অন্তরে॥ বহুক্ষণ এইরূপ করিয়া চিন্তন। দক্ষ হস্ত ভিক্ষাপাত্রে করেন অর্পণ॥ তাহা দেখি আমি নিজ শূলের প্রহারে। সে হস্ত কর্ত্তন করি অতি দ্রুত করে॥ ছিন্ন হস্ত হতে রক্ত অবিরল ধারে। পতিত হইতে থাকে ভূমির উপরে॥ সেই রক্তে নদী এক তখনি হইল। বহ্নিশিখা সম তাহা বহিতে লাগিল॥ মহাবেগে সেই নদী হয় বহমান। সহস্র বরষ নদী রহে বিদ্যমান॥ এইরূপে হস্ত ভিক্ষা দিয়া নারায়ণ। কহিলেন মোরে পুনঃ করি সম্বোধন॥ শুন শুন মহেশ্বর বচন আমার। ভিক্ষা দিনু তোমা করে ওহে গুণাধার॥ এখন বলহ দেখি স্বরূপ বচন। ভিক্ষাপাত্র হলো কি না সম্পূর্ণ পূরণ॥ এতেক বচন শুনি হরির অন্তরে। চাহিলাম একদৃষ্টে কপাল ভিতরে॥ কহিলাম তার পর করি সম্বোধন। পূর্ণ হলো ভিক্ষাপাত্র ওহে নারায়ণ॥ আমার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। শোণিত সংহারে বিষ্ণু আনন্দিত মনে

রাম অবতার যবে হয়েছিলে তুমি। বনবাসে গিয়াছিলে ওহে চিন্তামণি॥
সুগ্রীবের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া তখন। করেছিলে মম পুত্র বালিরে নিধন॥
সে দুঃখ এখনো আছে আমার অন্তরে। জাগরুক্ আছে তাহা হৃদয় বিবরে॥
সেই হেতু অনুরোধ করি মহোদয়। অবতীর্ণ হও তুমি হইয়া সদয়॥
যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে ভগবন্। আমার পুত্রের কর সাহায্য সাধন॥
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে কহে দেব নারায়ণ॥
দুর্ব্বৃত্ত মানবভারে এই বসুমতী। হইয়াছে প্রপীড়িতা ওহে মহামতি॥
সেই ভার যথাসাধ্য করিতে হরণ। অধিকন্তু কুরুকুল করিতে নিধন॥
অবতীর্ণ হব আমি অবনীমাঝারে। তোমার বচন আমি পালিব সাদরে॥
এতেক বচন শুনি দেব-অধিপতি। লভিলেন মনে মনে অতীব পীরিতি॥
ধন্যবাদ দিয়া কহে ওহে ভগবন্। আপনার বাক্য সত্য হউক্ এখন॥
তার পর দেবেন্দ্রকে বিদায় করিয়ে। উপনীত হন বিষ্ণু ব্রহ্মার আলয়ে॥
কহিলেন শুন শুন ওহে পদ্মাসন। ত্রিভুবন তুমি দেব করেছ সৃজন॥
আমি ও মহেশ দোঁহে সহায় তোমার। কিন্তু এক কথা বলি শুন গুণাধার॥
সৃজন করিয়া নিজে বিনাশ সাধন। কভু নহে উপযুক্ত ওহে মহাত্মন॥
হিংসা করিয়াছ তুমি মহেশ-উপরে। ঘৃণিত কর্ম্ম ইহা জানিবে অন্তরে॥
যাহা হোক মম বাক্য করহ শ্রবণ। প্রায়শ্চিত্ত কর এবে ওহে পদ্মাসন॥
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করহ যতনে। গমন করহ শীঘ্র কোন পুণ্যস্থানে॥
পুণ্যতীর্থে অবিলম্বে করিয়া গমন। যতন করিয়া কর যজ্ঞ আয়োজন॥
জগতের পতি তুমি পরম দেবতা। তুমি রুদ্র ও আদিত্য সকলের পাতা॥
তোমার আদেশ সবে করয়ে পালন। সকলের প্রভু তুমি ওহে পদ্মাসন॥
তোমার আদেশ লঙ্ঘে হেন সাধ্য কার। কহিলাম সার কথা নিকটে তোমার
গার্হপত্য দাক্ষিণাত্য ও আহবনীয়। শাস্ত্রের বিধানে এই হয় অগ্নিত্রয়॥
অগ্নিত্রয় যথাবিধি করিয়া গ্রহণ। যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর ওহে মহাত্মন্॥
যজ্ঞ হেতু কুণ্ড কর বিধানে নির্ম্মাণ। শিবের তর্পণ কর তাহে মতিমান্॥
আমারো তর্পণ তুমি করিবে তাহাতে। প্রায়শ্চিত্ত হবে তাহে জানিবেক চিতে
এইরূপে হোমক্রিয়া করিলে সাধন। পরম ঐশ্বর্য্য পাবে ওহে মহাত্মন্॥
আমারে পাইবে তুমি নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহোদয়॥
অগ্নিহোত্র হতে শুদ্ধ আর কিছু নাই। ইহাতে সকল সিদ্ধ জানিবে গোসাই॥
ইহার প্রসাদে হয় পরমা সুগতি। এক অগ্নি পূজে যদি আছে যথাবিধি॥
অভীষ্ট সাধন হয় জানিবে নিশ্চয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥

এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে পঞ্চানন॥
আপনার ভিক্ষাপাত্রে যে পুরুষ জনমে। কর্ম্মবশে জন্মে কি না কহ মম স্থানে॥
কিম্বা বিষ্ণু হতে হয় জনম তাহার। এই কথা বিবরিয়া কহ গুণাধার॥
আরো এক কথা বলি শুন পদ্মাসন। চারি মুখ পদ্মাসন বিদিত ভুবন॥
পঞ্চ মুখ কিবা রূপে তাহার হইল। এই কথা প্রকাশিয়া মম পাশে বল॥
সত্ত্বগুণে রজ নাহি হয় দরশন। সত্ত্ব নাহি থাকে কভু রজতে কখন॥
সত্ত্বগুণরূপী ব্রহ্মা বিদিত ভুবনে। সে পুরুষ কিরূপে গত হলো পদ্মাসনে॥
কেন না সেজন হয় রজগুণধারী। অতএব বল নাথ করুণা বিতরি॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন দেবি করিব বর্ণন॥
যে দুই পুরুষকথা কহিনু তোমারে। আমার শরীরে দোঁহে নিজ জন্ম ধরে॥
মহাত্মা আছিল দোঁহে ওহে ভগবতি। অসাধ্য তাদের কিছু নাহি বসুমতী॥
তার মধ্যে একজন ব্রহ্মশিরোপরে। পঞ্চম বদনরূপে অবস্থিতি করে॥
সেই হেতু রজোগুণী হয় পদ্মাসন। বিমোহিত ভাবে রহে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
আপনার সৃষ্টি বলি অভিমান করে। অহঙ্কার ঘটে তার অন্তর-মাঝারে॥
মনে মনে চিন্তা করে দেব পদ্মাসন। সৃষ্টিকর্ত্তা মম সম আছে কোন্ জন॥
পঞ্চমুখ হয়ে ব্রহ্মা এ হেন প্রকারে। নিগূঢ় হইয়া রহে আপন অন্তরে॥
পূর্ব্বেতে তোমার কাছে ওগো কাত্যায়নী। বলেছিনু এই সব অপূর্ব্ব কাহিনী
এখন সে সব কেন হও বিস্মরণ। সংক্ষেপে পূর্ব্বের কথা করিনু বর্ণন॥
পঞ্চ মুখ পিতামহ করেন ধারণ। প্রথম মুখেতে হয় ঋগ্বেদ নিক্রম॥
যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত দ্বিতীয় বদনে। সামবেদ বহির্গত তৃতীয় আননে॥
অথর্ব্ব নিঃসৃত করে চতুর্থ বদন। পঞ্চম বদনে যাহা করহ শ্রবণ॥ সাঙ্গো-
পাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হয়। রহস্য করিয়া আদি জানিবে নিশ্চয়॥
পঞ্চম মুখেতে পিতামহ পদ্মাসন। কখন কখন বেদ করে অধ্যয়ন॥ সে
মুখ দুঃসহ তেজ করয়ে ধারণ। কার সাধ্য তার প্রতি করে দরশন॥
উহার তেজেতে যত দেবতা সকল। নিস্তেজ হইয়া রহে সবে নিরন্তর॥
মন্ত্রণা করিল পরে যত দেবগণ। বদনের তেজে মোরা নিস্তেজ এখন॥
অতএব ভগবান্ শিবের গোচরে। চল চল যাই মোরা অতি ত্বরা করে॥
এইরূপ পরামর্শ করিয়া তখন। দেবগণ মম পাশে উপনীত হন॥
প্রথমতঃ স্তব করে বিহিত বিধানে। মহেশ্বর তুমি শিব বিদিত ভুবনে॥
সকল জীবের তুমি হও হে ঈশ্বর। নমস্কার তব পদে ওহে দিগম্বর॥
জগতের যোনি তুমি ওহে মহোদয়। তোমারে সকল জীব লভয়ে আশ্রয়॥

বিষ্ণু সহ তুমি দেব জগত-কারণ। নমস্কার তব পদে ওহে মহাত্মন॥
এইরূপে স্তব করে দেবতা সকলে। স্তব শুনি তুষ্ট হই সবার উপরে॥
অলক্ষ্যে থাকিয়া আমি কহিনু তখন। শুন শুন দেবগণ আমার বচন॥
স্তবেতে সন্তুষ্ট আমি হয়েছি অন্তরে। কিবা বাঞ্ছা কর সবে বলহ আমারে॥
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কহিলেন দেবগণ ওহে ভগবন্॥
করুণা যদ্যপি থাকে মোদের উপরে। বরদান কর প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে॥
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ অতি তেজীয়ান। তাহে মোরা তেজহীন হইয়াছি ম্লান॥
নিঃসত্ত্ব হয়েছি মোরা কর দরশন। পূর্ব্ববৎ তেজ আর নাহিক এখন॥
পূর্ব্বতেজ যেইরূপে লভিবারে পারি। তাহার উপায় কর ওহে ত্রিপুরারি॥
যাহে নিপতিত হয় পঞ্চম বদন। তাহার উপায় কর ওহে ভগবন॥
দেবতাদিগের বাক্য করিয়া শ্রবণ। তখনি গেলেম আমি ব্রহ্মার ভবন॥
রজোগুণে ব্রহ্মা ছিল আবৃত তখন। আমারে সম্মান নাহি করে পদ্মাসন॥
যথোচিত অভ্যর্থনা না করিল মোরে। অবজ্ঞা করিল কত আপন অন্তরে॥
সিংহাসনে বসি আছে দেব পদ্মাসন। তেজে দশদিক হয় উজ্জ্বল তখন॥
আমারে দেখিয়া নাহি উঠে পদ্মযোনি। যেমন বসিয়া আছে রহিল তেমনি॥
তাঁহার নিকটে আমি করিয়া গমন। কহিলাম শুন শুন ওহে পদ্মাসন॥
অতিরিক্ত মুখ তব করি দরশন। আহা মরি কিবা তেজ অতি মনোরম॥
এত বলি অট্টহাস্য করিয়া তখন। নখ দ্বারা কাটি লই পঞ্চম বদন॥ পঞ্চম বদন কাটি এ হেন প্রকারে। লম্ফে ঝম্পে নৃত্য করি আনন্দের ভরে॥
ব্রহ্মার বদন যবে হইল কর্ত্তন। দেবগণ স্তবপাঠ করিল তখন॥ আমারে সম্বোধি কহে অমরনিকর। তুমি দেব দয়াময় ওহে দিগম্বর॥ মহাকাল জ্ঞানযুক্ত তুমি পঞ্চানন। তোমার চরণে মোরা করি গো বন্দন॥ দর্পহারী তুমি দেব ভুবনমাঝারে। কালেরে সংহার তুমি কর যথাকালে॥
ভক্তের যাতনা তুমি কর বিনাশন। নমস্কার তব পদে ওহে পঞ্চানন॥
ভক্তের কল্যাণ তুমি কর নিরন্তর। তোমার চরণ বন্দি তুমি হে শঙ্কর॥
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ করিয়া ছেদন। কপাল হস্তেতে তুমি করিছ ধারণ॥
এ হেতু কপালী নাম হইল তোমার। প্রসন্ন হউন দেব ওহে গুণাধার॥
এইরূপে স্তব করি যত দেবগণ। আপন আপন স্থানে করিল গমন॥
তিরোহিত হই আমি দেখিতে দেখিতে। তার পর যাহা ঘটে শুনহ পরেতে
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ করিয়া ছেদন। মনে মনে চিন্তা আমি করিনু তখন॥
ব্রহ্মহত্যা আক্রমণ করিল শরীরে। কিরূপে পাপের ক্ষয় হইবারে পারে॥

বহুবিধরূপ মনে করিয়া চিন্তন। ব্রহ্মার উদ্দেশে স্তব করি অধ্যয়ন॥ কহিলাম শুন শুন ওহে ভগবন্। পরমাত্মা তুমি দেব করিগো বন্দন॥ তোমা হতে পদার্থের উৎপত্তি হয়। তেজের অব্যয় নিধি তুমি মহোদয়॥ নিজমায়াবশে তুমি করহ সৃজন। আপনাকে নমস্কার ওহে পদ্মাসন॥ জলস্থ কমল হতে জন্মিয়াছ তুমি। জলই তোমার স্থান ওহে পদ্মযোনি॥ কমলপত্রের সম তোমার নয়ন। পরম আনন্দে তুমি রহ সর্ব্বক্ষণ॥ যজ্ঞের স্বরূপ তুমি যজ্ঞের ঈশ্বর। নমস্কার করি তোমা ওহে পদ্মাকর॥ পদ্মগর্ভ বেদগর্ভ তুমি মহামতি। তোমার চরণে আমি করি গো প্রণতি॥ স্বধা স্বাহা বষট্কার তুমি গুণাধার। তোমার পদেতে আমি করি নমস্কার॥ দেবতার বাক্য আমি করিয়া শ্রবণ। তোমার মস্তক দেব করেছি ছেদন॥ ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি ঘিরেছে আমারে। পরিত্রাণ কর মোরে কৃপাদৃষ্টি করে॥

আমার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ। পরম সন্তুষ্ট হন দেব পদ্মাসন॥ কহিলেন শুন শুন ওহে পশুপতি। তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইয়াছি অতি॥ ইহাতেই হলো তব যত পাপ ক্ষয়। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয়॥ আমার মস্তক তুমি করেছ ছেদন। এ হেতু কপালী নাম করিলে ধারণ॥ তোমা হতে যত বিপ্র লভিবে উদ্ধার। কত পাপী তরি যাবে ওহে গুণাধার॥ পাপক্ষয় হলো বটে ওহে পঞ্চানন। তবু এক কাজ কর শুদ্ধির কারণ॥ পৃথক্ কামনা করি প্রায়শ্চিত্ত কর। বহু ফল পাবে তাহে ওহে দিগম্বর॥ এত বলি পদ্মাসন হন তিরোধান। আপন স্থানেতে আমি করিনু প্রস্থান॥ একান্ত অন্তরে করি বিষ্ণুর চিন্তন। অকস্মাৎ আবির্ভূত দেব নারায়ণ॥ তাঁহারে প্রণাম আমি করিয়া বিধানে। বলিলাম ভগবন্ নমামি চরণে॥ পরাৎপর তুমি দেব সবার প্রধান। তোমার চরণে করি নিয়ত প্রণাম॥ সবার ঈশ্বর তুমি পর হতে পর। বহ্নিত্রয় রূপী তুমি যজ্ঞের ঈশ্বর॥ তোমা হতে চতুর্ব্বর্ণ হয়েছে সৃজন। কমল পত্রের সম যুগল নয়ন॥ জগৎ ব্যাপিয়া তুমি কর অবস্থান। কেবা জানে তব তত্ত্ব ওহে মতিমান॥ যেদিকে ফিরাই আঁখি ওহে ভগবন্। সেই দিকে তব রূপ করি দরশন॥ তোমা ভিন্ন কিছু নাহি দেখিবারে পাই। তোমার চরণে নতি করি গো গোঁসাই॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরিতুষ্ট হয়ে বিভু কহেন তখন॥ প্রসন্ন হয়েছি আমি তোমার উপরে। বর লহ যাহা হয় বাসনা অন্তরে॥ এতেক বচন আমি করিয়া শ্রবণ। বিনয় করিয়া তারে কহিনু তখন॥ শুন শুন ভগবন নিবেদি তোমারে। কি রূপে হইব মুক্ত বলহ আমারে॥

কিরূপে আমার পাপ হবে বিমোচন। কৃপা করি কহ তাহা ওহে ভগবন ॥ তোমা বিনা এই পাপে কে তারিতে পারে। ব্রহ্মহত্যা পাপ মোর ঘিরেছে শরীরে ॥ হইয়াছে অপবিত্র মম কলেবর। কিরূপে পবিত্র হব কহ গদাধর ॥ আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মধুর বচনে বিষ্ণু কহেন তখন ॥ ব্রহ্মহত্যা উগ্র পাপ হয় অতিশয়। যাতনাদায়ক ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ এই হেতু মনে মনে পাপের চিন্তন। কভু না করিবে জান ওহে মহাত্মন্ ॥ ভক্তিমান্ হলে তুমি আমার গোচরে। পরিত্রাণ হেতু ভিক্ষা করিছ সাদরে ॥ এই হেতু বলি শুন ওহে পঞ্চানন। ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করহ সাধন ॥ তাহা হলে পাপ নাশ হইবে তোমার। আমার বচন সত্য ওহে গুণাধার ॥ এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ। লক্ষ্মী সহ নিজ স্থানে করেন গমন ॥ ব্রহ্মহত্যা পাপে আমি হইয়া কাতর। নানাতীর্থ পর্য্যটন করি নিরন্তর ॥ প্রথমতঃ কামরূপে করিনু গমন। প্রভাস তীর্থেতে পরে করি পর্য্যটন ॥ এইরূপে নানাস্থান বিচরণ করি। স্থান নাহি পাই কিন্তু জানিবে সুন্দরী ॥ লজ্জিত হইয়া পরে আপন অন্তরে। অনুতাপ করি কত কি কব তোমারে ॥ অকস্মাৎ হৃদে হয় বুদ্ধির উদয়। পুষ্কর তীর্থেতে যাব যথা পাপক্ষয় ॥ মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। অবিলম্বে সেই স্থানে করিনু গমন ॥ উদ্যান শোভিছে তথা অতি মনোহর। ফলফুলে অবনত কত তরুবর ॥ মৃগপক্ষী স্থানে স্থানে করে বিচরণ। প্রবেশি তথায় হই আনন্দে মগন ॥ এই স্থানে যেই জন আগমন করে। কভু নাহি থাকে পাপ তাহার শরীরে ॥ সেই স্থানে ব্রতবিধি করি অনুষ্ঠান। তার পর কাশীধামে করিনু প্রস্থান ॥ নয়ন মুদিয়া তথা একান্ত অন্তরে। ভগবানে স্মরি সদা ভকতির ভরে ॥ আমার পরম ভক্তি করি দরশন। পুনরায় ব্রহ্মা আসি আবির্ভূত হন ॥ প্রত্যক্ষ আসিয়া মোরে কহে পদ্মযোনি। আরাধনা করিতেছ ওহে শূলপাণি তোমার ভকতি আমি করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট হয়ে করি আগমন ॥ যথাযথ ব্রতী হয়ে উপাসা করিলে। আবির্ভূত হই আমি তাহার গোচরে ॥ কায়মনে মম সেবা করিতেছ তুমি। সেই হেতু পরিতুষ্ট হইয়াছি আমি ॥ অনুত্তম বর তোমা করিব প্রদান। গ্রহণ করহ তাহা ওহে মতিমান ॥

এতেক বচন তাঁর করিয়া শ্রবণ। কহিলাম শুন শুন ওহে পদ্মাসন ॥ জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের যোনি। তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যে জানি প্রত্যক্ষে তোমারে আমি করিনু দর্শন। এই মম মহাবর ওহে পদ্মাসন ॥ বহুকাল বহু কষ্টে তপস্যা করিলে। দর্শন তোমার তবু কভু নাহি মিলে ॥

এ হেন তোমারে আমি করিনু দর্শন। ইহাপেক্ষা কিবা বর ওহে ভগবন্ ॥
করুণা যদ্যপি হয় আমার উপরে। এই বর দেহ প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে ॥
ব্রহ্মহত্যাপাপ মম হোক্ বিনাশন। পবিত্র হউক্ দেহ ওহে ভগবন্ ॥
আমার বচন শুনি দেব পদ্মযোনি। কহিলেন শুন শুন ওহে শূলপাণি ॥
যে তীর্থে বসিয়া তপ করিছ সাধন। এখানে কপাল তব হযেছে পতন ॥
কপাল হাতেতে তব ছিল বিরাজিত। এখানেতে সে কপাল হয়েছে পতিত ॥
কপালমোচন নাম এজন্য হইল। পুণ্যপ্রদ এই স্থান সকলে জানিল ॥
ইহার সমান স্থান আর কোথা নাই। প্রসিদ্ধ হইবে ইহা কহি তব ঠাঁই ॥
এই স্থানে যেই ব্যক্তি করি আগমন। তোমারে ভকতিভরে করিবে দর্শন ॥
মহাপাপী যদি হয় সেই নরাধম। তথাপি পাতক তার হবে বিমোচন ॥
পবিত্র হইয়া সেই জগত-সংসারে। নানাসুখ ভোগ সদা করিবে অন্তরে ॥
পঞ্চ ক্রোশপরিমিত এই স্থান হয়। পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে নিশ্চয় ॥
এই তীর্থমধ্য দিয়া জাহ্নবী সুন্দরী। গমন করিবে জান ওহে ত্রিপুরারি ॥
সর্ব্বদেব সহ আমি মিলিত হইয়ে। এখানে করিব বাস সানন্দ-হৃদয়ে ॥
বারাণসী নামে খ্যাত এস্থান হইবে। এই খানে যেই জন পরাণ ত্যজিবে ॥
রুদ্রত্ব লভিবে তারা নাহিক সংশয়। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥
পূজা জপ হোম আদি করিলে সাধন। অনন্ত হইবে ফল আমার বচন ॥
অধিক বলিব কিবা ওহে মহামতি। ইহার প্রসাদে হবে নির্ব্বাণ মুকতি ॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। ভার্য্যা সহ এই স্থানে থাক পঞ্চানন ॥
যাবত পাতক তব হলো বিনাশন। ব্রহ্মহত্যা পাপ আর নাহিক এখন ॥
বিধির তাদৃশ বাক্য শুনিয়া তখনি। বিনয-বচনে কহি ওহে পদ্মযোনি ॥
নিবেদন করি এক তোমার সদন। যদ্যপি প্রসন্ন তুমি ওহে পদ্মাসন ॥
যত তীর্থ ধরাধামে করে অবস্থিতি। সবার প্রধান ইহা হউক্ সম্প্রতি ॥
বিষ্ণু সহ যেন আমি সদা সর্ব্বক্ষণ। এই স্থানে বাস করি ওহে ভগবন ॥
কিবা দেব কিবা দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর। উরগ পন্নগ আদি যক্ষাদিনিকর ॥
সকলের বরপ্রদ আমি যেন হই। এই মাত্র ভিক্ষা মম জানিবে গোঁসাই ॥
আমি ভিন্ন অন্য কেহ যেন এই স্থানে। বরপ্রদ নাহি হয় জানিবেক মনে ॥
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে কহে মোরে দেব পদ্মাসন ॥
যাহা-যাহা মম পাশে করিলে কীর্ত্তন। অবশ্য সে সব হবে সম্পূর্ণ পূরণ ॥
নারায়ণ বশীভূত রহিবে তোমার। সদা রবে এই স্থানে ওহে গুণাধার ॥
সর্বতীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ এই তীর্থ হবে। অন্তরের বাঞ্ছা যত এখানে পূরিবে ॥

আমারে এতেক বাক্য বলিয়া তখন। অবিলম্বে অন্তর্হিত হন পদ্মাসন॥ তার পর মনসুখে অতীব যতনে। বারাণসী পুরী আমি করিয়া বিধানে॥ দিবানিশি তোমা সহ করি অবস্থান। পাপীগণে এই স্থানে করি পরিত্রাণ॥ সকলি বিদিত আছ তুমি সুলোচনে। তবে কেন যাও ভুলি আপনার মনে॥ এ সব বৃত্তান্ত পূর্ব্বে করেছ শ্রবণ। স্মরণ কারণে পুনঃ করিনু বর্ণন॥ কত কষ্ট লভিয়াছি শুনিলে শ্রবণে। অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে॥ সত্য বটে আমি হই জগত ঈশ্বর। তবু পাপে লিপ্ত হই খ্যাত চরাচর॥ ব্রহ্ম-হত্যা পাপ হেতু যত কষ্ট পাই। কহিলাম সবিস্তার এবে তব ঠাঁই॥ পাপের নিকটে কারো নাহিক নিস্তার। যেমন করম যোগ্য শাস্তি আছে তার॥ অধিক বলিব কিবা ওগো প্রিয়তমে। জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা শুনিলে শ্রবণে॥ এখন বাসনা কিবা করহ বর্ণন। জিজ্ঞাসিবে যাহা তাহা বলিব এখন॥ এত বলি বিধিসুত যত ঋষিগণে। কহিলেন শুন শুন কহি সবা স্থানে॥ এইরূপ নানাকথা কহি পঞ্চানন। মৌনভাবে উমা সহ করেন গমন॥ অপূর্ব্ব আখ্যান এই কহিনু সবারে। শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বিচারে॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

নারায়ণের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে গালব তপস্বীর
উপাখ্যান।

ভগবন্ পদ্মপত্রাক্ষ দীনৈকশরণ প্রভো।
অভীষ্টং দেহি মে ব্রহ্মন্ যদ্যস্তি করুণা ময়ি॥

পুনরায় ঋষিগণ মধুর বচনে। জিজ্ঞাসেন মিষ্টভাষে বিধির নন্দনে॥ তার পর কি করিল ভগবতী সতী। পুনরায় কিবা কহে দেব পশুপতি॥ সেই সব প্রকাশিয়া করহ বর্ণন। শুনিবারে সবে হৃদে করি আকিঞ্চন॥ এতেক বচন শুনি বিধির তনয়। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়॥ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে দেবী ভগবতী। শুন শুন নিবেদন ওহে পশুপতি॥ ইতিপূর্ব্বে তুমি দেব করিলে বর্ণন। বিষ্ণুর সহিতে তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ॥ ইহার কারণ কিবা বলহ আমারে। কেন এত প্রিয় বিষ্ণু জগত-সংসারে॥ তাঁহার মাহাত্ম্য কিবা করহ বর্ণন। এত শুনি হাস্য করি কহে পঞ্চানন॥ শুন দেবি মনোহরি বচন আমার। বিষ্ণু হতে হইয়াছে জগত-সংসার॥ বিষ্ণু

মায়াবশে মুগ্ধ হয়ে জীবগণ। অহর্নিশি ভববন্ধে হতেছে বন্ধন॥ পরম বৈষ্ণবী তুমি ওগো সুলোচনে। অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে॥ ক্ষিতিরূপ তেজোরূপ বায়ুরূপ তিনি। আকাশস্বরূপ তিনি ওগো কাত্যায়নী॥ সকল ভূতের আত্মা সেই নারায়ণ। অন্তর্যামী সেই দেব জানে সর্ব্বজন॥ ভূলোক করিয়া আদি যত লোক আছে। সকলি তন্ময় দেবি কহি তব কাছে॥ আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ কিছুমাত্র নাই। যেমন আমারে হের তথা সে গোঁসাই তাঁহার অসাধ্য কিবা জগত-ভিতরে। তিনি বিনা কোন্ জন ভবপারে তরে যাগ যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত সকলি তাঁহায়। কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব পার্ব্বতি তোমায়॥ তাঁহা হতে সর্ব্বশাস্ত্র হয় উৎপাদন। তাঁহা হতে ঘুচে যত ভবের বন্ধন। পশু পক্ষী সর্প আদি যত জীবগণ। বৈষ্ণবী মায়াতে সব লভেছে জনম॥ অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে। উপাখ্যান বলি এক শুনহ সাদরে॥ তাহোলে মাহাত্ম্য তাঁর জানিবে সুন্দরী। অগতির গতি সেই ভবের কাণ্ডারী॥

গালব নামেতে ঋষি ছিল পূর্ব্বকালে। সতত করিত বাস চিত্রকূট গিরে॥ আশ্রম করিয়া তথা করে অবস্থিতি। সদা হৃদে ভাবে কোথা অগতির গতি॥ পরম ধার্ম্মিক ঋষি বিষ্ণুপরায়ণ। বিষ্ণু ভিন্ন কোন দিকে নাহি ছিল মন॥ একদা বসিয়া ঋষি আছেন আসনে। হৃদি মাঝে সদা জপ করে বিষ্ণুধনে॥ দেহের তেজেতে দিক সমুজ্জ্বল হয়। চারিদিকে বসি আছে যত মুনিচয়॥ নানাবিধ ধর্ম্ম কথা হয় আলাপন। আনন্দে সবার হৃদি হয় নিমগন॥ হেন-কালে কলরব পশিল শ্রবণে। ধূলিরাশি আচ্ছাদিত করিল গগণে॥ চমকিত হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ। দেখিতে দেখিতে ক্রমে হয় দরশন॥ তথাকার নরপতি সেনাগণ সনে। আসিয়াছে বনমাঝে মৃগয়া কারণে॥ মৃগয়া করিয়া যবে করিবে গমন। দূর হতে তপোবন হয় দরশন॥ তপোবন হেরি মনে আনন্দ জন্মিল। মুনিপদে প্রণমিতে বাসনা করিল॥ যথাবিধি ঋষিপদ করিয়া বন্দন। পরেতে আপন বাসে করিবে গমন॥ ক্রমে ক্রমে দলবল লয়ে নরপতি। আশ্রমনিকটে সবে আসে দ্রুতগতি॥ আশ্রম মধ্যেতে ক্রমে করি আগমন। ঋষির চরণ তলে করিল বন্দন॥ রাজারে হেরিয়া মুনি পুলকিত মনে। বসিতে আদেশ দেন কুশের আসনে॥ যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া সৎকার। জিজ্ঞাসা করেন নৃপে ওহে গুণাধার॥ রাজ্যের কুশলবার্ত্তা বলহ এখন। সুখেতে আছয়ে তব যত প্রজাগণ॥ সময়ে হয় ত বৃষ্টি অবনী-উপরে। শাসন করত তুমি দুরাত্মা নিকরে॥ এরূপে জিজ্ঞাসা করে ঋষি মহাত্মন্। প্রণমিয়া রাজা কহে ওহে ভগবন্॥ আপনার আশীর্ব্বাদ ধরি

শিরোপরে। অমঙ্গল কোথা সব চলি ধায় দুরে॥ তোমার প্রসাদে ঋষে সকলি কুশল। পদে পদে লভিতেছি অতি সুমঙ্গল॥ মৃগয়া কারণে আসিয়াছিনু কাননে। ফিরিয়া যেতেছি এবে আপন ভবনে॥ তোমার চরণ-পদ্ম করিতে দর্শন। আশ্রমভিতরে এবে করি আগমন॥ কৃতার্থ হইনু এবে হেরিয়া তোমারে। আশীর্ব্বাদ কর প্রভু যাইব আগারে॥

এতেক বচন শুনি ঋষি মহাত্মন্। কহিলেন নৃপবর শুনহ বচন॥ কৃপা করি আসিয়াছ আমার আগারে। রাজ্যের ঈশ্বর তুমি খ্যাত চরাচরে॥ তোমার গুণেতে মোরা করি অবস্থিতি।আতিথ্য স্বীকার কর ওহে নরপতি॥ বনমাঝে অতি কষ্ট হয়েছে তোমার। বিশ্রাম করিয়া কর শ্রান্তি পরিহার॥ পরম সন্তুষ্ট আমি হইব তাহাতে। অধিক বলিব কিবা তোমার সাক্ষাতে॥ এতেক বচন শুনি নৃপতি তখন। মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন॥ ঋষির আদেশ লঙ্ঘি যদি চলি যাই। নিশ্চয় কুপিত হবে ঠাকুর গোঁসাই॥ এত ভাবি করিলেন আতিথ্য স্বীকার। রহিলেন সৈন্য সহ আশ্রমমাঝার॥ শুনহ পার্ব্বতি পরে অদ্ভুত ঘটন। রাজারে নিমন্ত্রি ঋষি ব্যাকুলিত হন॥ মনে ভাবে কিবা রূপ ভোজন করাব। রাজার উচিত দ্রব্য কোথায় পাইব॥ মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। হৃদিমাঝে নারায়ণে করেন স্মরণ॥ বলে কোথা দয়াময় রক্ষহ আমারে। তোমা বিনা কেবা মম বিপদেতে তারে॥ তোমা বিনা নাহি জানি অন্য কোন জন। রক্ষা কর কোথা হরি শ্রীমধুসূদন॥ করিলাম নিমন্ত্রণ রাজ্যের ঈশ্বরে। কিরূপে আতিথ্য বল করিব সবারে॥ উপায় নাহিক কিছু করি দরশন। রক্ষা কর দয়াময় কোথা ভগবন্॥ অকিঞ্চন আমি অতি কিছুমাত্র নাই। এই হেতু নিবেদন করিগো গোঁসাই॥ আতিথ্য উচিত দ্রব্য করি আহরণ। আমারে অর্পণ কর ওহে ভগবন্॥ হস্ত দ্বারা যেই তরু করিব স্পর্শন। লতা তৃণ কিম্বা যাহা স্পর্শিব এখন॥ দর্শন করিব যাহা আপন নয়নে। অন্নরূপী সেই সব হউক এক্ষণে॥ চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় এ চারি প্রকার। আহারীয় হোক তাহা ওহে গুণাধার॥ মনে মনে যাহা আমি করিব চিন্তন। ব্যবহার্য্য দ্রব্য তাহা হউক্ এক্ষণ॥ আমার প্রার্থনা প্রভু করহ সাধন। তোমার চরণে আমি করি গো বন্দন॥ ঋষির স্তবেতে তুষ্ট হয়ে জগৎপতি। তাঁহার উদ্ধার হেতু করিলেন মতি॥ আবির্ভূত হন আসি দেখিতে দেখিতে। স্বীয় রূপ দেখালেন ঋষির সাক্ষাতে প্রসন্ন বদনে পরে কহেন তখন। শুন শুন ওহে ঋষে আমার বচন॥ অভিমত বর লহ আমার গোচরে। যাহা তব বাঞ্ছা হয় বল ত্বরা করে॥ ধ্যানেতে

াগন ছিল ঋষি মহাত্মন্। অই কথা শুনি নেত্র করে উন্মীলন॥ দেখে সম্মুখে বিরাজিত বনমালাধারী। শঙ্খচক্রগদাধর ভবের কাণ্ডারী॥ গরুড় উপরে প্রভু করি আরোহণ। পুরোভাগে উপনীত প্রসন্ন বদন॥ সহস্র আদিত্য সম বরণ তাঁহার। হেরিলেন ঋষিবর অদ্ভুত ব্যাপার॥ কত যে ব্রহ্মাণ্ড শোভে প্রভুর শরীরে। কত ব্রহ্মা চন্দ্র আদি তাহে শোভা ধরে॥ এই সব নিরখিয়া ঋষি মহাত্মন্। বিনয় বচনে কহে ওহে ভগবন্॥ বরদ যদ্যপি হও অধীন উপরে। এই ভিক্ষা দেহ নাথ কহি যে তোমারে॥ বাহ-নাদি সহ এই এসেছে নৃপতি। আতিথ্য করিতে সবে করিয়াছি মতি॥ বিবিধ অশন পান যেইরূপে পাই। তাহার উপায কর ঠাকুর গোঁসাই॥

ঋষিব এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু কহেন তখন॥ তোমার বাসনা পূর্ণ হবে মহাত্মন্। আমার বচন এবে করহ শ্রবণ॥ এই য অপূর্ব্ব মণি দিনু হে তোমারে। গ্রহণ করহ ইহা অতীব সাদরে॥ ইহা লয়ে যাহা তুমি করিবে চিন্তন। তাহাই তখন পাবে ওহে মহাত্মন্॥ চিন্তামণি মণি এই লইয়া যতনে। মনের বাসনা পূর্ণ করহ বিধানে॥ এত বলি ভগবান হন তিরোধান। ঋষিবর মনে মনে মহানন্দ পান॥ অনন্তর ঋষিবর মণি লয়ে করে। এইরূপ বিবেচনা করযে অন্তরে॥ লক্ষ লক্ষ গৃহ এবে হউক সৃজন। হিমালয় সম উচ্চ অতি বিমোহন॥ সুধাধবলিত হবে স সব আগার। বাসযোগ্য হবে উহা যতেক রাজার॥ মনে মনে এত চিন্তি ঋষি মহাত্মন। আপন করেতে মণি করিল স্পর্শন॥ অমনি বাসনামত আগার হইল। পরম শোভায় সব শোভিতে লাগিল॥ পুনরায় ঋষিবর করেন চিন্তন। আশ্রমে যে সব গৃহ হয়েছে সৃজন॥ তার চারিদিকে হোক প্রাচীর বিস্তার। উদ্যান হউক যত অতি শোভাধার॥ যেমন এসব চিন্তা করে ঋষিবর। অমনি হইল তাহা আশ্রম-ভিতর॥ ফলপুষ্পযুত তরু দনমিল কত। তপোবন হলো কিবা উদ্যানে শোভিত॥ নানাবিধ পক্ষীগণ বসি তরুপরে। কলনাদ করে কিবা সুমধুর স্বরে॥ তার পর মনে চিন্তা করে ঋষিবর। অশ্বগজশালা হোক আশ্রম ভিতর॥ অমনি হইল তাহা কেবা সংখ্যা করে। হেরিলে সে সব শোভা জনমন হরে॥ অশ্বশালা হস্তিশালা গোশালাদি করি। সমস্ত শোভিত হলো আশ্রমভিতরি॥ তার পর খাদ্য দ্রব্য হইল সৃজন। চর্ব্ব্য চুব্য লেহ্য পেয় কে করে গণন॥ এক এক চিন্তা করি সেই ঋষিবর। যেমন স্পর্শন করে সেই মণিবর॥ অমনি তখন,তাহা হয় উৎপাদন। হরির মাহাত্ম্য বল কে করে বর্ণন॥

এইরূপে নানাদ্রব্য সৃজন করিয়ে। নৃপপাশে যায় মুনি হরিষ হৃদয়ে॥ কহিলেন শুন শুন ওহে নরপতি। তোমার নিকটে আমি করি গো মিনতি॥ সগণে আপনি এবে কর আগমন। কৃপা করি আহারীয় করহ গ্রহণ॥ কিঞ্চিন্মাত্র আয়োজন করিয়াছি আমি। কৃপা করি লহ তাহা ওহে নৃপমণি॥ ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আশ্রম- ভিতরে নৃপ বসিল তখন॥ অন্দর ভিতরে রাজা করিয়া গমন। বিস্ময়ে স্তিমিত হন করি দরশন॥ হেম অট্টালিকা নাহি নয়নে নেহারে। হেন শোভা নাহি কিন্তু তাঁহার আগারেন এই সব নরপতি করি দরশন। সবিস্ময়ে মনে মনে করেন চিন্তন॥ কিরূপে এসব হলো মুনির আশ্রমে। হেন শোভা কভু নাহি হেরেছি নয়নে॥ বিস্ময়ে আকুল রাজা হইয়া তখন। ঋষিদত্ত দ্রব্য আদি করেন ভোজন॥ অপূর্ব্ব পদার্থ সব করিয়া ভোজন। মনে মনে পুলকিত নৃপতি তখন॥ পরিতোষ রূপে দ্রব্য ভোজন করিয়ে। আশ্চর্য্য মানিল সবে বিস্মিত-হৃদয়ে॥

এইরূপে ভোজনাদি হলে সমাপন। নৃপপাশে ঋষিবর আসিয়া তখন॥ কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয়। পথশ্রমে ক্লান্ত অতি হয়েছে নিশ্চয়॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। বিশ্রাম আগারে এবে করহ গমন॥ দাসীগণ দিব আমি শুশ্রূষার তরে। এত বলি মণি লয়ে হরিষ অন্তরে॥ যেমন রাজার পার্শ্বে করেন স্থাপন। অমনি জন্মিলে দাসী কে করে গণন॥ অতি রূপবতী সবে সুচারু হাসিনী। অলঙ্কার অঙ্গে শোভে মধুর ভাষিণী॥ ইহা ভিন্ন কত ভৃত্য জন্মিল তখন। নর্ত্তকী গায়কী কত লভিল জনম॥ জনম ধরিয়া সবে অতীব যতনে। রাজার সন্তোষ সিদ্ধি করিল বিধানে॥ এই সব অত্যদ্ভুত করি দরশন। রাজার হৃদয় হয় বিস্ময়ে মগন॥ মনে মনে নানা চিন্তা করে নরপতি। কিরূপে জন্মিল এত মুনির শকতি॥ তপস্যা বলেতে কিবা হতেছে সকল। কিছুই বুঝিতে নারি অন্তরে বিকল॥ মণির প্রভাবে কিম্বা হতেছে সৃজন। বুঝিবারে কিছু নাহি হতেছি সক্ষম॥ এইরূপ চিন্তা-কুল হইয়া রাজন। দিবাভাগ মনসুখে করেন যাপন॥ দেখিতে দেখিতে নিশা হলো উপস্থিত। দারুণা তামসী আসি হলো উপনীত॥ মণির প্রভাবে জ্যোৎস্না অপূর্ব্ব হইল। দিবা সম নিশাকাল প্রকাশ পাইল॥ নির্দ্দিষ্ট হইল ঘর সকলের তরে। প্রত্যেকে রহিবে সুখে এক এক ঘরে॥ প্রত্যেকে পর্য্যঙ্কোপরি করিবে শয়ন। কাছে রবে দাস দাসী এক এক জন॥ এরূপ নিয়মে সব চলিল আগারে। শয়ন করিল সবে পর্য্যঙ্ক উপরে॥ যুবতীর সেবা সবে করিতে লাগিল। পরম সুখেতে সবে নিদ্রিত হইল॥ পর

পরম সুখেতে নিশা করয়ে যাপন। হরির কৃপায় মাত্র এসব ঘটন ॥ অতএব কি বলিব পার্ব্বতী তোমারে। হরি বিনা নাহি গতি এ ভব-সংসারে ॥ সত্য বটে অভেদাত্মা মোরা দুই জন। হরি রূপে রক্ষি কিন্তু এ তিন ভুবন ॥ অতএব স্মর সদা হরিরে অন্তরে। ভজিলে তাঁহারে তরে ভবপারাবারে ॥

—— । ——

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

নৃপতি সহ গা[illegible] মুনির যুদ্ধ।

জ্ঞাত্বা সর্ব্বমসৌ ভূপো লব্ধুং মণিমনুত্তমং।
যযাচে যতিনং ধীমান্ দেহি মে মুনিসত্তম ॥

অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি দেবী কাত্যায়নী। কহিলেন নিবেদন করি শূল-পাণি ॥ অপূর্ব্ব ঘটনা প্রভু করিনু শ্রবণ। তার পর কিবা ঘটে কহ ভগবান্ ॥ প্রভাতে উঠিয়া রাজা কি কাজ করিল। মণিজাত অট্টালিকা কোথায় রহিল ॥ বিস্তারিয়া সেই সব কহ বর্ণন। শুনিবারে আমি প্রভু করি আকিঞ্চন ॥ এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন ওগো হৈমবতী ॥ রজনী প্রভাত হলে অবনীরাজন। নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করেন তখন ॥ বল-বাহনাদি সবে জাগ্রত হইল। নিত্যক্রিয়া যথাবিধি সবে সমাপিল ॥ গাত্রোত্থান করি রাজা করেন দর্শন। কোথা অট্টালিকা কিম্বা কোথায় [illegible] ॥ বসন ভূষণ আদি কিছুমাত্র নাই। আশ্রম পূর্ব্বের মত দেখিবারে পাই ॥ তাহা দেখি মনে রাজা করেন চিন্তন। কোথা গেল এই সব না বুঝি এখন ॥ যেমন আশ্রম পূর্ব্বে দেখেছি নয়নে। সেইরূপ অবিকল হেরিছি এক্ষণে ॥ অনুমানে বুঝিতেছি মণির কারণ। এতেক [illegible] কার্য্য হয় সং[illegible]ন ॥ মণির চিন্তাতে সব আসে করতলে। মণি হতে ইচ্ছামাত্রে মনোবাঞ্ছা ফলে ॥ কল্পতরু সম মণি নাহিক সংশয়। যেরূপে পারিব মণি লইব নিশ্চয় ॥ যাচিঞা করিলে মণি দিবে তপোধন। অনুমানে বুঝি তাহা না হবে কখন ॥ হরণ করিব মণি যেরূপে পারিব। মণি নাহি লয়ে কভু গৃহেতে ফিরিব ॥ মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন। মুনির নিকটে করি বিদায় গ্রহণ ॥ বলবাহনাদি সহ আশ্রম বাহিরে। আসিলেন দ্রুতগতি ব্যাকুল অন্তরে ॥ বাহিরে থাকিয়া পরে অবনীরাজন। অমাত্যেরে ঋষিপাশে করেন প্রেরণ ॥

রাজার আদেশ পেয়ে অমাত্যপ্রবর। উপনীত হন আসি মুনির গোচর ॥
প্রণাম করিয়া পরে মুনির চরণে। কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে ॥
মণিটী রাজারে মুনে করহ প্রদান। সন্তুষ্ট হবেন তাহে নৃপতি ধীমান ॥
মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মুনিবর ক্রুদ্ধ হয়ে কহেন তখন ॥
এ কি কথা কহ মন্ত্রী বুঝিবারে নারি। স্থির করিয়াছ বুঝি অন্তরে বিচারি ॥
প্রসিদ্ধ আছয়ে ভূমে শাস্ত্রের বচন। ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিবে গ্রহণ ॥
রাজারা করিবে দান বিদিত সকলে। এরূপ বচন আজি বলিছ কি বলে ॥
তব প্রভু মহাকাম হয়ে নরপতি। কিরূপে কহেন হেন ওহে মহামতি ॥
যাচিঞা করেন তিনি কিসের কারণ। বল দেখি মন্ত্রীবর স্বরূপ বচন ॥
এখন বুঝিনু আমি আপন অন্তরে। অপদার্থ তব রাজা এ ভব সংসারে ॥
যাহ যাহ শীঘ্র যাহ ওহে মন্ত্রীবর। অবিলম্বে যাহ ফিরি নৃপতি গোচর ॥
বল গিয়া তাঁর পাশে আমার বচন। ভাল কভু নহে তাঁর হেন আচরণ ॥
পুনশ্চ করিলে হেন মন্দ ব্যবহার। প্রতিফল দিব আমি উচিত ইহার ॥
এতেক বলিয়া ঋষি মন্ত্রীর গোচরে। বিদায় করিয়া দিয়া যান ক্রোধভরে ॥
সমিধ কুশাদি করিবারে আহরণ। কানন ভিতরে ঋষি করেন গমন ॥
ঋষির এতেক বাক্য শুনি মন্ত্রীবর। অবিলম্বে চলি আসে নৃপতি গোচর ॥
তাঁহার নিকটে সব করে নিবেদন। শুনিয়া নৃপতি হন রোষে নিমগন ॥
ক্রোধভরে সৈন্যাধ্যক্ষে করিয়া আহ্বান। কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান ॥
অবিলম্বে যাহ চলি আশ্রম ভিতরে। সবলে হরণ কর সেই মণিবরে ॥
অবিলম্বে সেই মণি করিয়া হরণ। আমার নিকটে শীঘ্র কর আগমন ॥
রাজার এতেক বাক্য শুনি সেনাপতি। আশ্রম ভিতরে চলে অতি দ্রুতগতি
সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া তখন। পশিল আশ্রমমধ্যে মণির কারণ ॥
অগ্নিহোত্র গৃহে গিয়া দেখে তার পরে। চিন্তামণি মণি তথা আছে আলো করে ॥ তাহা দেখি রথ হতে নামিয়া তখন। সেনাপতি মণিপাশে করিল গমন ॥ সেনাপতি দরশন করিল নয়নে। মণিতেজ বৃদ্ধি হয় না যায় বর্ণনে ॥
কার সাধ্য সেই তেজ করে দরশন। করিতে লাগিল যেন জগত দহন ॥
দেখিতে দেখিতে শুন আশ্চর্য্য ঘটন। মণি হতে কত যোদ্ধা লভিল জনম ॥
অস্ত্র শস্ত্র কত শোভে তাহাদের করে। তেজের ছটায় সবে দিক আলো করে
সঙ্গে সঙ্গে কত রথ হয় শোভমান। কত অশ্ব কত গজ কে করে সন্ধান ॥
পতাকা শোভিছে কত রথের উপরে। কত অসি শোভা পায় সেনাগণকরে॥
মহাবল পরাক্রম ধরে সব জন। রণপটু তারা সবে অমিত-বিক্রম ॥

তাহাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠতর হয়। তাহাদের নাম বলি শুন পরিচয়॥ সুভদ সুরশ্মি আর শুভদরশন। সুকান্তি সুন্দর সুন্দ শম্ভু আর সোম॥ প্রচ্ছন্ন সুযশা শুভ সুশীল যে আর। সুখদ সুশান্ত এই বলের আধার॥ এই কয় জন হয় সবার প্রধান। সবার হাতেতে অস্ত্র হয় শোভমান॥ মণি হতে যারা যারা লভিল জনম। সবে নানা অস্ত্র করে করয়ে ধারণ॥ জনম ধরিয়া সবে অতি রোষভরে। রাজ সৈন্য সহ ক্রমে মাতিল সমরে॥ ঘন ঘন ধনুকেতে দিতেছে টঙ্কার। ভীষণ ভীষণ শর ক্ষেপে অনিবার॥ ঘন ঘন খড়্গাঘাত বিপক্ষ উপরে। রোষবশে সৈন্যগণ দ্রুতকরে করে॥ অশ্বগণে অশ্বগণে মহাযুদ্ধ হয়। গজে গজে যুদ্ধ ঘটে বর্ণিবার নয়॥ তুমুল সংগ্রাম ঘটে অতি বিভীষণ। শুনিলে হৃদয় কাঁপে অতি ঘন ঘন॥ রাজার যতেক সৈন্য ক্রমে ক্রমে পড়ে। রণমাঝে পড়ি যায় শমন-আগারে॥ নৃপতির সেনাপতি হইল পতন। নরপতি তাহা শুনি রোষে নিমগন॥ রথ আরোহণ করি অতি রোষভরে সৈন্যগণ সহ নিজে আসেন সমরে॥ অবিলম্বে রণমাঝে করি আগমন। বিপক্ষ সৈন্যের সহ আরম্ভিল রণ॥ মণিজ সৈন্যেরা তাহা দেখি রোষভরে। রাজার সহিতে যুদ্ধ ত্বরা করি করে॥ শূল মারে শেল মারে মারয়ে শক্তি। অসি ক্ষেপ করে সবে অতি দ্রুত-গতি॥ পট্টিশ তোমর মারে অতি ঘন ঘন। কবন্ধ উঠিছে কত কে করে গণন॥ এইরূপে মহাযুদ্ধ করে রোষভরে। রাজার যতেক সৈন্য পড়িল সমরে॥

এরূপে দুর্গতি পায় সেই নরপতি। সংবাদ রটিল ক্রমে সর্ব্ব বসুমতী॥ হেতৃ ও প্রহেতৃ নামে দৈত্য দুই জন। রাজার শ্বশুর ছিল অমিতবিক্রম॥ রাজার দুর্গতিকথা শুনিয়া শ্রবণে। দ্রুতগতি আসে তারা সমরকারণে॥ বহুসৈন্য সঙ্গে লয়ে তারা দুইজন। অবিলম্বে রণক্ষেত্রে করে আগমন॥ পঞ্চদশ সেনাপতি সহিতে দোঁহার। মহাবল ধরে সবে গুণের আধার॥ অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে প্রত্যেকের হয়। সমরে দুর্দ্দম সবে অতীব দুর্জ্জয়॥ ধরণী কাঁপায়ে সবে করি আগমন। মণিজ সৈন্যের সহ আরম্ভিল রণ॥ পরস্পর মারে সব অতি দ্রুত করে। রণভূমে পড়ি সব যায় যমপুরে॥ ক্রমে ক্রমে দৈত্যসৈন্য হয় নিপতন। জয় ধ্বনি করে যত মণিভবগণ॥ ক্রমেতে পড়িল সবে সমর-অঙ্গনে। দৈত্যগণ গেল সবে শমন-ভবনে॥ এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি ভয়ঙ্কর। হেনকালে গৃহে আসে তাপসপ্রবর॥ সমিধ কুশাদি ঋষি করি আহরণ। গৃহ-অভিমুখে হর্ষে করে আগমন॥ সহসা সংগ্রাম ঋষি করি দরশন। ভয়েতে ব্যাকুল হন বিস্ময়ে মগন॥

বুঝিলেন মনে মনে সেই মহামতি। মণির কারণে যুদ্ধ করিছে নৃপতি॥
নৃপবরে পরাভব করিবার তরে। চিন্তামণি এই যুদ্ধ করে রোষভরে॥
এত ভাবি ঋষিবর আনন্দে মগন। হৃদিমাঝে শ্রীহরিরে করেন স্মরণ॥
ধ্যানযোগে ভাবে হরি হৃদয় মাঝারে। শ্রীহরি জানিল তাহা আপন অন্তরে॥
পীত বাস পরিধান করিয়া তখনি। আবির্ভূত হন হরি যিনি চিন্তামণি॥
মণি হতে প্রকাশিত হইয়া তখন। ঋষিরে সম্বোধি বলেন মধুর বচন॥ শুন শুন
মুনিবর বচন আমার। কি কাজ করিব তব বল গুণাধার॥ এতেক বচন
শুনি তাপসপ্রবর। কহিলেন শুন প্রভু তুমি গদাধর॥ নৃপতি দৌরাত্ম্য করে
আমার উপরে। ইহার উপায় প্রভু কর কৃপা করে॥ এতেক বচন
শুনি শ্রীমধুসূদন। তথাস্তু বলিয়া চক্র করেন গ্রহণ॥ সুদর্শন হস্তে
লয়ে পতি রোষভরে। নিক্ষেপ করেন তাহা রাজার উপরে॥ ঘূরিতে
ঘূরিতে চক্র করিল গমন। রাজার মস্তক গিয়া করিল ছেদন॥ নৃপতির
সঙ্গে যত সৈন্য ছিল। ভস্মীভূত হয়ে সবে যমপুরে গেল॥ এইরূপে
সকলে করিয়া নিধন। ঋষিরে সম্বোধি কহে দেব নারায়ণ॥ শুন
শুন মহাঋষে বচন আমার। ভক্তির আধার তুমি গুণের আধার॥
এই স্থানে কত সৈন্য হলো নিপতন। ভীষণ সংগ্রাম হেথা হইল ঘটন॥
পবিত্র হইল স্থান জানিবে সংসারে। মহাপুণ্য এই স্থান অবনীমাঝারে॥
যজ্ঞেশ্বর রূপে আমি রহে মহামতি। দিবানিশি এই স্থানে করিব বসতি॥
এই স্থানে যেই জন করি আগমন। ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধ আর করিবে তর্পণ॥
স্নান আদি সমাধান যে জন করিবে। অবহেলে সেইজন সংসারে তরিবে॥
এই স্থানে যেই জন করি আগমন। ইন্দ্রিয়পটল করি বিধানে সংযম॥
তিন দিন উপবাস করিয়া যতনে। বসতি করিবে হেথা ভক্তিযত মনে॥
তাহার পুণ্যের কথা কি বলিব আর। অনায়াসে তরে সেই ভবপারাবার॥
অন্তকালে সেই জন ত্যজিয়া জীবন। বিমানে চড়িয়া যায় অমর-ভবন॥
অপ্সরারা সদা সেবা করয়ে তাহারে। দেব গণ সহ গিয়া রহে সুরপুরে॥
বহুকাল পুণ্যভোগ করিয়া তথায়। মহত বংশেতে শেষে জনমে ধরায়॥
একাহারে থাকি যেই অতি ভক্তিভরে। দ্বাদশ বরষ হেথা নিবসতি করে॥
পুনর্জ্জন্ম নাহি তার হইবে কখন। অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন॥
নির্ব্বাণ পদবী পেয়ে সেই মহাত্মন্। অন্তকালে যাবে চলি অমর-ভবন॥
গমন করিবে সেই বৈকুণ্ঠ-আগারে। হরিদাস হয়ে রবে হরির অন্তরে॥
আরো এক কথা বলি শুন ঋষিবর। মণি হতে জন্মেছিল যারা বীরবর॥

ধরাধামে হবে তারা প্রবল নৃপতি। ভূতলে রটিবে জান তাদের সুখ্যাতি॥ শুন শুন ঋষিবর আমার বচন। পরম ভকত তুমি অতি মহাত্মন॥ অন্তকালে স্থান পাবে আমার আগারে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥ এত বলি নারায়ণ হন তিরোধান। ঋষিবর মনে মনে মহানন্দ পান॥ এত বলি মহেশ্বর গিরিজা সতীরে। কহিলেন শুন প্রিয়ে কি বলি তোমারে॥ হরির মাহাত্ম্য বল কি করি বর্ণন। যেই হরি সেই আমি হই পঞ্চানন॥ আমারে পূজিলে হয় হরির অর্চ্চনা। হরিরে অর্চ্চিলে হয় আমার সাধনা॥ অভেদাত্মা দোঁহে মোরা জানিবে অন্তরে। গোপনীয় কথা আজি কহিনু তোমারে। ভক্তিভরে যেই জন করে অধ্যয়ন। অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ॥ পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়। সে জন ভকত মম পুণ্যের আলয়॥ ধর্ম্মকথা যেই জন করয়ে শ্রবণ। মহাপুণ্য হয় তার শাস্ত্রের বচন॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

ব্রহ্মার বরে ত্রিপুরনগরী নির্ম্মাণ, ত্রিপুরাসুরের দৌরাত্ম্যে শিবের নিকট দেবগণের গমন ও স্তব।

নমঃ সদা মোহবিনাশনায় অজ্ঞাননাশায় চ তে নমোঽস্তু।
নমঃ সদা মোক্ষবর প্রদায় নমঃ সদা চামৃতসংস্থিতায়॥

ঋষিগণ কহে পুনঃ সনতকুমারে। শুন প্রভু নিবেদন করি গো তোমারে॥
ত্রিপুরারি নাম ধরে দেব পঞ্চানন। তাহার কারণ কিবা করহ বর্ণন॥
ত্রিপুর বৃত্তান্ত শুনি মনেতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ পূর্ব্বকালে হয়। দৈত্যগণ হারে তাহে ওহে মহোদয়॥
ময় নামে ছিল দৈত্য সবার প্রধান। দৈত্যের দুর্দ্দশা দেখি ব্যাকুল পরাণ॥
মনোদুঃখে বনমাঝে করিয়া গমন। ব্রহ্মা-আরাধনা করে হয়ে একমন॥
কভু একপদে রহে করি অনাহার। ঊর্দ্ধমুখে রহে কভু সেই বলাধার॥
গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করয়ে সাধন। বর্ষাকালে বর্ষাজলে রহে সর্ব্বক্ষণ॥
শীতকালে জলমধ্যে করি অবস্থান। তপ আচরণ করে সেই মতিমান॥

এইরূপ তপস্যাতে বহুকাল যায়। অস্থিমাত্র হলো সার ক্রমে শুষ্ককায়॥ তাহার দারুণ তপ করি দরশন। মনে মনে পিতামহ অতি তুষ্ট হন॥ আবির্ভূত হন আসি তাহার গোচরে। বলিলেন শুন দৈত্য কহি যে তোমারে॥ তোমার কঠোর তপ করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন॥ বাঞ্ছিত বর লহ ওহে মহামতি। বরদান হেতু আমি আসি দ্রুতগতি॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। চরণ বন্দিয়া দৈত্য কহিল তখন॥ কৃপা যদি হয়ে থাকে আমার উপরে। এই বর দেহ প্রভু নিবেদি তোমারে॥ মহাবল দেহে যেন করি গো ধারণ। অবধ্য সবার হই ওহে মহাত্মন॥ আমার বাসের জন্য দিব্য স্থান হয়। অমর হইব আমি ওহে মহোদয়॥ যেখানে সেখানে আমি যাইতে পারিব। কুত্রাপি গতির বাধা কভু না পাইব॥ দৈত্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে কহে তাঁরে দেব পদ্মাসন॥ শুন শুন দৈত্যবর বচন আমার। সব বর দিতে পারি ওহে গুণাধার॥ অমরত্ব দিতে নাহি করিব অর্পণ। আর যাহা চাবে তাহা পাবে মহাত্মন্॥ এতেক শুনিয়া দৈত্য কহিল তখন। শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন॥ তবে এক কথা বলি শুনহ শ্রবণে। সেই বর দেহ প্রভু কৃপা বিতরণে॥ তিন পুরী বিনির্ম্মিয়া করিব বসতি। দিব্য পুরী হবে তাহা ওহে মহামতি॥ এক বাণে তিন পুরী করি বিদারণ। আমারে মারিতে যেই হইবে সক্ষম॥ তাহার করেতে আমি ত্যজিব পরাণ। কৃপা করি এই বর দেহ ভগবান্॥ দৈত্যের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ। পুলকিত হয়ে ব্রহ্মা কহেন তখন॥ যা বলিলে হবে তাহা ওহে দৈত্যবর। মনের বাসনা পূর্ণ হইবে সত্বর॥ এত বলি বর দিয়া দেব পদ্মাসন। অবিলম্বে সেই স্থানে তিরোহিত হন॥ তার পর দৈত্যরাজ পুলকিত মনে। ত্রিপুর নগরী করে অতীব যতনে॥ শূন্যের উপর পুরী করিয়া সৃজন। প্রথমত লৌহময় অতি মনোরম॥ তার ঊর্দ্ধে রৌপ্যময় করিল নগরী। তদূর্দ্ধে নির্ম্মিত হলো স্বর্ণময় পুরী॥ এইরূপ তিনপুরী করিয়া নির্ম্মাণ। স্বর্ণপুরে নিজে বীর করে অবস্থান॥ অন্য দুই পুরে রাখে অন্য দুই জনে। তিন জনে তিন স্থানে রহে হৃষ্টমনে॥ স্বর্গের সমান পুরী করিল গঠন। মনোরম কত দ্বার করিল যোজন॥ কত যে গবাক্ষ হলো কে গণিতে পারে। স্বর্ণময় সেই সব জানিবে অন্তরে॥ শীতল পবন যায় হিল্লোলে হিল্লোলে। গবাক্ষ সকল শোভে মুকুতা প্রবালে॥ কত শত মণি শোভে গৃহের ভিতর। বিচিত্র কত বা চিত্র অতি মনোহর॥ গৃহোপরি কত ধ্বজা অতি শোভা পায়। পবনে কাঁপিছে তাহা কিবা শোভে তায়

পুরীমাঝে উপবন অতি মনোরম। বিকসিত পুষ্পে সব হতেছে শোভন॥ সকল ঋতুর পুষ্প সদা সর্ব্বক্ষণ। আলোকিত করি আছে কুসুম-কানন॥ গুন্ গুন্ রব করি ভ্রমর-নিকর। ঘূরিয়া ঘূরিয়া যায় পুষ্পের গোচর॥ সরোবর কিবা শোভে অতি বিমোহন। হংসসারসাদি তাহে করে বিচরণ॥ শতদল ফুটি আছে সরোবরোপরে। হেরিলে দর্শক হয় হরিষ অন্তরে॥ শিখিগণ বৃক্ষোপরি করি আরোহণ। কেকারব করি হয় আনন্দে মগন॥ এই-রূপে পুরী করি দৈত্যের রাজন। আনন্দে করয়ে বাস সদা সর্ব্বক্ষণ॥ দৈত্যনারী রূপবতী কে করে গণন। দৈত্যপুরে অবস্থান করে সর্ব্বক্ষণ॥ পীনোন্নত পয়োধরা তাহারা সকলে। মৃদু মৃদু হাস্য শোভে বদনকমলে॥ এইরূপে নারীগণে লয়ে সর্ব্বক্ষণ। মনের আনন্দে রহে দৈত্যের রাজন॥ ভৃত্যগণ সেবা করে বিহিত বিধানে। পরম সুখেতে রহে পুলকিত মনে॥ এইরূপে দৈত্যরাজ করি অবস্থিতি। দেবগণে উৎপীড়িত করে নিরবধি॥ স্বর্গধামে কভু কভু করিয়া গমন। দেবের ঐশ্বর্য্য সব করয়ে হরণ॥ দৌরাত্ম্য করিয়া কত আপন আগারে। অনুচর সহ আসে আনন্দেতে ফিরে॥

দেবগণ উৎপীড়িত হইয়া তখন। ব্রহ্মার নিকটে সব করিল গমন॥ বিনয় করিয়া কহে দেব পদ্মাসনে। নিবেদন করি প্রভু তোমার সদনে॥ দানব-দৌরাত্ম্যে মোরা তিষ্ঠিবারে নারি। তাহার উপায় কর তুমি হে কাণ্ডারী॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। কহিলেন শুন শুন ওহে দেব গণ॥ আমা হতে দৈত্যনাশ কভু নাহি হবে। প্রবল হয়েছে দৈত্য আমার প্রভাবে॥ ইহার উপায় বলি করহ শ্রবণ। আমার সহিতে চল শিবের সদন॥ উপায় করিবে সেই দেব শূলপাণি। এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মযোনি॥ তার পর বিষ্ণু আর দেব পদ্মাসন। দেবগণে সঙ্গে করি করিল গমন॥ উপনীত হয়ে সবে কৈলাস আগারে। প্রণাম করেন গিয়া দেব মহেশ্বরে॥ ভক্তিভরে সবে স্তব করেন তখন। ত্রিলোক ঈশ্বর প্রভু করি গো বন্দন॥ সকলের বন্দনীয় তুমি মহামতি। তব বিক্রমের প্রভু নাহিক অবধি॥ শোভিতেছে চন্দ্রকলা তব শিরোপরে তাহার ছটায় দিক্ আলোকিত করে পিনাক তোমার করে হতেছে শোভন। পরশ্বধ শোভে কিবা অতি বিমো-হন॥ বিরাজ করিছে শূল তব দিব্য করে। নমস্কার করি তব চরণ উপরে॥ নন্দীবরপ্রদ তুমি সবার কারণ। সুরেশ্বর তব পদে করি গো বন্দন॥ যক্ষের ঈশ্বর তুমি ওহে পশুপতি। ভকত জনের হও একমাত্র গতি॥ সর্ব্বক্ষণ কর বাস কৈলাস-শিখরে। শশীধ্বজ তুমি দেব নমামি তোমারে॥ বৃষোপরি

সদা তুমি কর আরোহণ। পরিধান দিক বস্ত্র ওহে পঞ্চানন॥ সূর্য্য চন্দ্র দেবরাজ বরুণ অনল। আর আর যত কেহ দৈবতা সকল॥ তোমা হতে জন্মিয়াছে নাহিক সংশয়। তোমার কৃপায় হয় ভববন্ধ ক্ষয়॥ সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম তুমি পরম ঈশ্বর। মঙ্গল-কারণ হেতু নাম যে শঙ্কর॥ ধনুর্দ্ধর তুমি দেব করি নমস্কার। তোমার সমান নাহি এ তিন সংসার॥ অষ্ট মূর্ত্তি খ্যাত তব জগত-সংসারে। নমস্কার নমস্কার চরণ উপরে॥ কামদর্পহারী তুমি ওহে পঞ্চানন। ধূর্জ্জটি তোমার নাম জানে সর্ব্বজন॥ যোগীর ঈশ্বর তুমি ওহে মহাত্মন্। রুদ্ররূপী তুমি দেব বিখ্যাত ভুবন॥ দেব দৈত্য তোমা হতে হয়েছে সৃজন। নীলকণ্ঠ তুমি দেব পুরুষ-উত্তম॥ শ্মশানে শ্মশানে সদা কর অবস্থিতি। অজ্ঞান করহ নাশ ওহে মহামতি॥ মোক্ষদাতা তুমি প্রভু জগত-সংসারে। পরানন্দে সদা রহ হরিব অন্তরে॥ ব্রহ্ম-আত্মা ব্রহ্ম-স্রষ্টা তুমি মহাত্মন্। ধাতা ও বিধাতা তুমি বিখ্যাত ভুবন॥ ভকতবৎসল তুমি অগতির গতি। হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি প্রভু সকলের পতি॥ ত্রিগুণ-অতীত তুমি ওহে মহেশ্বর। কৃপা কর প্রণিপাত চরণ উপর॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মা আদি দেবগণ। এইরূপে স্তব করে হয়ে একমন॥ তাঁহাদের ভক্তি দেখি দেব পশুপতি। লভিলেন মনে মনে অতীব পিরীতি॥ মধুর বচনে পরে করি সম্বোধন। কহিলেন দেবগণে ওহে সুরগণ॥ পরিতুষ্ট হইয়াছি সবার উপরে। অভিলাষ কিবা বল ত্বরায় আমারে॥ অভিমত বর যাহা করহ গ্রহণ। যা চাহিবে দিব তাহা ওহে দেবগণ॥ অদেয় আছয়ে কিবা এ তিন সংসারে। বল বল কিবা বাঞ্ছা বল ত্বরা করে॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধোদ্যোগ

ব্রহ্মদত্তবরৈর্দ্দেব ময়াদ্যৈর্দ্দানবৈস্ত্রিভিঃ।
হৃতাঃ স্বাধিকারাঃ সর্ব্বে ধ্বংসিতানি বলানি চ॥

শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। দেবগণ করযোড়ে কহেন তখন॥ শুন দেব নিবেদন করি গো তোমারে। কাতর হয়েছি মোরা দৈত্য-অত্যাচারে॥ ময় আদি তিন জন দানবপ্রধান। ত্রিপুর করিয়া শূন্যে করে অবস্থান॥ ব্রহ্মার নিকটে বর করিয়া গ্রহণ। আমাদের অধিকার করেছে হরণ॥

আমাদের বল আদি লয়েছে হরিয়ে। তাহার উপায় কর করুণা করিয়ে॥ দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। মহাদেব কহিলেন মধুর বচনে॥ শুন শুন দেবগণ বচন আমার। হৃদে হতে ভয় এবে কর পরিহার॥ আমার অর্দ্ধাংশ তেজ করহ গ্রহণ। রুদ্রতেজোময় হবে ওহে দেবগণ॥ তাহা হলে দৈত্যধ্বংসে ক্ষমবান্ হবে। মনের বাসনা যত অবশ্য ফলিবে॥ এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। কহিলেন নিবেদন ওহে পঞ্চানন॥ তব তেজ লইবারে মোরা নাহি পারি। কিরূপে ধরিব তাহা ওহে দৈত্য-অরি॥ কি সাধ্য মোদের বল ওহে পঞ্চানন। তোমার ভীষণ তেজ করিব ধারণ॥ যাঁহার পরম তেজ করিতে দর্শন। ত্রিভুবনে শক্ত নাহি হয় কোন জন॥ তাঁর তেজ ধরিবারে কিরূপে পারিব। হেন কাজে মোরা নাহি সক্ষম হইব॥ অতএব কৃপা কর ওহে ভগবন্। প্রসন্ন হইয়া সবে করহ রক্ষণ॥ দিয়াছেন দৈত্যবরে বর পদ্মাসন। এক বাণে তিন পুর করিলে দহন॥ সেই জন বিনাশিতে তাহারে পারিবে। তবে সেই দৈত্যবর যমালয়ে যাবে॥ অতএব মোরা নাহি হইব সক্ষম। তুমি দেব দয়া কর ওহে পঞ্চানন॥

এতেক বচন শুনি দেব দিগম্বর। কহিলেন শুন শুন দেবতানিকর॥ তোমাদের বাঞ্ছা আমি করিব পূরণ। দৈত্যত্রয় সহ দুর্গ করিব নিধন॥ তিন পুরী করি দৈত্য করে অবস্থিতি। প্রথম পুরীতে রহে তারক দুর্ম্মতি॥ দ্বিতীয় পুরীতে বিদ্যুন্মালী বাস করে। ময় দৈত্য নিজে রহে সবার উপরে॥ তিন জনে আশু আমি করিব নিধন। আমার বচন শুন ওহে দেবগণ॥ অনুত্তম রথ এক করহ নির্ম্মাণ। যাহাতে করিতে আমি পারি অবস্থান॥ এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। অনুত্তম দিব্য রথ করিল গঠন॥ দেবতার অংশে রথ করিল নির্ম্মাণ। অনুত্তম দিব্য রথ হলো শোভমান॥ চন্দ্র সূর্য্য ধাতা যম ধনদ পবন। ইন্দ্র শুক্র বসু রুদ্র গন্ধর্ব্ব পবন॥ গরুড় কিন্নর নাগ মহোদধি আদি। যক্ষ রক্ষ গ্রহ ঋষি সিদ্ধ সাধ্য যতি॥ দিবস মুহূর্ত্ত কাষ্ঠা কলা আর ক্ষণ। অয়ন বরষ মাস স্থাবর জঙ্গম॥ অষ্টবসু নক্ষত্রাদি অংশেতে সবার। অনুত্তম রথ হলো অতি শোভাধার॥ কোন দেব রথ-চক্ররূপেতে রহিল। কেহ ধ্বজা কেহ রজ্জু প্রতোদ হইল॥ শৈল সম উচ্চ হলো সেই রথবর। ধ্বজারূপেতে জগৎপতি রহে তদুপর॥ এইরূপে দিব্য রথ করিয়া সৃজন। ব্রহ্মাবিষ্ণু দোঁহে যান শিবের সদন॥ কহিলেন রথ-সজ্জা হয়েছে বিধানে। এত শুনি মহেশ্বর আনন্দিত মনে॥ দিব্য দেবময় রথ করি দরশন। সাধুবাদে ধন্যবাদ দেন পঞ্চানন॥ তার পর শরাসন

ধরি নিজ করে। অধ ঊর্দ্ধঃ চারিদিকে বারেক নেহারে॥ জ্যারূপেতে নারায়ণে করেন গ্রহণ। অগ্নিদেবে শররূপে লয় পঞ্চানন॥ শরপুঙ্খ সোমদেবে করি মহেশ্বর। ব্রহ্মারে সম্বোধি আনে আপন গোচর॥ কহিলেন শুন শুন ওহে পদ্মাসন। সারথির পদ তুমি করহ গ্রহণ॥ তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা করিলে স্বীকার। রথোপরি আরোহিল দেব দয়াধার॥ শিব-পারিষদ যত আছিল সহিতে। অরোহণ করে সবে শিবের রথেতে॥ শঙ্কুকর্ণ নন্দীশ্বর আর দণ্ডেশ্বর। মহাযোগ ত্র্যক্ষ বীর আর গণেশ্বর॥ ইহারা সকলে অস্ত্র করিয়া গ্রহণ। রথের উপরে ত্বরা করে আরোহণ॥ যুদ্ধবিশারদ সবে অতি ভয়ঙ্কর। মূরতি হেরিলে কাঁপে সঘনে অমর॥ রণবাদ্য করে সবে অতি ঘন ঘন। শঙ্খবাদ্য ভেরীবাদ্য করে কোন জন॥ ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি রথোপরি হয়। কক্ষবাদ্য করবাদ্য করে গণচয়॥ এইরূপে রণ-সজ্জা করি পঞ্চানন। ত্রিপুর নিধনে যাত্রা করেন তখন॥

আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে শুন হেন কালে। নারদ ত্বরায় যায় দানব-গোচরে॥ দানব নিকটে গিয়া কহেন তখন। শুন শুন দৈত্যরাজ আমার বচন॥ ত্রিপুর দাহন হেতু দেব মহেশ্বর। আসিতেছে রথোপরি সঙ্গে অনুচর॥ দেবময় রথে চড়ি দেব পশুপতি। আসিতেছে অই দেখ বিধাতা সারথি॥ নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষেতে স্ফুরিত হয় দানব তখন॥ তারক ও বিদ্যুন্মালী এই দুই জনে। ডাকিলেক অবিলম্বে নিজ সন্নিধানে॥ আজ্ঞামাত্র উপনীত হয় দুই জন। তাহাদিগে সম্বোধিয়া কহিল তখন॥ নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ কিছু নাহি জান। দেব-ঋষি কহে কিবা দুই জনে শুন॥ ত্রিপুর দহন হেতু দেব পঞ্চানন। আসিছেন রথোপরি লয়ে সৈন্যগণ॥ এতেক বচন শুনি তারক ধীমান্। কহিলেক কিবা ভয় ওহে মতিমান্॥ তোমার সমান কেবা আছে ধরাতলে। ত্রিলোক ঈশ্বর তুমি খ্যাত চরাচরে॥ তোমার সহিত যুদ্ধ করে কোন্ জন। কেন বৃথা চিন্তা কর ওহে মহাত্মন্॥ ত্রিপুর দহনে শক্তি কোন্ জন ধরে। হেন জন নাহি দেখি ভুবনমাঝারে॥ সর্ব্বদেব মিলি যদি করে আগমন। তবু না করিতে পারে ত্রিপুর দহন॥ একা আমি সর্ব্বদেবে বিনাশিতে পারি। কি ছার দেবতাগণ কভু নাহি ডরি॥ দুর্ব্বল যাহারা হয় এ ভবসংসারে। তাহারাই দিবানিশি চিন্তা করে মরে॥ একা আমি সর্ব্বদেবে করি পরাজয়। তোমারে করিব সুখী ওহে মহোদয়॥ তারক এতেক বলি মৌনভাব ধরে। বিদ্যুন্মালী কহে পরে দানব-ঈশ্বরে॥ শুন শুন প্রভু তুমি আমার বচন। ত্রিপুর দহনে ক্ষম হয় কোন্ জন॥

বলহীন দেবগণ বিদিত সংসারে। কিরূপে করিবে যুদ্ধ ভাবহ অন্তরে॥ মোদের সহিতে তারা যদি করে রণ। গমন করিবে আশু শমন-ভবন॥ প্রসিদ্ধ আছয়ে সদা ভুবনমাঝারে। যখন তখন যুদ্ধে দেবগণ হারে॥ যথা তথা যুদ্ধে হয় দানবের জয়। তবে কেন চিন্তা কর ওহে মহোদয়॥ আমার বচন নৃপ করহ শ্রবণ। সুখে তুমি ভোগ কর এ তিন ভুবন॥ করিবেন তব দাস্য দেব শচীপতি। কেন বৃথা চিন্তা কর ওহে দৈত্যপতি॥

এতেক বচন শুনি দানব-রাজন। মনে মনে নানাচিন্তা করয়ে তখন॥ মনে ভাবে সদাশিব জগতের পতি। তারে পরাজয় করে কাহার শকতি॥ সৃজন করেন যিনি এ তিন ভুবন। কিরূপে করিব হায় তার সহ রণ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ একান্ত অন্তরে। শরণ গ্রহণ করে বিপদে যাহারে॥ তাঁহার সহিতে যুদ্ধ কি রূপেতে করি। সে জন হইবে আজি ত্রিপুরের অরি॥ কাজ নাই যুদ্ধে আর কিবা প্রয়োজন। শিবের নিকটে গিয়া লইব শরণ॥ মনে মনে এত ভাবি দানবের পতি। কহিলেন শুন দোঁহে ওহে মহামতি॥ আমার বচন দোঁহে করহ শ্রবণ। কাজ নাই যুদ্ধে আর কিবা প্রয়োজন॥ যখন আসিবে সেই দেব মহেশ্বর। শরণ লইব গিয়া তাঁহার গোচর॥ এইরূপ মনে মনে করি হে চিন্তন। নতুবা ত্রিপুর হবে সমূলে দহন॥ এত শুনি দেব-ঋষি কহে ধীরে ধীরে। কেন নৃপ কর ভয় আপন অন্তরে॥ কাপুরুষ সম বাক্য কহ কি কারণ। রাজার উচিত ইহা নহে কদাচন॥ তোমারে জিনিতে বল পারে কোন্ জন। ত্রিভুবনে হেন জন না করি দর্শন তারকাখ্য বিদ্যুন্মালী দৈত্য দুইজন। সরোষবচনে কহে ওহে মহাত্মন্॥ শরণ লইব তুমে বলহ কাহারে। কোন্ জনে ভয় বল করিহে অন্তরে॥ হেন জন ধরাতলে না করি দর্শন। মোদের সহিতে করে সম্মুখেতে রণ॥ যদ্যপি রণেতে হারি কিবা দুঃখ তায়। রটিবে অতুল যশ এ তিন ধরায়॥ কাপুরুষ হলে হয় দুর্গতি বিস্তর। অযশ ঘোষণা হয় ভুবন ভিতর॥ অতএব হৃদি হতে চিন্তা করি দূর। সমুদ্যত হও দেবে করিতে নির্মূল॥ এতেক বচন শুনি নারদ ধীমান্। সাধু সাধু বলি করে প্রশংসা প্রদান॥ দৈত্যসৈন্য যত ছিল ত্রিপুর-ভবনে। মাতিয়া উঠিল সবে রণের কারণে॥ তাহা দেখি দৈত্যপতি যুদ্ধ সজ্জা করে। জয় জয় শব্দ উঠে ত্রিপুর নগরে॥ নানা অস্ত্র করে লয় যত সৈন্যগণ। হুহুঙ্কার করে সবে অতি ঘন ঘন॥ শেল শূল শক্তি আদি লয়ে সবে করে। লম্ফ ঝম্প দেয় কত পুলক অন্তরে॥ মনে মনে ভাবে সবে লভিয়াছি জয়। ধরাধামে কোন্ জনে আছে কিবা ভয়॥

এইরূপে যুদ্ধসজ্জা দৈত্যগণ করে। রণবাদ্য উঠে কত ত্রিপুরনগরে ॥ এই কথা যেই জন করয়ে শ্রবণ। রোগ শোক দূরে যায় বিপদ ভঞ্জন ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

ত্রিপুরদহন।

তে বীক্ষ্য দুর্গং ত্রিপুরং গণেশা নন্দীশ্বরাদ্যাঃ প্রমথাঃ সমর্থাঃ।
নাদং প্রচক্রুঃ সহিতাঃ প্রবীরা যুযুৎসবো দানবসিংহমুখ্যাঃ ॥

সনতকুমার কহে শুন ঋষিগণ। ত্রিপুর নগরে হয় যুদ্ধ আয়োজন ॥
পতাকা উঠিল কত আকাশ উপরে। স্বর্ণময় ধ্বজা সব কিবা শোভা ধরে ॥
দূর হতে পুরী শোভা করি দরশন। নন্দীশ্বর আদি সবে রোষেতে মগন ॥
ঘন ঘন সিংহনাদ রোষবশে করে। লম্ফ ঝম্ফ করে কত আনন্দ অন্তরে ॥
চণ্ডেশ্বর অস্ত্র করে করিয়া ধারণ। শূলিতে লাগিল যেন জ্বলন্ত দহন ॥
শিবের অগ্রেতে রহে হরিষ অন্তরে। মনে ইচ্ছা কতক্ষণে মাতিব সমরে ॥
প্রদীপ্ত ত্রিশূল করে করিয়া ধারণ। ত্র্যক্ষ নামা বীর রহে আনন্দে মগন ॥
শঙ্কুকর্ণ শিবপার্শ্বে করে অবস্থিতি। ক্রমে ক্রমে আসে সবে সহ পশুপতি ॥
শিবসৈন্য ক্রমে ক্রমে করি দরশন। সমরে উদ্যত হয় যত দৈত্যগণ ॥
ক্রমে ক্রমে দুই সেনা একত্র হইল। ভীষণ সমরে সবে আনন্দে মাতিল ॥
শেল শূল শক্তি সবে মারে ঘন ঘন। খড়্গের আঘাত কভু করে কোন জন ॥
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন গগন হইল। অগ্নিবৃষ্টি শূন্যে যেন হইতে থাকিল ॥
দনুপুত্রগণ সব অতি রোষভরে। শিবসৈন্য সহ যুদ্ধ ভয়ানক করে ॥
বিদ্যুৎপ্রভ নামে দৈত্য মহাবলধর। দশবাণ ক্ষেপ করে ভৃঙ্গীর উপর ॥
ভৃঙ্গিরিটি সেই বাণ করি বিনাশন। তাহার পৃষ্ঠেতে শূল করিল ক্ষেপণ ॥
সেই শূল বিদ্যুৎপ্রভ ধরি নিজ করে। ক্ষেপণ করিল তাহা বিনায়কোপরে ॥
বিনায়ক সেই শূল করি বিদারণ। পুন ত্রিশ বাণ মারে হয়ে ক্রুদ্ধমন ॥
সেই বাণে দৈত্যশির হইল ছেদন। ধরাতলে অবিলম্বে হইল পতন ॥
অচল সমান শির শোভে ধরাতলে। তাহা দেখি দৈত্যপতি আসে রোষভরে
শঙ্কুকর্ণে পুরোভাগে করি দরশন। তাহার সহিতে যুদ্ধে হয় নিমগন ॥
একবারে নানাবাণ মারে তার পরে। বাণে বাণে বিদ্ধ করে তাহার শরীরে॥
তাহা দেখি শঙ্কুকর্ণ হয়ে ক্রুদ্ধমন। একেবারে শত বাণ করিল ক্ষেপণ ॥
সেই বাণে রথ আশু করিল ছেদন। অন্য রথে দৈত্যপতি করে আরোহণ ॥

অন্য দিকে দৈত্যপতি করিল গমন। সৈন্যাধ্যক্ষ দুই জন করে আগমন॥ গণেশের সঙ্গে দোঁহে মাতিল সমরে। বহুক্ষণ যুদ্ধ করে অতি রোষভরে॥ গণপতি-হস্তে দোঁহে হয়ে নিপতন। অবিলম্বে যমালয়ে করিল গমন॥ এদিকে তারক সহ যুদ্ধ ঘোরতর। হেরিলে সঘনে কাঁপে দর্শক-অন্তর॥ শঙ্কুকর্ণ তার সহ করে ঘোর রণ। কেহ নাহি হারে জিনে সম দুই জন॥ এইরূপে মহাযুদ্ধ ত্রিপুর-নগরে। দেবগণ হেরে সব রহি শূন্যপরে॥ কত দৈত্য রণমাঝে হয় নিপতন। কার সাধ্য সেই সব করিবে গণন॥ ঘন ঘন উঠে কত কবন্ধ গগনে। মুণ্ড উঠি ঘূরে কত না যায় কহনে॥

এইরূপ মহাযুদ্ধ করি দরশন। শিবেরে সম্বোধি কহে দেব পদ্মাসন॥ শুন শুন দেবদেব নিবেদি তোমারে। বহুদিন হলো লিপ্ত রয়েছ সমরে॥ সহস্র বরষ গত ক্রমেতে হইল। ত্রিপুর তথাপি নাহি এখনো দহিল॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। রোষবশে করি উঠে আরক্ত নয়ন॥ শরাসন আকর্ষণ করিয়া যতনে। বসিলেন পঞ্চানন প্রলীঢ়-আসনে॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া অতি ঘন ঘন। শরাসনে শর দেব করিল যোজন॥ মহাতেজ শর হতে বাহির হইল। তেজ উঠি দশ দিক্ আলোক করিল॥ সে আলো ক্রমেতে উঠে গগন উপরে। জগত নিস্পন্দ হয় দেবতা শিহরে॥ তেজের অপূর্ব্ব রূপ করি দরশন। মনে মনে ভাবে সব যত দেবগণ॥ বুঝি বা করিবে তেজ ত্রিলোক দহন। এত ভাবি দেবগণ ভয়াকুল হন॥ দেখিতে দেখিতে শর ছাড়ে মহেশ্বর। আলোকিত করি উঠে গগন-উপর॥ দিব্যশর দরশন করি দনুপতি। করযোড়ে স্তব করে ওহে পশুপতি॥ পরম সৌভাগ্য প্রভু করি দরশন। তোমার হাতেতে যাবে অধীন-জীবন॥ সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তা তুমি ওহে শূলপাণি। তোমা হতে সমুৎপন্ন হয়েছে অবনী॥ ত্রিগুণ অতীত তুমি ওহে ভগবন্। তোমার চরণে সদা করি গো বন্দন॥ মুক্ত কর শীঘ্র করি ওহে দয়াময়। তোমার চরণে যেন অন্তে পাই লয়॥ কিছু-মাত্র বাঞ্ছা নাহি করি গো অন্তরে। স্থান পাই যেন প্রভু তব পদতলে॥ সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি যোগের ঈশ্বর। দয়া কর দয়াময় অধীন উপর॥ এইরূপে করযোড় করি দৈত্যপতি। মহেশ্বরে করে স্তব করিয়া ভকতি॥ দেখিতে দেখিতে অস্ত্র হয়ে ঘোরতর। হুহুঙ্কার করি পড়ে ত্রিপুর উপর॥ তিন পুরী দগ্ধ হয় অসুর সহিতে। জয় জয় ধ্বনি উঠে দেবতা-মুখেতে॥ ঘন ঘন পুষ্প-বৃষ্টি হয় নিপতন। আনন্দে মগন হয় যত দেবগণ॥ অপ্সরারা নৃত্য করে পুলকিত মনে। গন্ধর্ব্বেরা দিল মন সুললিত গানে॥ এরূপে ত্রিপুর

যদি হইল নিধন। অবশিষ্ট যত ছিল দানবের গণ॥ ভয়েতে পশিল গিয়া সাগর-ভিতরে। দেবতা-ভয়েতে গিয়া তথা বাস করে॥ দেবগণ মহানন্দে হয় নিমগন। আপন আপন স্থান করিল গ্রহণ॥ গ্রহণ করিল সবে নিজ অধিকার। পূরিল হরিষে হৃদি তাঁহা সবাকার॥ ত্রিপুর নিধন করি দেব পঞ্চানন। গণ সহ কৈলাসেতে করেন গমন॥ চারিদিকে স্তব করে দেবতা-নিকর। কম্বুবাদ্য গালবাদ্য করে অনুচর॥ নন্দী ভৃঙ্গী আদি সবে আনন্দে মগন। জয় জয় ধ্বনি করে অতি ঘন ঘন॥ শুন শুন ঋষিগণ কি বলি সবারে। শিবের বিচিত্র কর্ম্ম এ ভবসংসারে॥ তাঁহার করম বুঝে হেন সাধ্য কার। অগতির গতি সেই কৃপার আধার॥ এইরূপে ত্রিপুরেরে করিয়া দহন। ত্রিপুরারি নাম ধরে দেব পঞ্চানন॥ ভক্তিভরে শুচি হয়ে যেই কোন নর। ত্রিপুর বৃত্তান্ত পাঠ করে নিরন্তর॥ পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়। পরম পবিত্র সেই জানিবে নিশ্চয়॥ অন্তকালে সেই জন ত্যজিয়া জীবন। সুরধামে মনসুখে করয়ে গমন॥ দিব্য বিমানেতে চড়ি সেই মহোদয়। দেবতা সহিতে যায় স্বরগ-আলয়॥ অপ্সরারা সদা সেবা করে সেই জনে। দিব্যনারী গণ তারে বীজয়ে যতনে॥ বহুকাল স্বর্গ ভোগ করি সেই জন। মহত বংশেতে পুনঃ লভয়ে জনম॥ পরম সুখেতে সেই করে অবস্থিতি। দাস দাসী সেবা তারে করে নিরবধি॥ দীনজনে অন্নদান করে সেই জন। সবার দুঃখেতে দুঃখী সদা তার মন॥ পরদুঃখ দরশনে তাহার হৃদয়। অতীব বিকল হয় নাহিক সংশয়॥ অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ। জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণন॥ শিবের সমান নাহি এ তিন ভুবনে। তিনি মুক্তি তিনি গতি শাস্ত্রের বিধানে॥ অণিমাদি অষ্টগুণে বিভূষিত তিনি। তাঁহার কৃপায় সৃষ্টি হয়েছে অবনী॥ অতএব শুন শুন ওহে ঋষিগণ। একান্ত অন্তরে সদা ভাব পঞ্চানন॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

মাহেশ্বর যোগ।

সনৎকুমার উবাচ।

শৃণু ঋষে পরং জ্ঞানং ঈশ্বরধ্যানকারণং।
স্বেচ্ছয়া যেন মুচ্যন্তে যোগিনো জ্ঞানতৎপরাঃ॥

ব্যাস আদি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সনত কুমারে॥

তব মুখে পুণ্যকথা করিয়া শ্রবণ। ধর্ম্মজ্ঞান সবে মোরা করি উপার্জ্জন॥
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করিয়া বর্ণনা। আমা সবাকার হৃদে পূরাও কামনা॥
কিরূপেতে যোগিগণ মুক্তি লাভ করে। মাহেশ্বর যোগ বল বলা যায় কারে
এই সব কৃপা করি করহ বর্ণন। শুনিতে আমরা সবে করি আকিঞ্চন॥
এতেক বচন শুনি সনত-কুমার। কহিলেন শুন শুন করিব বিস্তার॥
জ্ঞানপরায়ণ যোগী নিজ ইচ্ছাবশে। যেরূপে মুকতি পায় কহিব বিশেষে॥
দেহমধ্যে যত নাড়ী আছে বিদ্যমান। প্রাণনাড়ী তার মধ্যে সবার প্রধান॥
শিবের সমান উহা জানিবে নিশ্চয়। শিবরূপে রহে দেহে নাহিক সংশয়॥
সেই নাড়ী রোধ করি একান্ত অন্তরে। যেইজন মহেশেরে দিবানিশি স্মরে॥
তাহার ভাবনা কিবা ওহে ঋষিগণ। অনায়াসে ঘুচে তার ভবের বন্ধন॥
সে নাড়ীর তেজ ক্রমে হইয়া বিস্তার। যোগবলে সর্ব্বদেহে হয় যে সঞ্চার॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি একান্ত অন্তরে। প্রাণ নাড়ী নিপীড়ন করিয়া সাদরে॥
মূলাধার হতে চিন্তা করি যোগীজন। ষট্‌চক্র ভেদ করি ওহে ঋষিগণ॥
শিরোপরি সহস্রারে ভাবনা করিবে। গুরুরূপী মহেশ্বরে তথায় চিন্তিবে॥
এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিবে চিন্তন। সহস্রারসুধাপান করিবে সে জন॥
তন্ময় ভাবিয়া পরে সেই যোগীবর। আপনারে নেহারিবে যেমন শঙ্কর॥
মাহেশ্বর যোগ এই জানিবে অন্তরে। মুকতিদায়ক ইহা এ ভব-সংসারে॥
কিবা যজ্ঞ কিবা ব্রত ধরম করম। ইহার সমান কিছু নহে কদাচন॥
পাশুপত ব্রত এই জানিবে অন্তরে। যেই জন এই যোগ ভক্তিভরে করে॥
মহাদেবপরায়ণ হয়ে সেই জন। কৈলাস-পুরেতে যায় শিবের বচন॥
পরম মুক্তির বিধি কহিনু সবারে। নিষ্কল পরম জ্ঞান জানিবে অন্তরে॥
শিবের সমান আর নাহি কোন জন। সৃষ্টি স্থিতি তাঁহা হতে হতেছে সাধন
তাঁহা হতে জন্মিয়াছে বৈষ্ণবী প্রকৃতি। পরম ধামেতে তিনি করেন বসতি॥
মহাতেজ তাঁর ধাম করয়ে ধারণ। সহস্র ভাস্কর সম অদ্ভুত দর্শন॥
মণিমুক্তা বিভুষিত শোভে চারি দ্বার। জরা মৃত্যু ব্যাধি তথা না করে সঞ্চার॥ ইন্দ্রনীল স্থানে স্থানে কিবা শোভা পায়।শ্বেতবর্ণ বৃষ কিবা শোভি-তেছে তায়॥ সিদ্ধ সাধ্য দেব আদি করি অবস্থান। নিরন্তর শিবগুণ মুখে করে গান॥ শিবের পরম তত্ত্ব বুঝিবারে নারি। হৃদিমাঝে স্মরে সদা কোথা ত্রিপুরারি॥ কিবা দেব কিবা মুনি কিবা পিতৃগণ। শিবের নিগূঢ় তত্ত্ব না জানে কখন॥ হৃদয়ে কেবল চিন্তা করে ভক্তিভরে। রূপ চিন্তি হৃষ্ট হয় আপন অন্তরে॥ যেই স্থানে অবস্থান করে পঞ্চানন। তার শোভা কার সাধ

করয়ে বর্ণন ॥ বৈদুর্য্যের শোভা কোথা হয় দরশন। স্ফটিক সমান কোথা অতীব শোভন ॥ কোন স্থান শোভা পায় প্রবাল সমান। অর্করূপী দেখা যায় কোন কোন স্থান ॥ কামদ পাদপগণ শোভে নানাস্থানে। জুড়ায় দর্শকমন হেরিলে নয়নে ॥ সর্ব্বলোকোপরি স্থিত শঙ্কর-আলয়। মহেশ্বর হৃষ্টমনে সদা তথা রয় ॥ লক্ষ্মী মেধা ধৃতি কীর্ত্তি শ্রী ও সরস্বতী। উমা সহ সবে তথা করে নিবসতি ॥ দিব্যরূপী যোগে রত যত মুনিগণ। দেবদেবী সহ তথা আছে সর্ব্বক্ষণ ॥ মনের সুখেতে তথা গণপতি রয়। কামরূপী মহাবল প্রমথনিচয় ॥ মহাকাল নন্দীশ্বর করি অবস্থান। পট্টিশ হাতেতে তথা হয় শোভমান ॥ জয়া ও বিজয়া আছে দেবীর গোচরে। কুমার করিছে বাস হরিষ অন্তরে ॥ শিবের পরম ভক্ত যেই সব জন। শঙ্কর-আলয়ে তারা রহে সর্ব্বক্ষণ ॥ নন্দন সনক আদি আর সনাতন। পঞ্চশিখ যাজ্ঞবল্ক্য অন্য ঋষিগণ ॥ পরম আনন্দে তথা করি নিবসতি। তাঁহার উপরে রাখি সদত ভকতি ॥ শিবের পরমস্থান যথা যথা হয়। বলিতেছি সেই সব শুন ঋষিচয় ॥ কেদার শ্রীগিরি আর শ্রীগঙ্গার দ্বারে। গোকর্ণে ও শঙ্কুকর্ণে বারাণসীপুরে ॥ এই সব স্থানে প্রভু করে অবস্থান। এই সব স্থান হয় মুকতির ধাম ॥ পাশুপত যোগ এই করিনু কীর্ত্তন। ইথে ভক্তি রাখে সদা যেই নরগণ ॥ তাহারা জীবন ত্যজি শিবপুরে যায়। নন্দীশ্বরসম হযে রহিবে তথায় ॥ রুদ্ররূপে সদা রহে শঙ্কর গোচরে। কহিনু নিগূঢ় কথা তোমা সবাকারে ॥ এই সব যোগজ্ঞান জানে যেই জন। তাহার যতেক বন্ধ হয় বিমোচন ॥ যোগশীল হয় সেই জ্ঞানের প্রভাবে। অতএব শুন শুন বলিতেছি তবে ॥ এই জ্ঞান হৃদি মাঝে করিয়া ধারণ। নানাবিধ পুরাণাদি কর বিরচন ॥ অন্তিমে যাইবে তুমি ঈশ্বর-আলয়। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয় ॥ এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি। অন্তরে জন্মিল তাঁর পরম ভকতি ॥ দিব্য যোগ তার পর করিয়া ধারণ। মহীতলে মনসুখে করে বিচরণ ॥ সনত কুমার পাশে এইরূপে শুনি। শ্রীশিবপুরাণ করে ব্যাস মহামুনি ॥ পরম আনন্দ লভে করিয়া রচন। পুরাণ ইহার সম নাহি অন্যতম ॥ ধর্ম্মকথা যেই জন শুনে ভক্তিভরে। অসাধ্য কি রহে তার জগত ভিতরে ॥ পুরাণের পূর্ব্ব খণ্ড হলো সমাপন। হৃদি মাঝে হর হরি ভাব সর্ব্বজন ॥

পূর্ব্বখণ্ড সম্পূর্ণ।

বৃহৎ

শিব-পুরাণ।

উত্তর খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

প্রয়াগে বামদেবাশ্রমে তৃপ্তি ঋষির গমন।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

মুনয় উচুঃ।

অস্মাভিঃ শিবমাহাত্ম্যং পুণ্যং ত্বত্তঃ শ্রুতং বহু।
ইদানীং গুণকর্ম্মাণি পুনর্ব্রূহি বিশেষতঃ॥

নৈমিষকাননবাসী যত ঋষিগণ। অপূর্ব্ব পুরাণকথা করেন শ্রবণ॥
সূতেরে সম্বোধি কহে সুমধুর স্বরে। শুন শুন ওহে সূত নিবেদি তোমারে॥
শিবের মাহাত্ম্যকথা বদনে তোমার। শুনিয়া হৃদয়ে হলো জ্ঞানের সঞ্চার॥
পুনরায় শিবগুণ করহ কীর্ত্তন। শুনিবারে সবে মোরা করি আকিঞ্চন॥
অমৃত সেবনে তৃপ্তি বল কার হয়। যত শুনি তত ইচ্ছা বলবতী রয়॥
এতেক বচন শুনি সূত মহামতি। কহিলেন ধন্য সবে তোমরা সুমতি॥
যার নাম হৃদিমাঝে করিলে স্মরণ। মুক্তিভাগী হতে পারে যত পাপীজন॥
হইয়াছ ভক্তিযুত তাঁহার উপরে। ধন্য ধন্য তোমা সবে এতিন সংসারে॥
বেদব্যাসমুখে যথা করেছি শ্রবণ। যেরূপ আপন চক্ষে করেছি দর্শন॥
বর্ণন করিব তথা শক্তি অনুসারে। মন দিয়া শুন সবে একান্ত অন্তরে॥
জটাজূট শিরোপরি শোভিছে যাঁহার। কৃষ্ণাজিন পরিধান সত্যের আধার॥
সেই সত্যবতীসুত ব্যাসের চরণে। ভক্তিভরে নতি করি ঐকান্তিকমনে॥

একদিন কুরুক্ষেত্রে যত মুনিগণ। শান্ত দান্ত নিষ্কলুষ শিবপরায়ণ॥ কমণ্ডলুধারী সবে কৃষ্ণাজিনধারী। জটাজুট শোভা করে মস্তক-উপরি॥ সদাচারে রত সবে বেদ-পরায়ণ। যথাবিধি শিবপূজা করিয়া সাধন॥ শিবগুণ শুনিবারে করিয়া মনন। পরস্পর নানাকথা কহেন তখন॥ কিরূপে জানিব মোরা দেব মহেশ্বরে। তাঁহার স্বরূপ গুণ জানি কি প্রকারে॥ বৃথায় বিগত হলো মোদের জীবন। বেদজ্ঞান বৃথা হলো সব অকারণ॥ শঙ্করের গুণ নাহি শুনিনু শ্রবণে। কি ফল মোদের আর এছার জীবনে॥ এইরূপ পরস্পর কত কথা কয়। হেনকালে আসে তথা ভৃগু মহোদয়॥ ভৃগু ঋষি সেই স্থানে করি আগমন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥ যেরূপ বাসনা সবে করিছ অন্তরে। শুনিবে সে সব কথা ব্যাসের গোচরে॥ সর্ব্বজ্ঞানী প্রাজ্ঞ সত্যবতীর নন্দন। যেই স্থানে অবস্থান করিছে এক্ষণ॥ চল চল সেই স্থানে মোরা সবে যাই। মনের বাসনা গিয়া তাঁহারে সুধাই॥ ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুলকিত মনে সবে করিল গমন॥ উপনীত সবে নর-নারায়ণাশ্রমে। দূর হতে দেখি ব্যাস যত ঋষিগণে॥ অর্ঘ্য আদি দিয়া সবে করিয়া পূজন। সমাদরে করযোড়ে কহেন তখন॥ জনম সফল অদ্য হইল আমার। সফল হইল ক্রিয়া দর্শনে সবার॥ প্রসন্ন হইল মম যত পিতৃগণ। বিশ্বপতি সুপ্রসন্ন জানিনু এখন॥ পুণ্যকর্ম্মা সাধুগণ একান্ত অন্তরে। তোমাদের দরশন সদা বাঞ্ছা করে॥ আমারে দেখিতে হেথা আসিয়াছ সবে। ধন্য ধন্য আমি ধন্য জানিলাম ভবে॥ লোক-কর্ত্তা তোমা সবে ওহে ঋষিগণ। তোমরা করিছ সদা জগত পালন॥ তোমরা সকলে হও শিবপরায়ণ। পবিত্র হইনু আমি করি দরশন॥ পরম আহ্লাদ মম জন্মিল হৃদয়ে। কি করিতে হবে বল সত্বর করিয়ে॥ তোমরা সকলে হও শঙ্কর সমান। কি করিব বল বল সবে মতিমান॥ ব্যাসের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিনয়-বচনে কহে যত ঋষিগণ॥ যা কহিলে ওহে ব্যাস নিজ মহাগুণে। সর্ব্বগুণে গুণবান্ তুমি ত্রিভুবনে॥ শিবের পরম তত্ত্ব করিতে শ্রবণ। আসিয়াছি তব পাশে ওহে মহাত্মন্॥ তব মুখপদ্মকথা শুনিয়া সকলে। লভিব পরম প্রীতি আপন অন্তরে॥ মোদের পরম দেব দেব পঞ্চানন। একমাত্র গতি তিনি ওহে মহাত্মন্॥ শিবগুণ তুমি দেব বর্ণন করিয়ে। সুধা-অভিষেক কর মোদের হৃদয়ে॥

এতেক বচন শুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ॥ শুভাবহ প্রশ্ন সবে করিয়াছ মোরে। পুণ্যপ্রদ মোক্ষপ্রদ জানিবে অন্তরে॥

শৈব পুরাণ হয় অতি অনুত্তম। সবার নিকটে তাহা করিব কীর্ত্তন ॥
ই জন শুনে ইহা একান্ত অন্তরে। শঙ্কর-আলয়ে সেই সুখে লীলা করে ॥
ভৃগুনামা মহাঋষি অতি পূর্ব্বকালে। গিয়াছিল প্রয়াগেতে তীর্থযাত্রাচ্ছলে॥
রম ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি শিবপরায়ণ। মাঘমাসে প্রয়াগেতে উপনীত হন ॥ তথায়
মলজলে করিয়া সিনান। মাধব দর্শন করে সেই মতিমান॥ তার পর
ন বামদেবের আশ্রমে। সুন্দর আশ্রম সেই বিদিত ভুবনে ॥ যে সব
ত্তান্ত তথা হয় সংঘটন। বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ ॥ সুখাবহ
থা সেই পাতকনাশন। শ্রীশৈব পুরাণ হয় অতি মনোরম ॥ যেই জন ভক্তি-
রে অধ্যয়ন করে। বলিতেছি ফল তার শুনহ সকলে ॥ এতগুলি বর্ণ আছে
রাণ ভিতর। তত বর্ষ স্বর্গপুরে রহে সেই নর ॥ তাহার শরীরে থাকে যত
ামচয়। তাবত সহস্রবর্ষ সুরপুরে রয়॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ পূজে সেই
নে। পরম মুকতি হয় শ্রীশিবপুরাণে ॥

---*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভৃগুর নিকট বামদেবের শিবগুণ বর্ণনপ্রসঙ্গে একার্ণবমধ্যে শিব-
লিঙ্গের উৎপত্তি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকর্তৃক লিঙ্গের সীমান্বেষণ,
কেতকীর প্রতি অভিশাপ এবং শিবের আদেশে ব্রহ্মার
সৃষ্টি আরম্ভ ও বিষ্ণুকর্তৃক পালন।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বেদব্যাসস্য তেঽনঘাঃ।
প্রপ্রচ্ছুর্ব্যাসমিষ্টার্থং পুত্রাঃ স্বপিতরং যথা ॥

ব্যাসের মুখেতে শুনি এতেক বচন। পাপহীন ঋষিগণ আনন্দে মগন ॥
বগতপ্রাণ সবে একান্ত অন্তরে। চিন্তা করে যেন মুক্তি এলো করতলে॥
ত্রগণ পিতৃপাশে জিজ্ঞাসে যেমন। সেইরূপ ব্যাসদেবে কহিল তখন ॥
ন শুন ব্যাসদেব ওহে মহামতি। কোথায় আছিল ভৃগু কহ শীঘ্রগতি ॥
য়াগ ধামেতে আসে কিসের কারণ। কেন বা গেলেন বামদেবের আশ্রম ॥
সেই স্থানে দুই জনে কিবা কথা হয়। সেই সব যত্ন করি কহ মহোদয় ॥
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ ॥ পূর্ব্ব-
কালে ছিল ভৃগু পঞ্চবটী বনে। শিবরূপ সদা চিন্তা করে সেই মনে ॥

শিবনাম গান করে হয়ে একমন। এইরূপে কিছুকাল করয়ে যাপন॥ মাঘমাস ক্রমে আসি উপনীত হয়। পাপীর শুদ্ধির হেতু নাহিক সংশয়॥ সাধুজনে মুক্তিদান করিবার তরে। মাঘমাস উপনীত এ ভব সংসারে॥ মাঘমাসে শীত-জলে যেবা করে স্নান। ব্রহ্মলোকে অন্তকালে সে করে পয়াণ॥ ব্রহ্মঘাতী যদি হয় সেই নরাধম। তথাপি সে জন হবে পাপে বিমোচন॥ শীতল সলিল থাকে যেই কোন স্থানে। সমধিক পুণ্য হয় তথায় সিনানে॥ মনে মনে এই সব করিয়া চিন্তন। তুণ্ডি ঋষি প্রয়াগেতে করেন গমন॥ সেই স্থানে উপনীত হয়ে ভক্তিভবে। মন্ত্র পড়ি জলে স্নান তুণ্ডি ঋষি করে॥* জপ স্তোত্র প্রাণায়াম করিযা সাধন। শিবের পরম তোষ করে সেই জন॥ শঙ্খচক্র-গদাধর মাধবেরে পরে। নিরখি সাষ্টাঙ্গে নতি করিল ভূতলে॥ স্তব পাঠ করে পরে সেই মহাত্মন্। শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণ কমললোচন॥ জগদ্যোনি বাসুদেব নমামি তোমারে। এইরূপে মাধবেরে কত স্তব করে॥ এইরূপে স্তব করি তুণ্ডি ঋষিবর। কৃতকৃত্য বিবেচনা করিল অন্তর॥ তার পর যান বামদেবের আশ্রমে। মনোহর তপোবন এ তিন ভুবনে॥ নানাবিধ তরুবর হতেছে শোভন। চারিদিকে বেড়ি আছে সেই তপোবন॥ দেখিলেন বামদেব বসিয়া আসনে। শিবজ্ঞান শোভিতেছে শশাঙ্ক বদনে॥ জ্বলদগ্নি সম তেজ করেন ধারণ। জটাজুট শোভে শিরে বিদ্যুত-বরণ॥ ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র শোভে ললাট প্রদেশে। ভস্মেতে শোভিত হেরে ঋষিবক্ষ-দেশে॥ তুণ্ডিঋষি পুণ্যকর্ম্মা শিবপরায়ণ। প্রণমিয়া বামদেবে কহেন তখন॥ শুন শুন নিবেদন ওহে ঋষিবর। শিবপাদপদ্মমধু পীয় নিরন্তর॥ সে হেতু জিজ্ঞাসা করি তোমার গোচরে। শিবগুণ কহ প্রভু কৃপা দৃষ্টি করে॥ যোগীর হৃদয় পদ্মে রহে যেই জন। যোগীর ঈশ্বর যিনি কামনিসূদন॥ তাঁর গুণ বর্ণিবারে কোন্ জন পারে। একমাত্র ক্ষম তুমি জানি গো অন্তরে॥ বলিয়াছিলেন পূর্ব্বে দেব পদ্মাসন। বামদেম মহাজ্ঞানী শঙ্কর যেমন॥ শিবগুণ বর্ণিবারে সেই জন পারে। এইরূপ পিতামহ বলেছিল মোরে॥ এই হেতু জিজ্ঞাসিছি তোমার সদন। কৃপা করি শিবগুণ করহ কীর্ত্তন॥

তুণ্ডির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বামদেব বলিবারে সমুদ্যত হন॥ প্রফুল্ল হইল মুখ বলিবার তরে। তাহা দেখি তুণ্ডি ঋষি প্রফুল্ল অন্তরে॥ কহিলেন বামদেব শুন মহাত্মন্। শিবগুণ বর্ণিবারে কে হয় সক্ষম॥

---

*মন্ত্র যথা বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসংভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা শচীপতি। শিবগুণ বর্ণিবারে কাহার শকতি॥ শিব-অনুগ্রহ বিনা কোন্ জন পারে। সাধ্যমত বিবরিব তোমার গোচরে॥ শুন শুন ভৃগুঋষি আমার বচন। যখন জগতে হয় প্রলয় ঘটন॥ প্রলয়-বায়ুতে বিশ্ব বিনষ্ট হইলে। ভস্ম হলে চরাচর প্রলয়-অনলে॥ ভূমি আদি সর্ব্বভূত জানিবে তখন। একাকার হয়ে পড়ে ওহে মহাত্মন॥ তার মাঝে আবির্ভূত হন মহেশ্বর। কুন্দেন্দু-স্ফটিকনিভ অতীব সুন্দর॥ জগত-ঈশ্বর তিনি দেব ত্রিনয়ন। মা ভয় মা ভয় শব্দ কহিছে বদন॥ কটিতটে শোভিতেছে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর। প্রাদুর্ভূত হন আসি অম্বর-উপর॥ চন্দ্রমা যেমন উঠে গিরিশিরোপরে। আবির্ভূত প্রভু তথা গগন উপরে॥ তাঁহার দক্ষিণ অংশ হইতে তখন। জন্মিলেন পদ্মযোনি দেব পদ্মাসন॥ জনম লভিল বিষ্ণু বামাঙ্গ হইতে। রুদ্রদেব জনমিল হৃদয়দেশেতে॥ রুদ্রদেব জনমিয়া হন তিরোধান। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে করে অবস্থান॥ দুই জনে পরস্পর কত কথা কয়। "বিশ্বকর্ত্তা আমি" কহে ব্রহ্মা মহোদয়॥ তুমি বিষ্ণু বিশ্বপাতা বিদিত ভুবনে। সংহারের কর্ত্তা বল গেল কোন্ স্থানে॥ এইরূপে নানাকথা কহে দুই জন। অকস্মাত জলমধ্যে অদ্ভুত ঘটন॥ অপ্রমেয় মহালিঙ্গ জলের ভিতরে। আবির্ভূত অকস্মাত ব্রহ্মা বিষ্ণু হেরে॥ জ্বালা-মালাসমাকুল সেই লিঙ্গবর। যোজন আয়ত উহা খ্যাত চরাচর॥ তাহা দেখি দুই জনে বিস্ময়ে মগন। এ কি এ কি বলি দোঁহে কাঁপে ঘন ঘন॥ বিষ্ণু কহে সম্বোধিয়া দেব পদ্মাসনে। মাহেশ্বর লিঙ্গ এই বুঝিতেছি মনে॥ কৃপা করি আমা দোঁহে দিতে দরশন। আমা দোঁহে জ্ঞান দিতে লিঙ্গের জনম॥ নৈলে ইহা অন্য কিছু হইবারে নারে। দুর্নিরীক্ষ্য তেজ দেখ লিঙ্গবর ধরে॥ দরশন করি হলো প্রফুল্ল অন্তর। কিরূপে জানিব ইহা ওহে সৃষ্টিকর॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্রহ্মা কহে সত্য সত্য ওহে পদ্মাসন॥ শঙ্করের মায়া এই নাহিক সংশয়। কি বুঝিব মোরা বল ওহে মহোদয়॥ ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার তরে। মোরা দোঁহে যাব অধো আর যে উপরে॥

দুই জনে এইরূপ বলিয়া তখন। লিঙ্গ ঊর্দ্ধে লিঙ্গ-অধে করেন গমন॥ ঊর্দ্ধভাগে যান ব্রহ্মা অতি দ্রুতগতি। অধোভাগে নারায়ণ করিলেন গতি॥ ঊর্দ্ধভাগে পদ্মাসন করিয়া গমন। সীমা না পাইয়া হন উৎকণ্ঠিত মন॥ শিবলিঙ্গে স্তব করে আপন অন্তরে। লিঙ্গ-শির হতে পুষ্প পড়ে হেনকালে সুন্দর কেতকী পুষ্প হয় নিপতন। ব্রহ্মার হস্তেতে আসি পড়িল তখন॥ সেই পুষ্প লয়ে ব্রহ্মা হরষি অন্তরে। অধোভাগে আগমন করেন সত্বরে॥

এদিকেতে অধোদেশ নিরূপিতে নারি। আসিয়া রয়েছে বিষ্ণু ক্ষুণ্নমনে ফিরি॥ তাঁহারে দর্শন করি দেব পদ্মাসন। কহিলেন শুন শুন ওহে নারায়ণ॥ লিঙ্গ ঊর্দ্ধভাগ আমি দরশন করি। কেতকী লইয়া এই আসিয়াছি ফিরি॥ তুমি কিবা আনিয়াছ অধোভাগ হতে।ত্বরা করি বল বিষ্ণু আমার সাক্ষাতে॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কেতকীরে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ॥ সত্য বল হে কেতকী আমার সদনে। আনিয়াছে ব্রহ্মা কি গো তোমারে এখানে॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিনয়-বচনে কহে কেতকী তখন॥ মিথ্যা নাহি কহি আমি জানিবে অন্তরে।এনেছেন ব্রহ্মা মোরে নিজ-সঙ্গে করে॥ লিঙ্গ হতে ব্রহ্মা মোরে করে আনয়ন। মিথ্যা নাহি কহি আমি তোমার সদন॥কেতকীর বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।মনে মনে তার প্রতি অতি ক্রুদ্ধ হন॥ অন্তর্যামী বিষ্ণু তিনি বুঝিল অন্তরে। অভিশাপ কেতকীরে দেন রোষভরে॥ শুনহ কেতকি এবে আমার বচন। শিবের মস্তকে স্থান না পাবে কখন॥ আমার নিকটে মিথ্যা বলিয়াছ তুমি। এ হেতু তোমারে নাহি লবে শূলপাণি॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভয়েতে বিহ্বল হব কেতকী তখন॥ অবনতশিরে পড়ি বিষ্ণুর চরণে। কহিতে লাগিল পরে গদ্গদ বচনে॥ নমস্তে মুরারে হরে কৃপাপরায়ণ। দীননাথ মোরে রক্ষা করহ এখন॥ পড়িয়াছিলাম আমি শিবশির হতে। লইয়া আসেন ব্রহ্মা আমারে সঙ্গেতে॥ অপরাধ করিয়াছি চরণে তোমার। কৃপা করি দয়াময় করহ উদ্ধার॥ কেতকীর বাক্য শুনি শঙ্খচক্রধারী। কহিলেন শুন শুন কেতকী সুন্দরী॥ প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপরে। কহিতেছি অনুগ্রহ শুনহ সাদরে॥ যেই দিনে শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী হবে। সেই দিন শিবশিরে বসতি পাইবে॥ শিবরাত্রি-কালে ভক্তি করি যেই জন। কেতকীকুসুমে শিবে করিবে পূজন॥ সহস্রেক অশ্বমেধে যেই ফল হয়। সে ফল লভিবে সেই নাহিক সংশয়॥ অন্তকালে সেই জন শিবপুরে যাবে। আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হবে॥ চক্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কৃতকৃত্যা জ্ঞান করে কেতকী তখন॥ প্রণাম করিয়া পরে বিষ্ণুর চরণে। মনসুখে যায় চলি ইচ্ছামত স্থানে॥ এইরূপে কেতকীরে বরদান করি। ব্রহ্মার সহিতে মিলি শঙ্খচক্রধারী॥ নানামতে স্তব করে দেব পঞ্চাননে।বেদবাক্যে শ্রুতিবাক্যে বিহিতবিধানে॥ শুন প্রভু নিবেদন করি গো তোমারে। বেদবিদ্ জনে তোমা জানিবারে পারে॥অনাদি অনন্ত তুমি অখিল কারণ। রজোরূপে এই বিশ্ব করেছ সৃজন॥ সত্ত্বরূপে পাল তুমি জগত-সংসারে। তমোরূপে অন্তকালে সংহর সবারে॥

তোমার বিভূতি বল বুঝে কোন্ জন। বিভূতি-বলেতে প্রজা করহ পালন॥ চরাচর জীবগণে মুক্তি দান তরে। লিঙ্গরূপে উঠিয়াছ সাগর-উপরে॥ তোমার করুণা ভিক্ষা করি দুই জন। চরণ-তলেতে স্থান করহ অর্পণ॥ তাঁহাদের স্তববাক্য শুনি মহেশ্বর। লিঙ্গে আবির্ভূত হয়ে করেন উত্তর॥ রক্তবর্ণ ব্রহ্মা তুমি করহ শ্রবণ। রজোরূপে বিশ্ব তুমি করহ সৃজন॥ বিষ্ণু তুমি সত্ত্বরূপে পালহ সংসারে। তমোরূপে সংহারিব আমি অন্তকালে॥ তোমা দোঁহে মুক্তি আমি করিব প্রদান। মম এই লিঙ্গ পূজ দোঁহে মতিমান্॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পুলকিত হন ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জন॥ করযোড় করি পরে একান্ত অন্তরে। বিবিধ ভাবেতে পূজা করি মহেশ্বরে॥ নানাবিধ স্তববাক্য করে অধ্যয়ন। দেবতারা সবে লিঙ্গ করয়ে পূজন॥ শিবের আদেশে ব্রহ্মা একান্ত অন্তরে। সৃষ্টিকার্য্য সমারম্ভ করিলেন পরে॥ আজ্ঞা অনুসারে বিষ্ণু করেন পালন। পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোরম॥

তৃতীয় অধ্যায়।

হিমালয়ে ব্রহ্মার তপস্যা, শিবসাক্ষাৎ, শিবকর্ত্তৃক তদীয় প্রধান দ্বাদশলিঙ্গ কীর্ত্তন ও ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণন।

বামদেব উবাচ।

জগৎকর্ত্তা জগন্নাথো ব্রহ্মা দেবগণৈর্বৃতঃ।
বিষ্ণুং সহায়মাসাদ্য যযৌ হিমবতো গুহাং॥
তত্রাসৌ ভক্তিমাস্থায় শিবস্য পরমাত্মনঃ।
পূজাং কৃত্বা যথান্যায়মস্তৌষীজ্জগতাং পতিং॥

বামদেব মিষ্টবাক্যে করি সম্বোধন। তুষি ঋষিবরে কহে শুনহ বচন॥ জগৎকর্ত্তা জগন্নাথ দেব প্রজাপতি। দেবগণ সহ মিলি অতি দ্রুতগতি॥ বিষ্ণুর সহিতে যান হিমগিরিবরে। গিরিগুহা পেয়ে তথা রঁহে ভক্তিভরে॥ শিবের উপরে ভক্তি রাখিয়া তখন। যথাবিধি পূজা আদি করিয়া সাধন॥ জগতের পতি সেই দেব মহেশ্বরে। স্তুতিবাদ করে কত একান্ত অন্তরে॥ চারিবেদ-উক্ত বাক্যে করিয়া স্তবন। সহস্রেক নামমালা করি অধ্যয়ন॥ দণ্ডবৎ প্রণমিল ভূতল-উপরে। তাহা দেখি মহেশ্বর প্রফুল্ল অন্তরে॥ ব্রহ্মার মহতী পূজা করি দরশন। তাঁর কৃত স্তববাক্য করিয়া শ্রবণ॥

মহাতুষ্ট হয়ে শিব আপন অন্তরে। প্রত্যক্ষ হলেন আসি ব্রহ্মার গোচরে॥
আবির্ভূত হযে কহে দেব পঞ্চানন। আমার বচন শুন ওহে পদ্মাসন॥
উঠ উঠ ত্বরা করি ভূমিতল হতে। বর মাগ যাহা ইচ্ছা হয় তব চিত্তে॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইয়াছি আমি। অতএব বর মাগ ওহে পদ্মযোনি॥
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। করযোড়ে ব্রহ্মা কহে ওহে পঞ্চানন॥
অন্যবরে অভিলাষ কিছুমাত্র নাই। তব পাদপদ্মে ভক্তি এইমাত্র চাই॥ এক-মাত্র গতি তুমি নাহিক সংশয়। অদৃশ্যরূপেতে থাক ওহে দয়াময়॥ কোথায় কোথায় তুমি কর অবস্থান। কিছুই বুঝিতে নারি ওহে ভগবান্॥ তব পাদ-পদ্মপূজা এই ধরাতলে। করিব কোথায় প্রভু দেহ তাহা বলে॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাসে কহে শিব ওহে পদ্মাসন॥ ন্যায়-বুদ্ধি ধরিয়াছে আপন অন্তরে। পরম ভকত তুমি জানিনু সংসারে॥ পূর্ব্ব-কালে বিষ্ণু সহ তুমি পদ্মাসন। অনলগর্ভে সেই লিঙ্গ করেছ দর্শন॥ জ্যোতি-র্ম্ময় সেই লিঙ্গ জানিবে অন্তরে। সেই লিঙ্গ আবির্ভূত হয়েছে সংসারে॥ ভারত-বরষে তাহা বিরাজিত হয়। দ্বাদশ আকারে আছে জানিবে নিশ্চয়॥ সেই সেই লিঙ্গ পূজা কর পদ্মাসন। মনের বাসনা হবে অবশ্য পূরণ॥
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মযোনি। কহিলেন শুন শুন ওহে শূলপাণি॥
অনুগ্রহ যদি কর আমার উপরে। কোথায় কোথায় লিঙ্গ বল ত্বরা করে॥
জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ যার দ্বাদশ আখ্যান। সেই সেই স্থান কহ ওহে ভগবান্॥

ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাবে কহে তাঁরে দেব পঞ্চানন॥
আদ্যস্থান কাশীক্ষেত্র জানিবে অন্তরে। মম প্রিয়তম স্থান এ ভবসংসারে॥
বিশ্বেশ্বর নামে তথা আদ্যলিঙ্গ রয়। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সেই লিঙ্গ হয় জ্যোতির্ম্ময়॥
বিরাজে দ্বিতীয় লিঙ্গ বদরিকাশ্রমে। কেদার ঈশ্বর নাম জানিবেক মনে॥
শ্রীশৈলে তৃতীয় লিঙ্গ বিরাজিত রয়। মল্লিকা-অর্জ্জুন নাম জানিবে নিশ্চয়॥
ভীমপুরে মম লিঙ্গ নাম যে শঙ্কর। ভীমশঙ্কর আখ্যান বলে কোন নর॥
ওঙ্কারেতে অমরেশ লিঙ্গের আখ্যান। পঞ্চম বলিয়া খ্যাত আছে সর্ব্বস্থান॥
ষষ্ঠ লিঙ্গ শোভা পায় উজ্জয়িনীপুরে। মহাকালেশ্বর নাম জানিবে অন্তরে॥
সোমপুরে সোমনাথ লিঙ্গ যে সপ্তম। পাবনীতে বৈদ্যনাথ জানিবে অষ্টম॥
ওড্রদেশে নাগনাথ লিঙ্গের আখ্যান। নবম লিঙ্গের এই জানিবেক স্থান॥
শৈবলে দশম লিঙ্গ ভুবন-ঈশ্বর। একাদশ লিঙ্গ রহে ব্রহ্মগিরিপর॥
ত্র্যম্বক তাহার নাম জানিবে অন্তরে। জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ উহা এ ভবসংসারে॥
সেতুবন্ধে রামেশ্বর লিঙ্গের আখ্যান। এ লিঙ্গ দ্বাদশ হয় ওহে মতিমান্॥

এইরূপে প্রতিদিন দেব পদ্মাসন। ভক্তিভরে পূজে লিঙ্গে লয়ে দেবগণ॥ এইরূপে বহুকাল সমতীত হয়। উৎকণ্ঠিত চিত্ত হন বিধি মহোদয়॥ পুন দেবগণে লয়ে সমভিব্যাহারে। উপনীত হন আসি হিমগিরিপরে॥ পূর্ব্ববৎ শিবপূজা করিয়া সাধন। চন্দ্রশেখরেরে স্তব করে পদ্মাসন॥ ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে পশুপতি। আবির্ভূত হন আসি যথা সৃষ্টিপতি॥ চন্দ্রকলা কিবা শোভে কপাল উপরে। পিনাক শোভিছে কিবা দেবদেব-করে॥ বৃষের উপরে প্রভু করে আরোহণ। ত্রিশূল ডমরু করে হতেছে শোভন॥ এইরূপে নীলকণ্ঠ করি আগমন। ব্রহ্মার নিকটে আসি উপনীত হন॥ দেবগণে পদ্মাসনে সম্বোধন করি। কহিলেন মিষ্টবাক্যে দেব ত্রিপুরারি॥ মনোগত বাঞ্ছা কিবা কহ সবাকার। যাহা চাবে দিব তাহা বচন আমার॥ আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে। জীবন ধরিয়া আছ অবনীমণ্ডলে॥ আমার মায়ার বলে এই পদ্মাসন। করিছেন বিশ্বমাঝে সবার সৃজন॥ এই যে দেখিছ বিষ্ণু অখিলের পতি। আমার মায়ায় রক্ষা করে বসুমতী॥ আমার মায়ার বশে এই মহাত্মন্। দশ অবতার কালে করেন গ্রহণ॥ আমার মায়ায় বসে বধে দৈত্যগণে। আমার আজ্ঞায় চন্দ্র উদেন গগনে॥ আমার আজ্ঞায় সূর্য্য করে করদান। আমার আজ্ঞায় জ্বলে অগ্নি মতিমান্॥ মম আজ্ঞাবশে বায়ু হতেছে বহন। অম্বরে আসিয়া মেঘ করে বরিষণ॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অবনতশিরে নতি করে পদ্মাসন॥ দেবগণ প্রণমিল ভকতির ভরে। তার পর কহে ব্রহ্মা শিবের গোচরে॥

ব্রহ্মা কহে শুন শুন ওহে পঞ্চানন। মোদের পরম হিত করেছ সাধন॥ তোমার আদেশে মোরা যাইয়া ভূতলে। জ্যোতির্লিঙ্গ পূজা সবে করেছি সাদরে॥ কিন্তু এক কথা বলি ওহে ভগবন্। প্রতিদিন নাহি পারি করিতে পূজন॥ নানাস্থানে তব লিঙ্গ করে অধিষ্ঠান। সর্ব্বত্র কিরূপে যাই ওহে মতিমান্॥ প্রতিদিন নাহি যেতে পারি সর্ব্বস্থানে। ইহার উপায় কর কৃপা বিতরণে॥ সকল লিঙ্গের শ্রেষ্ঠ যেই লিঙ্গ হয়। সনাতন জ্যোতিরূপ যে লিঙ্গ নিশ্চয়॥ নিরূপণ কর তাহা ওহে ভগবন্। প্রতিদিন তথা গিয়া করিব পূজন॥ একলিঙ্গে হলে পূজা সর্ব্বলিঙ্গে হবে। হেন স্থান কোথা আছে কহ এই ভবে॥ সেই ক্ষেত্রে মোরা সবে করিয়া গমন। একান্ত অন্তরে পূজা করিব সাধন॥ এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে সৃষ্টিপতি॥ আমার পরম গুহ্য যেই লিঙ্গ হয়। বলিতেছি সেই কথা শুন মহোদয়॥ বিষ্ণুর সহিতে তুমি করেছ দর্শন। উৎকলদেশেতে তাহা হতেছে

শোভন ॥ সেই লিঙ্গ শোভা পায় একাম্র-কাননে। সনাতন লিঙ্গ সেই জানিবেক মনে ॥ তাহার আখ্যান হয় ত্রিভুবনেশ্বর। সর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ খ্যাত চরাচর ॥ পরমগোপন লিঙ্গ জানিবে অন্তরে। সদা তথা রহি আমি অতি হর্ষভরে ॥ যে সব লিঙ্গের পূজা করেছ সাধন। তার অংশমাত্র হয় ওহে পদ্মাসন ॥ অতএব গিয়া সেই একাম্রকাননে। দেবগণ সহ লিঙ্গে পূজহ বিধানে ॥ নানাবিধ দিব্য দ্রব্য করি আয়োজন। বিধানে লিঙ্গের পূজা করহ সাধন ॥ আমার নৈবেদ্য পরে ভোজন করিবে। পরম পবিত্র দেহ তাহাতে হইবে ॥ প্রভুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিনয়-বচনে কহে দেব পদ্মাসন ॥ শিবলিঙ্গে পূজা করি একান্ত অন্তরে। না খাবে নৈবেদ্য কভু ঋষির বিচারে ॥ এইরূপ অবগত আছি ভগবন্। কিরূপে করিব তবে নৈবেদ্য ভক্ষণ ॥ ইহার মাহাত্ম্য কিছু বুঝিবারে নারি। সংশয় ছেদন কর ওহে ত্রিপুরারি ॥ যাহে জ্ঞান লাভ করে সর্ব্বদেবগণ। তাহার উপায় কর ওহে ভগবন্ ॥

এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি। কহিলেন শুন শুন ওহে পদ্মযোনি ॥ শুন শুন মম বাক্য ওহে দেবগণ। শুনিলে সবার হবে সংশয় ছেদন ॥ শুন শুন পদ্মযোনি আমার বচন। সে লিঙ্গমাহাত্ম্য তুমি না জান কখন ॥ বিষ্ণু নাহি জানে কভু মাহাত্ম্য তাহার। দেবগণ নাহি জানি ওহে গুণাধার ॥ অগ্রাহ্য নৈবেদ্য বটে শাস্ত্রের বিচারে। সে বিধি নহেক কিন্তু ত্রিভুবনেশ্বরে ॥ অন্য অন্য লিঙ্গে আছে যেরূপ বিধান। ইথে তার বিপরীত ওহে মতিমান্ ॥ অতএব সঙ্গে করি যত দেবগণে। অবিলম্বে যাহ চলি একাম্র-কাননে ॥ তথা গিয়া যথাবিধি করিয়া পূজন। একান্ত অন্তরে কর নৈবেদ্য গ্রহণ ॥ এত বলি তিরোধান হলেন শঙ্কর। একাম্রকাননে চলে দেবতানিকর ॥ অবিলম্বে সেই স্থানে করিয়া গমন। অপূর্ব্ব শ্রীশিবলিঙ্গ করেন দর্শন ॥ তাহা দেখি পদ্মাসন একান্ত অন্তরে। দেবগণ সহ মিলি শিব পূজা করে ॥ ধ্যানযোগে পদ্মাসন হন নিমগন। তাঁহার পরম ভক্তি হেরে পঞ্চানন ॥ সাত্ত্বিকী ভকতি দেখি হরিষ অন্তরে। স্বরূপ দেখান শিব দেব পদ্মাকরে ॥ মধুর বচনে পরে করি সম্বোধন। কহিলেন কিবা চাহ ওহে পদ্মাসন ॥ এতেক বচন শুনি দেব সৃষ্টিপতি। কহিলেন প্রণিপাত করি পশুপতি ॥ শশাঙ্ক সমান তব বরণ ধবল। শূল মৃগ পিনাকাদি ধরিছ শঙ্কর ॥ টঙ্ক আদি শোভিতেছে তব দিব্য করে। কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম কিবা শোভাধরে ॥ পরমার্থ বীজ তুমি ওহে সনাতন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন ॥ তোমার ভীষণ রূপ দরশন করি। ওহে প্রভু সবে মোরা অন্তরে শ্রীহরি ॥ শান্ত-

মূর্ত্তি কৃপা করি কর প্রদর্শন। এই ভিক্ষা তব পদে ওহে ভগবন্॥ এত বলি পদ্মযোনি ভূতল উপরে। অষ্ট-অঙ্গে প্রণিপাত করে ভক্তিভরে॥ ভূমিতলে পতিত করে যত দেবগণ। অবিলম্বে গাত্রোত্থান করে সর্ব্বজন॥ গাত্রোত্থান করি সবে লাগিল বিস্ময়। হয়েছেন ভিন্নমূর্ত্তি শিব দয়াময়॥ চন্দ্র বদন কিবা আহা মরি মরি। মুকুটেন্দু শোভে কিবা মস্তক উপরি॥ কস্তুরিকুঙ্কুমরাগ শোভে ভালতটে। বিম্বসম রক্ত আভা শোভিতেছে ওষ্ঠে॥ মধুর মধুর হাস্য কিবা শোভা পায়। পীযূষ ঝরিছে যেন বদনে তাহায়॥ মাণিক্য কুণ্ডল শোভে দিব্য গণ্ডস্থলে। নীলবর্ণ কণ্ঠ কিবা শোভিতেছে গলে স্বর্ণ-মণি-মুক্তামালা শোভিছে গ্রীবায়। পীন দীর্ঘ চারি ভুজ শোভিতেছে তায়॥ চারি হস্তে শোভিতেছে সুন্দর কঙ্কণ। মৃগাঙ্কিত টঙ্ক দেব করিছে ধারণ॥ বরাভয় শোভা পায় দেবদেব-করে। কর্পূর-চন্দন শোভে তাহার উপরে॥ মালতী চম্পক আর কাঞ্চনকমলে। মালা গাঁথি ধরিয়াছে মনোময় গলে॥ দিব্য পট্টাম্বর দেব করেন ধারণ। ঘণ্টিকাতে কটিদেশ হতেছে শোভন॥ কদলী জিনিয়া কিবা শোভে উরুদ্বয়। নূপুরে শোভিত হয় পাদ-পদ্মদ্বয়॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন শোভিছে চরণে। অন্তর ভুলিয়া যায় হেরিলে নয়নে॥ এইরূপে শিবরূপ করি দরশন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ বিমোহিত হন॥ দেবগণ সহ পরে দেব পদ্মযোনি। স্তুতিবাদ করি কহে ওহে শূলপাণি॥ তব স্তব করিবারে কি সাধ্য সবার। গুণের আধার তুমি কৃপার আধার॥ এত বলি লিঙ্গরূপ করি দরশন। বিস্ময়ে মগন হন দেব পদ্মাসন॥ দেখিতে দেখিতে শিব হন তিরোধান। লিঙ্গ পূজা করে পরে বিধি মতিমান॥দেবগণ সহ মিলি হরিষ অন্তরে। ভক্তি করি করে পূজা ত্রিভুবনেশ্বরে॥ নানাবিধ উপহার করিয়া অর্পণ। পরম আনন্দ লভে দেব পদ্মাসন॥ যথাবিধি পূজা আদি করিয়া সাধন। নৈবেদ্য প্রাশন করে যত দেবগণ॥ তার পর যায় সবে নিজ নিজ স্থানে। সদা ভক্তি রাখে সেই শিবের চরণে॥ লিঙ্গের মাহাত্ম্য যদি শুনে কোন জন। যাবত পাতক তার হয় বিমোচন॥ অন্তকালে শিবপুরে সেই জন যায়। মনের আনন্দে দ্বিজ শিবগুণ গায়॥

চতুর্থ অধ্যায়।

---*---

দেবগণ কর্ত্তৃক দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পূজন।

তুণ্ডিরুবাচ।

শ্রুতং ত্রিভুবনেশস্য চরিতঞ্চ তবাজ্ঞয়া।
নাতিস্পষ্টং পুরা তানি কথিতানি ত্বয়া মম।
তেষামিদানীং চরিতং ক্রমাদ্ ব্রূহি যথার্থতঃ।
কাশ্যাদিষু চ কৈস্তানি পূজিতানি কথং সুরৈঃ॥

কহিলেন ব্যাসদেব শুনহ সকলে। বামদেব এইরূপে ধর্ম্মকথা বলে॥
বামদেব-মুখপদ্মে করিয়া শ্রবণ। পরম আনন্দ লভে তুণ্ডি মহাত্মন্॥
বামদেবে সম্বোধিয়া কহে পুনরায়। নমস্কার নমস্কার করি গো তোমায়॥
শিবের পরম গুণ করিতে শ্রবণ। পুনশ্চ আমার হৃদি করে আকিঞ্চন॥
ত্রিভুবনেশ্বরকথা তোমার বদনে। শুনিয়া পরম তুষ্টি লভিয়াছি মনে॥
যে সব লিঙ্গের নাম করেছ কীর্ত্তন। বিস্তারিয়া তাহা নাহি করেছি শ্রবণ॥
যথার্থত বিস্তারিয়া সে সব কাহিনী। আমার নিকটে কহে ওহে মহামুনি॥
কাশী আদি সর্ব্বস্থানে যত দেবগণ। কিরূপে সকল লিঙ্গে করিল পূজন॥
এতেক বচন শুনি তুণ্ডির বদনে। কহিলেন বামদেব মধুর-বচনে॥ শিব-
পাশে বর লাভ করি পদ্মাসন। হিমগিরি হতে আসে সহ দেবগণ॥
আগমন করি সবে অবনীমণ্ডলে। একে একে লিঙ্গপূজা করে ভক্তিভরে॥
তার পর মহাবাহু শঙ্খচক্রধারী। দেবগণ সহ যান বারাণসী পুরী॥
সেই স্থানে জ্যোতির্লিঙ্গ করি দরশন। পরম আনন্দ লাভ করে নারায়ণ॥
বিশ্বেশ্বর অভিধান সেই লিঙ্গ ধরে। ইন্দ্রনীল সম প্রভা কিবা কলেবরে॥
মোক্ষচিন্তামণি তিনি নাহিক সংশয়। তাঁহার কৃপায় ভূমে মোক্ষপদ হয়॥
সেই স্থানে নারায়ণ করিয়া গমন। নানাবিধ উপচারে করেন পূজন॥
মনে মনে এই চিন্তা করে বনমালী। পূর্ব্বে যাঁরে দেখিয়াছি হিমালয়োপরি॥
এখানেও সেই দেবে করি দরশন। এত ভাবি ধ্যানপর হন নারায়ণ॥
বিষ্ণুর সাত্ত্বিকভাব দেখিয়া নয়নে। পরম সন্তুষ্টি জন্মে শঙ্করের মনে॥
পরম সন্তুষ্ট হয়ে দেব উমাপতি। বিষ্ণুর সমক্ষে আসি করে অবস্থিতি॥

আবির্ভূত হন আসি বিষ্ণুর সদন। শরচ্চন্দ্র সম কিবা অঙ্গের বরণ॥ জটাজুট শোভা পায় মস্তক-উপরে। ত্রিনেত্র ললাটোপরি কিবা শোভা ধরে ত্রিশূল পিনাক আদি করে শোভা পায়। বরাভীতি শোভিতেছে মরি কিবা তায়॥ দিগম্বর বেশে প্রভু করি আগমন। মনের হরিষে নৃত্য করে ঘন ঘন॥ তাহা দেখি নারায়ণ হরিষ অন্তরে। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করে॥ শিবের চরণে নতি করিয়া তখন। করতালি করি বাদ্য করে পদ্মাসন॥ তাহা দেখি মত্ত হয়ে দেব মহেশ্বর। ঘন ঘন নৃত্য করে ভূতল উপর॥ নূপুরের শব্দ হয় চরণ কমলে। পদকান্তিছটা পড়ে দিক দিগন্তরে॥ বাহু-দ্বরে ক্ষিপ্ত হয়ে যত দেবগণ। বহুদূরে সবে গিয়া হয় নিপতন॥ এইরূপে নৃত্য করে দেব দিগম্বর। তাহা দেখি ব্রহ্মা বিষ্ণু ব্যাকুল অন্তর॥ কাতর হইয়া কহে বিনয় বচনে। রক্ষা কর ওহে প্রভু এ তিন ভুবনে॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। নৃত্য ত্যজি কহে পরে গম্ভীর বচন॥ শিব কহে শুন শুন ওহে পদ্মাসন। শুন শুন মম বাক্য দেব নারায়ণ॥ তোমাদের ভক্তি হেরি আপন নয়নে। করিতেছিলাম নৃত্য আনন্দিত মনে॥ হিংসা করি নৃত্য নাহি করেছি কখন। আমার নর্ত্তন শুদ্ধ মঙ্গল কারণ॥ সদা শান্তমূর্ত্তি আমি জানিবে অন্তরে। আমা হতে সবে জন্ম ধরেছ সংসারে॥ পিতা হয়ে পুত্রে নাহি করে বিনাশন। হৃদয়ে সংশয় নাহি রাখিও কখন॥ শুন শুন জগৎপতে বচন আমার। কাশীধামে সন্নিহিত রহি অনিবার॥ কৃপা করি তোমাদিগে দিয়াছি দর্শন। এত বলি মহেশ্বর তিরোহিত হন॥ এত বলি বামদেব কহেন ভৃগুরে। কহিলাম পূর্ব্বকথা তোমার গোচরে॥ এই রূপে শিবপূজা কাশীধামে হয়। কহিলাম সেই সব ওহে মহোদয়॥

তার পর দেবরাজ সুরগণ সনে। বিষ্ণুরে সম্বোধি আর দেব পদ্মাসনে॥ গম্ভীর-বচনে কহে শুন পদ্মাসন। শুন শুন ওহে হরি আমার বচন॥ বাসনা করেছি যেতে বদরিকাশ্রমে। কেদার-ঈশ্বরে পূজা করিতে বিধানে॥ তথা গিয়া ধ্যানযোগে হয়ে নিমগন। দ্বাদশ বরষ সেবা করিব সাধন॥ এইরূপ কহি ইন্দ্র সবার গোচরে। অবিলম্বে যান চলি কেদার গোচরে॥ তথা উপনীত হয়ে সহ দেবগণ। ভক্তিভরে কেদারেরে করেন দর্শন॥ বটবৃক্ষমূলে আছে লিঙ্গের প্রবর। তাহা দেখি প্রণমিল দেবতানিকর॥ বিধানে করিয়া পূজা দেব শচীপতি। নয়ন মুদিয়া ধ্যান করে গণপতি॥ তাঁহার পরম ভক্তি করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন॥ শচীপতি করে ধ্যান একান্ত অন্তরে। আবির্ভূত উমাকান্ত হন হেন কালে॥

শারদীয় চন্দ্র সম শোভিছে বদন। ইন্দ্র আদি দেবগণে করে সম্বোধন॥
অমনি অমররাজ ধ্যানভঙ্গ করি। দেখিলেন পুরোভাগে দেব ত্রিপুরারি॥
টঙ্ক মৃগ আদি তাঁর শোভিতেছে করে। কটিতট শোভা পায় অজিন-অম্বরে॥
মন্দ মন্দ হাস্যে শোভে কমল-বদন। ভালতটে নেত্রত্রয় করেন ধারণ॥
আবির্ভূত হয়ে দেব মধুর-বচনে। কহিলেন শুন ইন্দ্র কহি তব স্থানে॥
তোমার পরম ভক্তি করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন॥
অভিমত বর দান করিবার তরে। হইয়াছি আবির্ভূত তোমার গোচরে॥
মনের বাসনা যাহা করহ যাচন। যা চাহিবে দিব তাহা অমর-রাজন॥
এতেক বচন শুনি দেব শচীপতি। কহিলেন শুন প্রভু তুমি পশুপতি॥
তব পাদপদ্ম বিনা কিবা আছে বর। অই পদ মাত্র চাহি ওহে দিগম্বর॥
অনুগ্রহ যদি থাকে অধীন উপরে। এই ভিক্ষা দেহ প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে॥
অহরহঃ যেন পাই তোমার চরণ। অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি মৌনভাব ধরে শচীপতি। তথাস্তু বলিয়া তিরোহিত উমাপতি॥
তার পর দেবরাজ বিহিত বিধানে। নানামতে করে স্তব দেব পঞ্চাননে॥
ভক্তিভরে লিঙ্গপদে করিয়া প্রণাম। আপন আপন স্থানে করেন প্রয়াণ॥
যেরূপে অর্চ্চনা হয় বদরিকাশ্রমে। কহিলাম তাহা তুণ্ডে তোমার সদনে॥
সর্ব্বলোকসুখাবহ এ সব ঘটন। ঘটেছিল বহুপূর্ব্বে ওহে মহাত্মন॥

তার পর ঘটে যাহা অপূর্ব্ব কাহিনী। ভকতি করিয় শুন ওহে তুণ্ডিমুনি॥
অগ্নিদেব তার পর করি যোড়কর। কহিলেন শুন শুন দেবতানিকর॥
বাসনা করেছি মনে শ্রীশৈলে যাইতে। পূজিব মাহেশলিঙ্গে ভক্তিযুত চিতে
তথাস্তু বলিয়া সবে করিল স্বীকার। শ্রীশৈল উদ্দেশে সবে হয় আগুসার॥
উপনীত সবে তথা হরিষ অন্তরে। শ্রীশৈল শোভিছে সবে নয়নে নেহারে॥
ষড়ঋতু ফলপুষ্পে অতি সুশোভন। মনোহর গিরি সেই অতি বিমোহন॥
মল্লিকা-অর্জ্জুন লিঙ্গ শোভিছে তথায়। লিঙ্গ দেখি সবে হয় হরষিতকায়॥
দেখিলেন শোভে তথা শশাঙ্ক-শেখর। মন্দ মন্দ হাস্যে কিবা শোভে ওষ্ঠাধর॥
বিভূতি অঙ্গেতে শোভে অতি মনোরম। দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান অতীব মোহন॥
উপনীত হয়ে তথা একান্ত অন্তরে। অগ্নিদেব স্তব করে ভকতির ভরে॥
জয় জয় মহাদেব জয় দৈত্য অরে। পাতক মোচন দেব জয় ত্রিপুরারে॥
জয় শঙ্কর সর্ব্বাত্মন্ বিশ্বপ্রবর্ত্তক। ব্রহ্মাণ্ড-অধিপ প্রভো পাতকনাশক॥
ব্রহ্মাদি-বন্দিত দেব জয় জয়, জয়। জয় সর্ব্ব জগন্নাথ ওহে দয়াময়॥
এইরূপে স্তব করি বিহিতবিধানে। পূজিলেন অগ্নিদেব আনন্দিত মনে॥

অগ্নির ভকতি দেখি প্রভু পঞ্চানন। আবির্ভূত হয়ে কহে মধুর-বচন॥ বর লহ অগ্নিদেব বাসনা যা হয়। বরদান হেতু আমি এসেছি নিশ্চয়॥ অভীষ্ট প্রদান আমি করিব তোমারে। তুমি মম মূর্ত্তিভেদ জানিবে অন্তরে॥ এতেক বচন শুনি কহেন দহন। অন্য বরে কিবা আর মম প্রয়োজন॥ তব পাদপদ্ম প্রভু হেরিনু নয়নে। ইহাপেক্ষা বর আর কি আছে ভুবনে॥ ইহা হতে শ্রেষ্ঠ বর আর কিছু নাই। জগদ্গুরো জগন্নাথ নিবেদি গোসাঁই॥ এতেক বচন শুনি চন্দ্রকলাধর। নিষ্কাম অগ্নিরে জানি করেন উত্তর॥ সুখে থাক অগ্নিদেব আমার বচনে। তবোপরি তুষ্ট আমি হইয়াছি মনে॥ এত বলি তিরোধান হন পঞ্চানন। পরম পুলকে পূর্ণ হয় দেবগণ॥

এত বলি বামদেব তুষ্টি ঋষিবরে। কহিলেন পুনরায় সুমধুর স্বরে॥ শ্রীশৈলমাহাত্ম্যকথা করিলে শ্রবণ। ভীমশঙ্করের কথা শুনহ এখন॥ যমরাজ একত্রিত হয়ে দেবগণে। উপনীত হয় ভীমশঙ্কর-সদনে॥ নানাবিধ উপচারে করেন পূজন। আবির্ভূত হন আসি দেব ত্রিনয়ন॥ ডমরু ত্রিশূল ধরি আপনার করে। হাস্যমুখে উপনীত বরদান তরে॥ প্রভুরে নিকটবর্ত্তী করি দরশন। নতশিরে ভূমে নতি করিল শমন॥ আশীর্ব্বাদ করি যমে কহেন শঙ্কর। উঠ উঠ সুখী হও ওহে দণ্ডধর॥ বিনয় বচনে কহে শমন রাজন। শুন প্রভু গৌরীপতি করি নিবেদন॥ তোমার দর্শনে বাঞ্ছা হইল সফল। তবু এক বর মাগি ওহে ইন্দুধর॥ এই স্থানে সদা যেন দরশন পাই। তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন গোঁসাই॥ তার পর তিরোধান হলেন শঙ্কর। আনন্দে মগন হয় দেবতানিকর॥ নিঋতি সম্বোধি পরে যত দেবগণে। কহিলেন নিমস্কার সবার চরণে॥ মম উপকার কর ওহে দেবগণ। ওঙ্কার ক্ষেত্রেতে আমি করিব গমন॥ মহেশের লিঙ্গ তথা পূজি যতনে। অমর-ঈশ্বর নাম বিদিত ভুবনে॥ ব্রহ্মাদি সকলে তাহা করিয়া শ্রবণ। অবিলম্বে সেই স্থানে করেন গমন॥ নানাবিধ উপচারে একান্ত অন্তরে। নিঋতি ভকতি করি পূজে মহেশ্বরে॥ পূজককর্ম্মেতে করে ব্রহ্মারে বরণ। বৃতোস্মি বলিয়া ব্রহ্মা করেন গ্রহণ॥ যথাবিধি পূজাক্রিয়া হলে সমাপন। নিঋতি ভকতিভরে করেন বন্দন॥ তাঁহার ভকতি দেখি হরিষ অন্তরে। মহেশ্বর উপনীত তাঁহার গোচরে॥ ধনু শূল খট্ট-অঙ্গ করিয়া ধারণ। আবির্ভূত হল আসি দেব পঞ্চানন॥ [illegible]নেত্র ব্যাঘ্র চর্ম্ম বৃষভবাহনে। উপনীত হল আসি নিঋতি-সদনে॥ সম্বোধিয়া নিঋতিরে কহেন তখন। বর মাগ যাহা বাঞ্ছা হয় মহাত্মন॥

নিঋতি কহিল প্রভু নিবেদি তোমারে। সদা যেন তোমা হেরি হৃদয়-মাঝারে ॥ তথাস্তু বলিয়া প্রভু হন তিরোধান। আনন্দে দেবতাগণ সবে ভাসমান ॥ মহাকালেশ্বরে পরে করিতে পূজন। দেবগণ সহ করে বরুণ গমন ॥ উপনীত হয়ে তথা একান্ত অন্তরে। পূজিলেন লিঙ্গবরে নানা উপচারে ॥ যথাবিধি পূজা আদি করিয়া সাধন। বন্দিয়া শিবের পদে করিল স্তবন ॥ তাঁহার পরম ভক্তি দেখিয়া নয়নে। পঞ্চানন উপনীত সহাস্য-বদনে ॥ ত্রিশূল করেতে প্রভু করিয়া ধারণ। চিতাভস্ম সর্ব্ব অঙ্গে করিয়া লেপন ॥ বরুণ-সকাশে আসি পুলক-অন্তরে। কহিলেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে ॥ বর মাগ মনে যাহা অভিলাষ হয়। আসিয়াছি বর দিতে ওহে মহোদয় ॥ এতেক বচন শুনি বরুণ ধীমান্। কহিলেন নিবেদন ওহে ভগবান্ ॥ একমাত্র ভক্তি চাহি তোমার উপরে। মনেতে বাসনা আর নাহি কলেবরে ॥ তথাস্তু বলিয়া বর দিয়া পঞ্চানন। অবিলম্বে সেই স্থানে তিরোহিত হন ॥

বামদেব পুনঃ কহে সুমধুর স্বরে। শুন শুন দুগ্ধ-ঋষে কহি তার পরে ॥ সোমনাথে পূজিবারে করিয়া মনন। দেবতাগণের সহ চলেন পবন ॥ উপনীত হয়ে তথা হরিষ অন্তরে। পূজিলেন মহেশ্বরে নানা উপচারে ॥ তাঁহার পূজায় তুষ্ট হয়ে পঞ্চানন। আবির্ভূত হয়ে কহে শুনহ পবন ॥ বর মাগ যাহা বাঞ্ছা হয়েছে অন্তরে। এত শুনি বায়ুদেব কহে ভক্তিভরে ॥ তোমার সন্নিধি চাহি ওহে ভগবান্। দিব্যরূপ মোরে সদা করাবে দর্শন ॥ সর্ব্বদা তোমার পূজা করিবার তরে। দিব্য রূপ তব যেন দেখিগো অন্তরে ॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। কহিলেন শুন শুন ওহে প্রভঞ্জন ॥ পাশাঙ্কুশ বরপ্রদ চন্দ্রার্দ্ধশেখর। শুভ্রমূর্ত্তি ব্যাঘ্রাজিন-বিধৃত অম্বর ॥ এই মূর্ত্তি সদা তুমি হেরিবে নয়নে। এত বলি তিরোহিত হন সেই স্থানে ॥ তার পর ধনাধিপ কুবের সুমতি। বৈদ্যনাথে পূজিবারে করিলেন মতি ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণে সঙ্গেতে করিয়ে। চলিলেন বৈদ্যনাথে সানন্দ হৃদয়ে ॥ দিব্য স্বর্ণ-পদ্মে আর ইন্দুবিল্বদলে। পূজিলেন মহেশেরে ভক্তি সহকারে ॥ তাঁহার পূজায় তুষ্ট হয়ে ভগবান্। কুবের গোচরে দিল দর্শন প্রদান ॥ আহা মরি কিবা রূপ বৈদ্যনাথ ধরে। পন্নগভূষণ কিবা শোভে কলেবরে ॥ ললাটেতে শশিকলা কিবা শোভা পায়। বিদ্যুত বরণ কান্তি মরি কিবা তায় ॥ ত্রিশূল করেতে প্রভু করেন ধারণ। কুবের সমীপে আসি দিলেন দর্শন ॥ কহিলেন মিষ্টভাষে দেব পশুপতি। বর লহ যাহা বাঞ্ছা কুবের সুমতি ॥ এতেক বচন শুনি যক্ষপতি কয়। অন্য বরে কিবা প্রভু আছে ফলোদয় ॥ তব পদপূজা

ধ্যেন করি সর্ব্বক্ষণ। এই মাত্র চাহি বর ওহে ভগবন্॥ তথাস্তু বলিয়া শিব সানন্দ অন্তরে। তিরোহিত হয়ে যান আপন আগারে॥ অনন্ত তাহার পর দেবগণে কয়। চল চল নাগনাথে ওহে দেবচয়॥ এত বলি সবে মিলি করিল গমন। নাগনাথ লিঙ্গ পূজা করিল সাধন॥ দেখিলেন শিবে তথা জটাজুট শিরে। অর্দ্ধচন্দ্র শোভে কিবা ললাট উপরে॥ পিনাক ত্রিশূল শোভে করদ্বয়ে তাঁর। উদ্যত রয়েছে বাহু শোভার আধার॥ অনন্ত তাঁহারে নতি করি ভক্তিভরে। নানাবিধ পুষ্প দিয়া পুজেন সাদরে॥ আবির্ভূত হয়ে শিব কহেন তখন। বর মাগ যাহা বাঞ্ছা ওহে মহাত্মন্॥ অনন্ত কহিল প্রভু নিবেদি তোমারে। একমাত্র ভক্তি চাহি তব পাদোপরে॥ অনন্ত এতেক বলি করে প্রণিপাত। তথাস্তু বলিয়া তিরোহিত নাগনাথ॥

তুণ্ডিরে সম্বোধি পরে বামদেব কয়। শুন শুন তার পর ওহে মহোদয়॥ ভাস্কর তাহার পর দেবগণে লয়ে। শৈবলে গমন করে সানন্দ-হৃদয়ে॥ ভুবন-ঈশ্বরে তথা করেন দর্শন। বিশুদ্ধ স্ফটিক সম অঙ্গের বরণ॥ দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান অতি মনোহর। অভয় ধরিছে আর অসি শূল বর॥ ভালতটে ইন্দুকলা অতি বিমোহন। দেখিয়া ভাস্কর দেব আনন্দে মগন॥ পূজিলেন দিনমণি পঞ্চ-উপচারে। পূজাতে সন্তুষ্ট শিব আপন অন্তরে॥ আবির্ভূত হয়ে কহে শুনহ ভাস্কর। অভিলাষ যাহা হয় মাগ সেই বর॥ এত শুনি দিনমণি কহেন তখন। তোমার উপরে ভক্তি চাহি সর্ব্বক্ষণ॥ জন্মে জন্মে চাহি শুদ্ধ তোমাতে ভকতি। অন্য কোন বরে বাঞ্ছা নাহিক সুমতি॥ গৌরীপতি এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। তথাস্তু বলিয়া তথা তিরোহিত হন॥ তার পর চন্দ্রদেব লয়ে দেবগণে। ব্রহ্মগিরিবরে যান পুলকিত মনে॥ ত্র্যম্বক লিঙ্গেরে তথা করেন দর্শন। মনোহর কিবা রূপ অতি বিমোহন॥ স্বহস্তে কলস তুলি আনন্দিত মনে। চন্দ্রমা করান স্নান সাধনের ধনে॥ নানাবিধ উপচারে করেন পূজন। আবির্ভূত হয়ে বর দেন পঞ্চানন॥ অন্তর্হিত হন পরে জগত-ঈশ্বর। আনন্দে মগন হয় দেবতা-নিকর॥ তার পর বীণাপাণি হরিব অন্তরে। দেবগণ সহ যান দক্ষিণ সাগরে॥ সাগর-তীরেতে আশু করিয়া গমন। রামেশ্বর লিঙ্গ তথা করেন দর্শন॥ ভারতী ভকতি-যুতা হয়ে সেই খানে। পূজিলেন মহেশ্বরে ঐকান্তিক মনে॥ ষোড়শোপচারে পূজা করেন সাধন। রামেশ্বর তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হন॥ পূর্ণচন্দ্র সম তাঁর বদন কমল। ইন্দুকলা শোভা পায় ললাট উপর॥ ত্রিলোচন শোভিতেছে ললাট উপরে। কটিতট শোভা পায় দ্বীপিচর্ম্মাম্বরে॥ চরণে নূপুরধ্বনি

হয় ঘন ঘন। হাস্যমুখে ভারতীরে কহেন তখন॥ শুন শুন ওহে দেবি বচন আমার। বর লহ যাহা বাঞ্ছা অন্তরে তোমার॥ যাহা চাবে দিব তাহা স্বরূপ বচন। তোমার উপরে প্রীত আমি সর্ব্বক্ষণ॥ এতেক বচন শুনি কহেন ভারতী। শুন শুন নিবেদন ওহে পশুপতি॥ তব গুণ সদা আমি করিব কীর্ত্তন। এই মাত্র বর মাগি ওহে ভগবন্। অন্য বরে কিবা কাজ ওহে পশুপতি। এত বলি মৌনভাব ধরেন ভারতী॥ এতেক বচন শুনি দেব ত্রিলোচন। তথাস্তু বলিয়া বর করেন অর্পণ॥ এইরূপে লিঙ্গপূজা করিয়া সাধন। ভারতী সহিতে যান যত দেবগণ॥ আনন্দে চলেন সবে অমর-নগরে। রহিলেন সবে তথা হরিব অন্তরে॥ ভৃঙ্গিরে এতেক বলি বামদেব কয়। শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহোদয়॥ দ্বাদশলিঙ্গের কথা করিনু কীর্ত্তন। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন॥ অপূর্ব্ব ধর্ম্মের কথা শ্রীশিব-পুরাণে। ভবপারে তরে সেই শুনিলে শ্রবণে॥

পঞ্চম অধ্যায়।

নির্গুণ শিবব্রহ্মের সগুণত্বের কারণ বর্ণনপ্রসঙ্গে ত্রিপুর কর্ত্তৃক দেবরাজ্য এবং বিষ্ণু-যম- বরুণাদির বল বাহন হরণ ও ব্রহ্মধাম হরণে আগমন, তদ্দর্শনে হিমালয় দেবগণের পলায়ন।

ভৃঙ্গিরুবাচ।

শ্রুতান্যেতানি লিঙ্গানি তেষাঞ্চ চরিতং তথা।
পুনর্মে শুশ্রূষা জাতা বামদেবকথামৃতে।
নির্লেপং নির্গুণং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপি যৎ।
তৎ কথং রূপবান্ জজ্ঞে তস্মাৎ ব্রূহি সুবিস্তরাৎ॥

ভৃঙ্গি কহে বামদেবে ওহে মহাত্মন্। লিঙ্গের চরিত এই করিনু শ্রবণ॥ তব সুধাবাণী পুনঃ শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥ নির্লেপ নির্গুণ ব্রহ্ম চিদানন্দময়। কিরূপেতে সেই জন গুণবান্ হয়॥

এই কথা কহ প্রভু আমার গোচরে। শুনি তত্ত্বজ্ঞান আমি লভিব অন্তরে॥
এতেক বচন শুনি বামদেব কয়। শুন শুন তুণ্ডিশ্বষে তুমি মহোদয়॥
যেরূপে নিগু ণ ব্রহ্ম হন গুণবান্। বলিতেছি সেই কথা শুন মতিমান্॥
ত্রিপুর-নামেতে দৈত্য ছিল পূর্ব্বকালে। পরম দুর্দ্ধর্ষ সেই খ্যাত চরাচরে॥
উদয়-অচলে পূর্ব্বে করিয়া গমন। সে দৈত্য দুষ্কর তপ করয়ে সাধন॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। সেই দৈত্য দিবানিশি ঘোরতপ করে
দুষ্কর তপস্যা তার করি দরশন। পদ্মযোনি মনে মনে পুলকিত হন॥
আবির্ভূত হয়ে পরে কহেন দৈত্যেরে। বর মাগ যাহা বাঞ্ছা তোমার অন্তরে
এতেক বচন শুনি দৈত্যবর কয়। শুন শুন নিবেদন ওহে মহোদয়॥
অজেয় হইব আমি ত্রিলোকভিতরে। মম সম কেহ নাহি হইবে সমরে॥
কিবা দেব কিবা দৈত্য কিবা অন্য জন। কেহই আমার সম না হবে কখন॥
একবাণে ত্রিলোক যেই ভেদিতে পারিবে। সেই জন মম প্রাণসংহার করিবে
এই বর চাহি আমি ওহে ভগবন। তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা তিরোহিত হন॥
ব্রহ্মার বরেতে দৈত্য বাড়িয়া উঠিল। ইন্দ্রকে জিনিয়া রাজ্য হরিয়া লইল॥
কুবের বরুণ যম অনিল অনল। ত্রিবিক্রম বিষ্ণু আর দেবতানিকর॥
সবে পরাজয় হয় দানব-গোচরে। দৌরাত্ম্য বরয়ে দৈত্য ভুবন-ভিতরে॥
তাহা দেখি ইন্দ্র আদি যত দেবগণ। জনার্দ্দনে পুরোগামী করিয়া তখন॥
সত্যলোকে উপনীত হইয়া সকলে। পিতামহে স্তব করে একান্ত অন্তরে॥
প্রজাপতি তব পদে করি নমস্কার। তব প্রজা নাশ করে দৈত্য দুরাচার॥
আমাদিগে স্বর্গ হতে দিয়াছে তাড়ায়ে। ধরাতলে ভ্রমি মোরা বিষণ্ণহৃদয়ে॥
বানর সমান মোরা করি বিচরণ। তোমার আশ্রয়ে এবে লইনু শরণ॥
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মযোনি। দেখিলেন পুরোভাগে বিষ্ণু চিন্তামণি॥
তাহা দেখি পদ্মযোনি কহেন তখন। অপরাধ ক্ষমা কর ওহে নারায়ণ॥
ধ্যানযোগে মগ্ন ছিনু একান্ত অন্তরে। অন্তর মগন মম তব পদোপরে॥
কোটি কোটি বিশ্ব শোভে হৃদয়ে তোমার। ত্রিলোক ব্যাপিয়া তুমি রহ গুণাধার
তব পাদপদ্মজলে পবিত্র অবনী। বলিরে করেছ ধ্বংস তুমি চিন্তামণি॥
নৃসিংহ রূপেতে তুমি নখর-প্রহারে। নিধন করিয়াছিলে দানব-প্রবরে॥
এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ। সত্য বটে বহু দৈত্য করেছি নিধন॥
প্রেরণ করেছি আমি বলিরে পাতালে। তাহতে অধিক কিন্তু জানিবে ত্রিপুরে
তোমার বরেতে সেই দানব প্রবর। বিজয়ী হইয়া আছে ত্রিলোকভিতর॥
নিখিল দেবতাগণে করি পরাজয়। একচ্ছত্র রাজারূপে আছে দুরাশয়॥

ইন্দ্রদেবে পরাজয় করি দৈত্যাধম। বজ্র আর ঐরাবতে করেছে হরণ॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বরাজে লইয়াছে হরে। নন্দন কানন সেই এবে ভোগ করে॥
পতিব্রতা শচীরে সে করেছে হরণ। ইন্দ্রকে সূচ্যগ্র স্থান না দেয় অধম॥
ধরা হতে ইন্দ্রশব্দ করেছে বিলোপ। দেবরাজ-প্রতি তার এতদূর কোপ॥
লয়েছে মহিষ দণ্ড যমের হরিয়ে। বরুণের পাশ লয় সানন্দ হৃদয়ে॥
মকর বাহন আরো করেছে হরণ। কুবেরের রথ গদা লয়েছে অধম॥
সূর্য্যের চন্দ্রের গতি রুধিয়াছে বলে। দেবগণ যেতে নাহি পারে সুরপুরে॥
ইন্দ্র আদি সবে গিয়া ক্ষীরোদ সাগরে। আমারে করিল স্তব একান্ত অন্তরে
ইঁহাদের রক্ষা হেতু হইয়া সদয়। গিয়াছিনু চক্রহস্তে ওহে মহোদয়॥
আমারে দেখিয়া দৈত্য অতি রোষভরে। বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপিল মম বক্ষোপর॥
বক্ষেতে পড়িয়া বজ্র শীর্ণশীর্ণ হয়। তাহা হেরি হলো মম রোষের উদয়॥
ক্রোধভরে সুদর্শন করিনু ক্ষেপণ। দৈত্যহৃদে চক্র গিয়া হয় নিপতন॥
নিজহস্তে সেই চক্র ধরে দৈত্যবর। সুদর্শন গেছে মম ওহে পদ্মাকর॥
তার পর মহা অস্ত্র করিয়া ক্ষেপণ। ক্ষীরোদ সাগর দৈত্য করিল শোষণ॥
কল্পদ্রুম সব ভগ্ন করে রোষভরে। সুরভি লইয়া সেই গেল মহাবলে॥
এখন উপায় কিবা করি পদ্মাসন। ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছে সেই দৈত্যাধম॥
যেখানে যেখানে আমি করি হে গমন। সেই খানে সেই দুষ্টে করি দরশন॥
লয়েছে সকল অস্ত্র সেই দুরমতি। গরুড় বাহন মাত্র আছে মহামতি॥
আরো আছে লক্ষ্মীদেবী আমার গোচরে। আর কিছু নাহি মম জানিবে অন্তরে॥ বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ব্রহ্মার হৃদয় হয় কম্পিত তখন॥
বিষণ্ণবদনে পরে গরুড়বাহনে। কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে॥
সবার ঈশ্বর তুমি ওহে ভগবন্। তব পাশে দণ্ড্য আমি হতেছি এখন॥
ভয়েতে ব্যাকুল মম হতেছে হৃদয়। আসন কাঁপিছে মম দেখ মহোদয়॥
এইরূপে কথাবার্ত্তা হয় বিষ্ণু সনে। সহসা ত্রিপুর দৈত্য আসিল সেখানে॥
ব্রহ্মার কমলাসন করিতে হরণ। মহাবেগে দৈত্যবর করে আগমন॥
তাহা দেখি দেবগণ বিহ্বল হইয়ে। যেই দিকে যায় চক্ষু চলিল পলায়ে॥
তাহা দেখি বিষ্ণু কহে যত দেবগণে। তিষ্ঠ তিষ্ঠ কহি যাহা শুনহ শ্রবণে॥
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ভয়েতে সকলে তাঁর লইল শরণ॥
বিষ্ণু কহে পদ্মাসনে ওহে পদ্মাকর। এই দেখ দেবগণ ভয়েতে কাতর॥
উপায় কি হবে বল ওহে পদ্মাসন। কোথায় থাকিবে বল যত দেবগণ॥
এত শুনি বিধি কহে শুনহ মুরারি। চল চল যাই মোরা হিমগিরিপরি॥

তথা গিয়া শঙ্করেরে তুষিব যতনে। উপায় করিবে প্রভু ভাবিয়াছি মনে॥ এত বলি দেবগণে সঙ্গেতে লইয়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে যান গিরি হিমালয়ে॥ অবিলম্বে গিরিবরে উপনীত হন। আহা কিবা গিরিশোভা অতি বিমোহন॥ সুখেতে তথায় সবে সদত বিহরে। নানাবর্ণ ধাতু শোভে গিরিশৃঙ্গোপরে॥ পুষ্পফলে অবনত কত তরুবর। নিরন্তর শোভা পায় পর্ব্বত-উপর॥ কোকিলেরা বসি ডালে পুলকে মগন। কুহু কুহু রবে সদা করিছে কুজন॥ তর তর শব্দে বহে গঙ্গা সুরধুনী। ভাসিয়া চলিছে পদ্ম কত বল গণি॥ ষড় ঋতু সদা তথা করে অবস্থান। শিবপাদপদ্মচিহ্ন আছে শোভমান॥ বিশুদ্ধ স্ফটিকবর্ণ শোভে শৃঙ্গবর। অসংখ্য বিহঙ্গ আছে পর্ব্বত উপর॥ এইরূপে গিরিশোভা করি দরশন। পুলকে মগন হন যত দেবগণ॥ মনে মনে দেবগণ এই চিন্তা করে। অবশ্য মঙ্গল হবে মহেশের বরে॥ "মঙ্গল করিবে সেই দেব পঞ্চানন। ভুবনে বিদিত যিনি মঙ্গলকারণ॥ পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ। শুনিলে তাহার হয় দিব্যতত্ত্বজ্ঞান॥ ভবপারে তরিবারে ইচ্ছা যেই করে। পড়িবে শুনিবে কিম্বা একান্ত অন্তরে॥ তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢমন। একান্ত অন্তরে ভাব শিবের চরণ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মাদিদেবগণের নিকট উপমন্যু ঋষির আগমন, উপমন্যুমুখে শিবের নির্লেপত্বাদি গুণবর্ণন, ব্রহ্মাদিকর্তৃক শিবের স্তব, এবং শিবের আবির্ভাব।

বামদেব উবাচ।

হিমবন্তং সুখাগারং গত্বা হরিপিতামহৌ।
হরিদশ্বমুখৈর্দ্দেবৈশ্চিন্তয়ামাসতুর্হরং॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র উপমন্যুর্ম্মহাযশাঃ।
মুনিরাগতবান্ সাক্ষাদ্দীপ্তবহ্নিসমপ্রভঃ॥

বামদেব তার পর সম্বোধি তুণ্ডিবে। কহিলেন ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে॥ শুন শুন ওহে ঋষে অপূর্ব্ব ঘটন। তার পর ঘটে যাহা করিব বর্ণন॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জন দেবগণ সনে। হিমালয়-সুখাগারে গিয়া ফুল্লমনে॥

পূর্ব্ব মুখে বসিলেন যত দেবগণ। তাঁদের সহিতে মিলি ব্রহ্মা নারায়ণ॥ হৃদিমাঝে চিন্তা করে দেবদেব হরে। উপমন্যু ঋষি তথা আসে হেন কালে॥ মহাযশা মহাতেজা সেই মুনিবর। প্রদীপ্ত অনল সম যেন কলেবর॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে করি দরশন। অবনতশিরে ঋষি করিল বন্দন॥ করযোড়ে কহে মম জনম সফল। এতদিনে হলো মম শিবপূজাফল॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে প্রত্যক্ষ নয়নে। হেরিতেছি ধন্য আজি আমার জীবনে॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ সদা সর্ব্বক্ষণ। নয়নে দর্শন করে শ্রীমধুসূদন॥ অতএব ধন্য সব দেবতা সকলে। আমি ধন্য আসি আজি সবার গোচরে॥ শুনহ গরুড় তুমি আমার বচন। তব সম ধন্য বল আছে কোন্ জন॥ স্কন্ধেতে বহন সদা করিছ হরিরে। ধন্য ধন্য হংস তুমি বহিছ বিধিরে॥ এইরূপে কত কথা কহে তপোধন। ঋষিরে সম্বোধি কহে বিধাতা তখন॥ উপমন্যো মহাভাগ তোমার সমান। ধরাধামে কোন জন নাহি বিদ্যমান॥ তব সম কেহ নাহি হবে ধরাতলে। শিব সম তুমি সবে ভাবিহে অন্তরে॥ এখন জিজ্ঞাসি তোমা কহ তপোধন। কিরূপে প্রসন্ন হবে দেব পঞ্চানন॥

এত শুনি উপমন্যু কহে ধীরে ধীরে। জিজ্ঞাসা করেছ প্রশ্ন দুরূহ আমারে॥ নির্লেপ নির্গুণ সেই সাক্ষাৎ শঙ্কর। বিগ্রহবিহীন তিনি খ্যাত চরাচর॥ সাধারণে কিবারূপে জানিবে তাঁহারে। সজ্জনের গতি তিনি ভব-পারাবারে॥ শুন শুন পিতামহ আমার বচন। শিব এই শব্দ মাত্র করি উচ্চারণ॥ শব্দমাত্র জ্ঞান আছে আমার অন্তরে। কিরূপ তাঁহার রূপ বলি কিবা করে॥ কোন্ পথে গেলে তিনি প্রসন্ন যে হন। কিরূপে বলিব তাহা ওহে পদ্মাসন॥ সে সব কিছুই নাহি জানি গো অন্তরে। একমাত্র জানি শিব এ দুই অক্ষরে॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। দেবগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥ শুন শুন দেবগণ একান্ত অন্তরে। উপমন্যু শিবতুল্য এ ভবসংসারে॥ যখন ইহাঁরে মোরা করিনু দর্শন। দর্শন-প্রসাদে পাব শিবের দর্শন॥ বিধি হয়ে আমি নাহি শিবতত্ত্ব জানি। অন্যে পরে কিবা কথা বল দেখি শুনি॥ বিরূপাক্ষে এবে আমি করিব স্তবন। অবশ্য প্রসন্ন তাহে হবে ত্রিনয়ন এত বলি কহে ব্রহ্মা কোথায় ঈশ্বর! সহস্র-মস্তক তুমি পুরুষ-প্রবর॥ সহস্র লোচন তব সহস্র চরণ। জগতে কেবল তুমি মঙ্গল-কারণ॥ বিরাট পুরুষ যিনি খ্যাত চরাচরে। তোমা হতে জন্ম তাঁর জানি গো অন্তরে॥ সাম ঋক্ যজু আদি দেবচতুষ্টয়। তোমা হতে সমুৎপন্ন নাহিক সংশয়॥ হইয়াছে তোমা হতে ছন্দের জনম। জন্মিয়াছে সিদ্ধ সাধ্য আর দেবগণ॥

তোমার বদন হতে জন্মেছে দ্বিজাতি। বাহুযুগে জন্মে ক্ষত্র ওহে পশুপতি॥
উরু হতে বৈশ্যগণ লভয়ে জনম। পদদ্বয় হতে হয় শূদ্র উৎপাদন॥
চন্দ্রমা মানস হতে জনমে তোমার। চক্ষু হতে জন্মে দিনমণি গুণাধার॥
শ্রোত্র হতে বায়ুদেব লভেন জনম। নখ হতে জন্মিয়াছে জ্বলন্ত দহন॥
জন্মিয়াছে অন্তরীক্ষ নাভিদেশ হতে। শীর্ষ হতে দিবলোক বিদিত জগতে॥
পদ হতে সমুৎপন্ন পাতাল নগরী। কি বুঝিব তব তত্ত্ব ওহে দৈত্য-অরি॥
এইরূপে পদ্মাসন করিয়া স্তবন। মৌনভাব ধরি তথা করেন চিন্তন॥
তার পর বেদ্য বাক্য করি উচ্চারণ। শিবস্তব করে পাঠ দেব নারায়ণ॥
ব্রহ্মণ্যস্বরূপ তুমি ওহে ভগবান্। তোমার উদ্দেশে করি সতত প্রণাম॥
গোব্রাহ্মণ-হিতকারী তুমি মহাত্মন্। বিশ্বহিত সদা প্রভু করিছ সাধন॥
শশিকলা শোভিতেছে তব শিরোপরে। নমস্কার করি তব পাদপদ্মোপরে॥
নির্গুণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম যিনি। নির্লেপ ও নিরাভাস যিনি শূলপাণি॥
তাঁহারে প্রণাম করি একান্ত অন্তরে। প্রসন্ন হউন তিনি আমা সবাপরে॥
এইরূপে স্তব করে দেব নারায়ণ। মৌনভাবে মহেশেরে করেন চিন্তন॥
এদিকে প্রসন্ন হয়ে দেব মহেশ্বর। অদৃশ্যভাবেতে থাকি গগন উপর॥
দৈববাণীচ্ছলে কহে শুন পদ্মাসন। শুন শুন দেবগণ আমার বচন॥ এসেছ এখানে সবে কিসের কারণে। বল বল শীঘ্র করি আমার সদনে॥ বিবাদ অন্তরমাঝে না রাখ কখন। আগমন-হেতু সবে বলহ এখন॥ এইরূপে দৈববাণী শুনিয়া শ্রবণে। হইলেন দেবগণ সবিস্ময় মনে॥ পরস্পর কহে সবে একি বা ঘটন। শূন্যপরে দৈববাণী করে কোন্ জন॥ কিরূপে দেখিব তাঁরে ভাবিয়া না পাই। চিন্তায় চিন্তায় মোরা ব্যাকুলিত হই॥ এইরূপ চিন্তা করি কহে দেবগণ। কোথায় রয়েছ প্রভু ওহে ভগবন্॥ অকৃতার্থ মোরা সবে নাহিক সংশয়। দেখিবারে তব রূপ ব্যাকুল-হৃদয়॥ ত্রিপুর-অসুর দৃপ্ত ব্রহ্মদত্ত বরে। মোদের পদবী সব লইয়াছে হরে॥ এই হেতু তব পাশে লয়েছি শরণ। ত্রিপুর-হস্তেতে রক্ষা কর ভগবন্॥

দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। অদৃশ্যরূপেতে থাকি কহে পঞ্চানন॥
শুন শুন দেবগণ বচন আমার। সেই দৈত্য বল ধরে বল কিপ্রকার॥
কিরূপ তাহার রূপ বলহ এখন। কি কথা সেজন কহে ওহে দেবগণ॥
কি কারণে তারে বর দেন পদ্মযোনি। ত্বরা করি সেই সব বল দেখি শুনি॥
এত শুনি ব্রহ্মা কহে ওহে ভগবন্। গগনমূরতি তোমা করি গো বন্দন॥
পরমাত্মরূপী তুমি সর্ব্বভূতাত্মন্। ভূত ভব্য ভবপ্রভু অখিলকারণ॥

ত্রিপুর-বৃত্তান্ত বলি শুনহ শ্রবণে। মধ্যাহ্নসময়ে সেই দুরাত্মা জনমে॥ তিন লোকে পূজ্য হয় সেই দুরাত্মন্। এ হেতু ত্রিপুর নাম করয়ে ধারণ॥ জনমিয়া তিন লোকে আধিপত্য চায়। এত শুনি মিষ্টভাষে কহিলাম তায়॥ তপস্যাতে মনোরথ সম্পাদিত হয়। নতুবা অধমা গতি জানিবে নিশ্চয়॥ এত শুনি গেল দৈত্য উদয়-অচলে। দারুণ তপস্যা করে গিয়া সেই স্থলে॥ স্বীয় দেহ হতে মাংস করিয়া কর্ত্তন। অনলে আহুতি দৈত্য করযে অর্পণ॥ দিব্য বর্ষশতাযুত এইরূপে যায়। তপ হেরি তুষ্ট আমি হলেম তাহায়॥ তাহার নিকটে আমি করিয়া গমন। বর মাগ বলি কহি মধুর বচন॥ কল্যাণ হউক্ তব ওহে দৈত্যবর। বাসনা মনের কিবা বলহ সত্বর॥ এত শুনি দৈত্যবর কহিল তখন। অনুত্তম বর দেহ ওহে ভগবন্॥ ত্রি-লোক্য-বিজয়ী প্রভু আমি যেন হই। আরো এক কথা বলি শুনহ গোসাই॥ এক বাণ ক্ষেপ করি যেই কোন জন। ত্রিলোক করিবে ভেদ ওহে ভগবন॥ তার হাতে যাব আমি শমন আগারে। এই বর দেহ প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে॥ তথাস্তু বলিয়া বর করিয়া অর্পণ। আপন ভবনে ফিরি করিনু গমন॥ মম বরে অহঙ্কৃত হয়ে দৈত্যবর। দেবগণে জয় করে অতীব সত্বর॥ নারায়ণে পরাজয় করে দুরাত্মন্। হরিয়া লয়েছে দুষ্ট আমার আসন॥ এ হেতু শরণাগত তোমার চরণে। আমাদের গতি হও কৃপা বিতরণে॥ ত্রিপুর নিধন করি ওহে ভগবন্। রক্ষা কর দয়াময় এ তিন ভুবন॥ দেবগণে পরিত্রাণ করিবার তরে। অবতার হও তুমি কৃপাদৃষ্টি করে॥ দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। গগনে থাকিয়া কহে কামনিসূদন॥ শুন শুন মম বাক্য ওহে পদ্মাকর। আমার বচন শুন দেবতা-নিকর॥ হৃষীকেশ মন দিয়া করহ শ্রবণ। রৌদ্রকার্য্য হেতু মোরে করিছ যাচন॥ এ হেতু রুদ্রাংশে আমি তোমা সবাকার। সাধ্যমতে সম্পাদিব যত উপকার॥ ধ্যাননিষ্ঠ তোমা সবে হও হে এখন। আমার স্বরূপ সবে করাব দর্শন॥ যোগীর দুর্লভ রূপ জানিবে অন্তরে। এত বলি মহেশ্বর মৌনভাব ধরে॥ এতেক বচন শুনি যত দেবগণ। অবিলম্বে ধ্যানযোগে হন নিমগন॥ ধ্যানযোগে দেখে সবে রূপ মনোহর। বিশুদ্ধ স্ফটিক সম শুভ্র কলেবর॥ অতীব নির্ম্মল হিমকুন্দেন্দু সমান। চন্দ্র সম মুখ তার অতি শোভমান॥ চারু হাস্য শোভা পায় কমলবদনে। চারু চন্দ্র ভালতটে হেরেন নয়নে॥ মৃগ টঙ্ক বরাভীতি করে শোভা পায়। দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান কিবা শোভে তায়॥ উপেন্দ্রাদি দেবগণ এ হেন প্রকারে। রূপ হেরি মহানন্দ লভেন অন্তরে॥ ভক্তিভরে প্রণমিল

চরণে তাঁহার। আশ্বাস প্রদান করে শিব গুণাধার॥ কহিলেন দেবগণে শুনহ বচন। রুদ্রময় বপু আমি করিব ধারণ॥ একবাণে বিনাশিব ত্রিপুর অসুরে। শুন ব্রহ্মা শুন বিষ্ণু কহি সবাকারে॥ অবিলম্বে সবে কর যুদ্ধ-আয়োজন। যুদ্ধে নিমগন হব ওহে দেবগণ॥ দেবগণে এত বলি দেব মহেশ্বর। অবিলম্বে সবাকার হন অগোচর॥ কৃতকৃত্য বোধ করি আপন অন্তরে। দেবগণ মনে মনে সুখলাভ করে॥ পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি বিমোহন। শুনিলে তাহার হয় পাতকনাশন॥

—*—

সপ্তম অধ্যায়।

শিব কর্তৃক একবাণে ত্রিপুর সহ সমস্ত জগৎ দহন।

বামদেব উবাচ।

মহাদেবে গতে তস্মিন্নুপেন্দ্রাদ্যাস্ত তেমরাঃ।
উপায়ং চক্রিরে দিব্যং ত্রিপুরস্য বধায় চ॥

বামদেব কহে শুন ওহে মহাত্মন্। মহাদেব এইরূপে করিলে গমন॥ উপেন্দ্রাদি দেবগণ মিলিয়া সকলে। ত্রিপুর বধের জন্য আয়োজন করে॥ পৃথিবীকে করিল যে মোহন স্যন্দন। চন্দ্র সূর্য্যে চক্র করে যত দেবগণ॥ বাহন করিল পরে বেদচতুষ্টয়ে। সারথি হলেন ব্রহ্মা পুলকহৃদয়ে॥ অনন্ত ধনুর ছিলা হরসেতে হয়। সুমেরুকে করে ধনু দেবতানিচয়॥ দিব্য শররূপী হন দেব নারায়ণ। এইরূপে হয় রথ অতি মনোরম॥ যুদ্ধোদ্‌যোগ এইরূপে করি দেবগণ। করযোড়ে শিবোদ্দেশে কহেন তখন॥ ওহে প্রভু দিগম্বর তুমি মহেশ্বর। রথ-অঙ্গ হয় মোরা দেবতানিকর॥ দারুণ ত্রিপুর হতে করহ রক্ষণ। চরাচর ত্রাণ কর ওহে ভগবন্॥ তুমি সাক্ষী ভগবান্ এই চরাচরে। কার্য্যকারণের কর্ত্তা জানিগো তোমারে॥ এইরূপে দেবগণ স্তুতিবাক্য কয়। দুন্দুভির মহাশব্দ হেনকালে হয়॥ বীণাবেণু পণবাদি বাজে ঘন ঘন। কাংস্য শঙ্খ কত বাজে কে করে গণন॥ ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি হয় শূন্যোপরে। জয় শব্দ উঠে কত হৃদয় শিহরে॥ এই সব দেবগণ করিয়া শ্রবণ। ঊর্দ্ধমুখে ঘন ঘন করেন দর্শন॥ দেখি-লেন ভগবান্ বিধি দিগম্বর। আসিছেন রণবেশে লয়ে অনুচর॥ সহস্র

আদিত্য সম কিরণ তাঁহার। বাহুদণ্ডে ব্যাপি আছে জগত সংসার ॥
চিতিভস্ম শোভা পায় দিব্য কলেবরে। গজাজিন-উত্তরীয় শোভিছে শরীরে॥
মুণ্ডমালা শোভা পায় অতি বিমোহন। পদাঘাতে ভূমি যেন হয় বিদারণ॥
বালেন্দু-কিরণ পড়ি দিব্য গণ্ডস্থলে। বিমোহিত হয় মন নয়নে হেরিলে॥
নাগ-আভরণে দেহ হতেছে শোভন। নীলবর্ণ কণ্ঠ তাহে অতি বিমোহন॥
এইরূপ দিব্য শোভা করি দরশন। ব্রহ্মা-আদি দেবগণ হরিষে মগন॥
দেবগণে নিরখিয়া দেব মহেশ্বর। কহিলেন শুন শুন অমর-নিকর॥
শঙ্কর বলিয়া মোরে জানিবে অন্তরে। নাহি ভয় নাহি ভয় কহিনু সবারে॥
রৌদ্রকর্ম্মে মোরে সবে করেছ বরণ। রুদ্রাংশে এ দেহ তাই করেছি ধারণ॥
ভূর্ভুবস্ব চরাচর করিছ দর্শন। রৌদ্রগুণে সব পারি করিতে নিধন॥ এক-
বাণে বিনাশিব ত্রিপুরেরে আমি। তবে কেন ভয় কর কল দেখি, শুনি॥
তোমাদিগে স্বীয় পদ করিব অর্পণ। ভয় নাহি নাহি ভয় ওহে দেবগণ॥
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সুপ্তোত্থিত হন যেন যত দেবগণ॥
করযোড়ে কহে পরে শশাঙ্ক শেখরে। তুমি দেব গতিমাত্র ভব পারাবারে॥
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে মগন হন দেব পঞ্চানন॥
ব্রহ্মারে সারথি পরে করি দরশন। পৃথিবীরে রথরূপী দেখিয়া তখন॥
কহিলেন মহেশ্বর শুন দেবগণ। মম পদাঘাতে পৃথ্বী না রবে এক্ষণ॥
ক্ষয় হবে বসুমতী নাহিক সংশয়। কিরূপে বহিবে মোরে দেবতানিচয়॥
এত বলি পদার্পণ করে রথোপরে। পৃথ্বী সহ রথ যায় পাতাল নগরে॥
তাহা দেখি পদাঙ্গুষ্ঠে সেই রথ তুলি। ধরিলেন মন্ত্রপূত ভবের কাণ্ডারী॥
তখন তাহার পরে করি আরোহণ। করতলে শরাসন করেন গ্রহণ॥
মৌর্ব্বী আরোপণ তাহে যেমন করিল। বাহুবলে ছিন্ন হয়ে অমনি পড়িল॥
তাহা দেখি মহেশ্বর সহাস্য-বদন। পাশুপত মন্ত্র মুখে করে উচ্চারণ॥
মন্ত্র পড়ি ছিন্ন মৌর্ব্বী যোজনা করিল। তবে ধনু আদি সব সুদৃঢ় হইল॥
তখন ব্রহ্মারে কহে দেব পঞ্চানন। ত্বরিতে চালাও তবে যতেক বাহন॥
শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। কত চেষ্টা করে ব্রহ্মা রথের চালনে॥
কিছুতেই রথ নাহি চলিল তখন। তাহা দেখি অধোমুখে রহে পদ্মাসন॥
তাহা দেখি হাস্যমুখে দেব দিগম্বর। পদ্মহস্তে স্পর্শ করে ব্রহ্মশিরোপর॥
পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র করি উচ্চারণ। শিরোপরি করে জপ দেব ত্রিনয়ন॥
তাহে মহাবল ধরে দেব পদ্মযোনি। বাহন চালাতে থাকে হয়ে দণ্ডপাণি॥
এইরূপে রথে চলে দেব দিগম্বর। দূর হতে হেরে তাহা দানব-প্রবর॥

প্রলয়-জলধি সম করয়ে গর্জ্জন। মহেশেরে সম্বোধিয়া কহিল তখন॥
শোন্ শোন্ ওরে মূঢ় তুই কোন্ জন। গমন করিস্ কোথা বলরে এখন॥
কোথা হতে এসেছিস্ আমার গোচরে। ত্রৈলোক্য বিজয়ী আমি জাননা অন্তরে॥আমার শরণ শীঘ্র করহ গ্রহণ। নৈলে পরিত্রাণ তোর নাহি কদাচন
এতেক বচন শুনি কহেন শঙ্কর। শোন্ ওরে দুরাত্মন্ দানব-প্রবর॥
তোমার নিধন হেতু আমি পঞ্চানন। আসিয়াছি এই খানে লয়ে দেবগণ॥
দেবগণে শান্তিদান করিবার তরে। আসিয়াছি ওরে দৈত্য তোমার গোচরে

এতেক বচন শুনি ত্রিপুর তখন। রোষভরে কহে শুন ওহে পঞ্চানন॥
পরাজয় করিয়াছি দেব নারায়ণে। জিনিয়াছি ইন্দ্র চন্দ্র যম হুতাশনে॥
কুবের বরুণ সূর্য্য আমার গোচর। হারিয়া কোথায় গেছে শুনহ শঙ্কর॥
হেন জন কেবা আছে ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে। আমারে সমরে বল বিনাশিতে পারে॥ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আমি করি অবস্থান। স্থির হও মূঢ়মতে নাহি পরিত্রাণ॥ দৈত্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। হাস্য করি মহেশ্বর কহেন তখন॥ বিষ্ণু নহি ইন্দ্র নহি অগ্নি নহি আমি। কুবের বরুণ নহি নহি দিনমণি
আমারে না ভাব তুমি দেব শশধর। তোমার কৃতান্ত আমি ওহে দৈত্যবর॥
তোমারে অদ্যই আমি করিব ভক্ষণ। গ্রাস করি বিনাশিব এ তিন ভুবন॥
শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্যবর ধরে শরাসনে॥
সহস্র সহস্র শর করিয়া যোজন। একেবারে শিবোপরি করে নিক্ষেপণ॥
শিবতেজে শর সব ভস্মীভূত হয়। তাহা দেখি দৈত্যহৃদে লাগিল বিস্ময়॥
তার পর মহেশ্বরে বধিবার তরে। বজ্র অস্ত্র লয় দৈত্য আপনার করে॥
মহাবেগে বজ্র অস্ত্র করিল গমন। শঙ্কর-পদেতে গিয়া হয় নিপতন॥
ভক্তিভরে প্রণমিয়া শিবের চরণে। নিবর্ত্তিত হয় পরে কৃতকৃত্যমনে॥
তাহা দেখি দৈত্যবর রোষেতে মগন। পুনরায় সুদর্শন করেন গ্রহণ॥
দক্ষকরে সুদর্শন লয়ে ক্রোধভরে। উদ্যত হইল দৈত্য শিবে বধিবারে॥
তাহা দেখি পরমাত্মা কহেন তখন। স্থির হও মূঢ়মতে শুনহ এখন॥
তোমার নিকট দেখ কৃতান্ত নগরী। কোথা রবে বল দেখি তব এই পুরী॥
এতেক বচন শুনি কহে দৈত্যবর। বাতুল সমান কথা কহিছ শঙ্কর॥
চক্রাঘাতে যাবে তব অদ্যই পরাণ। বৃথা কেন বকিতেছ উন্মাদ সমান।
এত বলি সুদর্শন করিল ক্ষেপণ। চক্র গিয়া শিবপদে হয় নিপতন।
গৌরীপতি-পদে নতি করি ভক্তিভরে। তিরোহিত হয় চক্র সবার গোচরে।
তাহা দেখি ক্রোধে দৈত্য হয় নিমগন। কোটিসূর্য্য সম শূল করিল গ্রহণ।

মহাবেগে নিক্ষেপিল শিবের উপরে। শিবতেজে সেই শূল ভস্ম হয়ে পড়ে ॥ রোষভরে পঞ্চানন কহেন তখন। দেখ্ দেখ্ মম শক্তি ওরে দুরাত্মন্ ॥ তোমা সহ সর্ব্ব বিশ্ব ভস্মীভূত হবে। তবে ত আমার শক্তি জানিতে পারিবে ॥ এত বলি পিতামহে করি সম্বোধন। মধুর বচনে কহে দেব পঞ্চানন ॥ বেদধ্বনি কর তুমি হরষিত মনে। বাহন চালাও শীঘ্র বিহিতবিধানে ॥ শিবের আদেশ পেয়ে দেব পদ্মাসন। পরম আনন্দনীরে হন নিমগন ॥ সামবেদ উচ্চারণ করিয়া বদনে। চালালেন বেগগামী যতেক বাহনে ॥ বামকরে রজ্জু তিনি করিয়া ধারণ। দক্ষহস্তে যষ্টি লয়ে করেন চালন ॥ রথের ঘর্ঘর শব্দ উঠিয়া গগনে। প্রতিনিনাদিত করে এ তিন ভুবনে ॥ জ্যাশব্দ শ্রবণ করি দানব প্রবর। মোহিত হইয়া হয় বিস্মিত অন্তর ॥ তার পর মহেশ্বর যত দেবগণে। কহিলেন শুন শুন ঐকান্তিকমনে ॥ ত্রিপুর সহিতে ভস্ম হবে ত্রিভুবন। আমার নিকটে সব কর আগমন ॥ আমারে স্মরণ কর হৃদয় মাঝারে। একবাণে ত্রিভুবন নাশিব অচিরে ॥ শিবের মুখেতে শুনি এতেক বচন। দেবগণ শিবপাশে করে আগমন ॥ শিবের শরণ লয় একান্ত অন্তরে। শিব নাম হৃদিমাঝে অনুক্ষণ স্মরে ॥ মনে মনে দেবগণ কহিল তখন। শিবময় মোরা সবে হই সর্ব্বক্ষণ ॥ শম্ভুময় মোরা সবে এ ভবসংসারে। শম্ভু নামে তরি সব ভবপারাবারে ॥ এইরূপে দেবগণে করিয়া স্থাপন। শরাসনে শর শিব করেন যোজন ॥ সপ্তশীর্ষ সেই শর ভীষণ আকার। মহাতেজে ব্যাপি উঠে জগত-সংসার ॥ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সম সেই শর বর। প্রলয়-অনল সম জ্বলে নিরন্তর ॥ প্রলয় সূর্য্যের সম মহাতেজ ধরে। পাশুপত নামে শর খ্যাত চরাচরে ॥ সেই শর নিক্ষেপিল দেব পঞ্চানন। দেখিতে দেখিতে শর উঠিল গগন ॥ ভূলোক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সকলে। সেই শর দগ্ধীভূত অবিলম্বে করে ॥ তার পর দৈত্যদেহ হয় নিপতন। গুহ্যদেশে প্রবেশিল সে শর তখন ॥ শিরোদেশ হতে পরে বাহির হইল। ধরাপৃষ্ঠে দৈত্যবর অমনি পড়িল ॥ অঞ্জন-পর্ব্বত সম পড়িল ভূতলে। দৈত্যগণ ঘন ঘন হাহাকার করে ॥ তার পর পদ্মাসন হরিষে মগন। অমৃতকুণ্ডের জল করেন ক্ষেপণ ॥ চারিদিকে সেই জল হয় নিপতন। পূর্ব্ববৎ সর্ব্ব বিশ্ব হইল সৃজন ॥ স্বর্গেতে দুন্দুভি ধ্বনি ঘন ঘন হয়। নিপতিত হয় কত কুসুমনিচয় ॥ শিবের অপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিতে পারে। বুঝিলে সে জন তরে ভবপারাবারে ॥

অষ্টম অধ্যায়।

ত্রিপুরবধান্তে তদীয় বক্ষোপরি শিবের নৃত্য, দেবগণের বাদ্যকরণ, মহামায়ার আবির্ভাব, এবং হরি কর্ত্তৃক শিবকে বৃষপ্রদান।

বামদেব উবাচ।

পতিতে ত্রিপুরে ভূমাবঞ্জনাচলসন্নিভে।
ননর্ত্ত ত্রিপুরারিশ্চ গীর্ব্বাণা ননৃতুস্তদা ॥

বামদেব কহে শুন ওহে মুনিবর। অপূর্ব্ব ঘটনা যাহা ঘটে তার পর ॥ ত্রিপুর পতিত হয় ধরণী উপরে। অঞ্জন-অচল সম কিবা শোভা ধরে ॥ আনন্দে করেন নৃত্য দেব পঞ্চানন। ঘন ঘন নৃত্য করে যত দেবগণ ॥ মৃদঙ্গ বাদন করে দেব পদ্মযোনি। কাংস্য তাল করে বাদ্য বিষ্ণু চিন্তামণি ॥ মঘমা দুন্দুভিধ্বনি করে ঘন ঘন। বরুণ লইয়া শঙ্খ করেন বাদন ॥ পটহ বাদন করে শমন রাজন। কাহল বাজায় ধনপতি ঘন ঘন ॥ বীণাযন্ত্র বাদ্য করে দেব ঋষিবর। গন্ধর্ব্বগণেরা গীত করে নিরন্তর ॥ সুস্বরে সংগীত করে সুমতি পবন। সামবেদ গান করে যত ঋষিগণ ॥ ঋষিগণ স্তব করে দেব মহেশ্বরে। অযুত বরষ যায় এহেন প্রকারে ॥ এইরূপে নৃত্য করে দেব ত্রিলোচন। নিস্তেজ হইল গ্রহ-নক্ষত্রাদি গণ ॥ নিস্পন্দ সমান হয় দেবতা-নিকর। পৃথিবী চলিল যেন ক্রমে রসাতল ॥ তাহা দেখি দেবগণ করি সম্বোধন। বিনয় বচনে কহে ব্রহ্মারে তখন ॥ দরশন কর চক্ষে ওহে পদ্ম-যোনি। রসাতলগত ক্রমে হতেছে অবনী ॥ কোটি কোটি বিশ্ব করে যে জন ধারণ। সেই শিব রথে আছে করি আরোহণ ॥ আমরা তাঁহারে আর বহিবারে নারি। উপায় তাহার তুমি কর শীঘ্র করি ॥ কোন্ জন শিবনৃত্য করিবে ভঞ্জন। মেদিনীরে সংস্থাপিত করে কোন্ জন ॥ নিশ্চয় ধরণী এবে হইবে যে ক্ষয়। ইহার উপায় কর ওহে মহোদয় ॥ দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ। শিবস্তব পাঠ করে দেব পদ্মাসন ॥ দেবগণ সহ মিলি একান্ত অন্তরে। শিবেরে সম্বোধি স্তব করে ভক্তিভরে ॥ নমো নমঃ সর্ব্বেশ্বর জগতের পতি। শিরোপরি হংসরূপী অগতির গতি ॥ স্বাহাকার স্বধা-

কার তুমি বষট্ কার। তোমা হতে সমুৎপন্ন এ তিন সংসার॥ বিরাজ করহ তুমি সবার অন্তরে। সর্ব্বসাক্ষী তুমি দেব এই চরাচরে॥ সকলের পিতা তুমি নাহিক সংশয়। নমস্তে পরম-ঈশ ওহে দয়াময়॥ শরণ লয়েছে তব যত দেবগণ। কৃপা করি সবাকারে করহ রক্ষণ॥

এইরূপে স্তব করে যত দেবগণ। স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব কহেন তখন॥ শুন শুন দেবগণ বচন আমার। ত্রিপুর অসুর এই অতি দুরাচার॥ সমস্ত জগত ধ্বংস করেছে দুর্জ্জন। হরিয়াছে বজ্র আর চক্র সুদর্শন॥ উচ্চৈঃশ্রবা হরিয়াছে এই দুষ্টমতি। ব্রহ্মার আসন হরে এই মূঢ়মতি॥ এত বলি রোষভরে দেব পঞ্চানন। ত্রিপুরের বক্ষঃস্থলে করি আরোহণ॥ পুনশ্চ নাচিতে থাকে আনন্দের ভরে। কক্ষবাদ্য গালবাদ্য ঘন ঘন করে॥ তাহা দেখি ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ। ভয়েতে বিহ্বল হয়ে কাঁপে ঘন ঘন॥ মনে মনে ভাবে সবে হইয়া বিস্ময়। ভাগ্যদোষে ঘটে বুঝি অকালে প্রলয়॥ বিষণ্ণবদন হেরি যত দেবগণ। কহিলেন পঞ্চানন মধুর-ভাষণে॥ বিষণ্ণ-বদনে কেন ওহে দেবগণ। আনন্দে সকলে বাদ্য করহ বাদন॥ শুন শুন দেবগণ বচন আমার। নৃত্য করি হয় মম আনন্দ সঞ্চার॥ ঈশ্ব-রের আজ্ঞা পেয়ে যত দেবগণ। তাঁর প্রীতি হেতু বাদ্য করে ঘন ঘন॥ তাঁহাদের বাদ্য গীত করিয়া শ্রবণ। পুলকে পূরিত হয় মহেশের মন॥ "জগত-বিনাশী এই দৈত্য দুরাচার।" এত বলি বক্ষে তার উঠি দয়াধার॥ ঘন ঘন নৃত্য করে আনন্দের ভরে। ব্যথিত হইয়া পৃথ্বী কাঁপে থরে থরে॥ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া লভিল শরণ। কহে বিষ্ণো তব পদে করি গো বন্দন॥ জগত পালনে তুমি সদা ততপর। রক্ষা কর মোরে তুমি ওহে গদাধর॥ পৃথ্বীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মহামায়া-স্তব করে দেব নারায়ণ॥ মহামায়ে নমস্তুভ্যং মহাদেবপ্রিয়ে। মহাদেবে তাস্ত কর করুণা করিয়ে॥ ক্রোধানলে জ্বলিতেছে দেব পঞ্চানন। শান্ত কর স্থির কর এ তিন ভুবন॥ নমো নম জগদ্ধাত্রী কল্যাণকারিণী। তোমার আজ্ঞার বশ নিখিল অবনী॥ এইরূপে স্তব করে দেবদেব হরি। স্তবেতে সন্তুষ্ট হন পরম-ঈশ্বরী॥ আবির্ভূত জগন্মাতা গগন উপরে। দিব্যরূপে দরশন দিলেন সবারে॥ বিদ্যুতবরণী সতী মন্মথমর্দ্দিনী। ত্রিভুবনমোহকরী পূর্ণেন্দু-বদনী॥ পুরো-ভাগে আদি শক্তি করি দরশন। নৃত্য হতে ক্ষান্ত হন দেব পঞ্চানন॥ ত্রিপুরের বক্ষ হতে নামিয়া তখনি। দেবগণে সম্বোধিয়া কহে পদ্মযোনি॥ দেবতার আদি যথা আমি পঞ্চানন। তেমতি আদিমা শক্তি কর দরশন॥

হের হের আদি শক্তি সম্মুখে আমার। শান্তিপ্রদায়িনী মম জানিবেক সার॥ যেরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম জানহ আমারে। সেরূপ নির্গুণা ইনি জানিবে অন্তরে॥ সগুণ যেরূপ আমি ওহে দেবগণ। তথা গুণবতী ইনি বিদিত ভুবন॥ নির্গুণা অথচ ইনি সগুণরূপিণী। আদিমা প্রকৃতি সতী ব্রহ্ম সনাতনী॥ ইহাঁরে দেখিতে বাঞ্ছা করেছ সকলে। দেখ দেখ সনাতনী কিবা শোভা ধরে আদ্যাশক্তি সহ আমি করিব রমণ। এতেক বাসনা মনে করেছি এখন॥ দেবগণে এত বলি শশাঙ্ক-শেখর। বাহুপাশে মহেশীরে ধরেন সত্বর॥ দেবতা-সমীপে শিবে তথাভূত হেরি। দশ দিক উদ্ভাসিয়া কহেন শঙ্করী॥ গগন-উপরে রহি কহেন তখন। শুন শুন ভগবন্ আমার বচন॥ নমো নমঃ ভগবন্ তোমার চরণে। অপরাধ ক্ষমা কর কৃপা বিতরণে॥ ধরা-তলে করিবারে ধর্ম্মের সংস্থান। নির্গুণ হইয়া তুমি হয় গুণবান॥ তব পাদপদ্ম আমি করিতে দর্শন। আসিয়াছি এই স্থানে ওহে ত্রিলোচন॥ জনম ধরিব আমি দক্ষের আগারে। আমারে করিবে বিভা ধর্ম্ম অনুসারে॥ এত বলি সনাতনী তিরোহিতা হন। প্রণাম করেন তাঁরে যত দেবগণ॥ দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। কহিলেন মহেশ্বর যত দেবগণে॥ আদিশক্তি যা বলিল ওহে দেবগণ। তোমরা সকলে তাহা করিলে শ্রবণ॥ যাবত শঙ্করী নাহি ধরিবে জনম। হিমালয়ে তত দিন করিব যাপন॥ তোমরা সকলে যাও নিজ নিজ পুরে। নিঃশত্রু হইয়া বাস করহ সকলে॥ ব্রহ্মপুরে পদ্মাসন করেন গমন। শ্বেতদ্বীপে যান চলি শ্রীমধুসূদন॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মযোনি। কহিলেন শুন শুন ওহে শূলপাণি॥ নমস্কার তব পদে সর্ব্বলোকেশ্বর। সকলের হিতকারী তুমি দিগম্বর॥ আমাদের উপকার করিবার তরে। অবতার হলে তুমি কৃপাবৃষ্টি করে॥ আদি মধ্য অন্ত তব জানে কোন্ জন। যোগিজন জানিবারে না হয় সক্ষম॥ নির্লেপ নির্গুণ যিনি এ ভবসংসারে। তাঁর তত্ত্ব বল কেবা জানিবে কি করে॥ পরম-কল্যাণকর তোমা নমস্কার। পরানন্দময় তুমি ওহে দয়াধার॥ তব পাদপদ্মরজে মোরা দেবগণ। হইলাম নিষ্কলুস ওহে পঞ্চানন॥ তব শান্তরূপ হেরি এ তিন সংসার। পাইল পরমা শান্তি ওহে গুণাধার॥ এইরূপে স্তব করি দেব পদ্মাসন। নতশিরে শিবপদে করেন বন্দন॥ ইন্দ্র আদি দেবগণ বন্দে ভক্তিভরে। পরম পুলকে মগ্ন হইল অন্তরে॥ তার পর দেবদেব শ্রীমধুসূদন। মহেশেরে দান করে বৃষ মনোরম॥ ধর্ম্মরূপী সেই বৃষ সুরভি-তনয়। বাহনার্থ শঙ্করেরে দেন মহোদয়॥

ধর্ম্মরূপ বৃষ লাভ করি পঞ্চানন। পরম আনন্দনীরে হন নিমগন॥ তার পর ব্রহ্মা আদি দেবতা-নিকর। ভক্তিভরে প্রণমিয়া শিবপদোপর॥ আত্মারে অর্পণ করি তাঁহার চরণে। আনন্দে চলিয়া যান নিজ নিজ স্থানে॥ বৃষ লাভ করি হৃষ্ট দেব পঞ্চানন। পরম সন্তুষ্ট-হৃদে করেন যাপন॥ হিমাচলে তার পর করিলেন গতি। মনসুখে সেই স্থানে করেন বসতি॥ এত বলি বামদেব তুণ্ডি ঋষিবরে। কহিলেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে॥ নির্গুণ পরমব্রহ্ম হয়ে পঞ্চানন। গুণবান্ রূপবান সেই রূপে হন॥ বলিনু তোমার পাশে সে সব কাহিনী। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহামুনি॥ এই সব ধর্ম্মকথা যেই জন শুনে। শুভ গতি হয় তার জানিবে অন্তিমে॥ পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়। বিহরে স্বর্গপুরে নাহিক সংশয়॥ দেবগণ তারে পূজা করে সর্ব্বক্ষণ। তপোধন তারে ভবে সতত সেবন॥ শ্রীশিব পুরাণ কথা অতি মনোহর। শুনিলে তাহার হয় পবিত্র অন্তর॥

—— —— * ——

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কর্তৃক দক্ষসকাশে প্রার্থনা করিয়া সতীকে গ্রহণ করে হিমালয়গুহায় লইয়া শিবকরে সমর্পণ।

তুণ্ডিরুবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেঽহং কৃতকৃত্যোঽন্তরাত্মনা।
আনন্দজলধৌ মগ্নঃ শিখীব ঘননিঃস্বনৈঃ।
সা কথং বামদেবর্ষে জজ্ঞে দক্ষগৃহে পুরা।
তস্যাশ্চ শুভমুদ্বাহং কৃতবান ভগবান কথং।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং চরিতং শূলিনো মুনে॥

বামদেবে তুণ্ডি ঋষি করি সম্বোধন। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ ওহে মহাত্মন্॥ তব মুখে সুধাকথা করিয়া শ্রবণ। কৃতকৃত্য হলো মম অন্তর-আত্মন্॥ জলদ-গর্জ্জন যথা পশিলে শ্রবণে। হরিষে ময়ূর হয় পুলকিত মনে॥ সেরূপ ভাসিনু আমি আনন্দ-সাগরে। এখন জিজ্ঞাসি মুনে তোমার গোচরে॥ দক্ষগৃহে কিরূপেতে জনমে পার্ব্বতী। কিরূপে তাঁহারে বিভা করে পশুপতি॥ এই সব শুনিবারে করি গো কামনা। বর্ণন করিয়া মম পুরাও বাসনা॥

তব মুখে সুধাকথা করিয়া শ্রবণ। তৃপ্তি নাহি হয় মম ওহে মহাত্মন্॥
ঈশ্বর-চরিত শুনি শ্রবণ-বিবরে। কোন্ জন বল ভুমে ক্ষান্ত হতে পারে॥
শিব শব্দ কর্ণে আমি করিয়া শ্রবণ। পরম আনন্দ-নীরে হই নিমগন॥
এত শুনি বামদেব কহে মিষ্ট স্বরে। সাধু সাধু মহাভাগ তুমি হে সংসারে॥
ধন্য ধন্য তুমি মুনে ওহে মহাত্মন্। শিবোপরে তব মতি হয়েছে যখন॥
শিবভক্ত নর বাস করয়ে যথায়। জনার্দ্দন নিরন্তর রহেন তথায়॥ তথা রহে ইন্দ্র আদি যত দেবগণ। তত্র গঙ্গা সরিদ্বরা শাস্ত্রের বচন॥ পুষ্করাদি সর্ব্বতীর্থ বিরাজে সেখানে। শাস্ত্রের বচন এই কহি তব স্থানে॥ শিবভক্ত সাথে যদি করে সম্ভাষণ। সর্ব্বতীর্থ স্নান ফল পায় সেই জন॥ অতএব শুন ভৃগু তুমি মহোদয়। আমিও পবিত্র হৈনু নাহিক সংশয়॥ কেননা তোমার সহ মম সম্ভাষণ। হইতেছে বহুক্ষণ ওহে মহাত্মন্॥ শুভময় শিবে মতি হয়েছে তোমার। শিব তুল্য তুমি ভৃগু জগত-মাঝার॥ শিবের চরিত পুনঃ করিব কীর্ত্তন। মন দিয়া শুন ওহে শিবপরায়ণ॥ ব্রহ্মহৃদি হতে জন্মে দক্ষ-প্রজাপতি। বেদশাস্ত্রে বিশারদ সেই মহামতি॥ ষষ্টিসংখ্য কন্যা তার লভয়ে জনম। পীনোন্নতস্তনী সবে পূর্ণেন্দুবদন॥ ক্ষীণকটি রূপবতী তাহারা সকলে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুণবতী জানিবে অন্তরে॥ পরম সুন্দরী তিনি নাম তাঁর সতী। গুণবতী সতী সাধ্বী ধর্ম্মে তার মতি॥ শিব-প্রিয়া আদি শক্তি জানিয়া তাঁহারে। পদ্মযোনি সম্বোধিয়া কহেন দক্ষেরে॥ শুন দক্ষ মহাভাগ আমার বচন। অতি পুণ্যবান্ তুমি ওহে মহাত্মন্॥ আদ্যাশক্তি লোকমাতা তোমার আগারে। কন্যারূপে জন্মিয়াছে জানিবে অন্তরে॥জগতের হিত হেতু তুমি মহাত্মন্। শিবকরে এই কন্যা করহ অর্পণ॥ শিবা সহ মহেশের হইবে মিলন। পরম দুর্ল্লভ ইহা ওহে মহাত্মন্॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনি প্রজাপতি। বিনয়-বচনে কহে ওহে মহামতি॥ কৃতার্থ হইনু আজি তব দরশনে। এখন নিবেদি যাহা শুনহ শ্রবণে॥ আগেতে দেখিবে বরপাত্র যে কেমন। দেখিবে তাহার পর বিদ্যা কুল ধন॥ এই ত শাস্ত্রের বিধি জানিগো অন্তরে। অতএব নিবেদন তোমার গোচরে॥ মহাদেব কিবা রূপ বলহ এখন। কোন্ বেদে সেই জন হয় পরায়ণ॥ কিবা গোত্র কার পৌত্র কাহার তনয়। কিবা ধন আছে তাঁর কহ মহোদয়॥ দাতা কিম্বা সেই জন হবে বা কৃপণ। কিরূপ চরিত্র তার বলহ এখন॥

এতেক বচন শুনি কমল-আকর। কহিলেন শুন শুন ওহে গুণধর॥ তত্ত্ববিশারদ তুমি জানি গো অন্তরে। সাধু কথা জিজ্ঞাসিলে আমার গোচরে

শিবের বৃত্তান্ত সব করিব বর্ণন। একে একে সব তুমি করহ শ্রবণ॥ কি বলিব তব পাশে ওহে বিজ্ঞবর। রূপের তুলনা নাহি জগত-ভিতর॥ সহস্র-বদন তিনি করেন ধারণ। একবক্ত্র কভু হন কভু পঞ্চানন॥ সহস্র-চরণ কভু সেই জন ধরে। একপদে কভু রহে সংসার-ভিতরে॥ সহস্র মস্তক কভু হয় দরশন। একশির কভু দেখি ওহে মহাত্মন্॥ ত্রিনেত্র কখন দেখি সেই মহেশ্বর। শতচক্ষু হয় কভু নয়নগোচর॥ সহস্র নয়ন কভু দরশন করি। কখন কি ভাব ধরে বুঝিবারে নারি॥ হিম কুন্দ ইন্দু সম তাঁহার বরণ। ধূম্রারুণ কভু কভু হয় দরশন॥ বিদ্যুত-সুবর্ণবর্ণ কভু বা নেহারি। নীল মেঘ সম বর্ণ কখন বা হেরি॥ কিরূপ তাঁহার বিদ্যা ওহে মহাত্মন্। বিদ্যাবলে তাহা কেহ না জানে কখন॥ সর্ব্ববিদ্যাময় হয় সেই দিগম্বর। অবিদ্যাতন্ময় সেই জগত-ঈশ্বর। বেদেতে তাঁহার সীমা জানিবারে নারি। সর্ব্ববেদময় তিনি ভবের কাণ্ডারী॥ তাঁহার গোত্রের কিছু নাহিক নির্ণয়। সদা সর্ব্বগুণ তিনি সর্ব্বগোত্রময়॥ গোত্রাগোত্রময় হন সেই শূলপাণি। গোত্রের অধিপ তিনি অন্তরেতে জানি॥ নির্ধন সতত বটে সেই পঞ্চানন। সব জনে ধন কিন্তু করেন অর্পণ॥ পরম সুখদ তিনি এভব সংসারে। অতিদাতা মুক্তিদাতা জানি গো অন্তরে॥ ভূর্ভুবস্ব চরাচর করিয়া সংহার। দিবানিশি শ্মশানেতে করেন বিহার॥ তাঁহার স্বভাব এই করি দরশন। জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণন॥ বরের উচিত পাত্র সেই পশুপতি। তাঁরে কন্যাদান কর ওহে প্রজাপতি॥ দক্ষ কহে মহাদেবে বরের লক্ষণ। কিছুমাত্র নাহি দেখি ওহে পদ্মাসন॥ তবে কেন কন্যা দান করিব তাহারে। রাজীব-লোচনা কন্যা বিদিত সংসারে॥ ক্রিয়াকাণ্ড-বহির্ভূত সেই শম্ভু হয়। কিরূপে তাহারে কন্যা দিব মহোদয়॥

এতেক বচন শুনি বিধি প্রজাপতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি॥ সকল ভূতের হন শঙ্কর শঙ্কর। সকল দেবতা হতে তিনিই প্রবর॥ ত্রিপুর বিনাশ হয় পূর্ব্বেতে যখন। নির্গুণ মহেশ হন সগুণ তখন॥ অতএব কিবা বল আর গুণ চাই। তাঁহার সমান বর অন্য কোথা পাই॥ ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন। দক্ষ প্রজাপতি কহে ওহে পদ্মাসন॥ তুমি আর বিষ্ণু দোঁহে আমার শঙ্কর। আর কারে নাহি জানি অন্তর-ভিতর॥ তোমারে তনয়া আমি করিব প্রদান। তুমি লয়ে যাহ ইচ্ছা হয় যেই স্থান॥ দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরমেষ্ঠী পিতামহ পুলকে মগন॥ সতীরে আপন সঙ্গে করিয়া তখনি। অবিলম্বে চলি যান যথা শূলপাণি॥

হিমালয় গিরিপরে করিয়া গমন। বিধানে শিবেরে করে সতী সমর্পণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ সপ্তঋষি সবে। মনের হরিষে সবে মাতিল উৎসবে॥
শিবশিবাশিরে হয় কুসুম-পতন। এরূপে বিবাহ কার্য্য হয় সমাপন॥
তার পর যান ব্রহ্মা আপনার পুরে। দেবগণ গেল চলি নিজ নিজ স্থলে॥
শিবের বিবাহ কথা পড়ে যেই জন। অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ॥
বংশধর পুত্র তার জনমে আগারে। সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু সবারে॥
তাই বলে দ্বিজ কালী ওহে মূঢ়মন। হৃদিপদ্মে ভাব সদা শিবের চরণ॥

দশম অধ্যায়।

হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া সতীসহ শিবের কৈলাসবাস, একদা গগনে ধূমশিখা দর্শনে সতীর বিস্ময় ও তদ্বিষয়ে কথোপকথন, এবং সতীর পিতৃগৃহে গমন ও অগ্নি প্রবেশ।

বামদেব উবাচ।

প্রাপ্য দাক্ষায়ণীং দেবঃ শিখরে হিমবতঃ।
পুলোমকন্যয়েবেন্দ্রস্তথা রেমে যথোচিতং॥

বামদেব কহে শুন ওহে ঋষিবর। দাক্ষায়ণী লাভ করি দেব দিগম্বর॥
শচী সহ ইন্দ্র যথা করয়ে রমণ। উমা সহ শিব ক্রীড়া করেন তেমন॥
গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হতেছে যেখানে। শীতল সমীর বয় সুমৃদু-বহনে॥
ভ্রমরেরা গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়। শিব শিবা ক্রীড়া করে তথায় তথায়॥
ধাতুময় কন্দরেতে করেন বিহার। সরোবরে জলকেলি করে অনিবার॥
কুচভরে অবনত সতীরে লইয়ে। বিহার করেন প্রভু আনন্দ-হৃদয়ে॥
এইরূপে জগৎপিতা জগন্মাতা সনে। বহুকাল বাস করে পর্ব্বতভবনে॥
একদিন আসিলেন দেব পদ্মযোনি। দেখিতে বাসনা করি প্রভু শূলপাণি॥
দেখিলেন বসি আছে দেব পঞ্চানন। বিম্বাধরে মৃদু হাস্য হতেছে শোভন॥
উত্তরীয় শোভা পায় ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরে। বসিয়া আছেন প্রভু আসন উপরে॥
বামপার্শ্বে আছে বসি দেবী সনাতনী। কমললোচনা সতী ব্রহ্মাসনাতনী॥
চামর আপন হাতে করিয়া গ্রহণ। জগদ্গুরু মহেশেরে করিছে বীজন॥
তথাভূত দোঁহাকারে করি দরশন। পরমেষ্ঠী পিতামহ করেন বন্দন॥

সঙ্গেতে আছিল যত দেবতানিকর। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধরণী উপর ॥
করযোড় করি পরে দেব পদ্মাসন। শিবশিবা দোঁহাপদে করে নিবেদন ॥
নমস্তভ্যং ভগবতে পরম-ঈশ্বরি। প্রসন্ন দুজনে হও মোদের উপরি ॥
আমি ব্রহ্মা এই হরি এই দেবগণ। তোমার চরণকৃপা যাচি অনুক্ষণ ॥
তোমার প্রসাদে মোরা রব যথাস্থানে। বিশ্বাস আছয়ে ইহা নিবেদি চরণে ॥
বহুদিন ছিনু মোরা মাতৃহীন হয়ে। এখন লভেছি মাতা সতীরে পাইয়ে ॥
তোমাদের দুই জনে করিতে দর্শন। আসিয়াছি দেবগণ ওহে ভগবন্ ॥
যুগে যুগে পরিরক্ষা করহ সবারে। সর্ব্বকার্য্যে লই মোরা শরণ তোমারে ॥
আমাদের হিত হেতু হইয়ে নির্গুণ। কৃপা করি হলে প্রভু তুমি গো সগুণ ॥
জগতের নাথ তুমি ওহে মহোদয়। তব অংশে জন্মিয়াছি যত দেবচয় ॥
অনুগ্রহ যেন থাকে সবার উপরে। এই ভিক্ষা করি প্রভু তোমার গোচরে ॥
এতেক বচন শুনি শশাঙ্ক-শেখর। কহিলেন শুন শুন অমর-নিকর ॥
অনুগ্রহ রবে মম সবার উপরে। যেরূপ ত্রিপুর হতে রক্ষেছি সবারে ॥
এত শুনি কহে ব্রহ্মা ওহে ভগবন্। আমাদেরো বাঞ্ছা এই করি নিবেদন ॥
যুগে যুগে রেখো সবে তোমার চরণে। এখন আদেশ দেহ যাই নিজস্থানে ॥
দেবগণ নিজস্থানে করুন্ গমন। আমি হরি দোঁহে যাই আপন ভবন ॥
এরূপে প্রার্থনা করি বন্দিয়া চরণে। বিদায় লইয়া সবে যায় নিজ স্থানে ॥
সত্যলোকে পিতামহ করেন গমন। বৈকুণ্ঠ নগরে যান দেব নারায়ণ ॥
অন্য অন্য দেবতারা নিজ স্থানে যায়। শিবশিবা পূর্ব্ববৎ রহেন তথায় ॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিলে গমন। সতীরে সম্বোধি প্রভু কহেন তখন ॥
তোমারে লইয়া প্রিয়ে যাব অন্যস্থানে। যাবত দেবতাগণ জেনেছে এখানে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী করেন স্বীকার। উভয়ে গেলেন পরে কৈলাস-আগার ॥
নানাধাতুময় হয় কৈলাসশিখর। ষড় ঋতু বিরাজিত তথা নিরন্তর ॥
মুমুক্ষু যে জন হয় এ ভবসংসারে। তাহারাই যেতে পারে কৈলাসশিখরে ॥
কল্পতরু চারিদিকে হয় শোভমান। প্রভা শোভে যেন কোটিচন্দ্রের সমান॥
শিবের পরম প্রিয় এই স্থান হয়। ধ্যানযোগে দেখে ইহা যত যোগীচয় ॥
আদিমা জননী সহ দেব পঞ্চানন। নিরন্তর সেই স্থানে করে বিচরণ ॥
শিবের বৃষভ তথা আনন্দে বিচরে। হেন স্থান নাহি আর জগত-ভিতরে ॥
শুন শুন তুণ্ডি ঋষে অপূর্ব্ব ঘটন। এইরূপে কিছুকাল করিলে যাপন ॥
একদিন ধূমশিখা উঠিল গগনে। যজ্ঞধূম হয় উহা জানিবেক মনে ॥
পৃথিবীতে কোন যজ্ঞ হতেছে সাধন। তার ধূমরাশি উঠি স্পর্শিছে গগন ॥

আশ্চর্য্য সে ধূম দেখি জগত-জননী। চিদানন্দময় শিবে কহেন তখনি॥ শুন শুন জগন্নাথ আমার বচন। ধূমরাশি উঠিতেছে কর দরশন॥ পাণ্ডুবর্ণ ধূমশিখা উঠিয়া গগনে। জলদ করিছে ভেদ দেখ ক্রমে ক্রমে॥ যদি তব স্নেহ থাকে আমার উপর। এ ধূম কিসের হয় বলহ শঙ্কর॥ জগদ্গুরু বিশ্বনাথ করিয়া শ্রবণ। সহাস্যবদনে কহে গম্ভীর-বচন॥ শুন শুন ওগো সতি বচন আমার। তব পিতা প্রজাপতি গুণের আধার॥ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করে দেবগণ সনে। সেই ধূমশিখা উঠি স্পর্শিছে গগনে॥

এত শুনি সতী দেবী ধীরে ধীরে কয়। সর্ব্বদেবেশ্বর তুমি ওহে মহোদয়॥ তবে কেন তব নাহি হয় নিমন্ত্রণ। পিতা মম মূর্খ অতি করি দরশন॥ এত শুনি শিব কহে শুন প্রিয়তমে। যে সব দেবতা গেছে যজ্ঞ-আয়তনে॥ তাহারা করিবে তথা যজ্ঞাংশ ভোজন। তাহাতেই মম প্রীতি হবে সম্পাদন॥ সেই সব দেবরূপী জানিবে আমারে। নির্গুণ পুরুষ আমি সত্য হে সংসারে॥ সেই সব দেবগণ গুণবান্ হন। তাদের উদ্দেশে যজ্ঞ হতেছে সাধন॥ শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া তখনি। বিনয়-বচনে কহে জগত-জননী॥ জগতের পতি তুমি ওহে পঞ্চানন। আজ্ঞা কর পিতৃগৃহে করিব গমন॥ মাতৃ-পিতৃপদ আমি দর্শন করিব। সেই সব দেবগণে নয়নে হেরিব॥ যজ্ঞেতে পিতার শ্রদ্ধা দেখি অতিশয়। অতএব আজ্ঞা কর যাই মহোদয়॥ এত শুনি মিষ্টভাবে কহে পঞ্চানন। যাহ প্রিয়ে পিতৃযজ্ঞে করহ গমন॥ পিতৃমাতৃ-পদ আর দেবগণে হেরি। অবিলম্বে এসো প্রিয়ে কৈলাসেতে ফিরি॥ আদেশ পাইয়া সতী করিল গমন। অবিলম্বে পিতৃগৃহে উপনীত হন॥ তাঁহাবে হেরিয়া ব্রহ্মা বন্দে নতশিরে। ইন্দ্রোপেন্দ্র বরুণাদি নমে ভক্তিভরে॥ কিন্তু দক্ষ তাঁরে দেখি না কহে বচন। কিছুই আদর নাহি করিল তখন॥ বরঞ্চ ক্রোধের ভরে যত দেবগণে। সম্বোধিয়া কহে দক্ষ লোহিতনয়নে॥ অশুদ্ধ হইল মম যজ্ঞ-আয়তন। যে হেতু শিবের প্রিয়া করে আগমন॥ পূয় মাংস অস্থিময় শ্মশানে শ্মশানে। সতত বেড়ায় যেই নিজপতি সনে॥ আমার যজ্ঞেতে সেই আসে কি কারণ। অতীব অশুদ্ধ হলো যজ্ঞ-আয়তন॥ এত শুনি দক্ষে কহে দেব পদ্মযোনি। এ কি কথা কহ দক্ষ পাপিষ্ঠ যে তুমি॥ শিবপ্রিয়া কেবা হয় জাননা ইহাঁরে। আদ্যা শক্তি এই দেবী জগত সংসারে॥ ইহাঁ হতে জগত্রয় হয় উৎপাদন। তবে হেন কথা কহ কেন অকারণ॥ শঙ্কর যে কেবা হন কিরূপে জানিবে। তাঁর তত্ত্ব ভবধামে বল কে বুঝিবে॥ ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে আমি জানিবারে নারি। ভাগ্যবশে লভিয়াছ কন্যা মহেশ্বরী॥

যাঁহারে করিলে তুষ্ট মোরা দেবগণ। মহাপ্রীতি লাভ করি ওহে মহাত্মন্॥
ত্রিনয়ন শোভা পায় যাহার কপালে। হবি দান কর দক্ষ সেই মহেশ্বরে॥
দধীচি দক্ষেরে কহে শুন মহামতি। ব্রহ্মার বচন রক্ষা করহ সংপ্রতি॥
ধর্ম্মবুদ্ধি হবে তব জানিবে অন্তরে। আমার বচন ধর হৃদয়-মাঝারে॥
এতেক বচন শুনি কহে দক্ষরায়। শুন শুন নিবেদন করি সবাকায়॥
শ্মশানে শ্মশানে যেই করে বিচরণ। হবিদান তারে নাহি করিব কখন॥
বিষ্ণুর উদ্দেশে দান যাহা কিছু হয়। অনন্ত তাহার ফল ওহে মহোদয়॥
দধীচি এতেক শুনি কহিল তখন। শিব হতে শ্রেষ্ঠ দেব না হেরি কখন॥
অতএব হবির্ভাগ অর্পহ তাহারে। বুদ্ধে বিচক্ষণ তুমি ভাবহ অন্তরে॥
দক্ষ কহে শুন শুন আমার বচন। রক্ষক আছেন যজ্ঞে স্বয়ং নারায়ণ॥
তখন যজ্ঞের হবি না দিব রুদ্রেরে। কি ভয় তাহাকে বল আছয়ে সংসারে॥
মম আজ্ঞাবহ আছে যত দেবগণ। ইহাদিগে যজ্ঞ হবি করিব অর্পণ॥
যদ্যপি কুপিত হয় সেই মহেশ্বর। তাহে কিবা আছে ভয় দেবতা-নিকর॥
এতেক বচন শুনি দধীচি তখন। কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন্॥
কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা দেবগণ। যেই কেহ এই যজ্ঞে থাক্ সর্ব্বক্ষণ॥
যদ্যপি কুপিত হন দেব পশুপতি। যজ্ঞভঙ্গ হবে তব ওহে মহামতি॥
তাঁহা হতে সৃষ্টি হয় এ তিন ভুবন। তাঁহা হতে সদা রক্ষা হতেছে সাধন॥
তাঁহা হতে পুনঃ হয় সবার সংহার। এই হেতু রুদ্র নাম ধরে গুণাধার॥
দধীচির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। দক্ষ কহে শুন শুন ওহে মহাত্মন্॥
শিবের মাহাত্ম্য যত দেবগণ জানে। লজ্জাহীন সদা ভ্রমে শ্মশানে শ্মশানে॥
উলঙ্গ হইয়া সদা করে বিচরণ। কুচরিত্র তার সম আছে কোন্ জন॥
অতএব মম বাক্য শুনহ সকলে। তার গুণ গান যেন কেহ নাহি করে॥
তার গুণ কেহ নাহি করিও কীর্ত্তন। আমার বচন সবে করহ রক্ষণ॥
এত শুনি দক্ষে কহে দধীচি সুমতি। শুন শুন মম বাক্য ওহে মহামতি॥
তাঁহারে হৃদয়মাঝে করিলে স্মরণ। অখিল যাতনারাশি হয় বিমোচন॥
মুক্তিলাভ হয় তার নাহিক সংশয়। হৃদয়ে ভাবিয়া দেখ ওহে মহোদয়॥
তাঁর নিন্দাবাদ করে যেই অভাজন। সুখ মুক্তি তার নাহি হয় কদাচন॥
আমার বচন যদি না কর পালন। যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তব ওহে মহাত্মন॥
রুদ্রের উপরে দ্বেষ করেছ যখন। মঙ্গল তোমার নাহি হবে কদাচন॥
এরূপে দধীচি করে প্রবোধ প্রদান। বুঝালেন নানামতে ব্রহ্মা মতিমান্॥
কিন্তু সে পাপিষ্ঠ দক্ষ না বুঝি অন্তরে। শিবনিন্দা নিজ মুখে নানামতে করে॥

পতিনিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ। মনে মনে সতীদেবী মহারুষ্ট হন॥ দেবগণ-সমক্ষেতে অতি রোষভরে। প্রবেশ করেন সতী যজ্ঞীয় অনলে॥ আদিমা প্রকৃতি সতী মহাজ্যোতির্ময়ী। বহ্নিজ্যোতি সঙ্গে মিলি চিদানন্দ-ময়ী॥ দেখিতে দেখিতে দেবী হন অদর্শন। দেখালেন পতিভক্তি সবার সদন॥ শিবশিবালীলা বুঝে হেন কোন্ জন। তাই বলি দোঁহাপদে মজ ওরে মন॥

একাদশ অধ্যায়।

দক্ষযজ্ঞধ্বংসপ্রসঙ্গে বীরভদ্রের জন্ম, শিবকর্ত্তৃক তাঁহাকে অভেদ্যনামক কবচ, অক্ষয় তূণ, পঙ্কজমালা ও বজ্র নামক পরশু প্রদান।

বামদেব উবাচ।

তস্যামগ্নৌ প্রবিষ্টায়াং দক্ষরোষাত্তথা মুনে।
বিস্ময়াবিষ্টমনসো বভূবুস্ত্রিদিবৌকসঃ॥
তাং দক্ষস্তু তথাভূতাং দৃষ্ট্বা বিহ্বলমানসঃ।
যজ্ঞস্য প্রলয়ং নিত্যং মেনে স্বনিকটস্থিতং॥

বামদেব কহে শুন ওহে মহামতি। এরূপে অগ্নিতে পশে আদিমা প্রকৃতি॥ দক্ষপ্রতি রোষ করি দেবী সনাতনী। পশিলেন অগ্নি মাঝে ওহে মহামুনি॥ তাহা দেখি দেবগণ বিস্ময়ে মগন। বিহ্বল হইয়া দক্ষ করয়ে চিন্তন॥ যজ্ঞে বুঝি বিঘ্ন হয় বুঝিবারে নারি। প্রলয় ঘটে বা বুঝি কি উপায় করি॥ এদিকে কৈলাসপুরে শশাঙ্কশেখর। জানিলেন জ্ঞানচক্ষে সব দিগম্বর॥ রোষ উপজিল আসি তাঁহার অন্তরে। ধরিলেন রুদ্রমূর্ত্তি ভীষণ আকারে॥ প্রলয়ে যেরূপ রূপ করেন ধারণ। ধরিলেন সেইরূপ দেব পঞ্চানন॥ যেমন উপজে রোষ অন্তরে তাঁহার। অমনি বদন তাঁর হয় রক্তাকার॥ ললাট হইতে ঘর্ম্ম পড়ে ধরাতলে। ঘর্ম্ম হতে এক বীর জন্মে ত্বরা করে॥ মহাবীর জন্মি এক করি সম্বোধন। মহেশেরে কহে শুন ওহে পঞ্চানন॥ কি করিতে হবে মোরে দেহ অনুমতি। তোমার আদেশ রক্ষা করিব সংপ্রতি

এতেক বচন তার করিয়া শ্রবণ। গদ্গদ বচনে শম্ভু কহেন তখন॥ মম ক্রোধ হতে জন্ম হয়েছে তোমার। বীরভদ্র নাম তব হইল প্রচার॥ শীঘ্র করি যাহ তুমি দক্ষের আগারে। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কর কহিনু তোমারে॥ এত বলি ভগাবন দেব পঞ্চানন। অভেদ্য কবচ তারে করেন অর্পণ॥ অক্ষয় তূণ প্রদান করিল তাহারে। অর্পিলেন পদ্মমালা হরিষ অন্তরে॥ বজ্রাখ্য পরশু আরো করেন প্রদান। পরশুর আভা শতসূর্য্যের সমান॥ শিবের আদেশ শিরে করিয়া ধারণ। অবিলম্বে বীরভদ্র করিল গমন॥ প্রমথগণেরে সঙ্গে লইয়া হরিষে। চলিলেন ক্রোধভরে যজ্ঞের উদ্দেশে॥ প্রমথগণের রূপ কি করি বর্ণন। গজমুখ কেহ কেহ কেহ অশ্বানন॥ মার্জ্জার সমান মুখ কোন জন ধরে। বাকমুখ কোন জন চলে হর্ষভরে॥ সর্পমুখ কেহ কেহ নকুলবদন। শতমুখ কেহ কেহ সংস্রবদন॥ এক মুখ দুই মুখ কাহার কাহার। ছিন্নবাহু কেহ কেহ হয় আগুসার॥ একপদ কেহ কেহ করিছে গমন। জটাজুট কেহ শিরে করয়ে ধারণ॥ চিতিভস্ম কারো কারো শোভিছে শরীরে। এইরূপে শিবসৈন্য দ্রুতগতি করে॥ বীরভদ্র মহাবেগে করয়ে গমন। পদভরে ধরা দেবী কাঁপে ঘন ঘন॥ খেচর যাহারা ছিল গগন উপরে। ভয় পেয়ে দ্রুতগতি পলায়ন করে॥

মহাতেজ বীরভদ্র শূল লয়ে করে। উপনীত এসে আসি যজ্ঞের আগারে॥ দ্বারদেশে দ্রুতগতি করি আগমন। বিষ্ণুরে সম্বোধি কহে শুন মহাত্মন্॥ পথ ছাড় আমি যাব যজ্ঞ আয়তনে। শিবদ্বেষী নাহি হও কহি তব স্থানে॥ দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হেতু দেব পঞ্চানন। আমাকে যজ্ঞের স্থানে করেছে প্রেরণ॥ তুমিও শিবের ভক্ত ওহে নারায়ণ। আমিও শিবের ভক্ত বিদিত ভুবন॥ বিরোধ তোমার সহ উচিত না হয়। এত শুনি বিষ্ণু কহে শুন মহোদয়॥ সত্য বটে যাহা তুমি কহিলে বচন। পরা গতি হন মম দেব পঞ্চানন॥ তবু যাহা বলি তাহা শুনহ শ্রবণে। শুনি তাহা বিবেচনা কর নিজমনে॥ প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে দক্ষের গোচরে। রাখিব ব্যাঘাত হতে তদীয় যজ্ঞেরে॥ অন্যথা তাহার নাহি করিব এখন। মনে মনে বুঝ ইহা ওহে মহাত্মন্॥ বিবেচনা এই সব করিয়া অন্তরে। সমুচিত যাহা হয় করহ বিচারে॥ এতেক বচন শুনি বীরভদ্র কয়। শুন শুন নারায়ণ তুমি মহোদয়॥ অগতির গতি সেই দেব পঞ্চানন। তোমারে পূর্ব্বেতে দিয়াছেন সুদর্শন॥ তাঁহার কৃপায় তব হয়েছে উন্নতি। এখন প্রতিজ্ঞা নাহি লঙ্ঘিবে সুমতি॥ তোমার প্রতিজ্ঞা আজি করিব ভঞ্জন। সব দেবগণে আজি করিব নিধন॥

যাঁহার ভ্রূক্ষেপে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়। তাঁর আজ্ঞাবহ আমি জানিবে নিশ্চয়॥
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। আমার সম্মুখ হতে করহ গমন॥
কেন বল প্রবেশিবে কৃতান্ত-বদনে। মন্দভাগ্য অতি তুমি জানিলাম মনে॥
এতেক বচন শুনি নারায়ণ কয়। সত্য ভঙ্গ কি প্রকারে করি মহোদয়॥
আমার সহিতে যুদ্ধ করি বীরবর। দক্ষ যজ্ঞ বিনাশন কর তার পর॥
বীরভদ্র হাসি হাসি কহিল বচন। কালগতি বুঝিবারে নারে যোগীজন॥
সমর করিতে বিষ্ণো হবে তব সনে। হেন কথা কভু নাহি শুনে'ছু শ্রবণে॥
কালেতে এমন কথা শুনিতে হইল। কালের বিচিত্র গতি কে বুঝিবে বল॥

এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ। সত্য বটে যা বলিলে ওহে মহাত্মন্॥ তোমাতে আমাতে কভু নহেত সমান। খদ্যোতে ভাস্করে সম হয় কোন স্থান্॥ এত শুনি বীরভদ্র কহে রোষভরে। কোন্ মুখে বল তুমি খদ্যোত আমারে॥ ভাল ভাল বীর্য্য তব করহ প্রকাশ। দক্ষ যজ্ঞ আশু আমি করিব বিনাশ॥ তোমার উপরে অস্ত্র করিব ক্ষেপণ। নিজ দেহ রক্ষা কর ওহে নারায়ণ॥ ইন্দ্রাদি সকল দেবে করিব সংহার। দেখি দেখি কত বল ধর গুণাধার॥ এত বলি বীরভদ্র অতি রোষভরে। প্রমথগণেরে ডাকি কহে উচ্চস্বরে॥ দক্ষযজ্ঞ অবিলম্বে করহ নিধন। শুনিয়া প্রমথগণ আনন্দে মগন॥
ইতস্তত প্রধাবিত হয়ে ক্রোধভরে। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস সবে আনন্দেতে করে॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে দেব নারায়ণ। বীরভদ্র সহ যুদ্ধ করেন তখন॥
রথে রথে গজে গজে মহাযুদ্ধ হয়। অশ্বে অশ্বে কত হয় কে করে নির্ণয়॥
পদাতি পদাতি সহ মহাযুদ্ধ করে। বীরভদ্র শত বাণ বিষ্ণুবক্ষে মারে॥
সে বাণ ছেদন করি দেব নারায়ণ। নয় বাণে বীরভদ্রে বিন্ধেন তখন॥
কর্ত্তন করিয়া তাহা শিবের কিঙ্কর। গোবিন্দ উপরে মারে সহস্রেক শর॥
সে বাণ ছেদন করি দেব নারায়ণ। দিব্য সুদর্শন পরে করেন ক্ষেপণ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ অদ্ভুত ব্যাপার। চক্র গিয়া বীরগলে হয় কণ্ঠহার॥
মাল্য সম গলদেশে কিবা শোভা পায়।তাহা দেখি নারায়ণ ভয়েতে পলায়॥
নারায়ণে পলায়ন করিতে দেখিয়ে। দেবগণ পলায়ন করিল সভয়ে॥
বিহ্বল হইয়া দক্ষ করয়ে চিন্তন। অবাক্ হইয়া রহে যত মুনিগণ॥
প্রমথেরা মুনিগণে কতমতে মারে। হাহাকার করি সবে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
তাহা দেখি কশ্যপাদি মহাত্মানিকর। বীরভদ্রে করে স্তব হয়ে একান্তর॥
নানারূপে স্তব করে যত মহাত্মন্। তবু নাহি বীরভদ্র শান্তচিত্ত হন॥
তখন সকল দেব কহেন দক্ষেরে। বীরভদ্রে কর পূজা একান্ত অন্তরে॥

এইরূপে দেবগণ কহেন বচন। এদিকে হেরহ ঘটে আশ্চর্য্য ঘটন॥
মহারোষে বীরভদ্র পাণির প্রহারে। দক্ষের মস্তক ছেদি ফেলিল ভূতলে॥
দক্ষের মস্তক বীর করিয়া ছেদন। লম্ফ ঝম্প দিয়া নৃত্য করে ঘন ঘন॥
তাহা দেখি মনোদুঃখে দেবতানিকর। দক্ষের লাগিয়ে শোক করিল বিস্তর॥
ইতস্তত সবে ভয়ে করে পলায়ন। পশু পক্ষী রূপ ধরে যত দেবগণ॥
মৃগরূপধারী হয় দেব পদ্মাসন। চারি বেদ হলো তার চারিটী চরণ॥
মস্তক হইল তার জানিবে ওঙ্কার। এইরূপে পলায়ন করে গুণাধার॥
মৃগরূপ ধরি তাঁরে পলাতে দেখিয়ে। ত্রিপুরারি নিজে আসে কুপিত হইয়ে॥
বিধির বিনাশ হেতু দেব পঞ্চানন। বামহাতে সেই মৃগ করেন ধারণ॥
তাহা দেখি সবিনয়ে দেব পদ্মাসন। মহেশের পাদপদ্মে করিল বন্দন॥
তখন শঙ্কর কহে শুন প্রজাপতি। উঠ উঠ গাত্রোত্থান কর শীঘ্রগতি॥
অভিলাষ কিবা তব বলহ অন্তরে। যা জানিবে চাহিবে তা দিবহে তোমারে॥
ব্রহ্মা কহে শুন প্রভু ওহে ত্রিনয়ন। জীবিত হউক্ পুনঃ দক্ষ মহাত্মন্॥
যে যে দেবতা যুদ্ধে হয়েছে নিধন। পুনশ্চ তাহারা হোক্ জীবিত এখন॥
এতেক বচন শুনি কহেন শঙ্কর। শুন শুন মম বাক্য ওহে পদ্মাকর॥
এই যজ্ঞে যেই পশু হয়েছে ছেদন। তাহার মস্তক শীঘ্র করি আনয়ন॥
তাহার মস্তক আনি দক্ষের স্কন্ধেতে। যোজনা করহ শীঘ্র কহিনু সাক্ষাতে॥
তাহা হলে পুনঃ দক্ষ লভিবে জীবন। আর যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ॥
কমণ্ডলু জল দেহ মৃত দেবগণে। পুনশ্চ উঠিবে সবে কহি তব স্থানে॥
অধিক বলিব কিবা ওহে পদ্মাসন। অপরাধ করিয়াছে দক্ষ মহাত্মন্॥
তাহার উচিত শাস্তি এইত বিহিত। অধিক বলিব কিবা যাও হে ত্বরিত॥
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পশুমুণ্ড দক্ষশিরে দেন পদ্মাসন॥
কমণ্ডলুজল দেন যত দেবগণে। সকলি উঠিয়া বসে আনন্দিত-মনে॥
করযোড় করি পরে দক্ষ মহামতি। মহেশেরে করে স্তব করিয়া প্রণতি॥
সকলের আত্মা তুমি ওহে ভগবন্। সর্ব্বভূতপতি তুমি দেব ত্রিনয়ন॥
সগুণ নির্গুণ তুমি জগত-সংসারে। না বুঝে করেছি কাজ ক্ষমহ আমারে॥
নিমন্ত্রণ নাহি করিয়াছিনু তোমায়। তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছ আমায়॥
এইরূপে স্তব করি দক্ষ মহাত্মন্। যথাবিধি যজ্ঞ কার্য্য করে সমাপন॥
অর্কপত্র সহ হবি শিবে করে দান। শিবের পরম তুষ্টি করেন বিধান॥
তুষ্ট হয়ে বীরভদ্রে করি সম্বোধন। কহিলেন মিষ্টস্বরে দেব পঞ্চানন॥
সকল রুদ্রের তুমি হইলে প্রধান। গণ-অধিপতি তুমি হলে মতিমান্॥

এত বলি কৈলাসেতে করেন গমন। সত্য লোকে যান চলি দেব পদ্মাসন॥
দেবগণ সবে যায় নিজ নিজ স্থানে। সকলে করিল স্থিতি আনন্দিত মনে॥
বলিনু সকল কথা তুণ্ডি ঋষিবর। পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর॥
ভক্তিভরে যেই জন করয়ে শ্রবণ। পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

স্বীয় কন্যা সন্ধ্যার প্রতি ব্রহ্মার কামভাব, ব্রহ্মা ও সন্ধ্যার মৃগরূপধারণ, শিবকর্ত্তৃক মৃগরূপী ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ।

বামদেব উবাচ।

ততস্তুণ্ডে শিবপ্রীত্যৈ শিবস্য চরিতং শৃণু।
দক্ষযজ্ঞান্তরে শম্ভুর্যথা চক্রে কুতূহলং॥

বামদেব সম্বোধিয়া তুণ্ডিরে তখন। কহিলেন শুন শুন ওহে তপোধন॥
শিবের সন্তুষ্টি হেতু চরিত তাঁহার। বর্ণন করিব আমি সমক্ষে তোমার॥
দক্ষযজ্ঞ এইরূপে হলে সমাপন। যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করে পঞ্চানন॥
সে সব বলিব আমি তোমার গোচরে। পবিত্র হইবে হৃদি শ্রবণ করিলে॥
বীরভদ্রে আশ্বাসিয়া দেব ত্রিলোচন। কৈলাসেতে মনসুখে করেন গমন॥
বহুকাল এইরূপে সমতীত হয়। শুন শুন তার পর ওহে মহোদয়॥
এক দিন নিজগৃহে পশি পদ্মাসন। তনয়া সন্ধ্যারে চক্ষে করেন দর্শন॥
গৌরাঙ্গী নীলেন্দীবর সমান নয়না। বিম্ব সম ওষ্ঠ তাঁর মরালগমনা॥
ক্ষীণকটি পৃথুস্তনী সেই রূপবতী। কম্বুগ্রীবা সুলক্ষণা বিবা দেহজ্যোতি॥
কটাক্ষে বিমুগ্ধ করে এতিন ভুবন। এইরূপে নিজকন্যা দেখে পদ্মাসন॥
তাহার পরম রূপ দেখি প্রজাপতি। কামবশে জর জর হইলেন অতি॥
ধৈর্য্য ধরিবারে নাহি হলেন সক্ষম। কামবাণে হৃদি তাঁর হলো বিদারণ॥
পিতারে কামার্ত্ত দেখি সন্ধ্যা রূপবতী। লজ্জাবশে নতশিরা হইলেন অতি॥
অধোমুখে অন্তর্গৃহে করেন গমন। পাছু পাছু সেই স্থানে যান পদ্মাসন॥
বিনয় করিয়া ব্রহ্মা কহেন তখন। শুন শুন জগন্মাতঃ আমার বচন॥
তোমার কটাক্ষ আমি হেরিয়া নয়নে। ধৈর্য্য নাহি ধরিবারে পারিতেছি মনে
হৃদয় কামেতে মম হয় জর জর। কি করি উপায় নাহি জগত-ভিতর॥
রতিতে নিপুণা তুমি ওহে রূপবতী। আমার উপরে কৃপা কর শীঘ্রগতি॥

তোমার কটাক্ষে মোহে এ তিন ভুবন। মদন-অস্ত্রেতে মোরে রক্ষহ এখন॥ তোমার সহিতে ক্রীড়া যদি আমি করি। লভিব পরম তুষ্টি শুন গো সুন্দরী॥ তোমার কটাক্ষরূপ কুঠার আঘাতে। ধৈর্য্যতরু ছিন্ন মম হয়েছে সাক্ষাতে॥ পতিত হয়েছি আমি মদন-সাগরে। রক্ষা কর ও সুন্দরী অধীন আমারে॥ অঙ্গদান কর মোরে শুন গো সুন্দরি। বিরহজ্বালায় আমি নিরন্তর জ্বলি॥ যদি মোরে তুমি নাহি কর অঙ্গদান। তা হোলে ত্যজিব আমি এ ছার পরাণ॥

এতেক বচন শুনি সন্ধ্যা সতী কয়। শুন শুন ধর্ম্মনিষ্ঠ তুমি মহোদয়॥ ধরাতলে ধর্ম্মদেবে করিতে স্থাপন। তোমারে কেশব দেব করেছে স্থাপন॥ তোমার দুহিতা আমি শুন ওহে তাত। স্বধর্ম্ম করহ রক্ষা যেমন বিহিত॥ ধর্ম্মের উপর হিংসা না কর কখন। জগতের নাথ তুমি ওহে পদ্মাসন॥ তুমি যদি পাপ কর এ হেন প্রকারে। তবে কেবা ধর্ম্ম রক্ষা করিবে ভূতলে॥ অতএব ধর্ম্ম রক্ষা কর পদ্মাসন। পাপের উপর হিংসা কর সর্ব্বক্ষণ॥ তুমি যদি পাপ কর এ হেন প্রকারে। জগত হইবে নাশ জানিবে অন্তরে॥ হৃদিপদ্মে ধৈর্য্য দেবে করিয়া স্থাপন। নিজ স্থানে ওহে পিত করহ গমন॥ স্বধর্ম্ম করহ রক্ষা একান্ত অন্তরে। নতুবা মজিবে পাপে কহিনু তোমারে॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। কহিলেন শুন সন্ধ্যে আমার বচন॥ সব ধর্ম্ম জানি আমি শুন গো সুন্দরী। আমা হতে জন্মে ধর্ম্ম অবনী- ভিতরি॥ কিন্তু ধৈর্য্য ধরিবারে না হই সক্ষম। তোমার কটাক্ষে মম মজিয়াছে মন॥ বিষময় শেল মম বিন্ধেছে শরীরে। আলিঙ্গন কর দান কৃপাদৃষ্টি করে॥ নতুবা পর্ব্বত হতে হব নিপতন। অথবা অনলে পশি ত্যজিব জীবন॥ এতেক বচন শুনি সন্ধ্যা সতী কয়। শুন শুন ওহে পিত তুমি মহোদয়॥ স্বীয় কন্যা সহ রতি করিয়া সুখেতে। যে জন বাসনা করে জীবিত থাকিতে॥ মরণ মঙ্গল তার ওহে পদ্মাসন। তাহার জীবনে বল কিবা প্রয়োজন॥ আমার নিকট হতে করহ পয়াণ। নাহি কর নাহি কর পাপ অনুষ্ঠান॥ পিতারে এতেক বলি সন্ধ্যা রূপবতী। বদনে বসন দেন লজ্জাবশে অতি॥ এ দিকে বিমুগ্ধ হয়ে দেব পদ্মাসন। পীনোন্নত কুচদ্বয় করেন ধারণ॥ পিতার এরূপ কাজ দেখিয়া সুন্দরী। সবলে ছাড়ায় হাত অতি দ্রুত করি॥ মৃগীরূপ অবিলম্বে করিয়া ধারণ। তথা হতে দ্রুতপদে করেন গমন॥ তাহা দেখি মৃগরূপ ধরে প্রজাপতি। পশ্চাতে পশ্চাতে চলে অতি দ্রুতগতি॥ মনেতে সঙ্কল্প তাঁর যে রূপে পারিব। সন্ধ্যার সহিতে রতি অবশ্য করিব॥ পিতার সংকল্প জানি সন্ধ্যা রূপবতী। স্বর্গপুরে চলি যান অতি দ্রুতগতি॥ ত্রাহি

ত্রাহি করি সুখে করেন গমন। ইন্দ্রের নিকটে গিয়া লভেন শরণ ॥ মৃগীরূপ দেখি ইন্দ্র ধ্যানযোগবলে। জানিলেন সব কথা আপন অন্তরে ॥ তখন ব্রহ্মারে কহে দেব শচীপতি। শুন শুন পদ্মাসন তুমি মহামতি ॥ সুরশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু তুমি হে সংসারে। কেন বল বাঞ্ছা কর আপন কন্যারে ॥ উচিত নহেত ইহা জানিবে তোমার। সকল ধর্ম্মের মূল তুমি গুণাধার ॥ মহাপাপ কেন তুমি কর আচরণ। ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও ওহে পদ্মাসন ॥ ইন্দ্রের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। মৃগরূপী বিধি কহে সহাস্যবদনে ॥ উপভোগ-ব্যতিক্রম যদি কভু হয়। তির্য্যক জাতীয়দের কিবা তাহে ভয় ॥ ইহাতে তাদের পাপ না হয় কখন। অন্তরে জানিবে ইহা অমর-রাজন ॥ মৃগরূপ হইয়াছি দেখিছ নয়নে। মৃগীরূপী সন্ধ্যা এই তোমার সদনে ॥ উহারে যদ্যপি ভোগ করিহে রাজন। পাতক তাহাতে মোর না হবে কখন ॥ উহার সহিতে রতি যদি আমি করি। পরম সন্তোষ পাব ওহে বৃত্র-অরি ॥ এতেক বচন শুনি অমর-রাজন। কহিলেন শুন শুন ওহে পদ্মাসন ॥ তোমারে অধিক বলি হেন সাধ্য নাই। যেমন বাসনা তব করহ তাহাই ॥ এত শুনি সন্ধ্যা দেবী চকিত-অন্তরে। দ্রুতপদে তথা হতে পলায়ন করে ॥ মৃগরূপী পদ্মাসন পিছু পিছু যায়। ধরিবারে নাহি পারে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ এইরূপে কতকাল করয়ে ভ্রমণ। শূন্যে শূন্যে দুই জনে করে বিচরণ ॥ অকস্মাৎ একদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে। পড়িলেন দুই জনে শিবের চক্ষেতে ॥ তাহাদিগে দেখি শিব করেন চিন্তন। মৃগী এই কেবা হয় মৃগ কোন্ জন ॥ কেন্দ্রকাল ভ্রমিতেছে গগন-উপরে। দুই জন কেবা হয় না জানি অন্তরে ॥ এত ভাবি ধ্যানে চিন্তা করে পঞ্চানন। জানিলেন সব তত্ত্ব অখিল-কারণ ॥ মৃগরূপে নিজ কন্যা হরিবার তরে। এইরূপে পদ্মাসন ভ্রমে শূন্যোপরে ॥ ইহা জানি রোষবশে দেব পঞ্চানন। বিধিরে নাশিতে হন উদ্যত তখন ॥ মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন। মৃগবধে নাহি পাপ হবে কদাচন ॥ আরো শিব চিন্তা করে আপন অন্তরে। মহাপাপপরায়ণ দেখিছি বিধিরে ॥ পাপিষ্ঠ-বধেতে পাপ না হয় কখন। শ্রুতির বিধান এই বিদিত ভুবন ॥ যদি ইথে পাপ হয় তাহে কিবা ভয়। নির্লেপ নির্গুণ আমি খ্যাত জগত্রয় ॥ পাপ-পুণ্যভোগী আমি নহি কদাচন। অতএব কিবা ভয় করিতে নিধন ॥ ধর্ম্মের স্থাপনমাত্র করিবার তরে। নির্গুণ হইয়া রহি সগুণ আকারে ॥ অতএব ধর্ম্ম আমি করিব রক্ষণ। সকলের হিতকাজ করিব সাধন ॥ যদ্যপি প্রশ্রয় দিই এই মৃগবরে। চলিবে সকলে এই পথ অনুসারে ॥ এই মৃগবরে আমি

করিলে নিধন। হইবে জগতে মম যশের ঘোষণ॥ কীর্ত্তিমান্ যেই জন অবনীমণ্ডলে। তারে পূজা করে ভবে জানি যে সকলে॥ অকীর্ত্তি যাহার হয় বিনাশ তাহার। এইরূপ খ্যাত আছে জগত-সংসার॥

এইরূপ মনে মনে ভাবি পঞ্চানন। দিব্য বাণ শরাসনে করেন যোজন॥ মন্ত্রপূত করি বাণ ক্ষেপণ করিলে। তাহে ব্রহ্মশির কাটি ফেলে ধরাতলে॥ মৃগেরে নিহত দেখি হরিণী তখন। মনসুখে স্বর্গধামে করয়ে গমন॥ মৃগরূপ পরিত্যাগ করি প্রজাপতি। শিবের সম্মুখে ব্রহ্মা করে অবস্থিতি॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে কহে ওহে পঞ্চানন। তোমা হতে ভূমে হয় ধর্ম্মের স্থাপন॥ পাপ হতে রক্ষা তুমি করিলে আমারে। পরমকল্যাণদায়ী তুমি হে সংসারে॥ পাপ হতে মোরে তুমি কর পরিত্রাণ। মৎসম পাতকী ভূমে নাহি বিদ্যমান॥ তব সম পাপহারী নাহি কোন জন। পাপ হতে মোরে রক্ষ ওহে ত্রিলোচন॥ যার নাম উচ্চারণ করিলে বদনে। পাতক বিলয় হয় শাস্ত্রের বিধানে॥ সেই তুমি মূর্ত্তিমান সম্মুখে আমার। তোমার দর্শনে পাপ নাহি রবে আর॥ তব নাম সংকীর্ত্তন যেই জন করে। মহাপাপে সেই জন অবহেলে তরে॥ এখন জিজ্ঞাসি তোমা ওহে পঞ্চানন। আদি শক্তি জগন্মাতা কোথায় এখন॥ কোথায় জনম বল ধরিবে জননী। এত শুনি মিষ্টভাষে কহে শূলপাণি॥ দক্ষ-অপরাধে সতী ত্যজেছে জীবন। দক্ষও উচিত শাস্তি পেয়েছে এখন॥ দক্ষের সুগতি নাহি দেখি কোন স্থানে। নরকেও নাহি স্থান জানিবেক মনে॥ আমার উপরে দ্বেষ করি যেই জন। একমনে নারায়ণে করিবে ভজন॥ দক্ষ-সম গতি হবে জানিবে তাহার। দক্ষসম অজমুখ হবে দুরাচার॥ আমারে বিদ্বেষ করি যেই কোন জন। নারায়ণে একমনে করিবে ভজন॥ নিন্দনীয় হবে সেই জগত-ভিতরে। করিবেক মে য়ে শব্দ মরণের কালে॥ যাহা হোক সে কথায় নাহি প্রয়োজন। এবে যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ॥ জন্মিবেন দক্ষপুত্রী হিমালয়-ঘরে। সেই হেতু বাঞ্ছা আমি করেছি অন্তরে॥ যাবত তাঁহার নাহি হইবে জনম। হিমালয়ে ততকাল করিব যাপন॥ এত বলি মহেশ্বর হন তিরোধান। সত্যলোকে যান ব্রহ্মা করিয়া প্রণাম॥

হিমালয়ে উপনীত হয়ে দিগম্বর। ধ্যানে মগ্ন থাকে হয়ে আত্মনিষ্ঠাপর॥ দেখ দেখ ভৃগুে ঋষে ওহে মতিমান। অদ্যাপি শিবের কীর্ত্তি আছে বিদ্যমান তারকা-মণ্ডিত এই আকাশ উপরে। দেখহ আর্দ্রা নক্ষত্র কিবা শোভা ধরে॥ মহেশ আর্দ্রারে বাণ করি পূর্ব্বকালে। যে মেরেছিল মৃগবরে জানিবে অন্তরে॥ যেই মৃগ বধ করে দেব পঞ্চানন। মৃগশির-তারা রূপে হয় সুশোভন॥

মৃগের শোণিতে আর্দ্র হয়েছিল বলে। হইয়াছে আর্দ্রা নাম খ্যাত চরাচরে॥ উহার দর্শনে হয় পাতকের ক্ষয়। মহেশের কীর্ত্তি উহা জানিবে নিশ্চয়॥ শিবের চরিত এই অতি বিমোহন। অধ্যয়ন করে যদি অথবা শ্রবণ॥ পাপে লিপ্ত কভু নাহি সেই জন হয়। শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়॥ দক্ষের চরিত কথা যেই জন শুনে। দৃঢ় ভক্তি জন্মে তার দেব পঞ্চাননে॥ কিবা তপ কিবা যজ্ঞ কিবা কিছু দান। ইত্যাদি ধরম কর্ম্ম করে যে ধীমান॥ শিব আরাধনা যদি সেই নাহি করে। সকল বিফল তার জানিবে অন্তরে॥ সর্ব্বদেব হতে শ্রেষ্ঠ দেব পঞ্চানন। ভক্তির আধার তিনি সাধনের ধন॥ তাঁহারে ভজিলে হয় পূর্ণ মনোরথ।উন্মুক্ত তাহার হয় সুগতির পথ॥ তাঁহার ভজনা ছাড়ে যেই মূঢ়মতি। পদে পদে লভে সেই অসীম দুর্গতি॥ একমনে যদি পুজে দেব মহেশ্বরে। পাপ উপপাপ যদি সেই জন করে॥ তথাপি সুগতি হবে অন্তিমে তাহার। পাতক তাহার দেহে নাহি রবে আর॥ তাই বলে দ্বিজ কালী ওরে মূঢ়মন। একান্ত অন্তরে ভাব শিবের চরণ॥ পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ। শুনিলে তাহার হয় দেবলোকে ধাম॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদের নিকট হিমালয়ের শিবমন্ত্র গ্রহণ ও তৎকর্ত্তৃক শিবপুজা এবং দ্বাদশবর্ষ গর্ভ ধারণের পর মেনকার গৌরীকে প্রসব।

বামদেব উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মহাদেবস্য তে কথাং।
যাং শ্রুত্বা মুনিশার্দ্দূল নৈব মোহং গমিষ্যসি॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। অতঃপর শিবকথা করিব কীর্ত্তন॥ শ্রবণ করিলে ইহা মোহ দূর হয়। মহাপাপ ধ্বংস হয় জানিবে নিশ্চয়॥ মহেন্দ্রাদি দেবগণ একান্ত অন্তরে। শিবকথা সদা শুনে শ্রবণ-বিবরে॥ মুক্তিলাভ করে ইথে মহাত্মা-নিকর। অতএব মন দিয়া শুন কিঙ্কর॥ শিবের পরমভক্ত তুমি মহামতি। তার পর শুন যাহা করে পশুপতি॥ মুনিগণ-বন্দনায় দেব পঞ্চানন। এইরূপে মৃগবরে করিয়া নিধন॥ গমন করেন প্রভু হিমালয়-গিরে। তথায় করেন বাস সানন্দ অন্তরে॥ কিছুকাল এইরূপে করিলে যাপন। হিমপত্নী মেনা গর্ভ করেন ধারণ॥

মেনকার গর্ভ হে'রে যত পুরবাসী। আনন্দে উৎসব সবে করে দিবানিশি ॥ মেনার দ্বিগুণ রূপ বাড়িল তখন। মৃদুমন্দভাবে সতী করয়ে গমন ॥ তাহা দেখি সম্বোধিয়া কহে হিমগিরি। আমার বচন এবে শুন গো সুন্দরী॥ গর্ভ ভরে অবনত হইয়াছ তুমি। রূপের তুলনা নাহি শুন ওগো ধনী ॥ তোমার এ হেন রূপ করিলে দর্শন। যোগীর ভুলিয়া যায় যোগরত মন ॥ এত শুনি কহে মেনা অতি ধীরে ধীরে। শুন শুন প্রাণনাথ বলি হে তোমারে ॥ গর্ভভরে আমি অতি হয়েছি কাতর। ইহার উপায় কর তুমি দিগম্বর ॥ বাঁচিব না আর বুঝি হেন মনে গণি। গর্ভ ভার সুদুঃসহ হয়েছে ইদানী ॥ চারি বর্ষ গর্ভ আমি করেছি ধারণ। তবু নাহি হলো কোন অপত্য জনম ॥ দশম স পূর্ণে গর্ভ প্রসব যে হয়। এই ত সকলে জানে ওহে মহোদয় এত কাল কিন্তু মম না হলো সন্তান। ইথে অনুমানে বুঝি নাহি পরিত্রাণ ॥ জীবন আমার বুঝি হবে বিসর্জন। প্রসব-উপায় দেখ ওহে মহাত্মন ॥ মেনার করুণবাক্য শুনি গিরিবর। বিষণ্ণ-বদন হন না করে উত্তর ॥ অধো-মুখে আছে বসি বিষণ্ণ-অন্তরে। হেনকালে দেব-ঋষি আসে সেই স্থলে ॥ গিরিরে বিষণ্ণ দেখি জিজ্ঞাসে তখন। মলিন হইয়া আছ কিসের কারণ ॥ নারদেব এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। আদ্যোপান্ত গিরিরাজ কহিল তখন ॥ তাহা শুনি দেবঋষি কহে মিষ্টস্বরে। ইহার কারণ বলি শুনহ সাদরে ॥ দক্ষকন্যা মেনাগর্ভে করে অবস্থিতি। দক্ষযজ্ঞে অগ্নিমাঝে পশে যেই সতী ॥ তোমার জীবন ধন্য ওহে গিরিবর। এত দিনে হলো তব তপস্যা সফল ॥ আদ্যাশক্তি জগন্মাতা তব পুত্রী হবে। ইহার অপেক্ষা ভাগ্য কিবা আছে ভবে ॥ সতীর জনমাকাঙ্ক্ষা করি পঞ্চানন। তোমার শিখরে আছে ধ্যানেতে মগন ॥ দশমাস গত হলে যতেক রমণী। প্রসব হইয়া থাকে ওহে গিরিমণি ॥ কিন্তু এক কথা বলি শুন গিরিবর। ঈশ্বরী জনম লবে বারো বর্ষ পর ॥ অতএব নাহি রাখ বিষাদ অন্তরে। ঈশ্বরের পূজা কর ভক্তি সহকারে ॥ সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিনি শশাঙ্ক-শেখর। তোমার শিখরে বাস করে নিরন্তর ॥ মঙ্গলকারণ সেই দেব পঞ্চাননে। পূজা কর মহাভাগ ভক্তিযুক্ত মনে ॥ এতেক বচন শুনি হিমালয় কয়। শুন শুন নিবেদন ওহে মহোদয় ॥ কিরূপে জানিব আমি দেব মহেশ্বরে। কি রূপে করিব পূজা বলহ আমারে ॥ কিরূপ পূজার বিধি করহ কীর্ত্তন। তোমার প্রসাদে তাঁরে করিব পূজন ॥

এত শুনি দেব-ঋষি কহে ধীরে ধীরে। শুন গিরি গুহ্য মন্ত্র বলি হে তোমারে ॥ এই মন্ত্রে পূজা কর ওহে গিরিবর। ইহার প্রসাদে হবে বাঞ্

সকল ॥ ইহার প্রসাদে ব্রহ্মা আর নারায়ণ। মনসুখে আছে সদা ওহে মহাত্মন ॥ ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রের প্রধান। ইহার প্রসাদে হয় অন্তিমে নির্ব্বাণ পরম অভীষ্ট মন্ত্র জানিবে অন্তরে। বেদে শিবাগমে খ্যাত জানে সর্ব্বনরে ॥ ষড়ক্ষর মন্ত্র এই মুক্তির কারণ। পঞ্চাক্ষর কিম্বা হয় ওহে মহাত্মন্ ॥ প্রণব ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাক্ষর হয়। সর্ব্বমন্ত্রশ্রেষ্ঠ এই নাহিক সংশয় ॥ সপ্তকোটি মহামন্ত্র শিবের বদনে। হইয়াছে বহির্গত জানিবেক মনে ॥ তার মাঝে পঞ্চাক্ষর সবার প্রধান। কোন মন্ত্র নাহি হয় ইহার সমান ॥ ঋষিশ্ছন্দ এ মন্ত্রের করহ শ্রবণ। বামদেব মুনি হন ওহে মহাত্মন্ ॥ পংক্তি ছন্দ এই মন্ত্রে ওহে গিরিবর। দেবতা ইহার হন জানিবে ঈশ্বর ॥ সর্ব্বকাম অর্থে বিনিয়োগ যে হয়। ওঙ্কার ইহার বীজ ওহে মহোদয় ॥ পার্ব্বতী শকতি হয় ওহে মহাত্মন্। এই মন্ত্রে তাঁর পূজা করহ সাধন ॥ নারদ এ মন্ত্র দিয়া হিমগিরিবরে। সঙ্গে করি লয়ে যায় শিবের গোচরে ॥ মহেশেরে দরশন করি গিরিবর। সাষ্টাঙ্গে প্রণতি করে ধরণী-উপর ॥ প্রণমিয়া গিরিরাজ উঠিল যেমন। দেখে তথা আর নাহি সেই পঞ্চানন ॥ বিহ্বল হইয়া পরে নানা চিন্তা করি। নারদেরে সম্বোধিয়া কহিলেন গিরি ॥ অতীব বিচিত্র ঋষি করি দরশন। কোথায় গেলেন সেই দেব পঞ্চানন ॥ তোমার প্রসাদে আমি হেরিনু তাঁহারে। কিন্তু কোথা গেল এবে বলহ আমারে ॥ এতেক বচন শুনি নারদ তখন। কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন্ ॥ হে ভূধর মহাভাগ সেই পশুপতি। ভকতবৎসল হন অগতির গতি ॥ অচিন্ত্য মহিমা তাঁর কি বলি তোমারে। আছেন সে দেবদেব তোমার শিখরে ॥ আরাধনা কর তাঁর ওহে মহাত্মন্। অবশ্য বাসনা তব হইবে পুরণ ॥ মেনা-গর্ভে যেই কন্যা লভিবে জনম। পঞ্চাননে সেই কন্যা করিবে অর্পণ ॥ এই-রূপ চিন্তা করি নিজ মনে মনে। আরাধনা কর গিয়ে দেব ত্রিনয়নে ॥ তাহা হইলে তুষ্ট হবে দেব মহেশ্বর। মেনার কল্যাণ হবে ওহে গিরিবর ॥ এত বলি দেবঋষি করেন প্রস্থান। তাঁর আজ্ঞামত কার্য্য করে হিমবান্ ॥ তার পর একদিন হৈম গিরিবর। শিবেরে দর্শন করে নিজশৃঙ্গোপর ॥ তাহা দেখি করযোড়ে কহে হিমালয়। মহাদেব নমস্তেস্তু ওগো মহোদয় ॥ আমারে করহ রক্ষা মঙ্গল-কারণ। একান্ত তোমারে আমি লভিনু শরণ ॥ এত শুনি মহেশ্বর কহে মিষ্টস্বরে। তোমার বচনে তুষ্টি লভিনু অন্তরে ॥ তব ভার্য্যা মেনাগর্ভে আমার রমণী। জনম লভিবে সেই নিত্যা সনাতনী ॥ এত বলি মহেশ্বর হন তিরোধান। মনসুখে নিজগৃহে আসে হিমবান্ ॥

আত্মীয়গণেরে পরে করি সম্বোধন। শিবের বৃত্তান্ত সব করে নিবেদন॥ এইরূপে কিছুকাল সমতীত হয়। তার পর ঘটে যাহা শুন মহোদয়॥ দ্বাদশ বরষ গর্ভ করিলে ধারণ। মেনকার গর্ভে কন্যা জনমে তখন॥ যখন জন্মিল কন্যা মেনার উদরে। মৃদু মৃদু সমীরণ বহে ধীরে ধীরে॥ চারিদিক সুপ্রসন্ন হইল তখন। শঙ্খধ্বনি গগনেতে হয় ঘন ঘন॥ পুষ্পবৃষ্টি অবিরত ধরাতলে পড়ে। আনন্দের ধ্বনি উঠে হিমালয়পুরে॥ মেনার দ্বিগুণ রূপ বাড়িল তখন। তাঁহার শোভার কথা না যায় বর্ণন॥ জনমিয়া দিব্যকন্যা তাঁহার উদরে। হিমপুরী দিব্যরূপে আলোকিত করে॥ জনমিয়া সেই কন্যা বাড়ে দিন দিন। সুললিত অঙ্গ তার কটিদেশ ক্ষীণ॥ দেখিতে দেখিতে বাল্য কাল গত হয়। ক্রমেতে হইল আসি যৌবন উদয়॥ তাহা দেখি হিমালয় ডাকিয়া কন্যারে। কহিলেন শুন গৌরি কহি যে তোমারে॥ আমার শিখরে বাস করে পঞ্চানন। তাঁহার অর্চ্চনা তুমি করহ সাধন॥ ইহ পর উভ লোকে লভিবে কল্যাণ। ত্যক্তসঙ্গ হযে আছে শিব মতিমান্॥ দক্ষযজ্ঞে মরিয়াছে সতী দাক্ষায়ণী। তদবধি ত্যক্তসঙ্গ আছে শূলপাণি॥ তদবধি মম শৃঙ্গে করি আরোহণ। তপেতে মগন আছে দেব পঞ্চানন॥ অতএব তার সেবা কর ভক্তিভরে। পরম মঙ্গল হবে কহিনু তোমারে॥ পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মনে মনে হাস্য করে পার্ব্বতী তখন॥ তথাস্তু বলিয়া তিনি করেন স্বীকার। জয়া বিজয়ার সঙ্গে হন আগুসার॥ সখীদ্বয়-সঙ্গে তিনি একান্ত অন্তরে। শিবের করেন সেবা অতি ভক্তিভরে॥ কেবল লোকের শিক্ষা দিবার কারণ। এইরূপ কাজ করে পার্ব্বতী তখন॥ সদা চিন্তা করে দেবী আপন অন্তরে। করিব যে পতি লাভ দেব মহেশ্বরে॥ পুরাণে পীযূষ কথা অতি মনোহর। শুনিলে পবিত্র তার হয় কলেবর॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শিবমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে ভৃগুর নিকট
মদনদহন বর্ণন।

বামদেব উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু তারকেণ দিবৌকসঃ।
আজৌ পরাজিতা আসন্ শক্রদর্পবিঘাতিনা॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। অতঃপর ঘটে যেই অদ্ভুত ঘটন॥

তারক নামেতে দৈত্য অতি দুরাশয়। যুদ্ধেতে দেবতাগণে করে পরাজয়॥
দেবেন্দ্রের বলবীর্য্য করি বিনাশন। স্বর্গরাজ্য হরি লয় সেই দুরাত্মন্॥
তাহা দেখি দেবগণ একত্র হইয়ে। উপনীত হন আসি ব্রহ্মার আলয়ে॥
সত্যলোকে পদ্মাসনে করি নিরীক্ষণ। আনন্দে মগন হন যত দেবগণ॥
প্রণিপাত করি পরে বিধির চরণে। কহিলেন নতশিরে বিনয়-বচনে॥
তোমা হতে হয় বিধি বিশ্বের সৃজন। তোমার চরণে করি সতত বন্দন॥
কল্প-অন্তে রুদ্ররূপী হও পদ্মযোনি। বিষ্ণুরূপে পাল বিশ্বে তুমি চিন্তামণি॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ। প্রকৃতি পুরুষ তুমি ওহে মহাত্মন্॥
করুণা কটাক্ষ কর মোদের উপরে। পতিত হয়েছি মোরা বিপদ্ সাগরে॥
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ॥
কি হেতু রয়েছ সবে মলিন অন্তরে। বিষাদের হেতু কিবা বলহ আমারে॥
ইন্দ্রের বজ্রের তেজ না হেরি এখন। বরুণের পাশ কেন বিকল এমন॥
কুবেরের গদা নাহি সুবিশাল করে। বিষণ্ণ বদনে যম আছে নতশিরে॥
দ্বাদশ আদিত্যে দেখি তেজোহীনঅতি। অগ্নিদেব হীনতেজ আছে নিরবধি॥
নিস্তেজ হইয়া আছে যতেক পবন। সুধাহীন সম আছে চন্দ্রমা এখন॥
ঐরাবত-দন্ত ভগ্ন নেহারি নয়নে। উচ্চৈঃশ্রবা হীনতেজা কিসের কারণে॥
বুধদেব কাঁপিতেছে অতি থর থর। ইহার কারণ কিবা অমর নিকর॥
এতেক বচন শুনি গুরু বৃহস্পতি। কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি॥
যা বলিলে সত্য বটে কিছু মিথ্যা নয়। অন্তর্যামী তুমি প্রভু জান সমুদয়॥
হৃতরাজ্য হয়ে এবে যত দেবগণ। ভিক্ষুক সমান ভূমে করে বিচরণ॥
তারক নামেতে দৈত্য অতি দুরাশয়। জিনিয়াছে সব দেবে ওহে মহোদয়॥
সূর্য্যদেবে রাখিয়াছে আপন আগারে। দীর্ঘিকাতে পদ্মরাশি উৎপাদনতরে॥
নিরন্তর বামে তার করি অবস্থান। বহিতেছে মৃদু মৃদু পবন ধীমান্॥
ষড় ঋতু নিরন্তর চকিত অন্তরে। তাহার উদ্যানমাঝে নিবসতি করে॥
পূর্ণকলা দ্বারা চন্দ্র সদা সর্ব্বক্ষণ। তার উপাসনা করে ওহে পদ্মাসন॥
সমুদ্র যতেক রত্ন লইয়া সাদরে। তাহার নিকটে সদা অবস্থিতি করে॥
মণিতেজ বিতরিয়া সদা সর্ব্বক্ষণ। বাসুকি দানবরাজে করয়ে সেবন॥
মন্দাকিনীজল দুষ্ট করিয়া গ্রহণ। আপনার দীর্ঘিকাতে করেছে স্থাপন॥
অতএব তব পদে করি নিবেদন। সেনাপতি একজন করহ সৃজন॥
সেই জন তারকেরে করিবে সংহার। নতুবা মোদের নাহি কিছুতে উদ্ধার॥
মহাবীর্য্যপরাক্রম হবে সেনাপতি। পরসৈন্যে বিনাশিবে ওহে সৃষ্টিপতি॥

দেবগণে সেই জন করিবে রক্ষণ। অধিক বলিব কিবা ওহে পদ্মাসন॥
এক মাত্র গতি তুমি ওহে পদ্মাকর। কৃপাদৃষ্টি কর এবে দেবতা-উপর॥
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ॥
তোমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হবে [illegible]। এখন যে কথা বলি ধরহ অন্তরে॥
তপস্যা-বলেতে সেই দানবপ্রবর। হয়েছে দুর্দ্ধর্ষ ওহে দেবতানিকর॥
তপস্যার ফলশেষ যত দিনে হবে। ততদিন দুরাধর্ষ সে জন রহিবে॥
নিজে আমি তারে বর করেছি অর্পণ। নিজে তারে কিরূপেতে করিব নিধন॥
বিষবৃক্ষে সম্বর্দ্ধিত করিয়া আপনি। কেবা কোথা করে ছেদ বল দেখি শুনি॥
বিশেষতঃ এক কথা করহ শ্রবণ। যুদ্ধে তারে কোন্ জন করিবে নিধন॥
হেন জন কেবা আছে অবনীমণ্ডলে। হেন জয়ী কেহ নাহি জগত-ভিতরে॥
এখন যে কথা বলি করহ শ্রবণ। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ করে বিসর্জ্জন॥
সেই সতী উমারূপে হিমালয়োপরে। শিব-আরাধনা এবে করিছে সাদরে॥
শিবধনে পতিলাভ করিবার তরে। একান্ত অন্তরে সতী আছে গিরিপরে॥
অতএব শুন শুন ওহে দেবগণ। যাহে গৌরী বিভা করে দেব পঞ্চানন॥
তাহার উপায় কর তোমরা সকলে। অন্য কেহ শিবতেজ ধরিবারে নারে॥
পরম পুরুষ সেই দেব ত্রিনয়ন। আদিমা প্রকৃতি সতী বিদিত ভুবন॥
পার্ব্বতী-জঠরে পুত্র লভিলে জনম। মঙ্গল হইবে তবে ওহে সুরগণ॥
এত বলি পদ্মযোনি অমর-নিকরে। প্রবেশ করেন পুনঃ গৃহের ভিতরে॥
কৃতকৃত্য হয়ে পরে যত দেবগণ। নিজ নিজ ধামে পুনঃ করেন গমন॥
কন্দর্পেরে কার্য্যদক্ষ ভাবিয়া অন্তরে। সম্বোধিয়া দেবরাজ কহে মধুস্বরে॥
শুন শুন কামদেব বচন আমার। তোমা হতে হয় বিশ্বে মোহের সঞ্চার॥
আমার বচনে রক্ষ এ তিন ভুবন। অব্যর্থ তোমার শর জানে সর্ব্বজন॥
এতেক বচন শুনি কামদেব কয়। ধন্য ধন্য আমি ধন্য ওহে মহোদয়॥
অনুগ্রহ আছে তব আমার উপরে। কি করিতে হবে প্রভু আজ্ঞা দেহ মোরে॥
সতীরে আনিব কি হে তোমার গোচর। বল বল শীঘ্র করি ওহে বজ্রধর॥
বজ্র যথা তব আজ্ঞা করয়ে পালন। সেরূপ করিব আমি ওহে মহাত্মন্॥
পুষ্প অস্ত্রে সুরাসুরে মোহিবারে পারি। শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি আজ্ঞা দিলে করি॥
কিবা দেব কিবা দৈত্য যেই কেহ হয়। তাহারে করিব মুগ্ধ ওহে মহোদয়॥
কামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। মিষ্টভাষে দেবরাজ কহেন তখন॥
জানিহে অনঙ্গ দেব তব পরাক্রম। শিবধৈর্য্য নাশিবারে তুমিই সক্ষম॥
অতএব সেই কাজ করহ ত্বরায়। দেবের মঙ্গল হবে জানিবে ইহায়॥

স্বর্গের কল্যাণ হবে ওহে মহাত্মন্। অতএব মম বাক্য করহ পালন॥ যেখানে আছেন শিব হিমালয়োপরে। সেখানে আছেন সতী হরিষ অন্তরে॥ অবিলম্বে তথা তুমি করহ গমন। উমাপ্রতি শিবমন কর নিয়োজন॥ আদেশ পাইয়া কাম তখনি চলিল। অবিলম্বে হিমালয়ে উপস্থিত হৈল॥ কামের সাহায্য হেতু মলয় পবন। আনন্দেতে পিছু পিছু করেন গমন॥ দুই জনে উপনীত হইয়া সেখানে। যথাস্থানে উপবিষ্ট হন দুই জনে॥ অলক্ষ্যেতে বায়ুদেব করে অবস্থান। বসিলেন জানু পাতি কন্দর্প ধীমান্॥ শরাসনে শর পরে করিয়া যোজন। শিবের অন্তর কাম করেন মোহন॥ মনের বিকৃতি ভাব দরশন করি। একি একি মনে ভাবে দেব ত্রিপুরারি॥ কেন মম ধৈর্য্য-চ্যুতি হইল এখন। এত ভাবি চারিদিকে চাহে পঞ্চানন॥ দেখিলেন পৃষ্ঠ-ভাগে আছেন মদন। শরাসন হাতে তার হতেছে শোভন॥ তখন উপজে ক্রোধ শিবের অন্তরে। নয়ন লোহিত বর্ণ অবিলম্বে ধরে॥ তৃতীয় নয়ন হতে অগ্নি বাহিরায়। চারিদিকে দেবগণ করে হায় হায়॥ সম্বর সম্বর রোষ ওহে পঞ্চানন। শূন্যমার্গে এইরূপ কহে দেবগণ॥ বলিতে বলিতে সেই নয়ন-অনলে। ভস্মীভূত হয়ে কাম পড়িল ভূতলে॥ মহাবিঘ্ন সমুৎপন্ন করি দরশন। অবিলম্বে তিরোহিত হন পঞ্চানন॥ শুনিলে হে তুমি ঋষি অপূর্ব্ব কাহিনী। দেবের দেবতা হন দেব শূলপাণি॥ তাঁহার হইলে ক্রোধ যেই দশা হয়। শুনিলে কর্ণেতে তাহা ওহে মহোদয়॥ ভক্তিভরে এই কথা করিলে শ্রবণ। পাপ-উপপাপ তার হয় বিমোচন॥ ইহকালে মহাসুখে সেই জন রয়। অন্তে শিবপুরে যায় নাহিক সংশয়॥ অগ্নিভয় নাহি থাকে তাহার কখন। তাহার নিকটে হয় শমন দমন॥ তাই বলে দ্বিজ-কালী শুন সাধুনর। মুক্তি হেতু ভক্তি রাখ শিবের উপর॥

--*-

পঞ্চদশ অধ্যায়।

মদন-শোকে রতির বিলাপ, রতির শিবারাধনা, শিবকর্ত্তৃক বরদান এবং তাঁহার আদেশে রতির শম্বরাসুরগৃহে অবস্থিতি।

বামদেব উবাচ।

অন্তর্হিতে ভগবতি সা শৈলতনয়া মুনে।
নিরাশা জাতদুঃখার্ত্তা সখীভ্যাং ভবনং যযৌ॥

বামদেব কহে শুন ওহে ঋষিবর। তিরোধান হলে পরে শশাঙ্ক-শেখর॥

শৈলেশ-নন্দিনী উমা দুঃখিত অন্তরে। সখীদ্বয় সহ যান আপন আগারে॥
বিষণ্ণবদনা তাঁরে করি দরশন। কারণ জিজ্ঞাসা করে পর্ব্বত-রাজন॥
শুন শুন ওগো বৎসে আমার বচন। কি হেতু তোমার হেরি মলিন বদন॥
শুশ্রূষার ত্রুটি বুঝি করেছিলে তুমি। হয়েছে কুপিত তাহে বুঝি শূলপাণি॥
এত শুনি উমা সতী কহেন তখন। আমার সেবায় তুষ্ট সদা পঞ্চানন॥
কর্ম্মফলে সেই সেবা হয়েছে বিফল। তাহার কারণ বলি শুন গিরিবর॥
নারী এক সঙ্গে করি পুরুষ ধীমান। উপনীত হয়েছিল শিব বিদ্যমান॥
পুষ্পধনু তার হাতে কিবা শোভা পায়। সঙ্গে অনুচর মৃদু পবন তাহায়॥
যেমন সে জন তথা করে আগমন। সর্ব্বঋতু-জাত পুষ্প ফুটিল তখন॥
কোকিলেরা কুহুরব করিতে লাগিল। বসন্ত প্রত্যক্ষ আসি আগত হইল॥
নিতম্বের কাঞ্চী মম হইল চঞ্চল। শিবের ধৈরয চ্যুতি হলো গিরিবর॥
তাহা দেখি চারিদিকে চাহে পঞ্চানন। পৃষ্ঠভাগে সেই জনে করেন দর্শন॥
অমনি উপজে ক্রোধ তাঁহার অন্তরে। নয়ন আরক্তবর্ণ সেই ক্ষণে ধরে॥
তৃতীয় নয়ন হতে অগ্নি বাহিরায়। অবিলম্বে ভস্মীভূত করিল তাহায়॥
এতেক বচন শুনি হিমগিরিবর। প্রবোধিয়া দুহিতারে গেলেন অন্দর॥
অন্তঃপুরে লয়ে কন্যা করেন স্থাপন। পিতৃগৃহে করে উমা দিবস যাপন॥
এদিকে কামের পত্নী রতি মনোরমা। পতির লাগিয়া খেদ করয়ে ললনা॥
অগ্নিতে প্রবেশ পরে করিবারে যায়। অকস্মাত দৈববাণী হইল তথায়॥
"শুন শুন রতি সতী আমার বচন। যেই কালে মৃগরূপ ধরে পদ্মাসন॥
যবে বিধি বাঞ্ছা করে আপন কন্যারে। যবে দেব প্রজাপতি মৃগরূপ ধরে॥
সে মৃগ যখন বধ করে পঞ্চানন। তখন লজ্জিত হয়ে দেব পদ্মাসন॥
অভিশাপ দিয়াছিল কন্দর্পদেবেরে। 'হরকোপে হবে ভস্ম' এই কথা বলে॥
সেই হেতু ভস্মীভূত হইল মদন। অতএব শুন রতি আমার বচন॥ শোক
তাপ নাহি রাখ হৃদয়-মাঝারে। কি ফল হইবে বল অনলে পশিলে॥
একমনে শিবে তুমি কর আরাধন। পুনরায় পাবে পতি আমার বচন॥"
দৈববাণী শুনি সতী আনন্দে মজিল। শিবেরে একান্তমনে পূজিতে থাকিল॥
মৃত্তিকার লিঙ্গ গড়ি বিহিতবিধানে। গন্ধপুষ্প দিয়া পূজে ঐকান্তিক মনে॥
পূজিতে অযুত লিঙ্গ করিয়া মনন। একে একে রতি সতী করয়ে অর্চ্চন॥
পূজিতে পূজিতে মন প্রফুল্ল হইল। দুঃখরাশি গিয়া চিত্ত হইল বিমল॥
অযুত সংখ্যক লিঙ্গ হইলে পূজন। তিল-হোম যথাবিধি করেন সাধন॥
তখন প্রসন্ন হয়ে দেব ভগবান্। আবির্ভূত হন আসি রতি-বিদ্যমান॥

শঙ্করেরে পুরোভাগে করি দরশন। করপুটে স্তব রতি করেন তখন॥
তব তত্ত্ব নাহি জানে দেব পদ্মযোনি। নাহি জানে নারায়ণ ওহে শূলপাণি॥
যেহেতে তোমার তত্ত্ব কেহ নাহি পায়। অবলা হইয়া কিসে জানিব তোমায়॥
এইরূপে স্তব করে মদনরমণী। স্তব শুনি তুষ্ট হন দেব শূলপাণি॥
আবির্ভূত হন আসি রতির সদন। মিষ্টভাসে সম্বোধিয়া কহেন তখন॥
স্তব শুনি তুষ্ট হৈনু তোমার উপরে। অভিমত বর এবে দিব যে তোমারে॥
এতেক বচন শুনি রতি সতী কয়। অন্য কোন বরে বাঞ্ছা নাহি মহোদয়॥
কামদেবে কর দান ওহে শূলপাণি। এই মাত্র বর চাহি করি যোড়পাণি॥
এতেক বচন শুনি কহে পঞ্চানন। এ বর অর্পিতে আমি না পারি কখন॥
আমার পরম শত্রু কামদেব হয়। বাঞ্ছা করে কেবা বল শত্রুর উদয়॥
আমার অর্চ্চনা তুমি করেছ সাধন। মম স্তব করিয়াছ তুমি অধ্যয়ন॥
তাহাতে তোমার পাশে ঋণী আছি আমি। অতএব মাগ বর মদন-ভামিনি॥
অন্য বর যাহা তুমি করিবে যাচন। তাহাই অর্পিব আমি স্বরূপ বচন॥
এতেক বচন শুনি রতি সতী কয়। শুন শুন নিবেদন ওহে মহোদয়॥
অপরাধী জনে ক্ষমা সাধুজন করে। জগতে বিদিত আছে শাস্ত্রের বিচারে॥
নির্গুণ পুরুষ তুমি জগত-ঈশ্বর। অসাধ্য কি আছে তব জগত-ভিতর॥
আমার প্রার্থনা তুমি করিলে পূরণ। অতুল সুখ্যাতি হবে জগতে রটন॥
এতেক বচন শুনি দেব ত্রিপুরারি। কহিলেন শুন শুন বলি গো সুন্দরি॥
কামেরে পাইতে বাঞ্ছা করিছ এখন। কিন্তু তাহা নাহি হবে শুনহ বচন॥
শম্বর নামেতে দৈত্য আছে ধরাতলে। তবে তুমি গিয়া থাক তাহার আগারে
দ্বাপর যুগেতে পরে দেব নারাণ। কৃষ্ণরূপে ধরাতলে লভিবে জনম॥
ধরার দুর্ব্বহ ভার হরিবার তরে। অবতীর্ণ হবে হরি জগত-মাঝারে॥
তাঁহার পরমা ভার্য্যা হবেন রুক্মিণী। লক্ষ্মীরূপা সেই দেবী সবার জননী॥
জনমিবে তাঁর গর্ভে তখন মদন। প্রদ্যুম্ন হইবে নাম বিদিত ভুবন॥ প্রদ্যুম্ন সম্বর বধ করি বাহুবলে। তোমারে আনিবে হরি দ্বারকানগরে॥ সেই কালে পতি সহ হইবে মিলন। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥ করিলাম কামে ভস্ম আমি গো সুন্দরি। এই কীর্ত্তি রবে মম জগত-ভিতরি॥ রতিরে এতেক বলি করি বরদান। অবিলম্বে মহেশ্বর হন তিরোধান॥ তাঁহার আদেশে রতি সম্বর-আগারে। পতিলাভ আশা করি নিবসতি করে॥ শিবের মাহাত্ম্য এই করিনু কীর্ত্তন। পরম মঙ্গলপ্রদ দেব পঞ্চানন। যে জন শরণ লয় দেব মহেশ্বরে। কি ভয় তাহার বল জগত-সংসারে॥ শঙ্কর

হইলে তুষ্টি কি ভাবনা তার। অমঙ্গল যায় দূরে কহিলাম সার॥ অতএব শুন সবে যত সাধুজন। একান্ত অন্তরে কর শিবের পূজন॥ শিবরূপ হৃদিপদ্মে ভাব নিরন্তর। অশিব বিনাশ হবে কহে দ্বিজবর॥

———****———

ষোড়শ অধ্যায়।

উমার তপ, জটিলবেশে শিবের
আবির্ভাব ও বরদান।

তুণ্ডিরুবাচ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি শঙ্করেস্তুতিং তে মুনে।
গত্বা গেহং হিমবতঃ কিঞ্চকার নগেন্দ্রজা॥

বামদেবে পুনরায় করি সম্বোধন। তুণ্ডিঋষি মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসে তখন॥ তিরোহিত হলে শিব নগেন্দ্র-নন্দিনী। পিতৃগৃহে কিবা করে কহ মহামুনি॥ এই কথা শুনিবারে করি আকিঞ্চন। বর্ণন করিয়া কর বাসনা পূরণ॥ এত শুনি বামদেব কহে মিষ্টস্বরে। শুন শুন মুনিবর বলিহে তোমারে॥ পিতৃগৃহে গিয়া সতী বিষণ্ণ বদন। পিতৃ-মাতৃ দোঁহাপদে করিয়া বন্দন॥ কহিলেন শুন ওগো পিতা মহোদয়। বিফল হইল মম দেব, সমুদয়॥ জনম বিফল মম বিফল যৌবন। আজ্ঞা কর করি আমি তপস্যাচরণ॥ শৃঙ্গোপরি বনমাঝে গমন করিয়ে। করিব দারুণ তপ শিবের লাগিয়ে॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁরে নাহি ধ্যানযোগে পায়। বিনা তপে কিপ্রকারে লভিব তাঁহায়॥ উমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। পিতা মাতা দুই জন কহেন তখন॥ বলিলে তুমি গো বাছা দেব মহেশ্বর। একমাত্র তপোগম্য জগত-ভিতর॥ অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। হৃদিমাঝে ভক্তিধনে করিয়া স্থাপন॥ একান্ত অন্তরে সেব শশাঙ্ক শেখরে। কিন্তু এক কথা বলি বুঝহ, অন্তরে॥ নারীর কাননে বাস সমুচিত নয়। একাকিনী বনমাঝে কিরূপেতে রয়॥ অতএব বনে নাহি করিও গমন। মুনিদের বাসস্থান জানিবে কানন॥ কৃত্তিবাসা মহেশ্বর সর্ব্ব অন্তর্যামী। সবার অন্তরে আছে সেই শূলপাণি॥ সর্ব্বেশ্বরপতি হন দেব পঞ্চানন। ভক্তি মুক্তি সকলের তিনিই কারণ॥ যথা তথা সর্ব্বস্থানে বিরাজে শঙ্কর। ভক্তের হৃদয় পদ্মে তিনিই ভাস্কর॥ অতএব সদা পূজ দেব মহেশ্বরে। উ মা যেও নাগো কভু কানন মাঝারে॥

কানন কেবল হয় বিঘ্নের কারণ। আমাদের বাক্য মাতঃ করহ রক্ষণ॥ পিতার মাতার বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। পার্ব্বতী উত্তর করে বিকসিতমনে॥ যা কহিলে সত্য বটে গৃহস্থ-ধরম। কিন্তু আমি তাহা নাহি করিব পালন॥ গৃহধর্ম্ম হতে মোরে জানিবে বাহিরে। ব্রহ্মচারী হব আমি কহিনু তোমারে॥ ব্রহ্মচারী-ধর্ম্ম যেই করে আচরণ। বনবাস বিধি তার শাস্ত্রের বচন॥ অতএব যাব বনে শিবের কারণে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বি রব সেই খানে॥ বিশেষতঃ মহাদেব বনে বনে রয়। শুনিয়াছি এই কথা মুনিগণ কয়॥ বনমাঝে যদি আমি করি নিবসতি। অচিরে হবেন তুষ্ট সেই পশুপতি॥ এত বলি গিরিসুতা কমল-লোচনী। হৃদয়-মাঝারে ভাবে কোথা শূলপাণি॥ মহেশ্বরে হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ। আনন্দাশ্রু অবিরত করে বরিষণ॥ তার পর গুরুজনে প্রণাম করিয়ে। তপ হেতু যান বনে প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥ জয়া ও বিজয়া নামে দুই সখী ছিল। অনুগামী দুই জন আনন্দে হইল॥ সখীদ্বয় সহ গৌরী হরিষ অন্তরে। অবিলম্বে চলি যান পর্ব্বত-শিখরে॥ শিখরের কিবা শোভা কি করি বর্ণন। অশোক পুন্নাগ আদি শোভে তরুগণ॥ আম্রাতক পনসাদি যত তরুবর। ফলভরে অবনত ধরার উপর॥ বিল্ব আমলকী আর কত বা মালতী। দেখিলে জনমে কত নয়নের প্রীতি॥ সুশীতল সরোবর কিবা শোভা পায়। অপ্সরারা স্নান করে সুখেতে তাহায়॥ এইরূপ মনোহর সুরম্য-শিখরে। সখীদ্বয় সহ গৌরী তথা বাস করে॥ গৌরীর বসতি হেতু সেই দিব্যস্থান। শ্রীগৌরীশিখর এই লভিল আখ্যান॥ সেই স্থানে গৌরী সতী করি অবস্থিতি। দিবানিশি হৃদে ভাবে কোথা পশুপতি॥ তপস্যা করেন তথা হয়ে একমন। হৃদিপদ্মে সদা চিন্তে কোথা পঞ্চানন॥

এইরূপে বহুদিন সমতীত হলে। জটিল পুরুষ এক আসে সেই স্থলে॥ মুনিবেশধারী সেই পুরুষপ্রবর। উপনীত হয় আসি উমার গোচর॥ নানামতে উপদেশ করেন অর্পণ। উপদেশ শুনি গৌরী পুলকে মগন॥ পঞ্চাক্ষর-শিবমন্ত্র হৃদে জপ করে। দিবানিশি ভাবে সেই দেব মহেশ্বরে॥ শীতকালে গঙ্গাজলে করি অবস্থান। হৃদে চিন্তে কোথা সেই মহেশ ধীমান্॥ আর্দ্রবস্ত্রে শীতকালে করি অবস্থিতি। হৃদয় কমলে ভাবে কোথা পশুপতি॥ বসন্তে বাসন্তীপুষ্পে পূজে পঞ্চাননে। শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদিমাঝে রাখিয়া বিধানে॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া সুন্দরী। হৃদয়-কমলে ভাবে কোথা ত্রিপুরারি॥ বর্ষাকালে বৃষ্টিজলে করি অবস্থান। সদা চিন্তে কোথা সেই হর গুণবান্॥ ফলমূল মাত্র দেবী করিয়া ভোজন। এইরূপে শতবর্ষ করেন যাপন॥

তার পর জলমাত্র করিয়া সেবন। আর এক শত বর্ষ করেন যাপন॥ তার পর শত বর্ষ শীর্ণপর্ণাহারে। যাপন করেন সতী একান্ত অন্তরে॥ তার পর পর্ণাহার করি বিসর্জ্জন। এক শত বর্ষ দেবী করেন যাপন॥ এ হেতু অপর্ণা নাম ধরেন সুন্দরী। তার পর বায়ু মাত্র সেবা করি গৌরী॥ এক শত বর্ষ কাল করেন যাপন। পঞ্চশত বর্ষ করে এরূপে গমন॥ তাঁহার কঠোর তপ দরশন করি। পরম সন্তুষ্ট হন দেব ত্রিপুরারি॥ পরীক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। ব্রহ্মচারী বেশ প্রভু ধরেন সত্বরে॥ অজিন আষাঢ় দণ্ড করিয়া ধারণ। ধীরে ধীরে গৌরীপাশে করেন গমন॥ অতিথি আগত দেখি গিরিজা সুন্দরী। বসিতে আসন দেন অতি ত্বরা করি॥ ভক্ষ্য ভোজ্য নানাবিধ করি আয়োজন। অতিথি সংকার দেবী করেন তখন॥ সেই সব প্রতিগ্রহ করি ব্রহ্মচারী। উমারে কহিতে থাকে সম্বোধন করি॥ কেমন তপস্যা সতি করিছ এখানে। করিছ ত সব কাজ বিহিত বিধানে॥ তপের আবশ্যকীয় পুষ্প কুশ বারি। এই সব সুলভ ত এখানে সুন্দরী॥ শক্তি বুঝি ত [illegible] ত করিছ সাধন। ভাল ভাল এক কথা জিজ্ঞাসি এখন॥ যৌবন তোমার এই নয়নে নেহারি। তপস্যার যোগ্যকাল নহে ত সুন্দরী॥ বৃদ্ধাবস্থা তপস্যার সমুচিত-কাল। সেই কালে না রাখিবে বিষয়-জঞ্জাল॥ যৌবনে বল্কলবাস করেছ ধারণ। শিরোপরি জটাপাশ করেছ বন্ধন॥ উপযুক্ত নহে ইহা শুন গো ভাবিনি। ইহার কারণ কিবা বল দেখি শুনি॥ ঘোরতর তপ কর কিসের কারণ। মনোরথ কিবা তব করহ বর্ণন॥ পতির কারণ যদি রয়েছ এখানে। উপযুক্ত নহে তাহা কহি তব স্থানে॥ তোমারে খুঁজিয়া লবে যেই পতি হবে। তোমার আরাধ্য পা[illegible] কভু নহে ভবে॥ যাহা হোক কুতূহল হতেছে আমার। যথাযথরূপে কহ কারণ ইহার॥

ব্রহ্মচারী-মুখে শুনি এতেক বচন। হাস্যমুখে জয়া কহে শুন মহাত্মন॥ হিমালয়সুতা ইনি কমললোচনী। কারো সঙ্গে কথা নাহি কহিবেন ধনী॥ ইহাঁর হইয়া আমি করিব বর্ণন। শুন বলি মন দিয়া তপস্যাকারণ॥ যখন কামেরে ভস্ম করে ত্রিপুরারি। তদবধি তাঁরে পতি বাঞ্ছেন সুন্দরী॥ এত শুনি ব্রহ্মচারী কহেন তখন। সাধু সাধু দিব্য বর করেছ মনন॥ ইন্দ্রাদি অসংখ্য দেব আছে স্বর্গপুরে। তাহাদিগে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে॥ শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমে যেই অভাজন। মাংসাশী ভুজঙ্গ যার গাত্র আভরণ॥ সর্ব্বলোকে অপবাদ যেই জনে করে। কেন তারে বাঞ্ছা ধনী করিলে অন্তরে॥ চিতাভস্ম অঙ্গে মাখে সেই পঞ্চানন। জটিল বাতুল সেই বিদিত ভুবন॥

লাক্ষারক্তে সুরঞ্জিত তব পদদ্বয়। শিবের চরণযুগ পুতিগন্ধময়॥ দক্ষ তারে নিমন্ত্রণ কভু নাহি করে। তুমি তবে কেন বাঞ্ছা করিছ অন্তরে॥ কপাল লইয়া যেই করয়ে ভ্রমণ। ভূতবেতালাদি সঙ্গে যার সর্ব্বক্ষণ॥ উলঙ্গ হইয়, যেই সদত বিচরে। লজ্জাবোধ নাহি যার অন্তর-মাঝারে॥ তাহারে করিবে পতি কিসের কারণ। যেই জন এই কথা করিবে শ্রবণ॥ উপহাস করিবেক সেই-ই তোমারে। অতএব মম বাক্য ধরহ অন্তরে॥ মন হতে সেই বাঞ্ছা করহ বর্জ্জন। শিবেরে বরিলে কষ্ট পাবে সর্ব্বক্ষণ॥ দেবেন্দ্র উপেন্দ্র আদি আছে দেবগণ। তাহাদের একজনে করহ বরণ॥ এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী সুন্দরী। কহিলেন রোষবশে মৌনভঙ্গ করি॥ শুন শুন মম বাক্য তুমি হে ব্রাহ্মণ। সত্য বটে যা কহিলে আমারে এখন॥ সত্য বটে ভ্রমে শিব শ্মশানে শ্মশানে। কিন্তু যাহা বলি তাহা তার দেখি মনে॥ আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত এই চরাচর। প্রলয়ে যখন ভস্ম হয় মুনিবর॥ তখনে, ভ্রমেণ শিব প্রলয় শ্মশানে। তাঁহার বিনাশ নাহি এ তিন ভুবনে॥ সদানন্দ দান করে যেই পঞ্চানন। তাঁহারে কহিছ তুমি নিন্দিত এখন॥ জটা বটে শোভা পায় শিবশিরোপরে। সামান্য নহেক জটা জানিবে অন্তরে॥ তিন বেদ জটারূপে শিরোদেশে রয়। সে হেতু জটিল নাম হয়েছে নিশ্চয়॥ তাঁহার তুলনা নাহি জগত-সংসারে। এ হেতু বাতুল তাঁরে বলে চরাচরে। যাঁহার নাহিক শেষ শেষ নামধারী। সেই শেষ ভূষারূপে আছে গাত্রোপরি॥ সর্ব্ব-পাপ নাশ পায় স্মরণে তাঁহার। মহাপাপীয়সী আমি জগত-মাঝার॥ সুতরাং তাঁহার যোগ্য কভু আমি নই। বলিনু তোমার পাশে জানিবে গোঁসাই॥ সত্য বটে দক্ষ নাহি করে নিমন্ত্রণ। তার ফল চক্ষে চক্ষে হয়েছে দর্শন॥ যজ্ঞেতে তাঁহারে যেই পূজা নাহি করে। সুগতি না হয় তার জানিবে অন্তরে তাঁহা হতে পৃথিব্যাদি ভূতের উৎপত্তি। ভূতের প্রধান হয় বেতাল সুমতি॥ এই হেতু ভূতপতি তাঁহার আখ্যান। ভূতব্রত নাম তাঁর ওহে মতিমান্॥ চরণ পাতাল তাঁর কটি নরধাম। শিরোদেশ স্বর্গলোক খ্যাত সর্ব্বস্থান॥ দিক্‌সমূহ বস্ত্র তাঁর এই সে কারণ। দিগ্বাসা ধরেন নাম সেই পঞ্চানন॥ যবে বিধি বাঞ্ছা করে নিজকন্যাপরে। মহেশ্বর তাঁর লজ্জা ভাঙ্গে সেই কালে এহেতু বিগতব্রীড় শিবের আখ্যান। অধিক বলিব কিবা তব বিদ্যমান॥ বেদেতে তাঁহার তত্ত্ব না হয় নির্ণয়। কিরূপে বরিব তাঁরে ওহে মহোদয়॥ সামান্য রমণী হয়ে বাঞ্ছিছি তাঁহারে। সত্য বটে এই কথা কহিনু তোমারে॥ জটিল গৌরীর মুখে করিয়া শ্রবণ। শিবনিন্দা হেতু পুনঃ উদ্যত তখন॥

তাহা দেখি গৌরী সতী বিজয়ারে কয়। শুন সখি এই ব্যক্তি অভ্যাগত হয়॥ স্থানান্তরে যেতে এরে বলহ এখন। এখানে থাকার আর নাহি প্রয়োজন॥ শিবনিন্দা যেই করে আপন বদনে। তার সম পাপী নাহি এ তিন ভুবনে॥ শিবনিন্দা যেই জন করয়ে শ্রবণ। ততোধিক পাপী সেই শাস্ত্রের বচন॥ অতএব যেতে বল এই বিপ্রবরে। শিবপাশে অপরাধী জানিবে ইহারে॥ শিবদ্বেষী লোক যথা করে অবস্থান। ধর্ম্ম কভু নাহি তথা থাকে বিদ্যমান॥ দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। জটিল মধুরভাষে কহিল তখন॥ জানি জানি মহাভাগে জগত-জননী। সত্য বটে হও তুমি হরের গৃহিণী॥ এত বলি দেবদেব প্রভু পঞ্চানন। নিজমূর্ত্তি সেই স্থানে করেন ধারণ॥ বলিলেন শুন শুন কমললোচনে। আমার গৃহিণী হও পুলকিত মনে॥ ক্রীতদাস তব পাশে জানিবে আমারে। আমারে কিনিলে তুমি তপস্যার বলে॥ হিমালয়-গৃহে এবে করহ গমন। তোমারে করিব আমি ধর্ম্মত গ্রহণ॥ ধর্ম্ম অনুসারে যদি বিবাহ না করি। কে জানিবে শাস্ত্রবিধি তবে গো সুন্দরী॥ আদ্যাশক্তি তুমি দেবি বিদিত ভুবন। দক্ষযজ্ঞে দেহ পূর্ব্বে কর বিসর্জ্জন॥ উভয়ে মিলন পুনঃ হইল ইদানী। বিশ্বের মঙ্গল ইথে হবে গো ভাবিনী॥ এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ। সখী সহ পিতৃগৃহে করহ গমন॥ স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান করিবেন গিরি। সেই স্থানে যাব আমি শুন গো সুন্দরী॥ মহত্ত্ব দেখাব আমি সবার গোচরে। অতএব যাহ শীঘ্র হিমালয়-ঘরে॥ এত বলি অন্তর্ধান হন পঞ্চানন। সখী সহ গিরিকন্যা করেন গমন॥ জটিলসংবাদ যেই ভক্তিভরে পড়ে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে॥ শুভগতি হয় তার নাহিক সংশয়। শিবপদে লয় পায় সে জন নিশ্চয়॥ অতএব শুন শুন যত সাধুগণ। শিবপদে মহাভক্তি রাখ সর্ব্বক্ষণ॥

—*—

সপ্তদশ অধ্যায়।

শিবের কুম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ ও শিশুরূপ ধরিয়া পার্ব্বতীর ক্রোড়ে উপবেশন এবং শিবের উমালাভ।

বামদেব উবাচ।

গিরীন্দ্রতনয়া সা তু গত্বা হিমবতঃ পুরীং।
পিতরং সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস পার্ব্বতী॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। সখীদ্বয় সহ গৌরী করেন গমন॥

হিমালয়-গৃহে গিয়া সানন্দ অন্তরে। কহেন সকল কথা পিতার গোচরে॥ কন্যামুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ। কৃতকৃত্য জ্ঞান করে পর্ব্বত-রাজন॥ বিবাহের আয়োজন করে তার পরে। করিলেন বেদী এক মহা উচ্চ করে॥ দূতগণে চারিদিকে করেন প্রেরণ। স্বয়ম্বর বিবরণ করিতে ঘোষণ॥ পৃথিবীস্থ রাজগণে নিমন্ত্রণ করে। পাঠালেন দূতগণে পাতালনগরে॥ স্বর্গধামে দেব-গণে করে নিমন্ত্রণ। স্বয়ম্বর কথা সবে করিল শ্রবণ॥ উমামুখ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয়ে। সকলে আসিতে থাকে সানন্দ-হৃদয়ে॥ গরুড়-বাহনে আসে বৈকুণ্ঠ-বিহারী। নীলোৎপলদলশ্যাম আহা মরি মরি॥ পদ্মপত্র সম তাঁর যুগল নয়ন। মকর-কুণ্ডল কর্ণে হতেছে শোভন॥ কৌমোদকী পাঞ্চজন্য নন্দ-কাদি করি। ধারণ করিয়া শোভে চতুর্ভুজধারী॥ শিবের আদেশ পেয়ে দেব পদ্মাসন। মরাল-বাহনে ত্বরা করে আগমন॥ শারদীয় মেঘ সম গজ-রাজোপরে। শচীপতি দেবরাজ আগমন করে॥ বজ্র অস্ত্র করে তাঁর হয় শোভমান। পারিজাত মালা গলে হয় লম্বমান॥ সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী যত দেবগণ। হিমালয় গৃহে সবে করে আগমন॥ সবার হাতেতে শোভে অস্ত্র মনোহর। গলে দিব্যমাল্য শোভে মরি কি সুন্দর॥ কিরীট শোভিছে কিবা সকলের শিরে। কুণ্ডল দোদুল্যমান শ্রবণ-যুগলে॥ বাসুকি-প্রমুখ যত পাতালস্থগণ। একে একে হিমগৃহে করে আগমন॥ নর নাগ সুরগণে পূরিল নগরী। তৎকালীন শোভা কিবা বর্ণিবারে নারি॥ গৌরীর বদনপদ্ম করিতে দর্শন। উৎসুক হইয়া রহে আগন্তুকগণ॥

এদিকে আশ্চর্য্য ঘটে শুনহ সকলে। শিবের অদ্ভুত লীলা কে বুঝিতে পারে॥ উমার পরীক্ষা হেতু করিয়া মনন। গ্রাহরূপ ধরে প্রভু দেব পঞ্চানন॥ মায়াবলে শিশু এক করেন সৃজন। গ্রাহ সেই শিশুবরে করে আক্রমণ॥ পর্ব্বত-উপরে সেই সরোবর-নীরে। চীৎকার করয়ে শিশু অতি উচ্চৈঃস্বরে॥ উচ্চৈঃস্বরে কহে শিশু কে আছ কোথায়। অনাথ বালক আমি রক্ষহ আমায়॥ দেখহ কুম্ভীর মোরে করয়ে ভক্ষণ। জলমধ্যে মগ্ন হয়ে আছি গো এক্ষণ॥ শুন শুন দেবগণ বচন আমার। কৃপা করি মোরে সবে করহ উদ্ধার॥ মাতা পিতা নাহি মম কেহই সংসারে। হায় হায় কে রক্ষিবে বিপদ-সাগরে॥ শিশুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কেহ নাহি রক্ষিবারে করিল গমন॥ কিবা দেব কিবা দৈত্য নাগ আদি করে। কেহই নাহিক গেল রক্ষিতে শিশুরে॥ শিশুর রোদনধ্বনি করিয়া শ্রবণ। দ্রুতপদে গৌরী দেবী বহির্গত হন॥ সখীদ্বয় সহ আসি অচিরে বাহিরে। দেখেন শিশুরে মাঝে ভীষণ

কুম্ভীরে ॥রক্ষ-রক্ষ বলি শিশু করয়ে রোদন। তাহা দেখি উমা সতী বিষাদে মগন ॥ কুম্ভীরে সম্বোধি উমা কহেন তখন। শুন শুন গ্রাহবর আমার বচন ॥
ছাড় ছাড় শীঘ্র ছাড় এই বালকেরে। পিতৃ-মাতৃ-হীন শিশু জগত-সংসারে ॥
কুম্ভীর তখন কহে কিরূপেতে ছাড়ি। আহার পেয়েছি আমি শুন গো সুন্দরী
ঈশ্বর-কৃপায় আমি পেয়েছি আহার। কিরূপে পাইয়া বল করি পরিহার ॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমি আছি সরোবরে। এখানে আহার বল পায় কিবা করে॥
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন। কহিলেন শুন শুন আমার বচন ॥
এ হতে দ্বিগুণ খাদ্য দিব হে তোমারে। অতীব সুস্বাদু তাহা জানিবে অন্তরে॥
এ দীন বালকে আশু করহ মোচন। আমার নিকটে শিশু লয়েছে শরণ ॥
তখন কুম্ভীর কহে নগেন্দ্র-নন্দিনী। শাস্ত্রজ্ঞান আছে তব অন্তরেতে জানি ॥
কিবা খাদ্য দিবে মোরে বলহ এখন। ক্ষুধাতে কাতর আমি কর দরশন ॥
এতেক বচন শুনি উমা সতী কয়। শুন শুন ওহে গ্রাহ তুমি মহোদয় ॥
স্বাদু পক্ক ফল মূল করিব প্রদান। ঘৃত পক্ক দিব্য অন্ন দিব মতিমান্ ॥
এত শুনি সে কুম্ভীর কহিল তখন। ফলমূলে কিবা মম আছে প্রয়োজন ॥
ফল মূল মুনিজনে করয়ে আহার। অন্ন আদি নরগণ খায় অনিবার ॥
রক্ত মাংস খাই মোরা বিধির নিয়ম। ফল মূলে অন্ন ঘৃতে কিবা প্রয়োজন ॥
রক্ত মাংস যদি পাই করিতে ভক্ষণ। তবে ত আমার হয় সন্তোষ সাধন ॥
এতেক বচন শুনি উমা দেবী কয়। সত্য বটে যা কহিলে ওহে মহোদয় ॥
ছাগ এক আহারীয় করিব প্রদান। তুমি এই বালকেরে কর পরিত্রাণ ॥
এত শুনি পুনঃ সেই গ্রাহরাজ কয়। তোমার এতেক বাক্য সমুচিত নয় ॥
এক জনে রক্ষিবারে মারিবে অন্যেরে। উপযুক্ত নহে ইহা জানিবে অন্তরে ॥
এত শুনি উমাসতী কহেন তখন। ধর্ম্ম আচরণ কর কুম্ভীর-রাজন ॥
বালকেরে পরিত্যাগ করহ অচিরে। সেই পুণ্যে যাহ তুমি অমর-নগরে ॥
তখন কুম্ভীর কহে ওগো পদ্মাননে। ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি কিছু আমার ভক্ষণে ॥
অধর্ম্ম যে জন নাহি করয়ে কখন। ধর্ম্ম কর্ম্ম তার পক্ষে শাস্ত্রের বচন ॥
ধর্ম্মফলে যায় বটে অমর-নগরে। স্বর্গধামে আমি বল যাব কি প্রকারে ॥
চির কাল পাপকর্ম্ম করি আচরণ। কিরূপে স্বরগপুরে করিব গমন ॥
অতএব বালকেরে কিরূপেতে ছাড়ি। বিবেচনা করি তুমি বলহ সুন্দরী ॥
এতেক বচন শুনি উমা দেবী কয়। শুন শুন গ্রাহবর তুমি মহোদয় ॥
যেরূপেতে স্বর্গলাভ হইবে তোমার। বলিতেছি সেই কথা শুন গুণাধার ॥
বালকেরে তোমা হতে করিয়া রক্ষণ। যেই ধর্ম্ম ভূমে মম হবে উপার্জ্জন ॥

অধিষ্ঠান করি আমি হিমগিরিবরে। যে সব করেছি তপ একান্ত অন্তরে ॥ সেই সব পুণ্য আমি দিলাম তোমায়। সেই পুণ্যে স্বর্গধামে যাও হে ত্বরায়॥ সুরগণ সবে তোমা পূজিবে সেখানে। শীঘ্র করি ছাড়ি দেহ এই শিশুধনে॥ এতেক বচন শুনি গ্রাহবর কয়। পরম সন্তুষ্ট মম হইল হৃদয়॥ লহ লহ বালকেরে লহ ত্বরা করি। চলিলাম তব বাক্যে অমর-নগরী॥ এত বলি জলমধ্যে হয় নিমগন। দেখিতে দেখিতে হয় অদৃশ্য তখন॥ এদিকে পার্ব্বতী সতী সেই শিশু লয়ে। অন্তঃপুরে বসে আসি কোলেতে করিয়ে॥ মনে মনে চিন্তে সতী এই শিশুবর। শিবের সমান করি নয়ন-গোচর॥ ঐ দিকে উমার কোলে দেখিয়া শিশুরে। শচীপতি অস্ত্র ধরে মহাক্রোধ-ভরে॥ তাহার বিনাশ হেতু করিয়া মনন। ইন্দ্রদেব করে অস্ত্র করেন গ্রহণ॥ তাহা দেখি কটাক্ষেতে শিশুবর চায়। দেবরাজ হয়ে রহে স্তম্ভিতের প্রায়॥ বাসবে স্তম্ভিত দেখি যত দেবগণ। আশ্চর্য্য ভাবিয়া সবে বিস্ময়ে মগন॥ ভয়াকুল দেবগণে করি দরশন। ধ্যানযোগ অবলম্বি দেখে পদ্মাসন॥ ধ্যানেতে সকল দেব জানিলেন মনে। তখন শিশুরে স্তব করেন বিধানে॥ জগতের নাথ তুমি শুনহ শঙ্কর। দেবরাজে রক্ষা কর ওহে দিগম্বর॥ ব্রহ্মার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ। শিশুরূপী মহেশ্বর অন্তর্হিত হন॥ তার পর পদ্মযোনি ডাকি দেবগণে। কহিলেন শুন শুন কহি সবা স্থানে॥ আমরা সকলে হই অতি মূঢ়মতি। জানিতে নারিনু হায় দেব পশুপতি॥ উমার কোলেতে ছিল যেই শিশুবর। শিশু নহে তিনি হন দেব মহেশ্বর॥ শীঘ্র তাঁরে মনে মনে করহ স্মরণ। একান্ত অন্তরে লও তাঁহারে শরণ॥ বুদ্ধিদোষে কার্য্য নষ্ট করিয়াছ সবে। একান্ত অন্তরে এবে ভাব সেই শিবে॥ বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। শিবেরে স্মরণ করে যত দেবগণ॥ এদিকে পার্ব্বতী সতী বিষণ্ণ বদনে। জয়ারে সম্বোধি কহে শুন সুলোচনে॥ শঙ্কর লাগিয়া তপ করিনু দুষ্কর। হইলেন তিরোহিত সেই দিগম্বর॥ কুম্ভীর-হাতেতে রক্ষা করিনু শিশুরে। যতনে রাখিনু তারে বক্ষের উপরে॥ তাহারেও হারালাম হায় হায়-হায়। তপস্যা বিফল মম কি কব তোমায়॥ কি আছে কপালে মোর বুঝিবারে নারি। দৈব প্রতিকূল মম জানিবে সুন্দরী এত বলি গিরি সুতা তপস্যা কারণ। পুনশ্চ কাননে যেতে করেন মনন॥ অন্তরে জানিয়া তাহা দেব পঞ্চানন। উমার সাক্ষাতে আসি দিলেন দর্শন॥ উমারে আলিঙ্গিয়া কহে দেব মহেশ্বর। কি হেতু যাইবে আর কানন ভিতর॥ আমিই আসিয়াছিনু কুম্ভীর আকারে। শিশুরূপে বসেছিনু তব অঙ্কোপরে॥

মহাদেব বলি মোরে জেনো ওগো সতি। কেন আর বনমাঝে করিবে বসতি
তপস্যার ফল তব হলো এতদিনে। বিষাদ না রাখ আর আপনার মনে॥
এইরূপে প্রবোধিয়া দেব পঞ্চানন। বিধানে উমারে পরে করেন গ্রহণ॥
বিধানে উমারে প্রভু বিবাহ করিল। সেই কালে জগত্রয় রমণীয় হৈল॥
কৃতকৃত্য এতদিনে হলো হিমবান্। মনসুখে হিমগিরি করে কত দান॥
উমারে সম্বোধি কহে মেনকা তখন। ধন্য ধন্য তুমি সতি এ তিন ভুবন॥
পুণ্যবতী তব সম কেবা আছে আর। শিবেরে পাইলে পতি যিনি বিশ্বাধার॥
পবিত্র আমার দেহ হলো এতদিনে। হিমালয় কৃতকৃত্য হইলেন মনে॥
শিবের চরণ-রেণু গৃহেতে পড়িল। পরম পবিত্র গৃহ তাহাতে হইল॥ এতেক
বচন শুনি দেব মহেশ্বর। প্রসন্ন-বদনে প্রভু করেন উত্তর॥ সর্ব্বদা সকল
লোকে দেব দৈত্যগণ। হিমালয়বাসী নামে করি সম্বোধন॥ করিবেক
আরাধনা আমারে অন্তরে। মহাসুখী হব তাহে কহিনু সবারে॥ সর্ব্বদা
তোমাতে গিরে করিব বসতি। মাঝে মাঝে কৈলাসেতে হবে অবস্থিতি॥
সর্ব্বযজ্ঞে [illegible] হবে হিমালয়। আমার বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়॥
এত বলি পঞ্চানন মৌনভাব ধরে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তবপাঠ করে॥ বেদ-
বাক্যে শ্রুতিবাক্যে করযে স্তবন। স্তব শুনি হৃষ্ট হন দেব পঞ্চানন॥ আনন্দ
উৎসবে পুরী কোলাহলময়। নৃত্য গীত স্থানে স্থানে নানামতে হয়॥ পুষ্পবৃষ্টি
শূন্য হতে পড়ে ঘন ঘন। দুন্দুভির বাদ্য সদা হয় যে বাদন॥ এইরূপে শুভ
কার্য্য সমাধা হইলে। দেবগণ চলি যান নিজ নিজ স্থলে॥ মুনি ঋষি সবে করে
স্বস্থানে গমন। গৌরী সহ শিব তথা রহেন তখন॥ ভক্তিভরে এই কথা
যেই জন শুনে। শঙ্কর-পদবী পায় সে জন অন্তিমে॥ শ্রীশিবপুরাণ-কথা পবিত্র
কাহিনী। ভক্তিভরে যদি শুনে নর বা রমণী॥ মনের বাসনা পূর্ণ অবশ্যই
হয়। পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

তারকাসুর নিপাত ও স্বর্ণোৎপত্তি।

বামদেব উবাচ।

পার্ব্বত্যা সহ শম্ভুস্তু রেমে হিমবতো গৃহে।
নানাকামকলাভিশ্চ দশবর্ষাণি পঞ্চ চ॥

পার্ব্বতী সহিত শম্ভু থাকি হিমপুরে। উমা সহ নানামতে নানা লীলা করে॥

পঞ্চদশ বর্ষ কাল এইরূপে যায়। ধরণী একান্ত ক্লিষ্ট হলেন তাহায়॥ তাঁহাদের ভার সহ্য করিবারে নারি। সূর্য্যপাশে উপনীত ধরণী সুন্দরী॥ করযোড় করি তথা করিয়া গমন। একান্ত অন্তরে লন ভাস্করে শরণ॥ তাঁহারে আগত দেখি দেব দিনমণি। কহেন কি হেতু হেথা তুমি গো অবনী॥ মলিন বদন কেন করি দরশন। সর্ব্বভার সহ তুমি বিদিত ভুবন॥ এত শুনি ধরা সতী কহে ধীরে ধীরে। মম আগমন হেতু নিবেদি তোমারে॥ শিবেরে বহিতে আমি আর নাহি পারি। তাঁর পদাঘাত আর সহিবারে নারি শিবা সহ রতি করে দেব পঞ্চানন। পঞ্চদশ বর্ষ ক্রমে হয়েছে যাপন॥ অদ্যাপি নিবৃত্ত নাহি হতেছে তাহায়। আমার যাতনা কথা কহিনু তোমায়॥ এত শুনি সূর্য্যদেব কহেন তখন। যা বলিলে সত্য বটে দুঃখের কারণ॥ অতএব যাহ তুমি ইন্দ্রের গোচরে। উচিত উপায় ইন্দ্র করিবে অচিরে॥ সূর্য্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ধরা দেবী ইন্দ্রপুরে করেন গমন॥ দুঃখের কাহিনী কহে সবার গোচরে। শুনিলে সকল দেব শ্রবণ-বিবরে॥ তার পর পরামর্শ করি দেবগণ। হিমালয়-শিখরেতে করেন গমন॥ তথা গিয়া স্তব করে পার্ব্বতী-হরেরে। স্তব শুনি লজ্জা পান মহেশ অন্তরে॥ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে পঞ্চানন। দেবগণে এই বাক্য কহেন তখন॥ মম রেত বিসর্জ্জিব বল কোন্ স্থানে। এত শুনি দেবগণ কহেন দহনে॥ শুন শুন বহ্নিদেব মোদের বচন। শিরোপরি তুমি রেত করহ ধারণ॥ এত শুনি রেত ত্যাগ করে মহেশ্বর। দশশিখাযোগে তাহা ধরিল অনল॥ তথাপি সক্ষম নাহি হইল ধারণে। অবিলম্বে ফেলি তাহা দেয় শরবনে॥ সেই হেতু শরজন্মা ইহার আখ্যান। তার পর শুন শুন ওহে মতিমান্॥ শরবন হতে তাহা লইয়া পবন। কৃত্তিকা ছয়ের পাশে করিল গমন॥ ছয় ভাগ করি রেত সানন্দ অন্তরে। কৃত্তিকাগণের গর্ভে প্রবেশিত করে॥ তাহারা ধরিতে নাহি হইল সক্ষম। স্কন্দ স্থান দিয়া তাহা করে নির্গমন॥ সেই হেতু স্কন্দ নাম হইল প্রচার। কাষ্ঠকোষে সেই রেত রাখি পুনর্ব্বার॥ ফেলিল কৃত্তিকাগণ গঙ্গার উপরে। এ হেতু কার্ত্তিক নাম সেই শিশু ধরে॥ ষাণ্মাতুর নাম হয় এই সে কারণ। তার পর শুন শুন যে হয় ঘটন॥ কাষ্ঠ-কোষ দরশন করি পদ্মযোনি। অবিলম্বে তুলি তাহা নিলেন তখনি॥ অশ্ব-যুক পূর্ণিমাতে করেন ভঞ্জন। ষণ্মুখ বালক তাহে করেন দর্শন॥ দ্বাদশ লোচন তার অতি শোভা পায়। বারো হাত শোভে অঙ্গে মরি কিবা তায়॥ সেই দিনে মহোৎসব করে পদ্মাসন। অদ্যাপি উৎসব হয় ধরায় দর্শন॥

তার পর পদ্মযোনি সেই শিশুবরে। সেনানীপদেতে বরে সানন্দ অন্তরে ॥
আনন্দে দিলেন তারে ময়ূর বাহন। কোটিসূর্য্যসম শক্তি করেন অর্পণ ॥
আরোহণ করি স্কন্দ ময়ূর বাহনে। শক্তি উত্তোলিত করি আনন্দিতমনে ॥
তারক অসুরে বধ করিবার তরে। অবিলম্বে সৈন্য সহ যুদ্ধযাত্রা করে ॥
সেনা সহ কার্ত্তিকেয় করেন গমন। তারক অসুর তাহা করিল দর্শন ॥
তাহা দেখি ক্রোধভরে সিংহনাদ করে। সমুদ্যত হয় স্কন্দে বধিবার তরে ॥
ক্রমে দোঁহে যুদ্ধ বাধে অতি বিভীষণ। ছয় বাণ দৈত্যরাজ মারিল তখন ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা করিয়া ছেদন। দৈত্যবক্ষে দশ বাণ মারে ষড়ানন ॥
তাহাতে পীড়িত হয়ে দানব-প্রবর। নিজ করে মহাশূল ধরিল সত্বর ॥
সেই শূল নিক্ষেপিল কার্ত্তিক উপরে। নিজশূলে স্কন্দ তাহা ভস্মীভূত করে ॥
তাহা দেখি দৈত্যবর হয়ে ক্রুদ্ধমন। কার্ত্তিকে বধিতে করে খড়্গ গ্রহণ ॥
পরশ্বধ অস্ত্রে তাহা ছেদিয়া সত্বরে। দানবের হস্ত স্কন্দ কাটে ত্বরা করে ॥
ছিন্নভুজ হয়ে দৈত্য রোষেতে মগন। পরিঘ লইয়া তাহা করিল ক্ষেপণ ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহা কাটিয়া সত্বর। ফেলিলেন দৈত্যে স্কন্দ ধরার উপর ॥
পুনশ্চ শকতি মারে তার বক্ষঃস্থলে। নৃত্য করে কার্ত্তিকেয় আনন্দের ভরে ॥
দানব করিতে থাকে রুধির বমন। তাহার ভরেতে ধরা কাঁপে ঘন ঘন ॥
পুষ্পবৃষ্টি পড়ে কত স্কন্দ-শিরোপরে। দুন্দুভির ধ্বনি যত দেবগণ করে ॥
সাধুবাক্যে ধন্যবাদ দেয় দেবগণ। অর্ঘ্য আনি সবে স্কন্দে করে সমর্পণ ॥
নানামতে কার্ত্তিকেরে করয়ে পূজন। আনন্দে মগন হয় যত দেবগণ ॥
শিবরেতে যেই রূপে জনমে কুমার। বলিনু সে সব শুণ্ডে নিকটে তোমার ॥
আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ। অগ্নি হতে রেত লয় পবন যখন ॥
অর্দ্ধেক তখন বায়ু গ্রহণ করিল। অর্দ্ধেক অগ্নির মধ্যে অবস্থিত ছিল ॥
অগ্নিস্থিত রেত হতে জনমে কাঞ্চন। শিবের মাহাত্ম্য এই করিনু কীর্ত্তন ॥
শিবের মহিমা বল কে বলিতে পারে। হেন জন নাহি কেহ জগত-সংসারে ॥
পুরাণের এ অধ্যায় পড়ে যেই জন। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাত্মন্ ॥
ইহকালে সুখে সেই করে অবস্থিতি। অন্তকালে হয় তার স্কন্দলোকে গতি ॥
ক্ষত্রগণ যদি হয়ে ভক্তিপরায়ণ। এ শাস্ত্র অন্তরে ইহা করে অধ্যয়ন ॥
রণজয়ী হয় সেই নাহিক সংশয়। কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে মহোদয় ॥
অপূর্ব্ব কাহিনী এই করিনু বর্ণন। শুনিলে অন্তর পূত ওহে তপোধন ॥
সদা ভক্তি রেখো সেই শিবের চরণে। কোন ভয় না রহিবে এ তিন ভুবনে ॥
ইহ পর উভ লোকে লভিবে কল্যাণ। অধিক ব'লব কিবা তব বিদ্যমান ॥

পরম ভকতি তব আছে শিবোপরে। শিব সম তুমি মুনে জানিনু অন্তরে॥
তোমার সহিতে মম হতেছে কথন। ইহাতে হইল মম সন্তোষিত মন॥
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর। জগত-ঈশ্বর সেই দেব দিগম্বর॥
তাঁহার সমান নাহি এ তিন ভুবনে। সদা মন রাখ মুনে তাঁহার চরণে॥
মোক্ষগতি হবে তব নাহিক সংশয়। শিবের প্রসাদে হয় ভববন্ধ ক্ষয়॥
শিব শিব যেই জন করে উচ্চারণ। অশিব তাহার কাছে না আসে কখন॥

---*---

ঊনবিংশ অধ্যায়।

কার্ত্তিকেয়ের তীর্থযাত্রা, এবং গণেশের যৌবরাজ্য ও গণপতিত্বলাভ।

বামদেব উবাচ।

শৃণু ভৃগো প্রবক্ষ্যামি জনকৌতুকমুত্তমং।
শিবস্নোর্গণেশস্য স্কন্দজন্মন উর্দ্ধতঃ॥

ভৃগু কহে শুন শুন ওহে ঋষিবর। ধর্ম্মকথা শুনি হলো পবিত্র অন্তর॥ গণেশের বিবরণ শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা॥ এত শুনি বামদেব কহেন তখন। শুন শুন ভৃগু ঋষে করিব বর্ণন॥গণেশের জন্মকথা কৌতুহলময়। বর্ণন করিব তাহা শুন মহোদয়॥ কার্ত্তিক জন্মিলে পরে দেব পঞ্চানন। উমা সহ ধরাধামে করে আগমন॥ ক্রীড়া হেতু যান এক বনের ভিতরে। নানাজাতি পুষ্পতরু কিবা শোভা ধরে॥ কপোত শারিকাবৃন্দ আছে অগণন। কোকিলেরা কুহু কুহু করে সর্ব্বক্ষণ। দিব্য পুষ্করিণী সব শোভে চারিভিতে। সেই বনে রহে শিব উমার সহিতে॥ একদা উমারে ত্যাগ করি পঞ্চানন। কানন-ভ্রমণে যান লয়ে গণগণ॥ এদিকে পার্ব্বতী দেবী একান্ত অন্তরে। হরিদ্রাপুত্তলি এক বিনির্ম্মিত করে॥ পুরুষ-আকৃতি এক করিয়া গঠন। জীবদান করিলেন তাহারে তখন॥ তার পর কহিলেন পুরুষ-প্রবরে। আমারে বচন ধর আপন অন্তরে॥ যতক্ষণ স্নান আমি সলিলেতে করি। তাবত থাকহ তুমি হইয়া দুয়ারী॥ এত বলি স্নান হেতু করেন গমন। দ্বারীরূপে সে পুরুষ রহিল তখন॥ দারুণ ত্রিশূল লয়ে আপনার করে। একান্ত অন্তরে সেই দ্বার রক্ষা করে॥ -নকালে পঞ্চানন করে আগমন। সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী প্রমথের গণ॥ -সিয়া দেখেন শিব তাঁহার দুয়ারে। ত্রিশূলী পুরুষ এক দ্বার রক্ষা করে॥

সে পুরুষ শিবপথ ক'রল রোধন। শিবেরে গৃহেতে যেতে না দেয় তখন ॥
তাহা দেখি পঞ্চানন অতি রোষভরে। পরশু আঘাত করে পুরুষ-প্রবরে ॥
তাহাতে চূর্ণিত হলো মস্তক তাহার। ঘন ঘন রক্তধারা বহে অনিবার ॥
সেই রক্তে শোননদ বাহিত হইল। চিরদিন তরে ভূমে প্রত্যক্ষ রহিল ॥
তার পর অন্তঃপুরে পশে পঞ্চানন। সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে লিপ্ত হয় দরশন ॥
উজ্জ্বল পরশু করে কিবা শোভা পায়। হেনকালে গিরিসুতা আসেন তথায় ॥
তাহা দেখি জিজ্ঞাসিল দেব পঞ্চাননে। এ কি একি প্রভু শীঘ্র কহ মম স্থানে॥
তখন উত্তর করে দেব মহেশ্বর। দুয়ারে আছিল এক পুরুষ প্রবর ॥
আগমনপথ রুদ্ধ সেই জন করে। এ হেতু পরশু মারি তাহার উপরে ॥
তাহাতে মস্তক চূর্ণ হয়েছে তাহার। সে রক্তে পরশু আর্দ্র হয়েছে আমার ॥
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন। কহিলেন শুন শুন ওহে পঞ্চানন ॥
কি করিলে জগন্নাথ দারুণ করম। সে জন জানিবে হয় আমার নন্দন ॥
হরিদ্রা দ্বারায় তারে করিবা নির্ম্মাণ। গিয়াছিনু তার পর করিবারে স্নান ॥
পুত্রহন্তা হলে তুমি ওহে পঞ্চানন। অকীর্ত্তি রটিবে তব এ তিন ভুবন ॥
অতএব মম বাক্য ধরহ অন্তরে। জীবিত করহ প্রভু তাহারে অচিরে ॥
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। ক্ষণকাল মৌনভাবে করেন চিন্তন ॥
তাহারে চিন্তিত দেখি দেবী মহেশ্বরী। কহিলেন শুন শুন ওহে ত্রিপুরারি ॥
পুত্র হতে শ্রেষ্ঠ আর নাহি ধরাতলে। পুত্রমুখ দেখি লোক শোকতাপ ভুলে ॥
অতএব পুত্রদান করহ আমায়। এত শুনি মহেশ্বর কহেন তাঁহায় ॥ নির্লিপ্ত
আমি হে দেবি জগত-সংসারে। যোগ তপ মম কাজ জানিবে অন্তরে ॥
পুত্র লয়ে মোর কিবা আছে প্রয়োজন। অতএব শোক তাপ করহ বর্জ্জন ॥
এত শুনি মহেশ্বরী বিষণ্ণ অন্তরে। কহিলেন পুনরায় দেব মহেশ্বরে ॥
শুন প্রভু নিবেদন করি যে তোমারে। পুত্র হতে নাহি কিছু জগত-সংসারে॥
এত বলি দ্বারে গিয়া করেন দর্শন। ছিন্নশিরা সে পুরুষ ধরায় পতন ॥
তাহারে লইয়া কোলে কান্দিতে কান্দিতে। পুনরায় আসে হৈমী শিবের
তাকাতে ॥ বিনয় করিয়া কহে ওগো পঞ্চানন। যদি স্নেহ মম প্রতি কর
অনুক্ষণ ॥ পুত্র ধন দেহ মোরে করুণা বিতরি। নতুবা ত্যজিব প্রাণ ওহে
ত্রিপুরারি ॥ এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন। রক্তবর্ণ বস্ত্র এক করিয়া গ্রহণ॥
পুটুলী করিয়া তাহা দিলেন ফেলিয়ে। উমার অঙ্কেতে পড়ে সেই বস্ত্র গিয়ে॥
বলিলেন মহেশ্বর শুন গো পার্ব্বতী। লহ এই লহ এই তোমার সন্ততি ॥
পুত্রধনে সযতনে করহ পালন। স্নেহভরে পুত্রমুখ করহ চুম্বন ॥

উপহাস ভাবি তাহা পার্ব্বতী সুন্দরী। মনে ভাবে বস্ত্র লয়ে এবে কিবা করি ॥ উপহাস করে মোরে দেব পঞ্চানন। বিফল জীবন মম বিফল জনম ॥ এত ভাবি ক্ষণকাল অধোমুখে রয়। আশ্চর্য্য হেরিয়া পরে হলেন বিস্ময় ॥ রক্তবর্ণ বস্ত্র নাহি ছিন্নশিরা নাই। অপূর্ব্ব তনয় কোলে দেখিবারে পাই ॥ আশ্চর্য্য হইয়া দেবী পার্ব্বতী তখন। পঞ্চাননে নান মতে করেন স্তবন ॥ সেই পুত্র গণপতি নামেতে বিখ্যাত। বিদিত আছয়ে ইহা অখিল জগত ॥ গজমুখ সেই পুত্র যেরূপেতে হয়। বর্ণিত হয়েছে পূর্ব্বে সেই সমুদয় ॥ শুন শুন তার পর আশ্চর্য্য ঘটন। শুনিলে হইবে তুণ্ডে সবিস্ময়-মন ॥

একদা কৈলাসে বসি আছে পঞ্চানন। বামেতে বসিয়া গৌরী পুলকিত মন ॥ কার্ত্তিক গণেশ দোঁহে আছেন বসিয়া। অনুচর গণ আছে সানন্দ হৃদয়ে ॥ তখন শঙ্কর কহে শুন গো পার্ব্বতী। লভিয়াছ তুমি এই দুইটী সন্ততি ॥ আমার গণের পতি কোন জনে করি। সেই কথা বল শীঘ্র পরম-ঈশ্বরী ॥ এতেক বচন শুনি কহেন পার্ব্বতী। সেনানী হয়েছে এই কার্ত্তিক সুমতি ॥ দুই কাজ নাহি দিব জানিবে ইহারে। গণপতি করি প্রভু গণেশ দেবেরে ॥ এত শুনি কার্ত্তিকেয় কহেন তখন। শুন শুন ওগো মাত মম নিবেদন ॥ জ্যেষ্ঠপুত্র আমি হই জানহ অন্তরে। গণপতি হব আমি শাস্ত্রের বিচারে ॥ এত শুনি উমাদেবী কহেন বচন। শুন শুন মম বাক্য ওরে বাছাধন পুণ্যবলে গণপতি হইবারে পারে। বিনা পুণ্যে এই পদ কভু কোথা মিলে ॥ ভারতবরষে আছে যত তীর্থ স্থান। সে সবে ভ্রমিবে যেই ওহে মতিমান ॥ এ পদ পাইবে সেই জানিবে নিশ্চয়। মনে মনে ইহা ভাবি কর যাহা হয় ॥ এতেক বচন শুনি কার্ত্তিক তখন। তীর্থযাত্রা হেতু করে অচিরে গমন ॥ আরোহণ করি দেব ময়ূর-উপরে। পিতৃ-মাতৃ-পদে নতি করি ভক্তিভরে ॥ তীর্থযাত্রা হেতু পরে করেন গমন। এদিকেতে শুন শুন পরের ঘটন ॥ পিতৃ-মাতৃপদে নতি করি গজানন। বিনয়ে জিজ্ঞাসা করে মম নিবেদন ॥ তীর্থযাত্রা ধরাধামে যেই জন করে। কিবা পুণ্য হয় তার, বলহ আমারে ॥ পিতৃ-মাতৃ-নমস্কারে কিবা ফল হয়। শুনিতে কৌতুকী বড় হতেছে হৃদয় ॥ এত শুনি পঞ্চানন কহেন তখন। সাধু সাধু ভাল প্রশ্ন করেছ এখন ॥ বলিব এ সব কথা তোমার গোচরে। সমাহিত হয়ে শুন একান্ত অন্তরে ॥ সর্ব্বতীর্থ গমনেতে যেই ফল হয়। তা হতে অধিক পিতৃসেবায় নিশ্চয় ॥ পিতৃসেবা যেই জন করয়ে সাধন। তাহার উপরে তুষ্ট যত দেবগণ ॥ পিতামাতা-সেবা করে যেই সাধুমতি। বিষ্ণুর সমান সেই ওহে মহামতি ॥ সর্ব্বতীর্থ

ফল হয় পিতৃ-সেবাবলে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥ রাজসূয়-সহস্রেতে যেই ফল হয়। পিতৃমাতৃ-সেবাফলে অধিক নিশ্চয়॥ সহস্র সহস্র বিপ্রে করালে ভোজন। যে ফল তাহাতে পায় সেই সাধুজন॥ পিতৃ-মাতৃ-সেবাফলে ততোধিক ফল। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে বিজ্ঞবর॥ গয়া গঙ্গা কুরুক্ষেত্র নৈমিষ পুষ্কর। ইত্যাদি যতেক তীর্থ ভারত-ভিতর॥ পিতৃ-মাতৃসেবাপাশে কোন তীর্থ নয়। শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়॥ স্বর্গ-লোকে যত তীর্থ আছে বিরাজিত। তাহে স্নান কৈলে হয় যে ফল বিহিত॥ পিতৃ-মাতৃ-সেবীগণ সেই ফল পায়। আরো এক কথা বলি শুনহ তোমায়॥ পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দেব পদ্মাসন। তুলাদণ্ডে তৌল করি করেছে দর্শন॥ এক দিকে সর্ব্বতীর্থ রাখিল যতনে। অন্য দিকে পিতৃসেবা বিহিত বিধানে॥ পিতৃসেবা সেই কালে গুরুতর হয়। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়॥

এতেক বচন শুনি গণপতি কয়। নিবেদন করি পিত তুমি মহোদয়॥ জননীর মুখে পূর্ব্বে করেছি শ্রবণ। সর্ব্বতীর্থ দরশন করে যেই জন॥ তীর্থের মাহাত্ম্য যত জানিবারে পারে। উপযুক্ত পুত্র সেই শাস্ত্রের বিচারে॥ গণপতি সেই পুত্রে কহিবে নিশ্চয়। অতএব নিবেদন শুন মহোদয়॥ পিতৃমাতৃপদ আমি করিছি দর্শন। ইহার মাহাত্ম্য আমি করিনু শ্রবণ॥ অতএব সর্ব্বতীর্থ হয়েছে আমার। এখন উচিত যাহা করহ বিচার॥ এত শুনি পঞ্চানন কহেন তখন। শুন শুন মম বাক্য ওহে বাছাধন॥ সত্য বটে তব বাক্য নাহি তাহে আন। যুবরাজ হলে তুমি ওহে মতিমান্॥ গণ-অধিপতি এবে করিনু তোমারে। সকলে অগ্রেতে পূজা করিবে তোমারে॥ তোমা না পুজিয়া অন্যে করিলে পূজন। বিফলা হইবে পূজা ওহে মহাত্মন॥ এত বলি গণেশেরে দেব পঞ্চানন। গণ-অধিপতি-পদ করেন অর্পণ॥ পারিজাতমালা দেন দেব গণেশেরে। রক্তবর্ণ অনুলেপ দিলেন সাদরে॥ উত্তম বসন তাঁরে করেন প্রদান। দুই ভার্য্যা দেন তাঁরে মহেশ ধীমান্॥ দুই ভার্য্যাগর্ভে হয় দ্বাদশ তনয়। ভুবনে বিদিত আছে সেই পুত্রচয়॥ একের গর্ভেতে হয় চারিটী নন্দন। আট পুত্র অন্য ভার্য্যা করে উৎপাদন॥ কনিষ্ঠার গর্ভে হয় চারিটী নন্দন। তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ॥ লম্বোদর ও বিকট বিঘ্ন-রাট পরে। চতুর্থ সে ধূম্রবর্ণ জানিবে অন্তরে॥ এই চারিজনে যদি করয়ে স্মরণ। বিঘ্ন রাশি তার নাহি থাকে কদাচন॥ গণেশ-বৃত্তান্ত এই করিনু বর্ণন। ভক্তিভরে যেই জন করয়ে শ্রবণ॥ কিম্বা অধ্যয়ন করে একান্ত অন্তরে। বিঘ্নরাশি নাহি আসে তাহার গোচরে॥ পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।

পড়িলে শুনিলে অন্তে যায় মোক্ষধাম ॥তাই বলে দ্বিজ কালী একান্ত অন্তরে। একান্ত অন্তরে সদা ভাব পরাৎপরে।

বিংশ অধ্যায়।

ষড়াননের বিবিধ তীর্থ ভ্রমণ।

বামদেব উবাচ।

অতোহহং তে প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বপাপবিনাশিনীং।
তীর্থযাত্রাং মহাদেব বচনাচ্ছরজন্মনঃ ॥
তত্র মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা তীর্থযাত্রাসমুদ্ভবং।
পুণ্যং কর্ত্তুং স সেনানীরাজগাম মহীতলং ॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। তীর্থযাত্রা তব পাশে করিব কীর্ত্তন ॥ সর্ব্বপাপ বিনাশিত ইহাতেই হয়। নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয় ॥ মাতার বচন শুনি দেব ষড়ানন। তীর্থকৃত পুণ্যরাশি করিতে অর্জ্জন ॥ ধরাধামে আগমন করেন সত্বরে। প্রথমতঃ উপনীত শ্রীগঙ্গার দ্বারে ॥ সেই খানে যথাবিধি করিলেন স্নান। দেখিলেন জনার্দ্দনে হযে ভক্তিমান ॥ তথা স্নান করি যদি দেখে জনার্দ্দনে। হরিপুরে যায় সেই জানিবে অন্তিমে ॥ কেদার তীর্থেতে পরে করেন গমন। যথাবিধি স্নান আদি করিয়া সাধন ॥ সেই জল পান করি অতি ভক্তিভরে। শত সংখ্য ধেনু দান করেন সাদরে ॥ নর নারায়ণ তথা করিয়া দর্শন। তার পর তপোবনে করেন গমন ॥ পূর্ব্বেতে রাবণ হেথা মহাতপ করে। তপোবন নাম তাই হয়েছে ভূতলে ॥ সেই স্থানে যথাবিধি করি স্নানদান। চলিলেন কৌশিকীতে স্কন্দ মতিমান ॥ তত্রত্য দেবতা আর যত মুনিগণে। প্রণিপাত বন্দনাদি করেন বিধানে ॥ সরযূ তীর্থেতে পরে করিয়া গমন। তত্রত্য দেবতাগণে করেন দর্শন ॥ এই স্থানে যেই জন করে স্নান দান। রামের বরেতে সেই পায় মোক্ষধাম ॥ তার পর প্রয়াগেতে করেন গমন। তীর্থরাজ বলি তাহা বিদিত ভুবন ॥ সিতাসিত জলে তথা করিলেন স্নান। দেবতা উদ্দেশে দান করে মতিমান ॥ মাধবেরে সেই স্থানে করেন দর্শন। অসংখ্য অসংখ্য মুনি করে নিরীক্ষণ ॥ কালিন্দী সহিত গঙ্গা এই দিব্যস্থানে। পশ্চিমাভি মুখী হয়ে বহে ক্ষুন্নমনে ॥ প্রয়াগ মাহাত্ম্য কেবা করিবে বর্ণন। তিনমাস সেই স্থানে রহে ষড়ানন ॥

হরিক্ষেত্রে তার পর চলিল ধীমান। পুলহ-আশ্রম যার জগতেতে নাম ॥ পুলহ দেবেরে তথা তুষিয়া যতনে। উপনীত হন পরে গোতমী-সদনে ॥ সেই স্থানে যথাবিধি করি স্নান দান। গণ্ডকী বিপাশা পরে হেরে মতিমান ॥ তার পর শোন নদে করেন গমন। মহেশ্বর দেবে তথা করেন দর্শন ॥ গণপতি দরশন করিয়া তথায়। কাশীধামে তার পর ষড়ানন যায় ॥ তথায় বিরাজ করে দেব বিশ্বেশ্বর। উত্তরবাহিনী গঙ্গা বহে কলকল ॥ শ্রীমণি-কর্ণিকা যিনি জগত-জননী। তথায় বিরাজ করে দিবসযামিনী ॥ কাশীর মাহাত্ম্য কেবা বর্ণিবারে পারে। সেই স্থানে ষড়ানন স্নান আদি করে ॥ ভক্তিভরে বিশ্বেশ্বরে করেন দর্শন। তার পর গয়াধামে করেন গমন ॥ যথাবিধি কার্য্য তথা করিয়া সাধন। সাগর-সঙ্গমে পরে করেন গমন ॥ তথায় পবিত্র জলে করিলেন স্নান। মাধবেরে দরশন করেন ধীমান্ ॥ পঞ্চ বর্ষ সেই স্থানে থাকি ষড়ানন। বিজয় ক্ষেত্রেতে পরে করেন গমন ॥ বৈতরণী নদী তথা কিবা শোভা পায়। ক্রোড়রূপী হরি তথা বিরাজে তাহায় ॥ হরি আর ব্রহ্মবেদী করি দরশন। ব্রহ্মা নদীতীরে পরে করেন গমন ॥ যথাবিধি স্নান তথা করি মহামতি। পযোমৃত তীর্থে পরে করিলেন গতি ॥ একাম্রকাননে পরে করেন গমন। এই স্থানে রাসলীলা করে পঞ্চানন ॥ গোপবেশ ধরি পূর্ব্বে দেব পশুপতি। করেছিল রাসলীলা সহিতে পার্ব্বতী ॥ এই সব দরশন করি ষড়ানন। ক্রমে ক্রমে অন্য তীর্থে করেন গমন ॥ সরস্বতী চন্দ্রভাগা ঋষিকুল্যা আর। মহোদধি নীলাচল পুণ্যের আধার ॥ মহেন্দ্র পর্ব্বত বেণী গঙ্গা ভীমরথী। মল্লিক-অর্জ্জুন আদি নাসিক অবধি ॥ এই সব তীর্থরাশি করি দরশন। বেঙ্কট পর্ব্বতে পরে করেন গমন ॥ কামকোটি তথা কাঞ্চী মহাকালেশ্বর। এই সব স্থানে যান স্কন্দ গুণধর ॥ সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী কাবেরীতে পরে। তথা হতে রঙ্গশৈলে রঙ্গনাথে হেরে ॥ ঋষি-ভাদি দরশন করি ষড়ানন। মথুরানগরে পরে করেন গমন ॥ তার পর যান সেতুবন্ধ রামেশ্বরে। রামেশ্বর লিঙ্গে নতি করে ভক্তিভরে ॥ কৃতমালা তাম্রপর্ণী আর কুলাচল। মলয় পর্ব্বত আর কোলার্ণব জল ॥ দণ্ডক-অরণ্য তাপ্তী পয়োষ্ণীতে পরে। উপনীত হন স্কন্দ ভক্তি সহকারে ॥ প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র রেবা নদী আর। এই সব তীর্থে যান স্কন্দ গুণাধার ॥ এই সব তীর্থরাশি করি দরশন। পুনশ্চ প্রয়াগতীর্থে করেন গমন ॥ এই সব তীর্থ রাজি ভ্রমি ক্রমে ক্রমে। প্রত্যাগত হন আসি কৈলাস-ভুবনে ॥ গণেশের পুত্রগণে করি দরশন। জিজ্ঞাসা করেন সবে অমিয় বচন ॥ তোমরা কাহারা

হও কহ ত্বরা করি। কি হেতু রয়েছ এই কৈলাস নগরী॥ পুত্রগণ কহে শুন ওহে মহাত্মন্। গণেশের মোরা হই দ্বাদশ নন্দন॥ মহেশের পৌত্র মোরা ওহে মহামতি। আমাদের পিতা হন গণ-অধিপতি॥ এতেক বচন শুনি দেব ষড়ানন। ক্রোধেতে ফিরিয়া পরে করেন গমন॥ উপনীত হন আসি সাগরের তীরে। এ কথা শুনিল দেবী কাত্যায়নী পরে॥ পুত্র-স্নেহ-বশবর্ত্তী হইয়া সুন্দরী। সাগর-তীরেতে যান অতি ত্বরা করি॥ কার্ত্তিক-নিকটে গিয়া করেন রোদন। নানামতে কহে তারে প্রবোধ বচন॥ অশ্রু-পাত হয় তাঁর ভুমির উপরে। অঞ্জন পর্ব্বত তাহে জন্মিল ভূতলে॥ হয়েছিল পার্ব্বতীর ক্রোধের উদয়। জ্বালামুখী জন্মে তাহে জানে নরচয়॥ সিন্দূর পতিত হয় ললাট হইতে। গৌরিক পর্ব্বত তাহে জনমে ধরাতে॥ পুত্র লয়ে দেবী পরে করি আগমন। শিবের নিকটে সব করে নিবেদন॥ তাহা শুনি দেবদেব দেব পঞ্চানন। দক্ষিণ দ্বারেতে স্কন্দে করে নিয়োজন॥ দক্ষিণ দ্বারের রক্ষী করিলেন তারে। তুষ্ট হয়ে ষড়ানন অবস্থিতি করে॥ স্কন্দের চরিত এই পড়ে যেই জন। অথবা ভকতি করি করয়ে শ্রবণ॥ স্কন্দলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়। পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়॥

—*****—

একবিংশ অধ্যায়।

উমাশাপে জয়ার মর্ত্ত্যে অবতরণ ও হরিশ্চন্দ্রকে পতিত্বে বরণ
এবং তদ্গর্ব্ভে নন্দী ও ভৃঙ্গীর জন্ম।

তুণ্ডিরুবাচ।

নন্দীশ্বরঃ কুতো জাতো মহাদেবগণেষু সঃ।
কথং শ্রেষ্ঠো ভবেল্লোকে পূজ্যতে কথমাদরাৎ॥

তুণ্ডি কহে শুন শুন ওহে তপোধন। শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কথন॥ কিরূপে জনমে নন্দী বলহ আমারে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় সেই বল কি প্রকারে॥ বামদেব কহে শুন ওহে মহাত্মন্। বিস্তারিয়া সেই সব করিব বর্ণন॥ হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে। মহাশূর মহাপ্রাজ্ঞ জানে সর্ব্বনরে॥ বিশ্বামিত্র-প্রিয় হেতু সেই মহাত্মন্। আত্মারে বিক্রয় করে ওহে তপোধন্॥ অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি জগতে প্রচার। সর্ব্বগুণে গুণবান্ সেই গুণাধার॥ জয়া দেবী গৌরীশাপে গিয়া ধরাতলে। তাঁহার রমণী হয় খ্যাত চরাচরে

ত্যবতী নাম হয় ধরায় রতন। পরম সুন্দরী দেবী বিদিত ভুবন॥ এত
ঃনি তুষ্টি ঋষি কহে পুনরায়। কি কারণে গৌরী শাপ দিলেন জয়ায়॥
ামদেব কহে শুন ওহে মহাত্মন্। যেরূপে ঘটনা ঘটে করিব বর্ণন॥ এক
দিন শিবলোকে দেব পশুপতি। মনসুখে উমা সহ করিছেন রতি॥ তাহা
দখি জয়া-হৃদে কামের সঞ্চার। শিব সহ রতি হেতু মন হয় তার॥ তাহা
জানি উমা দেবী কহে রোষভরে। দুরাশা করিছ জয়ে আপন অন্তরে॥
বিশেষ মোদের রতি করিলে দর্শন। এ হেতু ভূতলে তুমি লভহ জনম॥
নরপতি পাবে পতি শুন গো সুন্দরী। কিছুকাল রহ গিয়া মানবের পুরী॥
তার পর পুন হেথা করো আগমন। এত শুনি জয়া করে ভূতলে গমন॥
ধর্মকেতু-গৃহে হয় জনম তাহার। হরিশ্চন্দ্র নরপতি করিলেন দার॥ এক
দিন নরপতি সত্যবতী সনে। শয়ন করিয়া আছে আনন্দিত মনে॥ দেখেন
প্রিয়ার ভালে শোভে ত্রিনয়ন। তাহা দেখি সবিস্ময় হলেন রাজন্॥ মনে
ভাবে মম ভার্য্যা সামান্যা না হয়। নিশ্চয় পার্ব্বতী দেবী নাহিক সংশয়॥
এত ভাবি মহা উচ্চ অট্টালিকা করি। তাহাতে ভার্য্যারে রাখে অতি যত্ন
করি॥ এইরূপে মনসুখে রহেন রাজন। তার পর শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন॥

এদিকে পার্ব্বতী সতী দেব মহেশ্বরে। জিজ্ঞাসা করেন প্রভু নিবেদি
তোমারে॥ ধরাতলে কোন্ স্থান তব প্রিয় হয়। বল বল সেই কথা ওহে
মহোদয়॥ শিব কহে শুন শুন পার্ব্বতী সুন্দরী। আমার পরমপ্রিয় বারাণসী
পুরী॥ শিবা কহে চল তথা করিব গমন। এতবলি কাশীযাত্রা করে দুইজন॥
নিরন্ন হইয়া পূর্ব্বে যত প্রজাগণ। কাশীধামে মহাকষ্ট পায় অনুক্ষণ॥ মহাদেবী
তথা আসি হলে উপনীত। নগরী হইল ভূরি অন্নেতে পূরিত॥ সেই
হেতু অন্নপূর্ণা আখ্যান প্রচার। মহাসুখে প্রজাগণ রহে অনিবার॥ অন্ন-
পূর্ণা-পূজা সবে করে ভক্তিভরে। একান্ত-অন্তরে হেরে দেব বিশ্বেশ্বরে॥
এইরূপে সুখী হয় যত প্রজাগণ। বৃষ-স্কন্ধে পঞ্চানন করেন ভ্রমণ॥ একদিন
পুত্রদ্বয়ে লইয়া সঙ্গেতে। মনসুখে পঞ্চানন আছেন ভ্রমিতে॥ অকস্মাত
অট্টালিকা করেন দর্শন। সত্যবতী তদুপরি করিয়া শয়ন॥ মনে মনে
চিন্তা করে দেব মহেশ্বর। জয়া আসি জন্মিয়াছে ধরার উপর॥ যবে উমা
তপ করে হিমগিরি পরে। জয়াও আছিল তাঁর সমভিব্যাহারে॥ তপঃফল-
অংশভাগী জয়া রূপবতী। ইহারে নেহারি আমি সমান পার্ব্বতী॥ করেছিল
পূর্ব্বকালে বাসনা আমারে। অতএব রতিদান করিব ইহারে॥ মনে মনে
এত ভাবি দেব পঞ্চানন। পুত্রদ্বয়ে বিসর্জ্জন করিয়া তখন॥ আপনি

প্রবেশ করে সত্যবতী-ঘরে। নানামতে রতি দান করেন তাহারে॥ নৃপতির বেশ ধরি দেব পঞ্চানন। তাহার সহিতে কেলি করিয়া তখন॥ কহিলেন শুন শুন ওগো রূপবতি। নহি আমি হরিশ্চন্দ্র তব প্রাণপতি॥ মহেশ্বর আমি দেবি করহ স্মরণ। জয়া দেবী তুমি হও ওহে অন্যজন॥ অভিশাপে আসিয়াছ মানব-আগারে। তোমার বাসনা পূর্ণ করিনু এবারে॥ এত শুনি জয়া সতী করেন রোদন। বলে প্রভু কর ত্রাণ ওহে পঞ্চানন॥ শিব কহে কিছুকাল রহ এই স্থানে। পুনরায় যাবে তুমি কৈলাস-ভবনে॥ এত বলি পঞ্চানন করেন গমন। জয়া সতী ক্রমে করে জঠর ধারণ॥ পার্ব্বতী-সকাশে আসি দেব পঞ্চানন। সকল বৃত্তান্ত করে যাবত বর্ণন॥ তাহা শুনি উমা সতী হরিষ অন্তরে। কহিলেন হাস্যমুখে পতির গোচরে॥ ভাল কাজ করিয়াছ ওহে পঞ্চানন। জয়াতে আমাতে ভেদ না আছে কখন॥ জয়ার গর্ভেতে হবে দুইটী সন্তান। কার্ত্তিক গণেশ যথা ওহে মতিমান॥ এত বলি উমা সতী হরিষ অন্তরে। পতি সহ রহে সদা কৈলাস নগরে॥ এদিকেতে সত্যবতী গর্ভবতী হয়। তাহা দেখি নৃপতির প্রফুল্ল হৃদয়॥ দশমাস দশ দিন অতীত হইলে। যমজ সন্তান জন্মে তাহার জঠরে॥ তাহা দেখি হরিশ্চন্দ্র আনন্দে মগন। নামকরণাদি করে লয়ে বন্ধুগণ॥ আনন্দ প্রদান করে এই সে কারণ। নন্দী নাম প্রথমের করেন রক্ষণ॥ ভৃঙ্গ সম সচঞ্চল দ্বিতীয় তনয়। ভৃঙ্গীরিটি নাম তাহে রাখে মহোদয়॥ পুত্রদ্বয় জটা ধরে নিজ নিজ শিরে। তাহা দেখি হরিশ্চন্দ্র জিজ্ঞাসে সবারে॥ মুনিগণ তাহা শুনি কহেন বচন। শুন ওহে নরপতি ইহার কারণ॥ শিবরেত হতে জন্মে এ দুই সন্তান। শিবের তনয় দোঁহে নাহি তাহে আন॥ অতএব শিবকাজে কর নিয়োজন। কাশীধামে দুই জনে করহ প্রেরণ॥ শিবশিবা সদা তথা করে অবস্থিতি। করুন্ তাঁদের সেবা এ দুই সন্ততি॥ এতেক বচন শুনি হরিশ্চন্দ্র রায়। পুত্রদ্বয় সঙ্গে তথা কাশীধামে যায়॥ পুত্রদ্বয়ে দিয়া তথা বিশ্বেশ্বর-করে॥ অনুচরগণ সহ আসিলেন ফিরে॥ রূপবান্ দুই পুত্র পাইয়া তখন। আনন্দে মগন হন গৌরী পঞ্চানন॥ পূর্ব্বদ্বার-রক্ষাভার দিলেন নন্দীরে। নিযুক্ত হইল ভৃঙ্গী পশ্চিম দুয়ারে॥ পুত্র সম দুই জন করে অবস্থান। পবিত্র ফলদ এই অপূর্ব্ব আখ্যান॥ যেই জন পড়ে ইহা ভকতির ভরে। দীর্ঘ আয়ু পুত্র লাভ সেই জন করে॥ অপুত্রের পুত্র হয় নাহিক সংশয়। ইহার প্রসাদে হয় ভববন্ধ ক্ষয়॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মণিকর্ণিকার উৎপত্তি ও তন্মাহাত্ম্য।

বামদেব উবাচ।

বারাণস্যাশ্চ মাহাত্ম্যং দুর্ল্লভং লোকপাবনং।
শ্রোতৄণাঞ্চৈব বক্তৄণামপবর্গফলপ্রদং॥

তুণ্ডি কহে নিবেদন ওহে তপোধন। আমার নিকটে কহ কাশীবিবরণ॥ বামদেব কহে শুন ওহে মহামতি। কাশীর মাহাত্ম্য বলে কাহার শকতি॥ পড়িলে শুনিলে কিম্বা মুক্তিলাভ করে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥ কীটপতঙ্গাদি করি যত জীবগণ। যদ্যপি কাশীতে করে প্রাণ-বিসর্জ্জন॥ মুক্তিলাভ করে সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ যেই জন করে। কাশীধামে গেলে তার সর্ব্বপাপ হরে॥ একদিন কাশীধামে করিলে বসতি। কোটি অশ্বমেধফল পায় সে সুমতি॥ শ্রীমণিকর্ণিকা সম তীর্থ নাহি আর। পাপের বিলয় হয় প্রসাদে ইহার॥ সিংহ দেখি মৃগগণ যেমতি পলায়। সেই রূপ পাপ যত দূরে চলি যায়॥ পূর্ব্বকালে এক দিন যত দেবগণ। কাশী ধামে শিবপাশে করে আগমন॥ দেবগণে নেহারিয়া দেব বিশ্বেশ্বর। আনন্দের ভরে নৃত্য করেন বিস্তর॥ নাচিতে নাচিতে তাঁর কর্ণদ্বয় হতে। কুণ্ডলযুগল পড়ে সহসা ধরাতে॥ ভূমিতলে সে কুণ্ডল হইয়া পতন। ভূমি বিদারণ করি করয়ে গমন॥ তাহা দেখি নখ দিয়া দেব গুণাধার। কুণ্ডলযুগলে ত্বরা করেন উদ্ধার॥ শ্রীমণিকর্ণিকা নাম এ হেতু হইল। এখানে মরিলে হয় অপবর্গফল॥ যখন কুণ্ডল পড়ে এই পুণ্য স্থানে। তখন মধ্যাহ্নকাল জানিবেক মনে॥ এ হেতু মধ্যাহ্নকাল অতি পুণ্যতম। সেই কালে এই স্থান করিলে দর্শন॥ অথবা অর্চ্চনা আদি করিলে বিধানে। নির্ব্বাণ মুকতি পায় জানিবেক মনে॥ শিব-রাত্রিকালে যেই হয়ে পূতমন। এই স্থানে স্নান আদি করে সম্পাদন॥ ভববন্ধবিমোচন সে জনের হয়। শিবপুরে যায় সেই নাহিক সংশয়॥ সন্ধ্যাকালে যেই জন মণিকর্ণীতীরে। শিবমন্ত্র জপ করে একান্ত অন্তরে॥ শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন। শাস্ত্রের বিধান মিথ্যা নহে কদাচন॥

দেখিতে বাসনা করি মণিকর্ণিকারে। গঙ্গাদেবী এই স্থানে বক্র পথ ধরে॥
"পবিত্র হইব আমি দেখিয়া ইহায়।" এত ভাবি গঙ্গা দেবী বক্রপথে যায়॥
এত শুনি তুষ্টি কহে ওহে তপোধন। কোন্ কালে গঙ্গা দেবী বক্রীভূতা হন॥ সেই কথা বিস্তারিয়া করহ বর্ণন। শুনিবারে কুতুহলী হইতেছে মন॥ এত শুনি বামদেব কহেন তখন। শুন শুন সেই সব করিব বর্ণন॥
সগরের পুত্রগণ কপিলের শাপে। ভস্মীভূত হয়ে যবে থাকে অন্ধকূপে॥
সেই কালে ভগীরথ করিতে উদ্ধার। গঙ্গার লাগিয়া তপ করে অনিবার॥
গঙ্গারে লইয়া পরে করে আগমন। কলকল রবে গঙ্গা চলিল তখন॥
প্রয়াগের কাছে আসি জাহ্নবী সুন্দরী। চলিলেন মহানন্দে বক্রপথ ধরি॥
তাহা দেখি ভগীরথ করে নিবেদন। বক্রপথে কেন দেবি করিছ গমন॥
এত শুনি গঙ্গা কহে শুন নররায়। বারাণসী যাব আমি কহিনু তোমায়॥
তথা অবস্থিতি করে আমার ভগিনী। শ্রীমণিকর্ণিকা নাম ওহে নৃপমণি॥
তাহার সহিতে দেখা করিয়া যাইব। তব পিতৃপিতামহে উদ্ধার করিব॥
এত বলি বক্রপথে করেন গমন। পিছু পিছু অনুগামী রাজা মহাত্মন॥
কাশীর নিকটে ক্রমে উপনীত হলে। শ্রীকালভৈরব আসি পথরোধ করে॥
বলে হেথা দিয়া নাহি কভু যেতে দিব। যাইলে শূলের ঘায়ে মস্তক ভাঙ্গিব
তাহা শুনি গঙ্গা কহে শুনহ বচন। মম ভগিনীরে আমি করিব দর্শন॥
শ্রীমণিকর্ণিকা হয় আমার ভগিনী। তাহারে দেখিয়া যাব শুন মম বাণী॥
আমার সংযোগে এই বারাণসী ধাম। আরো পুণ্যবতী হবে নাহি তাহে ভ্রম॥ এতেক বচন শুনি ভৈরব তখন। কহিলেন শুন শুন করি নিবেদন॥
প্রভুর আদেশ বিনা যেতে দিতে নারি। ক্ষণেক প্রতীক্ষা হেথা কর গো সুন্দরী॥ এত বলি চলি যায় ভৈরব তখন। হিমালয়-গিরে যথা আছে পঞ্চানন॥ তথা গিয়া নিবেদন করিল প্রভুরে। প্রভু কহে পথদান করহ গঙ্গারে॥
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ এখন। তিন হস্তমাত্র পথ করিবে অর্পণ॥
তব তিন হস্তমিত পথ দিবে তারে। এত শুনি চলি আসে ভৈরব অচিরে॥
নিজ হস্তে তিন হাত করি পরিমাণ। গঙ্গায় গমন হেতু পথ করে দান॥
মণিকর্ণিকারে গঙ্গা করিতে দর্শন। উত্তরবাহিনী হয়ে করেন গমন॥
তাঁহার সহিতে দেখা করি তার পরে। ভগীরথ সহ যান শ্রীগঙ্গাসাগরে॥
মহানন্দে কর্ণিকারে করেন দর্শন। আনন্দভৈরবী নাম এ হেতু রটন॥
পরম পবিত্র কথা যেই জন শুনে। মুক্তি পায় সেই জন ভবের বন্ধনে॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

কাশীধামে গঙ্গাস্নানের নিয়ম ও কাশীকৃত পাপের ফল।

বামদেব উবাচ।

সর্ব্বত্র জায়তে গঙ্গা সর্ব্বপাপবিনাশিনী।
বারাণস্যাং বিশেষেণ গঙ্গা চোত্তরবাহিনী ॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। গঙ্গা দেবী সর্ব্বপাপ করে বিনাশন॥
সমধিক ফলদাত্রী বারাণসী ধামে। উত্তরবাহিনী হয়ে রহেন এখানে॥
নিষ্কাম হইয়া যেই রহে এই স্থানে। শিবলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বিধানে॥
গঙ্গাস্নানে যেই কালে করিবে গমন। যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিবে তখন॥ *
ভৈরবেরে এই মন্ত্রে প্রণমিয়া পরে। গঙ্গায় স্নানের জন্য যাবে ভক্তিভরে॥
জাহ্নবীর তীরে হয়ে বদ্ধপদ্মাসন। ভূতশুদ্ধি আদি করি বিহিত যেমন॥
নানাবিধ উপচারে পূজিবে গঙ্গারে। প্রার্থনা করিবে মন্ত্র উচ্চারণ করে॥ †
তার পর জলমধ্যে হয়ে নিমগন। বারুণ মন্ত্রেতে স্নান করিবে সাধন॥
তিনবার বিমজ্জন করিয়া বিধানে। প্রণবমন্ত্রেতে জল লইবে যতনে॥
প্রণবমন্ত্রেতে জল করিবেক পান। করণের শুদ্ধি তাহে হবে মতিমান্॥
কালভৈরবের কাছে গিয়া তার পরে। যতনে করিবে পূজা অতি ভক্তিভরে॥
মন্দার কুসুম আর লোহিত চন্দন। বটুকমন্ত্রেতে তাঁরে করিবে অর্পণ॥

---

* মন্ত্র যথা——ভৈরবায় নমস্তুভ্যং ভবভাববিনাশিনে।
আনন্দভৈরবী স্নানং করিষ্যেঽহং তবাজ্ঞয়া।
তব প্রসাদাদ্দেবেশ কাশ্যাং গঙ্গা ?. ?গতা।
তস্মাত্ত্বং নো ভবেৎ কাশ্যামানন্দকুলভৈরবঃ।
তস্মাদ॥ মহাবীর্যা গঙ্গা আনন্দভৈরবী।
আনন্দভৈরবীস্নানাদানন্দং কুরুতে প্রভো॥

† প্রার্থনা মন্ত্র যথা——গঙ্গে দেবি নমস্তুভ্যং কাশীপ্রান্তরবাহিনি।
অাজ্ঞাপয় তব স্নানে ভৈরবানন্দদায়িনি॥

শক্তি অনুসারে পুজা করিয়া বিধানে। প্রণাম করিবে পরে দণ্ডবৎ ভুমে॥ *
তার পর বিশ্বেশ্বরে করিবে দর্শন। নানাবিধ বাক্যে তাঁরে করিবে স্তবন॥
এইরূপে কাশীধামে কৈলে গঙ্গাস্নান। গঙ্গাধর সম হয় সেই পুণ্যবান্॥
"কাশী যাব তথা স্নান করিব সলিলে।" এই কথা মনে মনে যেই জন করে॥
ভববন্ধে মুক্ত হয় সেই মহাত্মন্। শিবপুরে যায় সেই শাস্ত্রের বচন॥
কাশীতে সকল তীর্থ আছে সর্ব্বক্ষণ। কাশীধামে সর্ব্বতীর্থ কে করে গণন॥
সেই সব তীর্থ আছে মণিকর্ণিকাতে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণী জানিবেক চিতে॥
জ্ঞানবাপী বিরাজিত বারাণসীপুরে। সর্ব্বপাপ দুরে যায় যদি স্নান করে॥
জ্ঞানেশ্বর লিঙ্গ তথা করিলে দর্শন। দিব্যজ্ঞান লাভ করে সেই মহাত্মন্॥
অন্তকালে শিবলোকে সেই জন যায়। প্রলয় যাবত বাস করয়ে তথায়॥
এই স্থানে মাধবেরে করিলে পূজন। সে জন অন্তিমে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
ঘণ্টাকর্ণে স্নান আদি করে যেই জন। ব্যাসেশ্বরে ভক্তিভরে করে দরশন॥
শিবলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥
মরণ দুর্লভ হয় বারাণসী ধামে। হেন স্থান নাহি আর এ তিন ভুবনে॥
কাশীর মাহাত্ম্য আর কি করি বর্ণন। একমাত্র জানে তাহা দেব পঞ্চানন॥
অন্যতীর্থে যদি কেহ কিছু পাপ করে। সে সব বিনাশ পায় জাহ্নবীর তীরে॥
গঙ্গাতীরে যেই পাপ করে উপার্জ্জন। গঙ্গাস্নান-পুণ্যে তাহা হয় বিনাশন॥
গঙ্গাজলে যেই পাপ নরগণ করে। কাশীতে বিনষ্ট তাহা জানিবে অন্তরে॥
কাশীধামে যদি পাপ করে উপার্জ্জন। অন্তর্গেহে সেই সব হয় বিনাশন॥
অন্তর্গৃহে যেই পাপ হয় উপার্জ্জন। পঞ্চক্রোশী সেই সব করে বিনাশন॥
পঞ্চক্রোশীকৃত পাপ মণিকর্ণী হরে। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমারে॥
মণিকর্ণিকাতে পাপ কৈলে আচরণ। বজ্রলেপ হয় তাহা শাস্ত্রের বচন॥
কাশীর মাহাত্ম্য এই কহিনু তোমারে। ইহার সমান স্থান নাহিক সংসারে॥
ভক্তিভরে যেই জন করে অধ্যয়ন। অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ॥
পাতক তাঁহার দেহে কভু নাহি রয়। ভববন্ধ হয় তার অচিরেই ক্ষয়॥
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ। একমনে পড় যদি চাহ মোক্ষধাম॥

* প্রণামমন্ত্র যথা—কালভৈরব কালঘ্ন কালকাল নমোঽস্তু তে।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রযত্নেন গঙ্গাস্নানং কৃতং ময়া।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণৈস্তু গঙ্গায়াঃ স্নানজং ফলং।
যদুক্তং তৎ প্রযচ্ছ ত্বং পুণ্যং মঙ্গলদায়কং॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

---***---

অন্তর্গৃহযাত্রা বিধি।

ভুণ্ডিরুবাচ।

অন্তর্গৃহস্য যাত্রাং বৈ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা কথয়স্ব যথার্থতঃ ॥

ভুণ্ডি কহে শুন শুন ওহে তপোধন। শুনিতেছি তব মুখে অপূর্ব্ব কথন ॥
অন্তর্গৃহ যাত্রা এবে শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া তাহা পূরাও কামনা ॥
বামদেব কহে শুন ওহে মুনিবর। বলিতেছি শুন হয়ে একান্ত-অন্তর ॥
প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া বিধানে। নিত্যক্রিয়া যথাবিধি করিয়া যতনে ॥
পঞ্চ-বিনায়কে পরে করিবে পূজন। গন্ধ পুষ্প আদি দিবে ওহে তপোধন ॥
যাইয়া পরেতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে। প্রার্থনা করিবে তথা থাকি করযোড়ে ॥*
তার পর মৌনভাব করিয়া ধারণ। শ্রীমণিকর্ণিকাতীরে করিবে গমন ॥
বিধানেতে তথা স্নান করিয়া সাদরে। জপিবেক শিবমন্ত্র একান্ত অন্তরে ॥
এত শুনি ভুণ্ডি ঋষি কহে পুনরায়। নিবেদন করি প্রভু এখন তোমায় ॥
মণিকর্ণিকামাহাত্ম্য করেছ বর্ণন। স্নানবিধি কিন্তু নাহি করেছি শ্রবণ ॥
বামদেব কহে শুন ওহে বিজ্ঞবর। একে একে শুন সব হয়ে একান্তর ॥
মণিকর্ণিতটে গিয়া মণীকর্ণীশ্বরে। পূজিয়া প্রার্থনা পরে করিবে সাদরে ॥ †
তার পর জলমধ্যে করি নিমজ্জন। পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র করিবে স্মরণ ॥
শিবসূক্তে তার পর করিবেক স্নান। সদ্যোজাতাদিক পঞ্চ করিবে জপন ॥
একনেত্র একরুদ্র অনন্ত ভাস্কর। ত্রিমূর্ত্তি শিখণ্ডী আর ওহে বিজ্ঞবর ॥
ইহাদের তর্পণাদি করিয়া যতনে। শ্রীকণ্ঠে তর্পণ পরে করিবে বিধানে ॥
তার পর পিতৃ দেবে করিয়া তর্পণ। মণিকর্ণিপাশে পরে করিবে প্রার্থন ॥‡

---

* প্রার্থনামন্ত্র যথা—আজ্ঞাপয় মহাদেব বিশ্বেশ্বর জগদ্গুরো।
অন্তর্গৃহস্য যাত্রাং বৈ করিষ্যে মৌনশালকঃ ॥

† প্রার্থনামন্ত্র যথা—ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে চন্দ্রশেখর।
স্নানার্থমাগতোঽহঞ্চ তীর্থং শ্রীমণিকর্ণিকাং।
আজ্ঞাপয় মহাভাগ স্থিরা ভক্তিরিহাস্তু মে।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বিলয়ং যান্তু শঙ্কর ॥

‡ প্রার্থনামন্ত্র যথা—মণিকর্ণি মহাভাগে শিবপাণিসমুদ্ভবে।
পাপং নাশয় মে দেবি দেহি ভক্তিং শিবেঽমলাং ॥

এই ত স্নানের বিধি করিনু কীর্ত্তন। এইরূপে স্নানকার্য্য করি সম্পাদন॥
মণিকর্ণীশ্বরে পরে করিবে পূজন। কমল ও অশ্বতর নাগের অর্চ্চন॥ তার
পর বাসুকিরে পূজিতে হইবে। পর্ব্বতেশ গঙ্গা আর পূজিবে কেশবে॥
পূজিবে ললিতা আর জয়সিদ্ধেশ্বর। সোমনাথ বরাহেরে পুজিবেক পর।
ব্রহ্মেশে ও কশ্যপেশে করিবে পূজন। হরিকেশে বৈদ্যনাথে করিবে অর্চ্চন॥
গোকর্ণেশে হাটকেশে পূজিতে হইবে। অস্থক্ষেপবতী পূজা পরেতে করিবে॥
ব্রত্রঘণ্টেশ্বরে পরে করিবে পূজন। চিত্রঘণ্টা পশুপতীশ্বরের যজন॥
পিতামহেশ্বরে নতি করিয়া বিধানে। কলস-ঈশ্বরে পূজা করিবে যতনে॥
চন্দ্রেশ বীরেশ পরে আর বিশ্বেশ্বর। নাগেশ ও হরিশ্চন্দ্র আর অগ্নীশ্বর॥
চিন্তামণি-বিনায়ক সোম-বিনায়ক। পূজিবেক এই সবে সুমতি সাধক॥
বশিষ্ঠেরে বামদেবে করিবে পূজন। সীমবিনায়কে পরে করিবে অর্চ্চন॥
বরুণেশে ত্রিসন্ধ্যেশে পূজিতে হইবে। বিশালাক্ষী পূজা পরে যতনে করিবে॥
ধর্ম্মেশ্বরে বিশ্বদাহে করিবে পূজন। বাণীবিনায়কে আর করিবে অর্চ্চন॥
ব্রহ্মাদিত্য আর চণ্ডী চণ্ডেশে পূজিবে। ভবানী-শঙ্কর দেবে অর্চ্চিতে হইবে॥
নকুলী নকুলেশ্বরে করিবে পূজন। পুরাণ-ঈশরে পরে করিবে অর্চ্চন॥ পর
দ্রব্যেশ্বরে আর প্রতিগ্রহেশ্বরে। পূজিয়া অর্চ্চিবে পরে [illegible]শ্বরে
মার্কণ্ডেশ্বরেরে পরে করিবে পূজন। অপ্সর ঈশ্বর পূজা করিবে সাধন॥
গঙ্গেশ্বর পূজা পরে করিবে বিধানে। জ্ঞানবাপী পূজা পরে করিবে যতনে॥
নন্দীকেশে তারকেশে করিবে পূজন। মহাকালেশ্বরে পরে করিবে যজন॥
দণ্ডপাণি মহেশেরে আর মোক্ষেশ্বরে। পূজি পঞ্চবিনায়কে অর্চ্চিবে সাদরে॥
বিশ্বনাথে পূজা আর করিয়া প্রণাম। জানু পাতি তার পর করি অবস্থান॥
প্রার্থনা করিতে হবে করযোড় করি। তার পর নিজগৃহে যাবে ধীরি ধীরি॥
অন্তর্গৃহ যাত্রা এই করিনু কীর্ত্তন। যেই জন যথাবিধি করে আচরণ॥
কাশীকৃত পাপ তার বিনাশিত হয়। নাহিক সন্দেহ ইথে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
কাশীধামে বাস করে যেই সব জন। বর্ষে বর্ষে এইরূপ করিবে সাধন॥
বিশেষ করিতে হয় চতুর্দ্দশীদিনে। কাশীবাস ফল হয় এরূপ বিধানে॥
এ কাজ করিতে যেই সক্ষম না হয়। করিবেক অধ্যয়ন, ওহে মহোদয়॥
পড়িলে যাত্রার ফল লভিবে সে জন। নাহিক সন্দেহ ইথে শাস্ত্রের বচন॥
অন্য দেশ হতে আসি যেই সাধুনর। এইরূপ কার্য্য করে হয়ে ভক্তিপর॥

\- মন্ত্রযথা—ইয়মন্তর্গৃহী যাত্রা যথাবুদ্ধ্যা কৃতা ময়া।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভো প্রীয়তামনয়া বিভো॥

বিশ্বেশ্বর-প্রসাদেতে সেই সাধুজন। অন্তকালে কৈলাসেতে করয়ে গমন॥ ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ যদি সেই করে। অবশ্য সে সব তার বিনাশে অচিরে॥ অতএব যত্নবান্ হয়ে সর্ব্বক্ষণ। অন্তর্গৃহযাত্রা নর করিবে সাধন॥ সর্ব্বদা পড়িবে ইহা ভক্তি সহকারে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে॥ যেই জন এই সব করে অধ্যয়ন। ইহকালে সুখভোগ করি সেই জন॥ অন্তকালে যায় সেই কৈলাস-নগরে। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমারে॥ বাসনা করিয়াছিলে করিতে শ্রবণ। এই সব যথাবিধি করিনু বর্ণন॥ শিবের পরম ভক্ত তুমি মহামতি। অন্তিমে তোমার হবে অবশ্য সুগতি॥ তোমারে হেরিয়া আমি আনন্দ-সাগরে। নিমগ্ন হয়েছি খনে কহিনু তোমারে॥ অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন। একমনে ভাব সদা শিবের চরণ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চক্রোশীমহাযাত্রা, বাণরাজার সহস্রবাহু লাভ, হরিহর যুদ্ধ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাণের বাহুচ্ছেদ, ঊষাহরণ এবং মহাকালের উৎপত্তি।

বামদেব উবাচ।

তস্মিন্ বারাণসীক্ষেত্রে সর্ব্বলোকসুখাবহে।
পঞ্চক্রোশীমহাযাত্রাং শৃণু মত্তো বদাম্যহং॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। পঞ্চক্রোশী মহাযাত্রা করিব বর্ণন॥ সর্ব্বলোকসুখাবহ বারাণসী ধামে। পঞ্চক্রোশী মহাযাত্রা করিবে বিধানে॥ বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীদিনে। রাত্রিকালে যথাবিধি রহিবে নিয়মে॥ তার পর প্রভাতেতে করি গাত্রোত্থান। নিত্যক্রিয়া সমাপিবে যেমত বিধান॥ মণিকর্ণিস্নান করি পূজি বিশ্বেশ্বরে। তিনটী অঞ্জলি দিবে অপমার্গদলে॥ তার পর মন্ত্র পড়ি করি নমস্কার। *শ্রীকালভৈরব পাশে হবে আগুসার॥ তাঁহারে পূজিয়া পরে সানন্দ অন্তরে। প্রদক্ষিণ করিবেক বারাণসীপুরে॥ পঞ্চক্রোশী বারাণসী বিদিত ভুবন। প্রদক্ষিণ সুদুর্ল্লভ শাস্ত্রের বচন॥ পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণ করিব সাধন। এ কথা করিলে মনে পাপের মোচন॥

---

* মন্ত্র যথা—অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ সপ্তলোক গুরো হর।
পঞ্চক্রোশীং মহাযাত্রাং করিষ্যামি মহেশ্বর॥

প্রদক্ষিণ করি পরে গিয়া বিশ্বেশ্বরে। যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিবে সাদরে ॥*
মণিকর্ণিকাতে পরে করিয়া গমন। যথাযথ মন্ত্র পড়ি করিবে প্রার্থন ॥ †
যথাবিধি স্নান আদি তথায় করিয়ে। কালভৈরবেরে পরে যতনে বন্দিয়ে ॥
আপন আগারে পরে করিয়া গমন। শিবভক্ত দ্বিজগণে করাবে ভোজন ॥
পুনরায় পরদিন করি গাত্রোত্থান। ভাগীরথীজলে স্নান করি সমাধান ॥
গঙ্গেশ্বরে দরশন করি তার পর। পূজিবে হরিকেশবে হয়ে একান্তর ॥
তার পর বিশ্বেশ্বরে করিবে পূজন। পঞ্চক্রোশী যাত্রা এই ওহে তপোধন ॥
এইরূপ যেই জন আচরণ করে। শিবলোকে যায় সেই পুলক অন্তরে ॥
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যতদিনে হয়। তাবত সেজন তথা মনসুখে রয় ॥ তার পর ধরাধামে করি আগমন। রাজা হয়ে প্রজাগণে করয়ে শাসন ॥ তার পর শিবলোকে পুনরায় যায়। শিবগণ হয়ে রহে সুখেতে তথায় ॥

তুণ্ডি কহে শুন শুন ওহে তপোধন। মহাকালগণোৎপত্তি করহ বর্ণন ॥
বামদেব কহে শুন ওহে মহামতি। পূর্ব্বকালে বলি নামে ছিল দৈত্যপতি ॥
তাহার তনয় জন্মে বাণ অভিধান। সপ্তবিংশ কোটি লিঙ্গে পূজে মতিমান্ ॥
তাহাতে হইয়া তুষ্ট দেব পঞ্চানন। কহিলেন বর মাগ ওহে মহাত্মন্ ॥
রাজা কহে বরে আর কি কাজ আমার। ত্রিভুবনজয়ী আমি ওহে গুণাধার ॥
তোমার প্রসাদে আমি ওহে পঞ্চানন। হইয়াছি সর্ব্বজয়ী করহ শ্রবণ ॥
এত শুনি কহে শিব ওহে দৈত্যরায়। তবু দিব বর আমি জানিবে তোমায় ॥
তখন দানব কহে ওহে পঞ্চানন। একান্ত যদ্যপি বর করিবে অর্পণ ॥
সগণে আমার গৃহে কর অবস্থিতি। এই বর চাহি আমি ওহে পশুপতি ॥
তথাস্তু বলিয়া বর দিয়া পঞ্চানন। শোণপুরে অবস্থিতি করেন তখন ॥
একদিন বাণরাজা তাঁরে পূজা করে। পূজায় হলেন শিব সন্তুষ্ট অন্তরে ॥
কহিলেন শুন শুন দানব রাজন। যাহা বাঞ্ছা সেই বর করহ যাচন ॥

---

* মন্ত্র যথা—মহাদেব নমস্তেস্তু বিশ্বেশ্বর জগদ্গুরো।
পঞ্চক্রোশীপ্রসাদাত্তে শুদ্ধবুদ্ধ্যা ময়া কৃত ॥
আজন্মমৃতসাহস্রৈর্যৎ পাপন্ত ময়া কৃতং।
তৎ সর্ব্বং ছিন্ধি দেবেশ পঞ্চক্রোশীপ্রবর্ত্তনাৎ ॥

† মন্ত্র যথা—সর্ব্বতীর্থলতামূলে শুভদে মণিকর্ণিকে।
প্রণমামি জগন্মাতঃ শিবপাণিতলোদ্ভবে।
পঞ্চক্রোশ্যাঞ্চ যৎ পাপং ময়া হ্যজ্ঞানতঃ কৃতং।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতু তব বারিনিমজ্জনাৎ ॥

বাণ কহে যদি প্রভু সন্তুষ্ট আমারে। সহস্রেক বাহু দেহ কৃপা দৃষ্টি করে॥
তথাস্তু বলিয়া বর দেন পঞ্চানন। সহস্রেক বাহু রাজা করিল ধারণ॥
এইরূপে কিছু দিন গত হলে পরে। পুনঃ পূজা করে দৈত্য দেব মহেশ্বরে॥
তাহাতে হইয়া তুষ্ট দেব পঞ্চানন। কহিলেন বর মাগ ওহে মহাত্মন॥
বাণ কহে তব সহ করিব সমর। কৃপা করি এই বর দেহ দিগম্বর॥
যুদ্ধ হেতু বাহুকণ্ডু হয়েছে আমার। সে কণ্ডু করহ নাশ ওহে দয়াধার॥
ক্রুদ্ধ হয়ে শিব কহে ওহে মহাত্মন। ধর্ম্মপুত্র হও তুমি শাস্ত্রের বচন॥
পিতাপুত্রে যুদ্ধ নাহি হয় কোন কালে। অন্য বর বাঞ্ছা কর যা হয় অন্তরে॥
বাণ কহে অন্যবরে নাহি প্রয়োজন। যুদ্ধং দেহি যুদ্ধং দেহি ওহে পঞ্চানন॥
তখন কুপিত হয়ে দেব মহেশ্বর। কহিলেন শুন শুন ওহে দৈত্যবর॥
আমার অংশেতে কৃষ্ণ লভেছে জনম। তাহার সহিতে যুদ্ধ হবে সংঘটন॥
সে জন তোমার কণ্ডু করিবে সংহার। এত বলি অন্তর্হিত হন দয়াধার॥
শুন শুন তার পর আশ্চর্য্য ঘটন। উষা নাম্নী বাণকন্যা বিদিত ভুবন॥
এক দিন রাত্রিকালে হেরিল স্বপনে। সুন্দর পুরুষ এক আসিল শয়নে॥
তাহার সহিতে রতি করে উষা সতী। বাহুপাশে ধরে তারে বলি প্রাণপতি॥
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাহার। চারি দিক্ শূন্যময় হেরে অন্ধকার॥
প্রভাতে উঠিয়া পরে বিষণ্ণবদনে। হায় হায় বলি করে রোদন সঘনে॥
কোথা গেলে প্রাণকান্ত কর আগমন। তোমার বিরহে মম না রহে জীবন॥
সহচরী চিত্রলেখা এই ভাব হেরি। কহিলেন কেন ভাব শুন লো সুন্দরী॥
মজিয়াছ কার প্রেমে বলহ এখন। তাহারে আনিয়া তোমা করিব অর্পণ॥
উষা বলে কি বলিব সৌন্দর্য্য তাহার। হেন রূপ নাহি হেরি জগত মাঝার॥
পীতাম্বরধর সেই কমল-লোচন। কন্দর্প সমান যেন শ্যামলবরণ॥ তার সহ রতি আমি করেছি স্বপনে। না রাখিব প্রাণ আমি তাহার বিহনে॥ চিত্রলেখা কহে চিন্তা কিবা আছে তায়। সকলের চিত্রপট দেখাব তোমায়॥
তার মাঝে মনচোর তব যেই জন। তাহারে আমায় তুমি কর প্রদর্শন॥
এত বলি চিত্রপট আকিঁল ত্বরায়। যত লোক আছে এই অনন্ত ধরায়॥
উষারে সম্বোধি পরে কহিল তখন। কোন্ জন মম চোর করাহ দর্শন॥
একে একে উষা সতী দেখি সমুদয়। অনিরুদ্ধে নেহারিয়া দেখাইয়া কয়॥
দেখ দেখ সহচরী পুরুষ-প্রবর। ইহারে আনিয়া মোরে অর্পহ সত্বর॥
এই মম প্রাণকান্ত জীবন-জীবন। হের সখি আহা মরি যুগল নয়ন॥
এতেক বচন শুনি সেই সহচরী। যোগবলে অনিরুদ্ধে আনে ত্বরা করি॥

কন্দর্পের পুত্র সেই কৃষ্ণের যে নাতি। যোগবলে তারে সাখী আনে রাতা-রাতি॥ তাহার সহিতে উষা করয়ে বিহার। এই কথা ক্রমে হয় রাজ্যেতে প্রচার॥ দূতমুখে রাজা সব করিয়া শ্রবণ। গোপনে উষার ঘরে পশিয়া তখন॥ নাগপাশে অনিরুদ্ধে বন্ধন করিয়ে। রাখিয়া দিলেন কারাগৃহেতে পূরিয়ে॥ এদিকে নারদ ঋষি গিয়া দ্বারকায়। কৃষ্ণের নিকটে সব বৃত্তান্ত জানায়॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ হন রোষপরায়ণ। অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন॥ দেবতাগণের সহ আসি শোণপুরে। বাণরাজ সহ যুদ্ধ অবিলম্বে করে॥ দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ বাধে ঘোরতর। আকাশে থাকিয়া দেখে অমর-নিকর বাণেরে পীড়িত দেখি দেব পঞ্চানন। অবিলম্বে রণমাঝে করে আগমন॥ কৃষ্ণের সহিতে যুদ্ধ ঘোরতর করে। ভীষণ সমর হেরি সকলে শিহরে॥ কার্ত্তিক গণেশ আদি করয়ে সংগ্রাম। হেন যুদ্ধ নাহি আর হেরি কোন স্থান কৃষ্ণের নিধন বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে। পাশুপত অস্ত্র শিব লইলেন করে॥ তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে করেন চিন্তন। পাশুপত যদি শিব করেন ক্ষেপণ॥ অকালে প্রলয় হবে নাহিক সংশয়। ভাবিয়া জৃম্ভণ অস্ত্র নিল মহোদয়॥ জৃম্ভণে স্তম্ভিত হয়ে রহে পঞ্চানন। পাশুপত ক্ষেপে আর না হন সক্ষম॥ তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে দেব দিগম্বর। অট্টহাস্যে গরজিয়া উঠে তা[illegible] অগ্নিজ্বালা বাহিরিল বদন হইতে। উদ্যত হইল আগ্নি ব্রহ্মাণ্ড দহিতে॥ তাহা দেখি ভীত হয়ে দেব পদ্মাসন। শঙ্করেরে স্তববাক্যে কহেন তখন॥ কৃষ্ণেতে তোমাতে ভেদ নাহি দিগম্বর। তুমিই বলেছ যুদ্ধ হবে ঘোরতর॥ বাণের হাতের কণ্ডু করিতে সংহার। কৃষ্ণ সহ হবে যুদ্ধ ওহে কৃপাধার॥ তবে কেন যুদ্ধে তুমি কৈলে আগমন। আপনার বাক্য প্রভু করহ রক্ষণ॥ দেখ দেখ দগ্ধ হয় জগত সংসার। অতএব অগ্নিজ্বালা করহ সংহার॥ এত শুনি তুষ্ট হয়ে দেব পঞ্চানন। অগ্নিজ্বালা সম্বরিয়া তিরোহিত হন॥ তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে রুক্মিণীর পতি। বাণ সহ করে যুদ্ধ নাহিক অবধি॥ বাণের যতেক বাহু করেন ছেদন। চারি বাহু মাত্র রাখে কমললোচন॥ তনয়ের পুত্র আর পুত্রবধূ লয়ে। চলিলেন নিজরাজ্যে সানন্দ-হৃদয়ে॥

এদিকেতে ছিন্নবাহু হয়ে দৈত্যরায়। অবিলম্বে দ্রুতগতি কাশীধামে যায় বিশ্বেশ্বর-দুয়ারেতে করিয়া গমন। চারিবাহু বিতাড়িয়া করয়ে বাদন॥ ঘন ঘন নৃত্য করে আনন্দের ভরে। তাহা দেখি তুষ্ট শিব হলেন অন্তরে॥ কহিলেন শুন শুন দানবরাজন। বাহুকণ্ডু এত দিনে হলো বিনাশন॥ এখন থাকহ তুমি বারাণসী পুরে। মহাকাল হলে তুমি জানিবে অন্তরে॥

খাত্তচ্ছেদজন্য পীড়া নাহি রবে আর। মনের সুখেতে তুমি করহ বিহার॥
আমার দুয়ারী হয়ে কর অবস্থান। লহ লহ এই বস্ত্র ওহে মতিমান্॥
এত বলি দিব্য বস্ত্র বাণশিরোপরে। বান্ধিয়া দিলেন শিব সানন্দ অন্তরে॥
মহাকালগণ হয়ে বাণ নরপতি। কাশীধামে মনসুখে করে অবস্থিতি॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা তপোধন। বিস্তারিয়া সেই সব করিনু বর্ণন॥
এই কথা যেই জন শুনে ভক্তিভরে। অন্তকালে যায় সেই কৈলাস নগরে॥

---*---

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

হরগৌরীর গোপবেশ ধারণ পূর্ব্বক বিহার এবং কীর্ত্তিবাসাসুর বধ।

তুণ্ডিরুবাচ।

এবং কাশ্যাং স্থিতঃ শম্ভুঃ পার্ব্বত্যা সহিতো মুনে।
কিঞ্চকার গণৈঃ সার্দ্ধং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥

এত শুনি তুণ্ডি কহে ওহে তপোধন। এরূপে কাশীতে থাকি দেব পঞ্চানন॥ পার্ব্বতী সহিতে আর গণগণ সনে। কি কাজ করেন পরে বলহ এক্ষণে॥ এত শুনি বামদেব কহেন তখন। শুন শুন তপোধন করিব বর্ণন॥ কাশীধামে এইরূপে রহে হরগৌরী। এক দিন সম্বোধিয়া কহে মহেশ্বরী॥ শুন প্রভু তব পদে করি নিবেদন। বারাণসী তব প্রিয় করিনু দর্শন॥ ইহার সমান স্থান আর কোথা আছে। সেই কথা কহ প্রভু অধীনীর কাছে॥ এত বলি শিবপদে হয়ে নিপতন। হৈমবতী পুনঃ পুনঃ করয়ে বন্দন॥ মহেশ্বর দ্রুতগতি তুলিয়া তাঁহারে। বসালেন আপনার অঙ্কের উপরে॥ ঘন ঘন পদ্মমুখ করিয়া চুম্বন। কহিলেন প্রিয়ে তুমি জীবনের ধন॥ অবক্তব্য তব পাশে কি আছে আমার। শুন শুন বলিতেছি করিয়া বিস্তার॥ কাশীসম গোপনীয় আছে মম স্থান। উৎকল দেশেতে তাহা আছে বিদ্যমান॥ দক্ষিণ-সাগরতীরে সেই তীর্থ হয়। একাম্র-কানন নাম জানিবে নিশ্চয়॥ ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গ বিরাজে সেখানে। তার সম নাহি স্থান এ তিন ভুবনে॥ দেবতা দুর্ল্লভ স্থান সেই ক্ষেত্র হয়। সদা বাস করি আমি সেখানে নিশ্চয়॥ ষড় ঋতু শোভা পায় সতত তথায়। কত তরু কত লতা কিবা শোভে তায়॥ কোকিল করিয়া আদি যত বিহঙ্গম। হিরন্তর প্রেমভরে করে বিচরণ॥

এমন মোহন স্থান আর কোথা নাই। স্নেহবশে গুপ্ত কথা কহি তব ঠাঁই॥ এত শুনি ধীরে ধীরে কহে মহেশ্বরী। দেখিতে বাসনা করি ওহে ত্রিপুরারি॥ শিব কহে যদি বাঞ্ছা করিয়াছ মনে। একাকী গমন কর সেই পুণ্যস্থানে॥ যে রূপ ধারণে হয় বাসনা তোমার। সেই রূপ ধরি তথা হও আগুসার॥ পশ্চাৎ যাইব আমি লয়ে গণগণ। এত বলি মৌনভাব ধরে পঞ্চানন॥

শিবের আদেশ পেয়ে দেবী মহেশ্বরী। চড়িলেন অবিলম্বে সিংহের উপরি॥ একাম্র কাননোদ্দেশে করেন গমন। অবিলম্বে সেই স্থানে উপনীত হন॥দেখেন একাম্রবন অতি মনোহর।শোভিতেছে চারিদিকে কত তরুবর॥ সরোবরে শতদল কিবা শোভা পায়। জলচর পক্ষী সব বিহরে তাহায়॥ সেই স্থানে মহেশ্বরী করিয়া গমন। অবস্থিতি করি থাকে হয়ে ফুল্লমন॥ ভক্তিভরে পূজা করে ভুবন-ঈশ্বরে। পঞ্চদশ বর্ষ যায় এ হেন প্রকারে॥ একদিন মহেশ্বরী করেন দর্শন। দাক্ষিণ সাগর হতে আসে ধেনুগণ॥ শিবলিঙ্গ পাশে আসি হরিষ অন্তরে। স্তনক্ষীর ধারা দেয় লিঙ্গের উপরে॥ প্রদক্ষিণ করি তারা লিঙ্গে সাতবার। দক্ষিণ সাগরগর্ভে যায় পুনর্ব্বার॥ তাহা দেখি মহেশ্বরী বিস্ময়ে মগন। গাভীগণে ধরিবারে করেন মনন॥ পরদিন পুনরায় আসি ধেনুগণ। পূর্ব্বমত লিঙ্গবরে করায় স্নপন॥ তাহা-দিগে ধরি রাখে দেবী মহেশ্বরী। গোপীবেশ নিজে ধরে গিরিজা সুন্দরী॥ ফলমূল প্রতিদিন করি আহরণ। ধেনুদুগ্ধ দিয়া লিঙ্গে করেন পূজন॥ এইরূপে কিছুদিন সমতীত হয়। আশ্চর্য্য ঘটনা পরে শুন মহোদয়॥ একদা গিরিজা করে কুসুম চয়ন। অকস্মাৎ দুই দৈত্য করে আগমন॥ কীর্ত্তি নাম এক জন করয়ে ধারণ। বাস নামে অন্য জন বিদিত ভুবন॥ দৈত্য দ্বয় সেই স্থানে আগমন করি। দেখিল বিহরে এক গোপিকা সুন্দরী॥ তাঁহার পরম রূপ করি দরশন। কামে জর জর হয় দৈত্য দুই জন॥ কামান্ধ হইয়া পরে জিজ্ঞাসে দেবীরে। দেবী কি দানবী হও বল ত্বরা করে॥ অথবা কামের রতি তুমি লো সুন্দরী। কিম্বা হও শচী দেবী বল শীঘ্র করি॥ দেবী কহে নহি দেবী নহি দৈত্যনারী। বনে বাস করি আমি হই গোপী নারী॥ এত শুনি পুনঃ কহে দৈত্য দুই জন। শুন লো সুন্দরী এবে মোদের বচন॥ আলিঙ্গন দান কর আমা দোঁহাকারে। তোমারে হেরিয়া মোরা মোহিত অন্তরে॥ এত শুনি ক্রুদ্ধ হয়ে কহে মহেশ্বরি।কেন রে এসেছ হেথা যাবি যমপুরী॥ পরনারী প্রতি লোভ করিছ অন্তরে।পাপেতে যাইতে হবে শমন-আগারে॥এত বলি মহেশ্বরী তিরোহিত হন।তাহা হেরি মুগ্ধচিত্ত দৈত্য

দুই জন ॥ বলে একি স্বপ্ন নাকি বুঝিবারে নারি। দেখিতে দেখিতে গেল কোথায় সুন্দরী ॥ এত বলি দুই জনে করয়ে গমন। এ দিকে পার্ব্বতী করে মহেশে স্মরণ ॥ কাশীধামে জানি তাহা দেব দিগম্বর। অবিলম্বে চলি আসে একাকী সত্বর ॥ গোপবেশ ধরি প্রভু করে আগমন। অবিলম্বে উপনীত পার্ব্বতী-সদন ॥ শিখিচূড়া শোভে শিরে অতি মনোহর। বংশীধ্বনি ঘন ঘন করে দিগম্বর ॥ মধুর বংশীর নাদ করিয়া শ্রবণ। ধেনুগণ মৃগগণ উৎফুল্ল নয়ন ॥ তাহা দেখি মহেশ্বরী জিজ্ঞাসে তাঁহারে। কেবা তুমি কোথা হতে এলে এই স্থলে ॥ গোপবেশ হেরিতেছি তুমি কোন্ জন। ত্বরা করি বল বল আমার সদন ॥ শিব কহে তুমি কেবা কহগো সুন্দরী। কি হেতু রয়েছ তুমি গোপীবেশ ধরি ॥ যথা হতে করিয়াছ তুমি আগমন। আমিও তথায় ছিনু করহ স্মরণ ॥ এত শুনি হৃষ্টমতি গিরিজা সুন্দরী। জানিলেন দেবদেব এই ত্রিপুরারি ॥ তখন তাঁহার পদে করিয়া বন্দন। পুনঃ পুনঃ প্রেমনেত্রে করেন দর্শন ॥ এইরূপে দুই জন গোপালের বেশে। কহিলেন কত লীলা মনের হরিষে ॥ আনন্দে মগন দেবী জিজ্ঞাসে তখন। শুন শুন পঞ্চানন করি নিবেদন ॥ দুই জন দৈত্য আসি ঘেরেছিল মোরে। স্মরণ করিয়াছিনু এ হেতু তোমারে ॥ অতএব তাহাদিগে করিয়া বিনাশ। অধীনী উপরে কর করুণা প্রকাশ ॥ এত শুনি মিষ্টভাষে কহে পঞ্চানন। আমা হতে নাহি হবে তাদের নিধন ॥ দ্রুমিল নামেতে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে। দুই দৈত্য তার পুত্র জানিবে অন্তরে ॥ বহুকাল তপ করে দ্রুমিল রাজন। তাহাতে সন্তুষ্ট হয় যত দেবগণ॥ সন্তুষ্ট দেখিয়া বর চাহে নরপতি। বলিষ্ঠ হইবে তার পুত্রদ্বয় অতি ॥ পুরুষের হাতে নাহি হইবে মরণ। এই বর চাহে রাজা পুত্রের কারণ ॥ সেই হেতু পুত্রদ্বয় অতীব প্রবল। কীর্ত্তি আর বাস নাম খ্যাত চরাচর ॥ অতএব শুন শুন ওহে মহেশ্বরি। তুমি দোঁহাকারে বধ কর ত্বরা করি ॥ এত শুনি মহেশ্বরী করেন গমন। অবিলম্বে দৈত্যপাশে উপনীত হন ॥ তাঁহারে হেরিয়া তারা কামান্ধ অন্তরে। উৎফুল্ল হইয়া কহে সুমধুর স্বরে ॥ কোথা গিয়াছিলে প্রিয়ে কর আগমন। ত্বরা করি আলিঙ্গন করহ অর্পণ ॥ এত শুনি মহেশ্বরী সহাস্য বদনে। কহিলেন শুন শুন বলি দোঁহা স্থানে ॥ ব্রত এক আছে মম করহ শ্রবণ। সেই ব্রত যেই জন করিবে পূরণ ॥ তাহারে বরিব আমি প্রতিজ্ঞা আমার। মনসুখে হব আমি রমণী তাহার ॥ আমার চরণদ্বয় ধরি যেই জন। স্কন্ধদেশে কিম্বা শীর্ষে করিয়া স্থাপন ॥ ভূমি হতে মোরে যেই তুলিতে পারিবে। সেই জন মম পতি অবশ্যই হবে ॥ গোপীর

বচন শুনি দৈত্য দুই জন। আনন্দে মগন হয়ে কহিল তখন॥ শুন শুন শুভ-মতি বচন দোঁহার। শীর্ষদেশে পদদান করহ তোমার॥ তাহা শুনি মহেশ্বরী যুগল চরণ। দৈত্যদ্বয়-শিরোপরি করিয়া স্থাপন॥ যেমন মর্দ্দন দেবী-করিলেন বলে। অমনি মূর্চ্ছিত হয়ে বীরদ্বয় পড়ে॥ পদভরে পুতিলেন দোঁহে মহেশ্বরী। প্রাণ ত্যজি গেল দোঁহে পাতাল নগরী॥ অনুত্তম হ্রদ তথা হইল সৃজন। দেবীহ্রদ নাম তার বিদিত ভুবন॥ পবিত্র কাহিনী এই যেই জন শুনে। নিষ্পাপ সে জন হয় শাস্ত্রের বচনে॥

—*—

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শিব কর্ত্তৃক উমার পদসেবা, শূলাঘাতে শঙ্কর-বাপীর উৎপত্তি ও উমাকে তজ্জল প্রদান এবং গোদাবরীর প্রতি অভিশাপ।

বামদেব উবাচ।

কীর্ত্তিবাসাসুরাভ্যাং সা কৃত্বা যুদ্ধং মহত্তরং।
দেবদানবয়োশ্চিত্রং ভৈরবং লোমহর্ষণং॥
পদ্ভ্যাং তৌ প্রোথয়িত্বোমা শ্রমেণ মহতা তু সা।
স্বর্ণকূটগিরেঃ পৃষ্ঠে সুষ্বাপ নগনন্দিনী॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। অসুরদ্বয়ের সহ করি ঘোর রণ॥ পদভরে তাহাদিগে প্রোথিত করিয়ে। শ্রম বোধ করে দেবী আপন হৃদয়ে॥ স্বর্ণকূট গিরিপরে করিয়া গমন। নিদ্রায় গিরিজা দেবী হন অচেতন॥ প্রাক্‌শিরা হইয়া দেবী শয়ন করিল। ভুবন-ঈশ্বর তাহা নয়নে হেরিল॥ শয়ন করিয়া দেবী আছে কুঞ্জবনে। শোণিত বরণ কিবা যুগল চরণে॥ তাহা দেখি ধীরে ধীরে ভুবন-ঈশ্বর। পদতল-সমীপেতে হন অগ্রসর॥ কোমল-করেতে পদ করেন সেবন। করস্পর্শে উমা সতী লভেন চেতন॥ দেখিলেন পদসেবা করিছেন পতি। বাম পদ সঙ্কুচিত করিলেন সতী॥ বিনয়-বচনে কহে ওহে ভগবন্। অন্যায় করম কেন কর আচরণ॥ লোকনিন্দা হবে ইথে জানিবে আমার। পতি হয়ে পদসেবা কেন কর আর॥ আমি তব দাসী হই জানিবে অন্তরে। জন্ম জন্ম অই পদ দিও গো আমারে॥ এত শুনি কহে তাঁরে ভুবন-ঈশ্বর। হইয়াছ শ্রান্ত দেখি করিয়া সমর॥

পরিশ্রম বিদূরণ করিতে তোমার। করিতেছি পদসেবা যেই পদ সার॥ ক্রীতরূপে রহিয়াছি তোমার গোচরে।দাস তুল্য আমি হই জানিবে অন্তরে॥ আদিমা প্রকৃতি তুমি শুন ওগো সতি।তোমার কৃপায় আমি দেব পশুপতি॥ এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী সুন্দরী। কহিলেন শুন শুন ওহে ত্রিপুরারি॥ ভকত-বৎসল তুমি করুণাসাগর। মম অপরাধ ক্ষম ওহে দিগম্বর॥ কীর্ত্তি-বাস সহ করি ঘোরতর রণ। তৃষ্ণায় কাতর আমি হয়েছি এখন॥ জল দান কর মোরে অতি ত্বরা করি। নতুবা অচিরে প্রভু প্রাণেতে যে মরি॥ তাহা শুনি দেবদেব প্রভু পঞ্চানন। অবিলম্বে করে শূল করেন গ্রহণ॥ পর্ব্বত বিদীর্ণ করি শূলের প্রহারে। উত্তম দীর্ঘিকা এক উৎপাদন করে॥ কুন্দেন্দু শশাঙ্ক সম সলিল ধবল। তর তর করিতেছে অতীব বিমল॥ সেই জল অঞ্জলিতে করিয়া গ্রহণ। দেবীর নিকটে যান দেব পঞ্চানন॥ কহিলেন শুন দেবি আমার ভারতী। এই জল পান কর অতি দ্রুতগতি॥ এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন। ঊর্দ্ধমুখ হয়ে জল করেন গ্রহণ॥ শিবের হাতের জল পিয়া ভগবতী। পরমা পিরীতি লাভ করিলেন সতী॥ তার পর ভগবান্ দেব পঞ্চানন। আম্রমূলে গিরিজারে করেন স্থাপন॥ আত্মলিঙ্গ-সন্নিধানে স্থাপিয়া তাঁহারে। সর্ব্বতীর্থ আনিবারে অভিলাষ করে॥ বৃষভেরে সম্বো-ধিয়া কহেন তখন। শুন শুন ওহে বৃষ আমার বচন॥ ভূর্ভুবঃ স্ব আদি করি যাবতীয় লোকে। অবিলম্বে যাহ তুমি ঊর্দ্ধগত-মুখে॥ সেই সেই স্থানে আছে যত তীর্থচয়। সবাকারে এই স্থানে আন মহোদয়॥ এই স্থানে সুখে আমি করিব সৃজন। ব্রহ্মারে আনহ তুমি প্রতিষ্ঠা-কারণ॥

আদেশ পাইয়া বৃষ তখনি চলিল। অবিলম্বে ব্রহ্মলোকে আগত হইল॥ ব্রহ্মারে সম্বোধি কহে ওহে ভগবন্। শিবের আদেশে চল একাম্র কানন॥ বৃষের বচন শুনি দেব পদ্মযোনি। অমরগণের সহ চলেন তখনি॥ উপনীত হয়ে শীঘ্র একাম্র কাননে। শঙ্কর-নির্ম্মিত বাপী হেরেন নয়নে॥ তাহা দেখি দেবগণে কহে পদ্মাসন। এই বিশ্বেশ্বর দেব ওহে সুরগণ॥ শ্রীমণিকর্ণিকা এই জানিবে অন্তরে। কলিকালে অন্তর্হিত জানিবে কাশীরে॥ কলিকালে এই স্থানে লভিবে মুকতি। এত বলি শিবপদে করিলেন নতি॥ ব্রহ্মারে সম্বোধি কহে ভুবন-ঈশ্বর। উঠ উঠ ওহে ব্রহ্মন্ ভকত-প্রবর॥ শিবের বচন শুনি দেব পদ্মাসন। কৃতাকৃত্য জ্ঞান করে সহ দেবগণ॥ এদিকেতে বৃষ ত্বরা গিয়া স্বর্গধামে। মানসাদি সর্ব্বতীর্থে আনে সেই স্থানে॥ মন্দাকিনী আদি যত পুণ্যতীর্থগণ। সবারে আনিল বৃষ একাম্র কানন॥

তার পর পৃথ্বীতীর্থ শবাকারে আনে। প্রয়াগ পুষ্কর আদি বিদিত ভুবনে ॥
পাতালস্থ যত তীর্থে করে আনয়ন। কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন ॥
গোদাবরী নাহি আসে একাম্র কাননে। অহঙ্কার করি কহে বৃষ-সন্নিধানে ॥
কোথা তব শম্ভু আর একাম্র কানন। নাহি যাব আমি তথা শুনহ বচন ॥
তাহা শুনি বৃষ হয়ে রোষিত অন্তর। শৃঙ্গদ্বয় দিয়া করে তাড়না বিস্তর ॥
তাহা দেখি গোদাবরী কহিল তখন। রজস্বলা আছি আমি না কর স্পর্শন ॥
তাহা শুনি ধর্মরূপী সেই বৃষবর। তাহারে ত্যজিয়া যান শিবের গোচর ॥
সকল বৃত্তান্ত কহে শিবের গোচরে। তাহা শুনি হন প্রভু কুপিত অন্তরে ॥
রোষভরে অভিশাপ করেন অর্পণ। অস্পৃশ্যা হইবে তুমি ত্রিভুবন ॥
তার পর তীর্থগণে করি সম্বোধন। কহিলেন মিষ্টভাষে দেব পঞ্চানন ॥
অনুত্তম হ্রদ আমি করিব হেথায়। সবে বারিবিন্দু পাত করহ ইহায় ॥
এত বলি পুনঃ শূল করিয়া গ্রহণ। মহেশ পাষাণস্তর করে বিদারণ ॥
অনুত্তম হ্রদ তাহে অচিরে হইল। তীর্থগণ নিজ নিজ বারি তাহে দিল ॥
তার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ। সেই জলে স্নানক্রিয়া করেন সাধন ॥
প্রমথগণের সহ দেব পশুপতি। সেই জলে স্নান করি অতি হৃষ্টমতি ॥
তার পর দেবগণে সম্বোধন করি। কহিলেন মিষ্টভাষে দেব ত্রিপুরারি ॥
বিন্দুহ্রদ নামে ইহা বিখ্যাত হইবে। পরম পবিত্র হ্রদ জানিবেক ভবে ॥
দুই তীর্থ এই স্থানে হইল সৃজন। শঙ্করবাপিকা বিন্দুহ্রদ অনুত্তম ॥
এই দুয়ে ভিন্ন ভেদ কিছুমাত্র নাই। কহিলাম গুপ্তকথা সবাকার ঠাঁই ॥
শঙ্কর-বাপিকা বিন্দুহ্রদের অন্তরে। গুপ্তভাবে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করে ॥
ইহাতে করিলে স্নান সেই সাধুজন। আমার সাযুজ্য পাবে ওহে দেবগণ ॥
বিন্দুহ্রদে স্নান করি মম লিঙ্গবরে। দর্শন করিবে যেই অতি ভক্তিভরে ॥
পাতক কদাচ দেহে না রহিবে তার। মম লোকে যাবে অন্তে বচনে আমার॥
দেবগণে এত বলি প্রভু পঞ্চানন। জনার্দ্দনে সম্বোধিয়া কহেন তখন ॥
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি পুরুষ-উত্তম। অনন্ত সহিত তুমি অমিত-বিক্রম ॥
আমার শূলের অগ্রে এই তীর্থবর। হইয়াছে সমুৎপন্ন ওহে গদাধর ॥
মূর্ত্তিদ্বয়ে তুমি ইহা করহ রক্ষণ। এত বলি দুই খানি দিলেন বসন ॥
এক খানি দিল বান্ধি বিষ্ণুশিরোপরে। অন্য খানি দেন প্রভু অনন্ত দেবেরে॥
তার পর পুনঃ কহে দেব পঞ্চানন। ক্ষেত্রপাল হয়ে রহ ওহে জনার্দ্দন ॥
তদবধি নারায়ণ দেবগণে মিলি। সতর্ক আছেন তথা গদা হাতে ধরি ॥
তার পর দেবগণে কহেন শঙ্কর। শুন শুন মম বাক্য অমর-নিকর ॥ বাপীর

দেবতা উমা জানিবে অন্তরে। রক্ষিবেন জনার্দ্দন বিন্দুহ্রদবরে॥ দেবীর হইল নাম পাদহরেশ্বরী। যেই জন বিন্দুহ্রদে স্নানক্রিয়া করি॥ পুরুব-উত্তম দেখি ভকতির ভরে। দর্শন করিবে পরে শ্রীপাদহরারে॥ তাহার পুণ্যের কথা বলা নাহি যায়। অন্তকালে লয় পাবে সে জন আমায়॥ বিন্দুহ্রদ মম তুল্য নাহিক সংশয়। বাপিকা দেবীর সম জানিবে নিশ্চয়॥ আমাতে উমাতে ভেদ নাহিক যেমন। শঙ্কর-বাপীতে বিন্দুহ্রদেতে তেমন॥ শিবের মুখেতে শুনি এতেক বচন। ব্রহ্মা আদি দেবগণ পুলকে মগন॥ পুনঃ পুনঃ স্নান করে সেই হ্রদবরে। লিঙ্গপূজা করে সবে হরিষ অন্তরে॥ বিপুলদক্ষিণ যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান। ভক্তিভরে শিবপদে করেন প্রণাম॥ তার পর নিজ, নিজ বিমানে চড়িয়ে। নিজ স্থানে যান সবে সানন্দ-হৃদয়ে॥ বিন্দুহ্রদে কিছু কিছু করি জল দান। সর্ব্বতীর্থ নিজ স্থানে করিল পয়াণ॥ শঙ্করপ্রদত্ত শাপ করিয়া শ্রবণ। এদিকেতে গোদাবরী ব্যাকুলিতা হন॥ ত্বরাগতি আসে চলি একাম্র কাননে। করযোড়ে পড়ে আসি শিবের চরণে॥ কহে শম্ভো বিশ্বাত্মন্ তুমি কৃপাময়। অধীনী উপরে প্রভু হও গো সদয়॥ সর্ব্বদা এখানে আমি করি অবস্থিতি। প্রবাহিতা হব ওগো প্রভু পশুপতি॥ এত বলি গোদাবরী হরিষ অন্তরে। অবিলম্বে প্রবেশিল বিন্দুহ্রদবরে॥ তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে কহে পঞ্চানন। হ্রদজল বৃদ্ধি হলো তোমার কারণ॥ সর্ব্বদা এখানে তুমি কর অবস্থিতি। পূজিতা হইবে তুমি আমার ভারতী॥ আরো এক কথা বলি করহ শ্রবণ। শঙ্কর-বাপীতে তুমি থাকহ এখন॥ বৃহস্পতি সিংহগত হবেন যেকালে। তখন পূজিতা হবে আপনার স্থলে॥ এত শুনি গোদাবরী কহিল তখন। কোথা তব সেই বাপী ওহে পঞ্চানন॥ শিব কহে পরস্পরে অতি গুপ্তভাবে। আছেন শঙ্কর-বাপী অন্তরে জানিবে॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। সেই স্থানে গোদাবরী রহেন তখন॥ শুনিলে হে তপোধন অপূর্ব্ব কাহিনী। অনন্ত-মহিমা সেই দেব শূলপাণি॥ অপূর্ব্ব মহিমা এই করিলে শ্রবণ। রোগ শোক আর তার না হয় কখন॥ শ্রীশিব-পুরাণ হয় অতি মনোহর। ভাষায় রচিল কাশী শুন সর্ব্ব নর॥

অষ্ট ত্রিংশ অধ্যায় ॥

---*---

হরগৌরীর রাসলীলা।

বামদেব উবাচ।

হ্রদং স্বচ্ছজলং দৃষ্ট্বা বিকসৎপঙ্কজোৎপলং।
একাম্রপাদপচ্ছায়ং শীতলং সুমনোহরং।
গিরিরাজসুতা দেবী প্রহস্য মৃগলোচনা।
ইত্যুবাচ মহাদেবং পূর্ণচন্দ্রনিভাননং ॥

শতদলে বিরাজিত হ্রদ মনোহর। গিরিরাজসুতা করি নয়ন-গোচর ॥ সহাস্য বদনে কহে দেব পঞ্চাননে। ওহে প্রভু মনোহর একাম্র-বিপিনে ॥ রাসক্রীড়া তব সহ করিতে বাসনা। অতীব সুরম্য স্থান দেখনা দেখনা ॥ এতেক বচন শুনি শঙ্কর তখন। কহিলেন প্রিয়তমে শুনহ বচন ॥ সর্ব্বক্ষেত্র ত্যজি আমি পুলকিতমনে। বসতি করিব সদা একাম্র-কাননে ॥ অষ্টশক্তি তুমি দেবি করহ সৃজন। অষ্টমূর্ত্তি আমি দেবি করিব ধারণ ॥ করিব শ্রীরাসক্রীড়া মোরা দুই জনে। পতিবাক্য শুনি দেবী পুলকিত মনে ॥ বিমোহিনী অষ্ট শক্তি করেন সৃজন। কেতকীপত্রের সম সুগৌরবরণ ॥ পূর্ণচন্দ্র সম কিবা বদন সবার। বিম্ব সম ওষ্ঠাধর রূপের আধার ॥ পীনোন্নত কুচ সব শোভে বক্ষোপরে। ত্রিবলি নাভির মূলে কিবা শোভা ধরে ॥ কদলী সমান কিবা মোহন জঘন। লাক্ষারসে সুরঞ্জিত সবার চরণ ॥ রুণু রুণু বাজে কিবা নূপুর চরণে। আবৃত সবার অঙ্গ সুরম্য বসনে ॥ অষ্ট শক্তি এইরূপে হইল সৃজন। তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ ॥ সুকপোলা ও মায়িনী তৃতীয় মোহিনী। বিন্ধ্যগা চতুর্থ পবে শ্রীদ্বারবাসিনী ॥ অমায়িনী নাম জান পঞ্চমের হয়। চন্দ্রগা ও উত্তরগা এই পরিচয় ॥ অষ্ট শক্তি এইরূপে করি দরশন। অষ্টদেব উৎপাদন করে পঞ্চানন ॥ ইন্দুকলা ধরে সবে ললাট উপরে। জটাজূট বিভূষিত কুবাকার শিরে ॥ সবার ললাটে শোভে তিনটী নয়ন। নীলকণ্ঠ মহাবক্ষ অতুল্য-বিক্রম ॥ ইহাদের নাম বলি শুন তপোধন। রুদ্র সূক্ষ্ম বৈদ্যনাথ শ্রীশিব-উত্তম ॥ একমূর্ত্তি শ্রীঈশান ঐন্দ্র তৎপর। কেদার এ অষ্টমূর্ত্তি ওহে দ্বিজবর ॥ অষ্টমূর্ত্তি দরশন করি কাত্যায়নী। কহিলেন শুন শুন ওহে শূলপাণি ॥

শ্রীরাসমণ্ডল এবে করহ রচন। তথাস্তু বলিয়া শিব কহেন তখন॥ করিব শ্রীরাসক্রীড়া পূর্ণিমানিশায়। তাহা শুনি হন সতী উৎকণ্ঠিতপ্রায়॥ তার পর কিছুদিন হইলে যাপন। পূর্ণচন্দ্র আসি হয় উদিত তখন॥ মনোহর জ্যোৎস্নালোকে একাম্রকানন। পরম শোভিত হলো ওহে তপোধন॥ তাহা দেখি ক্রীড়াকামী হলেন শঙ্কর। মন্মথ ঘেরিল আসি তাঁহার অন্তর॥ গিরিজারে সম্বোধিয়া কহেন তখন। অষ্ট শক্তি সহ প্রিয়ে কর আগমন॥ তোমা সহ রাসলীলা করিব সুন্দরি। দেখ দেখ বিন্দুহ্রদ নয়নে নেহারি॥ কমলের দল দেখ কিবা শোভা পায়। কানন শীতল হের পাদপছায়ায়॥ মন্দ মন্দ বায়ু দেখ হতেছে বহন। রাসক্রীড়া-উপযুক্ত সময় এখন॥ এত শুনি দেবী কহে ওহে জগন্নাথ। তোমার চরণযুগে করি প্রণিপাত॥ ক্রীড়া করি কর মম জীবন সফল। সখীগণে তুষ্ট কর ওহে শূলধর॥ রাস হেতু কর এবে মঙ্গল বিধান। তার মাঝে হবে ক্রীড়া ওহে মতিমান্॥ ত্রিদশগণেরা সবে করিবে দর্শন। ধরাতলে কীর্ত্তি তব হবে সংস্থাপন॥

এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি। সখীগণে সম্বোধিয়া কহেন তখনি॥ এক এক দেবীপৃষ্ঠে দেব একজন। অবস্থিতি করি কর মণ্ডল রচন॥ তথাস্তু বলিয়া সবে তাহাই করিল। তার মাঝে মহেশ্বর নৃত্য আরম্ভিল॥ শিবা সহ নৃত্য করে প্রভু পঞ্চানন। অষ্ট মূর্ত্তি অষ্ট শক্তি আনন্দে মগন॥ নানারূপে রঙ্গভঙ্গ করে সব জনে। কিবা শোভা হয় তাহে না যায় কহনে॥ তাহাদের ভক্তিভাব করিতে দর্শন। শিবা সহ অন্তর্হিত হন পঞ্চানন॥ চূতবৃক্ষ-শাখা দোঁহে করিয়া আশ্রয়। কিছুক্ষণ গুপ্তভাবে পুলকেতে রয়॥ তাঁহাদিগে নাহি হেরি দেব-দেবীগণ। বনমাঝে নানাস্থানে করে অন্বেষণ॥ চন্দ্রগারে পরিত্যাগ করিয়া সকলে। শিব অন্বেষণ হেতু যায় নানাস্থলে॥ একাকিনী হয়ে বনে চন্দ্রগা তখন। সখী সখী বলি খেদ করে ঘন ঘন॥ হা দেব ত্রিদশশ্রেষ্ঠ গেলে কোন্ স্থানে। দুঃখিনীরে ত্যজিলে হে কিসের কারণে॥ হা চন্দ্রবদনে গৌরি রহিলে কোথায়। রাত্রিকালে বনমাঝে ত্যজিলে আমায়॥ কৃপা করি দরশন দেহ গো সুন্দরি। তব পাদপদ্ম হেরি দুই চক্ষু ভরি॥ থাকিতে না পারি আর তোমার বিহনে। কৃপা কর কৃপাময়ি করুণ-লোচনে॥ চন্দ্রগার খেদবাক্য করিয়া শ্রবণ। গিরিসুতা প্রাদুর্ভূতা হলেন তখন॥ কহিলেন শুন শুন ওগো সুলোচনে। অকৃত্রিম ভক্তি তব হেরিনু নয়নে॥ সর্ব্বসখী হতে শ্রেষ্ঠ তুমি গো সুন্দরী। আমারে ডাকিলে তুমি বলি গৌরী গৌরী॥ সেই হেতু গৌরী নাম হইবে প্রচার। এই নামে

হবে খ্যাত জগত সংসার ॥ শিবার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দে মগনা হয় চন্দ্রগা তখন ॥ এদিকে আশ্চর্য্য কথা শুন তার পরে। অষ্টমূর্ত্তি শিবরূপ অবিলম্বে হবে ॥ যোজন আয়ত সেই কাননমাঝারে। শক্তিগণ সহ সবে বিচরণ করে ॥ইতিমধ্যে একমূর্ত্তি নামে যেই জন। তাহারে ত্যজিয়া সবে করয়ে ভ্রমণ ॥ একত্র হইয়া সবে হ্রদতটে যায়। একাকী সে একমূর্ত্তি কাননে বেড়ায় ॥ পথ না পাইয়া সেই করয়ে ভ্রমণ। দক্ষিণাভিমুখে পরে করয়ে গমন ॥ কিছুদূরে গিয়া দেখে পর্ব্বত সুন্দর। আনন্দ লভিল তাহে সেই বীরবর ॥ পুনশ্চ দুঃখিত হয়ে করয়ে রোদন। হায় হায় কিবা কষ্ট কোথা পঞ্চানন ॥ অপরাধ কিবা প্রভু করিনু চরণে। তোমা বিনা এ পর্ব্বতে ত্যজিব পরাণে ॥ এত বলি কিছুদূর করিয়া গমন। সহসা পর্ব্বত হতে হয় নিপতন ॥ ভক্তি করি সেই জনে পতিত দেখিয়ে। আবির্ভূত হন শিব সানন্দ হৃদয়ে ॥ মধুর বচনে তারে কহেন তখন। একমূর্ত্তে তব ভক্তি করিনু দর্শন ॥ পরিশ্রান্ত হইয়াছ তুমি অতিশয়। অতএব এই স্থানে থাক মহোদয় ॥
তোমারে আনন্দ দান করেছে পর্ব্বত। এ হেতু নন্দন নামে হইবে বিখ্যাত ॥
রাসরঙ্গ হতে তুমি এসেছ বাহিরে। বহিরঙ্গেশ্বর নাম দিলাম তোমারে ॥
এখানে যে জন তোমা করিবে পূজন। মম পূজাফল পাবে সেই মহাত্মন্ ॥
এত বলি দেবদেব শশাঙ্ক-শেখর। দেবদেবী সবাপাশে গেলেন সত্বর ॥
একমূর্ত্তি-বিবরণ কহেন সবারে। চন্দ্রগা-বৃত্তান্ত সতী কহিল তাঁহারে ॥
তার পর রাত্রিশেষে দেব মহেশ্বর। উমা সহ রাসলীলা করেন বিস্তর ॥
পার্ব্বতী সম্বোধি কহে যত সখীগণে। করিলে শ্রীরাসলীলা হ্রদ-সন্নিধানে ॥
অতএব তটে তটে কর অবস্থান। চন্দ্রগারে রাখি সবে করহ পয়াণ ॥
আদেশ পাইয়া সবে তাহাই করিল। সুকপোলা পশ্চিমেতে অবস্থিত হৈল ॥
মায়িনী তাহার সহ করে অবস্থান। মোহিনী বিন্ধ্যগা করে দক্ষিণে পয়াণ ॥
পূর্ব্বতটে স্থিত হয় শ্রীদ্বারবাসিনী। তাহার সহিতে আরো রহে অমায়িনী ॥
উত্তরগা অবস্থিত উত্তর তীরেতে। চন্দ্রগা প্রথিত হলো শ্রীগৌরীনামেতে ॥
সিদ্ধারণ্য সমাশ্রয় চন্দ্রগা করিল। মনোহর কুণ্ড এক তথায় সৃজিল ॥
তার পর অষ্টমূর্ত্তি শিবের আজ্ঞায়। যাহা যাহা করে শুন বলিব তোমায় ॥
রুদ্র দেব পূর্ব্বদিকে করে অবস্থিতি। অগ্নিকোণে রহে সূক্ষ্ম ওহে মহামতি ॥
দক্ষিণেতে বৈদ্যনাথ করে অবস্থান। ইহাঁরে পূর্ব্বেতে পূজে রাবণ ধীমান্ ॥
সে হেতু ইহাঁর নাম রাবণ-ঈশ্বর। বিদিত জগতে ইহা ওহে মুনীশ্বর ॥
নৈঋত দিকেতে রহে দেব শিবোত্তম। কপিল ইহাঁর পূজা করেন সাধন ॥

সে হেতু ইহাঁর নাম কপিল-ঈশ্বর। ঈশান বায়ব্য দিকে রহে নিরন্তর॥
উত্তর রহেন বিন্দুহ্রদের উত্তরে। কেদার রহেন গৌরীপার্শ্বদেশে পরে॥
গৌরীনামে গৌরীকুণ্ড হইল প্রচার। অদ্যাপি প্রত্যক্ষ সবে করে অনিবার॥
এইরূপে একমাত্র দেব পঞ্চানন। অষ্টমূর্ত্তি ইচ্ছাবশে করেন ধারণ॥
রাসক্রীড়া যেই জন শুনে ভক্তিভরে। ভুবন ঈশ্বর তুষ্ট তাহার উপরে॥
ত্রিভুবনেশ্বর নাম শুনহ এখন। কৃত্তিবাস এক নাম ওহে মহাত্মন॥
লিঙ্গরাজ মহেশ্বর স্বর্ণকূটস্থেতে। ত্রিভুবনেশ্বর পরে জানিবেক চিতে॥
প্রাতঃকালে ছয় নাম পড়ে যেই জন। তাহার উপরে সদা তুষ্ট পঞ্চানন॥
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ। ধরাধামে নাহি কিছু ইহার সমান॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিভুবনেশ্বরের অষ্টোত্তরশত নাম।

বামদেব উবাচ।

বক্ষ্যে ত্রিভুবনেশস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতং।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং মোক্ষৈকফলদায়কং॥

ত্রিভুবনেশের অষ্টাধিক শত নাম। বলিতেছি এইক্ষণ শুনহ ধীমান্॥
সর্ব্বপাপ দূরে যায় ইহার প্রসাদে। মোক্ষফলপ্রদ ইহা জানিবেক চিতে॥
এই স্তোত্রে ঋষি হন সনৎকুমার। বিরাট ইহার ছন্দ ওহে গুণাধার॥
পদ্মগর্ভ দেব আর বাঞ্ছিত অর্থেতে। বিনিযোগ হয়ে থাকে জানিবেক চিতে॥

ওঁ শিবোঽসিতাঙ্গঃ সংস্তুত্যো দিব্যরূপধরো হরঃ। সনৎকুমারবরদো গৌরী-প্রশ্নোত্তরপ্রদঃ॥ মহাপ্রলয়কৃচ্চৈব নির্গুণো বিশ্বসৃক্ তথা। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদো বিশ্বো ধূম্রারিরন্ধকান্তকঃ॥ রুদ্রঃ সৃষ্টিকরশ্চৈব যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ। ক্রৌঞ্চদ্বীপ-পতির্ভর্গো হিমালয়নিকেতনঃ॥ মৃড়ো মণিবতীনাথো কৈলাসগিরিনায়কঃ। একাম্রবনসঞ্চারী স্বর্ণকূটাচলপ্রভুঃ॥ জ্যোতির্লিঙ্গী মহাদেবো বিশ্বরূপপ্রদ-র্শকঃ। ব্রহ্মসম্বিৎপ্রদশ্চৈব ব্রহ্মার্চ্চিতপদাম্বুজঃ॥ সর্ব্বদেবোপদেশজ্ঞো ভীম-স্ত্রিভুবনেশ্বরঃ। ভাস্করাদ্যো যমার্চ্চ্যাঙ্ঘ্রির্বিষ্ণুসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥ সবামৃতপ্রদো নিত্যো বিন্দুতীর্থফলপ্রদঃ। বিন্দূদ্ভবসরঃকর্ত্তা মাসব্রতমবপ্রিয়ঃ॥ বাসুদেব-প্রতিষ্ঠাতা শক্রযজ্ঞহবির্গ্রহঃ। দেবাসুরাগ্রসেনানীর্ম্মরুত্তবিজয়প্রদঃ॥ হিরণ্য-কশিপুপ্রীতঃ শক্রাদিসুরসংস্তুতঃ। দেব্যুপদেশদশ্চৈব গোপবেণুপ্রবাদকঃ॥

কৃত্তিবাসা বিরূপাক্ষঃ পর্জ্জন্যপরিপূজিতঃ। স্বর্জ্যোতির্বরদশ্চৈব বদরীমুক্তি-দায়কঃ॥ কোটিযজ্ঞফলদায়ী ইন্দ্রনথ্যবরপ্রদঃ। কপিলপ্রীতিদশ্চৈব কোটি-লিঙ্গার্চ্চনপ্রিয়ঃ॥ প্রমোদেকর্ম্মফলদঃ স্বর্ণফলদায়কঃ। বালিখিল্যপ্রীতিকরঃ ক্রতগোকর্ণপার্থিবঃ॥ সুষেণবরদাতা চ জামদগ্ন্যবরপ্রদঃ। শ্রীরামপূজিতপদ-শ্চাম্বরীষবরপ্রদঃ॥ অশ্বমেধহবির্ভোক্তা রঘুনাথবরপ্রদঃ। অষ্টতীর্থবরপ্রেপ্সু-র্বরদঃ পরমেশ্বরঃ॥ কার্ত্তিকেয়পিতা চৈব বিনায়কগুরুস্তথা। বৃষধ্বজঃ কল্প-তরুঃ সাবিত্রীপ্রীতিবর্দ্ধনঃ॥ অষ্টমূর্ত্তিধরঃ শম্ভুরাম্রাতকবরোৎসুকঃ। সর্ব্ব-লিঙ্গস্থিতশ্চৈব জটিলানন্দবর্দ্ধনঃ॥ বৃহস্পতিপ্রীতিকর অশ্বিনীবৈদ্যপূজিতঃ। রাবণেষ্টপ্রদশ্চৈব কমলাকরপূজিতঃ॥ কেদারকুণ্ডফলদো গৌরীপ্রীতিকরস্তথা। মহাশ্মশানবাসী চ যোগিনীত্রয়ভূষিতঃ॥ স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপশ্চ স্বর্ণকূটপ্রিয়ঙ্করঃ। ভৃগুসংপূজিতপদঃ কর্কোটকবরপ্রদঃ॥ ব্রহ্মহত্যাবিনাশী চ দত্তকাপালিনী-শ্বরঃ। ভক্তাপবর্গদশ্চৈব ক্ষেত্রপালবলিপ্রিয়ঃ॥ ভীমসেনবলোৎসাহঃ সিদ্ধি-ভুক্তিবরপ্রদঃ। ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণপ্রীতঃ সর্ব্বপাপবিনাশনঃ॥ আম্রচ্ছায়াপ্রিয়শ্চৈব ললাটেন্দুবরপ্রদঃ। ত্রিপুরারিস্ত্রিলোকেশো ভগবাংশ্চ সদাশিবঃ॥

অষ্টোত্তর শত নাম করিনু কীর্ত্তন। পরম গোপন ইহা মুক্তির কারণ॥ তিন সন্ধ্যা ভক্তিভরে যেই জন পড়ে। অন্তকালে যায় সেই শিবের নগরে॥ ভক্ত জনে এই স্তোত্র করিবে প্রদান। অভক্তেরে নাহি দিবে ওহে মতিমান প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করি যেই জন। ত্রিভুবনেশ্বরে হৃদে করিয়া স্মরণ॥ এই স্তোত্র অধ্যয়ন যেই জন করে। ব্রহ্মহত্যা পাপ তার চলি যায় দূরে॥ নামস্তোত্র ওহে ভৃগু করিলে শ্রবণ। আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

একাম্রকাননের মাহাত্ম্য।

বামদেব উবাচ।

তত্র একো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনং।
সাবধানাৎ শৃণুষ্বাদ্য মাহাত্ম্যং ভুবি দুর্ল্লভং॥

ভৃগু কহে নিবেদন করি তপোধন। একাম্র-মাহাত্ম্য এবে করিনু শ্রবণ॥ নানাক্রীড়া সেই স্থানে করে হরগৌরী। উহার মাহাত্ম্য-শ্রবে বল কৃপা করি॥ শুনি বামদেব কহেন তখন। শুন শুন তপোধন করিব বর্ণন॥

একমাত্র আম্রতরু বিরাজে সেখানে। একাম্র কানন নাম এই হেতু ভণে॥ দুর্লভ মাহাত্ম্য তার করিব বর্ণন। সাবধান হয়ে শুন ওহে তপোধন॥ বারাণসী সম তীর্থ একাম্র-কানন। ক্ষেত্রপাল হয়ে বিষ্ণু আছে অনুক্ষণ॥ কীট পক্ষী নর আদি মরিলে এখানে। শ্রীতারক ব্রহ্ম নাম প্রবেশে শ্রবণে॥ কর্ণমূলে এই নাম দেন পঞ্চানন। ইহার সমান স্থান নাহি তপোধন॥ ক্রোশ ব্যাপি আম্রচ্ছায়া করে অবস্থান। আম্রমূলে আম্রেশ্বর লিঙ্গ-অধিষ্ঠান॥ সেই লিঙ্গ দরশন করে যেই জন। শিবপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন॥ একাম্রেশ্বরের পাশে করিয়া গমন। শিবমন্ত্র যেই জন করয়ে জপন॥ সিদ্ধি লাভ করে সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥ ত্রিভুব-ঈশ্বর লিঙ্গ বিরাজে এখানে। গোপিকা গিরিজামূর্ত্তি শোভে এই স্থানে॥ অষ্ট শক্তি অষ্ট মূর্ত্তি করে অবস্থান। অন্য অন্য দেবমূর্ত্তি আছে বিদ্যমান॥ প্রমথনায়ক যারা কাশীধামে ছিল। রাসলীলা শুনি সবে এখানে আসিল॥ মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীদিনে। ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ যেই করে শুদ্ধমনে॥ মুক্তি তাহার হয় নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥ একাম্র কাননে যদি কিছু পাপ করে। প্রদক্ষিণ কৈলে পরে সেই পাপ হরে॥ মেরু প্রদক্ষিণ করে ভাস্কর যেমন। এই ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিলে তেমন॥ দ্বিকোটি-জন্মজ পাপ বিনাশিত হয়। নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু নিশ্চয়॥ ছায়া যাত্রা সযতনে করে যেই জন। অন্তিমে সে জন যায় কৈলাস ভবন॥ বৈশাখের পূর্ণিমাতে হয়ে একান্তর। করিবেক ছায়াযাত্রা ওহে বিজ্ঞবর॥ এই স্থানে চারি পীঠ আছে বিরাজিত। মহাসিদ্ধিপ্রদ তাহা জানিবে নিশ্চিত॥ ত্রয়োদশ দিন সেই সমাহিত মনে। এখানে গমন করে বিহিত বিধানে॥ মন্ত্রসিদ্ধি হয় তার নাহিক সংশয়। দেবতা দর্শন হয় জানিবে নিশ্চয়॥ এখানে উত্তর লিঙ্গ আছে সর্ব্বক্ষণ। শ্রীমহাশ্মশান পীঠ অতি মনোরম॥ বৈদ্যনাথ বিরাজিত আছেন এখানে। এখানে জপিলে মন্ত্র ঐকান্তিক মনে॥ মাসমধ্যে সিদ্ধিলাভ করে সেই জন। ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন॥

তীর্থের মাহাত্ম্য এবে শুন মহামতি বিন্দুতীর্থে স্নান করি যে জন সুমতি॥ পাপহরা দেখি আর পুরুষ-উত্তমে। ত্রিভুবনেশ্বর পাশে যায় পূতমনে॥ শিবতুল্য হয় সেই নাহিক সংশয়। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সে জন নিশ্চয়॥ পাপহর কুণ্ড হেথা আছে বিদ্যমান। তাহে স্নান আদি করি যেই মতিমান॥ মৈত্রেশে ও বারুণেশে করয়ে পূজন। বরুণ লোকেতে যায় সেই মহাত্মন॥

গঙ্গা-যমুনক তীর্থে স্নান আদি করি।গঙ্গেশ্বরে দেখে যেই অতি ভক্তি করি॥ শিব-অনুচর হয় সেই সাধুজন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন॥ কোটি তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড আর মেঘেশ্বর। ইত্যাদি করিয়া তীর্থ আছে বহুতর॥ এই সব তীর্থে স্নান করিলে সাধন। অমর-দুর্ল্লভ গতি লভে সেই জন॥ মার্গ-শীর্ষে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে। বহুফলপ্রদ তীর্থ জানিবেক চিতে॥ বিন্দুহ্রদ-জলে দেহ করিলে বর্জ্জন। শিবের সাযুজ্য পায় সেই সাধু জন॥ লিঙ্গের দক্ষিণ ভাগে ধাত্রীবৃক্ষমূলে। যে জন জীবন ত্যজে বহুভাগ্যফলে॥ শিবের আলয়ে যায় সেই মহামতি। প্রলয় অবধি তথা করে অবস্থিতি॥ অনশন ব্রত হেথা করে যেই জন। ব্রহ্মহত্যা তার দেহে না রহে কখন॥ বিনায়ক-মূর্ত্তি আছে দেবের অগ্রেতে। তাঁহারে দেখিয়া বাক্য বলিবে মুখেতে॥"বিঘ্নেশ্বর নমস্তেস্তু সর্ব্বসিদ্ধিকর। দরশন করি যেন ভুবন-ঈশ্বর"॥" এই বাক্য বলি পরে করিবে গমন। গোপালিনীপাশে সাধু হয়ে একমন॥ ঈশান দিকেতে তাঁরে করি দরশন। ভক্তিভরে ভূমিতলে করিবে বন্দন॥ প্রার্থনা করিবে পরে নিকটে তাঁহার।"গোপালিনি তব পদে করি নমস্কার॥ কৃত্তিবাসনিসূদনি ভুবন-ঈশ্বরি। পুত্র পৌত্র কীর্ত্তি লক্ষ্মী দেহ কৃপা করি॥" এত বলি প্রণমিয়া তাঁহার চরণে। কুমারনিকটে যাবে দক্ষিণ-বদনে॥ "ক্রৌঞ্চহন্ত্রে নমস্তুভ্যং পার্ব্বতীনন্দন। স্বর্গলোক কৃপা করি করহ অর্পণ॥" এরূপে প্রার্থনা করি কুমার-গোচরে। ঈশানে বৃষের কাছে যাবে ভক্তিভরে॥ প্রার্থনা করিবে গিয়া বৃষের সদন। "সর্ব্ব-তীর্থপ্রদ তুমি আনন্দবর্দ্ধন॥ যজ্ঞোদ্ভব তুমি বৃষ করি নমস্কার। শিবপ্রীতি কর দান কৃপার আধার॥" এত বলি প্রণমিয়া করিবে গমন। উপনীত হবে গণচণ্ডের সদন॥ প্রার্থনা করিবে গিয়া তাঁহার গোচরে। "দেবপ্রীতিবিবর্দ্ধন নমামি তোমারে॥ তোমার প্রসাদে বীর্য্য ধৃতি তেজ-বল। পাই যেন ওহে প্রভু দেহ এই বর॥" এত বলি প্রণমিয়া তাঁহার চরণে। যাইবে পরেতে কল্পতরু সন্নিধানে॥ তথা গিয়া প্রদক্ষিণ করি তরুবরে। এই বাক্য বদনেতে বলিবে সাদরে॥ "বাঞ্ছাসিদ্ধিপ্রদ তরু করি নমস্কার। ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবারাধ্য তুমি গুণাধার॥" এত বলি নৈঋতেতে করিবে গমন। যেখানে সাবিত্রী দেবী আছে অনুক্ষণ॥ প্রার্থনা করিবে তাঁরে শুন মহামুনি। "সাবিত্রীস্বরূপধরা বেদের জননী॥ ব্রহ্মপ্রজ্ঞা মেধা মোরে কর সমর্পণ।" এত বলি ভক্তিভরে করিবে বন্দন॥ ভুবন-ঈশ্বর পাশে যাবে তার পরে। বলিবেক এই বাক্য বদনবিবরে॥ "কৃত্তিবাস নমস্তেস্তু ভুবন-ঈশ্বর। মোক্ষফল দেহ মোরে করুণা-সাগর॥

করিয়াছি প্রভু অষ্ট মূর্ত্তি দরশন। সেই ফল হয় যেন ওহে ভগবন্ ॥" এত
বলি নমস্কার করিয়া ভূতলে। কৃতকৃত্য জ্ঞান সাধু করিবে অন্তরে ॥ এই-
রূপে অষ্টমূর্ত্তি হেরে যেই জন। অশ্বমেধ-ফল পায় সেই মহাত্মন ॥
বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী দিনে। যে জন দর্শন করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ নাহি তার রয়। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয়॥
বিন্দুহ্রদে স্নান করি যেই মহাত্মন। ভক্তিভরে অষ্টমূর্ত্তি করে দরশন ॥
কৃষ্ণচতুর্দ্দশী যদি সেই দিন হয়। জন্মবন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয় ॥ কৃষ্ণ
কিম্বা শুক্ল পক্ষে চতুর্দ্দশী দিনে। কৃত্তিবাসে দরশন করিলে যতনে ॥
কৃত্তিবাস তুল্য হয় সেই মহাত্মন্। নাহিক সন্দেহ ইথে শাস্ত্রের বচন ॥
তথা হতে উত্তরেতে লিঙ্গ রুদ্রেশ্বর। ভক্তিভরে দরশন করে যেই নর ॥
যে ফল তাহার হয় করহ শ্রবণ। শুনিলে আশ্চর্য্য হবে ওহে তপোধন ॥
দশলক্ষ লিঙ্গবরে হেরিলে নয়নে। যেই ফল হয় লাভ শাস্ত্রের বিধানে ॥
সেই ফল হয় তার জানিবে নিশ্চয়। কহিনু তোমার পাশে ওহে মহোদয় ॥
তথা হতে নৈঋতেতে লড্ডুক-ঈশ্বর। বিরাজ করিছে লিঙ্গ অতি মনোহর ॥
নবলক্ষ লিঙ্গ-প্রভু এই লিঙ্গ হয়। শিবের আদেশ ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥
নবলক্ষ লিঙ্গপূজা কৈলে যেই ফল। ইঁহারে পূজিলে নর পায় সে সকল ॥
শক্রেশ্বর লিঙ্গ আছে নিকটে তাহার। পূজিলে সে জন যায় ইন্দ্রের আগার॥
অগ্রভাগে বিরাজিত লিঙ্গ বিশ্বেশ্বর। দশলক্ষ লিঙ্গ-প্রভু এই লিঙ্গবর ॥
পূর্ব্বদিকে রুদ্রেশ্বর করে অধিষ্ঠান। দশলক্ষ লিঙ্গ-প্রভু খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
বৈদ্যনাথ তার পাশে আছে বিরাজিত।দশলক্ষলিঙ্গ-প্রভু জানিবে নিশ্চিত ॥
তাহার নিকটে লিঙ্গ ঈশান আখ্যান। উত্তরে কেদার লিঙ্গ খ্যাত সর্ব্বস্থান ॥
বায়ুকোণে মহেশ্বর নামে লিঙ্গবর। যমদণ্ড নাশ পায় হেরে যেই নর ॥
গোসহস্র-ঈশ্বরেরে করিলে দর্শন। সহস্র-গোদানফল পায় সেই জন ॥
পরদারেশ্বরে যেই ভক্তিভরে হেরে। পরদারকৃত পাপে সেই জন তরে ॥
তথা হতে পূর্ব্বদিকে কুক্কুট-ঈশ্বর। ভক্তিভরে হেরে তাঁরে যেই কোন নর ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন। শঙ্কর-পদবী পায় সেই মহাত্মন ॥ ঈশান-
কোণেতে আছে লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর। তাঁহা'র দর্শন করে যেই কোন নর॥
বৈকুণ্ঠ নগরে যায় সেই সাধুজন। শাস্ত্রের বিধান এই ওহে তপোধন ॥
ইহা ভিন্ন কত লিঙ্গ একাম্র-কাননে। মুক্তেশ্বর চক্রেশ্বর নানাবিধ নামে ॥
সেই সব দরশন করে যেই জন। তাহাদের পুণ্য কেবা করিবে বর্ণন ॥
চৈত্রমাসে যেই জন একাম্র-কাননে। শিবলিঙ্গ দৃষ্টি করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥

ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ বিনাশে তাহার। মুক্তিলাভ হয় তার শাস্ত্রের বিচার॥
একায় মাহাত্ম্য কেবা বর্ণিবারে পারে। বহুবর্ষশতে কেহ বর্ণিবারে নারে॥
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ। পড়িলে সে জন পায় অন্তে মোক্ষধাম॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

বিষ্ণুর সুদর্শন লাভ, হিরণ্যাক্ষ বধ এবং বিষ্ণুর
বরাহরূপে ধরণী উদ্ধার।

তৃপ্তিরুবাচ।

কথং বিষ্ণুঃ শিবং রাধ্য চক্রমাপ সুদর্শনং।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কৃপয়া পরয়া বদ॥

তৃপ্তি কহে নিবেদন ওহে তপোধন। কিরূপে শ্রীহরি পান চক্র সুদর্শন॥
সেই কথা শুনিবারে একান্ত বাসনা। কৃপা করি বলি তাহা পূরাও কামনা॥
বামদেব কহে শুন ওহে মহাত্মন্। দুই দৈত্য ছিল পূর্ব্বে অতীব দুর্দ্দম॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম। হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ তাহে খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
হিরণ্যাক্ষ দুরজয় হয়ে ক্রমে ক্রমে। পরাজয় করে যত স্বর্গবাসীগণে॥ ইন্দ্রের
ইন্দ্রত্ব সেই করিলা হরণ। আপনি ইন্দ্রত্বপদে বসে দুরজন॥ সূর্য্যচন্দ্র দুই
জনে ফেলি ধরাতলে। সূর্য্য চন্দ্র রূপে নিজে রহে শূন্যভরে॥ ধরাধামে
রাজগণে করিয়া সংহার। পুত্রগণে সেই পদ দেয় বলাধার॥ দেবযজ্ঞ লোপ
করে অবনীমণ্ডলে। যজ্ঞ-হবি খায় নিজে পুলক-অন্তরে॥ তার পর পাতা-
লেতে করিয়া গমন। যত নাগগণে জয় করে দুরজন॥ বাসুকির ফণাচ্ছেদ
করে খড়্গাঘাতে। বাসুকি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল ভূমিতে॥ নিরাধারা হয়ে
ধরা রসাতলে যায়। দেবগণ নাহি দেখে কিছুই উপায়॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ
মিলিয়া সকলে। উপনীত হন শেষে বৈকুণ্ঠ-আগারে॥ বিষ্ণুরে কহেন সবে
বিনয় বচন। রক্ষা কর জগন্নাথ এ তিন ভুবন॥ হিরণ্যাক্ষ হতে ধরা
রসাতলে যায়। ত্বরা করি কর প্রভু ইহার উপায়॥ তাহা শুনি ত্বরা করি
দেব নারায়ণ। হিরণ্যাক্ষ-সকাশেতে করেন গমন॥ চতুর্ভুজ শ্যামমূর্ত্তি
দেখিয়া তাঁহারে। দানব জিজ্ঞাসা করে সুগম্ভীর স্বরে॥ কেবা তুমি কোথা-
হতে কৈলে আগমন। তোমারে হেরিয়া আমি আনন্দে মগন॥ তাহা

শুনি হাস্য করি কহিলেন হরি। ভাল ভাল বলি শুন ওহে সুর-অরি॥ আমারে হেরিয়া হর্ষ জন্মিল তোমার। আমার অঙ্গেতে লীন হও গুণাধার॥

এত শুনি দৈত্যপতি কহে রোষভরে। কি কথা কহিলে তুমি শুনি হৃদি জ্বলে॥ ত্রিলোক-প্রধান আমি খ্যাত সর্ব্বস্থান। তব দেহে লীন হব এ কোন্ বিধান॥ বরঞ্চ আমার দেহে লীন হও তুমি। এত শুনি ক্রোধে জ্বলে দেব চিন্তামণি॥ অমনি দিব্যাস্ত্র প্রভু করেন ধারণ। দুই জনে যুদ্ধ ঘটে অতি বিভীষণ॥ দুই জনে কত অস্ত্র বরিষণ করে। দেবগণ হেরি তাহা হৃদয়ে শিহরে॥ এইরূপে বহুবর্ষ চলিল সমর। নিঃশেষ হইল অস্ত্র ভাবে গদাধর॥ তার পর বাহুযুদ্ধ দুই জনে করে। কত বর্ষ গত হয় কেহ নাহি হারে॥ক্রমেতে কাতর হন বৈকুণ্ঠ-বিহারী। মনে ভাবে হায় হায় কি উপায় করি॥ শৈবাস্ত্র বিহনে নাহি জিনিতে পারিব। শৈবাস্ত্র লভিয়া পরে দানবে নাশিব॥ এত ভাবি যুদ্ধ ত্যজি করি পলায়ন। জলমধ্যে লুক্কায়িত হন নারায়ণ॥ আপন জানু'র লিঙ্গ করি বিবেচনা। একমনে নিরন্তর করেন সাধনা॥ প্রত্যহ সহস্র পদ্মে করেন পূজন। এইরূপে বহুকাল করেন যাপন॥ ভকতি পরীক্ষা হেতু দেব মহেশ্বর। হরণ করিবা লন একটী কমল॥ এক এক করি পদ্মে পূজিছেন হরি। এক পদ্ম কম দেখে বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥ অঙ্গহীন হয় পূজা করি দরশন। আপনার নেত্রপদ্ম করে উৎপাটন॥ তাহা দিয়া পূজা করে দেব মহেশ্বরে। তাহা দেখি শিব তুষ্ট আপন অন্তরে॥ আবির্ভূত হন আসি হরি-সন্নিধান। কহিলেন বর মাগ ওহে মতিমান্॥ হরি কহে অস্ত্র দেহ ওহে মহেশ্বর। যাহাতে বধিতে পারি দানবপ্রবর॥ তাহা শুনি তুষ্ট হয়ে দেব পঞ্চানন। সুদর্শন নামে চক্র করেন অর্পণ॥ কহিলেন শুন হরি আমার বচন। পূর্ব্ববৎ হবে চক্ষু ওহে নারায়ণ॥এত বলি অন্তর্হিত হলে মহেশ্বর। যুদ্ধ হেতু হরি পুনঃ হন অগ্রসর॥ চক্র হাতে যুদ্ধ হেতু করেন গমন। তাহা দেখি দৈত্য হয় ক্রোধে নিমগন॥ পুনশ্চ বাধিল দোঁহে দারুণ সমর। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলে অতি ঘোরতর॥ তার পর সুদর্শন করিয়া প্রহার। হিরণ্যাক্ষে গদাধর করেন সংহার॥ বরাহ-আকার পরে করিয়া ধারণ। দংষ্ট্রাগ্রে ধরারে প্রভু করে উত্তোলন॥ বাসুকির ফণোপরি স্থাপন করিয়ে। আনন্দে গেলেন প্রভু বৈকুণ্ঠ-আলয়ে॥ শিবের মাহাত্ম্য কেবা কররে বর্ণন। তাঁহার প্রসাদে চক্র পান নারায়ণ॥ জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে দ্বিজবর। বলিনু সকল তাহা তোমার গোচর॥ ভক্তিভরে যেই ইহা করে অধ্যয়ন। অথবা একান্ত মনে কররে শ্রবণ॥ শিবলোকে যায়

সেই নাহিক সংশয়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়॥ শ্রীশিবপুরাণ হয় অতি মনোহর। ভাষায় রচিল কালী শুন সর্ব্ব নর॥

—*—

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শিবের কালকূট ভক্ষণ।

বামদেব উবাচ।

অতঃ পরং মুনিশ্রেষ্ঠ শৃণু শম্ভোর্মহাযশঃ।
কালকূটং যথা পীত্বা ররক্ষ চ চরাচরং॥

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন। শিবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি করিব বর্ণন॥ কালকূট-পান করি যেরূপ প্রকারে। করিয়াছিলেন রক্ষা এই চরাচরে॥ ক্ষীরার্ণব মথ্যমান যেই কালে হয়। তাহাতে প্রথমে হয় বিষের উদয়॥ তাহার তেজেতে হরি কাঞ্চন-বরণ। দেখিতে দেখিতে করে কালিমা ধারণ॥ তাহা দেখি দেবগণ মিলিয়া সকলে। উপনীত হন আসি ব্রহ্মার গোচরে॥ বিনয় বচনে কহে ওহে প্রজাপতি। করুণাকটাক্ষ কর সবাকার প্রতি॥ সমুদ্রমথনে উঠে বিষ ঘোরতর। তাহার তেজেতে ধ্বংস হয় চরাচর॥ এই দেখ গৌরবর্ণ দেব নারায়ণ। হয়েছেন বিষতেজে কালিমা-বরণ॥ এত শুনি প্রজাপতি করি যোড়কর। শম্ভুর করেন স্তব কোথা দিগম্বর॥ যোগীর ঈশ্বর তুমি সার হতে সার। তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার॥ এইরূপে কত স্তব করে প্রজাপতি। আবির্ভূত হন আসি দেব পশুপতি॥ কহিলেন কিবা বাঞ্ছা কর পদ্মাসন। এত শুনি কহে ব্রহ্মা বিনয়-বচন॥ তোমার শরণ লই আমরা সকলে। রক্ষা কর কৃপা করি এই চরাচরে॥ সমুদ্র-মথনে উঠে বিষ ঘোরতর। তাহার তেজেতে নাশ হয় চরাচর॥ তাহার তেজেতে হরি কাঞ্চন-বরণ। হয়েছেন কৃষ্ণবর্ণ কর দরশন॥ এত শুনি ব্যস্ত হয়ে দেব পশুপতি। বিষপান হেতু যান অতি দ্রুতগতি॥ সাগরের তীরে ত্বরা করিয়া গমন। অবিলম্বে বিষ পান করে পঞ্চানন॥ যেমন কণ্ঠেতে বিষ আগমন করে। অপূর্ব্ব নীলিমাবর্ণ সেই ক্ষণে ধরে॥ তাহা দেখি পরিতুষ্টভাবে কহে দেবগণ। অপূর্ব্ব শোভিছে কণ্ঠ ওহে পঞ্চানন॥ এত শুনি মহেশ্বর হরিষ অন্তরে। সেই বিষ কণ্ঠদেশে ধরেন সাদরে॥ তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে

যত দেবগণ। পুনশ্চ করিতে থাকে সাগর মন্থন॥ চন্দ্র লক্ষ্মী উচ্চৈঃশ্রবা কল্পবৃক্ষ আর। ধন্বন্তরি আদি উঠে জানিবেক সার॥ তাহা দেখি চন্দ্র লয়ে যত দেবগণ। শিবের করেতে হর্ষে করে সমর্পণ॥ দেখিতে দেখিতে শিব তুলিলেন শিরে। তাহা দেখি দেবগণ কহে মধুস্বরে॥ শিরঃপার্শ্বে শোভা পায় কিবা শশধর। এত শুনি হাস্য করি দেব দিগম্বর॥ ললাট উপরে তারে করেন স্থাপন। তাহা দেখি দেবগণ কহেন তখন॥ এক কলা তব শিরে ধর মহেশ্বর। কৃপা করি অপরার্দ্ধ দেহ দিগম্বর॥ এত শুনি অর্দ্ধ চন্দ্র ধরিলেন শিরে। অর্দ্ধেক দিলেন হর্ষে দেবতাগণেরে॥ কল্পবৃক্ষ উঠেছিল সাগর মন্থনে। স্থাপিলেন ব্রহ্মা তাহা আপনার ধামে॥ লক্ষ্মীরে গ্রহণ কৈল দেব নারায়ণ। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব নিল দেবের রাজন॥ ধন্বন্তরি স্বর্গধামে করিল গমন। আনন্দে মগন হয় যত দেবগণ॥ আরো এক কথা বলি শুন তপোধন। নীলকণ্ঠ নাম শিব করিল ধারণ॥ ধরাতলে নীলকণ্ঠ মূরতি স্থাপিতে। বাসনা করি শিব আপন মনেতে॥ ভারত মাঝারে দেশ নেপাল আখ্যান। নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি প্রভু স্থাপে সেই স্থান॥ যেই জন নীলকণ্ঠে করে দরশন। ভক্তিভরে কর দ্বারা করে পরশন॥ পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়। অন্তকালে যায় সেই কৈলাস আলয়॥ শিবের মাহাত্ম্য বর্ণ কি বলিব আর। শ্রীশিবপুরাণ হয় সার হতে সার॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শিব পূজাফলে মার্কণ্ডেয়ের
চিরজীবিত্ব লাভ।

বামদেব উবাচ।

মাকণ্ডেয়ো যথা ভুঙে সমারাধ্য মহেশ্বরং।
সপ্তকল্পায়ুবং লেভে তন্মে নিগদতঃ শৃণু॥

মহাদেব কহে শুন ওহে তপোধন। মার্কণ্ড যেরূপে করে শিবের পূজন॥
সপ্তকল্প পরমায়ু যেইরূপে পায়। শুন শুন সেই কথা কহিব তোমায়॥
মৃকণ্ড নামেতে ঋষি ছিল পূর্ব্বকালে। সত্যধর্ম্মপরায়ণ বিদিত ভূতলে॥
শান্ত দান্ত জিতক্রোধ সেই মহামতি। হরিভক্তি হৃদিমাঝে ধরেন সুমতি॥
পুত্রহীন সেই ঋষি বিদিত জগতে। পুত্র হেতু তপ করে ঐকান্তিক চিতে॥

একুশ হাজার বর্ষ এইরূপে যায়। তপেতে সন্তুষ্ট ব্রহ্মা হলেন তাহায়॥ আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মা ঋষির গোচর। কহিলেন মিষ্টভাবে ওহে ঋষিবর॥ দারুণ তপস্যা তব করি দরশন। হইয়াছি পরিতুষ্ট ওহে তপোধন॥ বর মাগ শীঘ্র করি বাঞ্ছা যাহা হয়। বরদান হেতু আমি এসেছি নিশ্চয়॥ এতেক বচন শুনি মৃকণ্ডু সুমতি। কহিলেন নিবেদন ওহে প্রজাপতি॥ অন্তর্যামী তুমি প্রভু জানহ সকল। তবে জিজ্ঞাসিয়া আর কেন কর ছল॥ যে বাঞ্ছা হয়েছে প্রভু আমার অন্তরে। পরিপূর্ণ কর তাহা কৃপাদৃষ্টি করে॥ এত শুনি প্রজাপতি কহেন তখন। জানি জানি তব বাঞ্ছা ওহে তপোধন॥ পুত্রার্থী হইয়া তপ করিছ সাধন। অতএব যাহা বলি করহ শ্রবণ॥ বহুসংখ্য পুত্র যদি করহ কামনা। দুর্ব্বিনীত হবে তারা কর বিবেচনা॥ মহাতেজা হবে তারা অবনীমণ্ডলে। স্বধা-স্বাহাশূন্য হবে জানিবে অন্তরে॥ দীর্ঘজীবী হবে বটে তাহারা সকল। পাপেতে হইবে রত কিন্তু মুনিবর॥ যদ্যপি এ হেন পুত্রে করহ বাসনা। অচিরে পূরাতে পারি তোমার কামনা॥ আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ। একমাত্র পুত্র যদি করহ যাচন॥ শান্ত দান্ত মহাতপা হবে সে সুমতি। বিনয় দেখাবে সেই সকলের প্রতি॥ সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম করিবে ধারণ। কৃশদেহ হবে সাধু ধর্ম্মপরায়ণ॥ অতএব বাঞ্ছা কিবা বলহ আমারে। যা চাহিবে দিব তাহা জানিবে অন্তরে॥

এতেক বচন শুনি মৃকণ্ডু সুমতি। কহিলেন শুন শুন ওগো প্রজাপতি॥ অধার্ম্মিক বহুপুত্র লভিলে জনম। তাহারা বংশের হয় নিধন-কারণ॥ তাহাদের পিতা হয় নিন্দিত ভূতলে। ধিক্ ধিক্ সেই পিতা এ ভবসংসারে তাহাপেক্ষা পুত্রহীন হয় শ্রেয়স্কর। তাদৃশ পুত্রেতে বাঞ্ছা নাহি পদ্মাকর॥ সেরূপ অনেক পুত্র লভিলে জনম। মম বংশ হবে ধ্বংস ওহে পদ্মাসন॥ অতএব ধর্ম্মশীল এক পুত্রবরে। কৃপা করি কর দান নিবেদি তোমারে॥ সেরূপ সুশীল পুত্র যদি পাই আমি। নির্ম্মল হইবে বংশ ওহে পদ্মযোনি॥ এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন। তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তখন॥ কহিলেন শুন শুন ওহে মুনিবর। অপূর্ব্ব লভিবে পুত্র ধর্ম্মেতে তৎপর॥ সপ্তবর্ষ পরমায়ু হবে কিন্তু তার। কহিনু নিগূঢ় কথা নিকটে তোমার॥ এতেক বচন বলি দেব পদ্মাসন। দেবগণ সহ যান ব্রহ্ম-নিকেতন॥ কৃতকৃত্য জ্ঞান করি মৃকণ্ডু তখন। আপন আশ্রমে ত্বরা করে আগমন॥ কিছুকাল এইরূপে অতীত হইলে। জন্মিল তনয় তাঁর দিক্ আলো করে॥ তমালশ্যামল স্নিগ্ধ দিব্য কলেবর। হেরিলে জুড়ায় চক্ষু জুড়ায় অন্তর॥

আহা হেরি ঋষিবর আনন্দে মগন। মহোৎসব নানামতে করেন তখন॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর। হর্ষ-শোকে অভিভূত হন ঋষিবর॥
পুত্রের বদন হেরি আনন্দ জনমে। অল্পায়ু ভাবিয়া শোকে দহে নিজ মনে॥
তার পর বহুচিন্তা করি তপোধন। পুনশ্চ তপেতে মন করে নিয়োজন॥
উপনীত হয়ে মুনি গোদাবরীতীরে। মনোরথ সিদ্ধি হেতু উগ্র তপ করে॥
ভূমিতলে অগ্নিদেবে করিয়া স্থাপন। ঊর্দ্ধপদে বৃক্ষশাখা করি আলম্বন॥
ঘোরতর তপ করে সেই মহামতি। তপ হেরি সবাকার হৃদে হয় ভীতি॥
তাহা দেখি ভীত হয়ে যত দেবগণ। ব্রহ্মার সহিত আসে ঋষির সদন॥
ঋষিরে সম্বোধি কহে দেব প্রজাপতি। শুনহ মৃকণ্ডু ঋষে আমার ভারতী॥
তোমার দারুণ তপ করি দরশন। বিস্মিত হয়েছে ঋষে এ তিন ভুবন॥
পুত্র ভিন্ন অন্য কিবা বাঞ্ছিতেছ বর। ত্বরা করি বল তাহা আমার গোচর॥
এত শুনি ঋষিবর কহেন তখন। যেই পুত্র কৃপা করি করেছ অর্পণ॥
চিরজীবী হয় তবে ওহে মহোদয়। ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বাঞ্ছনীয় নয়॥
এত শুনি পিতামহ কুপিত অন্তরে। কহিলেন শুন ঋষে বলি হে তোমারে॥
এই বর দিতে আমি কভু না পারিব। আমার বচন মিথ্যা কভু না করিব॥
সপ্তদশ পরমায়ু বলেছি তাহার। আমার বচন নহে বিফল হবার॥
এত বলি ব্রহ্মা যান আপন ভবন। তুষ্ণীভূত হয়ে রহে মহাতপোধন॥
তার পর পুনরায় একান্ত অন্তরে। বিষ্ণু-আরাধনা করে দৃঢ় চিত্ত করে॥
তাঁহার দারুণ তপ করি দরশন। যথাকালে পরিতুষ্ট হন নারায়ণ॥
আবির্ভূত হন আসি গরুড় উপরে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চারি করে॥
শ্রীবৎস-লক্ষণ কিবা আহা মরি মরি। বন মালা দোলে গলে বিপিনবিহারী॥
মনোহর কিবা আহা শ্যামলবরণ। পদ্ম পত্র সম শোভে আয়ত নয়ন॥
তাঁহারে হেরিয়া ঋষি আনন্দে বিহ্বল। অবনতশিরে বন্দে ভূতল উপর॥
তাহা দেখি চিন্তামণি সুমধুর স্বরে। কহিলেন উঠ ঋষে উঠ ত্বরা করে॥
তোমার দারুণ তপ করি দরশন। পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন॥
কিবা বাঞ্ছা কর তুমি বলহ আমারে। কেন হেন তপ কর কানন-মাঝারে॥
এত শুনি ঋষিবর কহেন তখন। অন্তর্যামী তুমি প্রভু ওহে ভগবন্॥
দীর্ঘজীবী মম পুত্রে কর দয়া করি। এই ভিক্ষা করি আমি বৈকুণ্ঠ-বিহারী॥
এতেক বচন শুনি দেব নারায়ণ। কহিলেন শুন শুন ওহে তপোধন॥
যে বর মাগিছ তুমি আমার গোচর। দিতে না পারিব তাহা ওহে ঋষিবর॥
যেরূপ নিয়ম বিধি করেছে স্থাপন। তাহার অন্যথা নাহি হবে কদাচন॥

এত বলি তিরোহিত হন নারায়ণ। বিষণ্ণ অন্তরে ঋষি মৌনভাবে রন॥ তার পর নিজগৃহে গিয়া ঋষিবর। সকল বৃত্তান্ত কহে ভার্য্যার গোচর॥ দুঃখিত হইয়া পরে আপন আগারে। উপবাস করি রহে বিষণ্ণ অন্তরে॥ পিতার এতেক ভাব করি দরশন। মার্কণ্ডেয় মনে মনে বিষাদিত হন॥ পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রম সে শিশুর হয়। মাতারে সম্বোধি পুত্র সবিনয়ে কয়॥ কেন মাতঃ পিতা এত দুঃখিত অন্তর। অনশনে কেন আছে গৃহের ভিতর॥ জানিতে বাসনা ইহা করি গো অন্তরে। কৃপা করি কহ মাতঃ নিবেদি তোমারে॥ পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। করুণ-বচনে মাতা কহেন তখন॥ যাবত বৃত্তান্ত কহে পুত্রের গোচর। সে কথা শুনিয়া পুত্র করিল উত্তর॥ শুন মাতঃ নিবেদন করিগো তোমারে। ইহার কারণে দুঃখ কেন গো অন্তরে॥ মৃত্যুরে করিতে নাশ আমি গো জননি। তপস্যা করিতে যাব শুন মম বাণী॥ ইহাতে অবশ্য হবে পিতার মঙ্গল। মঙ্গল লভিব আমি জানিবে সকল॥ কর্ম্ম বিনা কোন্ জন সিদ্ধ হতে পারে। কর্ম্মবশ জগত্রয় জানিবে অন্তরে॥ কর্ম্মবশে স্বর্গে আর নরকে গমন। অবশ্য করিবে কর্ম্ম যত নরগণ॥ জননীরে এত বলি মার্কণ্ড সুমতি। অরণ্য মাঝারে ত্বরা করিলেন গতি॥ পুলহ-আশ্রমে ত্বরা করেন গমন। পুণ্যভূমি হরিক্ষেত্র পুলহ-আশ্রম॥ তথা উপনীত শিশু পুলহ-সদন। তথা গিয়া ঋষিবরে করেন দর্শন॥ পুলহ চরণে শিশু করিয়া প্রণাম। করযোড়ে সেই স্থানে করে অবস্থান॥ পুলহ শিশুরে হেরি মধুর বচনে। জিজ্ঞাসা করেন তারে মিষ্ট সম্ভাষণে॥ কোথা হতে এই স্থানে কৈলে আগমন। কিবা তব নাম বল ওহে দ্বাছাধন॥ কাহার তনয় তুমি বলহ সুমতি। কাহার নিকটে এবে করিতেছ গতি॥ এতেক বচন শুনি মার্কণ্ডেয় কয়। আসিয়াছি তব পাশে ওগো মহোদয়॥ মৃকণ্ডু-তনয় আমি মার্কণ্ডেয় নাম। সপ্তবর্ষ আয়ু মম বিধির বিধান॥ চিরজীবী হতে পারি কিরূপ প্রকারে। তাহার উপায় প্রভু কহ ত্বরা করে॥

পুলহ এতেক শুনি কহেন তখন। শিবপূজা কর শিশু হয়ে একমন॥ চিরজীবী হতে তবে অবশ্য পারিবে। মনের বাসনা যত সফল হইবে॥ জগদ্গুরু মহেশ্বর বিদিত ভুবন। তাঁর আরাধনা কর হয়ে একমন॥ যদ্যপি প্রসন্ন হন দেব পশুপতি। মনোরথ সিদ্ধ তবে হবে হে সুমতি॥ কণ্ডু নামে ঋষি আছে শিবপরায়ণ। দক্ষিণ সাগরতীরে আছে সেই জন॥ তাঁহার নিকট তুমি যাহ ত্বরা গতি। তাঁর পাশে উপদেশ লহ মহামতি॥ তার পর শিবপূজা করহ যতনে। তা'হলে সক্ষম হবে মৃত্যু-বিনাশনে॥ পুলহের

এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। অবিলম্বে মার্কণ্ডেয় করিল গমন॥ কণ্ডুপার্শ্বে উপনীত দক্ষিণ-সাগরে। বন্দনা করিল গিয়া মুনিপদতলে॥ শিশুরে হেরিয়া কণ্ডু জিজ্ঞাসে তখন। কি কারণে মম পাশে তব আগমন॥ শিশু কহে শুন শুন ওগো মহোদয়। সপ্ত বর্ষ আয়ু মম জানিবে নিশ্চয়॥ দীর্ঘজীবী হতে বাঞ্ছা করেছি অন্তরে। সে হেতু পূজিব শিবে অতি যত্ন করে॥ উপদেশ দেহ প্রভু করি কৃপা দান। এই হেতু উপনীত তব বিদ্যমান॥ পুলহ-আদেশে আসি তোমার গোচরে। রক্ষা কর অধীনেরে কৃপাদৃষ্টি করে॥ শিশুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কণ্ডু ঋষি মনে মনে অতি প্রীত হন॥ যতন করিয়া পরে সেই শিশুবরে। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দান করে ত্বরা করে॥ মন্ত্রলাভ করি শিশু আনন্দে মগন। যথাবিধি লিঙ্গ এক করিয়া গঠন॥ বিধানে তাহার পূজা করিয়া যতনে। বসিলেক মন্ত্রজপে ঐকান্তিক মনে॥ এইরূপে দুই বর্ষ সমতীত হয়। পরমায়ু শেষ তার হয় সে সময়॥ সপ্ত বর্ষ পরমায়ু বিধির বিধান। মৃত্যুরে ডাকিয়া কহে শমন ধীমান॥ ওহে মৃত্যু মম বাক্য করহ শ্রবণ। মৃকণ্ডু-তনয়-পাশে করহ গমন॥ কাল পূর্ণ হইয়াছে বিধির নিয়মে। ত্বরা করি আন তারে আমার সদনে॥ যমের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। অবিলম্বে যায় মৃত্যু মার্কণ্ড-সদন॥ অসি করে যায় মৃত্যু লোহিত-লোচনে। ত্বরা করি মার্কণ্ডের জীবন নিধনে॥ দূর হতে দেখে মৃত্যু মার্কণ্ড-সদন। শূলকরে বসি আছে দেব পঞ্চানন॥ তাঁহার তেজেতে মৃত্যু হয়ে হতজ্ঞান। ভূতলে পড়িয়া তথা করে অবস্থান॥ ক্ষণপরে সংজ্ঞা পেয়ে অসি ধরি করে। পুনশ্চ মারিতে যায় সেই শিশুবরে॥ যেমন শিশুর পাশে করে আগমন। অমনি ত্রিশূল লয়ে উঠে পঞ্চানন॥ ক্রোধভরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া তাহারে॥ শিরশ্ছেদ করি তার ফেলিল ভূতলে॥ মৃত্যুর নিধনবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ। যমরাজ মনে মনে অতি ভীত হন॥ উপনীত হন গিয়া ব্রহ্মার আলয়ে। নমস্কার করি কহে বিনয় করিয়ে॥ রক্ষ রক্ষ ওহে বিধে রক্ষহ আমারে। মৃত্যুরে বধেছে শিব জানিবে অন্তরে॥ সপ্ত বর্ষ পরমায়ু মার্কণ্ডের হয়। করেছিলে এই বিধি ওহে মহোদয়॥

যমের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। ক্ষণকাল প্রজাপতি করেন চিন্তন॥ তার পর নিজ সনে লয়ে দেবগণে। উপনীত হন আসি শিবের সদনে॥ যেখানে মার্কণ্ড-পাশে দেব মহেশ্বর। বন্দিলেন তাহা দেখি হয়ে ভক্তিপর॥ কহিলেন নমস্কার ওহে পঞ্চানন। সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা তুমি ওহে ভগবন॥ পূর্ব্বেতে তোমার কাছে মৃকণ্ডু সুমতি। পুত্র বাঞ্ছা করে সেই শুন পশুপতি॥

সপ্তবর্ষায়ুষ পুত্র করিল যাচন। সেই রূপ বর আমি করেছি অর্পণ॥ আমার বচন সত্য যেই রূপে হয়। কৃপা করি কর তাহা ওহে মহোদয়॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। রোষভরে রক্তনেত্র হন পঞ্চানন॥ মার্কণ্ডেরে সমাশ্বাস করিয়া প্রদান। ব্রহ্মারে সম্বোধি কহে শিব মতিমান্॥ শুন শুন মম বাক্য ওহে পদ্মাসন। আমার পরম ভক্ত মৃকণ্ডু-নন্দন॥ যেই জন মম ভক্ত অবনীমণ্ডলে। তার প্রভু নহ তুমি জানিবে অন্তরে॥ তার প্রভু নহে কভু দেব নারায়ণ। তার প্রতি অধিকারী নহে ত শমন॥ মার্কণ্ডেরে মম ভক্ত জানিবে অন্তরে। যাহ যাহ নিজ স্থানে যাহ সবে ফিরে॥ শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। লজ্জাবশে অধোমুখে রহে পদ্মাসন॥ অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি ধরণী-উপরে। নানাবাক্যে করে স্তব দেব মহেশ্বরে॥ কহিলেন ওহে শম্ভু করি নমস্কার। যোগের ঈশ্বর তুমি বিদিত সংসার॥ তোমার মহিমা প্রভু কে জানিতে পারে। নমস্কার করি তব চরণ-যুগলে॥ তোমার প্রসাদে এই মৃকণ্ডু-নন্দন। দীর্ঘজীবী হযে রবে ওহে ভগবন্॥ সপ্ত কল্প মার্কণ্ডেয় রহিবে জীবিত। আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচিৎ॥ এবে নিবেদন করি ওহে ভগবন্। তোমার কোপেতে মৃত্যু হয়েছে নিধন॥ এ হেতু তোমার হলো মৃত্যুঞ্জয় নাম। মৃত্যু-প্রতি এবে প্রভু কর কৃপাদান॥ ধরাতলে তব কীর্ত্তি হইবে স্থাপন। অধিক বলিব কিবা ওহে ভগবন্॥ ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনি মহেশ্বর। সহাস্য-বদনে পরে করেন উত্তর॥ শুন শুন পদ্মাসন আমার বচন। কমণ্ডলু-জল তুমি করহ গ্রহণ॥ মৃত্যুর শরীরে তাহা করহ প্রদান। অবশ্য জীবিত হবে মৃত্যু মতিমান॥ এত বলি তিরোহিত হন পশুপতি। কমণ্ডলুজল হেথা লয়ে প্রজাপতি॥ মৃত্যু মৃতদেহোপরি করেন প্রদান। জীবিত হইয়া মৃত্যু উঠে সেই স্থান॥ তার পর শিবলিঙ্গ করিয়া গঠন। একান্ত অন্তরে যম করয়ে পূজন॥ গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ আদি উপচারে। শিবের অর্চ্চনা করে একান্ত অন্তরে॥ যমরাজ পূজা করে হয়ে একমন। তার পর নিজগৃহে করেন গমন॥ সত্যলোকে পদ্মাসন করেন পয়াণ। দেবগণ সবে যায় নিজ নিজ স্থান॥ সিন্ধুতীরে শিবলিঙ্গ স্থাপিল শমন। অদ্যাপি জগতে তাহা হতেছে দর্শন॥ লবণ-সাগরে স্নান করি যেই জন। যথাবিধি পিতৃগণে করিয়া তর্পণ॥ যমেশ্বর শিবলিঙ্গে দরশন করে। ভববন্ধ ঘুচে তার জানিবে অন্তরে॥ শমনের ভয় তার না রহে কখন। বর্ণিনু তোমার পাশে ওহে তপোধন॥ যেরূপে শিবের পূজা করিয়া সাধন। মার্কণ্ডেয় চিরজীবী হয় তপোধন॥ সে সব বৃত্তান্ত মুনে কহিনু তোমারে।

অতীব পবিত্র কথা জানিবে অন্তরে॥ ভক্তিভরে যেই ব্যক্তি করয়ে শ্রবণ। মৃত্যুঞ্জয় হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥ মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর বিদিত ভুবন। তাঁহার মাহাত্ম্য বল জানে কোন্ জন॥ একমাত্র মৃত্যু জানে ওহে মহামতি। আর জানে দক্ষ রাজা যিনি প্রজাপতি॥ আর জানে কামদেব পুষ্প-শরাসন। অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন॥ পবিত্র আখ্যান এই শুনিলে শ্রবণে। অথবা যদ্যপি পড়ে ঐকান্তিক মনে॥ ইহ লোকে সুখভোগ করে সেই জন। পুত্রপৌত্র ধনধান্যে সুখী সর্ব্বক্ষণ॥ অকালে মরণ তার কভু নাহি হয়। প্রাণান্তে কৈলাসপুরে যাইবে নিশ্চয়॥ ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ রবে সেই স্থানে। শিবের পার্ষদরূপে আনন্দিত মনে॥ শ্রীশিবপুরাণ-কথা অতি মনোহর। শুনিলে পবিত্র হয় মন কলেবর॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শিবচতুর্দ্দশী ব্রতবিধি।

ভুণ্ডিরুবাচ।

কালকূটং যথা শম্ভুঃ পপৌ তস্য শ্রুতং ময়া।
মার্কণ্ডেয়ানুগ্রহার্থং যথা মৃত্যুং জিতো মুনে।
ইদানীং ত্বামহং পৃচ্ছাং করোমি ভক্তিভাবতঃ।
কেন ব্রতেন শম্ভুস্তু তুষ্টো ভবেচ্চ তদ্বদ॥

বামদেবে সম্বোধিয়া ভুণ্ডি ঋষিবর। কহিলেন শুন শুন ওহে বিজ্ঞবর॥ যেই রূপে বিষপান করে পঞ্চানন। শুনিলাম সেই কথা তোমার সদন॥ মৃত্যুজয়ী মার্কণ্ডেয় যেইরূপে হয়। শুনিলাম সেই কথা ওহে মহোদয়॥ এখন জিজ্ঞাসি পুনঃ ভক্তি সহকারে। কোন্ ব্রতে হন শিব সন্তুষ্ট অন্তরে॥ সেই কথা কৃপা করি করহ বর্ণন। শুনিবারে কুতূহলী হইতেছে মন॥ এতেক বচন শুনি বামদেব কয়। বলিতেছি শিবব্রত শুন মহোদয়॥ হরগৌরী দুই জনে হিমগিরিপরে। যেই রূপ কথাবার্ত্তা দুই জনে করে॥ বলিতেছি সেই কথা করহ শ্রবণ। অতীব পবিত্র কথা ওহে তপোধন॥ একদিন দেবদেব শশাঙ্ক-শেখর। বসিয়া আছেন সুখে গিরিশৃঙ্গোপর॥ প্রণাম করিয়া তাঁরে পার্ব্বতী সুন্দরী। জিজ্ঞাসা করেন প্রভু ওহে ত্রিপুরারি॥

কোন্ ব্রতে তুষ্ট হও তুমি পঞ্চানন। কিরূপ বিধান তার করহ বর্ণন॥ এত শুনি মহেশ্বর সুমধুর স্বরে। কহিলেন শুন প্রিয়ে কহিব তোমারে॥ফাল্গুনেতে কৃষ্ণপক্ষে তিথি চতুর্দ্দশী। অতীব পবিত্র দিন জানিবে রূপসী॥ সেই তিথি সর্ব্বপাপ বিনাশিত করে। মম প্রীতিপ্রদা তিথি জানিবে অন্তরে॥ শিবরাত্রি নাম তার বিদিত ভুবন। মুক্তিদাত্রী শিবরাত্রি জানে সর্ব্বজন॥ সেই দিন মম পূজা করিলে সাধন। আমার সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন্॥ উপবাস সেই দিন করিবে যতনে। যামিনী যাপন করিবেক জাগরণে॥ পঞ্চামৃতে যোরে সাধু করিয়া স্নপন। ঘাযে ঘামে মম পূজা করিবে সাধন॥ প্রহরে প্রহরে অর্ঘ্য করিবে প্রদান। যেমত যেমত আছে শাস্ত্রেতে বিধান॥ যেই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে প্রথম প্রহরে। বলিতেছি সেই কথা শুনহ সাদরে। নমঃ শিবায় শান্তায় করি উচ্চারণ। ভক্তিমুক্তিপ্রদায় চ করিবে পঠন॥ শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং বলিয়া বদনে। ভক্ত্যা তুভ্যমিমং প্রভো বলিবে যতনে॥ * এই মন্ত্রে অর্ঘ্য অগ্রে করিয়া প্রদান। যথাযথ মন্ত্র পড়ি করিবে প্রণাম॥ † এই রূপে অন্য অন্য কয়েক প্রহরে। করিবেক অর্ঘ্যদান মন্ত্র পাঠ করে॥ মন্ত্র পড়ি যথাবিধি করিবে প্রণাম। ‡ তার পর হোমকার্য্য

---

* মন্ত্র যথা—নমঃ শিবায় শান্তায ভক্তিমুক্তিপ্রদায চ। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং ভক্ত্যা তুভ্যমিমং প্রভো॥

† মন্ত্র যথা—শিবং শিবকরং শান্তং সর্ব্বাত্মানং শিবোত্তমং।
শিবমার্গপ্রণেতারং প্রণমামি সদাশিবং॥

‡ দ্বিতীয় প্রহরে অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা—
নমঃ শিবায় শান্তায় ভুক্তিমুক্তিপ্রদায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং সর্ব্বাভিমতসাধনং॥

দ্বিতীয়প্রহরের প্রণামমন্ত্র যথা——
শাশ্বতং শোভনং পূর্ণং শাসকং দোষশোষকং।
বিশ্বং বিশ্বেশ্বরং শান্তং শঙ্করং প্রণমাম্যহং॥

তৃতীয় প্রহরে অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা——
জ্ঞানাদজ্ঞানতো বাপি ময়া দত্তন্তু শঙ্কর।
গৃহাণার্ঘ্যং মহাদেব শিবরাত্রৌ প্রসীদ মে॥

তৃতীয় প্রহরে প্রণাম মন্ত্র যথা ——
সর্ব্বপাপহরং নাথং সর্ব্বরোগহরং পরং।
সর্ব্বাধারপরং নিত্যং নমাম্যার্ত্তিহরং পরং॥

চতুর্থপ্রহরের অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা——
শিব শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ প্রভো পশুপতে হর। গৃহাণার্ঘ্যমুমাকান্ত শিবরাত্রৌ প্রসীদ মে॥

সাধিবে ধীমান॥ শিবমন্ত্রে হোমকার্য্য করিবে সাধন। পূর্ণাহুতি দিবে পরে যেমত নিয়ম॥ প্রার্থনা করিবে পরে মন্ত্রপাঠ করে। * সাধিবে সকল কার্য্য এরূপ প্রকারে॥ এইরূপে রাত্রিকাল করিয়া যাপন। প্রাতঃকালে বিপ্রে দান করিবে অর্পণ॥ শঙ্কর উদ্দেশে দান করিবে বিপ্রেরে। "মহেশ হউন তুষ্ট" ভাবিবে অন্তরে॥ তার পর শিবভক্ত বন্ধুগণে লয়ে হবিষ্য করিবে ব্রতী সংযত হইয়ে॥ আমার উপরে ভক্তি করি যেই জন। এইরূপে ব্রতকার্য্য করে সমাপন॥ সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় জানিবে তাহার। অন্তকালে যায় সেই আমার আগার॥ করিবেক উপবাস চতুর্দ্দশী দিনে। পারণ করিবে চতুর্দ্দশী বিদ্যমানে॥ মম এই ব্রত যেই করয়ে সাধন। আমার সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন॥ অধিক বলিব কিবা ওগো মহেশ্বরি। অনুগ্রহ প্রকাশিয়া ভক্তের উপরি॥ প্রকাশ করিনু সব তোমার গোচর। মহাফলপ্রদ ব্রত খ্যাত চরাচর॥

এত বলি বামদেব তুষ্টি ঋষিবরে। পুনশ্চ সম্বোধি কহে সুমধুর স্বরে॥ মহেশ্বরী-পাশে যথা কহে পঞ্চানন। সেরূপ তোমার পাশে করিনু কীর্ত্তন॥ শিবরাত্রি ব্রত পুণ্য পাতক-নাশন। এই ব্রত আচরণ করে যেই জন॥ শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহামতি। সত্য সত্য এই বাক্য শিবের ভারতী॥ তিথির বিধান এবে করহ শ্রবণ। যেরূপে পারণ আদি করিবে সাধন॥ অন্যান্য তিথিতে আছে এইরূপ রীতি। তিথ্যন্তে পারণ হয় আছে হেন বিধি॥ ইহাতে সেরূপ কিন্তু নহেক নিয়ম। চতুর্দ্দশী বিদ্যমানে করিবে পারণ॥ যথাবিধি পূজা করি দেব মহেশ্বরে। শিবরাত্রি উপবাস যেই জন করে॥ মাতৃস্তন পান তারে করিতে না হয়। শিবের আদেশ এই ওহে মহোদয়॥ যেই ব্যক্তি শিবরাত্রি করে আচরণ। তাহার কামনা হয় সকলি পূরণ॥ অন্তকালে দেহত্যাগ করি সেই জন। শিব সহ কৈলাসেতে রহে অনুক্ষণ॥ আরো এক কথা বলি শুন মহামতি। ব্রত আচরণে যার নাহিক শকতি॥ সে জন যদ্যপি করে নিশা জাগরণ। রুদ্র সম হয় সেই শাস্ত্রের বচন॥

চতুর্থ প্রহরে প্রণামমন্ত্র যথা— —

অন্ধানং স্থানসংস্থানং স্থিতিসংস্থিতকারণং।
স্থিরমায়ন্তিযোগস্থং স্থানদং প্রণমাম্যহং॥

* প্রার্থনামন্ত্র যথা—অবিঘ্নেন ব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমাপিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর॥
হর শঙ্কর দেবেশ ব্রতানাং পরিপালক।
শিবরাত্রিব্রতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতং ময়া॥

না করি ব্রত করয়ে সাধন। তাহাই সফল হয় শিবের বচন ॥ চব্বিশ
র যেই শিবরাত্রি করে। সর্ব্বপাপে সেই জন অবহেলে তরে ॥ একবর্ষ
ব্র যেই করয়ে সাধন। তাহার পুণ্যের কথা কি করি কীর্ত্তন ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু
র পুণ্য বলিবারে নারে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে ॥ অনুত্তম
ণ্যকথা করিনু কীর্ত্তন। শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন ॥ যেই জন
ক্তি করি অধ্যয়ন করে। অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে ॥ সর্ব্বপাপে
ক্ত হয় সেই সাধুজন। অন্তকালে যায় সেই কৈলাস ভবন ॥ প্রতিদিন
শবপূজা করিয়া যতনে। অধ্যয়ন করে যেই ভক্তিযুক্ত মনে ॥ শিবের
সাযুজ্য পায় সেই মহামতি। সপ্ত কল্প হয় তার কৈলাসে বসতি ॥ শিবরাত্রি
দিনে করি শিবের পূজন। এই কথা যেই জন করে অধ্যয়ন ॥ অথবা ভকতি
করি যেই জন শুনে। কৈলাসে তাহার পূজা করে গণগণে ॥ পুরাণের সার
এই শ্রীশিবপুরাণ। ইহার প্রসাদে অন্তে পায় মোক্ষধাম ॥

পঞ্চাত্রিংশ অধ্যায়।

শিবরাত্রি প্রসঙ্গে কৃষ্ণশর্ম্মা নামক পিশাচের উপাখ্যান।

বামদেব উবাচ।

শৃণু ভৃগো প্রবক্ষ্যামি শিবরাত্র্যা মহাফলং।
কৃষ্ণশর্ম্মা পিশাচস্তু যথা মুক্তঃ পুরাভবৎ ॥

পুনঃ বামদেব কহে ভৃগু ঋষিবরে। শুন শুন ভৃগু ঋষে কহিব তোমারে॥
শিবরাত্রি-ফল শুন করিব কীর্ত্তন। মনোহর উপাখ্যান করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে পূর্ব্বে ছিল এক জন। পিশাচ সে জন হয় বিদিত ভুবন ॥
মুক্তিলাভ করে সেই যেরূপ প্রকারে। বর্ণন করিব তাহা তোমার গোচরে ॥
শুনিলে পবিত্র হবে তোমার হৃদয়। অতি পুণ্যপ্রদ কথা ওহে মহোদয় ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে বিপ্র ছিল একজন। বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় শান্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥
সতত করিত সেই বিষ্ণুর পূজন। দেবতা অতিথি পূজা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
দিবানিশি যজ্ঞ আদি করে অনুষ্ঠান। ধর্ম্মপথে সদা দ্বিজ করে অবস্থান ॥
একদিন স্নান হেতু পুষ্করিণী-তীরে। দ্বিজবর মনসুখে যান ধীরে২ ॥ সোপান-
দ্রুতিত ঘাট অতি মনোহর। উপনীত হন আসি তথা দ্বিজবর ॥ বিমল

সলিল শোভে সেই সরোবরে। তথা উপনীত দ্বিজ হরিষ অন্তরে॥ তথা গিয়া ঋষিবর করেন দর্শন। ইষ্টকের খণ্ড এক ভূতলে পতন॥ তাহা দিয়া করে দ্বিজ চরণ ঘর্ষণ। স্নান করি পিতৃগণে করেন তর্পণ॥ যথাবিধি দেব-পূজা করি তার পরে। শিষ্যগণ সহ আসে আপন আগারে॥ অন্ন আদি ষড়্‌রস করেন ভোজন। মহাপ্রীতি হৃদে তাহে হয় উৎপাদন॥ মল মূত্র ত্যাগ পরে করিবার তরে। চলিলেন বিপ্রবর গৃহের বাহিরে॥ মল মূত্র বিসর্জ্জন করি দ্বিজবর। দেখিলেন তথা এক মৃত্তিকা-গহ্বর॥ শৌচার্থ মৃত্তিকা লবে বাসনা অন্তরে। হস্ত প্রবেশিত করে গহ্বর ভিতরে॥ দৈবের লিখন ভুণ্ডে কর দরশন। গর্ত্তমধ্যে থাকে এক কাল ভুজঙ্গম॥ যেমন ব্রাহ্মণ হস্ত দিলেন গহ্বরে। অমনি ভুজঙ্গবর দংশিল তাঁহারে॥ পীড়িত হইয়া বিপ্র অতীব বিহ্বল। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ভূতল উপর॥ মরিনু মরিনু বলি করয়ে চীৎকার। নিকটে নাহিক কেহ করে হাহাকার॥ দেখিতে দেখিতে বিপ্র হয় অচেতন। অবিলম্বে বিপ্রবর ত্যজিল জীবন॥ এদিকেতে লোকমুখে করিয়া শ্রবণ। উপনীত হয় আসি যত শিষ্যগণ॥ গতাসু গুরুরে হেরি যত শিষ্যগণ। হাহাকার করি সবে করয়ে রোদন॥ চন্দনের কাষ্ঠভার আনিয়া সকলে। ঘৃত যোগে মৃত দেহ ভস্মীভূত করে॥ তর্পণ করিয়া পরে যত শিষ্যগণ। গৃহ অভিমুখে সবে করিল গমন॥ এদিকেতে যমদূত অতি ভীমকায়। বিপ্রবরে বান্ধি লয়ে যমপাশে যায়॥ চর্ম্মরজ্জু দিয়া বিপ্রে করিয়া বন্ধন। যমালয়ে লয়ে যায় যমদূতগণ॥ কৃষ্ণবর্ণ যমরাজ সুতীক্ষ্ণ দশন। বৃহৎ বৃহৎ নখ অতি বিভীষণ॥ রক্তবর্ণ নেত্র কিবা অতি ভয়ঙ্কর। দেখিলে শিহরে অঙ্গ শিহরে অন্তর॥ কৃষ্ণশর্ম্মা বিপ্রবরে করি দরশন। ব্যঙ্গ করি যমরাজ কহেন তখন॥ শুন শুন কৃষ্ণশর্ম্মা ওহে মহামতি। পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছ নাহিক অবধি॥ কিন্তু এক পাপ তুমি করেছ সাধন। তাহাতে যতেক পুণ্য হয়েছে নিধন॥ স্নানকালে গিয়া তুমি সরসীতীরেতে। চরণ ঘর্ষণ করেছিলে ইষ্টকেতে॥ শিবের ইষ্টক সেই জানিবে ব্রাহ্মণ শিবস্ব হয়েছে তব তাহাতে হরণ॥ শিবস্ব হরণ করে যেই নরাধম। রৌরব নরকে পড়ে সেই দুরজন॥ যাবত বসুধা নাহি রসাতলে যায়। তাবৎ দুর্জ্জন বাস করিবে তথায়॥ তার পর কৃমিরূপে লভয়ে জনম। যাইট হাজার বর্ষ সেরূপে যাপন॥ অতএব শুন শুন ওহে বিপ্রবর। পিশাচ হইয়া তুমি থাক অতঃপর॥ অযুত বর্ষ থাক পিশাচ আকারে। পিশাচ রূপেতে থাক সেই সরোবরে॥ তাহার তীরেতে আছে বট তরুবর। তথা গিয়া বাস ক

ঙ্কর উপর ॥ দৈববশে যদি তব কোন শিষ্যজন। সেই স্থানে তব পাশে রে আগমন ॥ শিবরাত্রি ফল যদি সেই দান করে। মুক্তিলাভ হবে তবে ছিনু তোমারে ॥

এতেক বচন শুনি বিপ্রের নন্দন। বিনয় বচনে কহে শমন সদন ॥ নবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে। সন্দেহ হইল এক আমার অন্তরে ॥ ষ্টকে চরণ আমি করেছি ঘর্ষণ। সত্য বটে এই কথা শমন রাজন ॥ শিবস্থ ষ্টক কিন্তু হলো কি প্রকারে। সেই কথা বল প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে ॥ য হেতু মহৎ পাপ জন্মিল আমার। পৈশাচিকী গতি হলো ওহে দণ্ডধার ॥ তামার মুখেতে শুনি ইহার কারণ। দিব্যজ্ঞান হবে মম ওহে ভগবন্ ॥ তামার মুখেতে শুনি কারণ সকল। পিশাচ রূপেতে প্রভু যাব তার পর ॥ এতেক বচন শুনি শমন রাজন। কহিলেন শুন বিপ্র অপূর্ব্ব ঘটন ॥ কাশ্মীর দেশেতে এক ছিল বিপ্রবর। শিবভক্তি-পরায়ণ ধার্ম্মিক-প্রবর ॥ প্রয়াগ ধামেতে সেই আসি মাঘমাসে। গঙ্গাযমুনাতটে মনসুখে বসে ॥ যথাবিধি স্নান বিপ্র করি সেই স্থানে। তর্পণ করিল ক্রমে দেব পিতৃগণে ॥ ভগমালী আশ্রমেতে করিল গমন। ঋষির চরণ বিপ্র করিতে দর্শন ॥ ভগমালী নামে ঋষি অতি মহামতি। শিবের উপরে সদা তাহার ভকতি ॥ বিপ্রেরে দেখিয়া সেই ঋষির প্রবর। আসন ইত্যাদি দিয়া করিল আদর ॥ নানাবিধ ফল মূল করিল প্রদান। ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া কত রাখিল সম্মান ॥ এই সব দ্রব্য বিপ্রে করিয়া অর্পণ। ভগমালী সবিনয়ে কহেন তখন ॥ ভক্ষণ করহ বিপ্র করি গো মিনতি। শিব সম তুমি ঋষে হয়েছ অতিথি ॥ এতেক বচন শুনি বিপ্রবর কয়। ভক্ষণ করিতে নাহি পারি মহোদয় ॥ শিবলিঙ্গে পূজা করি করিয়া দর্শন। তার পর অন্ন আদি করিব ভোজন ॥ এত শুনি ভগমালী কহে পুনরায়। শুন শুন বিপ্রবর কহি যে তোমায় ॥ সর্ব্বব্যাপী মহাদেব বিদিত সংসারে। সদা বাস করে শিব হৃদয়-কমলে ॥ অতএব হৃদিমাঝে করিয়া পূজন। হৃদিমাঝে সেই দেবে করিয়া দর্শন ॥ ভোজন করহ ইহা ওহে বিপ্রবর। ভোজনে বিলম্বে বল কিবা আছে ফল ॥ এতেক বচন শুনি বিপ্রবর কয়। না পারিব তাহা কিন্তু ওহে মহোদয় ॥ বরঞ্চ ত্যজিব আমি এ ছার জীবন। বরঞ্চ হইবে মম মস্তক ছেদন ॥ তবু নাহি পূজা করি দেব ত্রিলোচনে। সক্ষম না হব প্রভু কদাচ ভোজনে ॥ শিবেরে পূজিয়া নাহি যেই নরাধম। জল পান করে সুখে ওহে মহাত্মন্ ॥ চণ্ডাল স্বরূপ সেই জানিবে অন্তরে। সর্ব্বধর্ম্মহীন সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥

দর্শনে স্পর্শনে হয় যেইরূপ ফল। তোমার নিকটে তাহা কহিনু সকল॥ অভিষেক-ফল যাহা করিনু কীর্ত্তন। অতএব শুন শুন ওহে তপোধন॥ শিবপূজা করি আর হেরিয়া তাঁহারে।তবে ত খাইব আমি কহিনু তোমারে॥ অনুগ্রহ কর মুনে আমার উপর। আপন আশ্রমে যাই ওহে ঋষিবর॥

বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। আনন্দ সাগরে ভগমালী নিমগন॥ ব্রাহ্মণের করপদ্ম করিয়া গ্রহণ। ভগমালী মিষ্টবাক্যে কহেন তখন॥ শুন শুন বিপ্রবর বচন আমার। জগতে না হেরি কারে সমান তোমার॥ এখন বিনয় করি তোমার সদন। আমার গৃহেতে কিছু করহ ভক্ষণ॥ পবিত্র করহ তুমি আমার আগার। এই ভিক্ষা তব পাশে ওহে গুণাধার॥ এত শুনি বিপ্রবর শিবপরায়ণ। মধুর বচনে কহে ওহে মহাত্মন॥ কিন্তু না খাইব আমি তোমার আগারে। অধীনে বিদায় দেহ কৃপাদৃষ্টি করে॥ তোমার বচনে মম সন্তোষিত মন। অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন॥ বিপ্রের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। ভগমালী কহে পুনঃ মধুর বচনে॥ নিবেদন করি শুন ওহে মহাত্মন। এই স্থানে শিবলিঙ্গ করহ স্থাপন॥ সেই লিঙ্গ সদা আমি করিব অর্চ্চনা। পূরিবে অবশ্য মম মনের বাসনা॥ চিরকীর্ত্তি রবে তব ধরণী-মাঝারে। অতএব শিবলিঙ্গ স্থাপ এই স্থলে॥ আমার উপরে কর করুণা নিপাত। শিবলিঙ্গ এই স্থানে স্থাপহ সাক্ষাত॥ যথাবিধি সেই লিঙ্গ করিয়া পূজন। আমার গৃহেতে কিছু করহ ভক্ষণ॥ এত শুনি বিপ্রবর হরিষ অন্তরে। শিবলিঙ্গ সেই স্থানে সংস্থাপিত করে॥ যথাবিধি সেই লিঙ্গে করিয়া পূজন। মুনির গৃহেতে কিছু করিল ভোজন॥ সেই দিন সেই স্থানে করি অবস্থান। প্রাতঃকালে যথাবিধি করি গাত্রোত্থান॥ ঋষির পদেতে করি বিধানে বন্দন। বিদায় তাঁহার পাশে করিয়া গ্রহণ॥ আপন আলয়ে যায় সেই বিপ্রবর। আনন্দে পূরিত ভগমালী ঋষিবর॥ শিবোক্ত নিয়মে লিঙ্গ করেন পূজন। ভক্তিভরে শিবলিঙ্গে করেন বন্দন॥ নির্ম্মাণ করেন তথা ইষ্টক-আলয়। খনিলেন পুষ্করিণী স্বচ্ছজলময়॥ শিবের মন্দির হলো অতি মনোহর। শিবগঙ্গা পুষ্করিণী অতীব সুন্দর॥ শুন শুন তার পর আশ্চর্য্য ঘটন। কালবশে জীর্ণ হয় শিবনিকেতন॥ মন্দির ক্রমেতে জীর্ণ হইয়া পড়িল। ভগ্ন হয়ে স্থানে স্থানে বিস্তৃত হইল॥ কালের দুর্গম্য গতি কে বুঝিতে পারে। কালবশে সব হয় কালে সব করে॥ ভগ্ন ইট পড়েছিল সরোবর তীরে। তাহাতে ঘর্ষণ পদ তুমি করেছিলে॥ এই হেতু মহাপাপ হয়েছে তোমার। পৈশাচিকী গতি হলো এই ত বিচার॥

অধুনা গমন কর সেই সরোবরে। অবস্থান কর গিয়া বটবৃক্ষোপরে॥ তরুশাখা অবলম্বি কর অবস্থান। পাপমুক্তি আশা করি রহ সেই স্থান॥

যমের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। কৃষ্ণশর্ম্মা মনে মনে বিষাদিত হন॥ ধরিলেন অবিলম্বে পিশাচ-আকার। বটবৃক্ষ উদ্দেশেতে হন আগুসার॥ যমদূত ঘন ঘন করয়ে তাড়ন। দৌড়িতে দৌড়িতে বিপ্র করিল গমন॥ অবিলম্বে উপনীত সেই সরোবরে। বসতি করিল গিয়া বটবৃক্ষোপরে॥ হায় হায় দৈবগতি কে করে খণ্ডন। যেই বিপ্র ছিল অতি ধর্ম্মপরায়ণ॥ শিবস্ব হরণে তার হলো হেন গতি। কালগতি কে বুঝিবে ওহে মহামতি॥ এইরূপে চৌদ্দবর্ষ সমতীত হয়। তার পর ঘটে যাহা শুন মহোদয়॥ যেরূপে মুকতি পায় সেই তপোধন। বর্ণন করিব তাহা করহ শ্রবণ॥ শিষ্য এক ছিল তার নিরঘ নামেতে। বিনীত ধর্ম্মজ্ঞ দান্ত বিদিত জগতে॥ সদত করেন শিবলিঙ্গের পূজন। শিবের উপরে ভক্তি রাখে সর্ব্বক্ষণ॥ শিবরাত্রি দিনে সেই শিষ্য মহামতি। মহাদেবে পূজা করি করিয়া ভকতি॥ মন্দিরে প্রদীপ দান করি তার পর। জাগরণ করি রহে হয়ে ভক্তিপর॥ চতুর্থ যামেতে পূজা করি মহেশ্বরে। প্রভাতে পারণ করি বিধি অনুসারে॥ সেই সরোবরে শিষ্য করিলেন স্নান। যথাবিধি সন্ধ্যা আদি করে মতিমান॥ সূর্য্য-অভিমুখে পরে করে দরশন। হেনকালে শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন॥ কৃষ্ণশর্ম্মা ছিল সেই বটবৃক্ষোপরে। শিষ্যেরে সম্বোধি কহে সুগভীর স্বরে॥ নিরঘ অনঘ তুমি অতি পুণ্যাত্মন্। শিবভক্ত অতি তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ॥ মম সহ সম্ভাষণ কর ক্ষণকাল। দৈবগতি ভাগ্যে মম ঘটেছে জঞ্জাল॥ এতেক বচন শুনি সেই শিষ্যবর। উৎফুল্ল হইয়া চাহে বৃক্ষের উপর॥ মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন। কোথা হতে কেবা বলে এ হেন বচন॥ এত ভাবি শিবপদ স্মরিয়া অন্তরে। চাহিলেন ঊর্দ্ধদৃষ্টে বটবৃক্ষোপরে॥ কহিলেন কেবা আছ বৃক্ষের উপর। সম্বোধিলে কেবা মোরে বলহ সত্বর॥ কৃষ্ণশর্ম্মা শিষ্যবাক্য করিয়া শ্রবণ। শিষ্যেরে সম্বোধি কহে মধুর বচন॥ শুনহ নিরঘ তুমি বচন আমার। আমি তব গুরু হই ওহে গুণাধার॥ কৃষ্ণশর্ম্মা মম নাম জানিবে অন্তরে। দৈববশে আছি আমি পিশাচ-আকারে॥ আছি আমি বটশাখা করিয়া আশ্রয়। লভিয়াছি দুরগতি ওহে মহোদয়॥

গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। নিরঘ বিনয় বাক্যে কহেন তখন॥ নমস্তে গুরবে তুভ্যং দিব্যজ্ঞানদাতা। আমার পরম গুরু তুমি মন্ত্রদাতা॥ কিরূপে পিশাচযোনি হলো আপনার। গুরুদেব কহ তাহা নিকটে আমার॥

এতেক বচন শুনি কৃষ্ণশর্ম্মা কয়। নিরঘ শুনহ বলি সেই সমুদয় ॥ খণ্ড এক ছিল এই স্থানে। ঘর্ষণ করিয়াছিনু তাহাতে চরণে ॥ পূর্ব্বেতে আছিল হেথা শিবের আলয়। ইষ্টকে নির্ম্মিত তাহা ওহে মহোদয় ॥ কালবশে জীর্ণ হয় শিব-আয়তন। ভগ্ন হয়ে চারিদিকে হয় নিপতন ॥ তাহার খণ্ডেক আমি করিয়া গ্রহণ। অজ্ঞানে করিয়াছিনু চরণ ঘর্ষণ ॥ শিবস্ব হরণ তাহে হয়েছে আমার। মহাপাপ জন্মিয়াছে ওহে গুণাধার ॥ সে পাপে পৈশাচী গতি লভিয়াছি আমি। রহিয়াছি বটবৃক্ষে ওহে গুণমণি ॥ এখন তোমারে কহি শুনহ বচন। শিবরাত্রি ব্রত তুমি করিলে সাধন ॥ এই ফল দান তুমি করিয়া আমারে। পাপ হতে মোরে ত্রাণ কর ত্বরা করে ॥ বলেছেন ধর্ম্মরাজ আমার সদন। "তোমার নিকটে শিষ্য আসি একজন ॥ শিবরাত্রি ব্রত ফল করিবে প্রদান। তাহাতে পাতক হতে পাবে পরিত্রাণ ॥" তাহার আদেশে আমি আশাপথ চেয়ে। এতকাল যাপিতেছি বৃক্ষের আশ্রয়ে ॥ ভাগ্যবশে তব সহ হলো দরশন। এখন তোমার পুণ্য কর সমর্পণ ॥ পাপ হতে মুক্ত কর তোমার গুরুরে। অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে ॥ গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ। বিস্মিত হইয়া রহে নিরঘ তখন ॥ নিজ-পুণ্য দান করি গুরুরে তারিতে। বাসনা করিল শিষ্য আপনার চিতে ॥ সরোবরে স্নানক্রিয়া করিয়া ত্বরায়। কুশহস্তে গুরুপাশে ত্বরাগতি যায় ॥ কুশজল হাতে শিষ্য করিয়া গ্রহণ। পুণ্যদান গুরুদেবে করিল তখন ॥ অমনি শ্রীগুরুদেব দিব্য দেহ ধরে। নিরঘ হেরিয়া তাহা প্রফুল্ল অন্তরে ॥ আপনারে কৃতকৃত্য করিলেন জ্ঞান। করযোড়ে গুরু-অগ্রে করে অবস্থান ॥ শিবের বিমান আসে দেখিতে দেখিতে। কৃষ্ণশর্ম্মা উঠে তাহে হরষিত চিতে ॥ দেখিতে দেখিতে যান শিবের ভবন। প্রমথগণেরা তারে করয়ে পূজন ॥ এদিকে নিরঘ হয় আনন্দে মগন। গুরুর চরণে নতি করিয়া তখন ॥ আপন আলয়ে যায় হরিষ অন্তরে। বন্ধুগণে সব কথা নিবেদন করে ॥ এইরূপে কৃষ্ণশর্ম্মা ধর্ম্মপরায়ণ। অজ্ঞানে করিয়াছিল শিবস্ব হরণ ॥ সেই পাপে হলো তাঁর পৈশাচিকী গতি। শিবরাত্রিফলে পুনঃ লভিল সুগতি ॥ দিব্য বিমানেতে পরে করি আরোহণ। আনন্দে চলিয়া গেল কৈলাস-ভবন ॥ অধিক বলিব তুওে কিবা বল আর। শিবরাত্রি ব্রত ফল জগতে প্রচার ॥ ইহার প্রসাদে হয় পাতক-নাশন। মনের বাসনা হয় অবশ্য পূরণ ॥ শিব-লোকে গতি হয় ইহার ফলেতে। শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবেক চিতে ॥ শিবস্ব হরণে হয় যেরূপ দুর্গতি। শুনিলে সে কথা তুমি ওহে মহামতি ॥

অতএব শুন শুন বলি হে তোমারে। পুণ্যকামী যেই জন এ ভব সংসারে ॥
শিবস্ব কদাচ নাহি করিবে হরণ। হরিলে দুর্গতি তার কে করে খণ্ডন ॥
শিবের মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে। হেন জন নাহি কেহ জগত-সংসারে॥
শিবের উপরে ভক্তি রাখে যেই জন। তাহার নিকটে সদা শমন দমন ॥
রোগ শোক নাহি আসে তাহার গোচরে। অবহেলে তরে সেই ভবপারাবারে
তাহারে দেখিলে হয় পুণ্যের উদয়। তাহার বসতি স্থল অতি পুণ্যময় ॥
তাহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ। শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন্ ॥
জিজ্ঞাসিয়াছিলে তুওে যে সব বিষয়। কহিলাম তব পাশে সেই সমুদয় ॥
ভক্তি করি যেই জন করয়ে শ্রবণ। অথবা একান্তমনে করে অধ্যয়ন ॥
পিশাচযোনির ভয় নাহি তার হয়। নিত্যসুখে সদা থাকে সেই মহোদয় ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা-উপাখ্যান যেই জন পড়ে। অথবা শ্রবণ করে শ্রদ্ধা সহকারে ॥
মহাঘোর পাপ যদি করে সেই জন। তথাপি পাতক তার হয় বিমোচন ॥
শমনের ভয় তার কভু নাহি রয়। ভববন্ধ ঘচে তার নাহিক সংশয় ॥
পুরাণে পুণ্যের কথা পাতক-নাশন। দ্বিজ কালী বলে রাখ শিবপদে মন ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশীব্রতবিধি ও পুরাণফলশ্রুতি।

বামদেব উবাচ।

চতুর্দ্দশীব্রতং তুভ্যং কথয়ামি শৃণুষ্ব তৎ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং শিবলোকপ্রদায়কং ॥
চতুর্দ্দশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং সম্বৎসরসমাহিতঃ।
যঃ কুর্য্যাদুপবাসঞ্চ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥

বামদেব-মুখে শুনি এতেক বচন। আনন্দে মগন হয় তুণ্ডি তপোধন ॥
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে। নিবেদন ওহে ব্রহ্মন্ তোমার গোচরে ॥
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কাহিনী। যত শুনি তত ইচ্ছা বাড়ে মহামুনি ॥
শিবের মাহাত্ম্য কহ ওহে তপোধন। অন্তর শীতল হোক জুড়াক জীবন ॥
এত শুনি বামদেব কহে পুনরায়। শুন শুন তুণ্ডি ঋষে কহিব তোমায় ॥
চতুর্দ্দশীব্রত এবে করিব কীর্ত্তন। মহাপুণ্যপ্রদ ইহা পাতক-নাশন ॥

ইহার প্রসাদে হয় শিবলোকে গতি। শুন শুন মন দিয়া ওহে মহামতি ॥
প্রতি চতুর্দ্দশীদিনে যেই সাধুজন। উপবাস করি থাকে ওহে তপোধন ॥
সম্বৎসর এইরূপ যথাবিধি করে। তাহার যতেক পুণ্য কহিব তোমারে ॥
আজন্ম অর্জ্জিত পাপ যত থাকে তার। হইবে সে সব পাপ সমূলে সংহার ॥
পুত্রপৌত্রসমন্বিত হয়ে সেই জন। ইহকালে সুখভোগ করে সর্ব্বক্ষণ ॥
অন্তকালে সেই জন শিবলোকে যায়। অশীতি হাজার বর্ষ রহিবে তথায় ॥
মাসে মাসে চতুর্দ্দশী দিনে যেই জন। যথাবিধি শিবলিঙ্গ করিয়া পূজন ॥
দিবাভাগ উপবাসে সমতীত করে। রাত্রিকালে বিধিমতে ভোজনাদি করে ॥
শিবলোকে যায় সেই ত্যজিয়া জীবন। শিবের বচন ইহা ওহে তপোধন ॥
এতেক বচন শুনি তুষ্টি ঋষি কয়। নিবেদন করি এক শুন মহোদয় ॥
চতুর্দ্দশীনক্তবিধি শুনিতে বাসনা। বর্ণন করিয়া মম পূরাও কামনা ॥
যাহার প্রসাদে পায় কৈলাস ভবন। সেই কথা কৃপা করি কহ ভগবন্ ॥
এত শুনি বামদেব কহে ধীরে ধীরে। শুন শুন মন দিয়া কহিব তোমারে ॥
চতুর্দ্দশী-নক্তবিধি করিব বর্ণন। মন দিয়া শুন তাহা ওহে তপোধন ॥
চতুর্দ্দশীব্রতকথা শুনিয়া শ্রবণে। সেই ব্রত অনুষ্ঠান করহ যতনে ॥ চতু-
র্দ্দশী তিথি যবে হবে আগমন। সেই দিন হয়ে শিবভক্তিপরায়ণ ॥
শিবগঙ্গাজলে স্নান করিবে যতনে। যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিবে বদনে ॥ *
দেবপিতৃতর্পণাদি করি তার পর। আনন্দে পশিবে শিবমন্দির ভিতর ॥
বৃষের বৃষণ স্পর্শ করি ব্রতীজন। শিবলিঙ্গে তার পর করিবে দর্শন ॥
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পরে উচ্চারি বদনে। স্পর্শন করিবে লিঙ্গ অতীব যতনে ॥
যথাশক্তি গন্ধ পুষ্প ইত্যাদি অর্পিয়ে। অর্চ্চনা করিবে লিঙ্গে ভক্তিযুত হয়ে ॥
বিবিধ নৈবেদ্য আদি করিবে প্রদান। নতশিরে অষ্ট-অঙ্গে করিবে প্রণাম ॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে পরে শিবের অগ্রেতে। পড়িবে বিহিত মন্ত্র ভক্তিযুত চিতে ॥ †

---

* মন্ত্র যথা——শিবগঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্ব্বপাপং ব্যপোহতু।
স্নানং করোমি ত্বত্তোয়ে শিবলোকং প্রযচ্ছ মে ॥

অর্থাৎ হে শিবগঙ্গে। আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি আমার সর্ব্বপাপ নিবারিত কর। আমি ত্বদীয় সলিলে স্নান করিতেছি, আমাকে শিবলোক প্রদান কর।

† মন্ত্র যথা —— চতুর্দ্দশীনক্তমদ্য করিষ্যামি মহেশ্বর।
সংপূর্ণং তৎফলং দেহি শিবলোকমনুত্তমং ॥

অর্থাৎ হে মহেশ্বর। আমি অদ্য চতুর্দ্দশীব্রত করিব, আমাকে তাহার সম্পূর্ণ ফল প্রদান কর, আমাকে অনুত্তম শিবলোক দান কর।

তার পর পুনরায় করিবে প্রণাম। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পরে জপিবে ধীমান্॥
জপিবে সহস্র বার এই ত নিয়ম। আসিবে তাহার পর আপন ভবন॥
ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হয়ে তার পরে। শিবগুণ গান ব্রতী করিবে সাদরে॥
ভক্তিভরে পুরাণাদি করিবে পঠন। একান্ত অন্তরে কিম্বা করিবে শ্রবণ॥
শিবকথা আন্দোলনে হরিষ অন্তরে। কাটাইবে দিবাভাগ পূতকলেবরে॥
সন্ধ্যাকালে যথাবিধি করিবেক স্নান। রাত্রিকালে মহাদেবে পূজিবে ধীমান্॥
পূজিতে হইবে শিবে শক্তি অনুসারে। গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ আদি উপচারে॥
যথাবিধি শিবপূজা করিয়া সাধন। ঘৃতাক্ত শাল্যন্ন শিবে করিবে অর্পণ॥
তার পর নীরাজনা করিবে যতনে। যেমন আছয়ে বিধি ওহে মহামুনে॥
শৈব অগ্নি যথাবিধি করিয়া স্থাপন। অষ্টোত্তর শত হোম করিবে সাধন॥
অশক্ত যদ্যপি হয় আহুতি অর্পিতে। জপিবেক শিবমন্ত্র ঐকান্তিক চিতে॥
পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র করিবে জপন। আহুতির চতুর্গুণ এইত নিয়ম॥
তার পর বিপ্রগণে ভোজন করায়ে। আপনি খাইবে শেষে একান্ত হৃদয়ে॥
রাত্রিকালে ধরাতলে কুশের শয্যায়। শয়ন করিবে ব্রতী কহিনু তোমায়॥
দিব্যগন্ধ কলেবরে করিবে লেপন। নানাবিধ বিভূষণ করিবে ধারণ॥
এরূপ বিধানে ব্রত যেই জন করে। তাহার পুণ্যের কথা কে বলিতে পারে॥
যাবত পাতক তার হয় বিনাশন। অবশ্য লভয়ে সেই সুরূপ যৌবন॥
পিতৃগণ যদি থাকে অধোগত তার। অবশ্য হইবে মুক্ত শাস্ত্রের বিচার॥
শ্বেতবর্ণ বৃষযুক্ত বিমানে চড়িয়ে। পিতৃগণ যায় স্বর্গে সানন্দ হৃদয়ে॥
পিতৃগণ সহ ব্রতী গিয়া শিবপুরে। বহুকাল মনসুখে নিবসতি করে॥
স্বফল কামনা করে যেই কোন জন। এই ব্রত সেই জন করিবে সাধন॥
চতুর্দ্দশীনক্তব্রত ইহারেই কয়। ইহার প্রসাদে হয় সৌভাগ্য উদয়॥
আদ্য যাম শেষ যাম করিয়া বর্জ্জন। মধ্য দুই যামে হয় নিশা নিরূপণ॥
নিশাকালে ব্রত যদি করয়ে সাধন। রাক্ষস যোনিতে সেই লভয়ে জনন॥
পঞ্চদশ বর্ষ রহে সেরূপ প্রকারে। শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমারে॥
সন্ধ্যাকাল অতীত হলে তার পর। করিবেক ব্রতচর্য্যা ওহে দ্বিজবর॥
এই ব্রত যেই জন করয়ে সাধন। তাহার পুণ্যের কথা কি করি বর্ণন॥
দেবগণ বাঞ্ছা করে তাহারে হেরিতে। তাহার সমান কেবা আছয়ে ধরাতে॥
কৈলাসেতে প্রমথেরা হরিষ অন্তরে। এই ব্রত আচরণ সযতনে
নানাবিধ উপচারে করয়ে পূজন। সেই ফলে রহে তারা কৈল
চতুর্দ্দশী নক্তবিধি কহিনু তোমারে। ইহার মাহাত্ম্য বল কে

পাপ ধ্বংস হয় প্রসাদে ইহার। শিবলোকপ্রদ ইহা শাস্ত্রের বিচার॥
ভরে যেই জন হয়ে একমন। শ্রবণ করয়ে নক্তবিধি বিবরণ॥ চতুর্দ্দশী-
ফল সেই জন পায়। শিবের আদেশ এই কহিনু তোমায়॥ সর্ব্ব
পূর্ণ হয় করিলে শ্রবণ। শিবপ্রিয় এই ব্রত ওহে তপোধন॥
এত বলি বামদেব তুষ্টি ঋষিবরে। কহিলেন মিষ্টভাষে সম্বোধন করে॥
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে মহাত্মন্। সকলি তোমার পাশে করিনু কীর্ত্তন॥
যা বলিয়াছিল ব্যাস মহামতি। বলিনু তোমার পাশে সে সব ভারতী॥
পুরাণ আর নাহি কোন স্থান। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওহে ঋষে শ্রীশিবপুরাণ॥
র মাহাত্ম্য যাহা আছয়ে বর্ণিত। মহাপুণ্যপ্রদ ইহা জানিবে নিশ্চিত॥
কামনা করে যেই সব জন। একমনে এ পুরাণ করিবে শ্রবণ॥
ই একান্ত চিত্তে ভক্তি সহকারে। অন্তর রাখিবে সদা শিবের উপরে॥
না নাহিক আর শিবের সমান। তাঁহার কৃপায় সাধু পায় মোক্ষধাম॥
র উপরে তুষ্ট দেব পঞ্চানন। কি ভয় তাহার আর ওহে তপোধন॥
দমন থাকে তাহার গোচরে। অবহেলে তরে সেই ভবপারাবারে॥
বপুরাণ এই করিনু কীর্ত্তন। পাপহর পুণ্যপ্রদ যশোবিবর্দ্ধন॥ ইহার
লোক বহুধন পায়। মহাপাপ ধ্বংস হয় ইহার কৃপায়॥ যেই জন
ভরে করে অধ্যয়ন। অথবা একান্তমনে করয়ে শ্রবণ॥ পাতক
র দেহে কভু নাহি রয়। ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়॥ অষ্টোত্তর
র যেই জন পড়ে। অথবা শ্রবণ করে ভক্তি সহকারে॥ অশ্বমেধ-
ায় সেই মহামতি। নাহিক সন্দেহ ইথে শিবের ভারতী॥ শ্রীশিব-
পাঠ প্রত্যহ করিবে। অক্ষমেতে শ্লোক এক অবশ্য পড়িবে॥ নতুবা
যাবে কেবল বিফল। পদে পদে হবে তার কত অমঙ্গল॥ শৈব
গাণপত্য বৈষ্ণবাদি করি। যত কেহ আছে এই জগত ভিতরি॥
র প্রিয়তম শ্রীশিবপুরাণ। সর্ব্ববাদী-অভিমত শাস্ত্রের বিধান॥
যোগ বলি সবে জানিবে ইহারে। অধ্যাত্মজ্ঞানদ ইহা শাস্ত্রের বিচারে
ক বিপ্রদ্বারা ইহা অধ্যয়ন। অনুত্তম পুণ্য তাহে হবে উপার্জ্জন॥
খন ইহা শুনিবে শ্রবণে। কালাকাল বিবেচনা না করিবে মনে॥ শুনিতে
নাহি করে সেই জন। শিবভক্তিহীন কিম্বা যেই নরাধম॥ বিষ্ণুতে
ভেদ যেই জন করে। কভু না পড়িবে ইহা তাহার গোচরে॥
দ শাস্ত্র শ্রীশিবপুরাণ। শিবের পরম প্রিয় খ্যাত সর্ব্বস্থান॥
ন নাহি কিছু আর। এ হেতু বৃহৎ নাম শাস্ত্রের বিচার।

শ্লোকছন্দে বিরচনা করে দ্বৈপায়ন। চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ মোক্ষের কারণ॥
বিশুদ্ধ করিয়া ইহা লিখিয়া যতনে। যথাবিধি পূজা করি শাস্ত্রের নিয়মে॥
যে জন গৃহেতে ইহা করয়ে স্থাপন। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার করে পঞ্চানন॥
পুণ্যদিনে পর্ব্বদিনে উৎসবসময়ে। করিবেক অধ্যয়ন একান্ত হৃদয়ে॥
শ্রাদ্ধকালে এ পুরাণ করিবে পঠন। তাহে পরিতুষ্ট হবে যত পিতৃগণ॥
গঙ্গাতীরে পুণ্যতীর্থে শিবের মন্দিরে। বিষ্ণুগৃহে শক্তিগৃহে সাধুর গোচরে॥
এই সব স্থানে ইহা করিবে পঠন। অথবা ভকতিভরে করিবে শ্রবণ॥
শ্রীশিবপুরাণ পাঠ যেই স্থানে হয়। পুণ্যক্ষেত্র সেই স্থান জানিবে নিশ্চয়॥
পাঠকালে অন্য কথা কহে যেই জন। ব্রহ্মহত্যা পাপ তারে করে আক্রমণ॥
যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত যদি সেই করে। তবে মহাপাপ হতে তরিবারে পারে॥
দুষ্পার অসীম এই সংসার-সাগর। ইহারে তরিতে ইচ্ছা করে যেই নর॥
পড়িবে সে জন এই শ্রীশিবপুরাণ। শিবের প্রসাদে সেই পাবে মোক্ষধাম॥
পুত্রার্থীর পুত্র হয় ইহার প্রসাদে। ধনার্থী লভয়ে ধন থাকিয়া জগতে॥
বিদ্যার্থী যদ্যপি ইহা করে অধ্যয়ন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয় সেই জন॥
কবিত্ব শকতি জন্মে ইহার কৃপায়। মুক্তিকামী শিবপদে বিলীনতা পায়॥
দুর্গমে প্রান্তরে কিম্বা গহন কাননে। রাজদ্বারে সঙ্কটেতে অথবা শ্মশানে॥
হৃদিমাঝে মহেশ্বরে করিয়া স্মরণ। শ্রীশিবপুরাণ পাঠ করে যেই জন॥
সম্পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ করে অধ্যয়ন। কিম্বা পড়ে একমাত্র শ্লোক মনোরম॥
যতেক বিপদ তার দূরীভূত হয়। তাহারে করেন রক্ষা শিব দয়াময়॥
ভববন্ধ কাটিবারে যদি থাকে মন। একান্ত অন্তরে লহ শিবেরে শরণ॥
তিনি গতি তিনি মুক্তি ভবপারাবারে। ভবের কাণ্ডারী শিব জানিবে অন্তরে
তাঁহা হতে সৃষ্টি স্থিতি হতেছে সংহার। ত্রিগুণ-অতীত তিনি সার হতে সার
কভু নিরাকার তিনি সাকার কখন। তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে কোন্ জন॥
তাই বলে দ্বিজ কালী সাধুজনগণে। মতি রাখ সদা সবে শিবের চরণে॥
শিবপদ হৃদিপদ্মে করিয়া ধারণ। শ্রীশিবপুরাণ এই করি সমাপন॥
জয় জয় বল সবে হরিষে বদনে। মজাও মজাও মন শ্রীশিবপুরাণে॥

সম্পূর্ণ।